Contents

তাহাবী শরীফ

তৃতীয় খন্ড

ইমাম আবু জা'ফর আহমদ
ইব্ন মুহাম্মদ আল-মিস্রী আত-তাহাবী (র)

Contents

তাহাবী শরীফ

তৃতীয় খণ্ড

ইমাম আবূ জা'ফর আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-মিসরী আত-তাহাবী (র)

অনুবাদকমণ্ডলী কর্তৃক অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

তাহাবী শরীফ (তৃতীয় খণ্ড)
ইমাম আবূ জা'ফর আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-মিসরী আত-তাহাবী (র)
অনুবাদকমণ্ডলী কর্তৃক অনূদিত
সম্পাদনা : মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ
[ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত]

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬৪৪

ইফা প্রকাশনা : ২৪৪০
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪
ISBN : 984-06-1173-9

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০০৭

দ্বিতীয় সংস্করণ
মার্চ ২০১৪
চৈত্র ১৪২০
জমাদিউস সানি ১৪৩৫

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক, ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৫

কম্পিউটার কম্পোজ
মাহ্ফুজ কম্পিউটার
৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ মহিউদ্দীন চৌধুরী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ৫০০.০০ (পাঁচ শত) টাকা মাত্র

TAHABI SHARIF (3rd Vol): Compilation of Hadith Sharif by Imam Abu Zafar Ahmad Ibn Muhammad Ali-Misri At-Tahabi (Rh) in Arabic and Translated by A Board of transletor's into Bangla and published by Abu Hena Mustafa Kamal Project director Islamic publication project, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8181535 March 2014

E-mail : islamicfoundationbd@yahoo.com
Website : www. islamicfoundation.org.bd

Price : Tk 500.00 ; US Dollar : 20.00

প্রকাশকের কথা

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ ও অত্যন্ত উঁচুমানের ফকীহ্ (ইসলামী আইনজ্ঞ)। তৃতীয় শতকের একজন বিশেষজ্ঞ আলিমে দীন হিসেবে খ্যাত এই মনীষীকে হাদীস বিশেষজ্ঞগণ হাফিয ও ইমাম এবং ফকীহ্গণ মুজতাহিদ আলিম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মিসরের 'তাহা' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছেন বিধায় তাঁকে 'তাহাবী' বলা হয়।

তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, আকাইদ, ইতিহাস ও জীবন চরিত ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় ৩০টি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। 'শারহু মা'আনিল আসার', 'আহকামুল কুরআন', 'মুশকিলুল আসার', 'কিতাবুস শুরুত' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ **'তাহাবী শরীফ'** প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। ইতিমধ্যে অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকে সিহাহ্ সিত্তাহ্ হাদীস গ্রন্থ বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন মাজাহ্সহ মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ প্রকাশিত হয়েছে। মুসনাদে আহমদ-এর মত বিশাল হাদীস গ্রন্থের অনুবাদও প্রকাশের পথে রয়েছে।

অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের ন্যায় তাহাবী শরীফও পাঠকদের চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি। বইটি অনুবাদ করেছেন ঃ মাওলানা মুহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, মাওলানা মুহাম্মদ জাকির হুসাইন ও মাওলানা আবু তাহের; সম্পাদনা করেছেন মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ এবং প্রুফ সংশোধন করেছেন মাওলানা গোলাম সোবহান সিদ্দিকী।

আমরা অনুবাদক, সম্পাদক ও প্রুফ রিডারসহ যারা এই বইটিকে পাঠকের সামনে উপস্থাপনে সহায়ক ভূমিকা রেখেছেন, তাদের সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমরা সুন্দর ও নির্ভুলভাবে হাদীস গ্রন্থটি প্রকাশের চেষ্টা করেছি। এরপরও কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সহৃদয় পাঠকগণ আমাদেরকে তা অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে ভুল-ত্রুটিগুলো সংশোধনের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'আলা বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় আমাদের প্রকাশনাকে কবূল করুন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তফা
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

মহাপরিচালকের কথা

ইমাম আবূ জা'ফর আহমদ ইবন মুহাম্মদ তাহাবী (র) (জন্ম ২৩৮ হিজরী, মৃত্যু ৩৩১ হিজরী) ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক যুগের একজন হাদীস বিশারদ, ফকীহ্, আইন বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিত। মিসরের 'তাহা' নামক জনপদের অধিবাসী হিসেবে তিনি 'তাহাবী' নামে পরিচিত। তাঁর সংকলিত হাদীস এবং হাদীসের বিধানাবলী ও হাদীস বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ **'শারহু মা'আনিল আসার'** তাহাবী শরীফ নামে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ।

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইসলামী সাম্রাজ্য যখন পৃথিবীতে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন পণ্ডিতগণ রাজ্য বিস্তারের অভিযান অপেক্ষা বিভিন্ন জ্ঞানের সাধনাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

জ্ঞানের সাধনা ও চর্চায় সে যুগে আলিম পণ্ডিতদের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা চলছিল তার প্রভাবে নতুন নতুন বিষয়বস্তু উদ্ভাবিত হতে থাকে, তেমনিভাবে প্রতিযোগিতামূলক জ্ঞানচর্চার প্রেক্ষিতে মতামত ও চিন্তাধারার মধ্যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হতে থাকে। এভাবে মতামতধারা বা মাযহাব (স্কুল অব থট)-এর উৎপত্তির সূচনা হয়। পরবর্তীতে অনেক মতামতধারা বিলুপ্ত হয়ে চারটি মাযহাব প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে—যার মধ্যে হানাফী মাযহাব অন্যতম। বিশ্বের বেশি সংখ্যক মুসলমানই এই মাযহাবের অনুসারী। হানাফী মাযহাবের দলীলভিত্তিক সংকলনের মধ্যে প্রধান হাদীস গ্রন্থ হচ্ছে **'তাহাবী শরীফ'**।

অনেক বিলম্বে হলেও আমরা তাহাবী শরীফ প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি। আমরা অনুবাদক, সম্পাদক ও প্রুফ রিডারসহ গ্রন্থটির প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা ও মুবারকবাদ জানাই। এমন একখানা মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করার তাওফীক প্রদানের জন্য মহান আল্লাহ্র দরবারে জানাচ্ছি অসংখ্য শুকরিয়া।

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

অনুবাদকমণ্ডলী

- মাওলানা মুহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান
- মাওলানা মুহাম্মদ জাকির হুসাইন
- মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের

সম্পাদক

- মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের মেসবাহ

সূচিপত্র

অধ্যায় ঃ বিবাহ

অধ্যায় ঃ তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ

অধ্যায় ঃ অপরাধ

অধ্যায় ঃ জিহাদ

অধ্যায় ঃ ক্রয়-বিক্রয়

ইমাম তাহাবী (র)-এর পরিচিতি

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র), তৃতীয় শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ, অত্যন্ত উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন ফকীহ (ইসলামী আইনজ্ঞ) এবং বিশেষজ্ঞ আলিমে দীন হিসাবে খ্যাতির শীর্ষে ছিলেন। মুহাদ্দিস ও ফকীহদের তাবাকাতে (স্তরে) তাঁকে সমানভাবে গণ্য করা হত। পূর্ববর্তী মনীষীদের মাঝে তাঁর ন্যায় বহুদর্শী, দক্ষ ও প্রতিভাবান আলিমের দৃষ্টান্ত খুব কমই ছিল। যিনি হাদীস ও ফিকহ্ শাস্ত্রে প্রামাণিক পর্যায়ে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হাদীস বিশেষজ্ঞগণ তাঁকে মুজতাহিদ আলিম হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

জন্ম ও বংশ

ইমাম তাহাবী (র)-এর পূর্ণ নাম ইমাম হাফিয আবূ জা'ফর আহমদ ইবন মুহাম্মদ সালামা ইবন আবদুল মালিক ইবন সালমা ইবন সুলাইম ইবন খাব্বার আযদী হাজারী মিসরী আত-তাহাবী আল-হানাফী। তিনি বর্তমান মিসরের 'তাহা' নামক প্রাচীন গ্রামে ২৩৮ হিজরীর ১০/১২ রবীউল আউয়াল রবিবার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষগণ ইয়ামানের সুপ্রসিদ্ধ আযদ এবং এর শাখা হাজার গোত্রভুক্ত ছিলেন। পরবর্তীতে মিসর বিজয়ের পর তারা মিসরে এসে বসবাস শুরু করেন। যেহেতু তাঁর পূর্বপুরুষগণ ইয়ামানের আযদ ও হাজার গোত্রের অধিবাসী ছিলেন, এজন্য ইমাম তাহাবী (র)-কে আযদী ও হাজরী বলা হয়। আর যেহেতু মিসরের 'তাহা' নামক প্রাচীন পল্লীতে তাঁর জন্ম, এজন্য তাঁকে মিসরী ও তাহাবী বলা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা

ইমাম তাহাবী (র) প্রাথমিক শিক্ষা স্বীয় মাতুল ইমাম আবূ ইবরাহীম মুযানী শাফিঈ (র) থেকে লাভ করেন এবং তিনি তাঁর নিকট থেকে শাফিঈ ফিকহ্ও লাভ করেছেন। প্রথমত তিনি ইমাম মুযানী (র) থেকে শিক্ষা লাভ করে তাঁরই মাযহাব 'শাফিঈ মাযহাব' গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে যখন ইমাম আহমদ ইব্ন আবী ইমরান হানাফী (র) মিসরের কাযী (বিচারক) হিসাবে আগমন করেন তখন তিনি মাতুলের দারস ও মাযহাব পরিত্যাগ করে ইমাম আহমদ ইব্ন আবী ইমরান হানাফী (র)-এর দারস ও মাযহাব তথা হানাফী মাযহাব গ্রহণ করেন।

হানাফী মাযহাব গ্রহণ করার কারণ

বস্তুত এ বিষয়ে দু'টি বক্তব্য পাওয়া যায় ঃ প্রথম বক্তব্য হলো, আল্লামা মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ সুয়ূতী (র) স্বয়ং ইমাম তাহাবী (র)-কে মাযহাব পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করেছেন। তিনি উত্তরে বলেছেন যে, আমার মামা ইমাম মুযানী (র) হানাফী মাযহাবের গ্রন্থসমূহ অধিক অধ্যয়ন করতেন। তাই আমিও হানাফী গ্রন্থসমূহ অধিক হারে অধ্যয়ন করা শুরু করি। আমার কাছে শাফিঈ দলীল-প্রমাণ অপেক্ষা হানাফী দলীল-প্রমাণ অত্যন্ত মযবূত, অকাট্য ও তাত্ত্বিক মনে হয়। এই জন্য আমি শাফিঈ মাযহাব পরিত্যাগ করে হানাফী মাযহাব গ্রহণ করি।

দ্বিতীয় যে কারণটি সাধারণত শাফিঈ লিখকগণ বর্ণনা করেছেন, যেটিতে বাস্তবতাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। যেমন আল্লামা যাহাবী (র) তায্‌কিরাতুল হুফ্‌ফায গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

وكان اولا شافعيا يقرء على المزنى فقال له يوما والله ما جاء منكم شيء فغضب من ذلك وانتقل الى ابى عمران .

অর্থাৎ প্রথমদিকে ইমাম তাহাবী (র) শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। একটি ক্লাসে তাঁর উপর তাঁর মামা অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন ঃ "আল্লাহ্‌র কসম, তোমার দ্বারা কিছুই হবে না।" এতে ইমাম তাহাবী (র) অসন্তুষ্ট হয়ে আবূ ইমরান হানাফী (র)-এর দারসে গিয়ে যোগ দিলেন।

মাযহাব পরিবর্তনের আরেকটি কারণ আল্লামা আবদুল আযীয হারুবী (র) উল্লেখ করেছেন ঃ

ان الطحاوى كان شافعى المذهب فقرء فى كتابه ان الحاملة اذا ماتت وفى بطنها ولد حيى لم يشق فى بطنها خلافًا لابى حنيفة وكان الطحاوى ولد مشقوقًا فقال لا ارضى بمذهب رجل يرضى بهلاكى فترك مذهب الشافعى وصار من عظماء المجتهدين على مذهب ابى حنيفة .

অর্থাৎ ইমাম তাহাবী (র) প্রথমদিকে শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। একদিন তিনি শাফিঈ ফিকহ-এর গ্রন্থে পড়লেন যে, যখন অন্তঃসত্তা নারী মৃত্যুবরণ করে এবং তার পেটে সন্তান যদি জীবিত থাকে তাহলে তার পেট বিদীর্ণ করা যাবে না। কিন্তু আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাব এর ব্যতিক্রম (বিদীর্ণ করা যাবে)। বস্তুত ইমাম তাহাবী (র)-কে হানাফী মাযহাব মতে পেট বিদীর্ণ করে ভূমিষ্ঠ করা হয়েছিল। ইমাম তাহাবী (র) এটা পড়ে বললেন ঃ আমি সেই ব্যক্তির মাযহাবের প্রতি সন্তুষ্ট নই, যে কি-না আমার ধ্বংসের উপর সন্তুষ্ট হয়। এরপর তিনি শাফিঈ মাযহাব ছেড়ে হানাফী মাযহাব গ্রহণ করেছেন এবং এই মাযহাবের একজন মুজতাহিদ আলিম হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছেন।

মাওলানা ফকীর মুহাম্মদ যাহলামী এই ঘটনাটি বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ ফতোয়া বারহানায় ইমাম তাহাবী (র)-এর মাযহাব পরিবর্তনের কারণ লেখা হয়েছে এটি যে, তিনি একদিন স্বীয় মামার নিকট পড়ছিলেন। ক্লাসে নিম্নোক্ত মাসআলাটি এলো ঃ যদি কোন অন্তঃসত্তা নারী মারা যায় আর তার পেটে সন্তান জীবিত থাকে, তাহলে ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে উক্ত নারীর পেট বিদীর্ণ করে সন্তান বের করা জায়েয নেই। কিন্তু হানাফী মাযহাব এর ব্যতিক্রম। তিনি এটা পড়তেই দাঁড়িয়ে বললেন, আমি সেই ব্যক্তির অনুসরণ কখনো করব না; যে আমার ন্যায় ব্যক্তির ধ্বংসের পরোয়া করবে না। কেননা তিনি তাঁর মায়ের পেটে থাকা অবস্থায়-ই তাঁর মা মারা গিয়েছেন এবং পেট বিদীর্ণ করে তাঁকে বের করা হয়েছে। এই অবস্থা অবলোকন করে তাঁর মামা তাঁকে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! "তুমি কস্মিনকালেও ফকীহ্ হবে না।" পরবর্তীতে তিনি যখন আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে হাদীস ও ফিকহ্ শাস্ত্রে সমানভাবে দক্ষতা অর্জন করে ইমাম ও মুজতাহিদদের ন্যায় সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হন, তখন প্রায়-ই বলতেন, আমার মামাকে আল্লাহ্‌র রহমত করুন! যদি তিনি আজ জীবিত থাকতেন তাহলে স্বীয় শাফিঈ মাযহাবমতে অবশ্যই নিজের কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করতেন।

হাদীস শিক্ষায় ইমাম তাহাবী (র)-এর সফর

ইমাম তাহাবী (র) তৎকালের মুসলিম জাহানের প্রখ্যাত কেন্দ্রসমূহ সফর করে হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহ করেছেন। মিসর, ইয়ামান, হিজায, শাম, খুরাসান, কূফা, বসরা, রায় ও ইরাকে হাদীস সংগ্রহের জন্য তিনি বছরের পর বছর পরিভ্রমণ করেছেন।

ইমাম তাহাবী (র)-এর ওফাত

ইমাম তাহাবী (র) বিরাশি বছর বয়সে ৩২১ হিজরীর ৩০ শাওয়াল বৃহস্পতিবার মিসরে ইন্তিকাল করেন। এ ব্যাপারে আল্লামা সামআনী (র), আল্লামা ইব্ন কাসীর (র), আল্লামা ইব্ন খাল্লিকান (র), আল্লামা ইব্ন হাজার আসকালানী (র), আল্লামা সুয়ূতী (র) ও আল্লামা হামুবী (র) প্রমুখ ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ النِّكَاحِ

অধ্যায় ঃ বিবাহ

١- بَابُ مَانُهِيَ عَنْهُ مِنْ سَوْمِ الرَّجُلِ عَلٰى سَوْمِ اَخِيْهِ وَخِطْبَتِهِ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ

১. অনুচ্ছেদ ঃ একজনের কোন বস্তু ক্রয়ের প্রস্তাবের ওপর অন্যের প্রস্তাব দেয়া এবং একজনের বিবাহের প্রস্তাবের ওপর অন্যের বিবাহের প্রস্তাব দেয়া নিষেধ প্রসঙ্গ

٣٩١٨- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ ثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَايَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ وَلَايَخْطُبُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ -

৩৯১৮. ইব্রাহীম ইব্ন আবূ দাউদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ "একজনের কোন জিনিস ক্রয়ের প্রস্তাবের ওপর যেন অন্যজন প্রস্তাব না দেয় এবং একজনের বিবাহের প্রস্তাবের ওপর যেন অন্য একজন বিবাহের প্রস্তাব না দেয়।"

٣٩١٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ ﷺ نَحْوَهُ -

৩৯১৯. ইউনুস (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٣٩٢٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ وَاَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبٍ قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ ثَنِي اللَّيْثُ قَالَ ثَنِي يَزِيْدُ بْنُ اَبِي حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ اَخُو الْمُؤْمِنِ لَايَحِلُّ لَهُ اَنْ يَبْتَاعَ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ حَتّٰى يَذَرَ وَلَايَخْطُبُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ حَتّٰى يَذَرَ -

৩৯২০. ইউনুস (র) ও আহমাদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন ওহাব (র) ..... উকবা ইব্ন আমির হতে শুনেছেন। তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ "এক মু'মিন বান্দা অন্য মু'মিন বান্দার

Contents

ভাই। একজনের দর করার পর অন্যজনের দর করা হালাল নয় যতক্ষণ না সে তা বর্জন করে। আর একজনের বিবাহের প্রস্তাবের ওপর যেন অন্যজন বিবাহের প্রস্তাব না করে যতক্ষণ না সে তা বর্জন করে।"

٣٩٢١- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِي حَبِيْبٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৩৯২১. ইউনুস (র) ..... ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদে অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করেন।

٣٩٢٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ اَخْبَرَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ ﷺ لاَيَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ يَخْطَبُ اَحَدُكُمْ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ حَتّٰى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ اَوْ يَأْذَنَ لَهُ فَيَخْطُبَ -

৩৯২২. আলী ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ "তোমাদের কেউ যেন অন্যের দর করার ওপর দর না করে এবং কেউ যেন অন্যের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না করে যতক্ষণ না বিবাহের প্রস্তাবকারী প্রস্তাব বর্জন করে কিংবা তাকে প্রস্তাব করার জন্যে অনুমতি প্রদান করে।" তখন সে প্রস্তাব দিতে পারে।

٣٩٢٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَسُوْمُ الرَّجُلُ عَلٰى سَوْمِ اَخِيْهِ -

৩৯২৩. আহমাদ ইব্‌ন দাউদ (র) ..... আবূ সায়ীদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "একজন যেন অন্য একজনের দরের ওপর দর না করে।"

٣٩٢٤- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لاَيَخْطُبُ اَحَدُكُمْ عَلٰى خِطْبَةٍ حَتّٰى يَنْكِحَ اَوْ يَتْرُكَ -

৩৯২৪. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন "তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের ওপর বিবাহের প্রস্তাব না করে, যতক্ষণ না সে বিবাহ করে কিংবা বিবাহের প্রস্তাব বর্জন করে।"

٣٩٢٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ وَلاَ يَسُوْمُ عَلٰى سَوْمِ اَخِيْهِ -

৩৯২৫. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ "কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের ওপর প্রস্তাব না করে এবং তার ভাইয়ের দরের ওপর দর না করে।"

٣٩٢٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৩৯২৬. আবূ বাকরা (র) ..... আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٣٩٢٧- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ -

৩৯২৭. আবূ বাক্‌রা (র) ..... আবূ সালিহ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন এবং আবূ হুরাইরা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٣٩٢٨- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا ابْنُ الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَخْطُبُ اَحَدُكُمْ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ حَتّٰى يَنْكِحَ اَوْيَتْرُكَ -

৩৯২৮. রাবী' আল-মুয়াযযিন (র) ..... আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ "আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন ঃ "তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের ওপর প্রস্তাব না করে, যতক্ষণ না সে বিবাহ করে কিংবা বর্জন করে।"

٣٩٢٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَخْطِبُ اَحَدُكُمْ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ -

৩৯২৯. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের ওপর প্রস্তাব না করে।"

٣٩٣٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

৩৯৩০. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٩٣١- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ ثَنِى الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا كَثِيْرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رض يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلٰى سَوْمِ اَخِيْهِ حَتّٰى يَشْتَرِىَ اَوْ يَتْرُكَ وَلاَيَخْطُبَ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ حَتّٰى يَنْكِحَ اَوْيَتْرُكَ -

Contents

৩৯৩১. রাবী' আল-মুয়াযযিন (র) ..... আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : "কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের দরের ওপর দর না করে, যতক্ষণ না সে খরিদ করে কিংবা বর্জন করে। আর ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের ওপর প্রস্তাব না করে, যতক্ষণ না সে বিবাহ্ করে কিংবা বর্জন করে।"

٣٩٣٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَيَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ خِطْبَةِ بَعْضٍ-

৩৯৩২. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন কারো দরের ওপর দর না করে এবং তোমাদের কেউ যেন কারো বিবাহের প্রস্তাবের ওপর বিবাহের প্রস্তাব না করে।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন : একদল আলিম এটা সমর্থন করেন এবং বলেন, অন্য এক জনের দরের ওপর কারো দর করা বৈধ নয়, যতক্ষণ না সে যা দর করেছিল তা ছেড়ে দেয়। অনুরূপভাবে কোন মহিলার কাছে বিবাহের প্রস্তাব দেয়া উচিত নয়। যার কাছে অন্য একজন বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে, যতক্ষণ না তার প্রস্তাবকারী তাকে বর্জন করে। আর তারা উপরোক্ত হাদীসগুলোর মাধ্যমে দলীল পেশ করেন।

অন্য একদল 'আলিম এ ব্যাপারে তাদের বিরোধিতা করে বলেন, যদি ক্রয়ের প্রস্তাবকারী কিংবা বিবাহের প্রস্তাবকারী বস্তু কিংবা মহিলার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাহলে অন্যজনের জন্য ক্রয়ের প্রস্তাব পেশ করা বৈধ নয়, এবং বর্জন না করা পর্যন্ত অন্যজন যেন বিবাহের প্রস্তাব না করে। তারা বলেন, উপরোল্লেখিত হাদীসগুলোতে নিষেধকৃত ক্রয়ের প্রস্তাব কিংবা বিবাহের প্রস্তাব হচ্ছে সেটা। যা আমরা উল্লেখ করেছি। পক্ষান্তরে যদি কেউ কোন বস্তুর দর করে কিংবা কোন মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব, সে অথবা তার অভিভাবক পেশ করে; কিন্তু তার প্রতি ঝুঁকে না পড়ে তাহলে অন্যের জন্য ক্রয়ের দর করা কিংবা প্রস্তাব করা মুবাহ অর্থাৎ অবৈধ নয়। এ সম্পর্কে তারা নিম্ন বর্ণিত দলীল পেশ করেন :

٣٩٣٣- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِىْ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَبِى الْجَهَمِ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ تَقُوْلُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهَا اِذَا نَقَضَتْ عِدَّتُكِ فَاٰذِنِيْنِىْ قَالَتْ فَخَطَبَنِىْ خُطَّابٌ فِيْهِمْ مُعَاوِيَةُ اَبُوْ الْجَهْمِ فَقَالَ ﷺ اِنَّ مُعَاوِيَةَ خَفِيْفُ الْحَالِ وَاَبُوْ الْجَهَمِ يَضْرِبُ النِّسَاءَ اَوْ فِيْهِ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ وَلٰكِنْ عَلَيْكَ بِاُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ-

৩৯৩৩. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ..... ফাতিমা বিনত কাইস (রা) হতে শুনেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেছেন : "যখন তোমার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে তখন তুমি আমাকে জানাবে।" ফাতিমা বিনত কাইস (রা) বলেন : "আমাকে কয়েকজন প্রস্তাবকারী বিবাহের প্রস্তাব প্রদান করেন। তাদের মধ্যে ছিলেন মুয়াবিয়া (রা) এবং আবুল জাহাম (রা), রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : "মুয়াবিয়ার অবস্থা নাযুক। আর আবুল জাহাম মহিলাদেরকে পেটায় অথবা তার মধ্যে রয়েছে মহিলাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা। তুমি বরং উসামা বিন যায়দকে গ্রহণ করো।"

Contents

٢٩٢٤ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ الْجَهْمِ عَنْ فَاطِمَةَ نَحْوَهُ ـ

৩৯৩৪. সুলাইমান ইব্ন শুয়াইব (র) ..... ফাতিমা বিনত কাইস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٩٢٥ـ حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ كَثِيْرِ الْاَنْصَارِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَهُ ـ

৩৯৩৫. ফাহাদ (র) ..... ফাতিমা বিনত কাইস (রা) এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٩٢٦ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ اَنَّهَا لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا خَطَبَهَا اَبُوْ الْجَهْمِ وَمُعَاوِيَةُ كُلُّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيْنَ اَنْتَ مِنْ اُسَامَةَ ـ

৩৯৩৬. রাবী' আল-মুয়াযযিন (র) ..... ফাতিমা বিনত কাইস (রা) হতে বর্ণিত যে, যখন তাঁর ইদ্দত শেষ হল তাঁর কাছে আবুল জাহাম (রা) ও মুয়াবিয়া (রা) বিবাহের প্রস্তাব পেশ করলেন, আর প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, "উসামা সম্পর্কে তোমার ভাবনা কি?"

٢٩٢٧ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ مَوْلٰى الاَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ لَمَّا حَلَلْتُ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ اَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ وَاَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا اَبُوْ جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ مِنْ عَاتِقِهِ وَاَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصَعْلُوْكُ لاَمَالَ لَهُ وَلٰكِنْ اَنْكِحِىْ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ قَالَتْ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ اَنْكِحِىْ اُسَامَةَ فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا وَاغْتُبِطْتُ بِهِ ـ

৩৯৩৭. ইউনুস (র) ..... ফাতিমা বিনত কাইস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন আমি হালাল হলাম তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে হাযির হয়ে আরয করলাম, মুয়াবিয়া (রা) ও আবুল জাহাম (রা) আমার কাছে প্রস্তাব প্রেরণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ "আবুল জাহাম তো কাঁধ থেকে লাঠি নামায় না আর মুয়াবিয়া তো ফকীর, তার কোন সম্পদ নেই। তুমি বরং উসামা ইব্ন যায়দ (রা) কে বিবাহ কর।" তিনি বলেন, আমি উসামা (রা) কে অপছন্দ করলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন ঃ "তুমি উসামাকে বিবাহ কর।" অতঃপর আমি তাকে বিবাহ্ করলাম। আল্লাহ্ তা'আলা তার মাঝে কল্যাণ দান করলেন এবং তার ব্যাপারে আমি 'ঈর্ষার' পাত্রী হলাম।

٣٩٣٨- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا اَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ لَمَّا حَلَلْتُ خَطَبَنِيْ مُعَاوِيَةُ وَرَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ انْكِحِيْ اُسَامَةَ فَكَرِهْتُهُ فَقَالَ انْكِحِيْهِ فَنَكَحْتُهُ -

৩৯৩৮. রাবী' আল-মুয়াযযিন (র) ..... ফাতিমা বিনত কাইস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন আমি হালাল হলাম তখন মুয়াবিয়া (রা) ও কুরাইশের এক ব্যক্তি আমার কাছে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন ঃ "তুমি উসামাকে বিবাহ কর।" আমি উসামাকে অপছন্দ করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবার বললেন, 'তুমি তাকে বিবাহ কর।' অতঃপর আমি তাকে বিবাহ করলাম।

٣٩٣٩- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِيْ زَائِدَةَ قَالَ ثَنَا الْمُجَالِدُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ اَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ خَطَبَهَا فَاَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَلَا اُزَوِّجُكِ رَجُلًا اُحِبُّهُ فَقَالَتْ بَلٰى فَزَوَّجَهَا اُسَامَةَ -

৩৯৩৯. রাবী' আল-মুয়াযযিন (র) ..... ফাতিমা বিনত কাইস (রা) হতে বর্ণিত যে, কুরাইশের এক ব্যক্তি তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। তিনি নবী ﷺ-এর কাছে এলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "আমি কি এমন এক ব্যক্তির সাথে তোমার বিবাহ দেবো না, যাকে আমি ভালবাসি।" ফাতিমা (রা) বললেন, অবশ্যই তখন তিনি তাকে উসামা (রা)-এর সাথে বিবাহ দিলেন।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ ফাতিমা বিনত কাইসের প্রতি মুয়াবিয়া (রা) ও আবুল জাহাম (রা) এর বিবাহের প্রস্তাবের কথা জানা সত্ত্বেও উসামা (রা) এর জন্যে বিবাহের প্রস্তাব দেয়ায় এটা প্রমাণিত হয় যে, এরূপ অবস্থায় তার প্রতি বিবাহের প্রস্তাব দেয়া বৈধ। আর এটাও প্রমাণিত হয় যে, প্রথমে বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে যা নিষেধ করা হয়েছে তা এর থেকে ভিন্ন। এ অনুচ্ছেদে আমরা পূর্বে যা বর্ণনা করেছি, তাতে ছিল প্রস্তাবকারীর আগ্রহ। আর এখানে যা বর্ণনা করেছি তাতে প্রস্তাবকারীর তেমন আগ্রহ নেই। যাতে এ সকল হাদীস বিশুদ্ধ হয়, এবং এর বক্তব্য সমন্বয়পূর্ণ হয়, বৈপরিত্য না থাকে। দর করার ক্ষেত্রেও একই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য।

এ ব্যাখ্যাকে স্পষ্ট করে দেয় ঐ হাদীস, যা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন ঃ

٣٩٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرِ بْنِ مَطَرٍ الْبَغْدَادِيْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الْاَخْضَرُ بْنُ عَجْلَانَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض اَنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَشَكَا اِلَيْهِ الْفَاقَةَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ جِئْتُ مِنْ عِنْدِ اَهْلِ بَيْتٍ مَا اَرٰى اَنْ اَرْجِعَ اِلَيْهِمْ حَتّٰى يَمُوْتَ بَعْضُهُمْ جُوْعًا قَالَ انْطَلِقْ هَلْ تَجِدُ مِنْ شَيْءٍ فَانْطَلَقَ فَجَاءَ بِحِلْسٍ وَقَدَحٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا الْحِلْسُ كَانُوْا يَفْتَرِشُوْنَ بَعْضَهُ

وَيَلْتَقُوْنَ بِبَعْضِهِ وَهٰذَا اَلْقَدْحُ كَانُوْا يَشْرَبُوْنَ فِيْهِ فَقَالَ مَنْ يَأْخُذُهُمَا مِنِّىْ بِدِرْهَمٍ فَقَالَ رَجُلُ اَنَا فَقَالَ مَنْ يَزِيْدُ عَلٰى دِرْهَمٍ فَقَالَ رَجُلُ اَنَا اٰخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ قَالَ هُمَالَكَ فَدَعَا بِالرَّجُلِ فَقَالَ اِشْتَرِىْ بِدِرْهَمٍ طَعَامًا لاَهْلِكَ وَبِدِرْهَمٍ فَاْسًا ثُمَّ اِيْتِنِىْ فَفَعَلَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ اِنْطَلِقْ اِلٰى هٰذَا الْوَادِىْ فَلاَ تَدَعَنَّ فِيْهِ شَوْكًا وَلاَحَطَبًا وَلاَ تَأْتِنِىْ اِلاَّ بَعْدَ عَشَرٍ فَفَعَلَ ثُمَّ اَتَاهُ فَقَالَ بُوْرِكَ فِيْمَا اَمَرْتَنِىْ بِهِ قَالَ هٰذَا خَيْرُ لَكَ مِنْ اَنْ تَأْتِىَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِىْ وَجْهِكَ نُكَتُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ اَوْ خُمُوْشُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ ـ

৩৯৪০. মুহাম্মদ ইব্ন বাহ্র ইব্ন মাতার আল-বাগদাদী (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে। তিনি বলেন, এক আনসারী নবী ﷺ -এর খিদমতে হাজির হয়ে অভাবের দুঃখ করলেন। অতঃপর আবার ফিরে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এমন এক অসহায় পরিবারের কাছ থেকে এসেছি যে, ফিরে গিয়ে হয়ত দেখব, ক্ষুধায় তাদের দু'একজন মরে গেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, গিয়ে দেখো, কোন বস্তু পাও কি-না? তখন তিনি গেলেন এবং একটি চট ও পেয়ালা নিয়ে ফিরে এলেন এবং বললেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ চটের কিছু অংশ তারা শয্যারূপে ব্যবহার করতো, আর কিছু অংশ গায়ে দিতো, আর এ পেয়ালা দিয়ে তারা পানি পান করতো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন,"আমার থেকে কে এগুলো এক দিরহাম দিয়ে খরিদ করবে?" এক ব্যক্তি বললেন, আমি খরিদ করব। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, "এক দিরহামের বেশি কে দেবে?" আবার এক ব্যক্তি বললেন, "আমি এগুলো দু দিরহাম দিয়ে খরিদ করব।" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, "নাও এ দুটো তোমার।" অতঃপর লোকটিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ডেকে বললেন, এক দিরহাম দিয়ে তোমার পরিবারের জন্যে খাদ্য কিনে দাও। আর এক দিরহাম দিয়ে একটি কুড়াল কিনে আন। এরপর আমার কাছে আস। লোকটি তাই করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে ফিরে আসলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যাও এ কুড়ালটি নিয়ে এ জংগলে চলে যাও এবং কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি কর। আর দশদিন পর আমার সাথে দেখা কর। লোকটি তাই করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আগমন করলেন এবং বললেন, আপনি আমাকে যা নির্দেশ করেছেন তাতে আল্লাহ্ বরকত দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, "মানুষের কাছে চাওয়ার কারণে কিয়ামতের দিন তোমার চেহারায় যে দাগ পড়তো কিংবা বলেছেন, যে আঁচড় পড়ত, তার থেকে তোমার কাছে এটা উত্তম।"

সন্দেহটি এসেছে বর্ণনাকারী মুহম্মদ ইব্ন বাহ্র থেকে। এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিলাম বিক্রির অনুমতি প্রদান করেছেন, আর তাতে দর করার উপর দর করা পাওয়া যায়, তবে এর পূর্বে দরের উপর দরের আলোচনা হয়েছে, তাতে বিশেষ আকৃষ্টতা ছিল না।

সুতরাং এটা একথাও প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে দরের উপর দর নিষেধ করেছেন তা এটা থেকে ভিন্ন। সুতরাং এ হাদীস দ্বারা নবী ﷺ-এর দরের উপর দর নিষেধ করার অর্থ স্পষ্ট হয়ে যায়। আর ফাতিমা বিনত কাইস (রা) এর হাদীস দ্বারা নবী ﷺ-এর প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব নিষেধ করার অর্থ পরিষ্কার হয়ে যায়। এ হাদীসগুলোর যে অর্থকে আমরা বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করেছি, এবং যে দরের উপর দর ও প্রস্তাবের উপর প্রস্তাবকে আমরা বৈধ ও অবৈধ বলেছি, সেটাই করা ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত। নিলাম বিক্রির অনুমতি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরও প্রচলিত দেখতে পাওয়া যায়ঃ

٣٩٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ قَالَ اَدْرَكْتُ النَّاسَ يَبِيْعُوْنَ الْغَنَائِمَ فِيْمَنْ يَزِيْدُ -

৩৯৪১. মুহাম্মাদ ইব্ন খুযাইমা (র) ..... আতা ইব্ন আবূ রাবাহ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি লোকজনকে নিলামে গনীমতের মালামাল বিক্রি করতে দেখেছি।

٣٩٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ لاَ بَأْسَ اَنْ يَسُوْمَ عَلٰى سَوْمِ الرَّجُلِ اِذَا كَانَ فِيْ صَحْنِ السُّوْقِ يَسُوْمُ هٰذَا اَوْذَا فَاَمَّا اِذَا خَلاَبِهِ رَجُلٌ فَلاَيَسُوْمُ عَلَيْهِ -

৩৯৪২. মুহাম্মদ ইব্ন খুযাইমা (র) ..... মুজাহিদ (র) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "বাজারের চত্বরে দরের উপর দর করায় কোন ক্ষতি নেই। এক জনে দর করবে আবার আরেক জনেও দর করবে। তবে যখন ক্রেতা একজন হয় কিংবা মুষ্টিমেয় হয় তখন দরের ওপর দর করবে না।"

٢- بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ عَصَبَةٍ

২. অনুচ্ছেদ ঃ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ

٣٩٤٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَاِنْ اَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَاِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَوَلِيَّ لَهُ -

৩৯৪৩. ইউনুস (র) ..... আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, কোন মহিলা তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে স্বামী যদি তাকে সঙ্গম করে তবে তার সম্ভোগ অঙ্গ হালাল করার কারণে তার জন্য মোহ্‌র সাব্যস্ত হবে। আর যদি অভিভাবক না থাকার কারণে অভিভাবক নিয়ে লোকেরা বিবাহ করে তাহলে যার অভিভাবক নেই, দেশের বাদশাহ-ই তার অলী বা অভিভাবক হবে।"

٣٩٤٤- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৩৯৪৪. ফাহাদ (র) ..... ইব্ন জুরাইজ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনিও নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٩٤٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمٰنَ الرَّقِّيُّ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ اَرْطَاةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৩৯৪৫. আবূ বিশ্‌র আর-রাকী (র) ..... আয-যুহরী (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনিও নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٩٤٦- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ حَدَّثَنَا اَسَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَهُ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৩৯৪৬. রাবী' আল-মুয়াযযিন (র) ..... ইব্‌ন শিহাব আয্‌-যুহ্‌রী হতে বর্ণনা করেন। তিনিও নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٩٤٧- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْاَسْوَدِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ جَعْفَرَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৩৯৪৭. রাবী' আলজীযী (র) ..... ইব্‌ন শিহাব (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনিও নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল 'আলিম' এ মত অবলম্বন করে বলেন, "অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত কোন মহিলার নিজ অভিমতে বিবাহ্ শুদ্ধ হবে না।" তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (র)। আর তারা উপরে বর্ণিত হাদীসগুলোর মাধ্যমে তাদের অভিমতের পক্ষে দলীল পেশ করেন।

অন্য একদল 'আলিম এ ব্যাপারে তাদের বিরোধিতা করেন এবং তারা বলেন ঃ "মহিলার অধিকার রয়েছে যাকে ইচ্ছা তার কাছে নিজেকে বিয়ে দেয়ার। এ ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার অধিকার অভিভাবকের নেই, যদি সে উপযুক্ত পাত্রে নিজেকে অর্পণ করে।" এ বিষয়ে তাদের একটি প্রমাণ এই যে, ইব্‌ন জুরাইজের যে হাদীস সুলাইমান ইব্‌ন মূসা হতে আমরা উল্লেখ করেছি, এ ব্যাপারে ইব্‌ন জুরাইজ বলেন যে, তিনি এ হাদীস সম্বন্ধে ইব্‌ন শিহাবকে প্রশ্ন করেছেন, কিন্তু তিনি হাদীসটির পরিচয় বলতে পারেন নি।

٣٩٤٨- حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ ابْنُ اَبِيْ عِمْرَانَ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِذٰلِكَ -

৩৯৪৮. ইব্‌ন আবূ ইমরান (র) ..... ইব্‌ন জুরাইজ (র) থেকে এ মর্মে বর্ণনা করেন।

আবূ জা'ফর বলেন ঃ এর চেয়ে কম ত্রুটির ভিত্তিতেও এরা হাদীস নাকচ করে দেন। হাজ্জাজ ইব্‌ন আরতাত বর্ণনাকারীর শ্রবণ ইমাম যুহরী (র) থেকে তাদের কাছে প্রমাণিত নয়। তাই এ হাদীস তাদের কাছে مُرْسَلْ এবং তারা مُرْسَلْ حَدِيْثْ -কে দলীল মনে করেন না।

প্রতিপক্ষ যখন এদের বিপক্ষে বর্ণনাকারী ইব্‌ন লাহীয়াহ্ এর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন তখন এরা অপছন্দ করেন, তাহলে এখানে কিভাবে এরা তার হাদীসকে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দলীলরূপে পেশ করছেন।

তদুপরি তারা যুহরী থেকে এ সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছেন তা প্রমাণিত হলেও আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে এর বিপরীত বর্ণনাও এসেছে ঃ

٣٩٤٩ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنْ مَالِكًا اَخْبَرَهُ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ اَنَّهَا زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ اَمِثْلِىْ يُصْنَعُ بِهٖ هٰذَا وَيُفْتَابُ عَلَيْهِ فَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ عَنِ الْمُنْذِرِ فَقَالَ اَلْمُنْذِرُ اِنَّ ذٰلِكَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ مَاكُنْتُ اَرُدُّ اَمْرًا قَضَيْتِيْهِ فَقَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ طَلاَقًا ـ

৩৯৪৯. ইউনুস (র) ..... আল-কাসিম (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি উম্মুল মু'মিনীন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি একবার হাফসা বিনত আবদুর রহমানকে আল-মুনযার ইব্‌ন আয-যুবাইরের সাথে বিবাহ দেন। আবদুর রহমান সিরিয়ায় থাকার কারণে মদীনায় ছিলেন অনুপস্থিত। আবদুর রহমান যখন মদীনায় আগমন করলেন তখন তিনি বললেন, 'আমার মত লোকের সাথেও কি এরূপ ব্যবহার করা হয়? আমার মত লোকের ব্যাপারেও কি তাড়াহুড়া করা হবে?' হযরত আয়েশা (রা) আল-মুনযারের সাথে কথা বলেন। আল-মুনযার বললেন, এটাতো আবদুর রহমানের হাতে। আবদুর রহমান বললেন, আপনি যে বিষয়টি ফায়সালা করেছেন, তা আমি রদ করতে পারিনা। অতঃপর হাফসা আল-মুনযারের নিকট স্থির রইলেন, আর তালাকের বিষয়টি উত্থাপিত হল না।

٣٩٥٠ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهُ ـ

৩৯৫০. ইউনুস (র) ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন আল-কাসিম হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٣٩٥١ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ حَنْظَلَةُ وَاَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِىْ حَفْصَةَ بِمِثْلِ ذٰلِكَ ـ

৩৯৫১. ইউনুস (র) ..... আল-কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) থেকে হাফসা সম্পর্কে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

মোট কথা আয়েশা সিদ্দীকা (রা) যখন আবদুর রহমানের অনুমতি ব্যতীত তার কন্যা-কে তাঁর বিবাহ দেয়া বৈধ মনে করলেন এবং ঐ আক্‌দকে সিদ্ধ মনে করলেন, এমন কি তিনি ঐ আকদের মাধ্যমে (সম্ভোগ অঙ্গের) মালিকানা অনুমোদন করলেন, তখন আমাদের মতে এটা অসম্ভব যে, তিনি এটা সহী মনে করবেন, অথচ তিনি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন 'অভিভাবক ব্যতীত কোন বিবাহ শুদ্ধ হয়না।' সুতরাং এ দ্বারা যুহ্‌রী থেকে বর্ণিত হাদীসের অসিদ্ধতা প্রমাণিত হয়।

প্রথম পক্ষ আবার তাদের সপক্ষে নিচে বর্ণিত হাদীসটি দলীল হিসেবে উল্লেখ করেন ঃ

٣٩٥٢ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِىٍّ ـ

৩৯৫২. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ বুরদা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তার পিতা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, অভিভাবক ব্যতীত কোন বিবাহ শুদ্ধ নয়।

এখানে এ হাদীসের বিরুদ্ধে বক্তব্য হল এ যে, এ হাদীসটি মূলের দিকে লক্ষ্য করলে দলীল হিসেবে টিকে না। কেননা এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে উল্লেখিত 'ইসরাইল' থেকে বেশি ধী সম্পন্ন ও শক্তিশালী, যেমন সুফিয়ান ও শু'বা তারাও এ হাদীসটি আবূ ইসহাক থেকে مُنْقَطِعْ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

٣٩٥٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمَ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِىٍّ -

৩৯৫৩. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... শু'বার মাধ্যমে আবূ ইসহাক হতে বর্ণনা করেন। তিনি আবূ বুরদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "অভিভাবক ব্যতীত কোন বিবাহ্ই শুদ্ধ হয় না।"

٣٩٥٤- اِبْنِ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৩৯৫৪. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... সুফিয়ান আস-সাওরীর মাধ্যমে আবূ ইসহাক হতে বর্ণনা করেন। তিনি আবূ বুরদা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ﷺহতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

তাহলে দেখা গেল, মূল হাদীসটি শু'বা ও সুফিয়ানের মাধ্যমে আবূ বুরদা (রা) হতে বর্ণিত। তারা প্রত্যেকেই মুহাদ্দিসীনের নিকট ইসরাইল থেকে বেশি শক্তিশালী। আর দু'জন একত্রিত হলে তো আর কোন কথাই থাকতে পারেনা।

যদি প্রথম পক্ষ বলেন, আবূ আওয়ানাই হাদীসটি مَرْفُوْعْ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যেমন ইসরাইল বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হল নিম্নরূপ ঃ

٣٩٥٥- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ وَاَبُوْ عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِىٍّ -

৩৯৫৫. ফাহাদ (র) ..... আবূ আওয়ানা এর মাধ্যমে আবূ ইসহাক (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি আবূ মূসা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ﷺ হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ﷺ বলেন ঃ "অভিভাবক ব্যতীত কোন বিবাহ শুদ্ধ নয়।"

তাদেরকে প্রতিউত্তরে বলা যায়, হাঁ, আবূ আওয়ানা হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন তোমরা উল্লেখ করেছ, কিন্তু গভীরভাবে এ হাদীসের মূলের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় আবূ আওয়ানা ইসরাইল থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং ইসরাইল আবূ ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন। সুতরাং আবূ আওয়ানা বর্ণিত হাদীসটিও ইসরাইলের বর্ণিত হাদীসই। যেমন হাদীসটি নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

٣٩٥٦ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرِ الرَّازِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৩৯৫৬. আবূ উমাইয়া (র) ..... আবূ আওয়ানা হতে বর্ণনা করেন। তিনি ইসরাঈল হতে বর্ণনা করেন। তিনি আবূ ইসহাক হতে বর্ণনা করেন। আর আবূ ইসহাক নিজের সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন। সুতরাং এ সম্পর্কে আবূ আওয়ানার কাছে আবূ ইসহাক থেকে কোন বর্ণনা থাকার বিষয়টি নাকচ হয়ে গেল।

যদি প্রথম পক্ষ আবার বলেন যে, এ হাদীসটি কাইস ইব্নুর রাবী'ও আবূ ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন, যেমন ইসরাইল বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হল নিম্নরূপ ঃ

٣٩٥٧ـ وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ الْكُوْفِىُّ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالاَ ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِىٍّ ـ

৩৯৫৭. ফাহাদ (র) ..... কাইস ইবনুর রাবী' হতে বর্ণনা করেন। তিনি আবূ ইসহাক হতে বর্ণনা করেন। তিনি আবূ বুরদা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি আবূ মূসা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ "অভিভাবক ব্যতীত কোন বিবাহ শুদ্ধ নয়।"

তাদেরকে প্রতিউত্তরে বলা যায়, হাঁ, তোমরা সত্য বলেছ, কাইস এ হাদীসটি বর্ণনা করেন, যেমন তোমরা উল্লেখ করেছ। তবে কাইস মুহাদ্দিসীনে কিরামের কাছে ইসরাইল থেকে কম মর্যাদার অধিকারী, তাই ইসরাইল যদি সুফিয়ান ও শু'বার সমকক্ষ না হতে পারেন তাহলে কাইস তাদের সমকক্ষ না হওয়া তো আরো স্বাভাবিক।

যদি প্রথম পক্ষ আবার বলেন যে, এ হাদীসটি সুফিয়ানের জনৈক শিষ্য সুফিয়ান থেকে مَرْفُوْعٌ হিসেবে বর্ণনা করেন, যেমন ইসরাইল ও কাইস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

٣٩٥٨ـ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لاَنِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِىٍّ ـ

৩৯৫৮. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ..... বিশ্র ইব্ন মান্সূর হতে বর্ণনা করেন। তিনি সুফিয়ান থেকে বর্ণনা করেন। তিনি আবূ ইসহাক হতে বর্ণনা করেন। তিনি আবূ বুরদা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি আবূ মূসা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ "অভিভাবক ব্যতীত কোন বিবাহই শুদ্ধ হয়না।"

তাদেরকে প্রতিউত্তরে বলা যায়, তোমরা সত্য বলেছ যে, এ হাদীসটি বিশ্র ইব্ন মানসূর, সুফিয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন, যেমন তোমরা উল্লেখ করেছ, কিন্তু তোমরা তো তোমাদের প্রতিপক্ষের এ ধরনের আচরণ পছন্দ করো না, অর্থাৎ সুফিয়ানের শিষ্যগণ কিংবা তাদের অধিকাংশ যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা দ্বারা যদি একটি সিদ্ধান্ত প্রমাণ করা হয়, আর তোমাদের প্রতিপক্ষ সুফিয়ান হতে বিশ্র ইবন মানসূরের বর্ণনা দ্বারা তোমাদের বিপক্ষে দলীল পেশ করেন, যা ভিন্ন সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে, তখন তো তোমরা তাকে হাদীস সম্পর্কে

বলে মনে করো, তো তোমাদের বিপক্ষে তোমাদের প্রতিপক্ষের যে আচরণ তোমরা পছন্দ করো না, সেই আচরণ তোমাদের প্রতিপক্ষের বিপক্ষে কিভাবে তোমরা করতে পারো, এটা তো প্রকাশ্য যুলুম।

আত-তাহাবী বলেন ঃ এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য এ জন্য নয় যে, আমি যাদের কথা উল্লেখ করেছি তাদের কাউকে অসম্মান করতে চাই। আর এ ধরনের বক্তব্যকে আমি দোষের মনে করি না। বরং আমি শুধু এই দলীল উপস্থাপনকারীর যুলুমের কথা বয়ান করতে চেয়েছি, আর তার অনুঃসৃত 'হুজ্জত' তারই উপর চাপাতে চেয়েছি। তবে আমি বলতে চাই যে, যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এ কথা বর্ণিত থাকেও যে, "অভিভাবক ব্যতীত কোন বিবাহ শুদ্ধ নয়" তাহলেও যারা এ অনুচ্ছেদে নিজেদের দাবির পক্ষে এটাকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এটাতে কয়েকটি অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে ঃ

আমাদের বিপক্ষের লোক যে وَلِىٌّ বা অভিভাবকের কথা বলেছেন এর দ্বারা মহিলাটির নিকটতম স্বজনের কথাও বলা যেতে পারে। অথবা এ وَلِىٌّ এর দ্বারা মহিলাটির নিযুক্ত নিকট কিংবা দূরের ব্যক্তিও হতে পারে। আর এটা ঐ ব্যক্তিদের মাযহাব, যারা বলে যে, বিবাহ বন্ধনের ব্যাপারটি নিয়ে মহিলার নিজের বিবাহের কিংবা অন্যের বিবাহের ব্যাপারে অভিভাবকত্ব করা বৈধ নয়, যদিও তার অভিভাবক তাঁকে এ ব্যাপারে অনুমতি দেয়। এ অভিভাবকত্ব শুধু পুরুষরাই করা বৈধ। এরূপ ঘটনা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে ঃ

٣٩٥٩ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مُحَمَّدِ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رضـ اَنَّهَا اَنْكَحَتْ رَجُلاً مِنْ بَنِىْ اُخْتِهَا جَارِيَةً مِنْ بَنِىْ اَخِيْهَا فَضَرَبَتْ بَيْنَهُمَا بِسِتْرٍ ثُمَّ تَكَلَّمَتْ حَتّٰى اِذَا لَمْ يَبْقَ اِلاَّ النِّكَاحُ اَمَرَتْ رَجُلاً فَاَنْكَحَ ثُمَّ قَالَتْ لَيْسَ اِلَى النِّسَاءِ النِّكَاحُ ـ

৩৯৫৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযাইমা (র) ..... আল-কাসিম (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "হযরত আয়েশা (রা) একদিন নিজের ভাইয়ের বংশের একজন মহিলার সাথে বোনের বংশের একজন পুরুষের বিবাহ দেয়ার ব্যবস্থা করেন এবং তাদের মাঝে পর্দা টানিয়ে দেন, তারপর তিনি কথা বলেন। এমন কি যখন বিবাহ দেয়া ছাড়া আর কোন কথা অবশিষ্ট থাকলো না তখন তিনি জনৈক পুরুষকে বিবাহ দেয়ার আদেশ করলেন।"

আর সে বিবাহ দিল। এরপর তিনি বললেন لَيْسَ اِلَى النِّسَاءِ النِّكَاحُ (বিবাহ দেয়ার অধিকার নারীদের নয়)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর বাণী لاَنِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِىٍّ অর্থাৎ 'অভিভাবক ব্যতীত কোন বিবাহ শুদ্ধ নয়' এর মধ্যে وَلِىٌّ এর অর্থ নারীর লজ্জাস্থানের অভিভাবকত্বও হতে পারে, যেমন বালিকার পিতা কিংবা দাসীর মনিব কিংবা স্বাধীনা বালেগা মহিলা নিজেই। সুতরাং এ লজ্জাস্থানের যিনি অভিভাবকত্ব করেন তিনিই বিবাহের ব্যাপারেও অভিভাবকত্ব করবেন। আর এ অর্থটি আভিধানিকও বটে। কুরআনুল কারীমের সূরায় বাকারার ২৮২ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ অর্থাৎ তবে যেন তার অভিভাবক ন্যায্য ভাবে লিখার বিষয়বস্তু বলে দেয়।

একদল বলেন যে, কিছুর অধিকারী হলে তাকেই وَلِىٌّ বলা হয়। তাই যার অধিকার প্রতিষ্ঠিত তাকেই وَلِىٌّ বা অভিভাবক বলা হয়। সুতরাং লজ্জাস্থানের মালিকানা যার, সেই লজ্জাস্থানের وَلِىٌّ বা অভিভাবক হবে।

এখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত হাদীসে لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِىٍّ তে وَلِىٌّ এর অর্থে অনেকগুলো সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকায় যে কোন একটি অর্থ নির্ধারিত করতে হলে আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব কিংবা সুন্নাত কিংবা ইজমা' হতে একটি দলীলের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়।

যারা لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِىٍّ হাদীসের পক্ষ অবলম্বনকারী, তারা নিম্ন বর্ণিত দলীলটিও উল্লেখ করেছেন ঃ

٣٩٦٠- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شَرِيْكُ ح وَحَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا الحِمَّانِىْ قَالَ ثَنَا شَرِيْكُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ اِبْنِ اَخِىْ مَعْقِلٍ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ اُخْتَهُ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يُرَاجِعَهَا فَاَبٰى عَلَيْهِ مَعْقِلُ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ -

৩৯৬০. ফাহাদ (র) ..... মা'কাল ইব্ন ইয়াসার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তার বোন এক ব্যক্তির বিবাহিত স্ত্রী ছিলেন। সে তাকে তালাক দিল। এরপর তাকে রাজা'আত (পুন: গ্রহণ) করার ইচ্ছে পোষণ করল। মা'কাল (রা) অস্বীকৃতি উত্থাপন করেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নবর্ণিত আয়াতটি অবতীর্ণ করেন ঃ

فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ -

অর্থাৎ তারা যদি বিধিমত পরস্পর সম্মত হয় তবে স্ত্রীগণ নিজেদের স্বামীদেরকে বিয়ে করতে ইচ্ছে পোষণ করলে তোমরা তাদেরকে বাধা দেবেনা। (সূরা বাকারা ঃ ৩২) তারা বলেন, আল্লাহ্ যখন অভিভাবককে নিষেধ করতে বারণ করেন, এতে প্রমাণিত হয় যে, তার দায়িত্বে বিবাহের ভার অর্পিত। তবে আমাদের কাছে তারা যা বলেছেন তাও হতে পারে এবং অন্যটাও হতে পারে। আবার মা'কাল (রা) এর বারণ করাটা ছিল তার বোনকে ফেরত নেয়ার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করা। ব্যাপারটি স্পষ্ট হওয়ার পর তাকে এটা পরিহার করার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়।

উপরোক্ত হাদীসগুলোতে প্রথম পক্ষ অবলম্বনকারীদের কোন দলীলই প্রমাণিত না হওয়ায় আমরা এ ব্যাপারে গবেষণার আশ্রয় নিলাম যে, এগুলো ব্যতীত এ অনুচ্ছেদে অন্য কোন দলীল পাওয়া যায় কি-না? আর এটা কি ধরনের দলীল হবে? নিম্ন বর্ণিত দলীলগুলো এখানে প্রণিধানযোগ্য ঃ

٣٩٦١- يُوْنُسُ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْاَيِمُّ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تَسْتَاْذَنُ فِىْ نَفْسِهَا وَاِذْنُهَا صِمَاتُهَا -

৩৯৬১. ইউনুস (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, বিধবা মহিলা তার নিজের ব্যাপারে তার অভিভাবক থেকে বেশি হকদার। আর অবিবাহিত মহিলা তার নিজের বিবাহের ব্যাপারে তার থেকে 'অলী' অনুমতি প্রার্থনা করবে। আর এমন মহিলার চুপ করে থাকাটাই তার অনুমতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

٣٩٦٢- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ ثَنَا مَالِكُ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৩৯৬২. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... মালিক (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার নিজের সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٣٩٦٣- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৩৯৬৩. হুসাইন ইব্‌ন নসর (র) ..... নাফি' ইব্‌ন জুবাইর (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনিও নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উপরোক্ত হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, বিধবা মহিলা তার নিজের ব্যাপারে নিজের অভিভাবক থেকে অধিক হকদার। আর তার বিবাহের ব্যাপারটি তার কাছেই প্রত্যাবর্তিত হয়, তার অলী কিংবা অভিভাবকের দিকে নয়। আর এ অনুচ্ছেদে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এমন বাণী বর্ণনা করা হয়েছে যা এরূপ অর্থও বুঝিয়ে থাকে ঃ

٣٩٦٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ اَيْضًا قَالَ ثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِيْ اَيَاسٍ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ قَالاَ ثَنَا ثَابِتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ وَفَاةِ اَبِيْ سَلَمَةَ فَخَطَبَنِيْ اِلَى نَفْسِيْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ لَيْسَ اَحَدُ مِنْ اَوْلِيَائِيْ شَاهِدًا فَقَالَ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْهُمْ شَاهِدُ وَلاَ غَائِبُ يَكْرَهُ ذٰلِكَ قَالَتْ قُمْ يَا عُمَرُ فَزَوِّجِ النَّبِيَّ ﷺ فَتَزَوَّجَهَا -

৩৯৬৪. আলী ইব্‌ন শাইবা (র)..... উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আবূ সালামা (রা) ইনতিকাল করার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার ঘরে প্রবেশ করেন এবং আমার কাছে বিবাহের প্রস্তাব প্রদান করেন। তখন আমি বললাম, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার অভিভাবকদের মধ্যে কেউই এখানে উপস্থিত নেই।" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "তাদের মধ্যে উপস্থিত ও অনুপস্থিত কেউই এ বিবাহকে অপসন্দ করবেনা।" তিনি নিজের ছেলে উমার-কে বললেন, হে উমার! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে আমাকে বিবাহ দাও, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বিবাহ করলেন।

উল্লেখিত বর্ণনায় দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উম্মে সালামা (রা) এর কাছে বিবাহের প্রস্তাব দেন। এ বর্ণনায় একটি দলীল পাওয়া যায় যে, বিবাহের দায়িত্বটি তার কাছে বর্তায়, অভিভাবকের কাছে নয়। উম্মে সালামা (রা) যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলেছিলেন যে, আমার অভিভাবকদের মধ্যে একজনও উপস্থিত নেই তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, তাদের মধ্যে উপস্থিত ও অনুপস্থিত কেউই এই বিবাহকে অপসন্দ করবেনা। এরপর উম্মে সালামা (রা) বলেছিলেন, "হে উমার! দাঁড়াও এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে আমাকে বিবাহ দাও।" আর এ উমার ছিলেন তাঁর নাবালেগ ও ছোট পুত্র সন্তান। তিনি এ হাদীসেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলেছিলেন, আমি এমন একটি মহিলা, যার রয়েছে বেশ কয়েকটি ইয়াতীম সন্তান। যেমন উমার তাঁর ছেলে, যয়নব তার মেয়ে ইত্যাদি। আর নাবালেগ সন্তান অভিভাবক হতে পারেনা। তাই তিনি তাকে বললেন

যেন সে তার পক্ষ থেকে তার বিবাহের কাজটি আঞ্জাম দেয়। সে তা করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এটাকে বৈধ মনে করলেন। আর উমার এ উকালতনামার বলে একজন উকিলের কাজ করলেন। সুতরাং উম্মে সালামা (রা) যেন নিজেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে বিবাহটা আঞ্জাম দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তার কোন অভিভাবক উপস্থিত হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করলেন না, তাতে বুঝা গেল উম্মে সালামা (রা) এর সম্ভোগ-অঙ্গের অধিকার তার নিজের উপর বর্তায়, অন্যদের উপরে নয়। যদি এ ব্যাপারে তাদের কোন অধিকার থাকত তাহলে রাসূল ﷺ-এর অনুকূলে তাদের এ অধিকার বৈধ করার পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের প্রাপ্য হক-এর ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে অগ্রসর হতেন না।

কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক মু'মিন বান্দার কাছে তার নিজ সত্ত্বা থেকেও অধিক প্রিয় ছিলেন।

উত্তরে তাকে বলা যায়, সত্যি বলেছ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তির নিজ সত্ত্বা থেকেও বেশি প্রিয়। তার সত্ত্বার জন্যে সে যা চায় তার থেকে অধিক চায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্যে। তবে বেচা-বিক্রি, বিয়ে-শাদী ও অন্যান্য ব্যাপারে তার আদেশ ব্যতীত বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে নয়। আর এসব ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ভূমিকা হলো তার পরের হাকিমদের ন্যায়। তার ব্যতিক্রম যদি হত তাহলে উমারের উকালতটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ থেকে সংঘটিত হত, উম্মে সালামা (রা) এর পক্ষ থেকে সংঘটিত হতনা, কেননা তখন উমার হবেন তার অভিভাবক। যখন এরূপ হয়নি বরং উকালতটি সংঘটিত হয়েছে উম্মে সালামা (রা) এর পক্ষ থেকে। অতঃপর সে বিবাহ বন্ধনটি সংঘটিত করল আর এটাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সানন্দ চিত্তে গ্রহণ করলেন। এতে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উম্মে সালামা (রা) এর 'সম্ভোগ-অঙ্গের' মালিক হয়েছিলেন, উম্মে সালামা কর্তৃক তাঁকে সেটার মালিক বানানোর কারণে, এ কারণে নয় যে, উম্মে সালামার সম্ভোগ-অঙ্গে তাঁর 'বেলায়াত' বা অধিকার দিলো। তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, উম্মে সালামা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলেছিলেন যে, আমার অভিভাবকদের মধ্যে কেউই উপস্থিত নেই, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, তাদের মধ্যে উপস্থিত বা অনুপস্থিত কেউ এ বিবাহ অপসন্দ করবেনা। যদি তিনি তাদের সকলের চেয়ে উম্মে সালামা (রা) এর ব্যাপারে অধিক হকদার হতেন তাহলে তিনি এরূপ বলতেন না; বরং তাকে বলতেন, আমি তোমার অভিভাবক, তারা নয়। কিন্তু উম্মে সালামা (রা) তাকে যা বললেন, তা তিনি অপছন্দ করলেন না; বরং তাকে বললেন যে, তারা এ বিয়েটাকে অপসন্দ করবেন না। বিভিন্ন হাদীসের অর্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রেখে এ অনুচ্ছেদের আলোচনার সমাপ্তি ঘটল। অভিভাবকহীন উম্মে সালামা (রা) এর বিবাহ বন্ধনটি যখন সংঘটিত হল, এতে প্রমাণিত হয় যে, বিভিন্ন হাদীসের অর্থ এভাবেই প্রয়োগ করা উচিত যেভাবে আমি উপরে বর্ণনা করেছি, তাহলে এ হাদীসগুলোর মধ্যে কোন প্রকার দ্বন্দ্ব, বৈপরিত্য ও মতবিরোধ অবশিষ্ট থাকবে না।

এ বিষয়ে যুক্তিগত প্রমাণ এই যে, আমরা লক্ষ্য করেছি যে, মহিলাটি বালেগ হবার পূর্বে তার সম্ভোগ অঙ্গ ও তার সম্পদ উভয় ক্ষেত্রে তার পিতার হস্তক্ষেপ কার্যকর হয়, সুতরাং এ সকল ক্ষেত্রেই চুক্তির অধিকার পিতার সাথেই সম্পৃক্ত থাকবে, নাবালেগার সাথে নয়। সম্পদ ও সম্ভোগ-অঙ্গ সকল ক্ষেত্রেই বিধান ছিল অভিন্ন, ভিন্ন নয়। আর যখন সে বালিগা হল তখন সকলের মতেই তার সম্পদের উপর তার পিতার কর্তৃত্ব রহিত হয়ে গেছে, অর্থাৎ তার শৈশবে তার সম্পদের বিষয়ে চুক্তি করার যে অধিকার পিতার ছিল তা তার দিকে ফিরে এসেছে। সুতরাং যুক্তির দাবি এই যে, তার 'সম্ভোগ অঙ্গের' বিষয়ে 'আক্‌দ' করার অধিকারও বয়ঃপ্রাপ্তির কারণে তার পিতার হাত থেকে বের হয়ে মহিলার হাতে চলে আসবে। অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্বে যেমন তার

সম্পদ ও তার সম্ভোগ অঙ্গের বিধান অভিন্ন ছিল এবং উভয়টির কর্তৃত্ব পিতার হাতে ছিল, তেমনি বয়ঃপ্রাপ্তির পরও উভয়টির ক্ষেত্রে বিধান অভিন্ন হবে, এবং উভয়টির কর্তৃত্ব তার পিতার পরিবর্তে তার হাতে চলে আসবে।

এটাই হল এ বিষয়ে যুক্তির সিদ্ধান্ত। আর এটাই হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র) এর অভিমত। তবে তিনি আরো বলেন ঃ "কোন মহিলা كُفُوْ ব্যতীত যদি বিবাহ করে তাহলে অভিভাবকের এ বিবাহ বাতিল করার অধিকার রয়েছে। অনুরূপভাবে যদি মাহ্‌রের পরিমাণে কম করে থাকে কিংবা মাহ্‌র মিসাল অর্থাৎ পরিবারের বিশিষ্ট ও নির্দিষ্ট কয়েকজনের মাহরের চেয়ে কম হয়ে থাকে তাহলে অভিভাবক অভিযোগ করতে পারেন এবং মাহ্‌রে মিসাল আদায় করতে পারেন।"

হযরত ইমাম আবূ ইউসুফ (র) প্রথমে বলতেন, বিবাহের 'আক্‌দ' সম্পাদনের ক্ষেত্রে 'সম্ভোগ অঙ্গের' কর্তৃত্ব মহিলার থাকবে, তার অভিভাবকের নয়। তিনি আরো বলতেন, মহিলার মাহ্‌র মিসাল থেকে কম করে বিবাহ করার ক্ষেত্রে অভিভাবকের অভিযোগ করার অধিকার নেই। অতঃপর তিনি এ সম্পর্কিত তার সমস্ত মত প্রত্যাহার করে তাদের মত গ্রহণ করেন, যারা বলেন, "অভিভাবক ব্যতীত কোন বিবাহ শুদ্ধ হয়না।" আর দ্বিতীয় অভিমতটি ইমাম মুহাম্মাদ (র) এরও অভিমত। সঠিক বিষয়ে আল্লাহ্‌ই অধিক অবগত।

٣- بَابُ الرَّجُلِ يُرِيْدُ تَزَوُّجَ الْمَرْأَةِ هَلْ يَحِلُّ لَهُ النَّظْرُ اِلَيْهَا اَمْ لاَ

৩. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করতে ইচ্ছে পোষণ করে তাহলে তার দিকে নযর করা ঐ ব্যক্তিটির জন্যে হালাল হবে কি-না?

٣٩٦٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبِ الْكَيْسَانِىُّ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ شِهَابِ الْحَنَّاطُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ اَرْطَاةٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمٰنَ بْنِ اَبِى حَتْمَةَ عَنْ عَمِّهٖ سَهْلِ بْنِ اَبِى حَتْمَةَ قَالَ رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ يُطَارِدُ ثُبَيْتَةَ بِنْتَ الضَّحَّاكِ فَوْقَ اِجَّارٍ لَهُ بِبَصْرَةَ طَرْدًا شَدِيْدًا فَقُلْتُ أَتَفْعَلُ هٰذَا وَاَنْتَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا اُلْقِىَ فِىْ قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةُ امْرَأَةٍ فَلاَ بَأْسَ اَنْ يَّنْظُرَ اِلَيْهَا -

৩৯৬৫. সুলাইমান ইব্‌ন শুয়াইব আল-কাইসানী (র) ...... সাহ্‌ল ইব্‌ন আবূ হাসমা (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ একদিন আমি মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) কে সুবাইতা বিনত আদ-দাহ্‌হাক -এর প্রতি, বসরাস্থ তার এক ভবন থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে দেখলাম। তখন আমি বললাম, "তুমি এরূপ করছ অথচ তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবী।" তিনি তখন বললেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, "কোন ব্যক্তির মনে যখন কোন মহিলার প্রতি বিবাহের প্রস্তাব উদ্রেক হয় তখন তার পক্ষে মহিলাটির প্রতি নযর করার মধ্যে কোন প্রকার ক্ষতি নেই।"

٣٩٦٦- حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمٰنَ الْوَاسِطِىُّ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عِيْسٰى عَنْ مُوْسٰى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ وَكَانَ قَدْ رَأَى النَّبِىَّ

ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَطَبَ اَحَدُكُمْ اِمْرَأَةً فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَنْظُرَ اِلَيْهَا اِذَا كَانَ اِنَّمَا يَنْظُرُ اِلَيْهَا لِلْخِطْبَةِ وَاِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ ـ

৩৯৬৬. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আবূ হুমাইদ (রা) হতে বর্ণনা করেন। আবূ হুমাইদ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে দেখেছেন ও আনুগত্য করেছেন। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি কোন মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয় তাহলে বিবাহের প্রস্তাব পেশ করার কারণে তাকে দেখার জন্যে তার দিকে নযর করলে কোন প্রকার গুনাহ্/ ক্ষতি নেই, যদিও সে মহিলাটি এ ব্যাপারে অবগত হয়নি।"

٣٩٦٧ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَهَبِىُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ اِسْحٰقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَطَبَ اَحَدُكُمُ الْمَرْاَةَ فَقَدِرَ عَلٰى اَنْ يَرٰى مِنْهَا مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَفْعَلْ قَالَ جَابِرُ فَلَقَدْ خَطَبْتُ اِمْرَأَةً مِنْ بَنِىْ سَلَمَةَ فَكُنْتُ اَتَخَبَّأُ فِىْ اُصُوْلِ النَّخْلِ حَتّٰى رَأَيْتُ مِنْهَا بَعْضَ مَا يُعْجِبُنِىْ فَخَطَبْتُهَا فَتَزَوَّجْتُهَا ـ

৩৯৬৭. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "যদি তোমাদের মধ্য হতে কেউ কোন মহিলাকে বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব দেয় এবং মহিলার কোন পসন্দনীয় অঙ্গ যদি সে দেখতে সমর্থ হয় তাহলে যেন সে তা করে।" জাবির (রা) বলেন, "আমি বনূ সালামার একটি মহিলার কাছে বিবাহের প্রস্তাব প্রদানের মনস্থ করেছিলাম। আমি খেজুর বাগানে লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে দেখতে চেষ্টা করলাম। শেষ পর্যন্ত আমি তার এমন অঙ্গ দেখলাম, যা আমার পসন্দ হয়। এরপর আমি তার সাথে বিবাহের প্রস্তাব পেশ করি এবং তাকে বিবাহ করি।"

٣٩٦٨ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانَ السَّقَطِىُّ قَالَ ثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ كَيْسَانَ الْيَشْكُرِىُّ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَجُلًا اَرَادَ اَنْ يَتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ الْاَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّ فِىْ اَعْيُنِ نِسَاءِ الْاَنْصَارِىِّ شَيْئًا يَعْنِى الصِّغَرَ ـ

৩৯৬৮. মুহাম্মদ ইবনুন নু'মান আস-সাকাতী (র) ..... আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "এক ব্যক্তি আনসারদের একটি মহিলাকে বিবাহ করার ইচ্ছে পোষণ করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, "তুমি তার প্রতি নযর করে দেখ। কেননা আনসারী মহিলাদের চোখ ছোট বা হরিদ্রাভ হয়ে থাকে।"

٣٩٦٩ـ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىْ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِىِّ اَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ اَرَادَ اَنْ يَتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اُنْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّهُ اَحْرٰى اَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا ـ

৩৯৬৯. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (রা) ..... বকর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-মাযুনী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আল মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) এক মহিলাকে বিবাহ করতে মনস্থ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, "তুমি তাকে দেখে নাও, তাতে তোমাদের মধ্যে মহব্বত স্থায়ী হবে।"

٣٩٧٠ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ خَطَبْتُ امْرَأَةً فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ هَلْ نَظَرْتَ اِلَيْهَا فَقُلْتُ لاَ فَقَالَ فَانْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّهُ اَحْرٰى اَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا ـ

৩৯৭০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ইউনুস (র) ..... আল-মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আমি একটি মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিতে মনস্থ করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, "তুমি কি তার দিকে নযর করেছ? আমি বললাম, 'না', তিনি বললেন, তাহলে তুমি তার দিকে নযর কর। কেননা তাতে তোমাদের মধ্যে মহব্বত স্থায়ী হবে।"

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ "উপরোক্ত হাদীসগুলো দ্বারা বুঝা যায় যে, কোন পুরুষ কোন মহিলাকে বিবাহ করার ইচ্ছে পোষণ করলে তার চেহারার দিকে নযর করা পুরুষটির জন্যে বৈধ। একদল আলিম এ অভিমতটি গ্রহণ করেন এবং অন্য একদল 'আলিম এ ব্যাপারে তাদের বিরোধিতা করেন। আর তারা বলেন ঃ যে কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করার ইচ্ছে পোষণ করুক কিংবা না-ই করুক, তার দিকে নযর করা জায়িয নেই, যতক্ষণ না সে তার স্ত্রী হবে কিংবা তার মাহ্‌রাম হবে। আর তারা নিম্নের দলীল পেশ করেন ঃ

٣٩٧١ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَبِيْ طُفَيْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ اِنَّ لَكَ كَنْزًا فِيْ الْجَنَّةِ وَاِنَّكَ ذُوْ قَرْنَيْهَا فَلاَ تَتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَاِنَّمَا لَكَ الْاُوْلٰى وَلَيْسَتْ لَكَ الْاٰخِرَةُ ـ

৩৯৭১. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে একদিন বলেন, "হে আলী! জান্নাতে তোমার সম্পদ রয়েছে আর তুমি জান্নাতে স্ত্রীর অধিকারী হবে। সুতরাং তুমি নযরের উপর নযর করবে না। কেননা প্রথম দৃষ্টিটি তোমার অনুকূলে, কিন্তু দ্বিতীয়টি তোমার অনুকূলে নয়।"

٣٩٧٢ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْعَوَامِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بن عَبْدِ الْجَبَّارِ الْمُرَادِيُّ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ وَاَبُوْ شِهَابٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ قَالَ اِصْرِفْ بَصَرَكَ ـ

৩৯৭২. আবূল আওয়াম মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল জাব্বার আল-মুরাদী (র).... জারীর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "একদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে আকস্মিক নযর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমার চোখ ফিরিয়ে নাও।"

٣٩٧٣ـ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ عَنْ يُوْنُسَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৩৯৭৩. নসর ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইউনুস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٣٩٧٤ـ حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا اِسْمعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُوْنُسَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৩৯৭৪. ফাহাদ (র) ..... ইউনুস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٣٩٧٥ـ حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شَرِيْكُ عَنْ اَبِىْ رَبِيْعَةَ الْاَيَادِىِّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ رَفَعَهُ مِثْلَهُ يَعْنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِعَلِىٍّ يَا عَلِىُّ لاَ تَتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَاِنَّمَا لَكَ الْاُوْلٰى وَلَيْسَتْ لَكَ الثَّانِيَةُ ـ

৩৯৭৫. ফাহাদ (র) ..... ইব্‌ন বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি তার পিতা হতে مَرْفُوْعٌ হিসেবে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী (রা) কে বলেন, "হে আলী! তুমি নযরের পর নযর করবে না। কেননা প্রথমটি তোমার অনুকূলে, কিন্তু দ্বিতীয়টি তোমার অনুকূলে নয়।

٣٩٧٦ـ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ قَادِمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شَرِيْكُ عَنْ اَبِىْ رَبِيْعَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلنَّظْرَةُ الْاُوْلٰى لَكَ وَالْاٰخِرَةُ عَلَيْكَ ـ

৩৯৭৬. আবূ উমাইয়া (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছেন, "প্রথম দৃষ্টিটি তোমার অনুকূলে, কিন্তু দ্বিতীয়টি তোমার প্রতিকূলে।"

তারা আরো বলেন, যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দ্বিতীয় দৃষ্টিকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন। কেননা তা হচ্ছে দৃষ্টিকারীর স্বেচ্ছাকৃত, এবং যেহেতু এই দৃষ্টি ও পূর্ববর্তী দৃষ্টির মাঝে পার্থক্য করেছেন, যদি সেটা তার স্বেচ্ছাকৃত না হয়ে থাকে, সেহেতু এটা প্রমাণ করে যে, কারো জন্য কোন মহিলার চেহারার দিকে নযর করা বৈধ নয়, যতক্ষণ না উভয়ের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক বা মাহ্‌রাম সম্পর্ক বিদ্যমান হবে, যাতে তার দিকে নযর করা অবৈধ না হয়।

প্রথম পক্ষের জন্যও এটা দলীল হিসেবে গণ্য হতে পারে এজন্য যে, প্রথম হাদীসগুলোতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বৈধ বলে ঘোষণা করেছেন, সেটা ছিল বিবাহের প্রস্তাব দেয়ার কারণে তার দিকে নযর করা, অন্য কোন কারণে নয়। আর এজন্য তার দিকে নযর করা বৈধ, কেননা সচরাচর দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি যদি কোন রমণীর চেহারার দিকে প্রথম নযর করে, যাদের মধ্যে কোন বিবাহের সম্পর্ক নেই, তাহলে এটাও তার জন্য

বৈধ। আর আলী (রা) জারীর (রা) ও বুরাইদা (রা) এর বর্ণিত হাদীসে যে নিষেধ করা হয়েছে, তা হল বিবাহের প্রস্তাব প্রদান না করলে কিংবা অন্য কোন অবৈধ উদ্দেশ্য থাকলে, এরূপ নযর করা অপসন্দনীয় ও অবৈধ। তবে আমরা এটা লক্ষ্য করেছি যে, যদি কোন ব্যক্তি দাসী খরিদ করতে ইচ্ছে করে তাহলে দাসীর বুকের দিকে নযর করার বৈধতার ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম মতবিরোধ করেন না। কেননা তিনি তাকে খরিদ করার জন্যে তার দিকে নযর করেছেন, অন্য কোন কারণে নযর করেননি। খরিদ করার জন্যে নযর করলে তা হবে বৈধ, আর অন্য কোন উদ্দেশ্যে নযর করলে এটা হবে অবৈধ। অনুরূপভাবে রমণীর চেহারার দিকে যদি বৈধ কারণে নযর করা হয় তাহলে এটা হবে বৈধ, আর অবৈধ কারণে যদি নযর করা হয় তাহলে এটা হবে হারাম। আবার বিবাহের প্রস্তাব প্রদানের জন্যে রমণীর চেহারার দিকে নযর করা বৈধ হওয়ায় প্রমাণিত হয় যে, চেহারা পর্দার আওতাভুক্ত নয়। কেননা আমরা জানি, যা পর্দার অন্তর্ভুক্ত, বিবাহের প্রস্তাবের জন্যে হলেও এটার দিকে নযর করা বৈধ নয়। আমরা সচরাচর দেখতে পাই যে, যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করতে ইচ্ছে পোষণ করে তার জন্যে মহিলার চুলের প্রতি, বুকের প্রতি এবং তার শরীরের নিম্নাংশের প্রতি নযর করা অবৈধ যেমন সে বিবাহ না করবে তার জন্যেও অবৈধ। সুতরাং বিবাহ করার ইচ্ছা থাকলে যেমন রমণীর চেহারার দিকে নযর করা বৈধ বলে প্রমাণিত, তদ্রূপ মন্দ উদ্দেশ্য না থাকলে এবং বিবাহ করার ইচ্ছা না থাকলেও রমণীর চেহারার দিকে নযর করা বৈধ বলে প্রমাণিত।

এরূপও বলা হয়েছে যে, সূরা নূর ২৪ ঃ ৩১ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَلاَيُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَاظَهَرَ مِنْهَا অর্থাৎ "তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে।" এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা চেহারা ও দু'হাতের তালুকে পর্দা থেকে ব্যতিক্রম করেছেন। এ ব্যাখ্যাটি আমাদের উল্লেখিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ মত পোষণকারীদের মাঝে রয়েছেন ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (র)। সুলাইমান ইব্ন শুয়াইব এ সম্পর্কে তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা পেশ করছেন। এসব আবূ হানীফা (র), আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র) এর অভিমতের অন্তর্ভুক্ত।

٤- بَابُ التَّزْوِيْجِ عَلٰى سُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ

৪. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআনের কোন সূরাকে মাহ্র নির্ধারণপূর্বক বিবাহ

٣٩٧٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِىْ لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيْلاً فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ زَوِّجْنِيْهَا اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ تُصْدِقُهَا اِيَّاهُ فَقَالَ مَاعِنْدِىْ اِلاَّ اِزَارِىْ هٰذَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ اَعْطَيْتَهَا اِيَّاهُ جَلَسْتَ لاَ اِزَارَلَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا فَقَالَ لاَ اَجِدُ شَيْئًا قَالَ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمَ حَدِيْدٍ قَالَ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَىْءٌ فَقَالَ نَعَمْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ زَوَّجْتُكَ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ -

৩৯৭৭. ইউনুস (র) ..... সহল ইব্ন সাদ আস-সায়িদী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে একজন মহিলা আগমন করেন এবং আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার নিজকে আপনার খিদমতে অর্পণ করলাম।" একথা বলে তিনি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হলেন এবং বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাঁর প্রতি যদি আপনার কোন প্রয়োজন না থাকে তাহলে তাকে আমার বিবাহে দান করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমার কাছে কি কোন বস্তু আছে, যা তুমি তাকে মহর হিসেবে প্রদান করবে? লোকটি বলেন, আমার এ লুঙ্গিটি ছাড়া আমার কাছে আর কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যদি তুমি তা তাকে দান কর তাহলে তোমার কোন লুঙ্গিই থাকবে না। তাই অন্য কিছু খোঁজ কর। লোকটি বলেন। "আমি তো কিছুই পাচ্ছি না।" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "আরো খোঁজ কর, যদিও একটি লোহার আংটি হয় না কেন? বর্ণনাকারী বলেন, "তিনি খোঁজ করলেন কিন্তু কিছুই পেলেন না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, তোমার কাছে কি কুরআনুল কারীমের কিছু অংশ জানা আছে? তিনি বলেন, 'হাঁ' অমুক সূরা, অমুক সূরা, এভাবে তিনি কয়েকটি সূরার নাম বললেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেন, "তোমার কাছে কুরআনুল কারীমের যা কিছু আছে, তার পরিবর্তে আমি তোমাকে তার সাথে বিয়ে দিলাম।"

٣٩٧٨ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْل عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ قَدْ اَنْكَحْتُكَ مَعَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ـ

৩৯৭৮. রাবী' আল-মুয়াযযিন (র) ..... সহল (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন। তবে তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো বলেছেন قَدْ اَنْكَحْتُكَ مَعَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ। অর্থাৎ তোমার সাথে কুরআনুল কারীমের যে অংশ আছে তার পরিবর্তে তোমাকে বিয়ে করিয়ে দিলাম।

٣٩٧٩ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ حُمَيْدِ بْنُ هِشَامِ الرُّعَيْنِىِّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَى اللَّيْثُ قَالَ ثَنَى هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৩৯৭৯. মুহাম্মাদ ইব্ন হুমাইদ ইব্ন হিশাম আর রুয়াইনী (র) ..... সহল ইব্ন সাদ আস-সায়িদী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

বর্ণনাকারী আল-লাইস বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পর কুরআনুল কারীমের পরিবর্তে বিয়ে করা বৈধ নয়।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল 'আলিমের মতে কুরআনুল কারীমের নির্দিষ্ট সূরার পরিবর্তে বিয়ে করা বৈধ। তারা বলেন, এটার অর্থ হল, এ সূরাগুলো শিক্ষা দানের শর্তে বিবাহ বৈধ। আর তারা উপরোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। অন্য একদল 'আলিম তাদের বিরোধিতা করেন এবং বলেন, "কোন ব্যক্তি কুরআনের পরিবর্তে বিবাহ্ করলে বিবাহ শুদ্ধ হবে, কিন্তু মাহরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হল এ যে, যেন মাহ্র উল্লেখ করা হয় নাই, তাই মাহ্রে মিসাল ওয়াজিব হবে, যদি তার সাথে সঙ্গম করা হয় কিংবা দুই জন অথবা দুই জনের একজন মরে যায়। সঙ্গমের পূর্বে যদি পুরুষটি মহিলাটিকে তালাক দেয় তাহলে তার জন্যে মুতয়া ওয়াজিব, (আর তা হচ্ছে কামীস, ওড়না ও শাড়ি)। আর প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে তাদের দলীল হল যে, সহল (রা) এর হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাণী قَدْ زَوَّجْتُكَ عَلٰى مَامَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ-কে যদি তার প্রকাশ্য অর্থে নেয়া হয় এবং প্রথম পক্ষের মাযহাব হল অন্যটার ব্যাপারেও অনুরূপ, তাহলে বিয়েটা হচ্ছে

সূরার জন্যে, তার শিক্ষা করার জন্যে নয়। আবার সূরার জন্যে যদি হয় তাহলে এটা হবে তার সম্মানের জন্য। কেননা সূরা কোন মাহ্‌র প্রদানের দ্রব্য নয়। এরূপে আবূ তালহা (রা) উম্মে সুলাইমকে তার ইসলামের পরিবর্তে বিয়ে করেছিলেন ঃ

٣٩٨٠- حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْخَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ الْفَوْزِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِن اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ اَبَا طَلْحَةَ تَزَوَّجَ اُمَّ سُلَيْمٍ عَلٰى اِسْلاَمِهِ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَحَسَّنَهُ -

৩৯৮০. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আবূ তালহা (রা) তার ইসলামের পরিবর্তে উম্মে সুলাইমকে বিয়ে করেন। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আমি এটা উল্লেখ করলাম তখন তিনি এটাকে উত্তম মনে করলেন।

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম মাহ্‌র ছিল না। বরং এটার অর্থ হল, তিনি তাঁর ইসলামের জন্যে তাকে বিয়ে করেছিলেন। কেউ কেউ আবার আনাস (রা) এর বর্ণনায় অতিরিক্ত করেছেন। আনাস (রা) বলেছেন وَاللّٰهِ مَاكَانَ لَهَا مَهْرٌ غَيْرَهُ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র শপথ, এটা ব্যতীত তার কোন মাহ্‌র ছিল না। আমাদের কাছে এটার অর্থ হচ্ছে ঃ আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত, উম্মে সুলাইম তার থেকে এছাড়া অন্য কোন মাহ্‌র দাবি করেননি। অনুরূপ অর্থ বুঝানো হয়েছে হযরত সহল (রা)-এর উল্লেখিত হাদীসেও।

আর প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পক্ষের দলীল হল এ যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরআনের পরিবর্তে পার্থিব পানাহার কিংবা পার্থিব সম্পদ অর্জন নিষেধ করেছেন।

٣٩٨١- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مُغِيْرَةُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَادَةُ بْنُ نُسَىٍّ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ عُبَادَةَ قَالَ كُنْتُ اُعَلِّمُ نَاسًا مِنْ اَهْلِ الصُّفَّةِ الْقُرْاٰنَ فَاَهْدٰى اِلَىَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا عَلٰى اَنْ اَقْبَلَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنْ اَرَدْتَ اَنْ يُطَوِّقَكَ اللّٰهُ بِهَا طَوْقًا مِنَ النَّارِ فَاَقْبَلْهَا -

৩৯৮১. আবূ উমাইয়া (র) ..... উবাদা ইবনুস সামিত (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আমি আসহাবে সুফফার কিছু সদস্যদের কুরআনুল কারীমের কিছু অংশ শিক্ষা দিয়েছিলাম, তখন তাদের মধ্য হতে একজন আমাকে একটি ধনুক হাদিয়া প্রেরণ করেন এ শর্তে যে, আমি যেন এটাকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যবহার করার জন্য গ্রহণ করি। এটা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন, যদি তুমি চাও যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন এটার দ্বারা তোমার গলায় আগুনের বেড়ি পরাবেন তাহলে তুমি তা গ্রহণ করতে পার।

٣٩٨٢- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلاَّمٍ عَنْ اَبِىْ سَلاَّمٍ عَنْ اَبِىْ رَاشِدٍ الْحِبْرَانِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِبْلٍ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اقْرَءُوا الْقُرْاٰنَ وَلاَ تَغْلُوْا فِيْهِ وَلاَتَجْفُوْا عَنْهُ وَلاَ تَاْكُلُوْا بِهِ وَلاَ تَسْتَكْثِرُوْا بِهِ -

৩৯৮২. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) ..... আবদুর রহমান ইব্ন শিবলুল আনসারী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, "কুরআন অধ্যয়ন করবে, তার মধ্যে বাড়াবাড়ি করবেনা, তার থেকে দূরে সরে যাবে না, তাকে অবলম্বন করে খাবেনা এবং তাকে অবলম্বন করে পার্থিব সম্পদ বাড়ানোর চেষ্টা করবেনা।"

٣٩٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ سَلْمَةَ مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ ثَنَا اَبَانُ قَالَ ثَنَا يَحْيَى قَالَ اِبْنُ خُزَيْمَةَ فِىْ حَدِيْثِهٖ عَنْ زَيْدٍ وَقَالَ اِبْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا زَيْدٌ ثُمَّ اجْتَمَعَا جَمِيْعًا فَقَالاَ عَنْ اَبِىْ سَلاَمٍ عَنْ اَبِىْ رَاشِدِ الْحُبْرَانِىْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِجْلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اِقْرَءُا وَالْقُرْاٰنَ وَلاَ تَغْلُوْا فِيْهِ وَلاَ تَاْكُلُوْا بِهٖ -

৩৯৮৩. মুহাম্মাদ ইব্ন খুযাইমা (র) ..... আবদুর রহমান ইব্ন শিবল (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন, "কুরআন অধ্যয়ন করবে, তার মধ্যে বাড়াবাড়ি করবেনা, তাকে অবলম্বন করে ভোজনের ব্যবস্থা করবে না।"

এভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবায়ে কিরামকে সতর্ক করেন তারা যেন কোন পার্থিব সম্পদের সাথে কুরআনকে বিনিময় না করেন। দ্বিতীয় অভিমতটির সমর্থনে উল্লেখিত হাদীসগুলো প্রথম অভিমতের সমর্থনে উল্লেখিত হাদীসগুলোর অর্থের বিপরীত হিসেবে অনুভূত হত যদি দ্বিতীয় অভিমতের দলীল হিসেবে যেসব হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে এগুলোর অর্থ বিপরীত প্রমাণিত হত; কিন্তু এরূপ প্রমাণিত হয়নি, কেননা আমি যেরূপ উল্লেখ করেছি এটার অর্থ সেরূপও হতে পারে। আবার অন্য অর্থেরও সম্ভাবনা রয়েছে। এটা হলো মহান আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্যে মাহ্র ব্যতীত বিবাহ করা বৈধ ঘোষণা করেছেন, যা তিনি ব্যতীত অন্যের জন্যে করা হয়নি। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আহযাবের ৩৩ ঃ ৫০ আয়াতে ঘোষণা করেন–

اِمْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِىُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ -

অর্থাৎ কোন মু'মিন নারী নবীর নিকট নিজকে নিবেদন করলে এবং নবী তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছে করলে সেও বৈধ। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্যে, অন্য মু'মিনদের জন্য নয়।

সুতরাং সম্ভাবনা রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জন্যে এটা বিশেষভাবে নির্ধারণ করেছেন। তিনিই শুধু মাহ্র ব্যতীত অন্যের সব কিছুর মালিক হতে পারেন। কাজেই শুধু নবীর জন্যেই বিশেষভাবে এ অনুমতি প্রদান করা হয়েছে, যেমন আল-লাইস ফকীহ্ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। উপরোক্ত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহিলাটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বললেন, "আমি আমার নিজকে আপনার প্রতি নিবেদন করলাম।" তখন লোকটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, "হে আল্লাহ্র রাসূল! তার প্রতি যদি আপনার কোন প্রয়োজন না থাকে তাহলে তাকে আমার সাথে বিয়ে দিয়ে দেন।" এতদূরই হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসে এরূপ উল্লেখ করা হয়নি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার সাথে তার সম্বন্ধে পরামর্শ করেছিলেন। আর এ

কথাও উল্লেখ করা হয়নি যে, 'মহিলাটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলেছিলেন আমাকে এ লোকটির কাছে বিয়ে দিয়ে দেন। এতে বুঝা যায় যে, আপনার প্রতি আমার নিজকে নিবেদন করলাম' বলার পর তার সাথে তাকে বিয়ে দেওয়ার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মহিলাটিকে কোন কথা বলেননি। মহিলাটি বলেননি যে, মাহ্র ব্যতীত আমি নিজকে আপনার কাছে অর্পণ করলাম, আপনি যার সাথে ইচ্ছে আমাকে বিয়ে দিয়ে দেন। তাই প্রথম নিবেদন দ্বারাই পরবর্তী বিয়ে জায়িয হয়েছে।

উলামায়ে কিরাম একমত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্যে হিবা বিয়েটা খাস, অন্য কারো জন্যে নয়। আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্যে বিশেষ অনুমতি দেয়া হয়েছে, অন্য কোন মু'মিন বান্দার জন্যে নয়। তবে একদল 'আলিম বলেন خَالِصَةً لَكَ এর অর্থ হচ্ছে মাহ্র ব্যতীত বিবাহের বিশেষ অনুমতি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেয়া হয়েছে। আর অন্যের জন্যে হিবা দ্বারা নিকাহ্ হবে; কিন্তু সেখানে মাহ্র ওয়াজিব হবে। আবার কেউ কেউ বলেন خَالِصَةً لَكَ -এর অর্থ হচ্ছে হিবাটা আপনার (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) জন্য নিকাহ হিসেবে গণ্য অন্যের জন্যে নয়।

সহল (রা) এর হাদীসে উল্লেখিত মহিলার ঘোষিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্যে হিবাটি নিকাহ হিসেবে গণ্য হওয়ায় এটা প্রমাণিত হয় যে, এরূপ নিকাহের বিশেষ অনুমতি শুধু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেয়া হয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি বলে, 'সহল (রা) এর হাদীসে উল্লেখিত মহিলাটিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন যে, মহিলাটিকে তিনি পুরুষটির সাথে বিয়ে দিয়ে দেবেন, যদিও তা হাদীসে উল্লেখ নেই। তাকে বলা যায় যে, অনুরূপভাবে এটাও সম্ভাবনা আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মহিলাটির জন্যে কুরআনের সূরা ব্যতীত মাহ্র নির্ধারণ করেছিলেন, যদিও এটা হাদীসে উল্লেখ নেই। প্রশ্নকারীকে আরো বলা যায় যে, যদি তুমি হাদীসকে তার প্রকাশ্য অর্থে তোমার মাযহাব অনুযায়ী ধরে নাও তাহলে তোমাকে এটা স্বীকার করতে হবে যে, এ নিকাহ্টি উল্লেখিত হিবার মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছিল। আর যদি আয়াতের ব্যাখ্যা অনুযায়ী তোমার অভিমত ব্যক্ত করতে চাও তাহলে মনে রেখো অন্যরাও তাদের গৃহীত ব্যাখ্যা অনুযায়ী তাদের অভিমত ব্যক্ত করবে। তখন তুমি তোমার গৃহীত ব্যাখ্যা নিয়ে তাদের থেকে নিজেকে উত্তম মনে করতে পারবেনা।

বর্ণিত হাদীসসমূহের আলোকে এ অনুচ্ছেদের বর্ণনা এখানে শেষ হল। তবে গবেষণার আলোকে যুক্তি প্রমাণের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি, আমরা লক্ষ্য করেছি যে, যদি কোন নিকাহ অনির্দিষ্ট মাহ্রের ভিত্তিতে সংঘটিত হয় তখন তার মাহ্র যেমন নির্ধারিত হলনা, আর এ মহিলার অবস্থা হবে সে মহিলার ন্যায়, যার কোন মাহ্রই উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং মাহ্র নির্ধারণ করা তখন প্রয়োজন, যেমন বেচা-কেনার মধ্যে মূল্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন কিংবা ইজারার মধ্যে মূল্য নির্ধারণ প্রয়োজন। ইজারার ন্যায় এক্ষেত্রে মূলনীতি হল, যদি কোন ব্যক্তি কাউকে কুরআনের একটি নির্দিষ্ট সূরা শিক্ষা দেয়ার জন্যে এক দিরহাম প্রদান করার চুক্তি করে তাহলে তা শুদ্ধ হবে না। অনুরূপভাবে যদি কেউ কাউকে নির্দিষ্ট একটি কবিতা শিক্ষা দেওয়ার জন্যে এক দিরহামের একটি চুক্তি করে তাও শুদ্ধ হবে না। কেননা ইজারায় দুটো জিনিসের যে কোন একটি থাকতেই হবে।

১. কোন নির্দিষ্ট কাজ হতে হবে, যেমন কোন একটি নির্দিষ্ট কাপড় ধুতে হবে কিংবা সেলাই করতে হবে।

২. কিংবা নির্দিষ্ট সময় হতে হবে।

তাই কোন একটি সূরা শিক্ষা দেয়ার জন্য যদি চুক্তি করা হয় তাহলে এ চুক্তি কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে হল না এবং নির্দিষ্ট কোন কাজের জন্যেও হল না। শুধু একটি সূরা শিক্ষা দেয়ার জন্যে চুক্তি করা হয়েছে। কোন কোন সময় সামান্য চর্চায়ই শিক্ষা করা যায়, আবার কোন কোন সময় কম সময়ে শিক্ষা করা যায়। আবার কোন কোন সময় বেশি সময়ে শিক্ষা করা হয়। অনুরূপভাবে কোন এক ব্যক্তি যদি কুরআনের কোন একটি

Contents

সূরা শিক্ষাদানের শর্তে তার বাড়ি বিক্রি করে তাহলে তা শুদ্ধ হবে না। কারণ চুক্তির জন্যে নির্ধারিত শর্ত পাওয়া যায়নি। বেচা-কেনা ও ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে যেসব শর্ত উল্লেখ করা হল মাহ্‌রের ক্ষেত্রেও সে শর্তগুলো পাওয়া যেতে হবে। সুতরাং এমন সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা মাহ্‌র হিসেবে নির্ধারণ করা বৈধ নয়, যেগুলোর মাধ্যমে বেচা-কেনা ও ইজারা ইত্যাদি সংঘটিত করা বৈধ নয়। শিক্ষা দান এমন সুযোগ-সুবিধা কিংবা সম্পদ নয়, যা অন্যকে মালিক বানানো যায়, তা গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত। অনুরূপভাবে শিক্ষাদান মাহ্‌রের সম্পদ হিসেবে গণ্য, তাও গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) এর অভিমত।

٥- بَابُ الرَّجُلِ يَعْتِقُ اَمَتَهُ عَلٰى اَنَّ عِتْقَهَا صَدَاقُهَا

৫. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি যদি তার দাসীকে এ শর্তে মুক্ত করে দেয় যে, তার মুক্তিই তার মাহ্‌র

٣٩٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا اَبَانُ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالاَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا -

৩৯৮৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন খুযাইমা (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাফিয়া (রা) কে মুক্তি দেন এবং তার মুক্তিকেই তার মাহ্‌র নির্ধারণ করেন।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী বলেন ঃ একদল 'আলিম অভিমত পেশ করেন যে, যদি কোন ব্যক্তি তার দাসীকে একথার উপরে মুক্তি দেয় যে, তার মুক্তিই তার মাহ্‌র, তাহলে এটা শুদ্ধ হবে। যদি তাকে বিয়ে করে তাহলে মুক্তি ব্যতীত তার জন্যে অন্য কোন মাহ্‌র নেই। এ অভিমত অবলম্বনকারীদের কয়েকজন হলেন ঃ সুফিয়ান আস-সাওরী (র) ও আবূ ইউসুফ (র)। অন্য একদল 'আলিম তাদের বিরোধিতা করেন। তারা বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ব্যতীত অন্য কারো জন্য এরূপ করা বৈধ নয়। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য বিশেষ অনুমতি, কেননা আল্লাহ্ তা'আলা শুধু তার জন্যে মাহ্‌র ছাড়া বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছেন, অন্যের জন্যে অনুমতি দেন নি। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আহযাবের ৩৩ ঃ ৫০ আয়াতে ঘোষণা করেন ঃ

وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ -

অর্থাৎ "কোন মু'মিন নারী নবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করলে এবং নবী তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছে করলে সে-ও বৈধ। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্যে, অন্য মু'মিনদের জন্যে নয়।" আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর নবীর জন্যে মাহ্‌র ব্যতীত বিবাহ করা বৈধ করেছেন তখন তার জন্যে মুক্তির বিনিময়ে বিবাহ করাও বৈধ; কিন্তু এ মুক্তি মাহ্‌র হিসেবে গণ্য নয়। আর আল্লাহ্ তা'আলা মাহ্‌র ব্যতীত অন্য কাউকে বিবাহ করা বৈধ করেন নি। কাজেই মুক্তি মাহ্‌র হিসেবে গণ্য না হওয়ায় মুক্তির বিনিময়ে বিবাহ করা বৈধ হবেনা। এ অভিমত অবলম্বনকারীদের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম যুফার (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের দলীল নিচে উল্লেখ করা হল ঃ

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি জুয়াইরিয়া (রা) এর ক্ষেত্রে এরূপ করেছিলেন। অনুরূপভাবে আনাস (রা)ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত সাফিয়া (রা)-এর ক্ষেত্রেও এরূপ করেছেন।

٢٩٨٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ كَتَبَ اِلَىَّ نَافِعُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَخَذَ جُوَيْرِيَةَ فِىْ غَزْوَةِ بَنِى الْمُصْطَلِقِ فَاَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صِدَاقَهَا -

৩৯৮৫. আহমাদ ইব্ন দাউদ (র) ..... ইব্ন আউন (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "নাফি' (র) আমাকে পত্র লিখে জানান যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনূ মুসতালিকের যুদ্ধে জুয়াইরিয়া (রা)-কে গ্রহণ করেন, তাকে মুক্ত করে দেন এবং তাকে বিবাহ করেন। আর তাঁর মুক্তিকে তার মাহ্‌র হিসেবে গণ্য করেন।

এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন, আর তিনি উক্ত বাহিনীতে শরীক ছিলেন।

ইমাম আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ "আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) এটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, যেমন আমরা উল্লেখ করেছি। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরে এ ধরনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেন যে, স্ত্রীর জন্যে নতুন করে মাহ্‌র নির্ধারণ করবে।

٢٩٨٦- حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا الْخُصَيْبُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذٰلِكَ -

৩৯৮৬. সুলাইমান ইব্ন শুয়াইব (র) ..... ইব্ন উমার (রা) হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

দেখুন এই আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা)-ই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য যে বিধান ছিল তাঁর পর তা থেকে ভিন্ন সিদ্ধান্ত হবে। এ ক্ষেত্রে সম্ভাবনা রয়েছে যে, এরূপ তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছেন। আর এটাও সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি নিজেই এ অর্থের দিকে আমাদেরকে পথপ্রদর্শন করেন, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি যে, এটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্যে ছিল একটি বিশেষ অনুমতি, অন্যদের জন্যে নয়।

অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক জুয়াইরিয়া (রা) কে মুক্ত করে দেয়া, বিবাহ করা ও মুক্তিকে তার মাহ্‌র হিসেবে গণ্য করা সম্পর্কে গবেষণা করলাম। তখন আমরা এ সম্পর্কে একটি বর্ণনা দেখতে পেলাম ঃ

٢٩٨٧- وَرَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا هُوَ ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ ثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا اَصَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَبَايَا بَنِى الْمُصْطَلِقِ وَقَعَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ فِىْ سَهْمٍ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ اَوْ لاِبْنِ عَمٍّ لَّهُ فَكَاتَبَ عَلٰى نَفْسِهَا قَالَتْ وَكَانَتْ امْرَأَتٌ حُلْوَةٌ لاَ يَكَادُ يَرَاهَا اَحَدُ اِلاَّ اَخَذَتْ بِنَفْسِهِ فَاَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَسْتَعِيْنُهُ فِىْ كِتَابَتِهَا فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ اِلاَّ اَنْ رَأَيْتُهَا عَلٰى بَابِ الْحُجْرَةِ فَكَرِهْتُهَا وَعَرَفْتُ اَنَّهُ سَيَرٰى مِنْهَا مِثْلَ مَا رَأَيْتُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَّ جُوَيْرِيَةَ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ اَبِىْ ضِرَارٍ سَيِّدِ قَوْمِهِ وَقَدْ اَصَابَنِىْ مِنَ الْاَمْرِ مَا لَمْ يَخْفَ فَوَقَّعْتُ فِىْ سَهْمِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اَوْ لاِبْنِ عَمٍّ لَهُ فَكَاتَبْتُهُ فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ اَسْتَعِيْنُهُ

عَلٰى كِتَابَتِىْ قَالَ فَهَلْ لَكَ مِنْ خَيْرٍ مِنْ ذٰلِكَ قَالَتْ وَمَا هُوَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَقْضِىْ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَاَتَزَوَّجُكِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ فَعَلْتُ وَخَرَجَ الْخَبَرُ اِلَى النَّاسِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَزَوَّجَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ فَقَالُوْا صَاهَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَرْسَلُوْا مَا فِىْ اَيْدِيْهِمْ قَالَتْ فَلَقَدْ اُعْتِقَ بِتَزْوِيْجِهِ اِيَّاهَا مِائَةُ اَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِىْ الْمُصْطَلِقِ فَلَا نَعْلَمُ امْرَأَةً كَانَتْ اَعْظَمَ بَرَكَةً عَلٰى قَوْمِهَا مِنْهَا ـ

৩৯৮৭. রাবী' আল-মুয়াযযিন (র) ..... আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনূ মুসতালিকের কয়েদীদের গ্রহণ করেন তখন জুয়াইরিয়া বিনত আল-হারিস (রা) সাবিত ইব্ন কাইস ইব্ন শাম্মাস অথবা তার চাচাতো ভাইয়ের ভাগে পড়লেন। তখন তিনি তার মনিবের সাথে মুকাতাবা করেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) বলেন, তিনি ছিলেন অতি 'মধুর' নারী। যখন কেউ তার প্রতি দৃষ্টি করত, তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আগমন করেন এবং তার মুকাতাবা এর অর্থ অর্জনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করেন। আল্লাহ্র শপথ, তিনি ছিলেন সেখানে। আমি যখন মহিলাটিকে হুজরার দরজায় দেখলাম তাকে অসহনীয় মনে করলাম এবং অনুমান করতে লাগলাম তিনিও অচিরেই আমার ন্যায় তাকে দেখবেন। মহিলাটি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি জুয়াইরিয়া বিন্ত আল-হারিস ইব্ন আবূ দারার, যিনি নিজ সম্প্রদায়ের সর্দার। আমার উপর যে মুসীবত আপতিত হয়েছে, তা কারো কাছে গোপন থাকেনি। অতঃপর আমি সাবিত ইব্ন কাইস ইব্ন শাম্মাস কিংবা তার চাচাতো ভাইয়ের ভাগে পড়েছি। তারপর আমি তার সাথে মুকাতাবা করেছি। সুতরাং আমি আমার মুকাতাবা সম্পর্কে কিছু সাহায্য চাওয়ার জন্যে এখন আপনার কাছে আগমন করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন এর চেয়ে বেশি কল্যাণকর বস্তুর প্রতি কি তোমার আগ্রহ আছে? তিনি বললেন, এটা কি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আমি তোমার মুকাতাবার অর্থ তোমার পক্ষ থেকে আদায় করে দেব এবং আমি তোমাকে বিবাহ করব? মহিলাটি বললেন, 'হাঁ'। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তাহলে আমি আদায় করলাম। এরপর জনগণের কাছে এ সংবাদটি প্রচারিত হল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুয়াইরিয়া বিনতুল হারিস (রা) কে বিবাহ করেছেন। অতঃপর লোকজন বলতে লাগলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বৈবাহিক সম্পর্ক করেছেন, কাজেই তারা তাদের হাতে যত কয়েদী ছিল সবাইকে ছেড়ে দিল। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুয়াইরিয়া (রা)-কে বিবাহ করার কারণে বনূ মুসতালিকের একশটি পরিবার মুক্ত হয়ে গেল। আমি এমন কোন মহিলাকে জানিনা, যে তার সম্প্রদায়ের জন্যে তার থেকে অধিক বরকতময় হতে পারে।

হযরত আয়েশা (রা) মুক্তির কথাটি বর্ণনা করেন, যা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ মুক্তির উপর তাকে বিবাহ করেছেন এবং এ মুক্তিকে তার মাহ্র হিসেবে গণ্য করেছেন। কেমন করে এটা হল? তিনি তার পক্ষ থেকে মুকাতাবার অর্থ আদায় করেন, যে মুকাতাবা হযরত জুয়াইরিয়া সম্পন্ন করেছিলেন, যাতে এ আদায়ের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করতে পারেন। অতঃপর যে মুক্তি, মুকাতাবার অর্থ রাসূল ﷺ-এর আদায়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছিল এবং যিনি তা সম্পাদন করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ থেকে তারই মাহ্র হিসেবে বিবেচিত হল, যার বর্ণনা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা)-এর হাদীসেও পাওয়া যায়। আর এটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ব্যতীত অন্য কারো জন্যে হয়নি যে, কোন মহিলার মুকাতাবার অর্থ মনিবের কাছে তার মুক্তির শর্তে আদায় করা হয় এবং আদায়কারীর পক্ষ থেকে তার মাহ্র বলে বিবেচিত হয় এবং

তিনি তার স্ত্রীরূপে পরিগণিত হন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্যই বিশেষ অনুমতি ছিল যে, তিনি অর্জিত মুক্তিকে মাহ্র হিসেবে গণ্য করবেন। এই অনুমতি তার উম্মতের অন্য কারো জন্যে ছিলনা।

এটা হল আলোচ্য বিষয়ের হাদীসী প্রমাণ। আর যুক্তিগত প্রমাণ এই যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেছেন, যাকে মুক্তি দেয়া হয়েছে, তার মাহ্র হিসেবে মুক্তিকে গণ্য করার ব্যাপারে আমার যুক্তি হল এই যে, মুক্তিদানই শুধু তার মাহ্র হবে, এর সাথে অন্য কিছু সে পাবে না। কেননা আমরা লক্ষ্য করেছি যে, যখন বিয়ে করার শর্তের উপরে মুক্তি অর্জিত হয়, অতঃপর মহিলাটি বিয়েতে অস্বীকার করে তখন তাকে তার মূল্যের বিপরীতে উপার্জন প্রচেষ্টায় নিযুক্ত হতে হয়। তিনি আরো বলেন, সুতরাং বিয়ে অস্বীকার করার বেলায় যে জিনিসটির বিনিময়ে মহিলাটিকে উপার্জন চেষ্টায় নিযুক্ত হতে হয়, বিবাহে সম্মত হওয়ার ক্ষেত্রে সেটাই মহ্র বলে সাব্যস্ত হবে। তিনি আরো বলেন, এরপর যদি মহিলাটির সাথে সঙ্গম করার পূর্বে তাকে তালাক দেয়া হয় তাহলে তাকে অর্ধেক মূল্যের বিনিময়ে উপার্জন করতে হবে। আল-হাসান (র) হতেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে ঃ

٣٩٨٨- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىُّ عَنْ اَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ فِىْ رَجُلٍ اَعْتَقَ اَمَتَهُ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ اَنْ يَّدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَيْهَا اَنْ تَسْعٰى فِىْ نِصْفِ قِيْمَتِهَا -

৩৯৮৮. মুহাম্মাদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... আশ্‌য়াস (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি আল-হাসান (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "যদি এক ব্যক্তি তার দাসীকে মুক্ত করে দেয় এবং তার মুক্তিকে তার মাহ্র হিসেবে গণ্য করে, অতঃপর তাকে সঙ্গমের পূর্বে তালাক প্রদান করে, আল-হাসান (র) বলেন, তাহলে মহিলাটিকে অর্ধেক মূল্য সংগ্রহের চেষ্টা করতে হবে।

এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর বিরুদ্ধে একটি দলীল। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, যখন সে বিয়েকে অস্বীকার করে তখন তাকে পূর্ণ অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করতে হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (র)-এর অভিমত। আর যখন সে বিয়েকে স্বীকার করে তখন তাদের অভিমতে যা ধার্য হওয়ার কথা তা ধার্য হয়। তবে ইমাম যুফার (র) বলতেন, যখন সে বিয়েটা অস্বীকার করে তখন তার মাহ্র সংগ্রহের চেষ্টা করার প্রয়োজন নেই। কেননা তার মতে যদিও মূল মুক্তিতে বিবাহ বন্ধনকে শর্ত করা হয়েছে, তবে বিবাহকে স্বামী থেকে প্রাপ্ত অর্থের বদলে শর্ত করা হয়েছে আর তা হচ্ছে মাহ্র, যা বিবাহের স্বীকৃতি পাওয়া গেলে স্ত্রীর স্বামীর উপরে ওয়াজিব হয়। আর শর্তাধীন বিবাহের মুক্তি ব্যতীত অন্যটাই বদল রয়েছে। সুতরাং এটা হচ্ছে এমন, যেমন কোন এক ব্যক্তি এক বছর তার খিদমতের শর্তে এক হাজার দিরহামের পরিবর্তে তার গোলামকে মুক্ত করে দিল। গোলাম এ শর্ত কবূল করে নিল। অতঃপর সে তার খিদমত করতে অস্বীকার করল। ইমাম যুফারের মতে তার উপর কোন জিনিস ওয়াজিব হবেনা। কেননা যদি সে খিদমত করত তাহলে সে খিদমতের পরিবর্তে সম্পদের অধিকারী হত। অনুরূপভাবে ইমাম যুফারের মতে বিবাহের শর্তে মুক্ত দাসী যদি বিবাহে সম্মতি দেয় তাহলে তার 'সম্ভোগ অঙ্গের' বিপরীতে মাহ্র ওয়াজিব হত। কিন্তু যখন সে অস্বীকৃতি জানায় তখন তার গর্দানের বিপরীতে কোন জিনিস ওয়াজিব হবে না। কেননা কোন বদল ছাড়াই তার গর্দান মুক্ত হয়ে গিয়েছে। তবে একটি জিনিসের বিনিময়ে তার উপর বিবাহের শর্ত আরোপ করা হয়েছে। আর বিবাহ সাব্যস্ত না হলে বিবাহের বিনিময়ও সাব্যস্ত হয় না। যেমন খিদমত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে খিদমতের বদল প্রতিষ্ঠিত হয় না। সুতরাং দুইটার বিলুপ্তি অথবা কোন একটির বিলুপ্তি মুক্তির বদল হতে পারে

না যে মুক্তি কোন বিনিময় ছাড়া সাব্যস্ত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদের মধ্যে এটাই গবেষণামূলক চিন্তাধারা. যেমন ইমাম যুফার (র) বলেছেন। তবে এটা ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) এর অভিমত নয়।

আয়্যুব আস-সাখ্তিয়ানী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সাফিয়া (রা)-এর তার মুক্তির শর্তে বিবাহানুষ্ঠানের ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র) ইমাম যুফার (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) এর অভিমত অনুযায়ী মতামত পেশ করেছেন।

٣٩٨٩ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ قَالَ اَعْتَقَ هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ اُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لاَيُّوْبَ فَقَالَ لَوْ كَانَ اَبَتْ عِتْقَهَا فَقُلْتُ لَيْسَ النَّبِيُّ ﷺ اَعْتَقَ صَفِيَّةً وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا فَقَالَ لَوْ اَنَّ امْرَأَةً وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ كَانَ ذٰلِكَ لَهُ فَاَخْبَرْتُ بِذٰلِكَ هِشَامًا فَاَبَتْ عِتْقَهَا وَتَزَوَّجَهَا وَاَصْدَقَهَا اَرْبَعَ مِائَةٍ ـ

৩৯৮৯. ইব্ন আবূ দাউদ (র) ..... হাম্মাদ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন হিশাম ইব্ন হাসান (র) তার এক উম্মে ওলাদ দাসীকে মুক্ত করেছেন এবং তার মুক্তিকে তার মাহ্র হিসেবে গণ্য করেন। এ ঘটনা আমি আয়ুব আস-সাখতিয়ানীর কাছে উত্থাপন করলাম। তখন তিনি বললেন, যদি সে তার মুক্তিকে অস্বীকার করে তাহলে কি হবে? আমি তখন বললাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি সাফিয়াকে মুক্ত করে তার মুক্তিকে তার মাহ্র হিসেবে গণ্য করেননি? তখন তিনি বললেন, যদি কোন মহিলা নিজকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্যে সমর্পণ করতেন তখন তাকে গ্রহণ করা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্যে অনুমতি ছিল। আমি এ বিষয়টি সম্বন্ধে হিশাম (র) কে অবগত করলাম। দাসীটি তার মুক্তিকে অস্বীকার করল এবং হিশাম তাকে বিয়ে করলেন ও ৪০০ দিরহাম মাহ্র আদায় করেন।

যদি কেউ এরূপ বলে যে, আমি লক্ষ্য করেছি, কোন ব্যক্তি যদি তার দাসীকে সম্পদের বিনিময়ে মুক্ত করে দেয়, দাসী তার থেকে তা গ্রহণ করে এবং মুক্ত হয়ে যায়, আর তার উপর মনিবের জন্য ঐ সম্পদ আদায় করাও ওয়াজিব হয় তখন দেখা যায় যখন তাকে তার মনিব মুক্ত করে দেয় এবং মুক্তিকে তার মাহ্র হিসেবে গণ্য করে সে তা অস্বীকার করেনা, বরং সে তার থেকে তা গ্রহণ করে এবং মুক্ত হয়ে যায়। আর উক্ত মালও আদায় করা মনিবের প্রতি ওয়াজিব হয়ে যায়।

তাকে তখন উত্তরে বলা যাবে, যখন মনিব দাসীকে মালের বিনিময়ে মুক্ত করে, দাসী মনিব থেকে তা গ্রহণ করে, তাহলে মনিবের উপর তাকে মুক্ত করে দেয়া ওয়াজিব হয়ে যায় এবং দাসীর উপরেও মনিবের মাল আদায় করা ওয়জিব হয়ে যায়। তাদের দু'জনের অনুষ্ঠিত চুক্তির ফলে তাদের প্রত্যেকের জন্য এমন বস্তুটি ওয়াজিব হয়ে যায়, চুক্তির পূর্বে তারা কেউ এটার মালিক ছিলেন না। যখন মনিব মুক্তিকে মাহ্র হিসেবে গণ্য করে দাসীকে মুক্ত করে দিল তখন সে দাসীকে তার গর্দানের মালিকানা স্বত্ত্বেরও স্বত্ত্ববান করে দিলেন. এ শর্তের উপর যে, দাসী ও মনিবকে তার 'সম্ভোগ অঙ্গের' মালিক করে দিয়েছিল। অতঃপর সে যে গর্দানের মালিক হল দাসীকেও সেটার মালিক করে দিল। অথচ পূর্বে দাসী এটার মালিক ছিল না। কিন্তু মহিলাটি যদি তাকে সম্ভোগ অঙ্গের মালিক বানায়, যার মালিক সে ইতোপূর্বেই ছিলা, তাহলে তো ঐ মুক্তির বিপরীতে মনিবকে এমন কোন জিনিসের মালিক বানায়নি, বরং এমন জিনিসের পূর্ণ মালিক হলেন যার মালিক সে ইতোপূর্বে ছিল না, যার কিয়দংশের মালিক তিনি পূর্বে ছিলেন।

অনুরূপভাবে এ মুক্তি দ্বারা দাসীর উপর মনিবের কোন কিছু সাব্যস্ত হয় না। আর এ মুক্তিটিও তার মাহ্‌র সাব্যস্ত হয়না। এটা একটি যুক্তি এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে, যিনি বলেন, মাহ্‌র হিসেবে গণ্য মুক্তির মাধ্যমে দাসী মুনিবের স্ত্রীতে পরিণত হয়ে যায়। তবে যিনি বলেন, মুক্তির পর পুন নিকাহ্ প্রতিষ্ঠিত হবার মাধ্যম ব্যতীত সে তার স্ত্রীতে পরিণত হয়না, আর মুক্তির কারণে দাসীর উপর মাহ্‌র সংগ্রহ ওয়াজিব হয়ে যায়, আবার এ মাহ্‌রের মাধ্যমে তিনি তাকে যখন ইচ্ছে বিয়ে করতে পারেন। তাঁর বিরুদ্ধেও এটা দলীল। তাই তাকে প্রশ্ন করা হয়ে থাকে, যিনি দাসী মুক্ত করেন, মুক্তির কারণে ধার্যকৃত মাহ্‌রের জরিমানা আদায় করার অধিকার তার আছে? যদি বলা হয়, 'হাঁ', তাহলে এটা হবে সকল জ্ঞানী ব্যক্তির অভিমত বহির্ভূত। যদি বলা হয় যে, 'না'– দাসী থেকে তিনি জরিমানা আদায় করতে পারেন না, তাহলে তাকে বলা হবে যে, মুক্তির পর দাসীর উপর যে মাহ্‌র ওয়াজিব হয়েছে, তা কি মাল হবে? না মাল হবে না? যদি মাল হয় তাহলে যে সময়ে ইচ্ছে দাসী থেকে আদায় করতে পারেন। আর যদি মাল না হয় তাহলে মাল বিহীন তিনি তাকে বিয়ে করতে পারেন না। উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রতিপক্ষের অভিমতের ত্রুটিও প্রমাণিত হল। আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

٦- بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

৬. অনুচ্ছেদ ঃ মুতা'আ বিবাহ

٣٩٩٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيْدِ قَالَ اسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءُ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ نَسْتَخْصِيْ فَنَهَانَا عَنْ ذٰلِكَ وَ رَخَّصَ لَنَا اَنْ نَنْكِحَ بِالثَّوْبِ اِلٰى اَجَلٍ ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ لاَتُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ -

৩৯৯০. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে যুদ্ধ করছিলাম; কিন্তু আমাদের সাথে কোন মহিলা ছিলনা। তখন আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বললাম, আমরা কি প্রজনন ক্ষমতা রহিত করব? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে এ কাজ হতে বারণ করেন। আর আমাদেরকে অনুমতি দেন যে, আমরা কাপড়ের পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে বিবাহ করি। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لاَيُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ -

অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে যে সব বস্তু হালাল করেছেন, সে সমুদয়কে তোমরা হারাম করোনা এবং সীমালংঘন করবেনা। আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীকে পসন্দ করেন না। (সূরা মায়িদা ঃ ৮৭)

٣٩٩١- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ خَطَبَ وَهُوَ يُعَرِّضُ بِابْنِ

Contents

عَبَّاسٍ يُعِيْبُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فِى الْمُتْعَةِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْأَلُ اُمَّهُ اِنْ كَانَ صَادِقًا فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ كَانَ ذٰلِكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضـ لَوْ شِئْتَ لَسَمَّيْتُ رِجَالاً مِنْ قُرَيْشٍ وَلِدُوْا فِيْهَا ـ

৩৯৯১. সালিহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান ..... সায়ীদ ইব্‌ন জুবাইর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন জুবাইর (রা)-কে খুতবা দিতে শুনেছি, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বিরোধিতা করছিলেন এবং সাময়িক বিয়ের ব্যাপারে তার সমালোচনা করছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ সে যেন তার মাতাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে যদি সে সত্যবাদী হয়ে থাকে। তিনি তার মাতাকে জিজ্ঞেস করেন। তার মাতা বলেন, "ইব্‌ন আব্বাস (রা) সত্য বলেছেন, ব্যাপারটি এরূপই ছিল। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, "তুমি যদি ইচ্ছে কর তাহলে আমি কুরাইশদের কিছু সংখ্যক লোকের নাম উল্লেখ করতে পারি, যারা এরূপ বিয়েতে জন্মগ্রহণ করেছেন।"

٣٩٩٢ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِوبْنِ دِيْنَارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَتَاهُمْ فَاَذِنَ لَهُمْ فِى الْمُتْعَةِ ـ

৩৯৯২. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) এবং সালামা ইবনুল আকওয়া' (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের কাছে আগমন করেন এবং তাদেরকে সাময়িক বিয়েতে অনুমতি প্রদান করেন।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল 'আলিম এ হাদীসগুলো সমর্থন করেন এবং বলেন, পুরুষ মহিলা থেকে নির্দিষ্ট বস্তুর পরিবর্তে নির্দিষ্ট দিনের জন্যে উপকার হাসিল করবে, তাতে দোষের কিছু নেই। যখন এ নির্দিষ্ট দিনগুলো অতিক্রান্ত হবে তখন মহিলাটি তার জন্যে হারাম হয়ে যাবে। তাদের মতে তারা এ বিয়ের কারণে একে অন্যের উত্তরাধিকারী করেন এবং তারা বলেন, এ ধরনের বিয়ে বৈধ নয়। তারা দলীল হিসেবে উল্লেখ করেন যে, যে সব হাদীস প্রথম পক্ষ উল্লেখ করেছেন এগুলোর হুকুম কোন এক সময় প্রচলিত ছিল এর পর এগুলোর হুকুম রহিত হয়ে যায়। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাময়িক বিয়ে থেকে বারণ করেন। তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত এ সম্পর্কে রহিতকরণ উল্লেখ ছাড়া নিষেধাজ্ঞা উল্লেখ করেন ঃ

٣٩٩٣ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ قَالَ ثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنَ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ اَخْبَرَاهُ اَنَّ اَبَاهُمَا اَخْبَرَهُمَا اَنَّهُ سَمِعَ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ يَقُوْلُ لِابْنِ عَبَّاسٍ اِنَّكَ رَجُلٌ تَايِهُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ـ

৩৯৯৩. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (র) এবং আল-হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী (র) হতে বর্ণনা করেন। তারা দু'জনে তাদের পিতা হতে বর্ণনা

করেন। তারা বলেন, তাদের পিতা তাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) কে বলতে শুনেছেন। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) কে বলেন, "তুমি একজন আত্মভোলা লোক। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মহিলাদের সাময়িক বিয়ে থেকে বারণ করেছেন।"

٣٩٩٤- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ وَاُسَامَةُ وَمَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَقُلْ اِنَّكَ رَجُلٌ تَايِهٌ -

৩৯৯৪. ইউনুস (র) ..... ইব্ন শিহাব (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেছেন। তবে তিনি "তুমি একজন আত্মভোলা লোক" কথাটি উল্লেখ করেননি।

٣٩٩٥- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هِشَامُ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ اَبِيْهِمَا اَنَّ عَلِيًّا مَرَّ بِابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ يُفْتِىْ بِالْمُتْعَةِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ اِنَّهُ لاَ بَاْسَ بِهَا فَقَالَ لَهُ عَلِىٌّ قَدْ نَهٰى عَنْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ -

৩৯৯৫. সালিহ ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... আবদুল্লাহ্ (র) এবং আল-হাসান (র) হতে বর্ণনা করেন। তারা দুই ভাই আপন পিতা মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়া (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আলী (রা) একদিন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি মহিলাদের সাময়িক বিয়ে সম্বন্ধে ফাতওয়া দিচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন যে, এটাতে কোন দোষ নেই। আলী (রা) তাকে বললেন, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খাইবারের যুদ্ধের দিন গৃহপালিত গাধার গোশত ও সাময়িক বিয়ে হতে নিষেধ করেছেন।"

٣٩٩٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِىُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَبْدَ اللّٰهِ بِنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ حَرَامٌ قَالَ فَاِنَّ فُلاَنًا يَقُوْلُ فِيْهَا قَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَمَا كُنَّا مُسَافِحِيْنَ -

৩৯৯৬. ইউনুস (র) ..... সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "এক ব্যক্তি একদিন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) কে সাময়িক বিয়ে সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, এটা হারাম। লোকটি বলল অমুকে এটার বৈধতা সম্বন্ধে অভিমত পেশ করেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ, সে জেনেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খাইবারের যুদ্ধের দিন এটাকে হারাম ঘোষণা করেছেন, আর আমরা তো ব্যভিচারী নই।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী বলেন ঃ উপরোক্ত হাদীসগুলোতে সাময়িক বিয়ে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে এ সম্পর্কে যে অনুমতি পাওয়া যায় এটা সম্ভবত নিষেধ করার পূর্বে ছিল। অতঃপর তিনি তা নিষেধ করেন, কাজেই নিষেধাজ্ঞাটি অনুমতি রহিতকারী হিসেবে গণ্য। এ সম্পর্কে আমরা গবেষণা ও চিন্তার আশ্রয় নিয়ে নিম্ন বর্ণিত হাদীসগুলো দেখতে পেলাম ঃ

٣٩٩٧- فَاذَا يُوْنُسُ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ اللَّيْثِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ
الْعَزِيْزِ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى مَكَّةَ فِيْ
حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَاَذِنَ لَنَا فِى الْمُتْعَةِ فَانْطَلَقْتُ اَنَا وَصَاحِبٌ لِيْ اِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِيْ عَامِرٍ كَاَنَّهَا
بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا اَنْفُسَنَا فَقَالَتْ مَا تُعْطِيْنِيْ فَقُلْتُ رِدَائِيْ وَقَالَ صَاحِبِيْ رِدَائِيْ
وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِيْ اَجْوَدَ مِنْ رِدَائِيْ وَكُنْتُ اَشَبَّ مِنْهُ فَاِذَا نَظَرَتْ اِلَى رِدَاءِ صَاحِبِيْ اَعْجَبَهَا
وَاِذَا نَظَرَتْ اِلَيَّ اَعْجَبْتُهَا فَقَالَتْ اَنْتَ وَرِدَاءُكَ تَكْفِيْنِيْ فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ثُمَّ اِنَّ رَسُوْلَ
اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هٰذِهِ النِّسَاءِ اللَّاتِيْ يَتَمَتَّعُ بِهِنَّ فَلْيُخَلِّ سَبِيْلَهَا -

৩৯৯৭. ইউনুস (র) ..... সাব্‌রা আল-জুহানী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "বিদায় হজ্জে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ঘর থেকে মক্কার দিকে বের হলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে সাময়িক বিয়ের অনুমতি দিলেন। তখন আমি এবং আমার এক বন্ধু বনূ আমিরের লম্বা গর্দান ওয়ালী একটি যুবতী মহিলার কাছে আগমন করলাম এবং তার কাছে আমাদেরকে পেশ করলাম। সে বলল, "তুমি আমাকে কি দেবে?" আমি বললাম, "আমার চাদরটি তোমাকে প্রদান করব।" আমার বন্ধু বললেন, "আমিও তোমাকে আমার চাদরটি প্রদান করব।" আমার বন্ধুর চাদরটি আমারটির চেয়ে ছিল উত্তম। তবে আমি তার চেয়ে অধিক যুবক ছিলাম। মহিলাটি আমার বন্ধুর চাদরটি দেখে খুব পসন্দ করল, আর আমার দিকে নযর করে আমাকে খুবই পসন্দ করল। অতঃপর সে আমাকে বলল, তুমি ও তোমার চাদর আমার জন্যে যথেষ্ট। এরপর আমি তার সাথে তিন দিন অবস্থান করলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমাদের কারো কাছে যদি এরূপ সাময়িক বিয়ের কোন মহিলা থাকে যাদেরকে তোমরা ব্যবহার করেছ, তাহলে এগুলোকে পরিত্যাগ কর।

٣٩٩٨- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ
الْجُهَنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ مِثْلَهُ -

৩৯৯৮. রাবী' আল-মুয়াযযিন (র) ..... সাব্‌রা আল-জুহানী (রা) হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٣٩٩٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ
رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ فَقَالَ ثَنِيْ رَجُلٌ عَنْ
اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَزَعَمَ مَعْمَرٌ اَنَّهُ الرَّبِيْعُ بْنُ سَبْرَةَ -

৩৯৯৯. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আয়্যূব (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি ইমাম যুহরী (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন মহিলাদের সাময়িক বিয়ে থেকে বারণ করেন। বর্ণনাকারী আয়্যূব (র) ইব্‌ন যুহরী (র) কে জিজ্ঞেস করেন যে, আপনি কার কাছ থেকে শুনেছেন? তিনি বলেন, আমাকে এক ব্যক্তি তার পিতা হতে উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)-এর কাছে হাদীস বর্ণনা করেন। বর্ণনাকারী মা'মার (র) বলেন "এ লোকটি ছিলেন আর-রাবী' ইব্‌ন সাব্‌রা।"

٤٠٠٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا أَبُوْ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي الْمُتْعَةِ فَتَزَوَّجَ رَجُلُ امْرَأَةً فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ إِذَا هُوَ يُحَرِّمُهَا أَشَدَّ التَّحْرِيْمِ وَيَقُوْلُ فِيْهَا أَشَدَّ الْقَوْلِ -

৪০০০. ইব্‌ন আবু দাঊদ (র) ..... আর-রাবী' ইব্‌ন সাবরা (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাময়িক বিয়ের অনুমতি দিলেন। তখন এক ব্যক্তি একটি মহিলাকে বিয়ে করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এটাকে কঠোরভাবে হারাম ঘোষণা করেন এবং এ সম্পর্কে কঠোর ভাষা ব্যবহার করেন।

٤٠٠١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا أَبُوْ عُمَيْسٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ أَذِنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا -

৪০০১. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... ইয়াস ইব্‌ন সালামা ইবনুল আকওয়া' (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাময়িক বিয়ের অনুমতি প্রদান করেন এবং পরে তা থেকে বারণ করেন।

٤٠٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ قَالَ ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَنَزَلَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَى مَصَابِيْحَ وَنِسَاءً يَبْكِيْنَ فَقَالَ مَا هٰذَا فَقِيْلَ نِسَاءٌ تَمَتَّعَ بِهِنَّ أَزْوَاجُهُنَّ وَفَارَقُوْهُنَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ أَوْ هَدَرَ الْمُتْعَةَ بِالطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالْعِدَّةِ وَالْمِيْرَاثِ -

৪০০২. আবূ বাকরা (র) ..... আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে তাবুক যুদ্ধে বের হয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সানিয়াতুল বিদায়ে অবতরণ করেন এবং কিছু সংখ্যক বাতি ও মহিলাকে দেখতে পেলেন, যারা ক্রন্দন করছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন, এদের কি হয়েছে? বলা হল, এরা এমন কতেক মহিলা, যাদেরকে তাদের স্বামী সাময়িকভাবে বিয়ে করেছিল এবং তাদেরকে এখন ছেড়ে তারা চলে গেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা সাময়িক বিয়েকে তালাক, নিকাহ, ইদ্দত ও মীরাস ইত্যাদির মাধ্যমে হারাম ঘোষণা করেছেন।"

উপরোক্ত হাদীসগুলোর মাধ্যমে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সাময়িক বিয়েকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনুমতি দেয়ার পর অবৈধ ঘোষণা করেন। সুতরাং প্রমাণ হল যে, এ অনুচ্ছেদের প্রথমে অনুমতিমূলক যেসব হাদীস আমরা উল্লেখ করেছি, এগুলোর হুকুম রহিত হয়ে গেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবায়ে কিরাম (রা) থেকেও নিষেধাজ্ঞাসূচক হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

٤٠٠٣ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِيُّ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ كَثِيْرِ بْنِ عُفَيْرٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاكَانَتِ الْمُتْعَةُ الاَّ رَحْمَةً رَحِمَ اللّٰهُ بِهَا هٰذِهِ الْاُمَّةَ وَلَوْلاَ نَهْىُ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْهَا مَا زَنٰى الاَّ شَقِىٌّ قَالَ عَطَاءُ كَاَنِّيْ اَسْمَعُهَا مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الاَّ شَقِيٌّ ـ

৪০০৩. রাবী' আল-জীযী (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সাময়িক বিয়ে এ উম্মতের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার একটি করুণা হিসেবে গণ্য ছিল। যদি উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) সাময়িক বিয়ে হতে নিষেধ না করতেন তাহলে হতভাগা ব্যতীত অন্য কেউ ব্যভিচারের শিকার হতনা। বর্ণনাকারী আরো বলেন, এখনও যেন আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস্ (রা) হতে لاَّ شَقِيٌّ। কথাটির উচ্চারণ শুনছি।

٤٠٠٤ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرِ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ لَيْثِ بْنِ اَبِيْ سُلَيْمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رضـ قَالَ اِنَّمَا كَانَتْ مُتْعَةُ النِّسَاءِ لَنَا خَاصَّةً ـ

৪০০৪. আবূ বিশ্র আর-রাকী (র) ..... আবূ যর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মহিলাদের সাথে সাময়িক বিয়ে করার বিশেষ অনুমতি শুধু আমাদের জন্যেই ছিল।

٤٠٠٥ـ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ قَالَ هِشَامُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ مِنَ النِّسَاءِ حَتّٰى نَهَاهُمْ عُمَرُ ـ

৪০০৫. সালিহ ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... জাবির (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা) মহিলাদের সাথে সাময়িক বিয়ের মাধ্যমে উপভোগ করছিলেন, যতক্ষণনা হযরত উমার (রা) তাদেরকে নিষেধ করেন।

٤٠٠٦ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ جَمْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ مَوْلٰى لَهُ اِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ فِي الْغَزْوِ النِّسَاءُ قَلِيْلُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضـ صَدَقْتَ ـ

৪০০৬. ইব্ন মারযূক (র) ..... আবূ জাম্রা (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমি ইব্ন আব্বাস (রা) কে মহিলাদের সাথে সাময়িক বিয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, তখন ইব্ন আব্বাস (রা) এর একজন গোলাম বলল, এটা ছিল যুদ্ধ ক্ষেত্রের ব্যাপার। আর মহিলা ছিল তখন স্বল্প। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তুমি সত্য বলেছ।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ হযরত উমার (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীদের সামনেই মহিলাদের সাথে সাময়িক বিয়ে করাকে নিষেধ করেন, তাদের মধ্যে থেকে কেউ এটার বিরোধিতা করেনি। এটাতে হযরত উমার (রা)-এর নিষেধের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ পায় এবং এটার নিষেধাজ্ঞার উপর

তাদের তরফ থেকে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এটা সাময়িক বিয়ে রহিত হবারও একটি দলীল। অতঃপর ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, সাময়িক বিয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছিল যখন ছিল মহিলা স্বল্প। আর যখন মহিলা বেড়ে যায় তখন ঐ কারণটি রহিত হয়ে যায় যে কারণটির জন্যে এরূপ বিয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। আবূ যর (রা) বলেছিলেন, এটা আমাদের জন্যে ছিল একটি বিশেষ অনুমতি। এটাতেও সম্ভাবনা রয়েছে যে, যে কারণে এরূপ বিয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছিল এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) তা উল্লেখ করেছেন সেই কারণেই সাময়িক বিয়ের বিশেষ অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল।

তবে জাবির (রা) এর কথা كُنَّا نَتَمَتَّعُ حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا عُمَرُ رض অর্থাৎ হযরত উমার (রা)-এর নিষেধের পূর্ব পর্যন্ত আমরা সাময়িক বিয়ে উপভোগ করছিলাম, এতে সম্ভাবনা রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাময়িক বিয়েকে অবৈধ ঘোষণার বিষয়টি সম্বন্ধে তিনি অবগত ছিলেন না। যতক্ষণ না তিনি হযরত উমার (রা)-এর কথার মাধ্যমে অবগত হলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে সাময়িক বিয়ের অনুমতি দিয়েছিলেন তা পরিত্যাগের হুকুমে প্রমাণিত হয় যে, এটার হুকুম রহিত হওয়ার পক্ষে তার কাছে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। সুতরাং এ অনুচ্ছেদের প্রথমে সাময়িক বিয়ের অনুমতি প্রসঙ্গে যেসব হাদীস বর্ণনা করা হয়েছিল এগুলোর হুকুম রহিত হয়ে গিয়েছিল। কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন, কিছু দিনের উপভোগের শর্তে যদি বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় তাহলে এটা চিরস্থায়ী বিয়েতে রূপান্তরিত করা যায় এবং শর্তটি বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে এরূপ অভিমতের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উক্তিটি একটি শক্তিশালী দলীল হিসেবে প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সাহাবায়ে কিরামদেরকে সাময়িক বিয়ের ব্যাপারে নিষেধ করেন তখন তিনি বলেছিলেনঃ

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هٰذِهِ النِّسَاءِ اللاَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهِنَّ شَيْئٌ فَلْيُفَارِقْهُنَّ ـ

অর্থাৎ "যার কাছে সাময়িক বিয়ের কোন মহিলা রয়েছে সেগুলোকে উপভোগ করা যেন পরিত্যাগ করা হয়।" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এ কথাটি প্রমাণ করে যে, পূর্বেকার সাময়িক বিয়েটা চিরস্থায়ী বন্ধনে রূপান্তরিত হয় না। কেননা এটা যদি চিরস্থায়ী বন্ধনে রূপান্তরিত হয়ে যেত তাহলে ক্ষণকালের স্বামী স্ত্রী যে শর্তের ভিত্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল সেই শর্ত বাতিল হয়ে যেত এবং নিষেধের পূর্বে যে অনুমতি ও বিশুদ্ধতার ভিত্তিতে বিয়েটা সম্পন্ন হয়েছিল তাও বাতিল হতনা। সুতরাং পরিত্যাগের হুকুমের কারণে প্রমাণিত হয় যে, এরূপ বিবাহ বন্ধনের ফলে স্বামী স্ত্রীর 'সম্ভোগ অঙ্গের' মালিক হয় না, আর এটাই হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) এর অভিমত।

٧ـ بَابُ مِقْدَارِ مَايُقِيْمُ الرَّجُلُ عِنْدَ الثَّيِّبِ أَوِ الْبِكْرِ اِذَا تَزَوَّجَهَا

৭. অনুচ্ছেদ ঃ বিয়ে সম্পন্ন হবার পর স্বামী অকুমারী স্ত্রী কিংবা কুমারী স্ত্রীর কাছে কতদিন অবস্থান করবে?

٤٠٠٧ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَّلِلثَّيِّبِ ثَلاَثٌ ـ

৪০০৭. ইউনুস (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "কুমারীর জন্যে সাত দিন এবং সায়্যিবা অর্থাৎ যার পূর্বে একবার বিবাহ হয়েছে, এর জন্যে তিন দিন অবস্থান করতে হয়।"

٤٠٠٨ـ حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ قَالَ اَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَىٰ الثَّيِّبِ اَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ثُمَّ قَسَمَ وَاِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ اَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا قَالَ خَالِدٌ فِيْ حَدِيْثِهِ وَلَوْ قُلْتُ اِنَّهُ قَدْ رَفَعَ الْحَدِيْثَ لَصَدَقْتُ وَلٰكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ كَذٰلِكَ ـ

৪০০৮. সালিহ (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "যদি কেউ সায়্যিবা স্ত্রীর উপর কুমারী স্ত্রীকে বিয়ে করে তাহলে তার কাছে সাত দিন অবস্থান করতে হবে। অতঃপর অপরাপর স্ত্রীদের মধ্যে রাত বণ্টন করতে হবে। আর যখন সায়্যিবাকে বিয়ে করবে তখন তার কাছে তিন দিন অবস্থান করবে। বর্ণনাকারী খালিদ তার হাদীস বর্ণনায় বলেন, যদি আনাস (রা) এ হাদীসকে حَدِيْث مَرْفُوْع হিসেবে বর্ণনা করেন তাহলে আমি তা বিশ্বাস করব। কিন্তু তিনি বলেন, এরূপই সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ।

٤٠٠٩ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا قِلَابَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسٍ قَالَ السُّنَّةُ اِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ اَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَاِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ اَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ـ

৪০০৯. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "সুন্নাত তরীকা হল এই যে, যখন কেউ কুমারীকে বিয়ে করে সে যেন সাতদিন তার কাছে অবস্থান করে। আর যদি সায়্যিবাকে বিয়ে করে তাহলে যেন তিনদিন তার কাছে অবস্থান করে।

٤٠١٠ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ اَنَسٍ مِثْلَهُ ـ

৪০১০. আবূ উমাইয়া (র) ..... আনাস (রা) হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٠١١ـ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ ـ

৪০১১. সালিহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "কুমারীর জন্যে সাত দিন এবং সায়্যিবার জন্যে তিনদিন অবস্থান করতে হয়।"

٤٠١٢ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৪০১২. ইউনুস (র) ..... মালিক (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনিও নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٤٠١٣ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ سُنَّةُ الْبِكْرِ سَبْعٌ وَالثَّيِّبِ ثَلَاثٌ ـ

৪০১৩. ইব্‌ন আবূ দাউদ (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কুমারীর জন্যে সুন্নাত তরীকা হল সাতদিন এবং সায়্যিবার জন্যে তিনদিন অবস্থান করা।

٤٠١٤- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ وَعِنْدَهُ غَيْرُهَا فَلَهَا سَبْعٌ ثُمَّ يَقْسِمُ وَاِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ فَثَلَاثٌ ثُمَّ يَقْسِمُ -

৪০১৪. ফাহাদ (র) ..... আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন কোন ব্যক্তি কোন কুমারী মহিলাকে বিয়ে করে, আর তার কাছে রয়েছে অন্যান্য স্ত্রী, সে তাহলে তার কাছে সাতদিন অবস্থান করবে। অতঃপর পুনরায় রাত যাপন বন্টন শুরু করবে। আর যখন সায়্যিবা বিয়ে করবে তখন তার কাছে তিন দিন অবস্থান করবে। পুনরায় রাত যাপন বন্টন শুরু করবে।

٤٠١٥- حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَزَادَ اَنَّهُ قَالَ وَلَوْ قُلْتُ اِنَّهُ قَدْ رَفَعَ الْحَدِيْثَ لَصَدَقْتُ وَلٰكِنَّهُ قَالَ اَلسُّنَّةُ كَذٰلِكَ -

৪০১৫. সালিহ (র) ..... হুমাইদ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন। তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেন। হুমাঈদ (র) আরো অতিরিক্ত বর্ণনা করেন এবং বলেন, যদি আনাস (রা) বলতেন, তিনি مرفوع হিসেবে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাহলে আমি তা বিশ্বাস করতাম, কিন্তু তিনি বলেন, এরূপই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তরীকা।

٤٠١٦- حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ قَالَ ثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا اَصَابَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ وَاتَّخَذَهَا اَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا -

৪০১৬. সালিহ (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেন। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাফিয়া বিনত হুয়াই (রা) কে গ্রহণ করেন তখন তার সাথে তিনি তিন রাত যাপন করেন।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল 'আলিম অভিমত প্রকাশ করেন যে, যদি কোন ব্যক্তি সায়্যিবাকে বিবাহ করে তাহলে তার ইচ্ছে, যদি সে চায় তাহলে তার সাথে সাত দিন রাত যাপন করবে এবং তার অন্য সব স্ত্রীর কাছেও সাতদিন রাত যাপন করবে। আর যদি চায় তাহলে তার কাছে তিন দিন রাত যাপন করবে এবং তার অন্যান্য স্ত্রীদের কাছে এক এক দিন কিংবা এক এক রাত করে রাত যাপন করবে। তারা এ হাদীসটিকে নিজেদের দলীল হিসেবে উল্লেখ করেন এবং উম্মে সালামা (রা)-এর হাদীসকেও উল্লেখ করেন, যেমন ঃ

٤٠١٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ لَمَّا بَنٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهَا لَيْسَ بِكِ عَلٰى اَهْلِكِ هَوَانٌ اِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَاِلَّا فَثَلَّثْتُ ثُمَّ اَدُوْرُ -

৪০১৭. ইউনুস (র) ..... আবদুল মালিক ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন আবদুর রহমান (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উম্মে সালামা (রা) এর সাথে বাসর যাপন করেন, তখন তিনি তাকে বলেন, তোমাকে নিয়ে তোমার পরিবার স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেনা, যদি তুমি চাও তাহলে আমি তোমাকে নিয়ে সাতদিন রাত যাপন করতে পারি, অন্যথায় তিন দিন রাত যাপন করব এবং পরে রাত যাপন বন্টন শুরু করব।

٤٠١٨ـ حَدَّثَنَا صَالِحُ قَالَ ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ ثَنَا مَالِكُ ح وَحَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هُوَ اِبْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ تَزَوَّجَ اُمَّ سَلَمَةَ فَاَصْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ لَيْسَ بِكِ عَلٰى اَهْلِكِ هَوَانٌ اِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ وَاِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ ثُمَّ دُرْتُ قَالَتْ ثَلِّثْ ـ

৪০১৮. সালিহ (র) ..... আবূ বকর ইব্‌ন আবদুর রহমান (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উম্মে সালামা (রা) কে বিয়ে করেন, প্রথম রাত যাপন করার পর সকাল বেলা তিনি বলেন, তোমাকে নিয়ে তোমার পরিবার স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেনা, যদি তুমি চাও আমি তোমার কাছে সাত দিন থাকতে পারি আর তাদের কাছেও সাত দিন থাকব। আর যদি তুমি চাও তাহলে আমি তোমার কাছে তিন দিন থাকতে পারি ও পুনরায় বণ্টন শুরু করতে পারি। উম্মে সালামা (রা) বলেন, তিন দিন রাত যাপন করুন।

٤٠١٩ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرَ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَ ثَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِاُمِّ سَلَمَةَ حِيْنَ تَزَوَّجَهَا مَابِكِ عَلٰى اَهْلِكِ هَوَانٌ اِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَاِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِيْ ـ

৪০১৯. আবূ উমাইয়া (র) ..... উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন উম্মে সালামা (রা) কে বিয়ে করেন তখন বলেন, তোমার পরিবার তোমাকে নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেনা, যদি তুমি চাও তাহলে আমি তোমার নিকট সাত দিন থাকতে পারি। আর আমি যদি তোমার কাছে সাত দিন রাত যাপন করি তাহলে আমার অন্যান্য স্ত্রীদের কাছেও সাতদিন করে রাত যাপন করব।

উলামায়ে কিরাম বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উম্মে সালামা (রা) কে বলেন, "যদি তুমি চাও তাহলে আমি তোমার কাছে সাতদিন থাকব, অন্যথায় তিন দিন থাকব ও পুনরায় রাত যাপন বণ্টন শুরু করব"– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এ উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ তিন দিনের তার অধিকার রয়েছে, অন্যসব স্ত্রীদের জন্যে নয়। অন্য এক দল 'আলিম এ ব্যাপারে তাদের বিরোধিতা করেন এবং তারা বলেন, যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উম্মে সালামা (রা) এর কাছে তিন দিন রাত যাপন করেন তাহলে তার সব স্ত্রীদের কাছেও তিনি তিন দিন যাপন করেছেন। আর যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উম্মে সালামা (রা)-এর কাছে সাত দিন যাপন করতেন তাহলে অন্য সব স্ত্রীদের কাছেও সাত দিনই যাপন করতেন। তারা এ ব্যাপারে উম্মে সালামা (রা) এর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেছেন, "যদি তোমার কাছে সাতদিন রাত যাপন করি তাহলে তাদের কাছেও সাতদিন রাত যাপন করব।"

٤٠٢٠ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَ حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِيْ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا اِبْنُ اَبِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ الْمُنْقَرِيُّ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ

سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اٰدَمُ بِنُ اَبِىْ اَيَاسٍ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهَا لَمَّا بَنٰى بِهَا وَاَصْبَحَتْ عِنْدَهُ اِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَاِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِىْ -

৪০২০. আলী ইব্ন শায়বা (র) ..... উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাঁর সাথে রাত যাপন করেন, সকাল বেলা তাকে বলেন, "যদি তুমি চাও তাহলে আমি তোমার কাছে সাতদিন রাত যাপন করব আর আমার অন্যান্য স্ত্রীদের কাছেও সাতদিন রাত যাপন করব।"

٤٠٢١- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ حَبِيْبُ بْنُ اَبِىْ ثَابِتٍ اَنَّ عَبْدَ الْحَمِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُمَا سَمِعَا اَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ يُخْبِرُ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ وَرَضِىَ عَنْهَا اَخْبَرَتْهُ فَذَكَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

৪০২১. রাওহ ইব্ন আল-ফারাজ (র) ..... আবূ বকর ইব্ন আবদুর রহমান ইবনুল হারিস (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণনা করেন এবং উম্মে সালামা (রা) এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

তারা আরো বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন উম্মে সালামা (রা) কে বলেছিলেন যদি আমি তোমার কাছে সাত দিন রাত-যাপন করি তাহলে আমার অন্যান্য স্ত্রীদের কাছেও সাতদিন রাত যাপন করব। অর্থাৎ আমি তোমার ও তাদের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করব। তাই তাদের প্রত্যেকের জন্যে সাতদিন নির্ধারণ করব, যেমন তোমার কাছে সাতদিন অবস্থান করব, অনুরূপভাবে তাঁর কাছে যেমন তিনি তিন দিন ছিলেন অন্যান্য প্রত্যেকের কাছেও তিনি তিন দিন ছিলেন।

প্রথম অভিমতের প্রবক্তাগণ প্রশ্ন করেন, যদি তাই হয়ে থাকে তোমরা যেরূপ বলেছ তাহলে ثُمَّ اَدُوْرُ অর্থাৎ পুনরায় বণ্টন শুরু করব, এ কথার অর্থ কি দাঁড়ায়? উত্তরে বলা যায় যে, এটার অর্থ এটাও হতে পারে যে, পুনরায় তাদের সকলের মধ্যে তিন দিন করে বণ্টন শুরু করব। কেননা, তিন দিন যদি অন্যান্য স্ত্রীকে বাদ দিয়ে শুধু তাঁর অধিকার হত তাহলে যখন তিনি তাঁর কাছে সাতদিন থাকবেন তখন তিন দিন হিসাব বিহীন থেকে যেত আর অন্যান্য স্ত্রীদের জন্যে হিসাব হত চার চার। অথচ যখন তার কাছে সাত দিন অবস্থান করবেন তখন অন্যান্য স্ত্রীদের প্রত্যেকের কাছে সাত সাত দিন যাপন করতে হত। অনুরূপভাবে যখন তার কাছে তিন দিন অবস্থান করেছেন অন্য সকলের প্রত্যেকের কাছেও তিন তিন দিন অবস্থান করেছেন। উপরোক্ত হাদীসসমূহের প্রকৃত ব্যাখ্যসহকারে এটাই বিশুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) এর অভিমত।

٨- بَابُ الْعَزْلِ

৮. অনুচ্ছেদ ঃ আযল বা স্ত্রী যোনীর বাইরে বীর্যপাত

٤٠٢٢- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِبْنِ يُوْنُسَ وَصَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمَقْرِئُ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِي الْاَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَدَّثَتْنِيْ جُدَامَةُ قَالَتْ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْعَزْلُ فَقَالَ ذٰلِكَ اَلْوَأْدُ الْخَفِيُّ -

৪০২২. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউনুস (র) এবং সালিহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জুদামা (রা) তার কাছে বর্ণনা করেন। জুদামা (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আযল বা স্ত্রী যোনীর বাইরে বীর্যপাত সম্বন্ধে উল্লেখ করা হল তখন তিনি বললেন, "এটা সুপ্ত জীবন্ত কবর।"

٤٠٢٣- حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اِبْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ الْاَسْوَدِ قَالَ ثَنَا عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبِ الْاَسَدِيَّةِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

৪০২৩. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি জুদামা বিন্‌ত ওহাব আল-আসাদিয়া (রা) এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٠٢٤- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا حَيْوَةُ عَنْ اَبِي الْاَسْوَدِ اَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

৪০২৪. রাবী' আল-জীযী (র) ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি জুদামা (রা) এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ উপরোল্লেখিত হাদীসের কারণে একদল 'আলিম স্ত্রী যোনীর বাইরে বীর্যপাত কে মন্দ মনে করেন। অন্য একদল 'আলিম এ সম্পর্কে তাদের বিরোধিতা করেন। স্বাধীনা মহিলা যদি তার স্বামীকে অনুমতি দেয় তারা এটাকে কোনরূপ দোষের মনে করেন না। তবে যদি মহিলা তার স্বামীকে একাজে নিষেধ করে তাহলে তিনি তা করতে পারেন না। অন্য একদল 'আলিম তাদের বিরোধিতা করে বলেন স্ত্রী ইচ্ছে করুক কিংবা নাই করুক স্বামী আযল করতে পারেন। প্রথম উক্তিটি আমাদের কাছে শুদ্ধতর। কেননা আমরা লক্ষ্য করেছি যে, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সংগম করতে পারে যদি সে তা অপসন্দ করে। আবার তার অধিকার আছে তার সাথে সংগম করার জন্যে তাকে আঁকড়িয়ে ধরা এবং আযল না করা। তাই তার সাথে সংগম করার জন্যে তার কাছে পৌছার লক্ষ্যে তাকে ঝাপটিয়ে ধরার অধিকার তার রয়েছে, যেমন তার সাথে সংগম করার জন্যে তাকে ধরার অধিকার রয়েছে। আর তার সাথে সংগম করার সময় স্ত্রীরও তার স্বামীকে ধরার অধিকার রয়েছে। আবার তার কাছে স্বামীকে আকর্ষণ করার জন্যে যেমন স্বামীকে জড়িয়ে ধরার জন্যে স্ত্রীর অধিকার রয়েছে তদ্রূপ স্ত্রীর সাথে সংগম করা ও কার্য সংঘটনে তাকে সাহায্য করার অধিকারও স্বামীর রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেকেরই তার সাথীকে সাহায্য করার সমান অধিকার রয়েছে। স্বামীর

অধিকার হল সংগমের সময় স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হওয়া, মহিলা পসন্দ করুক আর নাই করুক। চিন্তা, গবেষণা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, স্ত্রীরও অধিকার রয়েছে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হওয়া, স্বামী এটা পসন্দ করুক কিংবা না করুক। এ সম্পর্কে এটাই চিন্তা ও গবেষণার ফল। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) এর বক্তব্য।

যে সব উলামা আযলকে অপসন্দ করেন, তাদের সকলের মতে মনিবের নিজ দাসীর সাথে সংগম করা এবং সংগমে আযল করার অধিকার রয়েছে। এ ব্যাপারে মনিবকে দাসীর কাছে অনুমতি নিতে হবেনা। যদি কোন ব্যক্তির স্ত্রী দাসী হয় এবং সে তার সাথে আযল করতে ইচ্ছে করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) এর মতে এ ব্যাপারে দাসীর মনিবের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে।

٤٠٢٥ـ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِيْهِ يُوْسُفَ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَنَّ الْاَذْنَ فِىْ ذٰلِكَ اِلٰى مَوْلَى الاَمَةِ ـ

৪০২৫. মুহাম্মাদ ইবনুল আব্বাস (র) ..... ইমাম আবূ হানীফা (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন এ ব্যাপারে দাসীর মনিবের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) হতে এর বিপরীতও বর্ণিত রয়েছে ঃ

٤٠٢٦ـ وَحَدَّثَنِىْ اِبْنُ اَبِىْ عِمْرَانَ قَالَ ثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ قَالَ الْاَذْنُ فِىْ ذٰلِكَ اِلَى الْاَمَةِ لاَ اِلَىْ مَوْلاَهَا ـ

৪০২৬. ইব্ন আবূ ইমরান (র) ..... আবূ ইউসুফ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে দাসীর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে, তার মনিবের কাছে নয়।

ইব্ন আবূ ইমরান (র) আরো বলেন, এ অনুচ্ছেদটি যে নীতির উপর প্রবর্তিত, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হবে। কেননা দাসীটি যদি তার স্বামীকে তার সাথে সংগম বর্জন করার অনুমতি দিয়ে থাকে তাহলে সে এ ব্যাপারে পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী। এখানে স্বামীকে সংগম করার জন্যে বাধ্য করার মনিবের কোন অধিকার নেই। স্বামীর দ্বারা সম্পন্ন সংগমের জন্য দাসী তাকে প্ররোচিত করে, মনিবকে নয়। তাই এ সংগমের ব্যাপারটি দাসীর সহযোগিতার দিকেই প্রতিফলিত হয়, মনিবের দিকে নয়। এখানে এটাই গবেষণা দ্বারা সাব্যস্ত।

তবে তারা সকলেই এটা অস্বীকার করছে যারা জুদামার হাদীসে সুপ্ত জীবন্ত কবর বলে বর্ণিত আযলকে বৈধ মনে করছে। আর যারা আযলের অবৈধতার বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনাও পেশ করেছেন। তারা এ ব্যাপারে উল্লেখ করেন যে,

٤٠٢٧ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ ح وحَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ رِفَاعَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ عِنْدِىْ جَارِيَةً وَاَنَا اَعْزِلُ عَنْهَا وَاَنَا اَكْرَهُ اَنْ تَحْمِلَ وَاشْتَهِىْ مَا يَشْتَهِى

الرِّجَالُ وَاِنَّ الْيَهُوْدَ يَقُوْلُوْنَ هِيَ الْمَوْؤُدَةُ الصُّغْرٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذِبَتْ يَهُوْدُ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ اَرَادَ اَنْ يَخْلُقَهُ لَمْ تَسْتَطِعْ اَنْ تَصْرِفَهُ ـ

৪০২৭. আবূ বাক্‌রা (র) ..... আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এক ব্যক্তি আগমন করে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার একটি দাসী আছে। আমি তার সাথে আযল করি। কারণ আমি তার গর্ভবতী হওয়াটা অপসন্দ করি। অথচ অন্যান্য লোকের ন্যায় আমিও তার থেকে কামনা চরিতার্থ করি। ইয়াহূদীরা বলে, এটা ছোট সুপ্ত জীবন্ত কবর দেয়ার নামান্তর। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, ইয়াহূদীরা মিথ্যে বলেছে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে সৃষ্টি করতে ইচ্ছে করেন তাহলে তুমি তা বারণ করার ক্ষমতা রাখনা।

٤٠٢٨ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُوْنَ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ مُطِيْعِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৪০২৮. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ সায়ীদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনিও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٤٠٢٩ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَيَّاشُ بْنُ عُقْبَةَ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ مُوْسَى بْنِ وَرْدَانَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَلَغَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ الْيَهُوْدَ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ الْعَزْلَ هِيَ الْمَوْؤُدَةُ الصُّغْرٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذِبَتْ يَهُوْدُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ اَفْضَيْتَ لَمْ يَكُنْ اِلاَّ بِقَدْرٍ ـ

৪০২৯. ইউনুস (র) ..... আবূ সায়ীদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, ইয়াহূদীরা বলে, নিশ্চয়ই আযল হল ক্ষুদ্র সুপ্ত জীবন্ত কবর। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ "ইয়াহূদীরা মিথ্যে বলেছে।" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো বলেন, যদি তুমি সংগম কর তাহলে যা ভাগ্যে আছে তাই হবে।

٤٠٣٠ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَيَّاشُ الرَّقَّامُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ اَقَمْتُ جَارِيَةً لِىْ بِسُوْقِ بَنِىْ قَيْنُقَاعَ فَمَرَّبِىْ يَهُوْدِيٌّ فَقَالَ مَا هٰذِهِ الْجَارِيَةُ قُلْتُ جَارِيَةٌ لِىْ قَالَ اَكُنْتَ تُصِيْبُهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَعَلَّ فِىْ بَطْنِهَا مِنْكَ سَخْلَةٌ قَالَ قُلْتُ اِنِّىْ كُنْتُ اَعْزِلُ عَنْهَا قَالَ تِلْكَ الْمَوْؤُدَةُ الصُّغْرٰى فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ كَذِبَتْ يَهُوْدُ كَذِبَتْ يَهُوْدُ ـ

৪০৩০. ইব্‌ন আবূ দাউদ (র) ..... আবূ সায়ীদ আল-খুদ্‌রী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আমি বনূ কাইনুকার বাজারে একটি দাসী নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার কাছ দিয়ে একজন ইয়াহূদী প্রত্যাগমন করছিল। তখন সে বলল, এটা কার দাসী? আমি বললাম, এটা আমার দাসী। সে বলল, তুমি কি তার সাথে সংগম করে থাক? আমি বললাম, হাঁ, সে বলল, তাহলে পেটের মধ্যে হয়ত বাচ্চা রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, "আমি তার সাথে আযল করে থাকি।" সে বলল, "এটাতো ক্ষুদ্র সুপ্ত জীবন্ত কবর ছাড়া কিছুই নয়।" তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আগমন করলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে ঘটনাটি উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, "ইয়াহূদীরা মিথ্যে বলেছে, ইয়াহূদীরা মিথ্যে বলেছে।"

আবূ সায়ীদ আল-খুদরী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, যারা আযলকে জীবন্ত কবর বলে মনে করে তারা মিথ্যাবাদী।

অতঃপর আলী (রা) হতেও মারফূ' হাদীস হিসেবে বর্ণিত রয়েছে এবং তার কুফল সম্বন্ধেও অতি সূক্ষ্মভাবে সতর্কীকরণ রয়েছে ঃ

٤٠٣١ـ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ ثَنِى اللَّيْثُ قَالَ مَعْمَرُ بْنُ اَبِى حَبِيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِىِّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ تَذَاكَرَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ عُمَرَ الْعَزْلَ فَاخْتَلَفُوْا فِيْهِ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ اخْتَلَفْتُمْ وَاَنْتُمْ اَهْلُ بَدْرٍ الاَخْيَارُ فَكَيْفَ بِالنَّاسِ بَعْدَكُمْ اِذْ تَنَاجٰى رَجُلاَنِ فَقَالَ عُمَرُ مَا هٰذِهِ الْمُنَاجَاةُ قَالَ اِنَّ الْيَهُوْدَ تَزْعَمُ اَنَّهَا الْمَوْؤُدَةُ الصُّغْرٰى فَقَالَ عَلِىٌّ اِنَّهَا لاَتَكُوْنُ مَوْؤُدَةً حَتّٰى تَمُرَّ بِالتَّارَاتِ السَبْعِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الاِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ ـ

৪০৩১. রাওহ ইব্‌নুল ফারাজ (র) ..... উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন আদী ইবনুল খিয়ার হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা) হযরত উমার (রা) এর সামনে আযল নিয়ে আলোচনা করেন। এ সম্বন্ধে তারা মতভেদ করেন। উমার (রা) বলেন, "তোমরা এ বিষয় নিয়ে মতভেদ করছ। অথচ তোমরা মহান বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী যোদ্ধা। তাহলে তোমাদের পরের লোকদের অবস্থা কি হবে? তখন দুজন লোককে কানে কানে কথা বলতে দেখা গেল। হযরত উমার (রা) বললেন, কি নিয়ে কানাকানি করছ? বর্ণনাকারী বলেন, ইয়াহুদীরা মনে করে যে, এটা ক্ষুদ্র জীবন্ত কবর। আলী (রা) তখন বলেন, এটা জীবন্ত কবর হবে না যতক্ষণ না এটা 'সপ্ত স্তর' অতিক্রম করে। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা মু'মিনূন ঃ ১২ আয়াতে বলেন ঃ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِيْنٍ অর্থাৎ "আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান হতে, অতঃপর আমি এটাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে।"

٤٠٣٢ـ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمَقْرِىُّ قَالَ ثَنَا اِبْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ رِفَاعَةَ الْاَنْصَارِىَّ قَالَ تَذَاكَرَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْعَزْلَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ فَتَعَجَّبَ عُمَرُ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ

جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا فَاَخْبَرَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ لاَ مَوْؤُدَةَ اِلاَّ مَا قَدْ نُفِخَ فِيْهِ الرُّوْحُ قَبْلَ ذٰلِكَ وَاَمَّا مَا لَمْ يُنْفَخْ فِيْهِ الرُّوْحُ فَاِنَّمَا هُوَ مَوَاتٌ غَيْرُ مَوْؤُدَةٍ ـ

৪০৩২. সালিহ ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... উবাইদ ইব্ন রিফায়াহ আল-আনসারী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ আযল নিয়ে একবার সমালোচনা করেন। অতঃপর বর্ণনাকারী অনুরূপ উল্লেখ করেন। আর অতিরিক্ত বলেন, অতঃপর হযরত উমার (রা) হযরত আলী (রা)-এর কথা পসন্দ করলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। আলী (রা) অতঃপর সংবাদ দিলেন যে, বীর্যের মধ্যে রূহ ফুৎকার দেয়া হলেই আযল জীবন্ত কবর হিসেবে গণ্য। আর যেটার মধ্যে এখন রূহ ফুৎকার দেয়া হয়নি তা মৃত, জীবন্ত কবর হিসেবে গণ্য নয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকেও হযরত আলী (রা) হতে উল্লেখিত কথার ন্যায় বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

٤٠٣٣ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِى الْوَدَّاكِ اَنَّ قَوْمًا سَاَلُوْا ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْعَزْلِ فَذَكَرَ مِثْلَ كَلاَمِ عَلِيٍّ سَوَاءً ـ

৪০৩৩. আবূ বাক্রা (র) ..... আবূল উদ্দাক (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদল লোক ইব্ন আব্বাস (রা) কে আযল সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন। এরপর তিনি আলী (রা) এর উক্তির ন্যায় বর্ণনা পেশ করেন। আলী (রা) ও ইব্ন আব্বাস (রা) দুই জনেই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত উমর (রা) যা উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে আলী (রা) এর সমর্থনের অনুকরণ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)ও করেছেন। আর সাহাবায়ে কিরামের মধ্য থেকে যারা এ দুজনের কাছে উপস্থিত ছিলেন, তারাও হযরত আলী (রা) এর সমর্থনের অনুকরণ করেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ হিসেবে আযল অপসন্দনীয় কাজ নয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -হতেও আযলের ব্যাপারে বর্ণনা এসেছে ঃ

٤٠٣٤ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَسْبَاطُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى الْوَدَّاكِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ لَمَّا افْتَتَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْبَرَ اَصَبْنَا نِسَاءً فَكُنَّا نَطَأُهُنَّ فَنَعْزِلُ عَنْهُنَّ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ اَتَفْعَلُوْنَ هٰذَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى جَنْبِكُمْ لاَتَسْئَلُوْنَهُ قَالَ فَسَاَلُوْهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُوْنُ الْوَلَدُ اِنَّ اللّٰهَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْئٌ فَلاَ عَلَيْكُمْ اَنْ لاَتَعْزِلُوْا ـ

৪০৩৪. মুহাম্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন ইউনুস (র) ..... আবূ সায়ীদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খাইবার বিজয় করলেন তখন আমরা বহু মহিলা হস্তগত করলাম। তাদের সাথে আমরা সংগম করতাম ও আযল করতাম। তখন আমাদের কয়েকজন পরস্পরকে বলতে লাগল। তোমরা এরূপ করছ অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাদের পাশেই রয়েছেন, তোমরা তাকে এ ব্যাপারে কোন কিছুই জিজ্ঞেস

করছনা। বর্ণনাকারী বলেন, তখন তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "বীর্যের প্রতিটি ফোটায় সন্তান হয় না; তবে আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন কিছু সৃষ্টি করতে চান তখন তাকে কেউ এ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারেনা। কাজেই তোমাদের উপর কিছুই নেই যদি তোমরা আযল কর বা না কর।"

٤٠٣٥- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ اَبِىْ الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ ثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ اَنَّ ابْنَ مُحَيْرِيْزٍ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ حَدَّثَهُ اَنَّ بَعْضَ النَّاسِ كَلَّمُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ شَأْنِ العَزْلِ وَذٰلِكَ لِشَأْنِ غَزْوَةِ بَنِىْ الْمُصْطَلَقِ فَاَصَابُوْا سَبَايَا وَكَرِهُوْا اَنْ يَلِدْنَ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا عَلَيْكُمْ اَنْ لاَ تَعْزِلُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ قَدَّرَ مَا هُوَ خَالِقُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ -

৪০৩৫. রাবী আল-মুয়াযযিন (র) ..... হযরত আবূ সায়ীদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন কিছু সংখ্যক লোক আযল সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে কথা বলেন। আর তখন বনূ মুসতালিকের যুদ্ধের ঘটনা ঘটেছিল। সাহাবায়ে কিরাম বেশ সংখ্যক কয়েদী হস্তগত করেছিলেন, আর তাদের থেকে তাদের সন্তানাদি হওয়াকে অপসন্দ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে বললেন, তোমরা যদি আযল কর কিংবা না কর তাতে কিছু আসে যায় না। কেননা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা কি সৃষ্টি করবেন তা তিনি নির্ধারণ করে রেখেছেন।

٤٠٣٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنِىْ ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ اَبِىْ الزِّنَادِ قَالَ ثَنِىْ اَبِىْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَبَّانٍ اَنَّ ابْنَ مُحَيْرِيْزٍ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ اَخْبَرَهُمْ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ -

৪০৩৬. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আবূ সায়ীদ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনিও অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেছেন।

٤٠٣٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ -

৪০৩৭. ইউনুস (র) ..... মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাব্বান (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٠٣٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ عَنْ ابْنِ الْمُحَيْرِيْزِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُمْ اَصَابُوْا سَبَايَا يَوْمَ اَوْطَاسٍ فَارَادُوْا اَنْ يَسْتَمْتِعُوْا مِنْهُنَّ وَلاَتَحْمِلْنَ فَسَاَلُوْا النَّبِىَّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ عَلَيْكُمْ اَنْ لاَ تَفْعَلُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقُ اِلٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৪০৩৮. নসর ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ সায়ীদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আওতাস যুদ্ধের দিন সাহাবায়ে কিরাম কিছু সংখ্যক কয়েদী হস্তগত করেন। তারা তাদের সাথে এমনভাবে সংগম করতে ইচ্ছে করলেন যেন তারা গর্ভবতী না হয়। তারা তখন এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যদি তোমরা আযল কর কিংবা না কর তাতে তোমাদের কিছু আসে যায় না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত কি কি সৃষ্টি করবেন, তা নির্ধারণ করে রেখেছেন।

٤٠٣٩ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَيْرِيْزِ الْجُمَحِيِّ اَنَّ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نُصِيْبُ سَبِيًا وَنُحِبُّ الْاَثْمَانَ فَكَيْفَ تَرٰى فِى الْعَزْلِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَوَ اَنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ لَا عَلَيْكُمْ اَنْ لَا تَفْعَلُوْا ذٰلِكُمْ فَاِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللّٰهُ اَنْ تَخْرُجَ اِلَّا هِىَ خَارِجَةٌ ـ

৪০৩৯. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আবূ সায়ীদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর কাছে আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি আগমন করেন এবং বলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা বহু সংখ্যক কয়েদী অর্জন করেছি। আমরা এগুলোর মূল্য কিংবা সম্পদ চাই। আপনি আযল সম্পর্কে কী পরামর্শ দেন? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "তোমরা এটা কর আর নাই কর তাতে কিছু আসে যায় না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা যে সৃষ্টি সম্বন্ধে নির্ধারণ করেছেন তা এ দুনিয়াতে আসবেই।"

٤٠٤٠ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَمِعْتُ مَعْبَدَ بْنَ سِيْرِيْنَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رضـ قَالَ لَمَّا اَصَبْنَا سَبِىَّ خَيْبَرَ سَاَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ لَا عَلَيْكُمْ اَلَّا تَفْعَلُوْهُ فَاِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ ـ

৪০৪০. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ সায়ীদ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, "তোমরা আযল কর আর নাই কর এটা হল তাকদীর।"

٤٠٤١ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ السَّبِيْعِىِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْوَدَّاكِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رضـ قَالَ لَمَّا اَصَبْنَا سَبِىَّ خَيْبَرَ سَاَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُوْنُ الْوَلَدُ فَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا لَمْ يَمْنَعْهُ شَىْءٌ ـ

৪০৪১. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... অন্য এক সনদে আবূ সায়ীদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আমরা যখন খাইবারের কয়েদীদেরকে হস্তগত করলাম আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আযল সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, বীর্যের প্রতিটি ফোটার দ্বারা সন্তান হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছে করেন তখন তাকে কেউ বারণ করতে পারে না।"

٤٠٤٢ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمِّلُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْ الْوَدَّاكِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ اَصَبْنَا سَبْيًا يَوْمَ خَيْبَرَ فَكُنَّا نَعْزِلُ عَنْهُنَّ نُرِيْدُ الْفِدَاءَ فَقُلْنَا لَوْسَاَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

৪০৪২. আবূ বাক্‌রা (র) ..... আবূ সায়ীদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, খাইবারের দিন আমরা বেশ সংখ্যক কয়েদী হস্তগত করেছিলাম, আমরা তাদের সাথে আযল করতাম এবং বিসর্জন দিতাম। তখন আমরা বললাম, এ সম্পর্কে যদি আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করতাম (কতই না ভাল হত)। অতঃপর তিনি নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٠٤٣ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ ظَفَرٍ قَالَ ثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ تَذَاكَرْنَا الْعَزْلَ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لاَ عَلَيْكُمْ اَلاَّ تَفْعَلُوْا فَاِنَّمَا هُوَ الْقَدْرُ ـ

৪০৪৩. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আবূ সায়ীদ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আমরা আযল সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘর থেকে বের হয়ে আমাদের নিকট আগমন করলেন এবং বললেন, "যদি তোমরা আযল না কর কিংবা কর তাতে কিছু আসে যায় না। কেননা এটা হল তাক্‌দীর।"

٤٠٤٤ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ الْفَيْضِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُرَّةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الزُّرَقِيِّ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَشْجَعَ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ مَا يُقَدِّرُ اللّٰهُ فِي الرَّحِمِ يَكُنْ ـ

৪০৪৪. আবূ বাকরা (র) ও ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ সায়ীদ আয-যুরাকী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন "বনূ আশজা এর এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন "মাতৃগর্ভে আল্লাহ্ তা'আলা যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তাই হবে।

٤٠٤٥ـ حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ قَالَ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ اَبِيْ الْمُغِيْرَةِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي الْهُذَيْلِ عَنْ جَرِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلُ فَقَالَ مَا وَصَلْتُ اِلَيْكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِلاَّ بِغُنْيَةٍ لِيْ اَوْ بِقَيْنَةٍ اَعْزِلُ عَنْهَا اُرِيْدُ بِهَا السُّوْقَ فَقَالَ جَاءَهَا مَا قُدِّرَ ـ

৪০৪৫. ফাহাদ (র) ..... জারীর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে একদিন এক ব্যক্তি আগমন করল এবং বলল, "আমি শুধু একটি গায়িকা নিয়ে মুশরিকদের নিকট থেকে আপনার কাছে পৌঁছেছি। তার সাথে আমি আযল করি, তাকে বিক্রির জন্যে বাজারে প্রেরণ করতে ইচ্ছে পোষণ করি।" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "যা তাকদীরে আছে তাই তার হবে।"

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ উল্লেখিত হাদীসগুলোতে দলীল পাওয়া যায় যে, আযল অপসন্দনীয় নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে যখন সংবাদ দেয়া হল যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা) তা করছেন, তখন তিনি

তা তাদের জন্যে খারাপ মনে করেননি এবং তাদেরকে এ কাজ থেকে বারণ করেননি, বরং তিনি তাদেরকে বলেছেন, তোমরা এটা কর আর নাই কর, এতে তোমাদের কিছু আসে যায় না। আর আল্লাহ্ তা'আলা যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তাই হবে। যদি সন্তান হয় তাহলে আযল কিংবা অন্য কিছু তা প্রতিরোধ করতে পারবেনা। কেননা কোন কোন সময় আযল করা সত্ত্বেও সামান্য কিছু পানি ঢুকে যায় যার মাধ্যমে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী সন্তান পয়দা হয়। আর বাদবাকী পানি আযলের কারণে ঢুকতে পারেনা তা অতিরিক্ত হিসেবে গড়িয়ে পড়ে যায়। আর কোন কোন সময় আল্লাহ্ তা'আলার বিধান না থাকলে ঐ পানি দ্বারা সন্তান জন্ম নেয় না। তখন এ পানি এবং যা আযলের কারণে বাইরে নিক্ষেপ করা হয় সন্তান জন্ম না দেয়ার ক্ষেত্রে উভয়টা বরাবর অকার্যকর। কাজেই যে পানি যৌনাঙ্গে ঢুকে তার মাধ্যমে আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত কোন সন্তান জন্ম নেয়না; বরং আল্লাহর তাকদীর মুতাবিক সন্তান জন্ম নেয়। আর আযলের দ্বারাও আল্লাহ্র হুকুম থাকলে ঐ পানিতে সন্তান জন্ম নেয় যা বাইরে নিক্ষেপ করা হয় এবং তার থেকে সামান্য কিছু অংশ হঠাৎ করে ভিতরে ঢুকে যায়, আর তা থেকে সন্তান জন্ম নেয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে জানিয়ে দেন যে, আল্লাহ্র হুকুম না থাকলে সংগম দ্বারা সন্তান হয় না। আর আল্লাহ্র হুকুম থাকলে আযল সন্তান উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনা। কাজেই সার্বিকভাবে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আযল থেকে নিষেধ করেননি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আযল, বৈধ হওয়ার ব্যাপারে কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় ঃ

٤٠٤٦ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِيْ الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلُ مِنَ الاَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِيْ جَارِيَةً تَسِيْرُ تَسْتَقِيْ عَلٰى نَاضِحِيْ وَ اَنَا اُصِيْبُ مِنْهَا اَفَاعْزِلُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا قَدَّرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَفْسٍ اَنْ يَخْلُقَهَا اِلاَّ وَهِيَ كَائِنَةُ ـ

৪০৪৬. রাবী' আল-মুয়াযযিন (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "একদিন আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আগমন করে এবং বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার একটি দাসী আছে, যে আমার উট চরিয়ে বেড়ায়। আর আমি তার সাথে সংগম করে থাকি। আমি কি তার সাথে আযল করতে পারি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, 'হাঁ'; এরপর সে তার সাথে আযল করল। কিছু দিন পর সে আবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে আগমন করল এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তার সাথে আযল করেছি কিন্তু তারপরও সে গর্ভধারণ করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যদি কোন একটি প্রাণীকে সৃষ্টি করার ইচ্ছে পোষণ করেন তাহলে তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন।"

٤٠٤٧ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৪০৪৭. আবূ বাক্রা (র) ..... হতে বর্ণনা করেন। তিনিও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ "তিনিই জাবির (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আবূ সায়ীদ (রা) ও পূর্বের অনুচ্ছেদে উল্লেখিত অন্যান্য মনীষীদের ন্যায় বর্ণনা পেশ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এটা সত্ত্বেও আযলের অনুমতি দিয়েছেন। অতঃপর জাবির (রা) হতে আযলের বৈধতা সম্বন্ধে একটি বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায় ঃ

٤٠٤٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الرُّوَاسِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَذِنَ فِى الْعَزْلِ -

৪০৪৮. আহমাদ ইব্‌ন দাঊদ (র) ..... জাবির (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আযলের অনুমতি দিয়েছেন।"

٤٠٤٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالْقُرْاٰنُ يَنْزِلُ -

৪০৪৯. ইউনুস (র) ..... জাবির (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যামানায় আমরা আযল করতাম আর অন্যদিকে কুরআন অবতীর্ণ হত।

٤٠٥٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْاٰنُ يَنْزِلُ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِعَمْرٍو اَسَمِعْتَ هٰذَا مِنْ جَابِرٍ فَقَالَ لاَ -

৪০৫০. আবূ বাক্‌রা (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা একদিকে আযল করছিলাম আর অন্যদিকে কুরআন নাযিল হচ্ছিল। শু'বা নামক একজন বর্ণনাকারী আমর নামী অন্য এক বর্ণনাকারীকে জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কি জাবির (রা) হতে হাদীসটি নিজ কানে শুনেছ? তিনি বলেন, 'না'।"

٤٠٥١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلاَ يَنْهَانَا عَنْ ذٰلِكَ -

৪০৫১. আবূ বাক্‌রা (র) ও ইব্‌ন মারযূক (র) ..... জাবির (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যামানায় আযল করছিলাম, আমাদেরকে এ কাজ থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেন নাই।"

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ আযল অপসন্দনীয় হওয়ার বিষয়টি এবং সুপ্ত কবর বলে আখ্যায়িত করার বিষয়টিও যখন দূরীভূত হয়ে গেল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এর বৈধতা সম্বন্ধে আমরা যা কিছু উল্লেখ করলাম, তাতে প্রমাণিত হয় যে, এ অনুচ্ছেদের প্রথমে যে সব শর্তাদি আমরা উল্লেখ করলাম তা অনুযায়ী কোন ব্যক্তি যদি আযল করতে চায় তাহলে আযল করায় কোন প্রকার ক্ষতি নেই। আর এটাই হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত।

٩ـ بَابُ الْحَائِضِ مَايَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا

৯. অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর জন্য ঋতুবতী মহিলার কি কি হালাল ?

٤٠٥٢ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُ اِحْدَانَا اَنْ تَتَّزِرَ وَهِيَ حَائِضٌ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا قَالَ شُعْبَةُ وَقَالَ مَرَّةً يُبَاشِرُهَا ـ

৪০৫২. আবূ বাক্‌রা (র) ..... হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কোন একজনকে ঋতু অবস্থায় কটিবস্ত্র পরিধান করতে হুকুম দিতেন। অতঃপর তিনি তার সাথে রাত যাপন করতেন। শু'বা নামক এক বর্ণনাকারী বলেন, يُضَاجِعُهَا-এর স্থলে কোন কোন জায়গায় يُبَاشِرُهَا বর্ণিত রয়েছে।

٤٠٥٣ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ ثَنَا حَرِيْثُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رُبَمَا بَاشَرَنِيْ النَّبِيُّ ﷺ وَاَنَا حَائِضٌ فَوْقَ الْاِزَارِ ـ

৪০৫৩. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, প্রায় সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার সাথে কটি বস্ত্রের উপর সহবাস করতেন। আর আমি থাকতাম ঋতুবতী।

٤٠٥٤ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا اَسْبَاطُ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَسْبَاطُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْاِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضُ ـ

৪০৫৪. রাবী' আল-মুয়াযযিন (র) ..... মাইমুনা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার স্ত্রীদের সাথে ঋতু অবস্থায় কটি বস্ত্রের উপর সংগম করতেন।

٤٠٥٥ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ وَاللَّيْثُ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ حَبِيْبٍ مَوْلٰى عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ نَدْبَةَ قَالَ اِبْنُ وَهْبٍ اَنَّ اللَّيْثَ يَقُوْلُ بُدَيَّةُ مَوْلَاةُ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ ﷺ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ اِذَا كَانَ عَلَيْهَا اِزَارٌ يَبْلُغُ اَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ اَوِ الرُّكْبَتَيْنِ وَفِيْ حَدِيْثِ اللَّيْثِ مُحْتَجِزَةً بِهِ ـ

৪০৫৫. ইউনুস (র) ..... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্ত্রী হযরত মাইমুনা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার স্ত্রীদের কারো সাথে ঋতুবতী অবস্থায় কটি বস্ত্রের উপর সংগম করতেন। আর এ কটি বস্ত্রটি দুই রান অথবা দুই হাটু পর্যন্ত লম্বা ছিল। আল-লাইস নামক বর্ণনাকারীর হাদীসে مُحْتَجِزَةً بِهِ শব্দটি অতিরিক্ত পাওয়া যায়।

٤٠٥٦- حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ فَذَكَرَ مِثْلَ مَاذَكَرَهُ اِبْنُ وَهْبٍ عَنْ اللَّيْثِ سَوَاءً -

৪০৫৬. রাবী' আল-মুয়াযযিন (র) ..... আল-লাইস (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি ইব্‌ন ওহাবের ন্যায় বর্ণনা করেন।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল 'আলিম অভিমত পেশ করেন যে, ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে কটিবস্ত্র ব্যতীত 'সহবাস' করা স্বামীর জন্য উচিত নয়, এবং স্ত্রীর গুপ্তস্থান অবগত হওয়া তার উচিত নয়। তারা দলীল হিসেবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাজকে উল্লেখ করেন, যা আমরা বর্ণনা করেছি। ইমাম আবূ হানীফা (র)ও এরূপ অভিমত পেশ করেন। তারা এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বর্ণিত বাণী থেকেও দলীল পেশ করেন ঃ

٤٠٥٧- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ اَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ اَخْبَرَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِي اِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو الشَّامِيِّ عَنْ اَحَدِ النَّفَرِ الَّذِيْنَ اَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَكَانُوْا ثَلَاثَةً فَسَأَلُوْهُ مَا لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ اِذَا اَحْدَثَتْ يَعْنُوْنَ الْحَيْضَ فَقَالَ سَأَلْتُمُوْنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ اَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ مِنْهَا فَوْقَ الْاِزَارِ مِنَ التَّقْبِيْلِ وَالضَّمِّ وَلَا يَطَّلِعُ عَلٰى مَاتَحْتَهُ -

৪০৫৭. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আসিম ইব্‌ন আমর আশ-শামী, যারা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর কাছে আগমন করেছিলেন, তাদের একজন থেকে বর্ণনা করেন। তারা ছিলেন তিনজন। তারা হযরত উমার (রা) কে জিজ্ঞেস করলেন, যখন কোন মহিলার ঋতু দেখা দেয় তখন তার স্বামী তার সাথে কি ব্যবহার করবে? তিনি বলেন, "তোমরা আমাকে এমন বস্তুটি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছ, যার সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺকে আমার জিজ্ঞেস করার পর হতে এখন পর্যন্ত কেউ জিজ্ঞেস করেনি।" তিনি বলেন, "স্বামী তার থেকে কটি বস্ত্রের উপরাংশে ব্যবহার সমেত চুমু দিতে ও জড়িয়ে ধরতে পারে, কিন্তু তার নিচে আর খোঁজ নিতে পারবে না।"

٤٠٥٨- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِي اِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو الْبَجَلِيِّ اَنَّ قَوْمًا اَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَسَأَلُوْهُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ -

৪০৫৮. ফাহাদ (র) ..... আসিম ইব্‌ন আমর আল-বাজালী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদল জনতা হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর কাছে আগমন করেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করেন। অতঃপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٠٥٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ قَالَ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ اَنَّ قَوْمًا اَتَوْا عُمَرَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ -

৪০৫৯. আবূ বাক্‌রা (র) ..... আসিম ইব্‌ন আমর আল-বাজালী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদল জনতা উমার (রা) এর কাছে আগমন করেন। অতঃপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٠٦٠۔ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِىْ اُنَيْسَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلٰى لِعُمَرَ عَنْ عُمَرَ بِمِثْلِهٖ ۔

৪০৬০. ফাহাদ (র) ..... হযরত উমার (রা)-এর গোলাম উমাইর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি হযরত উমার (রা) হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

অন্য একদল 'আলিম এ সম্পর্কে তাদের বিরোধিতা করেন এবং বলেন, স্বামী স্ত্রীর কটিবস্ত্রের উপরাংশ এবং কটিবস্ত্রের নিম্নাংশও ব্যবহার করতে পারবে, এতে কোন ক্ষতি নেই। তবে রক্তের স্থান থেকে বিরত থাকতে হবে। তারা আরো বলেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাজ বলে যে বর্ণনা পেশ করেছ তা তোমাদের পক্ষে এ ব্যাপারে দলীল নয়। কেননা আমরা অস্বীকার করি না যে, ঋতুবতী মহিলার কটি বস্ত্রের উপরাংশ থেকে তার স্বামী উপকৃত হতে পারবে। যদি আমরা অস্বীকার করতাম তাহলে এ হাদীস আমাদের বিরুদ্ধে দলীল বলে প্রমাণিত হত। বরং আমরা বলি, ঋতুবতী মহিলার স্বামী তার কটি বস্ত্রের উপরাংশ ব্যবহার করতে পারে এবং নিচের অংশও ব্যবহার করতে পারে, তবে রক্তের স্থান থেকে বিরত থাকতে হবে। যেমন সে ঋতুবতী হবার পূর্বে এসব স্থানগুলো ব্যবহার করতে পারত। সুতরাং এ হাদীসটি ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে দলীল হিসেবে গণ্য, যে কটিবস্ত্রের উপরাংশ ব্যবহার করার বৈধতা অস্বীকার করে। আর যারা এটাকে বৈধ মনে করে, তাদের বিরুদ্ধে এ হাদীসটি দলীল নয়, তোমাদের বিরুদ্ধে দলীল। কেননা তোমরা বলছ, স্বামী স্ত্রীর শুধু কটি বস্ত্রের উপরাংশই ব্যবহার করতে পারে। এ ব্যাপারে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত রয়েছে যা আমাদের অভিমতের পক্ষে এবং তোমাদের অভিমতের বিপক্ষে। আর তিনি হলেন এমন এক সত্তা যার থেকে তোমরাও বর্ণনা পেশ করেছ যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের ঋতুর অবস্থায় তাদের সাথে এরূপ ব্যবহার করতেন। তোমরাই উল্লেখ করেছ ঃ

٤٠٦١۔ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِىْ مَيْسَرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُبَاشِرُنِىْ فِىْ شِعَارٍ وَاحِدٍ وَاَنَا حَائِضٌ وَلٰكِنَّهٗ كَانَ اَمْلَكَكُمْ لِاَرْبِهٖ اَوْ اَمْلَكَ لِاَرْبِهٖ ۔

৪০৬১. ফাহাদ (র) ..... আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার ঋতু অবস্থায় একই চাদরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার সাথে রাত যাপন করতেন, তবে তিনি তার খায়েশের ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে অধিক নিয়ন্ত্রক বা মালিক ছিলেন।

এ হাদীসে উল্লেখিত 'একই চাদরে তিনি তার সাথে রাত যাপন করতেন' দ্বারা কটিবস্ত্রের নিচেও ব্যবহারের বৈধতা প্রকাশ পায়। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে এরূপ হাদীসও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে হুকুম দিতেন যেন কটিবস্ত্র পরিধান করে। এরপর তিনি তার সাথে রাত যাপন করতেন। তাই আমাদের অভিমতে তিনি একবার এরূপ করতেন এবং অন্য বার অন্যরূপ করতেন। আর এতে প্রমাণ হয়, দুই প্রকার আমলই বৈধ। উপরোল্লেখিত বর্ণনা ছাড়াও অন্য সনদে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে আমাদের অভিমতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বর্ণনা পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে নিম্ন বর্ণিত বর্ণনাটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

٤٠٦٢۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ الْيَهُوْدَ كَانُوْا لَا يَأْكُلُوْنَ وَلَا يَشْرَبُوْنَ وَلَا يَقْعُدُوْنَ مَعَ الْحُيَّضِ فِىْ بَيْتٍ

فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ مَا خَلاَ الْجِمَاعِ ـ

৪০৬২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন খুযাইমা (র) ..... আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ইয়াহূদীরা ঋতুবতী মহিলাদের সাথে একই ঘরে পানাহার, উঠাবসা ও মেলামেশা করত না। এ খবর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উত্থাপন করা হল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى لا فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ ـ

অর্থাৎ লোকে আপনাকে রজঃস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, এটা অশুচি। সুতরাং তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রী সঙ্গ বর্জন করবে।' (সূরা বাকারা ঃ ২২২) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন বলেন, "সংগম ব্যতীত তোমরা সবকিছুই কর।"

সুতরাং এ হাদীসে বোঝা গেল যে, ঋতুবতী মহিলার সাথে সংগম ব্যতীত আর সব কিছুই করতে পারে। আর এরূপ কথা অবিকল হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে ঃ

٤٠٦٣ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَائِشَةَ مَايَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ اِمْرَأَتِهِ اِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَقَالَتْ كُلُّ شَيْءٍ اِلاَّ فَرْجَهَا ـ

৪০৬৩. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আবূ কিলাবা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন এক ব্যক্তি হযরত আয়েশা (রা) কে জিজ্ঞেস করে, ঋতুবতী মহিলার কি কি জিনিস তার স্বামীর জন্য বৈধ ? তিনি বলেন, লজ্জাস্থান ব্যতীত তার সবকিছুই স্বামীর জন্য বৈধ।

٤٠٦٤ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَمْرُوْ بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ مَعْشَرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَ ذٰلِكَ ـ

৪০৬৪. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) অন্য এক সনদে আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٠٦٥ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ اَبِيْ مُرَّةَ مَوْلٰى عَقِيْلٍ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ عِقَالٍ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَايُحَرَّمُ عَلَيَّ مِنْ اِمْرَأَتِيْ اِذَا حَاضَتْ قَالَتْ فَرْجُهَا ـ

৪০৬৫. রাবী' আল-মুয়াযযিন (র) ..... হাকীম ইব্‌ন ইকাল (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, যখন আমার স্ত্রী ঋতুবতী হয় তখন আমার জন্য তার কি কি জিনিস হারাম বা অবৈধ। তিনি বলেন, তার লজ্জাস্থান।

মোট কথা, এটাই হল হাদীসের সঠিক মর্ম নিরূপণের দিক থেকে আলোচ্য অধ্যায়ের সঠিক সিদ্ধান্ত। পক্ষান্তরে যুক্তিগত দিক থেকে ব্যাখ্যা এই যে, আমরা লক্ষ্য করেছি যে, মহিলাটির ঋতুবতী হবার পূর্বে স্বামী

তার লজ্জাস্থানে তাকে সঙ্গম করতে পারে। আর সে কটিবস্ত্রের উপরে যেমন সঙ্গম করতে পারে অনুরূপভাবে কটিবস্ত্রের নিচেও সঙ্গম করতে পারে। অতঃপর মহিলাটি যখন ঋতুবতী হয় তখন তার লজ্জাস্থানে সঙ্গম করা স্বামীর জন্যে হারাম হয়ে যায়; কিন্তু সকলের মতানুযায়ী কটিবস্ত্রের উপরে সঙ্গম করা হালাম থেকে যায়। আর কটিবস্ত্রের নিচে সংগম করা সম্পর্কে মতভেদ থেকে যায়। এটা আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি। সুতরাং কেউ কেউ এটাকে হালাল মনে করে এবং এটার হুকুমকে কটিবস্ত্রের উপরের হুকুমের ন্যায় গণ্য করে। তবে কেউ কেউ এটাকে নিষিদ্ধ মনে করে এবং এটার হুকুমকে লজ্জাস্থানে সঙ্গমের হুকুমের ন্যায় গণ্য করে। যখন উলামায়ে কিরাম এ মাসআলা সম্পর্কে মতভেদ করেন তখন আমাদের জন্যে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে এ ব্যাপারে চিন্তা ও গবেষণার আশ্রয় নেয়া। তাহলে জানা যাবে কোন অভিমতটি সঠিকতার অধিক নিকটবর্তী। তাহলে সেভাবেই এটার হুকুমকে গণ্য করতে হবে। আমরা আরো লক্ষ্য করেছি যে, লজ্জাস্থানে সঙ্গম করলে আল্লাহ্‌র শাস্তি, মাহ্‌র ও গোসল ইত্যাদি ওয়াজিব হয়, কিন্তু লজ্জাস্থান ব্যতীত অন্য জায়গায় সঙ্গমের জন্যে এরূপ কোন কিছুই ওয়াজিব হয় না, বরং এটার মধ্যে কটিবস্ত্রের উপর এবং কটিবস্ত্রের নিচ একই বরাবর। তাতে প্রমাণ হয় যে, কটিবস্ত্রের নিচে সঙ্গম করাটা লজ্জাস্থানে সঙ্গম করার চেয়ে কটিবস্ত্রের উপর সঙ্গম করার অতি নিকটবর্তী হিসেবে গণ্য। এর উপর গবেষণা করলে বুঝা যায় যে, ঋতুবতী নারীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য। সুতরাং তার হুকুম হবে কটিবস্ত্রের উপর সঙ্গম করার ন্যায়, লজ্জাস্থানে সঙ্গম করার মত নয়। এটা ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত। আর এটা আমাদেরও অভিমত।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ "অতঃপর আমরা এ অনুচ্ছেদ নিয়ে আরো চিন্তা-ভাবনা করলাম এবং বিশুদ্ধ হাদীসগুলো সংগ্রহ করলাম, তাতে দেখা যায় যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) এর অভিমতই অধিক গ্রহণীয়। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত নয়। এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলোকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি।

প্রথম প্রকারের হাদীসগুলো হল ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঋতুর সময় স্ত্রীদের সাথে কটি বস্ত্রের উপরে সঙ্গম করতেন। এতে কটিবস্ত্রের নিচে সহবাস নিষিদ্ধ হওয়ার কোন দলীল পাওয়া যায় না। এ অনুচ্ছেদের যথাস্থানে আমি তা উল্লেখ করেছি।

দ্বিতীয় প্রকারের হাদীসগুলো হল ঃ হযরত উমার (রা) -এর গোলাম উমাইর (রা) হযরত উমার (রা) হতে এবং উমার (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তাও যথাস্থানে উল্লেখ করেছি। এতে একথার উপর দলীল রয়ে গেছে যে, ঋতুবতী স্ত্রীকে কটিবস্ত্রের নিচে সহবাস করা নিষেধ। কেননা এটা সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কোন বাণী নেই। তিনি শুধু উল্লেখ করেছেন কটিবস্ত্রের উপরে সহবাস করাকে। আর এটাও হল কোন ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে যে প্রশ্ন করেছিলেন তার উত্তর। প্রশ্ন ছিল কোন ব্যক্তির স্ত্রী ঋতুবতী হলে তার কি কি জিনিস স্বামীর জন্য বৈধ ও হালাল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, কটিবস্ত্রের উপর। সুতরাং এটা ছিল একটি প্রশ্নের উত্তর, কমও নয়, বেশিও নয়।

তৃতীয় প্রকারের হাদীসগুলো হল ঃ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত যা আমি যথাস্থানে উল্লেখ করেছি। তা হল লজ্জাস্থান ব্যতীত ঋতুবতী মহিলাকে সহবাস করা বৈধ যদিও তা কটিবস্ত্রের নিচে হয়ে থাকে। এখন আমরা গবেষণা করে দেখব শেষোক্ত দু প্রকারের হাদীসগুলোর মধ্যে কোন্‌টা অন্যটার পরে এসেছে; যাতে পরবর্তীটি পূর্ববর্তীটির জন্যে বিলুপ্তকারী হতে পারে। গবেষণায় দেখা যায় যে, আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের মধ্যে ইয়াহূদীদের সম্বন্ধে সংবাদ দেয়া হয়েছে। কিতাবীদের যে কাজে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বিপরীত করার হুকুম দেয়া হয়নি সে কাজটির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিতাবীদের অনুসরণ করা পসন্দ করতেন।

আল-জানাইয অধ্যায়ে আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছি। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলাও হুকুম দিয়েছেন। সূরা আন্‌ডআমের ৯০ আয়াতে ইরশাদ করেন ঃ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ অর্থাৎ "তাদেরকেই আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেছেন সুতরাং তুমি তাদের পথের অনুসরণ কর।" সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পূর্বেকার শরীয়াত অনুসরণ করা ছিল ফরজ যতক্ষণ না তার জন্য এমন একটি শরীয়াত প্রদান করা হবে যা হবে পূর্বেকার শরীয়াতের বিলুপ্তকারী। ইয়াহূদীরা ঋতুবতী মহিলার সাথে পানাহার ও একই সাথে বসবাস করা হতে বিরত থাকত। আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসে লজ্জাস্থান ব্যতীত অন্যান্য জায়গায় সঙ্গম করা বৈধ। আর উমার (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে কটিবস্ত্রের উপর সঙ্গম করার কথা বলা হয়েছে এবং কটিবস্ত্রের নিচ থেকে বিরত থাকার জন্যে বলা হয়েছে। কাজই হযরত উমার (রা)-এর বর্ণিত হাদীস হযরত আনাস (রা)-এর বর্ণিত হাদীসের পূর্বে হতে পারে না। সুতরাং আনাস (রা)-এর হাদীসটি পরবর্তী হাদীস হওয়ায় প্রমাণিত হল যে, আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি نَاسِخٌ বা বিলুপ্তকারী। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমতটি বিশুদ্ধ হাদীসের বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে গ্রহণযোগ্য এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমতটি বর্জনীয় বলে প্রমাণিত হল।

١٠۔بَابُ وَطْىِ النِّسَاءِ فِيْ اَدْبَارِهِنَّ

১০. অনুচ্ছেদ ঃ পিছন দিক দিয়ে মহিলাদের সাথে সহবাস করা

٤٠٦٦۔ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ اَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَجُلاً اَصَابَ امْرَأَتَهُ فِىْ دُبُرِهَا فَاَنْكَرَ النَّاسُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ وَقَالُوْا اَتَعْزَبُهَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ۔

৪০৬৬. আহমাদ ইব্ন দাঊদ (র) ..... আবূ সায়ীদ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে পিছন দিক্ দিয়ে সহবাস করে। লোকজন তা অপসন্দ করে এবং বলতে লাগে সে কি তাকে পরিত্যাগ করতে চাচ্ছে? তখন আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্য ক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছে গমন করতে পার। (সূরা বাকারা ঃ ২২৩)

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী বলেন ঃ একদল আলিমের মতে স্ত্রীর পিছন দিক্ দিয়ে সহবাস করা বৈধ। উপরোক্ত হাদীসটিকে তারা দলীল হিসেবে পেশ করেন। আর এরূপ সহবাসকে বৈধ করার জন্য তারা এ আয়াতটির এরূপ অর্থ নির্দেশ করেন। অন্য একদল আলিম তাদের বিরোধিতা করেন। তারা মহিলাদের পিছন দিক দিয়ে সঙ্গম করা অপসন্দ করেন এবং তারা এ কাজকে নিষেধ করেন। আর আয়াতটির অর্থ অন্যরূপ বর্ণনা করেন।

٤٠٦٧۔ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ الْيَهُوْدَ قَالُوْا مَنْ اَتٰى امْرَأَتَهُ فِىْ فَرْجِهَا مِنْ دُبُرِهَا خَرَجَ وَلَدُهَا اَحْوَلَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ۔

৪০৬৭. ইউনুস (র) .....জাবির (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ইয়াহূদীরা বলত, যে ব্যক্তি পিছন দিক দিয়ে তার স্ত্রীর সাথে যোনীদেশে সঙ্গম করে তার সন্তান হবে টেরা চক্ষু বিশিষ্ট। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন ঃ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রী তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার (সূরা বাকারা ঃ ২২৩)।

٤٠٦٨ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ ـ

৪০৬৮. ইউনুস (র) ..... অন্য এক সনদে জাবির (রা) হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٠٦٩ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا اَبُوْ شُرَيْحٍ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِىُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৪০৬৯. আবূ শুরাইহ্ মুহাম্মদ ইব্ন যাকারিয়া ..... সুফিয়ান আস-সাওরী (র) হতে নিজ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٤٠٧ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ اِذَا اَتَى الرَّجُلُ اَهْلَهُ بَارِكَةً جَاءَ الْوَلَدُ اَحْوَلَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

৪০৭০. ইব্ন মারযূক (র) ..... জাবির (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ইয়াহূদীরা বলত, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বসা অবস্থায় সঙ্গম করে তার সন্তান হবে টেরা চক্ষু বিশিষ্ট। এটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করা হল। অতঃপর তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

উলামায়ে কিরাম বলেন, এটা ছিল ইয়াহূদীদের কথা, যেমন আমরা উল্লেখ করেছি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কথার প্রতিরোধ স্বরূপ সামনের এবং পিছনের উভয় দিক দিয়ে সঙ্গম করার বৈধতা ঘোষণা করেন। অন্যান্যরাও এ হাদীসটিকে ইব্ন আল-মুনকাদির (র) হতে বর্ণনা করেন, যেমন আমরা উল্লেখ করেছি। আর তারা এটার মধ্যে কিছু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, এটা হতে হবে যোনীদ্বারে।

٤٠٧١ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ يَهُوْدِيًا قَالَ اِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ امْرَاَةً مُجْبِيَةً خَرَجَ وَلَدُهَا اَحْوَلَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ اِنْ شِئْتُمْ مُجْبِيَةً وَاِنْ شِئْتُمْ غَيْرَ مُجْبِيَةٍ اِذَا كَانَ ذٰلِكَ فِىْ صِمَامٍ وَاحِدٍ ـ

৪০৭১. ইব্ন আবূ দাঊদ (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন এক ইয়াহূদী বলল, যদি কোন ব্যক্তি মুজ্বিয়া (যার পাছা নেই, রানে গোশত নেই এবং বুকেও স্তন উচু নেই– কেউ

কেউ বলেন এটার অর্থ হচ্ছে প্রভাবিত) মহিলাকে বিয়ে করে তার সন্তান হবে টেরা চক্ষু বিশিষ্ট। তখন আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার। (সূরা বাকারা ঃ ২২৩) স্ত্রী মুজ্‌বিয়া হোক অথবা মুজবিয়া না হোক, যখন এটা হবে একই ছিদ্র।

٤٠٧٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ جُرَيْجٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ الْيَهُوْدَ قَالُوْا لِلْمُسْلِمِيْنَ مَنْ اَتٰى امْرَأَتَهُ وَهِىَ مُدْبِرَةٌ جَاءَ وَلَدُهَا اَحْوَلَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً مَا كَانَ فِى الْفَرْجِ -

৪০৭২. ইউনুস (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ইয়াহূদীরা মুসলমানদেরকে বলেছিলেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে পিছন দিক্ দিয়ে সঙ্গম করে তার সন্তান টেরা চক্ষু বিশিষ্ট হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন অবতীর্ণ করেন ঃ نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্য ক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছে গমন করতে পার। (সূরা বাকারা ঃ ২২৩)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, সামনের দিক দিয়ে ও পিছন দিক দিয়ে উভয়ই সমান, যদি তা লজ্জাস্থানে হয়।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক লজ্জাস্থানের শর্ত আরোপ করায় বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘোষণা করেন যে, মলদ্বারের বিষয়টি উপরোল্লেখিত বিষয়াদির সাথে সম্পৃক্ত নয়। তবে কেউ কেউ উপরোল্লেখিত আয়াতের ব্যাখা অন্যরূপও করেছেন। এ সম্পর্কে নিম্নে বর্ণিত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

٤٠٧٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ اِنْ شِئْتَ فَاعْزِلْ وَاِنْ شِئْتَ فَلَاتَعْزِلْ -

৪০৭৩. আহমাদ ইব্‌ন দাঊদ (র) ..... যায়িদা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আমি একদিন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে আযল সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম, তখন তিনি বললেন, "তোমাদের স্ত্রী তোমাদের জন্য শস্য ক্ষেত্র, যদি তুমি ইচ্ছে কর আযল কর আর যদি তুমি ইচ্ছে কর আযল না কর।"

প্রথম দলের দলীলসমূহের মধ্য হতে এটাও একটা দলীল যে, তারা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হতে বর্ণিত বর্ণনাটিও তাদের অভিমত হিসেবে বর্ণনা করেন অর্থাৎ এটাকে হালাল মনে করেন।

٤٠٧٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ قُرَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ هِشَامِ الرُّعَيْنِىُّ قَالَ ثَنَا اَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ وَاَبُوْ زَيْدٍ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ الْغُمَرِ قَالَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِىْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ قَالَ ثَنَا رَبِيْعَةُ بْنُ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ الْبَابِ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْهُ يَعْنِىْ وَطْىَ النِّسَاءِ فِىْ اَدْبَارِهِنَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ -

৪০৭৪. আবূ কুর্রা মুহাম্মাদ ইব্ন হুমাইদ ইব্ন হিশাম আর-রায়িনী (র)..... আবুল হুবাব সায়ীদ ইব্ন ইয়াসার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি একদিন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা)-কে মহিলাদের পিছন দিক দিয়ে সঙ্গম করা বিষয়ে প্রশ্ন করেন। তিনি বলেন, এতে কোন ক্ষতি নেই।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ এটা ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত রয়েছে, যেমন তোমরা উল্লেখ করেছ। তবে তার থেকে এর বিপরীতও বর্ণিত রয়েছে ঃ

٤٠٧٥ـ حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ ح وَحَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالاَ ثَنَا اللَّيْثُ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ فِىْ حَدِيْثِهِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوْبَ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنِى الْحَارِثُ بْنُ يَعْقُوْبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ اَبِىْ الْحُبَابِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ مَا تَقُوْلُ فِىْ الْجَوَارِىْ اتْمَحَضَ لَهُنَّ قَالَ وَمَا التَّحْمِيْضُ فَذَكَرْتُ الدُّبُرَ فَقَالَ وَهَلْ يَفْعَلُ ذٰلِكَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

৪০৭৫. ফাহাদ (র) ..... আবুল হুবাব সায়ীদ ইব্ন ইয়াসার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আমি আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা)-কে মহিলাদের পিছন দিয়ে সঙ্গম করার কথা জিজ্ঞেস করলাম, উত্তরে তিনি বলেন, কোন মুসলমান কি এরূপ কাজ করে?"

সুতরাং দেখা গেল প্রথম অভিমত অবলম্বনকারীদের বিপরীত বক্তব্য ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। শেষোক্ত বর্ণনাটির বিশুদ্ধতার দলীল হিসেবে নিম্ন বর্ণিত সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্‌র অস্বীকৃতিকে পেশ করা হলঃ

٤٠٧٦ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَسَنِ اَنَّ اَبَاهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَنْ يُحَدِّثَهُ بِحَدِيْثِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ عَنْهُمَا اَنَّهُ كَانَ لاَيَرٰى بَأْسًا بِاِتْيَانِ النِّسَاءِ فِىْ اَدْبَارِهِنَّ فَقَالَ سَالِمُ كَذَبَ الْعَبْدُ اَوْ اَخْطَاءَ اِنَّمَا قَالَ لاَ بَأْسَ اَنْ يُؤْتَيْنَ فِىْ فُرُوْجِهِنَّ مِنْ اَدْبَارِهِنَّ وَلَقَدْ قَالَ مَيْمُوْنُ بْنُ مِهْرَانَ اَنَّ نَافِعًا اِنَّمَا قَالَ ذٰلِكَ بَعْدَ مَا كَبُرَ وَذَهَبَ عَقْلُهُ ـ

৪০৭৬. ইব্ন আবূ দাউদ (র) ..... মূসা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আল-হাসান (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তার পিতা, সালিম ইব্ন আবদুল্লাহকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হতে বর্ণিত নাফি' এর হাদীস বর্ণনা করার জন্য তাকে অনুরোধ করে। আর হাদীসটি ছিল মহিলাদের পিছন দিক দিয়ে সঙ্গম করাকে তিনি কোন প্রকার খারাপ মনে করতেন না। তখন সালিম বলেন, গোলামটি মিথ্যে বলেছে অথবা ভুল করেছে, তিনি বরং বলেছেন, পিছন দিক দিয়ে যোনীদ্বারে সঙ্গম করায় কোন ক্ষতি নেই। আবার মাইমুন ইব্ন মিহরান বলেন, নাফি' এ হাদীসটি বর্ণনা করেন যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে যান এবং তার বিবেচনা শক্তি লোপ পেয়ে যায়।

٤٠٧٧ـ حَدَّثَنَا بِذَالِكَ فَهْدُ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مَيْمَوْنَ بْنِ مِهْرَانَ فَقَدْ يُضَعِّفُ مَا هُوَ اَكْثَرُ مِنْ هٰذَا بِاَقَلَّ مِنْ قَوْلِ مَيْمُوْنَ وَلَقَدْ اَنْكَرَهُ نَافِعُ اِبْتِدَاءً عَلٰى مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ اَيْضًا ـ

৪০৭৭. ফাহাদ (র) ..... মাইমুন ইব্‌ন মিহ্‌রান হতে বর্ণনা করেন। তিনি অধিকাংশ সময় এটাকে দুর্বল বর্ণনা বলে আখ্যায়িত করেন। নাফি' প্রথমত তার এ বর্ণনাটিকে অস্বীকার করেছিলেন।

٤٠٧٨ـ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيٰى كَاتِبُ الْعُمَرِىُّ قَالَ ثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ اَبِى النَّضْرِ اَنَّهُ قَالَ لِنَافِعٍ مَوْلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَدْ اَكْثَرَ عَلَيْكَ الْقَوْلُ اَنَّكَ تَقُوْلُ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّهُ اَفْتٰى اَنْ تُؤْتَى النِّسَاءُ فِىْ اَدْبَارِهِنَّ قَالَ نَافِعُ كَذَبُوْا عَلَىَّ وَلٰكِنْ سَاُخْبِرُكَ كَيْفَ الْاَمْرُ اَنَّ اِبْنَ عُمَرَ عَرَضَ الْمُصْحَفَ يَوْمًا وَاَنَا عِنْدَهُ حَتّٰى بَلَغَ نِسَاءُكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ فَقَالَ يَا نَافِعُ هَلْ تَعْلَمُ مِنْ اَمْرِ هٰذِهِ الْاٰيَةِ قُلْتُ لاَ قَالَ اِنَّا كُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نُجَبِّيِ النِّسَاءَ فَلَمَّا دَخَلْنَا الْمَدِيْنَةَ وَنَكَحْنَا نِسَاءَ الْاَنْصَارِ اَرَدْنَا مِنْهُنَّ مِثْلَ مَا كُنَّا نُرِيْدُ فَاذَا هُنَّ قَدْ كَرِهْنَ ذٰلِكَ وَاَعْظَمْنَهُ وَكَانَتْ نِسَاءُ الْاَنْصَارِ قَدْ اَخَذْنَ بِحَالِ الْيَهُوْدِ وَاِنَّمَا يُؤْتَيْنَ عَلٰى جُنُوْبِهِنَّ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ نِسَاءُكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ـ

৪০৭৮. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র) ..... কা'ব ইব্‌ন আলকামা (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি আবূ নদর হতে বর্ণনা করেন। আবূ নদর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা)-এর গোলাম নাফি' কে বলেন, অনেক সময় শুনা যায় তুমি নাকি আবদুল্লহহ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেছ যে, তিনি মহিলাদের পিছন দিক দিয়ে সঙ্গম করাকে বৈধ বলে ফাতওয়া দিয়েছেন। নাফি' বলেন, তারা আমার সম্বন্ধে মিথ্যা বলেছে, আমি এখনই খবর দিচ্ছি যে, ব্যাপারটি ছিল এরূপ ঃ ইব্‌ন উমার (রা) একদিন কুরআন পড়তে লাগলেন, আমি তার কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি যখন نِسَاءُكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ -এ পৌঁছলেন তখন বলেন, হে নাফি'! তুমি কি এ আয়াতটি সম্পর্কে জান? আমি বললাম, 'না'। তিনি বললেন, আমরা ছিলাম কুরাইশ বংশের লোক। আমরা মহিলাদের উপর কর্তৃত্ব করতাম। যখন আমরা মদীনায় প্রবেশ করলাম এবং আনসারদের মহিলাদেরকে বিয়ে করলাম তখন আমরা তাদের থেকে ঐরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করলাম যা আমরা আগে পেয়ে আসছিলাম। কিন্তু তারা এটা খারাপ মনে করতে লাগল এবং এটাকে বড় আকারে দেখতে লাগল। আনসারদের মহিলারা ইয়াহূদীদের আচার-আচরণ গ্রহণ করেছিল এবং তাদেরকে কাত করে উদগত হবার ব্যবস্থা ছিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনী আয়াত নাযিল করেন نِسَاءُكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রী তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র, অতএব তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছে গমন করতে পার। (সূরা বাকারা ঃ ২২৩)।

এ হাদীসের মধ্যে নাফি'র অস্বীকৃতি রয়েছে এমন বর্ণনায়, যা ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহিলাদের পিছনে সঙ্গম করা বৈধ। এবং নাফি' থেকে আরও একটি সংবাদ জানা যায়, তিনি ইব্‌ন উমার (রা) থেকে আল্লাহ্‌র বাণী। এর তাফসীর প্রথম দলের তাফসীর অনুযায়ী নয়। বরং এ তাফসীরে বুঝা যায় যে, মহিলাদেরকে বসা অবস্থায় যোনী দ্বারে সঙ্গম করা বৈধ। আর এ ধরনের তাফসীর উম্মে সালামা (রা) হতেও বর্ণিত রয়েছে ঃ

٤٠٧٩ـ حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ اَبُوْ سَلَمَةَ التُّبُوْذَكِيُّ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنُ خُثَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَابِطٍ قَالَ اَتَيْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقُلْتُ لَهَا اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اَسْئَلَكَ عَنْ شَيْئٍ وَاَنَا اَسْتَحِيْى مِنْكَ فَقَالَتْ سَلْ يَا ابْنَ اَخِىْ عَنْ مَا بَدَالَكَ قُلْتُ عَنْ اِتْيَانِ النِّسَاءِ فِىْ اَدْبَارِهِنَّ قَالَتْ حَدَّثَنِىْ اُمُّ سَلَمَةَ اَنَّ الْاَنْصَارَ كَانُوْا لَا يُجِبُّوْنَ وَكَانَ الْمُهَاجِرُوْنَ يُجِبُّوْنَ وَكَانَتِ الْيَهُوْدُ تَقُوْلُ مَنْ جَبِّى خَرَجَ وَلَدُهُ اَحْوَلَ فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الْمَدِيْنَةَ نَكَحُوْا نِسَاءَ الْاَنْصَارِ فَنَكَحَ رَجُلُ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ اِمْرَأَةً مِنَ الْاَنْصَارِ فَجَبَّاهَا فَاَبَتْ وَاَتَتْ اُمَّ سَلَمَةَ فَذَكَرَتْ لَهَا ذٰلِكَ فَلَمَّا دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ اُمُّ سَلَمَةَ فَاسْتَحْيَتِ الْاَنْصَارِيَةُ وَخَرَجَتْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُدْعِيْهَا فَدَعَتْهَا فَقَالَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ صِمَامًا وَاحِدًا ـ

৪০৭৯. ফাহাদ (র) ..... আবদুর রহমান ইব্ন সাবিত (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি হাফসা বিনত আবদুর রহমান (রা)-এর কাছে একদিন আগমন করলাম এবং তাকে বললাম, আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। কিন্তু আমি আপনার থেকে লজ্জাবোধ করছি। হাফসা (রা) বলেন, হে আমার ভাইয়ের সন্তান, তোমার যা প্রয়োজন তা তুমি আমাকে জিজ্ঞেস কর। আমি বললাম, মহিলাদের মলদ্বারে উদগত হওয়া সম্বন্ধে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই। তিনি বলেন, আমাকে উম্মে সালামা (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আনসারগণ মহিলাদের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতেন না এবং মুহাজিরগণ কর্তৃত্ব বজায় রাখতেন। আর ইয়াহূদীরা বলতো, যে ব্যক্তি সঙ্গমের সময় মহিলাদের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখে তার সন্তান হবে টেরা চক্ষু বিশিষ্ট। মুহাজিরগণ যখন মদীনায় আগমন করেন তারা আনসারদের মহিলাদেরকে বিয়ে করেন। মুহাজিরদের এক ব্যক্তি আনসারদের এক মহিলাকে বিয়ে করল এবং সঙ্গমের সময় তার উপর কর্তৃত্ব করতে ইচ্ছে করল। মহিলাটি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল এবং উম্মে সালামা (রা)-এর কাছে আগমন করে এ বিষয়টি উল্লেখ করল। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘরে প্রবেশ করলেন উম্মে সালামা (রা) এ বিষয়টি তার কাছে উল্লেখ করলেন। আনসারী মহিলাটি লজ্জাবোধ করল এবং ঘর থেকে বের হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তাকে ডেকে আন। উম্মে সালামা (রা) তখন তাকে ডেকে আনলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ نِسَاءُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ صِمَامًا وَاحِدًا অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্র, অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছে গমন করতে পার, তবে একই ছিদ্র হতে হবে।

সুতরাং উম্মে সালামা (রা)-এ আয়াতাংশটির তাফসীর সম্পর্কেও সংবাদ দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক একই ছিদ্র শর্ত আরোপের সংবাদও দিলেন। আর এটাই দলীল হচ্ছে একথার ওপর যে, ঐ ছিদ্রের বিপরীতটার হুকুমও এ ছিদ্রের বিপরীত হুকুম হবে। আর যদি এটাই না হয় তাহলে একই ছিদ্রের কথাটির কোন অর্থই হয় না।

এ আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকেও বর্ণনা পাওয়া যায়, যা এ অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঃ

٤٠٨. حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْجِيزِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْاَسْوَدِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ اَنَّ عَامِرَ بْنَ يَحْيى الْمَعَافِرِيْ حَدَّثَهُ اَنْ حَنَشَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ السبائى حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ اَنَّ نَاسًا مِنْ حِمْيَرَ اَتَوْا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَسْأَلُوْنَهُ عَنِ النِّسَاءِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ايْتِهَا مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً اِذَا كَانَ ذٰلِكَ فِى الْفَرْجِ -

৪০৮০. রাবী' আল-জীযী (র) ..... হানাশ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আস-সাবায়ী (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে শুনেছেন। তিনি বলেন, হিমইয়ার সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে আগমন করে এবং তাঁকে মহিলাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনী আয়াত নাযিল করেন ঃ نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ সামনের দিক দিয়ে হোক কিংবা পিছনের দিক দিয়ে হোক তাতে কিছু আসে যায় না, যদি তা হয়ে থাকে যোনীদ্বার দিয়ে।

অতঃপর মহিলাদের মলদ্বার দিয়ে উদগত হওয়ার নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত হাদীসসমূহ বর্ণিত হয়ে থাকে ঃ

٤٠٨١. حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَايَسْتَحْيِى مِنَ الْحَقِّ لَا تَأْتُوْا النِّسَاءَ فِىْ اَدْبَارِهِنَّ -

৪০৮১. ইউনুস (র) ..... খুযাইমা ইব্ন সাবিত হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সত্য কথা বলতে সংকোচ বোধ করেন না, তোমরা মহিলাদের মলদ্বারে উদগত হবে না।

٤٠٨٢. حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ ثَنِى عُمَرُ مَوْلٰى غُفْرَةَ بِنْتِ رَبَاحٍ اُخْتِ بِلَالٍ مُؤَذِّنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ هَرَمِى الْخَطْمِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ -

৪০৮২. রাওহ ইব্ন আল-ফারাজ (র) ..... খুযাইমা ইব্ন সাবিত (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, অতঃপর তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٤٠٨٣. حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ قَالَ ثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا اَبَا حَمْزَةَ مَاتَرٰى فِىْ اِتْيَانِ النِّسَاءِ فِىْ اَدْبَارِهِنَّ فَاَعْرَضَ وَسَكَتَ فَقَالَ هٰذَا شَيْخُ قُرَيْشٍ فَسَأَلَهُ يَعْنِى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ قَذِرًا وَلَوْكَانَ حَلَالًا قَالَ جَدِّىْ وَلَمْ يَكُنْ سَمِعَ فِىْ ذٰلِكَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ

اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَلِىٍّ اَنَّهُ لَقِىَ عَمْرَو بْنَ اَبِىْ اُحَيْحَةَ بْنِ الْجُلاَحِ فَسَأَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اَشْهَدُ لَسَمِعْتُ خُزَيْمَةَ بْنَ ثَابِتٍ الَّذِىْ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهَادَتَه شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ يَقُوْلُ اَتَى رَجُلُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اٰتِىْ امْرَأَتِىْ مِنْ دَبُرِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ فَقَالَ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا قَالَ ثُمَّ فَطِنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ فِىْ اَىِّ الْخُرْبَتَيْنِ اَىْ فِىْ اَوْ الْخُرْزَتَيْنِ اَمَّا مِنْ دُبُرِهَا فِىْ قُبُلِهَا فَنَعَمْ وَاَمَّا فِىْ دُبُرِهَا فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى نَهٰكُمْ اَنْ تَأْتُوْا النِّسَاءَ فِىْ اَدْبَارِهِنَّ ـ

৪০৮৩. রাওহ ইব্ন আল-ফারাজ (র) ..... মুহাম্মদ ইব্ন আলী (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল-ফারাজীর সাথে ছিলাম, তখন তাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আবূ হামযা! মহিলাদের মলদ্বারে সঙ্গম করা সম্বন্ধে আপনি কী বলেন? তিনি তখন অন্যদিকে মুখ ঘুরালেন কিংবা চুপচাপ রইলেন। তারপর তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন আলী ইব্ন সাঈদকে দেখিয়ে বললেন, ইনি কুরাইশদের একজন ওস্তাদ, সুতরাং তাকে জিজ্ঞাসা কর তখন আবদুল্লাহ্ (র) বলেন, আল্লাহ্র শপথ, সেটা নোংরা বিষয়, এমনকি যদি তা হালালও হয় (বর্ণনাকারী ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ-শাফেঈ বলেন) আমার নানা (মুহম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন শাফে') বলেন, তিনি (অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইব্ন আলী ইব্ন সাইব) অতঃপর আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী আমাকে সংবাদ দিলেন যে, এ বিষয়ে কোন হাদীস শুনেছিলেন না। তিনি আমর ইব্ন আবূ উহাইহা ইব্ন আল-জুলাহ এর সাথে সাক্ষাত করেন এবং এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করেন, তখন তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি অবশ্যই খুযাইমা ইব্ন সাবিতকে শুনেছি, যার সাক্ষ্যকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুইজনের সাক্ষ্যের বরাবর মনে করতেন। তিনি বললেন, একদিন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আগমন করে ও বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি আমার স্ত্রীর পিছন দিয়ে উদগত হতে পারি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, 'হাঁ' লোকটি এ কথাটি দু'বার অথবা তিনবার বলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ব্যাপারটি অনুধাবন করলেন এবং বললেন, দুই রাস্তার কোন্‌টিতে? তবে সামনের পথে পিছন দিক দিয়ে হলে 'হ্যাঁ'। আর পিছনের পথের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে মহিলাদের মলদ্বারে উদগত হওয়া নিষেধ করেছেন।

٤٠٨٤ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْجَارُوْدِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ ثَنِىَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ ثَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْاَنْصَارِىُّ ثُمَّ الْوَائِلِىُّ عَنْ هَرَمِىِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْوَاقِفِىِّ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تَأْتُوْا النِّسَاءَ فِىْ اَدْبَارِهِنَّ ـ

৪০৮৪. আবদুর রহমান ইব্ন আল-জারূদ (র) ..... খুযাইমা ইব্ন সাবিত (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তোমরা মহিলাদের মলদ্বারে উদগত হবে না।

٤٠٨٥ـ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِىُّ قَالَ ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا حَسَّانُ مَوْلٰى مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ حَرَمِىِّ بْنِ عَمْرٍو الْخَطْمِىِّ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৪০৮৫. বাক্‌র ইব্‌ন ইদ্রিস (র) ..... খুযাইমা ইব্‌ন সাবিত (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٤٠٨٦- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৪০৮৬. সালিহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... আবূ আবদুর রহমান (র) হতে বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি তার নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٠٨٧- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا حَيْوَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا حَسَّانُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৪০৮৭. রাবী' আল-জীযী (র) ..... হাস্‌সান (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনিও নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٠٨٨- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْاَسْوَدِ قَالَ اَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ حَسَّانٍ مَوْلٰى سَهْلِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ سَعِيْدٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৪০৮৮. রাবী' আল-জীযী (র) অন্য এক সনদে সায়ীদ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনিও নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٠٨٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ ثَنَا هَمَّامُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ هِىَ اللُّوْطِيَّةُ الصُّغْرٰى يَعْنِىْ وَطْىَ النِّسَاءِ فِىْ اَدْبَارِهِنَّ ـ

৪০৮৯. সুলাইমান ইব্‌ন শুয়াইব (র) ..... আমর ইব্‌ন শুয়াইব (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার পিতা হতে এবং তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেন। তার দাদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, স্ত্রীদের মলদ্বারে সঙ্গম পুরুষ সমকামিতার নামান্তর মাত্র।

٤٠٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُخْلَدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تَأْتُوْا النِّسَاءَ فِىْ اَدْبَارِهِنَّ وَفِىْ سَنَدٍ اٰخَرَ قَالَ : لاَيَنْظُرُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلٰى رَجُلٍ وَطِىَ امْرَأَةً فِىْ دُبُرِهَا ـ

৪০৯০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন খুযাইমা (র) ..... আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, 'তোমরা স্ত্রীদের মলদ্বারে উদগত হবে না।'

মুহাম্মাদ ইব্‌ন খুযাইমা (র) অন্য এক সনদে হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করে আল্লাহ্ তা'আলা তার দিকে দৃষ্টি দিবেন না।"

٤٠٩١ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِيُّ قَالَ اَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ قَالَ اَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ الْهَادِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ امْرَأَتَهُ ـ

৪০৯১. রাবী' আল-জীযী (র) ..... ইয়াযীদ ইব্‌ন আল-হাদ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনিও নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন। তবে তিনি امْرَأَتَهُ শব্দটি ব্যবহার করেননি।

٤٠٩٢ـ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ سُهَيْلٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهُ ـ

৪০৯২. রাওহ ইব্‌ন আল-ফারাজ (র) ..... সুহাইল (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٠٩٣ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَتٰى حَائِضًا اَوْ امْرَأَةً فِىْ دُبُرِهَا اَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ ـ

৪০৯৩. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে কিংবা স্ত্রীর মলদ্বারে উদগত হয় অথবা গণকের কাছে গমনাগমন করে মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপরে আল্লাহ্ তা'আলা যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন তার সাথে সে যেন কুফরী করল।

٤٠٩٤ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ حَكِيْمِ الْاَثْرَمِ عَنْ اَبِىْ تَمِيْمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَتٰى حَائِضًا اَوْ امْرَأَةً فِىْ دُبُرِهَا اَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ ـ

৪০৯৪. ফাহাদ (র) ..... আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি ঋতুবতী মহিলাকে সংগম করে কিংবা স্ত্রীর মলদ্বারে উদগত হয় অথবা গণকের কাছে আসাযাওয়া করে, সে যেন মুহাম্মদ ﷺ-এর উপরে অবতীর্ণ কিতাবের সাথে কুফরী করল।

٤٠٩٥ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَايَسْتَحِىْ مِنَ الْحَقِّ لَا تَأْتُوْا النِّسَاءَ فِىْ مُحَاشِّهِنَّ ـ

৪০৯৫. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সত্য কথা বলতে সংকোচ বোধ করেন না, তোমরা মহিলাদের মলদ্বারে উদগত হবে না।

٤٠٩٦- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ وَعُمَرَ مَوْلٰى عَفْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لاَيَسْتَحِىْ مِنَ الْحَقِّ لاَيَحِلُّ اِتْيَانُ النِّسَاءِ فِىْ حُشُوْشِهِنَّ -

৪০৯৬. রাবী' আল-মুয়াযযিন (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সত্য কথা বলতে সংকোচ বোধ করেন না, মহিলাদের মলদ্বারে উদগত হওয়া হালাল নয়।

٤٠٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمِ الْاَحْوَلِ عَنْ عِيْسَى بْنِ حِطَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلاَمٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ طَلْقٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَسْتَحْيِىْ مِنَ الْحَقِّ لاَ تَأْتُوْا النِّسَاءَ فِىْ اَعْجَازِهِنَّ -

৪০৯৭. মুহাম্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন ইউনুস (রা) ..... আলী ইব্ন তাল্ক (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সত্য কথা বলতে সংকোচবোধ করেন না, তোমরা মহিলাদের মলদ্বারে উদগত হবে না।

٤٠٩٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا جَرِيْرُ عَنْ عَاصِمِ الْاَحْوَلِ - وَحَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ عَاصِمِ الْاَحْوَلِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৪০৯৮. আবূ উমাইয়া (র) ..... আসিম আল-আহওয়াল হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

প্রথম মতাবলম্বীরা নিম্নে বর্ণিত হাদীসটিকে দলীল হিসেবে পেশ করেন ঃ

٤٠٩٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقَرَظِىِّ اَنَّهُ كَانَ لاَيَرٰى بَأْسًا بِاِتْيَانِ النِّسَاءِ فِىْ اَدْبَارِهِنَّ وَيَحْتَجُّ فِىْ ذٰلِكَ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ اَتَأْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُوْنَ اَىْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ مِثْلَ ذٰلِكَ اِنْ كُنْتُمْ تَشْتَهُوْنَ -

৪০৯৯. ইব্ন আবূ দাঊদ (র) ..... মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল-কারাযী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি মহিলাদের মলদ্বারে উপগত হওয়াকে কোন প্রকার ক্ষতিকারক বলে মনে করতেন না। আর তিনি দলীল হিসেবে নিম্নে বর্ণিত কুরআনী আয়াতটি পেশ করতেন ঃ

اَتَأْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُوْنَ -

অর্থাৎ সৃষ্টির মধ্যে তোমরা তো কেবল পুরুষের সাথেই উদগত হও এবং তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যে স্ত্রীলোক সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে তোমরা বর্জন করে থাক, তোমরা তো সীমালজ্ঘনকারী সম্প্রদায়।

তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, তোমরা খায়েশের সময় তাদের ন্যায় তোমাদের স্ত্রীদেরকে বর্জন করে থাক। মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল-কারাজীর এরূপ সমর্থকদেরকে তার বিরোধীরা বলছেন যে, আয়াতের অর্থ হচ্ছে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যে স্ত্রীলোক সৃষ্টি করেছেন, যাদের যোনীদ্বারে সঙ্গম করা তোমাদের জন্য হালাল করেছেন, তাদেরকে তোমরা বর্জন করে থাক। শেষোক্ত তাফসীরটি প্রথমোক্ত তাফসীর হতে উত্তম। কেননা এটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আগত তাফসীরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। যদি আমরা এ কথায় মুহাম্মাদ ইব্ন কা'বের অনুকরণ করতে চাই তাহলে সায়ীদ ইব্নুল মুসাইয়েবের অনুকরণই উত্তম ঃ

٤١٠٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ كَانَ سَعِيْدُ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَاَكْثَرُ ظَنِّي اَنَّهُ اَبُوْ بَكْرٍ يَنْهَيَانِ اَنْ تُؤْتَى الْمَرْأَةُ فِيْ دُبُرِهَا اَشَدَّ النَّهْيِ وَكَيْفَ وَقَدْ قَالَ بِذٰلِكَ مَنْ هُوَ اَجَلُّ مِنْهُمَا -

৪১০০. ইউনুস (র) ..... ইব্ন শিহাব (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সায়ীদ ইব্নুল মুসাইয়্যিব, আবূ বকর ইব্ন আবদুর রহমান কিংবা আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান স্ত্রীর মলদ্বার দিয়ে উদগত হওয়াকে কঠোরভাবে নিষেধ করেন। এমনকি তাদের থেকে উত্তম ব্যক্তিও তা কঠোর নিষেধ করেন ঃ

٤١٠١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرِ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ الضَّرِيْرُ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ اَبِي الْقَعْقَاعِ الْجَرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَحَاشُ النِّسَاءِ حَرَامٌ -

৪১০১. আবূ বিশ্র আর-রাকী (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্‌উদ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মহিলাদের মলদ্বারে উদগত হওয়া হারাম।

٤١٠٢- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانِ قَالَ ثَنِى ابْنُ اَبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِي اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ فِي الَّذِيْ يَأْتِيْ اِمْرَأَتَهُ فِيْ دُبُرِهَا قَالَ اللُّوْطِيَةُ الصُّغْرٰى -

৪১০২. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি স্ত্রীর মলদ্বারে উদগত হওয়াকে ক্ষুদ্র সমকামিতা বলে আখ্যায়িত করেন।

উপরোক্ত তাফসীরের সমর্থক অনুচ্ছেদে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবী ও তাদের অনুগামীদের সংখ্যা এত অধিক যে, তাদের বর্ণনা এখানে পেশ করা সম্ভব নয়, এজন্য এখানে এ পর্যন্তই শেষ করা হল।

স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করার নিষেধাজ্ঞা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবী ও তাবেঈদের থেকে ক্রমাগত বর্ণিত হয়েছে। কাজেই এ নিষেধাজ্ঞার প্রতি আমাদেরকে অনুগত থাকতে হবে এবং তার বিরোধিতা বর্জন করতে হবে। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত। সঠিক সম্পর্কে আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

١١- بَابُ وَطْيِ الْحُبَالٰى

১১. অনুচ্ছেদ ঃ গর্ভবতীর সঙ্গম

٤١٠٣- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ غَنِيَّةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيَّةِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاتَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ سِرًّا فَاِنَّ قَتْلَ الْغَيْلِ يُدْرِكُ الْفَارِسَ الْبَطَلَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ ظَهْرِ فَرَسِهِ -

৪১০৩. ফাহাদ (র) ..... আসমা বিনত ইয়াযীদ আল-আনসারিয়া হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে গোপনে হত্যা করবে না। কেননা গর্ভবতী স্ত্রীলোকের সন্তানকে হত্যা করা অশ্বারোহী বীর শত্রু সেনাকে সুযোগ করে দিবে, সে তার শত্রুকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচে ফেলে দিবে।

٤١٠٤- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَمْرِوبْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ بْنِ السَّكَنِ الْاَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ سِرًّا فَاِنَّ قَتْلَ الْغَيْلِ يُدْرِكُ الْفَارِسَ عَلٰى ظَهْرِ فَرْسِهِ فَيُدَعْثِرُهُ -

৪১০৪. রাবী' আল-মুয়াযযিন (র) ..... আসমা বিনত ইয়াযীদ ইব্ন আস-সাকান আল-আনসারিয়া হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে গোপনে হত্যা করবে না। কেননা গর্ভবতী স্ত্রীলোকের গর্ভের সন্তানকে হত্যা করা অশ্বারোহী বীর সেনা কর্তৃক তার শত্রুকে ঘায়েল করার সুযোগ করে দেয়।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম হাদীসের মর্ম অনুযায়ী অভিমত পেশ করেছেন। তাই তারা কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার গর্ভবতী স্ত্রী কিংবা দাসীকে সঙ্গম করা অপসন্দ করেন। আর এ ব্যাপারে উপরোক্ত হাদীসকে তারা দলীল হিসেবে বিবেচনা করেন। অন্য একদল আলিম এ ব্যাপারে তাদের বিরোধিতা করেন এবং বলেন, এতে কোন ক্ষতি নেই এবং নিম্নের হাদীসটি দলীল হিসেবে বর্ণনা করেন ঃ

٤١٠٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ النَّضْرِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ اَنَّ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ اَخْبَرَ وَالِدَهُ سَعَدَ بْنَ اَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ اِنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّيْ اَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِيْ قَالَ لِمَ قَالَ شَفَقًا عَنِ الْوَلَدِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ كَانَ كَذٰلِكَ فَلاَ مَا كَانَ لِيَضُرُّ فَارِسَ وَالرُّوْمَ -

৪১০৫. ইব্ন আবূ দাঊদ (র) ..... আমির ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই উসামা ইব্ন যায়দ (রা) তার পিতা সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) কে খবর দিয়েছেন। তিনি

বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর কাছে আগমন করে এবং বলে যে, আমি আমার গর্ভবতী স্ত্রী থেকে দূরে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, কেন? লোকটি বলল, (গর্ভস্থ) সন্তানের (অনিষ্টের) ভয়ে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এ জন্য হলে 'না' (অর্থাৎ দূরে থেকো না) কারণ এটা তো পারসিক ও রোমকদের কোন ক্ষতি করে না, (তাহলে তোমাদের ক্ষতি করবে কেন?)

এ হাদীসে বুঝা যায় যে, গর্ভবতী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা বৈধ এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে একটি সংবাদও পাওয়া যায় যে, এটা যখন পারসিক ও রোমকদের ক্ষতি করে না তখন এটা অন্যদেরকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। সুতরাং এ হাদীসের বিপরীত হল আসমা বর্ণিত হাদীস। এখন আমরা গবেষণা করতে ইচ্ছে পোষণ করি যে, এ দুটোর মধ্যে কোন্‌টা অপরটির জন্য নাসিখ। গবেষণা করে দেখতে পেলাম ঃ

٤١٠٦- فَوَجَدْنَا يُوْنُس قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهُ وَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ خُزَيْمَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُسْهِرٍ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِيْ الْوَزِيْرِ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هَمَمْتُ اَنْ اَنْهٰى عَنِ الْغِيْلَةِ حَتّٰى ذُكِرْتُ اَنَّ فَارِسَ وَالرُّوْمَ يَصْنَعُوْنَ ذٰلِكَ فَلَا يَضُرُّ اَوْلَادَهُمْ -

৪১০৬. ইউনুস (র), মুহাম্মাদ ইব্‌ন খুযাইমা (র) ও আবূ বাক্‌রা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি জুদামা বিনত ওহাব থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি গর্ভবতী স্ত্রীলোকের সাথে সঙ্গম করা থেকে বারণ করার ইচ্ছে পোষণ করেছিলাম; কিন্তু আমার কাছে উল্লেখ করা হল যে, পারস্য ও রোমবাসীরা এরূপ করে, অথচ তাদের সন্তানের কোন অনিষ্ট হয় না।"

٤١٠٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يَحْيٰى بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ ثَنِيْ اَبُوْ الْاَسْوَدِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ ثَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الاَسَدِيَّةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ هَمَّ اَنْ يَنْهٰى عَنِ الْغَيْلِ قَالَ فَنَظَرْتُ فَاِذَا فَارِسُ وَالرُّوْمُ يَغِيْلُوْنَ فَلَايَضُرُّ ذٰلِكَ اَوْلَادَهُمْ -

৪১০৭. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি জুদামা বিনত ওহাব আল-আনসারিয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) গর্ভবতী স্ত্রীলোকের সাথে সঙ্গম করা থেকে বারণ করার মনস্থ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ অতঃপর আমি জানতে পারলাম পারস্য ও রোমবাসীরা গর্ভবতী স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম করে অথচ তা তাদের সন্তানের কোন ক্ষতি করে না।

٤١٠٨- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْنُسَ وَصَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا الْمُقْرِئُ يَعْنِيْ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِي الْاَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ حَدَّثَتْنِيْ جُدَامَةُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ -

৪১০৮. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউনুস (র) এবং সালিহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জুদামা (রা) আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, অতঃপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٤١٠٩- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا حَيْوَةُ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ اَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا عَنْ جُدَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৪১০৯. রাবী' আল-জীযী (র)..... আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি জুদামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

উপরোক্ত হাদীসে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গর্ভবতী স্ত্রীলোকের সাথে সঙ্গম করা থেকে নিষেধ করার ইচ্ছে পোষণ করেছিলেন, তখন তার কাছে এ সংবাদ পৌঁছে যে, পারস্য ও রোমবাসীরা তা করে থাকে, আর তাতে তাদের সন্তানের কোন ক্ষতি হয় না। প্রথম হাদীসে যে কথাটি নিষেধ করা হয়েছিল বর্তমান হাদীসে তা বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ দুটো হাদীসের মধ্যে একটি অপরটির নাসিখ (نَاسِخ) বা বিলুপ্তকারী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্পর্কে আমরা গবেষণা করে দেখতে পেলাম ঃ

٤١١٠- فَاِذَا رَوْحُ بْنُ الْفَرْجِ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَنْهٰى عَنِ الْاِعْتِيَالِ ثُمَّ قَالَ لَوْ ضَرَّ اَحَدًا لَضَرَّ فَارِسَ وَالرُّوْمَ -

৪১১০. রাওহ ইবনুল ফারাজ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গর্ভবতী স্ত্রীলোকের সাথে সঙ্গম করা হতে নিষেধ করতেন, অতঃপর তিনি বললেন, এটা যদি কাউকে ক্ষতি করত তাহলে পারস্য ও রোমবাসীদেরকে ক্ষতি করত।

সুতরাং এ হাদীস দ্বারা নিষেধের পর বৈধতা প্রমাণিত হয়। আর এ হাদীসটি অন্যটির চেয়ে উত্তম। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে তা ছিল ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা। এরপর যখন তাঁর কাছে প্রমাণিত হল এটা কোন ক্ষতিকর নয়, তখন তিনি তা বৈধ বলে ঘোষণা করেন।

আর এটা দ্বারা এরূপও বুঝা যায় যে, তিনি যখন তা নিষেধ করেছিলেন তখন তা তিনি অহীর মাধ্যমে ঘোষণা করেননি এবং হালাল-হারাম ঘোষণার নীতির মাধ্যমেও করেননি, তিনি শুধু তা করেছেন এভাবে যে, যা তার অন্তরে এসেছিল, তা-ই তিনি তার উম্মতের প্রতি অনুকম্পাবশত তার নির্দেশ দিয়ে ছিলেন, অন্য কোন কারণে নয়। যেমন তিনি আদেশ করেছিলেন নর খেজুর বৃক্ষের রেণু মাদী বৃক্ষের রেণুতে মিশ্রিত করণ পদ্ধতিকে বর্জন করতে ঃ

٤١١١- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ قَالَ ثَنَا سِمَّاكُ عَنْ مُوْسٰى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ مَرَرْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ نَخْلِ الْمَدِيْنَةِ فَاِذَا اُنَاسُ فِىْ رُؤُسِ النَّخْلِ يَلْقَحُوْنَ النَّخْلَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا يَصْنَعُ هٰؤُلَاءِ فَقِيْلَ يَأْخُذُوْنَ مِنَ الذَّكَرِ فَيَجْعَلُوْنَهُ

فِى الْأُنْثٰى فَقَالَ مَا اَظُنُّ ذٰلِكَ يُغْنِى شَيْئًا فَبَلَغَهُمْ فَتَرَكُوْهُ وَنَزَعُوْا عَنْهَا فَلَمْ تُحْمِلْ تِلْكَ السَّنَةَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنَّمَا هُوَ ظَنٌّ ظَنَنْتُهُ اِنْ كَانَ يُغْنِى شَيْئًا فَلْيَصْنَعُوْهُ فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَاِنَّمَا هُوَ ظَنٌّ ظَنَنْتُهُ وَالظَّنُّ يُخْطِئُ وَيُصِيْبُ وَلٰكِنْ مَا قُلْتُ لَكُمْ قَالَ اللّٰهُ فَلَنْ اَكْذِبَ عَلَى اللّٰهِ ـ

৪১১১. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র) ..... মূসা ইব্‌ন তালহা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "একদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে মদীনার কোন একটি বাগানে গমন করেছিলাম। তখন আমরা দেখলাম, লোকজন খেজুর গাছের মাথায় নর খেজুর বৃক্ষের রেণু মাদী বৃক্ষের রেণুতে মিশ্রিত করছে।" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এরা কি করছে? তখন তাকে বলা হল, লোকজন নর খেজুর বৃক্ষের রেণু মাদী বৃক্ষের রেণুতে মিশ্রিত করছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, "আমি ধারণা করি না যে, এর দ্বারা কোন কিছু উপকার হবে।" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এই কথার সংবাদ সাহাবীদের নিকট পৌঁছল। তারা মিশ্রণ পদ্ধতি তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দিলেন, কিন্তু ঐ বছর ফলন ভাল হয়নি। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে পৌঁছার পর তিনি বললেন, "আমি ত একটা ধারণার উপর ভিত্তি করে বলেছিলাম, যদি এটাতে তাদের কোন উপকার হয় তাহলে তারা যেন এ টা করে। আমি ত তোমাদের মতই মানুষ। আর এটা ছিল একটি ধারণা মাত্র। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে আমি কথাটি বলেছিলাম। ধারণা তো ভুলও হয় আবার সঠিকও হয়। কিন্তু যখন আমি তোমাদেরকে বলি, আল্লাহ্ এরূপ বলেছেন, তখন আমি আল্লাহ্‌র উপর কখনও মিথ্যা আরোপ করব না।"

٤١١٢ـ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ جُمَيْعٍ قَالَ ثَنَا سَمَّاكُ اَنَّهُ سَمِعَ مُوْسَى بْنَ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ ـ

৪১১২. ইয়াযীদ (র) অন্য এক সনদে মূসা ইব্‌ন তালহা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤١١٣ـ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ وَيَحْيٰى بْنُ حَمَّادٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سَمَّاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اُمِّهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فَحَدَّثَ مِثْلَهُ ـ

৪১১৩. ইয়াযীদ (র) অন্য এক সনদে মূসা ইব্‌ন তালহা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤١١٤ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سَمَّاكِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৪১১৪. আবূ বাক্‌রা (র) ..... সাম্মাক (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তাঁর নিজের সনদে অনুরূপ বর্ণনা উপস্থাপন করেন।

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সংবাদ দেন যে, তিনি এখানে যা কিছু বলেছেন, তা তার ধারণা প্রসূত। তিনি এ ধারণায় অন্যসব লোকদের মতই। আর তিনি যা বলবেন, যার বিপরীত হতে পারে না, তা তিনি আল্লাহ্

থেকে অহী প্রাপ্ত হয়ে বলবেন। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের সঙ্গম থেকে নিষেধ করার বিষয়টিও গর্ভবতী মহিলার সন্তানের ক্ষতির আশংকা বিবেচনায় করা হয়েছিল। অতঃপর যখন জানা গেল যে, এতে সন্তানের কোন ক্ষতি হয় না তখন তা বৈধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ নিষেধাজ্ঞা আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে ছিল না। কেননা যদি এটা আল্লাহ্র তরফ থেকে হত তাহলে এটার হাকীকত সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পূর্ব থেকে অবহিত হতেন। কিন্তু এটা ছিল তার ধারণাপ্রসূত। আর ধারণাপ্রসূত বস্তুর হাকীকত পরে জানা যায়। আবার ধারণার বশবর্তী হয়ে তা নিষেধ করা হয়। কিন্তু যা পূর্বেই জানা যায় তার প্রতি নিষেধাজ্ঞা এরূপ হয় না। সুতরাং আমাদের উল্লেখিত তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণিত হল যে, গর্ভবতী স্ত্রী কিংবা দাসীদের সাথে সঙ্গম করা বৈধ। তা কোন দিনও অবৈধ হয় না। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত।

١٢ـ بَابُ اِنْتِهَابِ مَايُنْثَرُ عَلَى الْقَوْمِ مِمَّا يَفْعَلُهُ النَّاسُ فِي النِّكَاحِ

১২. অনুচ্ছেদ ঃ বিয়ের মজলিসে বিক্ষিপ্তভাবে নিক্ষিপ্ত এবং ছিটানো-ছড়ানো দ্রব্যাদি নিয়ে কাড়াকাড়ি করা

٤١١٥ـ حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبِي حَبِيبٍ عَنْ اَبِي الْخَيْرِ عَنِ الصُّنَا بِحِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَنْ لاَ نَنْتَهِبَ ـ

৪১১৫. রাবী' আল-মুয়াযযিন (র) ..... উবাদা ইব্নুস সামিত (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এ শর্তে শপথ করেছি যে, আমরা লুটপাট করে কারো সম্পদ গ্রাস করব না।

٤١١٦ـ حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ قَالَ ثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا ـ

৪১১৬. ফাহাদ (র) ..... ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি লুটপাট করে কারো সম্পদ নিয়ে যায় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"

٤١١٧ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ جَعْفَرِ الرَّازِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ اَنَسٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النُّهْبَةِ وَقَالَ مَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا ـ

৪১১৭. আলী ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লুটপাট থেকে বারণ করেছেন এবং বলেছেন, যে ব্যক্তি লুটপাট করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

٤١١٨ـ حَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ اَبِي ذِئْبٍ عَنْ مَوْلَى الْجُهَيْنَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ عَنْ اَبِيهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَلْسَةِ وَالنُّهْبَةِ ـ

৪১১৮. ইবন্ মারযূক (র) ..... আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন খালিদ আল-জুহানী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লুটপাট ও আত্মসাৎ থেকে নিষেধ করেছেন।

٤١١٩- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ ثَنَا سَمَّاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ اَنْبَانِيْ ثَعْلَبَةُ بْنُ الْحَكَمِ اَخُوْ بَنِيْ لَيْثٍ اَنَّهُ رَاىَ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِقُدُوْرٍ فِيْهَا لَحْمُ غَنَمٍ اِنْتَهَبُوْهُ فَاَمَرَ بِهَا فَاُكْفِئَتْ فَقَالَ اِنَّ النُّهْبَةَ لاَ تَحِلُّ -

৪১১৯. ফাহাদ (র) ..... সা'লাবা ইবনুল হাকাম (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তিনি একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে দেখলেন যে, তিনি কিছু বকরীর গোশতে পরিপূর্ণ কতিপয় পাত্র লক্ষ্য করলেন, যা লোকজন লুটপাট করে এনেছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রগুলো থেকে গোশত ফেলে দেয়ার আদেশ দিলেন। গোশতগুলো ফেলে দেয়া হল। আর তিনি ইরশাদ করলেন, "লুণ্ঠন করা বৈধ নয়।"

٤١٢٠- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ حَدَّثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ اَصَابَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ غَنَمًا فَانْتَهَبُوْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَتَصْلُحُ النُّهْبَةُ ثُمَّ اَمَرَ بِالْقُدُوْرِ فَاُكْفِئَتْ -

৪১২০. ইব্ন মারযূক (র) ..... সা'লাবা ইব্নুল হাকাম (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যুগে একবার লোকজন কিছু ছাগল দেখতে পেল, তারা এগুলোকে লুটপাট করল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, লুটপাট করা বৈধ নয়। অতঃপর উক্ত গোশতে ভরা পাত্রগুলো থেকে গোশত ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং গোশতগুলো ফেলে দেয়া হল।

٤١٢١- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ قَالَ ثَنَا سَمَّاكُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৪১২১. হুসাইন ইব্ন নাসর (র) ..... সাম্মাক (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদে অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করেন।

٤١٢٢- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِيْ زَكَرِيَّا بْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ قَالَ ثَنَا اَبِيْ وَغَيْرُهُ عَنْ سَمَّاكٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৪১২২. রাবী' আল-মুয়াযযিন (র) ..... সাম্মাক (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনিও নিজ সনদে অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করেন।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম অভিমত পেশ করেন যে, যদি কোন ব্যক্তি জনগণের মধ্যে কোন বস্তু ছিটিয়ে দেয় এবং এগুলো কাড়াকাড়ি করে নেয়ার জন্য জনগণকে অনুমতি প্রদান করে তাহলে এগুলো নেয়া তাদের জন্য বৈধ হবে না, কেননা এগুলো তাদের জন্য অবৈধ। তারা আরো বলেন, এগুলো লুটপাটকৃত বস্তুসামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত, যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময়ে নিষেধ করেছেন। উপরোক্ত

হাদীসগুলোতে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল। অন্য একদল আলিম তাদের বিরোধিতা করে বলেন, উপরোক্ত হাদীসগুলোতে যে লুটপাট সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন এগুলো হচ্ছে এমন লুটপাট, যা করার জন্যে অনুমতি প্রদান করা হয়নি। আর যেগুলোকে কোন ব্যক্তি জনগণের মাঝে ছিটিয়ে-ছড়িয়ে দিল এবং এগুলোকে কাড়াকাড়ি করে আহরণ করার অনুমতি প্রদান করল, সেগুলো লুটপাটের অন্তর্ভুক্ত নয়। এগুলোতে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে, এগুলো বৈধ। আর পূর্বেরগুলো অবৈধ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে এরূপ অনুমতি দিয়েছেন তারও কিছু সন্ধান পাওয়া যায় ঃ

٤١٢٣ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ثَوْرُ بْنُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ لحَىٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُرْطٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ الْاَيَّامِ اِلَى اللّٰهِ يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ عَرَفَةَ فَقُرِّبَتْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بُدُنَاتٌ خَمْسًا اَوْ سِتًّا فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ اِلَيْهِ بِاَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا قَالَ كَلِمَةً خَفِيْفَةً لَمْ اَفْهَمْهَا فَقُلْتُ لِلَّذِىْ كَانَ اِلَى جَنْبِىْ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ قَالَ مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ ـ

৪১২৩. আবূ বাক্রা (র) এবং ইব্ন মারযূক (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন কুরত (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, "আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অত্যন্ত প্রিয় দিন হল কুরবানীর দিন। অতঃপর আরাফাতের দিন।" আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে পাঁচটি কিংবা ছয়টি উট পেশ করলাম। উটগুলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকটবর্তী হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন্‌টাকে প্রথম গ্রহণ করবেন। যখন উটগুলোকে নজর করা হল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি যেন ক্ষীণ স্বরে বললেন। আমি কিন্তু তার অর্থ বুঝতে পারিনি। আমার পাশে যে ব্যক্তিটি ছিল তাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি বললেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ অর্থাৎ যে ইচ্ছে করে সে যেন এগুলো থেকে মাংস কেটে নিয়ে যায়।

এ হাদীসে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাণী مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ - "যে ইচ্ছে করে সে যেন এগুলো থেকে মাংস কেটে নিয়ে যায়।" এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যদি খাদ্য কিংবা অন্য কোন বস্তুর মালিক তার সম্পদ জনগণের জন্যে আহরণ করা বৈধ করে দেয় তাহলে তা সংগ্রহ করা তাদের জন্য বৈধ। আর এটা এরূপ লুটপাট নয়, যা প্রথমোক্ত হাদীসগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের উল্লেখিত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রথমোক্ত হাদীসগুলোতে উল্লেখিত লুটপাটের অনুমতি দেয়া হয়নি। আর যে লুটপাট বৈধ এবং যার অনুমতি দেয়া হয়েছে তা বর্ণিত হয়েছে দ্বিতীয় প্রকারের হাদীসগুলোতে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত حَدِيْث مُنْقَطِع পাওয়া যায়, যার মধ্যে নিষিদ্ধ লুটপাট ও বৈধ লুটপাটের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এটার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি হাদীস আমরা উল্লেখ করব এখানে ঃ

٤١٢٤ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْعَتَابِىُّ قَالَ ثَنَا عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ ثَنَا لِمَازَةَ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ شَهِدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِمْلاَكَ شَابٍّ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَلَمَّا زَوَّجُوْهُ قَالَ عَلَى الْاُلْفَةِ وَالطَّيْرِ الْمَيْمُوْنِ وَالسَّعَةِ فِى الرِّزْقِ بَارَكَ اللّٰهُ لَكُمْ دَفِّفُوْا عَلَى رَأْسِ صَاحِبِكُمْ فَلَمْ يَلْبَثْ اَنْ جَاءَتِ الْجَوَارِىْ مَعَهُنَّ الْاَطْبَاقُ عَلَيْهَا

اللَّوْزُ وَالسُّكَّرُ فَامْسَكَ الْقَوْمُ اَيْدِيَهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلاَ تَنْتَهِبُوْنَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ كُنْتَ نَهَيْتَ عَنِ النُّهْبَةِ قَالَ تِلْكَ نُهْبَةُ الْعَسَاكِرِ فَاَمَّا الْعُرُسَاتُ فَلاَ قَالَ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُجَاذِبُهُمْ وَيُجَاذِبُوْنَهُ ـ

৪১২৪. আবদুল আযীয ইব্‌ন মুয়াবিয়া আল-আতাবী (র) ..... মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক আনসারী যুবকের বিয়ের মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। যখন হাযিরানে মজলিস তার বিয়ে সম্পন্ন করল তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ

عَلَى الْاُلْفَةِ وَالطَّيْرِ الْمَيْمُوْنِ وَالسَّعَةِ فِى الرِّزْقِ بَارَكَ اَللّٰهُ لَكُمْ دَفِّفُوْا عَلٰى رَأْسِ صَاحِبِكُمْ ـ

অর্থাৎ "আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মধ্যে মহব্বত, শুভলক্ষণ, উপজীবিকায় প্রশস্ততা এবং তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্ বরকত নাযিল করুন। তোমাদের সাথীর উপর ছিটিয়ে দাও।" তৎক্ষণাৎ সেবিকাগণ বাদাম ও তাজা খেজুরেপূর্ণ বড় বড় রেকাবী নিয়ে উপস্থিত হল; কিন্তু উপস্থিত লোকেরা তা গ্রহণ করা থেকে বিরত রইলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, "তোমরা কেড়ে নিচ্ছ না কেন?" তখন তারা বলতে লাগল, হে আল্লাহ্ রাসূল! আপনি ত আমাদেরকে লুণ্ঠন থেকে নিষেধ করতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "সেটা ত ছিল সৈনিকদের লুন্ঠন। তবে বিয়েশাদীর ব্যাপারে অন্য কথা।" বর্ণনাকারী বলেন, আমি দেখছিলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে আকর্ষণ করছিলেন এবং তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আকর্ষণ করছিলেন।

এ ব্যাপারে মুতাকাদ্দিমীন উলামায়ে কিরামের একটি দলেরও মতবিরোধ বর্ণিত রয়েছে ঃ

٤١٢٥ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سِنَانٍ اَنَّهُ كَانَ لاِبْنِ مَسْعُوْدٍ صِبْيَانٌ فِى الْكِتَابِ فَاَرَادُوْا اَنْ يَّنْتَهِبُوْا عَلَيْهِمْ فَاشْتَرٰى لَهُمْ جَوْزًا بِدِرْهَمَيْنِ وَكَرِهَ اَنْ يَنْتَهِبُوْا مَعَ الصِّبْيَانِ ـ

৪১২৫. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সিনান (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ইব্‌ন মাস্‌উদ (রা)-এর কিছু মুকাতিবী বালক ছিল, তারা নিজেদের মধ্যে কিছু বস্তু নিয়ে কাড়াকাড়ি করার ইচ্ছে করেছিল। তিনি তাদের জন্য দুই দিরহাম দিয়ে কিছু আখরোট কিনে দিয়েছিলেন। আর তারা অন্যান্য বালকদের সাথে কাড়াকাড়ি করবে, তিনি তা পসন্দ করেননি।

তার তরফ থেকে তাদের প্রতি কাড়াকাড়ি তথা লুটপাট শিখে নেয়ার আশংকার দরুন তার এরূপ বারণ করাটা বৈধ, অন্য কিছুর জন্য নয়।

٤١٢٦ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَهْبِىُّ قَالَ ثَنَا الْمَسْعُوْدِىُّ عَنِ الْقَاسِمِ اَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ اَنْ يُّوْضَعَ السُّكَّرُ فِى الْمِلْكِ وَيَكْرَهُ اَنْ يُّنْثَرَ ـ

৪১২৬. ইব্‌ন আবূ দাউদ (র) ..... আল-কাসিম (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বিয়ের মজলিসে বিতরণের সময় তাজা খেজুর ও বাদাম পাত্রে রাখাকে পসন্দ করতেন, আর ছড়িয়ে দেয়াকে অপসন্দ করতেন।

٤١٢٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّهُ كَرِهَهُ -

৪১২৭. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... ইকরামা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি এটাকে খারাপ মনে করতেন।

٤١٢٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ كُنْتُ اَمْشِىْ بَيْنَ اِبْرَاهِيْمَ وَالشَّعْبِىِّ فَتَذَاكَرَا انْثَارَ الْعُرْسِ فَكَرِهَهُ اِبْرَاهِيْمُ وَلَمْ يَكْرَهْهُ الشَّعْبِىُّ -

৪১২৮. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আল-হাকাম (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি ইব্‌রাহীম (রা) ও আশ-শা'বী (রা)-এর মাঝে চলছিলাম, তারা দুজনেই বিয়ের মজলিসে তাজা খেজুর ও অন্যান্য ফল-ফলাদি ছড়িয়ে দেয়ার প্রচলিত নিয়ম-নীতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করছিলেন। ইব্‌রাহীম (রা) এটাকে খারাপ মনে করেন; কিন্তু আশ-শা'বী (রা) এটাকে খারাপ মনে করেননি।

ইব্‌রাহীম (রা)-এর খারাপ জানাটা বৈধ হবে, কেননা তিনি কাড়াকাড়ি যারা করবে তাদের বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা করছিলেন। এ ব্যাপারে আমরা আরো গবেষণা করলাম এবং দেখতে পেলাম ঃ

٤١٢٩- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّهُ كَانَ لَا يَرٰى بِذَالِكَ بَأْسًا -

৪১২৯. সালিহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ইব্‌রাহীম (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বিয়ে শাদীর মজলিসে কাড়াকাড়ি সম্বন্ধে বলেন, "তারা তা বালকদের জন্য অনুমতি দিতেন।"

সুতরাং এ সম্পর্কে ইব্‌রাহীম (র) ও তার পূর্বেকার অনুসরণীয় ব্যক্তিবর্গ হতে যা বর্ণিত আছে, তা দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, এ হাদীসে বর্ণিত অনুমতি বালকদের জন্য ছিল। আর প্রথম অনুচ্ছেদে যে অপসন্দের কথা বলা হয়েছে, তা অবৈধ হিসেবে নয়, বরং এ আশংকায় যা আমরা বর্ণনা করেছি।

সালিহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... আল-হাসান (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি এতে ক্ষতির কিছু মনে করতেন না।

٤١٣٠- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانِ عَنْ اَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لَابَأْسَ بِانْتِهَابِ الْجَوْزِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ يَضَعُوْنَ فِىْ اَيْدِيْهِمْ -

৪১৩০. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র) ..... আল-হাসান (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আখরোটের কাড়াকাড়ি তথা লুণ্ঠনের মধ্যে কোন ক্ষতি নেই। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন (র) বলেন, তারা এগুলোকে তাদের হাতের মুষ্টিতে রাখত।

এসব হাদীসের মাধ্যমে বর্ণিত আমাদের অভিমত বৈধ সে সব হাদীসের মাধ্যমে বর্ণিত অপসন্দনীয় হতে অধিক যুক্তিযুক্ত ও সংগত। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) এর অভিমত।

كِتَابُ الطَّلَاقِ

অধ্যায় ঃ তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ

١- بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ثُمَّ يُرِيْدُ اَنْ يُطَلِّقَهَا لِلسُّنَّةِ مَتٰى يَكُوْنُ لَهُ ذٰلِكَ

১. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি তার ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর যদি সুন্নাত পদ্ধতিতে তালাক দিতে চায় তাহলে কখন এটা তার জন্য সম্ভব?

٤١٣١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَيْمَنَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ فَعَلَ ذٰلِكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَالَ ثُمَّ تَلاَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ اَيْ فِيْ قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ -

৪১৩১. আবূ বাক্‌রা (র) ও ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবুয যুবাইর (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আবদুর রহমান ইব্‌ন আইমান (র) কে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা)-এর কাছে এমন এক ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। আবদুর (র) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) একাজ করেছিলেন। তখন হযরত উমার (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তাকে তার স্ত্রী ফেরত নিতে বল। এর পর মহিলাটি পবিত্রতা অর্জন করবে। অতঃপর সে যদি চায় তাহলে তাকে তালাক দিবে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূরা তালাকের ১নং আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ অর্থাৎ হে নবী! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীগণকে তালাক দিতে ইচ্ছে করবে তাদেরকে তালাক দিতে হবে তাদের ইদ্দতের দিকে লক্ষ্য রেখে।

٤١٣٢- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلٰى اٰلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ اَوْ حَامِلٌ -

Contents

৪১৩২. ফাহাদ (র) ..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন। অতঃপর হযরত উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তাকে তার স্ত্রী ফেরত আনতে বল। অতঃপর যদি সে চায় তাকে পবিত্র অবস্থায় কিংবা গর্ভ অবস্থায় যেন তালাক প্রদান করে।

٤١٣٣- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ ثَنَا أَبُوْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِيْ وَهِيَ حَائِضٌ فَرَدَّهَا عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى طَلَّقْتُهَا وَهِيَ طَاهِرٌ -

৪১৩৩. সালিহ ইব্‌ন আব্দুর রহমান (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলাম। আর সে ছিল ঋতুবতী, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে আমার কাছে ফেরত পাঠান যেন আমি যদি চাই তাহলে তাকে যেন পবিত্র অবস্থায় তালাক প্রদান করি।

٤١٣٤- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ الْحِمَّانِيُّ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ -

৪১৩৪. ফাহাদ (র) ..... আবূ বিশ্‌র (র) হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤١٣٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا هَاشِمُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهٗ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهٗ طَلَّقَ امْرَأَتَهٗ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتٰى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهٗ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قُلْتُ وَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيْقَةِ قَالَ فَمَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُوْ بَكْرَةَ فِيْ حَدِيْثِهٖ هٰذَا غَيْرَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِيْهِ -

৪১৩৫. আবূ বাক্‌রা (র) ..... ইউনুস ইব্‌ন জুবাইর (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা)-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যে তার স্ত্রীকে ঋতুবতী অবস্থায় তালাক দিয়েছে। ইউনুস ইব্‌ন জুবাইর (র) মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন-কে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা)-কে চিন? আমি বললাম, 'হ্যাঁ', তিনি বললেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) তার নিজ স্ত্রীকে ঋতুবতী অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। তখন উমার (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে আগমন করেন এবং তার কাছে ঘটনাটি উল্লেখ করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তাকে হুকুম কর সে যেন তার স্ত্রীকে ফেরত নিয়ে আসে। অতঃপর যখন তার স্ত্রী পবিত্রতা-অর্জন করবে তখন যেন প্রয়োজনে তাকে তালাক দেয়। আমি বললাম, ঐ তালাকের জন্য কি ইদ্দত পালন করতে হবে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাহলে আর কী? তুমি কি ধারণা কর, যদি সে অপারগ হয়ে থাকে বা বোকামী করে থাকে? তবে আবূ বাক্‌রা তার হাদীস বর্ণনায় এ অংশটুকু উল্লেখ করেননি।

٤١٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَنَسُ بْنُ سِيْرِيْنَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذٰلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَاذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا فَقِيْلَ اَيَحْتَسِبُ بِهَا قَالَ فَمَهْ -

৪১৩৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযাইমা (র) ..... আনাস ইব্‌ন সীরীন (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি তার নিজ স্ত্রীকে ঋতুবতী অবস্থায় তালাক দেন। উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে ঘটনাটি উল্লেখ করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তাকে হুকুম কর সে যেন তার স্ত্রীকে ফেরত নিয়ে আসে। অতঃপর যখন সে পবিত্রতা অর্জন করবে তখন যেন প্রয়োজনে তালাক দেয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হল, তার কি ইদ্দত পালন করতে হবে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তাহলে আর কী?

٤١٣٧- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا الْفَضْلُ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ صَنَعْتَ فِيْ امْرَأَتِكَ الَّتِيْ طَلَّقْتَ قَالَ طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضُ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِعُمَرَ فَاَتٰى عُمَرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا عِنْدَ طُهْرٍ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَيُعْتَدُّ بِالطَّلَاقِ الْاَوَّلِ قَالَ وَمَا يَمْنَعُنِيْ اِنْ كُنْتَ اَسَأْتَ وَاسْتَحْمَقْتَ -

৪১৩৭. ফাহাদ (রা) ..... আনাস ইব্‌ন সীরীন (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি আপনার স্ত্রী সম্বন্ধে কি করেছেন, যখন তাকে আপনি তালাক দিয়েছিলেন? তিনি বলেন, আমি তাকে ঋতুবতী অবস্থায় তালাক দিয়েছিলাম। আমি এটা আমার পিতা হযরত উমর (রা)-এর কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আগমন করলেন এবং তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, "তাকে হুকুম কর সে যেন তার স্ত্রীকে রাজায়াত করে বা ফেরত আনে। অতঃপর তাকে পবিত্র অবস্থায় যেন প্রয়োজনে তালাক দেয়।" তিনি বলেন, অতঃপর আমি বললাম, আপনার জন্যে আমি কুরবান, আর প্রথম তালাকের কি ইদ্দত পালন করতে হবে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি অন্যায় করে থাকলে বা বোকামি করে থাকলে আমি কী করতে পারি।

٤١٣٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا الْخُصَيْبُ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ ثَنِىْ مُغِيْرَةُ بْنُ يُوْنُسَ هُوَ ابْنُ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قُلْتُ رَجُلُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضُ قَالَ اَتَعْرِفُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضُ فَاَتٰى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَاَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فِيْ قُبُلِ عِدَّتِهَا -

৪১৩৮. সুলাইমান ইব্ন শুয়াইব (র) ..... ইউনুস ইব্ন জুবাইর (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, বললাম, আপনি এ ব্যক্তি সম্বন্ধে কি বলেন, যে তার স্ত্রীকে ঋতুবতী অবস্থায় তালাক প্রদান করে? ইউনুস ইব্ন জুবাইর (রা) মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র)-কে বললেন, তুমি কি আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা)-কে চিন? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ', এর পর তিনি বললেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) নিজ স্ত্রীকে ঋতুবতী অবস্থায় তালাক দেন। অতঃপর উমার (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আগমন করেন ও এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে স্ত্রী ফেরত নেয়ার জন্যে ও ইদ্দতের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রয়োজনে তালাক দেয়ার নির্দেশ প্রদান করলেন।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম উপরোক্ত হাদীসগুলোকে দলীল হিসেবে পেশ করেন, কোন ব্যক্তি যদি ঋতু অবস্থায় নিজ স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে তাহলে সে পাপের কাজ করল। তার উচিত রাজায়াত করা বা স্ত্রীকে ফেরত নেয়া। কেননা তার তালাকটি ভুল বা ত্রুটিপূর্ণ তালাক। যদি সে তাকে ইদ্দত অতিবাহিত হতে দেয় তাহলে ভুল তালাকের দরুন স্ত্রী তার থেকে পৃথক হয়ে যাবে। কিন্তু তাকে হুকুম দেয়া হয়েছে সে যেন রাজায়াত করে, তাহলে সে তাকে ভুল বা ত্রুটিপূর্ণ তালাকের উপকরণগুলো থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারে। অতঃপর তাকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেবে, যাতে সে ঋতু থেকে পবিত্রতা অর্জন করতে পারে। অতঃপর প্রয়োজনে সে তাকে ত্রুটি বিহীন তালাক দিবে। মহিলাটি টিবিহীন তালাকের ইদ্দত অতিবাহিত করবে। ইদ্দতের মধ্যে ব্যক্তিটি যদি ইচ্ছে করে তার স্ত্রীকে রাজা'য়াত করবে বা তাকে ফেরত নিবে এবং সে পুনরায় তার স্ত্রী হয়ে থাকবে ও ইদ্দত বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি সে ইচ্ছে করে তাহলে তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে রাখবে যাতে মহিলাটি সঠিক তালাকের দরুন তার স্বামী থেকে পৃথক বা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। এটা হযরত ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত।

অন্য একদল আলিম এ ব্যাপারে উপরোক্ত উলামার বিরোধিতা করেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আবু ইউসুফ (র)। তারা মনে করেন যে, যদি কোন ব্যক্তি তার ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দেয় তাহলে এরপর তার জন্যে তাকে তালাক দেয়া সিদ্ধ নয় যতক্ষণ না সে তার ঋতু থেকে পবিত্রতা অর্জন করে এবং দ্বিতীয় বার ঋতুবতী হয় ও পুনরায় ঋতু থেকে পবিত্রতা অর্জন করবে। প্রথম দলের পক্ষে আমরা যেসব হাদীস বর্ণনা করেছি এগুলোর বিপক্ষে নিম্ন বর্ণিত হাদীসগুলো তারা উল্লেখ করেন ঃ

٤١٣٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ وَابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنِى اللَّيْثُ قَالَ ثَنِى عُقَيْلُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذٰلِكَ عُمَرُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ فَتَطْهُرَ فَاِنْ بَدَالَهُ اَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ اَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا اَمَرَ اللّٰهُ -

৪১৩৯. নসর ইব্ন মারযূক (র) ও ইব্ন আবূ দাঊদ (র) ..... সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) তাকে সংবাদ দিয়েছেন, তিনি একদিন তার ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এ ঘটনাটি উল্লেখ করা হলে তার প্রতি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অসন্তুষ্ট হন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ সে যেন তাকে রাজায়াত করে অর্থাৎ তাকে ফেরত নেয়। অতঃপর তাকে পবিত্রতা অর্জন করতে সময় দেয়। আবার ঋতুবতী হতে দেয় এবং পবিত্রতা অর্জন করতে সুযোগ দেয়।

এরপর যদি তাকে তালাক দেয়া প্রয়োজন হয় তাহলে তাকে স্পর্শ করার পূর্বে পবিত্র অবস্থায় যেন তালাক দেয়। এ ইদ্দতটি পালন করা হয় যেমন আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ করেছেন।

٤١٤٠ـ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৪১৪০. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ..... আবূ সালিহ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤١٤١ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِىْ اَمَرَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءَ ـ

৪১৪১. ইউনুস (র) ..... নাফি' (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যামানায় তার এক ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দেন। উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তাকে হুকুম দাও সে যেন তার স্ত্রীকে রাজায়াত করে। এরপর তাকে অনুমতি দেয় সে যেন পবিত্রতা অর্জন করে আর আবার ঋতুবতী হয় ও পবিত্রতা অর্জন করে। এ ইদ্দত সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ করেছেন যেন তার দিকে লক্ষ্য রেখে স্ত্রীদেরকে তালাক দেয়া হয়।

٤١٤٢ـ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا الْقَعْنَبِىُّ قَالَ ثَنَا مَالِكُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ اِنْ شَاءَ طَلَّقَ ـ

৪১৪২. সালিহ ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন। তবে তিনি আরো বলেন, অতঃপর তাকে অনুমতি দিবে যাতে সে যেন পবিত্রতা অর্জন করতে পারে। পুনরায় ঋতুবতী হয় ও পবিত্রতা অর্জন করে। এরপর যদি সে চায় তাহলে যেন সে তাকে তালাক দেয়।

٤١٤٣ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ اَيُّوْبَ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ اَيُّوْبَ وَعُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৪১৪৩. মুহাম্মদ ইব্ন খুযাইমা (রা) .... নাফি' (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি ইব্ন উমার (রা) ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤١٤٤ـ وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْبَرْقِىُّ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ وَمُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ قَبْلَ اَنْ يُجَامِعَهَا ـ

৪১৪৪. আহমাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রাহীম আল-বারাকী (র) ..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। এরপর তিনি অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করে এটুকু অতিরিক্ত করেন যে, সে যদি চায় তাহলে সংগম করার পূর্বে যেন তালাক দেয়।

٤١٤٥- حَدَّثَنَا فَهْدُ وَحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالاَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ قَالَ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ ثَنْى نَافِعُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ -

৪১৪৫. ফাহাদ (র) ও হুসাইন ইব্‌ন নস্‌র (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেন।

প্রকাশ থাকে যে, ইব্‌ন উমার (রা) থেকে নাফি‘ ও সালিম যে সকল হাদীস বর্ণনা করেন এগুলোর মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে, স্বামী যেন মহিলাটিকে অনুমতি দেয় সে তার ঋতু থেকে পবিত্রতা অর্জন করবে, পুনরায় ঋতুবতী হবে ও পুনরায় পবিত্রতা অর্জন করবে। এ সংযোজিত অতিরিক্ত অংশের জন্যেই এ হাদীসগুলো পূর্বেকার হাদীসগুলো থেকে শ্রেষ্ঠ। হাদীসের মাধ্যমে এ অনুচ্ছেদের বর্ণনা পেশ করা হয়। চিন্তাভাবনা ও যুক্তির মাধ্যমে এ অনুচ্ছেদের বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হল।

এখানে আমরা একটি মূলনীতি দেখতে পাই যে, কোন এক ব্যক্তিকে ঋতুবতী অবস্থায় নিজ স্ত্রীকে তালাক দিতে নিষেধ করা হয়েছে এবং যে তহুর বা পবিত্র অবস্থায় একবার তালাক দেয়া হয়েছে সে তহুরে দ্বিতীয় বার তালাক দিতেও নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং যে তহুরে একবার তালাক দেয়া হয়েছে সে তহুরে আবার তালাক দেয়াকে এমনভাবে নিষেধ করা হয়েছে, যেমন ঋতুবতী অবস্থায় তালাক দেয়াকে নিষেধ করা হয়েছে। অতঃপর আমরা লক্ষ্য করি যে, উলামায়ে কিরাম ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে মতভেদ করছেন না, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে ঋতুবতী অবস্থায় সংগম করে, অতঃপর সে তাকে সুন্নাত পদ্ধতি অনুযায়ী তালাক দিতে চায়। তার জন্যে এটা নিষিদ্ধ যতক্ষণ না মহিলাটি সংগমকৃত ঋতুবতী অবস্থা থেকে পবিত্রতা অর্জন করে এবং এরপর আরেকটি ঋতু থেকে পবিত্রতা অর্জন করে। সুতরাং ঋতু অবস্থায় সংগম করাকে ঋতুবতী অবস্থার পরে পবিত্র অবস্থায় সংগম করার সাথে সমতুল্য করা হয়েছে। তাই প্রতিটি ঋতু অবস্থার পরে পবিত্র অবস্থাকে তালাক হওয়ার ক্ষেত্রে ঋতু অবস্থার সমতুল্য করা হয়েছে। আর যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে ঋতু অবস্থায় সংগম করে এরপর তাকে তালাক দেয়া তার জন্যে বৈধ নয়; যতক্ষণ না সংগম ও তালাকের মধ্যে একটি পূর্ণ ঋতু অবস্থা অতিক্রান্ত হয়।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে উপসংহার টানা যায় যে, যদি কেউ ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দেয় অতঃপর ঋতু অবস্থা থেকে পবিত্র হওয়ার পর সে তালাক দিতে চায় তাহলে এটা তার জন্যে বৈধ হবে না; যতক্ষণ না প্রথম তালাক ও দ্বিতীয় তালাকের মধ্যে একটি পরিপূর্ণ ঋতু অতিক্রান্ত হয়। হাদীসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ অনুচ্ছেদে এটাই আমাদের যুক্তি। আর এটা আবূ ইউসুফ (র) -এর অভিমত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা)-কে প্রথম তালাকের পর একটি পরিপূর্ণ ঋতু অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে যে তালাক দিতে নিষেধ করেছেন অর্থাৎ দুই তালাকের মধ্যবর্তী একটি পরিপূর্ণ ঋতু অতিক্রান্ত হওয়া যে শর্ত করেছেন, তা একথার একটি প্রমাণ যে, সুন্নাত পদ্ধতির তালাকের ক্ষেত্রে এক তহুরে দুই তালাক একত্রিত হয় না। আর এটাই হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

٢- بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ ثَلَاثًا مَعًا

২. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে একত্রে তিন তালাক প্রদান করে

٤١٤٦- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اِبْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ اَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ اَتَعْلَمُ اَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ تَجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِى بَكْرٍ وَثَلَاثًا مِّنْ اِمَارَةِ عُمَرَ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ -

৪১৪৬. রাওহ ইব্ন আল-ফারাজ (র)..... আবুস সাহবা হতে বর্ণনা করেন। তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলেন, আপনি কি জানেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হত? আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, 'হ্যাঁ'।

আবূ জাফর আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল ওলামায়ে কিরাম অভিমত পেশ করেন, কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে একত্রে তিন তালাক প্রদান করলে যদি সুন্নাত ওয়াক্ত অর্থাৎ পবিত্র অবস্থায় সংগম বিহীন হয় তাহলে এটা এক তালাক হিসেবে গণ্য হবে। এ সম্পর্কে তারা উপরোক্ত হাদীসটিকে দলীল হিসেবে পেশ করেন এবং বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তার বান্দাদেরকে বিশেষ একটি সময়ে তালাক দিবার জন্যে হুকুম করেন, যদি তারা আল্লাহ্র হুকুমের বিপরীত করে তাহলে তাদের প্রদত্ত তালাক গণ্য করা হবে না। তারা আরো বলেন, তোমরা কি লক্ষ্য কর না, কোন ব্যক্তি যদি অন্য ব্যক্তিকে নির্দেশ দেয় যে কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে যেন তার স্ত্রীকে তালাক দেয় কিন্তু সে তালাক দিল অন্য সময়ে অথবা কোন নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে তালাক দেয় কিন্তু সে তার স্ত্রীকে তালাক দিল শর্ত পালন ব্যতীত, তাহলে নির্দেশের বিপরীত করায় তা দেয়া তালাক গণ্য হবে না। তারা বলেন, আল্লাহ্ বান্দাদেরকে নির্দেশিত তালাকটি এরূপ, যখন তারা আল্লাহ্র নির্দেশ মুতাবিক তালাক দিবে তখন তাদের তালাক গণ্য হবে। আর যখন তারা আল্লাহ্র নির্দেশের বিপরীত তালাক দিবে তখন তালাক গণ্য হবে না।

অধিকাংশ উলামা উপরোক্ত অভিমতের বিরোধিতা করেন এবং বলেন, আল্লাহ্র বান্দাদেরকে তালাক প্রদানের প্রদত্ত নির্দেশ পালন করা হয়েছে বলে তোমরাও তা উল্লেখ করেছ। আর তা হল মহিলাটি যখন সংগমবিহীন পবিত্র অবস্থায় থাকবে কিংবা গর্ভবতী হবে। যদি তারা তালাক দেয়ার ইচ্ছে করে তাহলে যেন তিন তালাক পৃথক পৃথকভাবে প্রদান করে এবং একত্রে যেন না করে। যখন তারা এ নির্দেশের ব্যতিক্রম করল এবং এমন সময়ে তালাক প্রদান করল, যে সময়ে তালাক দেয়া উচিত নয়। আর যতটি তালাক দেয়ার নির্দেশ ছিল তার থেকেও বেশি সংখ্যক প্রদান করল, তাই তারা যতগুলো তালাক দিয়ে দেয় সবগুলোই গণ্য হবে এবং আল্লাহ্র হুকুম লংঘন করায় তারা গুনাহ্গার হবে। উপরে প্রতিপক্ষ যেই উকালতের কথা বলেছে, এ তালাক কিন্তু উকালতের মত নয়। কেননা উকিলগণ যখন তাদের মক্কেলের জন্য কাজ করে থাকে তখন তারা মক্কেলের স্থানে উপনীত হয়। তাই তাদেরকে যা হুকুম দেয়া হয় সেইরূপ যদি তারা করে তাহলে কাজটি সম্পন্ন হয়েছে বলে বিবেচিত হবে আর তাদেরকে যা বলা হয়েছে তার ব্যতিক্রম যদি তারা করে তাহলে কাজটি সম্পন্ন হয়েছে বলে গণ্য করা হবে না, কিন্তু তালাকের ক্ষেত্রে বান্দারা নিজের জন্য কাজটি করে অন্যের জন্যে করে

না এবং তাদের প্রতিপালকের জন্যেও করে না। আর কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে তারা অন্যের প্রতিনিধিও হয় না। যদি তারা প্রতিনিধি হত তাহলে তাদের দ্বারা নির্দেশিত কাজটি সম্পাদন হয়েছে বলে গণ্য হত। সুতরাং তারা যা করেছে তা-ই গণ্য হবে, যদিও তাদেরকে একাজ করতে নিষেধ করা হয়েছিল। এ রকম আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পাই। আল্লাহ্ তার বান্দাদেরকে তা করতে নিষেধ করেছেন; কিন্তু যখন তারা করে ফেলে তখন তা তাদের উপরে ওয়াজিব হয়ে যায়।

এগুলোর একটি উদাহরণ হল যিহার, যাকে খারাপ কথা ও মিথ্যা কথা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে; কিন্তু তা করার পর নিজ স্ত্রী স্বামীর কাছে হারাম হয়ে যায়, যতক্ষণ না সে আল্লাহ্র নির্দেশিত কাফ্ফারা আদায় করে। যিহারকে আমরা মন্দ কথা ও মিথ্যা কথা বলে জানার পরও আমরা দেখতে পাই যে, যিহারের দ্বারা হুরমত প্রকাশ পায়। অনুরূপভাবে তালাকও একটি নিষিদ্ধ জিনিস, মন্দ ও মিথ্যে কথা। কিন্তু তার দ্বারা হুরমত ওয়াজিব হয়ে যায়। আমরা আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা)-এর স্ত্রীকে তালাকের ক্ষেত্রে দেখেছি, উমার (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলে তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে রাজায়াত করার হুকুম দিয়েছিলেন। এ হাদীসটি মুতাওয়াতির হাদীসের পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে এ হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে। যদি আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা)-এর স্ত্রী ঋতু অবস্থায় থাকায় তালাক প্রদান করায় তালাক হিসেবে গণ্য না হত তাহলে রাজায়াত করার জন্য হুকুম দেয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষেও সমীচীন হত না।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঋতু অবস্থায় প্রদত্ত তালাককে তালাক হিসেবে গণ্য করেছেন, অথচ ঐ সময় তালাক দেয়া হালাল নয়। অনুরূপভাবে যদি কেউ তার স্ত্রীকে তিন তালাক একত্রে দেয় তাহলে তিনটি তালাকই তালাক হিসেবে গণ্য হবে। যদিও সে তার নির্ধারিত ও নির্দেশিত কাজের বিপরীত করেছে। আর এ অনুচ্ছেদের এটাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণিত হাদীসটিও আমাদের জন্যে একটি অকাট্য প্রমাণ। ঐ হাদীসে রয়েছে যখন উমার (রা)-এর যামানা শুরু হয় তখন উমার (রা) বলেন, হে জনগণ! পূর্বে তালাক সম্বন্ধে তোমাদের মধ্যে ধৈর্য ছিল। আর এখন যে ব্যক্তি তালাকের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ প্রদত্ত ধৈর্যকে ত্বরা করছে তার ক্ষেত্রে আমরা এটাকে গণ্য করব।

٤١٤٧ـ حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ ابْنُ اَبِىْ عِمْرَانَ قَالَ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اَبِىْ اِسْرَائِيْلَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنْصُوْرِ الرَّمَادِىْ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ الْحَدِيْثِ الَّذِىْ ذَكَرْنَاهُ فِىْ اَوَّلِ هٰذَا الْبَابِ غَيْرَ اَنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا اَبَا الصَّهْبَاءِ وَلاَ سُؤْلَهُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا ـ

৪১৪৭. ইব্ন আবূ ইমরান (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে এ অনুচ্ছেদের প্রথমে বর্ণিত হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেন। তবে তিনি আবুস সাহবার কথা উল্লেখ করেননি এবং ইব্ন আব্বাস (রা)-কে তিনি যে প্রশ্ন করেছেন তাও উল্লেখ করেননি।

তিনি শুধু আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর প্রতি উত্তরের ন্যায় বর্ণনা করেন ও এরপর হযরত উমার (রা)-এর কথা বর্ণনা করেন, যা এ হাদীসের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত উমর (রা) জনগণকে উদ্দেশ্য

করে বলেন। তাদের মধ্যে সাহাবায়ে কিরাম (রা) উপস্থিত ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যামানায় এ সম্পর্কে যেসব ঘটনা ঘটে গেছে তাও তারা জানেন। তারা কেউ হযরত উমর (রা)-এর এ কাজকে খারাপ মনে করেননি এবং কোন প্রতিরোধকারীও প্রতিরোধ করেননি। তাহলে পূর্ববর্তী হুকুম রহিত হয়ে যাবার জন্যে এটা একটি বড় দলীল হিসেবে গণ্য। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সমস্ত সাহাবীর কাজ যেরূপ দলীল হিসেবে গণ্য তাদের কোন কথায় ঐক্যমত পোষণ করাও অকাট্য দলীল হিসেবে গণ্য। তাদের কোন একটি বর্ণনা যেমন সন্দেহ ও ত্রুটির বহু উর্ধে গ্রহণীয়, অনুরূপভাবে তাদের সিদ্ধান্তও সন্দেহ এবং ত্রুটির উর্ধ্বে গ্রহণযোগ্য।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যামানায় আমরা কিছু কিছু শব্দ পেয়েছি যেগুলোর অর্থ ও প্রয়োগ পরবর্তী যামানায় পরিবর্তন হয়ে যায় ও সাহাবীদের যামানায় এগুলো পূর্ববর্তী অর্থে আর ব্যবহৃত হয় নি। কেননা এগুলোর মধ্যে তারা এমন মর্মকথা পেয়েছেন, যা পূর্বে সুপ্ত ছিল। কাজেই পরবর্তীটা পূর্ববর্তীর জন্যে হবে নাসিখ বা রদকারী দলীল। এ ধরনের বস্তু যেমন ভাতাভোগী সেনাবাহিনীর তালিকা প্রণয়নের কার্য, ছেলেমেয়েদের মাতা দাসীকে বিক্রি নিষিদ্ধ করণ পূর্বে তারা বিক্রি হত, মদ্যপানের শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সময় নির্ধারণের পূর্বে এরূপ সময় নির্ধারিত ছিল না। অতঃপর সাহাবায়ে কিরাম যখন অন্য রকম করেছেন এবং আমরা এ সম্বন্ধে অবহিত হয়েছি তখন আমাদের জন্যে সাহাবীদের কার্যকলাপের ব্যতিক্রম করা বৈধ হবে না। অনুরূপভাবে তিন তালাক একত্রে প্রদান করার পর আমরা তার কার্যকারিতা সাহাবীদের যুগে প্রত্যক্ষ করেছি, তাই এখনও একত্রে তিন তালাক দেয়া হলে এটাকে তিন তালাক গণ্য করতে হবে, এটার ব্যতিক্রম করা আমাদের জন্য বৈধ হবে না। যদিও আমরা জানি যে, পূর্বে এরূপ করা হত। অতঃপর এ ইব্‌ন আব্বাস (রা) ফাতওয়া দিতেন, যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে একত্রে তিন তালাক দেবে তা তিন তালাক হিসেবে গণ্য হবে এবং তার স্ত্রী তার জন্যে হারাম হয়ে যাবে।

٤١٤٨- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُذَيْفَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ اِنَّ عَمِّيْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَقَالَ اِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللّٰهَ فَاَثَمَّهُ اللّٰهُ وَاَطَاعَ الشَّيْطٰنَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا فَقُلْتُ كَيْفَ تَرٰى فِيْ رَجُلٍ يُحِلُّهَا لَهُ فَقَالَ مَنْ يُخَادِعُ اللّٰهَ يُخَادِعْهُ -

৪১৪৮. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... মালিক ইব্‌ন হারিস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কাছে আগমন করেন এবং বলেন, আমার চাচা তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে।" তিনি বললেন, "তোমার চাচা আল্লাহর নাফরমানী করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে গুনাহগার করবেন, সে শয়তানের আনুগত্য করেছে। তাই আল্লাহ তার জন্যে বের হওয়ার স্থান সৃষ্টি করেননি।" অতঃপর আমি বললাম, আপনি ঐ ফাতওয়াদাতা ব্যক্তি সম্বন্ধে কি বলেন, যে মহিলাটিকে তার জন্যে হালাল মনে করে? তিনি তখন বলেন, যে আল্লাহ্‌কে ধোঁকা দেয়, আল্লাহ্ তাকে তার ধোঁকার শাস্তি প্রদান করেন।

٤١٤٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ قَالَ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ اَنْ يَدْخُلَ

بِهَا ثُمَّ بَدَالَهُ اَنْ يَنْكِحَهَا فَجَاءَ يَسْتَفْتِي فَذَهَبْتُ مَعَهُ اَسْأَلُ لَهُ اَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالاَ لاَ نَرٰى اَنْ تَنْكِحَهَا حَتّٰى تَتَزَوَّجَ زَوْجًا غَيْرَكَ فَقَالَ اِنَّمَا كَانَ طَلاَقِيْ اِيَّاهَا وَاحِدَةً فَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رض اِنَّكَ اَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ ـ

৪১৪৯. ইউনুস (র) ..... মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াস ইব্‌ন আল-বুকাইর (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি সংগমের পূর্বে তার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে, অতঃপর সে তাকে বিয়ে করার মনস্থ করে। সে আমার কাছে ফাতওয়া তলব করার জন্যে আগমন করল। তখন আমি তার সাথে আবূ হুরাইরা (রা)-এর কাছে আগমন করলাম। আমি আবূ হুরাইরা (রা) ও আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা)-কে তার এ ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তারা দু'জনে বললেন, তোমাকে ছাড়া অন্য স্বামীকে বিয়ে করা ব্যতীত আমরা তার জন্যে অন্য কোন ব্যবস্থা দেখিনা। ঐ ব্যক্তিটি বলল, "আমিও তাকে মাত্র এক তালাক দিয়েছি" (অর্থাৎ একত্রে তিন তালাক দিয়েছি তাই এক তালাক হিসেবে গণ্য)। আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) বলেন, তোমার হাতে যে ক্ষমতা ছিল তা তুমি তোমার হাত থেকে ইতোমধ্যে অন্যত্র নিক্ষেপ করে দিয়েছ।"

٤١٥٠ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهُ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْاَشَجِّ اَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِيْ عَيَّاشٍ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ اَيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ فَقَالَ اِنَّ رَجُلاً مِّنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ اَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَاذَا تَرَيَانِ فَقَالَ اِبْنُ الزُّبَيْرِ اِنَّ هٰذَا الْاَمْرَ مَالَنَا فِيْهِ مِنْ قَوْلٍ فَاذْهَبْ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَاَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَاسْأَلْهُمَا ثُمَّ اِيْتِنَا فَاَخْبِرْنَا فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا فَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ لِاَبِيْ هُرَيْرَةَ اَفْتِهِ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ فَقَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ الْوَاحِدَةُ تُبِيْنُهَا وَالثَّلاَثُ تُحَرِّمُهَا حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ـ

৪১৫০. ইউনুস (র) ..... মুয়াবিয়া ইবন আবু আইয়াশ আল-আনসারী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি একদিন আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা) ও আসিম ইবন উমার (রা)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন তাদের কাছে মুহাম্মদ ইবন ইয়াস ইবন আল-বুকাইর (র) আগমন করলেন এবং বললেন ঃ একজন মরুবাসী সংগমের পূর্বে তার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে। এখন আপনারা দু'জন এ সম্পর্কে কি বলেন? আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা) বলেন, "এ ব্যাপারে আমাদের কিছু বলার নেই। তুমি আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) ও আবূ হুরাইরা (রা)-এর কাছে গমন করবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, অতঃপর আমাদের কাছে আগমন করবে; এবং খবর দেবে যে, তারা কি বলেছেন।" মুহাম্মদ ইবন ইয়াস ইবন আল-বুকাইর (র) তাদের কাছে গমন করলেন এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) আবূ হুরাইরা (রা) কে বলেন, "আপনি ফাতওয়া দিন হে আবূ হুরাইরা! আপনার কাছে একটি জটিল বিষয় এসেছে।" আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, "এক তালাক স্ত্রীলোকটিকে তার স্বামী থেকে পৃথক করে দেয় আর তিন তালাক তাকে তার স্বামীর জন্যে হারাম করে দেয়; যতক্ষণ না সে অন্য স্বামীকে বিয়ে করে।"

٤١٥١ـ حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَاَبَا هُرَيْرَةَ وَابْنَ عُمَرَ عَنْ طَلاَقِ الْبِكْرِ ثَلاَثًا وَهُوَ مَعَهُ فَكُلُّهُمْ قَالَ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ ـ

৪১৫১. রাবী' আল-মুয়াযযিন (র) ..... মুহাম্মদ ইবন ইয়াস ইব্‌ন আল-বুকাইর (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা), আবূ হুরাইরা (রা) ও আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-কে সংগম বিহীন তিন তালাক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। মুহাম্মদ ইবন ইয়াস ইবন আল-বুকাইর (র) তার সাথে ছিলেন। তখন তারা সকলে বললেন, মহিলাটি তোমার জন্যে হারাম হয়ে গিয়েছে।

٤١٥٢ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلْمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُمَا قَالاَ فِى الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلاَثًا لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ـ

৪১৫২. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) ও ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তারা দু'জনই সংগম বিহীন তিন তালাক প্রাপ্তা সম্পর্কে বলেন, "মহিলাটি তার স্বামীর জন্যে হারাম হয়ে যাবে যতক্ষণ না সে অন্য স্বামীকে বিয়ে করবে।"

٤١٥٣ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً فَقَالَ ثَلاَثٌ تُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ وَسَبْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ فِىْ رَقَبَتِهِ اِنَّهُ اتَّخَذَ اٰيَاتِ اللّٰهِ هُزُوًا ـ

৪১৫৩. আবূ বাক্‌রা (র) ..... সায়ীদ ইবন জুবাইর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করল যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একশত বার তালাক দিয়েছে। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেন, তিন তালাকই স্ত্রীলোকটিকে তার স্বামীর জন্যে হারাম করে দেয়। আর বাকী ৯৭টির দায়ভার তার গর্দানে রয়ে গেল। কেননা সে আল্লাহ্‌র বিধানকে ঠাট্টা-তামাশার বস্তু করেছে।"

٤١٥٤ـ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ ـ

৪১৫৪. আলী ইব্‌ন শাইবা (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٤١٥٥ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ نَجِيْحٍ وَحَمِيْدِ الْاَعْرَجِ عَنْ مُجَاهِدٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً فَقَالَ عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ لَمْ تَتَّقِ اللّٰهَ فَيَجْعَلْ لَكَ مَخْرَجًا مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ فِىْ قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ـ

৪১৫৫. ইব্‌ন মারযূক (র) ...... মুজাহিদ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ইবন আব্বাস (রা)-কে বলেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একশত বার তালাক দিয়েছে। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেন, তুমি তোমার প্রতিপালকের নাফরমানী করেছ। তোমার স্ত্রী তোমার থেকে পৃথক হয়ে যাবে। তুমি আল্লাহকে ভয় করনি। যদি ভয় করতে তোমার জন্য আল্লাহ তা'আলা বের হওয়ার একটি পথ করে দিতেন। কেননা যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার পথ করে দেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ـ

অর্থাৎ হে নবী ! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীগণকে তালাক দিতে ইচ্ছে করবে তাদেরকে তালাক দিবে ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্যান্য সাহাবী থেকে এ সম্পর্কে অনুরূপ বহু বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে ঃ

٤١٥٦ـ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ وَاَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ قَالَ فِيْمَنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ اَنْ يَّدْخُلَ بِهَا قَالَ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ـ

৪১৫৬. সালিহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌ঊদ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি সঙ্গমের পূর্ব নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক দেয় তার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হল এই যে, তার স্ত্রী তার জন্যে হালাল হবেনা যতক্ষণ না সে অন্য স্বামীকে বিয়ে করবে।"[১]

٤١٥٧ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ مِائَةً قَالَ ثَلاَثٌ تُبِيْنُهَا مِنْكَ وَسَائِرُهَا عُدْوَانٌ ـ

৪১৫৭. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌ঊদ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তাকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, সে তার স্ত্রীকে একশত বার তালাক দিয়েছিল। তিনি বলেন, "তিন তালাক তোমার স্ত্রীকে তোমার থেকে পৃথক করে দিবে। আর বাকি সবগুলো হচ্ছে সীমালংঘন।"

٤١٥٨ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ اَبِيْ عَيَّاشٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو فَسَالَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ اَنْ يَمَسَّهَا قَالَ عَطَاءٌ فَقُلْتُ لَهُ طَلاَقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اِنَّمَا اَنْتَ قَاصٌّ اَلْوَاحِدَةُ تُبِيْنُهَا وَالثَّلاَثُ تُحَرِّمُهَا حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ـ

৪১৫৮. ইউনুস (র) ..... আতা ইব্‌ন ইয়াসার (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা)-এর কাছে আগমন করে অন্য এক ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে যে, সে তার স্ত্রীকে সঙ্গমের

পূর্বে তিন তালাক প্রদান করে। আতা বলেন, আমি তাকে বললাম, সঙ্গম বিহীন তিন তালাক তো এক তালাক হিসেবে গণ্য। আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, তুমি তো কাহিনীকার (অর্থাৎ অজ্ঞ ব্যক্তি) হুকুম রহিত হয়ে গেছে। তুমি জেনে রেখো ঃ এক তালাক মহিলাটিকে পৃথক করে দেয় আর তিন তালাক তাকে তার স্বামীর জন্যে হারাম করে দেয়, যতক্ষণ না সে অন্য স্বামীকে বিয়ে করবে।

٤١٥٩- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ وَيَحْيى بْنُ اَيُّوْبَ قَالاَ ثَنَا ابْنُ الْهَادِ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ اَلْوَاحِدَةُ تُبِيْنُهَا وَالثَّلاَثُ تُحَرِّمُهَا -

৪১৫৯. ফাহাদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "এক তালাক মহিলাটিকে পৃথক করে দেবে আর তিন তালাক তাকে স্বামীর কাছে হারাম করে দেবে।"

٤١٦٠- حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ هُوَ ابْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لاَتَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ قَالَ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اِذَا اُتِىَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا اَوْجَعَ ظَهْرَهُ -

৪১৬০. সালিহ (র) ..... আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "স্ত্রীলোকটি তার স্বামীর জন্যে হালাল হবেনা যতক্ষণ না সে অন্য এক স্বামীকে বিয়ে করে।" তিনি আরো বলেন, হযরত উমার (রা)-এর কাছে যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একত্রে তিন তালাক দিয়ে আগমন করত তিনি তার পিঠ ব্যথা করে দিতেন।

٤١٦١- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ فِى الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلاَثًا اِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ -

৪১৬১. ইউনুস (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্উদ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সঙ্গমের পূর্বে যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে তাহলে স্ত্রীলোকটি তার জন্যে হালাল হবেনা, যতক্ষণ না সে অন্য স্বামীকে বিয়ে করবে।

٤١٦٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ ثَنِى شَقِيْقٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ -

৪১৬২. ইউনুস (র) ..... উমার (রা) হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন করেন যে, আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে, বান্দাদেরকে হুকুম দেয়া হয়েছে তারা যেন কতগুলো শর্ত মেনে মহিলাদেরকে বিয়ে করে। একটি শর্ত হল তাদেরকে মহিলাদের ইদ্দতের মধ্যে বিয়ে করার জন্যে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং যদি কেউ কোন মহিলাকে তার ইদ্দতের মধ্যে বিয়ে করে তাহলে তার এ বিয়ে মহিলাটির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে না। মহিলাটির উপর পুরুষটির বিয়ের কোন বন্ধনই প্রতিফলিত হবেনা। এ তথ্যটির উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এমন সময় তালাক প্রদান করে, যে সময় তালাক প্রদান করার জন্যে নিষেধ করা হয়েছে তাহলে তালাকটি গ্রহণযোগ্য নয়। আর তালাক যেন দেয়াই হয়নি অথচ তালাককে গণ্য করা হয়?

এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, এখানে যে বিবাহ্ বন্ধনের কথা বলা হয়েছে ,এ ধরনের সকল রকমের বন্ধনেই বান্দাদেরকে হুকুম করা হয়েছে বিধায় সেই হুকুম মুতাবিক তাতে তারা প্রবেশ করে থাকে। তবে এগুলো থেকে বের হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ ব্যতিরেকে বৈধ হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। এ তথ্যের ভিত্তিতে আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, বান্দাদেরকে সালাতে প্রবেশ করার হুকুম দেয়া হয়েছে। আর বান্দারাও তাকবীরে তাহরীমার মাধ্যমে সালাতে প্রবেশ করে থাকে। আবার তাদেরকে সালাত থেকে সালাম সহকারে বের হবার হুকুম দেয়া হয়েছে, তবে যে ব্যক্তি পবিত্রতা ও তাকবীর বিহীন সালাতে প্রবেশ করে সে প্রকৃত পক্ষে সালাতে প্রবেশকারী নয়। আর যে ব্যক্তি সালাতে খারাপ কথা বলবে কিংবা সালাতের মধ্যে এমন কার্য সম্পাদন করবে যা সালাতে সম্পাদন করার কথা নয়, যেমন পানাহার ও চলাফেরা করা ইত্যাদি, এগুলোর কারণে সে সালাত থেকে বের হয়ে যায় এবং সালাতে এসব কাজ করার কারণে সে গুনাহ্গারও হয়। অনুরূপভাবে বিয়েতে বান্দা প্রবেশ করে যেহেতু তাকে এ কাজ করার জন্যে হুকুম দেয়া হয়েছে। আবার কোন কোন সময় অন্য কারণেও হয়ে থাকে। এসব হল ইমাম আবূ হানীফা (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত ও বক্তব্য।

٣- بَابُ الْاَقْرَاءِ

৩. অনুচ্ছেদ ঃ আক্রা (হায়য কিংবা পবিত্রতা)

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ কোন স্ত্রীলোককে তালাক দেয়ার পর তার জন্যে যে اَقْرَاء পালন করা ওয়াজিব হয় তার প্রকৃত অর্থ নিয়ে মতবিরোধ দেখা যায়। একদল আলিম বলেন, এটার অর্থ হল হায়য বা মহিলাদের ঋতুকাল এবং অন্য একদল বলেন, এটার অর্থ হল তুহ্র বা পবিত্র কাল। যারা এটার অর্থ তুহ্র বলছেন তাদের দলীল হল ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) যখন তার স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক দেন হযরত উমার (রা) কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, তাকে 'রাজায়াত' করার নির্দেশ দাও। এরপর তাকে এভাবে রেখে দিতে বল, সে পবিত্র হবে, তারপর তাকে ইচ্ছে করলে তালাক দিবে। এটাই হল ইদ্দত, যার দিকে লক্ষ্য রেখে স্ত্রীলোকদেরকে তালাক দেয়ার জন্যে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন। এই অনুচ্ছেদের পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে এ দলীলটি সনদ সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। তারা আরো বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে তুহুরের মধ্যে তালাক দিতে বলেছেন তাহলে এটাকেই তিনি ইদ্দত হিসেবে গণ্য করেছেন, অন্যটা নয়। তাকে হায়য অবস্থায় তালাক দিতে নিষেধ করেছেন। আর এটাকে ইদ্দত হিসেবেও গণ্য করেননি। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এখানে اَقْرَاء-এর অর্থ হচ্ছে اَطْهَار বা তুহুর।

তাদের বিরুদ্ধে অন্যদের দলীল হল এই যে, এ হাদীসটি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে। যেমন তারা বর্ণনা করেছেন। তবে তার থেকে অন্য একটি হাদীসও বর্ণনা করা হয়েছে যা এটার থেকে বেশী পরিপূর্ণ। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উমার (রা)-কে বলেছেন, তিনি যেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা)-কে রাজায়াত করার নির্দেশ দেন। অতঃপর সে তাকে অবসর দেবে যাতে সে পবিত্রতা অর্জন করে, পুনরায় ঋতুবতী হয় এবং পুনরায় পবিত্র হয়। অতঃপর সে তাকে ইচ্ছে করলে যেন তালাক দেয়। আর বললেন, এটাই ইদ্দত যার নির্দেশ আল্লাহ্ তা'আলা দিয়েছেন যে, এটার দিকে লক্ষ্য রেখে তালাক দিতে হবে। এ হাদীসটিও সনদ সহকারে পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাকে যে হায়যে তালাক দেয়া হয়েছে তার পরের তহুরেও তালাক দিতে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ না সে

পবিত্র হয় ও এটার পর আরো একটি হায়য অতিক্রম করে। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِىْ اَمَرَ اللّٰهُ اَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ। দ্বারা যদি তুহুর বুঝানো হয়ে থাকে তাহলে প্রথম হায়য হতে পবিত্র হওয়ার পরই তালাক দেয়ার অনুমতি দেয়া হত এবং এর পরের একটি হায়যের অপেক্ষা করতে হত না। কেননা এটাতো তহুর। সুতরাং তার জন্যে যখন এ তুহুরে তালাক দেয়া বৈধ নয়, বরং অন্য একটি তুহুর আসতে হবে এবং দুই তুহুরের মধ্যে একটি হায়যও অতিক্রান্ত হতে হবে।

এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, যে ইদ্দতটির নির্দেশ আল্লাহ্ তা'আলা দিয়েছেন সেটার দিকে লক্ষ্য রেখে মহিলাদের তালাক দিতে হয় তা হচ্ছে এটা একটি সময় যখন মহিলাদেরকে তালাক দেয়া হয়, এটা এমন একটি ইদ্দত নয় যার জন্যে মহিলাদেরকে তালাক দেয়া হয় এবং তা পালন করাও মহিলাদের জন্যে ওয়াজিব হয়ে যায়। কেননা ইদ্দত বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। একটি ইদ্দত হল চার মাস দশদিন আর তা হল ঐ মহিলার জন্য যার স্বামী মারা যায়। আরেকটি হল তিন কুরূ'। আর তা হল ঐ মহিলার জন্য, যাকে তালাক দেয়া হয়েছে। আরেকটি হল সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত আর তা হল ঐ মহিলার জন্য যে গর্ভবতী। কাজেই দেখা যায় যে, ইদ্দত একটি নাম, যার বিভিন্ন অর্থ হয়ে থাকে। প্রত্যেকটি পালনীয় বস্তুকে আলাদা করে ইদ্দতের নাম দেয়া হয়নি আর তা হতে হবে তিন কুরূ'। অনুরূপভাবে যে সময়ে তালাক দেয়া হয় সে সময়টিকে কুর' নাম দেয়ায় প্রমাণিত হয় না যে, এরূপ উপস্থাপিত তথ্যটি বিশুদ্ধ। এখানে যদি আমরা আরো বিশদভাবে বর্ণনা রাখতে চাই তাহলে মুস্তাহাযার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছেন তা এখানে স্মরণ করতে হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন دَعِى الصَّلٰوةَ اَيَّامَ اَقْرَائِك অর্থাৎ তুমি হায়যের দিনগুলোতে সালাত হতে বিরত থাক। তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খোদ বলেছেন, اَقْرَاء এর অর্থ হায়য। আর এটা হবে উল্লেখিত সমর্থকদের জন্য একটি প্রমাণ। কিন্তু আমরা এখানে তা বলবনা, কেননা আরবগণ কোন কোন সময় হায়যকে কারা বলেন। আবার কোন কোন সময় তুহুরকেও কারা বলেন। পুনরায় কোন কোন সময় হায়য ও তুহুরকে একত্রিতভাবেও কারা বলেন।

এ সম্পর্কে মাহমূদ ইব্‌ন হাস্‌সান আন-নাহবী (র) ..... আবূ আমর ইবনুল আলা হতে বর্ণনা করেন। এ বর্ণনাও অন্য একটি দলীল বলে প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন ঃ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِىْ اَمَرَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ উমার (রা) কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্বোধন করে বলেন ঃ এটা তার কাছে এ কথার জন্যে দলীল নয় যে, اَقْرَاءٌ এর অর্থ اَطْهَارٌ কেননা اَقْرَاءٌ এর অর্থ হায়য বলে তার কাছ থেকে বর্ণিত হয়েছে। হযরত উমর (রা)-এর এটা অভিমত হওয়ার পরও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাকে সম্বোধন করেছেন এতে পরবর্তীদের জন্যে একথার উপর দলীল হয়না যে, 'কারা' এর অর্থ তুহুর। উমর (রা)-এর এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসটি যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

যারা اَقْرَاءٌ কে اَطْهَارٌ হিসেবে গণ্য করেন তাদের দলীলটি নিম্নরূপ ঃ

٤١٦٣ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا نَقَلَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ حِيْنَ وَكَّلَتْ فِى الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَمْرَةَ فَقَالَتْ صَدَقَ عُرْوَةُ قَدْ جَادَ لَهَا فِىْ ذٰلِكَ اُنَاسٌ

وَقَالُوْ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ صَدَقْتُمْ اَتَدْرُوْنَ مَا الْاَقْرَاءُ اِنَّمَا الْاَقْرَاءُ الْاَطْهَارُ ـ

৪১৬৩. ইউনুস (র) ..... হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হাফসা বিনত আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (র) হতে বর্ণনা করেন, যখন তিনি তৃতীয় হায়যের রক্ত প্রত্যক্ষ করেন। ইব্ন শিহাব বলেন, আমি এ ব্যাপারটি আম্‌রার কাছে উল্লেখ করলাম, তখন তিনি বললেন, উরওয়া (রা) সত্য বলেছেন, কিছু সংখ্যক লোক এ সম্পর্কে তার সাথে মতবিরোধ করেন এবং তারা বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ অর্থাৎ তিন কুরু। আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, তোমরা সত্য বলেছ, তবে তোমরা কি জান اَقْرَاء কি? اَقْرَاء হচ্ছে اَطْهَار অর্থাৎ তুহুর।

٤١٦٤ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ سَمِعْتُ اَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَقُوْلُ مَا اَدْرَكْتُ اَحَدًا مِّنْ فُقَهَائِنَا اِلَّا وَهُوَ يَقُوْلُ هٰذَا يُرِيْدُ الَّذِىْ قَالَتْ عَائِشَةُ ـ

৪১৬৪. ইউনুস (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ..... মালিক (রা) তাকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ইব্ন শিহাব (র) বলেন, আমি আবূ বকর ইব্ন আবদুর রহমান-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমাদের প্রত্যেক ফকীহ্-কে আমি আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর ন্যায় বলতে শুনেছি।

٤١٦٥ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ اِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَدَخَلَتْ فِىْ الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا وَلَايَرِثُهُ وَلَايَرِثُهَا ـ

৪১৬৫. ইউনুস (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে এবং তার স্ত্রী তৃতীয় হায়যের রক্ত প্রত্যক্ষ করে তখন স্ত্রীলোকটি পুরুষটি হতে এবং পুরুষটিও স্ত্রীলোকটি হতে পৃথক হয়ে যায়। স্ত্রীলোকটি পুরুষটির উত্তরাধিকারিণী হবে না এবং পুরুষটিও স্ত্রীলোকটির উত্তরাধিকারী হবেনা।

٤١٦٦ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْاَزْرَقُ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ اِذَا طَعَنَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِى الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا ـ

৪১৬৬. ইব্ন আবূ দাউদ (র) ..... যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যদি তৃতীয় হায়যের রক্ত প্রত্যক্ষ করে তখন মহিলাটি পুরুষটি হতে এবং পুরুষটিও মহিলাটি হতে পৃথক হয়ে যায়।

٤١٦٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৪১৬৭. ইউনুস (র) ..... সুফিয়ান (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনিও নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤١٦٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ ثَنِىْ ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَضٰى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَاَخْبَرَنِىْ بِذٰلِكَ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رضـ -

৪১৬৮. ইউনুস (র) ..... ইব্‌ন শিহাব (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) ফায়সালা করেন। এর পর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। ইব্‌ন শিহাব (র) আরো বলেন, এ সম্পর্কে আমাকে উরওয়া (রা) আয়েশা (রা) হতে হাদীস বর্ণনা করেন।

٤١٦٩- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ اِلٰى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ فَكَتَبَ اَنَّهَا اِذَا دَخَلَتْ فِىْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ قَالَ نَافِعُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُهُ -

৪১৬৯. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... নাফি' (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা মুয়াবিয়া (রা) একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর কাছে একটি পত্র লিখেন। পত্রের উত্তরে তিনি লিখেন, যখন তালাকপ্রাপ্তা মহিলাটি তৃতীয় হায়যের রক্ত প্রত্যক্ষ করবে তখন সে তার স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। নাফি আরো বলেন ,ইব্‌ন উমার (রা) ও অনুরূপ বলতেন।

তারা বলেন, এগুলো হল এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীদের বাণী, যেগুলো আমাদের উল্লেখিত বিষয়টির প্রমাণ বহন করে।

তাদের বলা হল, এ ব্যাপারে যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ মতবিরোধ না করতেন তাহলে তোমরা যেরূপ বলেছ তা হত। কিন্তু যখন তারা এ ব্যাপারে মতভেদ করলেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমরা যা বলছ তা বলেছেন, আবার কেউ কেউ তাদের মধ্যে তোমাদের বিপরীত বলেছেন। তাই তোমরা যা বলেছ তা দলীল হিসেবে প্রমাণিত হবেনা।

উপরোক্ত আসারে সাহাবার দলীলগুলোর বিপরীত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবাদের থেকে যে সব রিওয়ায়াত দেখতে পাওয়া যায় এগুলোর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে اَقْرَاء এর অর্থ اَطْهَار নয়।

٤١٧٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ زَوْجُهَا اَحَقُّ بِهَا مَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ -

৪১৭০. ইউনুস (র) ..... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "মহিলাটির স্বামীই তার ব্যাপারে বেশি হকদার যতক্ষণ না সে তৃতীয় হায়যের গোসল সম্পন্ন করে।"

٤١٧١- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ اَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ اِمْرَاَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ وَدَخَلَتِ

الْمُغْتَسَلَ اَتَاهَا زَوْجُهَا فَقَالَ قَدْ رَاجَعْتُكِ ثَلاَثًا فَارْتَفَعَا اِلَى عُمَرَ فَاَجْمَعَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللّٰهِ عَلٰى اَنَّهُ اَحَقُّ بِهَا مَالَمْ تَحِلَّ لَهُ الصَّلٰوةُ فَرَدَّهَا عُمَرُ عَلَيْهِ ـ

৪১৭১. আলী ইব্‌ন শাইবা (র) ..... আলকামা (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিল। সে দুইটি হায়য অতিবাহিত করল। যখন তৃতীয় হায়য দেখা দিল সে গোসলখানায় ঢুকল। এমন সময় তার স্বামী আসল এবং বলল, "আমি তোমার প্রতি রাজায়াত করেছি অর্থাৎ আমি তোমাকে পুনরায় ফেরত নিয়েছি।" একথাটি সে তিন বার বলল। অতঃপর দু'জনে মামলা নিয়ে হযরত উমার (রা)-এর দরবারে উপস্থিত হল। তখন হযরত উমার (রা) ও আবদুল্লাহ্ (রা) ঐক্যমতে পৌছলেন যে, যতক্ষণ না মহিলাটির জন্যে সালাত আদায় করা হালাল হয় তার সম্পর্কে তার স্বামীই বেশি হকদার। হযরত উমার (রা) মহিলাটিকে তার স্বামীর কাছে ফেরত পাঠালেন।

٤١٧٢ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا اِبْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَاَتَهُ ثِنْتَيْنِ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ اَوْ اَمَةً وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلاَثُ حِيَضٍ وَعِدَّةُ الْاَمَةِ حَيْضَتَانِ ـ

৪১৭২. ইউনুস (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলতেন, যখন কোন ক্রীতদাস তার স্ত্রীকে দু'তালাক দেয় তখন সে তার স্বামীর জন্যে হারাম হয়ে যায় যতক্ষণ না সে অন্য এক স্বামীকে গ্রহণ করবে। স্ত্রীলোকটি স্বাধীন হোক কিংবা দাসী। স্বাধীন মহিলার ইদ্দত হল তিন হায়য আর দাসীর ইদ্দত হল দুই হায়য।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ ইনিই হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি হযরত উমার (রা)-কে বলেছিলেন فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِيْ اَمَرَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اَنْ تُطَلَّقَ بِهَا النِّسَاءَ। তবে একথার দ্বারা প্রমাণ হয় না যে, এখানে اقراء এর অর্থ اطهار কেননা এটার অর্থ হবে হায়য।

٤١٧٣ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَهْبِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ مَكْحُوْلٍ اَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَذَكَرَ لَهُ سُلَيْمٰنُ بْنُ يَسَارٍ اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَاَتَهُ فَرَاَتْ اَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْ دَمٍ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ فَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا قَالَ فَسَاَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ بِالْمَدِيْنَةِ فَبَلَغَنِيْ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَاَبَا الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ كَانُوْا يَجْعَلُوْنَ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ حَتّٰى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ـ

৪১৭৩. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... মাকহুল (র) হতে বর্ণনা করেন, যখন তিনি মদীনায় আগমন করেন তখন তার কাছে সুলাইমান ইব্‌ন ইয়াসার (রা) উল্লেখ করেন যে, যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) বলতেন, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেয় আর সে তৃতীয় হায়যের প্রথম রক্তের ফোটা অবলোকন করে তাহলে স্বীয় স্ত্রীর প্রতি স্বামীর রাজায়াত করার কোন অধিকার থাকেনা। তিনি বলেন, এ মাসয়ালা সম্বন্ধে আমি মদীনার লোকজনের কাছে জিজ্ঞেস করতে লাগলাম। আমার কাছে সংবাদ পৌছল যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা),

মুয়ায ইব্‌ন জাবাল (রা) ও আবূ দারদা (রা) তৃতীয় হায়য থেকে গোসল করা পর্যন্ত স্ত্রীর প্রতি স্বামীর রাজায়াত করার অধিকার আছে বলে মনে করতেন।

٤١٧٤- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى قَبِيْصَةُ بْنُ اَبِى ذُوَيْبِ بْنِ ثَابِتٍ يَقُوْلُ اَلطَّلَاقُ اِلَى الرَّجُلِ وَالْعِدَّةُ اِلَى الْمَرْأَةِ اِنْ كَانَ الرَّجُلُ حُرًّا وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ اَمَةً ثَلَاثُ تَطْلِيْقَاتٍ وَالْعِدَّةُ عِدَّةُ الاَمَةِ حَيْضَتَانِ وَاِنْ كَانَ عَبْدًا وَامْرَأَتُهُ حُرَّةً طَلَّقَ طَلَاقَ الْعَبْدِ تَطْلِيْقَتَيْنِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ-

৪১৭৪. ইউনুস (র) ..... কাবীসা ইব্‌ন যুওয়াইব (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা)-কে বলতে শুনেছেন। তিনি বলতেন, তালাক হল পুরুষের আর ইদ্দত হল মহিলাদের। পুরুষটি যদি স্বাধীন হয় আর মহিলাটি হয় দাসী তাহলে এখানে তালাক হবে তিনটি এবং ইদ্দত হবে দুই হায়য। আর যদি পুরুষটি হয় দাস এবং স্ত্রী হয় স্বাধীনা তাহলে পুরুষটির তালাক হবে দুই তালাক আর মহিলাটির ইদ্দত পালন করতে হবে তিন হায়য।

সাহাবায়ে কিরামের মাঝে যখন এরূপ মতভেদ পাওয়া যায় তখন প্রমাণিত হয় যে, এ ব্যাপারে তাদের কারো কথাই দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা যখনই কোন ব্যক্তি সাহাবায়ে কিরামের কোন একজনের বাণীকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে নিল পরোক্ষভাবে এ সম্পর্কে সে অন্য এক সাহাবীর কথার বিরুদ্ধে তার এ বাণীকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করল। এসব কারণে দু'পক্ষের কারো কথাই অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা চলবে না।

যারা اَقْرَاءٌ কে حَيْضٌ হিসেবে গণ্য করেছেন, বিরোধী দলের বিরুদ্ধে তাদের দলীল হল এ যে, اَقْرَاءٌ এর অর্থ যদি اَطْهَارٌ নেয়া হয় মহিলাটির স্বামী যখন তাকে পবিত্র অবস্থায় তালাক দেয় এর এক ঘণ্টা পর সে অপবিত্র বা ঋতুবতী হয় তাহলে যে তুহুরে তালাক হয়েছে সেটিও একটি قُرْءٌ হিসেবে গণ্য হবে এবং পরবর্তী অপরাপর দুইটি قُرْءٌ -এর সাথে যোগ হবে তাহলে তার ইদ্দত হবে দুই قُرْءٌ ও এক قُرْءٌ -এর অংশ বিশেষ। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ এখানে কিন্তু তিন قُرُوْءٌ হয়নি।

اطهار-এর সমর্থকগণ যদি দলীল পেশ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা হজ্জের মাসগুলো সম্বন্ধে বলেছেন اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَعْلُوْمَاتٌ কিন্তু হজ্জের মাসগুলো পুরাপুরি তিন মাস হয়না বরং হয় ২ মাস ও এক মাসের অংশ বিশেষ। অনুরূপভাবে তিন اَقْرَاءٌ -এর কথা বলে ২ قُرُوْءٌ ও ১ قُرْءٌ এর অংশ বিশেষ ধরে নেয়া হয়েছে। তখন তাদের বিরুদ্ধে আমাদের দলীল হবে এ যে, আল্লাহ্ তা'আলা اَقْرَاءٌ -এর সম্বন্ধে বলেছেন ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ কিন্তু হজ্জের সম্বন্ধে ثَلَاثَةَ اَشْهُرٍ বলেননি। যদি হজ্জের ব্যাপারে ثَلَاثَةَ اَشْهُرٍ বলতেন আর কার্যত নেয়া হত ২ মাস ও ১ মাসের অংশ বিশেষ তাহলে আমাদের বিরোধী দল যা বলেছেন তা প্রমাণিত হত। সেখানে শুধু বলা হয়েছে اَشْهُرٌ কিন্তু ثَلَاثَةُ اَشْهُرٍ বলা হয়নি। সুতরাং যেটাকে ثَلَاثَةُ বলে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে সেটাতে তিন পুরাপুরি হতে হবে। এ সংখ্যা থেকে কম হলে চলবেনা। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা সূরা তালাকের (৬৫ : ৪) আয়াতে বলেন :

وَاللاَّئِيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ اَشْهُرٍ وَاللاَّئِيْ لَمْ يَحِضْنَ -

অর্থাৎ তোমাদের যে সকল স্ত্রীর ঋতুবতী হবার আশা নেই তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদ্দতকাল হবে তিন মাস এবং যারা এখনও রজস্বলা হয়নি তাদেরও। এখানে তিন দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হয়েছে, কাজেই এ সংখ্যা থেকে কম হলে হবেনা।

اَطْهَار এর সমর্থকগণ যদি আবারও দলীল পেশ করেন যে ثَلاَثَةٌ সংখ্যার مَعْدُوْد হবে مُذَكَّرْ বলা হয়ে থাকে ثَلاَثَةٌ رِجَال আর যখন معدود হবে مؤنث তখন বলা হয় ثَلاَثُ نِسْوَةٍ আল্লাহ্ তা'আলা যখন বলেছেন ثَلاَثَةَ قُرُوْءٍ কাজেই এখানে مَعدود হবে مُذَكر আর اَطْهَار হচ্ছে مُذَكر অতএব قُرُوْءٍ এর দ্বারা حَيْض না হয়ে তুহুর হওয়াটাই সমীচীন। তাদের দলীলের জবাব হল যে, একটি বস্তুর যখন দু'টি নাম থাকে একটি مُذَكر ও অপরটি مُؤَنث যখন مُذَكر এর সাথে সংখ্যাটি আসে তখন তা হবে ثَلاَثَةٌ আর مُؤَنث এর সাথে সংখ্যাটি হয় ثلاث এজন্য বলা হয় ثَلاَثَةُ اَثْوَابٍ ও هَذَا ثَوْبُ ও هَذِه مِلْحَفَةٌ = ثَوْب এর যখন جَمْعٌ নেয়া হয় তখন বলা হয় ثَلاَث مِلْحَفَات আর যখন مِلْحَفَة এর جَمْعٌ নেয়া হয় তখন বলা হয় ثَلاَث مِلْحَفَات অনুরূপ বলা হয়ে থাকে একই বস্তুর জন্যে هَذَا مَنْزِلِيْ এবং هَذِه دَارٌ সুতরাং কোন কোন সময় একই বস্তুর দুইটি পৃথক নাম হয়ে থাকে একটি مُذَكر ও অন্যটি مُؤنث তাই যখন مُذَكر এর সাথে মিলিত হয় তখন جَمعُ مذكر এর ন্যায় হবে এবং ة টি সংযুক্ত থাকবে আর যখন مُؤنث এর সাথে মিলিত হয় তখন جَمع مُؤَنث এর ন্যায় হয় ও ة টি বিলুপ্ত হয়ে যায়।

অনুরূপ حيضه ও قُرء দুইটি اسم বা নাম, কিন্তু একই অর্থ আর তা হচ্ছে حَيْضَة সুতরাং حيضه-এর সাথে মিলিত হলে ة বিলুপ্ত হয় তখন বলা হবে ثَلاَثُ حَيْضٍ আর قُرء এর সাথে মিলিত হলে ة বিলুপ্ত না হয়ে তা অবস্থান করবে এবং বলা হবে ثَلاَثَةُ قُرُوْءٍ আর এসব হচ্ছে এজন্য যে, একটি বস্তুর দুটো নাম বা اسم হচ্ছে কাজেই বিরোধী পক্ষের দলীল এখানে অকার্যকর বলে প্রমাণিত হল।

এ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বস্তুটির প্রমাণার্থে যুক্তি হল এ যে, আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে, দাসীর ইদ্দত স্বাধীনা মহিলার ইদ্দতের অর্ধেক গণ্য করা হয়েছে। তাই যে দাসী মহিলার হায়য হয়না তার ইদ্দতও স্বাধীনা মহিলার ইদ্দতের অর্ধেক করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে দেড় মাস। যদি দাসী মহিলার হায়য হয় তাহলে তার ইদ্দত হবে সকলের মতে দুই হায়য। আবার এটাকে বলা হয়েছে স্বাধীনা মহিলার ইদ্দতের অর্ধেক। এজন্যই হযরত উমার (রা) রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর সাহাবীদের সমীপে বলেছিলেন, যদি দাসী মহিলার ইদ্দতকে আমি এক হায়য ও এক হায়যের অর্ধেক হিসাব করতে পারতাম তাহলে করতাম। তাহলে দাসী মহিলার ইদ্দত যখন হায়য বলে নির্ধারিত হল তুহুর বলে নির্ধারিত হল না। এটা আবার স্বাধীনা মহিলার অর্ধেকও বটে। সুতরাং প্রমাণিত হল স্বাধীনা মহিলার ইদ্দত দাসী মহিলার ন্যায় হায়যই হবে, তুহুর নয়।

অতএব যারা قُرء এর অর্থ حَيْض নিয়েছেন তাদের দাবী প্রমাণিত হল আর তাদের বিরোধীদলের দাবী প্রমাণিত হলনা। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত।

দাসী মহিলার ইদ্দত সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ﷺ থেকে বর্ণিত রয়েছে ঃ

٤١٧٥- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مَظَاهِرِ بْنِ اَسْلَمَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعْتَدُّ الْاَمَةُ حَيْضَتَيْنِ وَتُطَلَّقُ تَطْلِيْقَتَيْنِ -

৪১৭৫. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "দাসী মহিলার ইদ্দত হবে দুই হায়য আর তাকে তালাকও দেয়া হবে দুটো।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মহান বাণীটিও আমাদের উল্লেখিত অভিমতটিকে প্রমাণ করছে।

٤١٧٦- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُوْدِ الْجَحْدَرِىُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ شَبِيْبِ الْمُسْلِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسٰى عَنْ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

৪১৭৬. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র) ..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

শেষোক্ত হাদীসটিও আমাদের উল্লেখিত অভিমতটিকে প্রমাণিত করছে। আল্লাহ্‌র কাছে তাওফীক কাম্য।

٤- بَابُ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا بَائِنًا مَاذَا لَهَا عَلٰى زَوْجِهَا فِىْ عِدَّتِهَا

৪. অনুচ্ছেদ ঃ বায়েন তালাক প্রাপ্ত মহিলার জন্য ইদ্দতের মধ্যে তার স্বামীর কাছে প্রাপ্য

٤١٧٧- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ ثَنَا مُغِيْرَةُ وَحُصَيْنُ وَاَشْعَثُ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ وَدَاوُدُ وَيَسَارٌ وَ مُجَالِدُ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِالْمَدِيْنَةِ فَسَاَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْهَا قَالَتْ طَلَّقَنِىْ زَوْجِىْ اَلْبَتَّةَ فَخَاصَمْتُهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى السُّكْنٰى وَالنَّفَقَةِ فَلَمْ يَجْعَلْ لِىْ سُكْنٰى وَلَانَفْقَةَ وَاَمَرَنِىْ اَنْ اَعْتَدَّ فِىْ بَيْتِ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ وَقَالَ مُجَالِدُ فِىْ حَدِيْثِهِ يَا ابْنَةَ قَيْسٍ اِنَّمَا النَّفْقَةُ وَالسُّكْنٰى عَلٰى مَنْ كَانَ لَهُ الرَّجْعَةُ -

৪১৭৭. সালিহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান আল-আনসারী (র) ..... আস-শা'বী (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আমি মদীনার ফাতিমা বিন্‌ত কাইস (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করলাম এবং তার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ফায়সালা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, আমার স্বামী আমাকে বায়েন তালাক দিলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বাসস্থান ও ভরণ-পোষণের খরচ সম্বন্ধে নালিশ দায়ের করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার বাসস্থান ও ভরণপোষণের খরচের ব্যবস্থা করলেন না, বরং আমাকে আদেশ দিলেন আমি যেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উম্মে মাকতূম (রা)-এর ঘরে ইদ্দত পালন করি। মুজালিদ (র) তার বর্ণনায় বলেন, তিনি বলেছেন, হে কাইসের কন্যা! যার রাজায়াত করার অধিকার থাকে, তার উপরই বাসস্থান ও ভরণপোষণের খরচ বর্তায়।

٤١٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْيٰى قَالَ ثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ اَنَّ اَبَا عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ

الْمَخْزُوْمِيَّ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَامَرَ لَهَا بِنَفَقَةٍ فَاسْتَقَلَّتْهَا وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ بَعَثَهُ نَحْوَ الْيَمَنِ فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي مَخْزُوْمٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِ مَيْمُوْنَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ طَلَّقَ فَاطِمَةَ ثَلاَثًا فَهَلْ لَّهَا نَفَقَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلاَسُكْنٰى وَاَرْسَلَ اِلَيْهَا اَنْ تَنْتَقِلَ اِلٰى اُمِّ شَرِيْكٍ ثُمَّ اَرْسَلَ اِلَيْهَا اَنَّ اُمَّ شَرِيْكٍ يَأْتِيْهَا الْمُهَاجِرُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ فَانْتَقِلِيْ اِلٰى ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَاِنَّكِ اِذَا وَضَعْتِ خِمَارَكِ لَمْ يَرَكِ ـ

৪১৭৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লা ইব্‌ন মাইমুন (র) ..... আবূ সালামা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনত কাইস (রা) আমাকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন "আবূ আমর ইব্‌ন হাফ্‌স আল্‌মাখযূমী (রা) তাকে তিন তালাক প্রদান করেন ও তার ভরণপোষণের খরচ প্রদান করেন; কিন্তু তিনি তা অপর্যাপ্ত মনে করলেন। রাসূলুল্লাহ্ﷺ তাকে ইয়ামানের দিকে প্রেরণ করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ﷺ হযরত মাইমুনা (রা)-এর ঘরে অবস্থান করছিলেন। খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) বনু মাখযূমের কিছু সংখ্যক লোক নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আগমন করলেন। খালিদ (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আবূ আমর ইব্‌ন হাফ্‌স (রা) ফাতিমা বিন্‌ত কাইস (রা)-কে তিন তালাক দিয়েছেন। ফাতিমা (রা) কি কোন ভরণপোষণের খরচ পাবেন? রাসূলুল্লাহ্ﷺ বললেন, তার জন্যে কোন বাসস্থান কিংবা ভরণপোষণের খরচ নেই। তার কাছে লোক প্রেরণ করে বল, সে যেন উম্মে শুরাইকের ঘরে স্থানান্তরিত হয়। অতঃপর তিনি তার কাছে আরেক জনকে প্রেরণ করেন এবং বলেন, উম্মে শুরাইকের ঘরে অগ্রগামী মুহাজিরগণ আশা-যাওয়া করেন, কাজেই তুমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উম্মে মাকতূম (রা)-এর ঘরে স্থানান্তরিত হও। কেননা তুমি তোমার ঘোমটা ফেললে সে তোমাকে দেখতে পাবেনা।

٤١٧٩ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৪১৭৯. রাবী' আল-মুয়াযযিন (র) ..... আওযায়ী (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি তার সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤١٨٠ـ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ قُرِئَ عَلٰى شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ اَخْبَرَكَ اَبُوْكَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ اَبِيْ اَنَسٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ اَنَّهُ قَالَ سَاَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ فَاَخْبَرَتْنِيْ اَنَّ زَوْجَهَا الْمَخْزُوْمِيَّ طَلَّقَهَا وَاَنَّهُ اَبٰى اَنْ يُّنْفِقَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَتْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَنَفَقَةَ لَكِ اِنْتَقِلِيْ اِلٰى ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَكُوْنِيْ عِنْدَهُ فَاِنَّهُ رَجُلٌ اَعْمٰى تَضَعِيْنَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ ـ

৪১৮০. বাহ্‌র ইব্‌ন নস্‌র (র) ..... আবূ সালামা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি ফাতিমা (রা) কে প্রশ্ন করেছি, তখন তিনি আমাকে সংবাদ দেন যে, তার স্বামী মাখ্‌যূমী (রা) তাকে তালাক্ প্রদান করেন; কিন্তু তিনি তার ভরণপোষণের খরচ দিতে অস্বীকার করেন। ফাতিমা (রা) তখন রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর কাছে আগমন করেন ও তাঁকে এ ব্যাপারে অবগত করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ,"তোমার জন্যে কোন ভরণপোষণের খরচ নেই। ইব্‌ন উম্মে মাকতূমের ঘরে তুমি স্থানান্তরিত হও, তুমি তার কাছে থাকবে। সে হল একজন অন্ধ লোক। তুমি তার কাছে কাপড় রেখে দিতে পার।

٤١٨١۔ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ۔

৪১৮১. রাওহ্ ইব্‌ন আল-ফারাজ (র) ..... আল-লাইস (র) হতে তারই সনদে অনুরূপ বর্ণনা উল্লেখ করেন।

٤١٨٢۔ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ ثَنِي اللَّيْثُ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ اَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ الْحَمِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ عَمْرِو بْنِ الْحَفْصِ عَنْ طَلَاقِ جَدِّهِ اَبِيْ عَمْرٍو فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْحَمِيْدِ طَلَّقَهَا اَلْبَتَّةَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الْيَمَنِ وَوَكَلَ عَيَّاشَ بْنُ اَبِيْ رَبِيْعَةَ فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا عَيَّاشُ بِبَعْضِ النَّفَقَةِ فَسَخَطَتْهَا فَقَالَ لَهَا عَيَّاشُ مَالَكِ عَلَيْنَا مِنْ نَّفَقَةٍ وَّلَامَسْكَنٍ فَهٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَلِيْهِ فَسَأَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَمَّا قَالَ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ وَلَامَسْكَنٌ وَلٰكِنْ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ اُخْرُجِيْ عَنْهُمْ فَقَالَتْ أَاَخْرُجُ اِلٰى بَيْتِ اُمِّ شَرِيْكٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ بَيْتَهَا يُوْطَأُ اِنْتَقِلِيْ اِلٰى بَيْتِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ اَلْاَعْمٰى فَهُوَ اَوْلٰى ۔

৪১৮২. রাওহ ইব্‌ন আল-ফারাজ (র) ..... আবুয-যুবাইর আল-মাক্কী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার দাদা আবূ আমর ও ফাতিমা বিনত কাইস (রা)-এর তালাক সম্বন্ধে আবদুল হামিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আমর ইব্‌ন হাফস-কে জিজ্ঞেস করেন। তখন আবদুল হামিদ তাকে বলেন, তিনি তাকে বায়েন তালাক দিয়েছিলেন অতঃপর তিনি ইয়ামানে চলে গেলেন এবং আইয়াশ ইব্‌ন আবূ রবীয়াহ-কে তার প্রতিনিধি রেখে গেলেন। আইয়াশ ফাতিমা (রা)-এর কাছে কিছু ভরণপোষণের সামগ্রী প্রেরণ করলেন, তাতে ফাতিমা (রা) অসন্তুষ্ট হলেন। আইয়াশ তাকে বলেন, আমাদের কাছে তোমার ভরণপোষণের খরচ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা নেই। তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করতে পার। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তার কথা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ,তোমার জন্যে ভরণপোষণের খরচ ও বাসস্থান নেই; বরং তোমার জন্য রয়েছে প্রথামত ভরণপোষণ। তুমি তাদের থেকে বের হয়ে চলে এস। ফাতিমা (রা) বলেন, আমি কি উম্মে শুরাইকের ঘরে চলে যাব? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, তার ঘরে লোকজনের বেশি চলাফেরা। তাই তোমার জন্যে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উম্মে মাকতুম অন্ধের ঘরই উত্তম।

٤١٨٣۔ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى قَالَ ثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ مَوْلَى الْاَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ نَفْسِهَا بِمِثْلِ حَدِيْثِ اللَّيْثِ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ حَرْفٌ بِحَرْفٍ ۔

৪১৮৩. রাওহ ইব্‌ন আল ফারাজ (র) ..... আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি ফাতিমা বিনত কাইস (রা) হতে লাইসের হাদীসের ন্যায় হুবহু বর্ণনা করেন।

٤١٨٤۔ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ مَوْلَى الْاَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ اَنَّ اَبَا عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ

Contents

طَلَّقَهَا اَلْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا وَكِيْلَهُ بِشَعِيْرٍ فَسَخَطَتْهُ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَالَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَاعْتَدِّىْ فِىْ بَيْتِ اُمِّ شَرِيْكٍ ـ

৪১৮৪. ইউনুস (র) ..... ফাতিমা বিনত কাইস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবূ আমর ইব্‌ন হাফ্‌স (রা) তাকে বায়েন তালাক প্রদান করেন। তিনি ছিলেন অনুপস্থিত। তিনি তার উকীলকে তার কাছে গমসহ প্রেরণ করেন। তিনি তাতে অসন্তুষ্ট হলেন। তখন তিনি তার উকীলের মাধ্যমে বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ, আমার কাছে তোমার কোন বস্তুই পাওনা নেই। তখন ফাতিমা বিন্‌ত কাইস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আগমন করলেন এবং তার কাছে সব বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমার জন্যে তার কাছে তোমার ভরণপোষণের কোন খরচ নেই। আর উম্মে শুরাইকের ঘরে তুমি ইদ্দত পালন করবে।

٤١٨٥ـ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ وَابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَى اللَّيْثُ قَالَ ثَنٰى عَقِيْلُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ثَنٰى اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ حَدَّثَتْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً ـ

৪১৮৫. নসর ইব্‌ন মারযূক ও ইব্‌ন আবূ দাউদ (র) ..... আবূ সালামা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনত কাইস (রা) তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে হাদীস বর্ণনা করেন। এরপর অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করেন।

٤١٨٦ـ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنٰى يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ثَنَى اللَّيْثُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَزَادَ فَاَنْكَرَ النَّاسُ عَلَيْهَا مَا كَانَتْ تَحْدِثُ مِنْ خُرُوْجِهَا قَبْلَ اَنْ تَحِلَّ ـ

৪১৮৬. রাওহ ইব্‌ন আল-ফারাজ (র) ..... আল-লাইস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। এরপর নিজ সনদে তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন, ফাতেমা যে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইদ্দত থেকে হালাল হওয়ার আগে (স্বামীর ঘর থেকে) বের হয়েছেন, এ বর্ণনাকে লোকেরা 'অসমর্থন' করেছে।

٤١٨٧ـ حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوبْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ اَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِّنْ بَنِىْ مَخْزُوْمٍ فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ فَاَرْسَلَتْ اِلٰى اَهْلِهِ تَبْتَغِى النَّفَقَةَ فَقَالُوْا لَيْسَ لَكِ عَلَيْنَا نَفَقَةٌ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِمُ النَّفَقَةُ وَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ فَانْتَقِلِىْ اِلٰى اُمِّ شُرَيْكٍ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اُمَّ شُرَيْكٍ يَدْخُلُ عَلَيْهَا اَخَوَاتُهَا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ اِنْتَقِلِىْ اِلٰى اِبْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ ـ

৪১৮৭. ফাহাদ (র) ..... ফাতিমা বিনত কাইস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বনূ মাখ্‌যূমের এক ব্যক্তির বিবাহাধীনে ছিলেন। তাকে বায়েন তালাক প্রদান করেন। তিনি ভরণপোষণের খরচ দাবী করে এক ব্যক্তিকে মাখযূমীর পরিবারের লোকজনের কাছে প্রেরণ করেন। তারা বলেন, তোমার জন্যে আমাদের কাছে কোন

ভরণপোষণের খরচ নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তাদের উপর তোমার জন্যে কোন ভরণপোষণের খরচ নেই। তোমাকে ইদ্দত পালন করতে হবে। সুতরাং তুমি উম্মে শুরাইকের ঘরে স্থানান্তরিত হও। এরপর আবার বললেন, উম্মে শুরাইকের ঘরে তার মুহাজির ভ্রাতারা আসা-যাওয়া করে, তাই তুমি ইব্‌ন উম্মে মাকতূম (রা)-এর ঘরে স্থানান্তরিত হও।

٤١٨٨ـ حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنُ وَسُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالاَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ اَنَّهَا اسْتَفْتَتِ النَّبِىَّ ﷺ حِيْنَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ ﷺ لاَ نَفَقَةَ لَكِ عِنْدَهُ وَلاَسُكْنٰى وَكَانَ يَاْتِيْهَا اَصْحَابُهُ فَقَالَ اِعْتَدِّىْ عِنْدَ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَاِنَّهُ اَعْمٰى ـ

৪১৮৮. রাবী' আল মুয়াযযিন (র) ও সুলাইমান ইব্‌ন শুয়াইব (র) ..... ফাতিমা বিনত কাইস (রা) হতে বর্ণনা করেন। ফাতিমা বিনত কাইস (রা) কে যখন তাঁর স্বামী তালাক প্রদান করেন তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে ফাতওয়া চান। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, তাঁর কাছে তোমার জন্যে কোন বাসস্থান কিংবা ভরণপোষণের খরচ নেই, আর তার কাছে তার স্বামীর সাথীগণ আসা-যাওয়া করত, তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, তুমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উম্মে মাকতূম (রা) -এর গৃহে ইদ্দত পালন করবে, কেননা সে অন্ধ।

٤١٨٩ـ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ ثَابِتٍ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ اَخْبَرَتْهُ وَكَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِىْ مَخْزُوْمٍ فَاَخْبَرَتْهُ اَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا وَخَرَجَ اِلٰى بَعْضِ الْمَغَازِىْ وَاَمَرَ وَكِيْلاً لَّهُ اَنْ يُّعْطِيَهَا بَعْضَ النَّفْقَةِ فَاسْتَقَلَّتْهَا فَانْطَلَقَتْ اِلٰى اِحْدٰى نِسَاءِ النَّبِىِّ ﷺ فَدَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ وَهِىَ عِنْدَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذِهٖ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طَلَّقَهَا فُلاَنٌ فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا بِعْضَ النَّفْقَةِ فَرَدَّتْهَا وَزَعَمَ اَنَّهُ شَيْئٌ تَطَوَّلَ بِهٖ قَالَ صَدَقَ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ انْتَقِلِىْ اِلٰى اُمِّ شَرِيْكٍ فَاعْتَدِّىْ عِنْدَهَا ثُمَّ قَالَ اِنَّ اُمَّ شَرِيْكٍ يَكْثُرُ عُوَّادُهَا وَلٰكِنْ انْتَقِلِىْ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَاِنَّهُ اَعْمٰى فَانْتَقَلَتْ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ فَاعْتَدَّتْ عِنْدَهُ حَتّٰى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ـ

৪১৮৯. রাওহ্ ইব্‌ন আল-ফারাজ (র) ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন আসিম ইব্‌ন সাবিত (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "ফাতিমা বিনত কাইস (রা) তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি ছিলেন বনূ মাখযূমের এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ। তিনি তাকে আরো সংবাদ দিলেন যে, তার স্বামী তাকে তিন তালাক দিয়ে কোন এক যুদ্ধে চলে গেলেন, আর তার এক উকীলকে নির্দেশ দিলেন যেন তাকে কিছু ভরণপোষণ প্রদান করেন। ফাতিমা (রা) প্রদত্ত ভরণপোষণকে নগণ্য মনে করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কোন একজন স্ত্রীর কাছে আগমন করলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজ স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করলেন ও ফাতিমাকে সেখানে উপস্থিত দেখতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্ত্রী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ এটা ফাতিমা বিনত কাইস (রা), অমুক তাকে তালাক দিয়েছে। এর পর তার কাছে কিছু ভরণপোষণের খরচ প্রেরণ

করেছে। কিন্তু ফাতিমা তা ফেরত দিয়েছে। স্বামী ধারণা করছে যে, সে এটা স্বেচ্ছা দানরূপে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, সে সত্য ধারণা করেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো বললেন, "তুমি উম্মে শুরাইকের ঘরে স্থানান্তরিত হও এবং তার কাছে ইদ্দত পালন কর। এরপর আবারো বললেন, "উম্মে শুরাইকের কাছে বহু লোকের যাতায়াত, তাই তুমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উম্মে মাকতূমের গৃহে স্থানান্তরিত হও। কেননা সে একজন অন্ধ ব্যক্তি।" অতঃপর ফাতিমা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উম্মে মাকতূমের গৃহে স্থানান্তরিত হল এবং তার কাছেই তার ইদ্দত সমাপ্ত করল।

٤١٩٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَبِى الْجَهْمِ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَاَبُوْ سَلَمَةَ عَلٰى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَحَدَّثَتْ اَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا طَلاَقًا بَائِنًا وَاَمَرَ اَبَا حَفْصِ بْنِ عَمْرٍو اَنْ يُّرْسِلَ اِلَيْهَا بِنَفَقَتِهَا خَمْسَةَ اَوْسَاقٍ فَاَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ اِنَّ زَوْجِىْ طَلَّقَنِىْ وَلَمْ يَجْعَلْ لِى السُّكْنٰى وَلاَ النَّفْقَةَ فَقَالَ صَدَقَ فَاعْتَدِّىْ فِىْ بَيْتِ اِبْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اِبْنَ اُمِّ مَكْتُوْمٍ رَجُلٌ يَغْشِىْ فَاعْتَدِّىْ فِىْ بَيْتِ اُمِّ فُلاَنٍ -

৪১৯০. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) ..... আবূ বকর ইব্ন আবুল জাহাম (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি ও আবূ সালামা (রা) একদিন ফাতিমা বিনত কাইস (রা)-এর গৃহে প্রবেশ করলাম। তখন তিনি বর্ণনা করলেন যে, তার স্বামী তাকে তালাকে বায়েন প্রদান করেছেন এবং আবূ হাফস ইব্ন আমরকে আদেশ দিয়েছেন যেন সে তার কাছে পাঁচ ওসাক (১ ওসাক = ৫ মন ১০ সের) গম প্রেরণ করে। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গমন করেন এবং বলেন, আমার স্বামী আমাকে তালাক দিয়েছেন, কিন্তু আমাকে বাসস্থান কিংবা ভরণপোষণের খরচ কিছুই দেন নি। তিনি বলেন, সে ঠিক করেছে। এখন তুমি ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা)-এর গৃহে ইদ্দত পালন কর। তিনি আরো বলেন, ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা) এমন এক ব্যক্তি, যে রহস্য করে কিংবা অচেতন হয়ে যায়, তাই তুমি অমুকের মায়ের কাছে ইদ্দত পালন কর।

١٤٩١- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنٰى مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا شَرِيْكُ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ صُخَيْرَةَ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَاَبُوْ سَلْمَةَ عَلٰى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ وَكَانَ زَوْجُهَا قَدْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَقَالَتْ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَلَمْ يَجْعَلْ لِىَّ سُكْنٰى وَلاَ نَفَقَةً -

৪১৯১. ফাহাদ (র) ..... আবূ বকর ইব্ন সুখাইরা (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আমি ও আবূ সালামা (রা) ফাতিমা বিনত কাইস (রা)-এর কাছে আগমন করলাম। তার স্বামী তাকে তিন তালাক দিয়েছিলেন। এরপর তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে অভিযোগ নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু তিনি আমার জন্যে বাসস্থান কিংবা ভরণপোষণের খরচের ব্যবস্থা করলেন না।"

١٤٩٢- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَهُ -

৪১৯২. ফাহাদ (র) ..... ফাতিমা বিনত কাইস (রা)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম উপরোক্ত হাদীসগুলোর পক্ষ অবলম্বন করেন ও এ গুলোর আনুগত্য করেন এবং তারা বলেন, বাসস্থান ও ভরণপোষণের খরচ ঐ ব্যক্তির উপর প্রদান করা ওয়াজিব হয়, যার রাজা'য়াত করার সুযোগ রয়েছে। অন্য একদল আলিম এ ব্যাপারে উপরোক্ত সমর্থকদের বিরোধিতা করেন এবং বলেন, প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দত চলা কালীন ও ইদ্দত সমাপ্তি পর্যন্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। তালাক বায়েন হোক, বিংবা বায়েন না হোক, এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে ভরণপোষণের খরচ প্রদান তখনি ওয়াজিব হবে যখনি তালাক হবে বায়েন ব্যতীত। যখনি তালাক হবে বায়েন তখনি তারা এ ব্যাপারে মতভেদ করেন। কেউ কেউ বলেন, বাসস্থানের সাথে ভরণপোষণের খরচের বস্থা করতে হবে। তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী হোক কিংবা গর্ভবতী না হোক। যারা এ অভিমত ব্যক্ত করেন তাদের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের কেউ কেউ যেমন শাফিয়ী (র) বলেন, "শুধু গর্ভবতী হলে তাকে ভরণপোষণ দিতেই হবে।"

দ্বিতীয় দল উলামা ফাতিমা বিনত কাইস (রা)-এর হাদীসের প্রতিউত্তরে নিম্নবর্ণিত দলীলসমূহ পেশ করেন ঃ

٤١٩٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدُ مُحَمَّدُ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ ثَنَا عَمَّارُ بْنُ الرُّزَيْقِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ فِى الْمَسْجِدِ الْاَعْظَمِ وَمَعَنَا الشَّعْبِىُّ فَذَكَرَ الْمُطَلَّقَةَ ثَلاَثًا فَقَالَ الشَّعْبِىُّ حَدَّثَتْنِىْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهَا لاَ سُكْنٰى لَكِ لاَ نَفَقَةَ قَالَ فَرَمَاهُ الْاَسْوَدُ بِحَصَاةٍ قَالَ وَيْلَكَ اَتُحَدِّثُ بِمِثْلِ هٰذَا قَدْ رُفِعَ ذٰلِكَ اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَسْنَا بِتَارِكِىْ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ بِقَوْلِ اِمْرَاَةٍ لاَنَدْرِىْ لَعَلَّهَا كَذِبَتْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لاَتُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلاَيَخْرُجْنَ الْاٰيَةَ -

৪১৯৩. আবূ বাক্‌রা (র) ..... আবূ ইসহাক (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি বড় মসজিদে আল-আসওয়াদ ইব্‌ন ইয়াযীদের কাছে ছিলাম আর আশ-শা'বী (র) ও আমাদের সাথে ছিলেন, তিন তালাক প্রাপ্তা মহিলা সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থাপন করা হল। আশ-শা'বী (র) বলেন, ফাতিমা বিনত কাইস (রা) আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেছেন যে, তোমার জন্যে কোন বাসস্থান নেই এবং কোন প্রকার ভরণপোষণের খরচও নেই। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আল আসওয়াদ তার দিকে ছোট পাথর নিক্ষেপ করলেন ও বললেন, দুর্ভাগ্য তোমার, তুমি কি এ ধরনের হাদীস বর্ণনা করছ, যা হযরত উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা)-এর কাছে উপস্থাপন করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, আমরা সাধারণ একটি নারীর কথায় আল্লাহ্‌র কিতাব এবং আমাদের রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুন্নাত প্রত্যাখ্যান করতে পারিনা। আমরা জানিনা হয়ত সে মিথ্যাও বলতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা সুরা তালাকে (৬৫ ঃ ১) ইরশাদ করেন ঃ لاَتُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلاَيَخْرُجْنَ اَلْاٰيَةَ অর্থাৎ তোমরা তাদেরকে তাদের বাসগৃহ হতে বের করে দেবেনা এবং তারাও যেন বের না হয়।

٤١٩٤- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ فَاطِمَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا حِيْنَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا سُكْنٰى وَلاَ نَفَقَةَ

فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِاِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ قَدْ رُفِعَ ذٰلِكَ اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَهَا السُّكْنٰى وَالنَّفَقَةُ ـ

৪১৯৪. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আশ-শা'বীর মাধ্যমে ফাতিমা বিনত কাইস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "যখন ফাতিমা বিনত কাইস (রা)-কে তালাক দেয়া হয় তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার জন্যে বাসগৃহ ও ভরণপোষণের কোন খরচের ব্যবস্থা করেননি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি এটা ইব্‌রাহীম (র)-এর কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, এ ব্যাপারটি হযরত উমর (রা)-এর কাছে উপস্থাপন করা হয়েছিল তখন হযরত উমর (রা) বলেছিলেন, "একজন নারীর কথায় আমরা আমাদের প্রতিপালকের কিতাব এবং আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সুন্নাত লংঘন করতে পারি না। তার জন্যে রয়েছে বাসগৃহ ও ভবণপোষণের খরচ।"

٤١٩٥ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ اَنَا اَبِيْ قَالَ اَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُمَا كَانَا يَقُوْلَانِ اَلْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنٰى وَالنَّفَقَةُ وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَذْكُرُ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَاسُكْنٰى ـ

৪১৯৫. ফাহাদ (র) ..... উমার (রা) ও আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তারা দু'জনেই বলতেন, তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীর বাসগৃহ রয়েছে এবং ভরণপোষণের খরচও রয়েছে। কিন্তু আশ-শা'বী (র) ফাতিমা বিনত কায়স (রা) হতে হাদীস বর্ণনা করে বলতেন যে, তার জন্য বাসগৃহও নেই এবং কোন প্রকার ভরণপোষণের খরচও নেই।

٤١٩٦ـ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ وَسُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَا ثَنَا الْخَصِيْبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ اَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلٰثًا فَاَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَانَفَقَةَ لَكِ وَلَاسُكْنٰى قَالَ فَاَخْبَرْتُ بِذٰلِكَ النَّخْعِيَّ فَقَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَاُخْبِرَ بِذٰلِكَ لَسْنَا بِتَارِكِ اٰيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَقَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَعَلَّهَا اَوْهَمَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَهَا السُّكْنٰى وَالنَّفَقَةُ ـ

৪১৯৬. নস্‌র ইব্‌ন মারযূক (র) এবং সুলাইমান ইব্‌ন শুয়াইব (র) ..... আশ-শা'বীর মাধ্যমে ফাতিমা বিনত কাইস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনত কাইস (রা)-এর স্বামী তাকে তিন তালাক প্রদান করেন। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, তোমার ভরণপোষণের খরচও নেই এবং বাসগৃহেরও ব্যবস্থা নেই। বর্ণনাকারী হাম্মাদ (র) বলেন, এ বিষয়টি সম্বন্ধে আমি আন-নাখ্‌ঈ (র)-কে অবহিত করলাম। তখন তিনি বলেন, "হযরত উমার (রা)-কে এ বিষয়ে অবগত করানো হলে তিনি বলেন, সাধারণ একটি নারীর কথায় আমরা আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবের আয়াত ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বাণী লংঘন করতে পারি না, যে নারী হয়ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে ভুল শুনেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তালাকপ্রাপ্তা নারীর জন্যে বাসগৃহ ও ভরণপোষণের খরচ রয়েছে।

٤١٩٧ـ حَدَّثَنَا نَصْرُ قَالَ ثَنِى الْخَصِيبُ قَالَ ثَنِى اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمَّارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْاَسْوَدِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ قَالاَ فِى الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا لَهَا السُّكْنٰى وَالنَّفَقَةُ ـ

৪১৯৭. নস্‌র (র) ..... আল-আসওয়াদ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, " হযরত উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) ও আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌ঊস (রা) বলেছেন, তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীর জন্যে রয়েছে বাসস্থান ও ভরণপোষণের খরচ।"

তারা বলেন, হযরত উমর (রা) ফাতিমা বিনত কাইস (রা)-এর বর্ণিত হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, গ্রহণ করেননি। উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) ও তার হাদীসকে প্রত্যাখান করেছেন ঃ

٤١٩٨ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لَهَا اعْتَدِّىْ فِىْ بَيْتِ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَقُوْلُ كَانَ اُسَامَةُ اِذَا ذَكَرَتْ فَاطِمَةَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا رَمَاهَا بِمَا كَانَ فِىْ يَدِهِ ـ

৪১৯৮. রাবী' আল-মুয়াযযিন (র) ..... আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "ফাতিমা বিনত কাইস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেছেন, ইব্‌ন উম্মে মাকতূমের গৃহে তুমি ইদ্দত পালন করবে।" মুহাম্মাদ ইব্‌ন উসামা ইব্‌ন যায়দ (র) বলেছেন, "ফাতিমা যখন এ ব্যাপারে কোন কিছু উত্থাপন করতেন উসামা তখন তার হাতে ধারণকৃত যে কোন বস্তু তার দিকে ছুঁড়ে মারতেন।"

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) ও উমার (রা)-এর প্রত্যাখাত বস্তুটি প্রত্যাখান করেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) ও এটাকে প্রত্যখ্যান করেন ঃ

٤١٩٩ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمٰنَ بْنَ يَسَارٍ يَذْكُرَانِ اَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَكَمِ فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَكَمِ فَاَرْسَلَتْ عَائِشَةُ اِلٰى مَرْوَانَ وَهُوَ اَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ اَنِ اتَّقِ اللّٰهَ وَارْدُدِ الْمَرْاَةَ اِلٰى بَيْتِهَا فَقَالَ مَرْوَانُ فِىْ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ غَلَبَنِىْ فَقَالَ فِىْ حَدِيْثِ الْقَاسِمِ اَمَا بَلَغَكِ حَدِيْثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لاَيَضُرُّكَ اَنْ لاَتَذْكُرَ حَدِيْثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَ مَرْوَانُ اِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُّ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هٰذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ ـ

৪১৯৯. ইউনুস (র) ..... কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) ও সুলাইমান ইব্‌ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণনা করেন। তাঁরা দু'জনে উল্লেখ করেন যে, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সায়ীদ ইব্‌নুল 'আস, আবদুর রহমান ইব্‌নুল হাকামের

কন্যাকে তালাক দেয়। তখন আবদুর রহমান ইব্‌নুল হাকাম তার কন্যাকে স্থানান্তর করেন। অতঃপর হযরত আয়েশা (রা) মদীনার আমীর মারওয়ানের কাছে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করে বলেন, তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং মহিলাটিকে তার গৃহে প্রত্যাবর্তন করাও। সুলাইমানের বর্ণনানুযায়ী মারওয়ান বলেন, আবদুর রহমান আমার কথা মান্য করেনা। কাসিমের বর্ণনানুযায়ী মারওয়ান বললেন, আপনার কাছে কি ফাতিমা বিনত কাইস (রা)-এর হাদীসের সংবাদ পৌছেনি? আয়েশা (রা) বলেন, তুমি যদি ফাতিমা বিনত কাইস (রা)-এর হাদীস উল্লেখ না করতে তাতে তোমার কোন ক্ষতি নেই। মারওয়ান তখন বললেন, আপনি যদি অকল্যাণের শিকার হন তাহলে এ দুইয়ের মাঝে যে অকল্যাণ রয়েছে তাই যথেষ্ট খারাপ মনে করতে পারেন।

٤٢٠٠ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৪২০০. ইউনুস (র) ..... ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সায়ীদ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদ সহকারে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٢٠١ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَالِفَاطِمَةَ مِنْ خَيْرٍ فِىْ اَنْ تَذْكُرَ هٰذَا الْحَدِيْثَ يَعْنِىْ قَوْلَهَا لاَ نَفَقَةَ وَلاَسُكْنٰى ـ

৪২০১. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আল-কাসিম (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, খরচ ও বাসস্থান নেই, এ হাদীস বর্ণনা করায় ফাতিমার কোন কল্যাণ নেই।

এ হাদীসে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আয়েশা (রা) ও এ হাদীসের প্রতি আমল করাকে সমীচীন মনে করেননি। তবে সায়ীদ ইব্‌নুল মুসায়্যিব প্রথম দলের ব্যাখ্যার বিপরীত হাদীসটির অর্থ বা ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। নিম্নে বর্ণিত হাদীসটি এখানে প্রণিধানযোগ্য ঃ

٤٢٠٢ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِىُّ قَالَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ الضَّرِيْرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ لِسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَيْنَ تَعْتَدُّ فِىْ بَيْتِ ابْنِ اُمِّ الْمَكْتُوْمِ فَقَالَ تِلْكَ الْمَرْاَةُ اَفْتَنَتِ النَّاسَ وَاسْتَطَالَتْ عَلٰى اَحْمَائِهَا فَاَمَرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تَعْتَدَّ فِىْ بَيْتِ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ وَكَانَ رَجُلاً مَكْفُوْفَ الْبَصَرِ ـ

৪২০২. আবূল বিশর আর-রাকী (র) ..... মাইমুন (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি সায়ীদ ইবনুল মুসায়্যিব (র) কে বললাম, তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা কোথায় তার ইদ্দত পালন করবে? তিনি বললেন, তার গৃহে। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি ফাতিমা বিনত কাইস (রা)-কে ইব্‌ন উম্মে মাকতূমের গৃহে ইদ্দত পালন করার নির্দেশ দেননি? তখন তিনি বললেন, এ মহিলাটি লোকদেরকে অতিষ্ঠ করছিল আর শ্বশুরালয়ের লোকজনের সাথে দুর্ব্যবহার করত। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ইব্‌ন উম্মে মাকতূম (রা) এর ঘরে ইদ্দত পালন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন অন্ধ লোক।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে ফাতিমা বিনত কাইস (রা) যে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, "তোমার জন্যে বাসস্থান নেই কিংবা ভরণপোষণের খরচও নেই।" কেননা তিনি অত্র হাদীসটি এমন অর্থে ব্যবহার করেছেন যা আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি ঃ

٤٢٠٣ـ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ وَابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنِى اللَّيْثُ قَالَ ثَنِى عَقِيْلُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ثَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اعْتَدِّىْ فِىْ بَيْتِ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَاَنْكَرَ النَّاسُ عَلَيْهَا مَا كَانَتْ تُحَدِّثُ بِهِ مِنْ خُرُوْجِهَا قَبْلَ اَنْ تَحِلَّ ـ

৪২০৩. নস্‌র ইব্‌ন মারযূক (র) ও ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনত কাইস (রা) তাকে সংবাদ দেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেছেন, তুমি ইব্‌ন উম্মে মাকতুম (রা)-এর গৃহে ইদ্দত পালন কর। রাবী বলেন, কিন্তু হালাল হওয়ার পূর্বে তার গৃহ ত্যাগ করা সম্বন্ধে হাদীস বর্ণনা করায় মানুষ তার প্রতি বিরক্ত ছিলো।

এ আবূ সালামা (রা) ও সংবাদ দিচ্ছেন যে, মানুষ ফাতিমার এ বর্ণনা অপসন্দ করতো। আর তাদের মধ্যে ছিলেন সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈন। সুতরাং উমার (রা), উসামা (রা) ও সায়ীদ ইবনুল মুসায়্যিব (র) এবং অন্যান্য যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তারা ফাতিমা বিনত কাইস (রা)-এর হাদীসকে পসন্দ করতেন না এবং এটা অনুযায়ী তারা আমলও করেননি। ফাতিমা বিনত কাইস (রা)-এর হাদীস উমার (রা) কর্তৃক প্রত্যাখানের ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবায়ে কিরামের সামনে সংঘটিত হয়েছিল। হযরত উমার (রা)-এর এ কাজকে কেউ অপসন্দ করেননি ও প্রতিবাদ করেননি। আর তাদের এ সম্মতি দ্বারা প্রমাণিত হল যে, এ সম্বন্ধে তাদের অভিমতও হযরত উমার (রা)-এর অভিমতের ন্যায় ছিল। সুতরাং যারা ফাতিমার হাদীসের পক্ষ অবলম্বন করেছেন এবং এটা অনুযায়ী আমল করেছেন তারা বলেন, হযরত উমার (রা) তার এটা অপসন্দ করতেন এ কারণে যে, তাঁর চিন্তা মতে ফাতেমা বিনতে কায়স আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবের হুকুমের বরখেলাফ করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা তালাকে (৬৫ ঃ ৬) বলেন ঃ اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ হুকুম হচ্ছে ঐরূপ তালাকপ্রাপ্তার ক্ষেত্রে, যার প্রতি রাজায়াত করার অধিকার তার স্বামীর রয়েছে। অথচ ফাতিমা ছিল তালাকে বায়েনপ্রাপ্তা, যার প্রতি রাজায়াত করার অধিকার তার স্বামীর নেই। এ সম্পর্কে সেও বলেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেছিলেন যে, ভরণপোষণের খরচ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা ঐ নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যার প্রতি রাজায়াত করার অধিকার তার স্বামীর রয়েছে। কুরআনে কারীমের মধ্যে যে তালাকপ্রাপ্তা নারীর কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে এমন তালাকপ্রাপ্তা নারী, যার প্রতি রাজায়াত করার অধিকার তার স্বামীর রয়েছে; কিন্তু ফাতিমার প্রতি রাজায়াত করার অধিকার তার স্বামীর ছিলনা। সুতরাং তার বর্ণনা আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুন্নাতের বিরোধী নয়। আর এ ব্যাপারে অন্যরাও তার অনুগমন করেছেন। তাদের মধ্যে প্রধান হলেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও হাসান বসরী (র)।

٤٢٠٤ـ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ح وَحَدَّثَنَا صَالِحُ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ قَالَ ثَنَا هُشَيْمُ قَالَ ثَنَا يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّهُمَا كَانَا يَقُوْلاَنِ فِىْ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَنَفَقَةَ لَهُمَا وَتَعْتَدَّانِ حَيْثُ شَاءَتَا ـ

৪২০৪. সালিহ্ ইব্ন আবদুর রহমান (র.) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) ও হাসান বসরী (র) হতে বর্ণনা করেন। তারা দুজনেই তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ও যার স্বামী তাকে রেখে মারা যান তাদের ভরণপোষণের খরচ প্রদান অপরিহার্য বলে সমর্থন করেন না এবং বলেন, এ দুই শ্রেণীর মহিলা যেখানে ইচ্ছে ইদ্দত পালন করবে।

উলামায়ে কিরাম বলেন, উমার (রা), আয়েশা (রা) এবং উসামা (রা) যদি রাসূলুল্লাহ্ﷺ হতে ফাতিমা (রা) যা বর্ণনা করেছেন তা অপসন্দ করেন ও এটার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেন; তবে অন্যদিকে ইব্ন আব্বাস (রা) তার বর্ণনার সমর্থন করেন ও ঐ অনুযায়ী আমল করেন। এ ব্যাপারে তাঁর অনুকরণ করেন হাসান বসরী (র)। সুতরাং এ অভিমত পোষণকারীদের বিরুদ্ধে আমাদের সমর্থিত দলীল যা হযরত উমার (রা) ফাতিমা বিনত কাইস (রা)-এর হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে উপস্থাপন করেছিলেন তা বিশুদ্ধ দলীল। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমত বলেন يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ অর্থাৎ হে নবী! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীগণকে তালাক দিতে ইচ্ছে কর তাদেরকে তালাক দিবে ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে (তালাক ৭৫ ঃ ১) অতঃপর বলেন ঃ لاَتَدْرِىْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا – "তুমি জান না হয়ত আল্লাহ্ এটার পর কোন উপায় বের করে দেবেন। (তালাক ৬৫ ঃ ১) উলামায়ে কিরাম একমত যে, এ উপায়ের অর্থ হচ্ছে রাজায়াত করার অধিকার। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন اَسْكِنُوْاهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যে স্থানে বাস কর তাদেরকে সে স্থানে বাস করতে দাও (তালাক ৬৫ ঃ ৬) অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন لاَتُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ অর্থাৎ ইদ্দতের মধ্যে তোমরা তাদেরকে তাদের বাসগৃহ হতে বহিষ্কার করবেনা এবং তারাও যেন বের না হয়। (তালাক ৬৫ ঃ ১) সুতরাং কোন মহিলাকে যদি তার স্বামী আল্লাহ্র হুকুম মুতাবিক সুন্নাত পদ্ধতির অনুসরণে দুই তালাক প্রদান করে, অতঃপর তাকে রাজায়াত করে পুনরায় তাকে সুন্নাত পদ্ধতির অনুসরণে অন্য একবার তালাক প্রদান করে, তাহলে মহিলাটি তার স্বামীর জন্যে হারাম হয়ে যাবে এবং মহিলাটির উপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হয়ে পড়বে, যে ইদ্দতে বাসস্থানের ব্যবস্থা রয়েছে, মহিলাটিকে হুকুম দেয়া হয়েছে সে যেন ঘরের বাইরে বের না হয়। আর স্বামীকেও হুকুম দেয়া হয়েছে সে যেন মহিলাটিকে বহিষ্কার না করে। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা সুন্নাত পদ্ধতি অনুসরণে তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যার প্রতি রাজায়াত করার অধিকার আছে আর যার প্রতি রাজায়াত করার অধিকার নেই এর মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি। এরপর যখন ফাতিমা বিনত কাইস (রা) রাসূলুল্লাহ্ﷺ থেকে বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ﷺ তাকে বলেছেন বাসস্থান ও ভরণপোষণের খরচ শুধু ঐ তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্যে প্রযোজ্য, যার প্রতি রাজায়াত করার অধিকার তার স্বামীর রয়েছে। এ বর্ণনার দ্বারা সে আল্লাহ্র কিতাবের বিরোধিতা করল, কেননা আল্লাহ্র কিতাব যার প্রতি রাজায়াত করার অধিকার নেই তার ক্ষেত্রেও বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছে। আবার সে রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর সুন্নাতেরও বিরোধিতা করল, কেননা উমার (রা) রাসূলুল্লাহ্ﷺ থেকে ফাতিমা (রা)-এর বর্ণনার বিপরীত বর্ণনা পেশ করেছেন। ফলে উমার (রা) যে 'কারণ' দ্বারা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন তা বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হলো এবং ফাতিমা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসটি অকার্যকর বলে গণ্য হল। আর উল্লেখিত কারণে এর মুতাবিক আমল করা মোটেই সমীচীন হবেনা।

জনৈক ব্যক্তি আপত্তি করে বলেন যে, বর্ণিত ফাতিমা বিনত কাইস (রা)-এর হাদীসে বিভ্রান্তি এসেছে মূলত শা'বী এর বর্ণনা থেকে। কেননা তিনিই ফাতিমা বিনত কাইস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ﷺ তার জন্যে বাসস্থান ও ভরণপোষণের খরচের ব্যবস্থা করেননি। কিন্তু আমাদের হিজাযী বর্ণনাকারীদের বর্ণনায় এরূপ পাওয়া যায় না।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ আসলে এ ব্যক্তি এ বিষয়ে বিভ্রান্ত হয়েছেন। কেননা এ বিষয়ের সমগ্রটুকু তিনি বর্ণনা করেননি, যেমন অন্যরা করেছেন। তিনি ধারণা করে বসেছেন যে, তিনি এ বিষয়ের 'সমগ্র বর্ণনা' একত্র করেছেন, ফলে তিনি এ বিষয়ে আমাদের উপরে উল্লেখকৃত মন্তব্যটি করেছেন। কিন্তু তার ধারণা ঠিক নয়। কেননা আল্লামা আশ-শা'বী (র) সম্বন্ধে যা ধারণা করা হয়েছে, তা থেকে তিনি অধিক ধী সম্পন্ন, সংরক্ষণকারী, আস্থাভাজন। এ অনুচ্ছেদের প্রথমে যেসব হাদীস তার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে তার সাথে অন্যান্যদের একাত্মতা আমরা উল্লেখ করেছি, যার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন এখানে অনুভূত নয়। এ প্রসঙ্গে উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ (র) হতে বর্ণিত মালিকের হাদীসে لا سُكْنٰى لَكَ কথার উল্লেখ নেই। আল্লামা আশ-শা'বী ফাতিমা বিনত কাইস (রা) হতে যা বর্ণনা করেছেন তার অনুরূপ আল-লাইস ইব্ন সা'দ (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ (র) ও আবূ সালামা (র)-এর মাধ্যমে ফাতিমা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। কাজেই আল্লামা আশ-শা'বী (র)-এর এ সম্পর্কে বর্ণনাটি বিভ্রান্তিকর নয়, বিভ্রান্তিকর হচ্ছে ফাতিমা (রা) থেকে আবদুল্লাহ্ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি, যার কিছু অংশ বিলুপ্ত হয়ে গেছে, আবার কিছু অংশ সংযোজন করা হয়েছে। সুতরাং প্রকৃত হাদীসটি হল যা আশ-শা'বী (র) বর্ণনা করেছেন।

আমাদের বিরোধী পক্ষ বলেন যে, ফাতিমা (রা)-এর প্রকৃত হাদীসটি যদি তা-ই হত যা আশ-শা'বী (র) বর্ণনা করেছেন, তাহলে এটা আমাদের মাযহাবের পক্ষ সমর্থনকারীই হত। কেননা তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাণী لانَفَقَةَ لَكِ এর অর্থ হত তোমার জন্যে ভরণপোষণের খরচ নেই। কেননা তুমি অন্তঃসত্ত্বা নও। আবার لَكِ لاَسُكْنٰى এর অর্থ হত তোমার কোন বাসস্থানের ব্যবস্থা নেই, কেননা তুমি অশ্লীল ভাষিণী, আর এটাই আয়াতে কথিত فَاحِشَةٌ -এর অর্থ لاَّ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ। অর্থাৎ তাদেরকে ঘর থেকে বের করা হবে না যতক্ষণ না তারা খোলামেলা 'অশ্লীলতা' করে। (সূরা তালাক ৬৫ ঃ ১)।

এ সম্পর্কে নিম্নের বর্ণনাটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

٤٢٠٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرِ الْعَقَدِيُّ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِيْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَلاَيَخْرُجْنَ اِلاَّ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ فَقَالَ اَلْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ اَنْ تَفْحَشَ عَلٰى اَهْلِ الرَّجُلِ وَتُؤْذِيْهِمْ فَقَالَ فَفَاطِمَةُ حُرِمَتِ السُّكْنٰى بِبِذَاهَا وَالنَّفَقَةَ لاَنَّهَا غَيْرُ حَامِلٍ-

৪২০৫. ইব্ন মারযূক (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তাঁকে একবার নিম্নবর্ণিত আয়াতটির তাফসীর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হল ঃ وَلاَيَخْرُجْنَ اِلاَّ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ (সূরা তালাক ৬৫ ঃ ১) আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, فَاحِشَةً مُّبَيِّنَةً হচ্ছে স্বামীর পরিবারের সদস্যদের সাথে কটু বাক্য বলা এবং তাদেরকে কষ্ট দেয়া। অতঃপর তিনি বলেন ঃ ফাতিমা (রা)-এর বাসস্থান হারাম করা হয়েছে তার দুর্ব্যবহারের জন্য। আর ভরণপোষণের খরচ নিষেধ করা হয়েছে, কেননা সে অন্তঃসত্ত্বা ছিলনা।

তিনি আরো বলেন, "বায়েন তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী না হলে তার ভরণপোষণের খরচ ওয়াজিব হবে না" এর পক্ষে উপরোক্ত আয়াতটি আমাদের দলীল হিসেবে গণ্য।

উপরোক্ত বর্ণনার প্রেক্ষিতে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, যদি ফাতিমা (রা)-এর হাদীসের ব্যাখ্যা উপরোক্ত পদ্ধতিতে করা হয় তাহলে হযরত উমার (রা) আয়েশা (রা) ও উসামা (রা) আর তাদের সাথে যারা ফাতিমা (রা)-এর

٤٢٠٧ـ اَنَّ اَبَا شُعَيْبِ الْبَصَرِىَّ صَالِحَ بْنَ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الزَّمِنُ قَالَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ زَوْجِى طَلَّقَنِىْ وَاِنَّهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّقْتَحِمَ قَالَ اِنْتَقِلِىْ عَنْهُ ـ

৪২০৭. আবূ শুয়াইব আল-বসরী (র) ..... ফাতিমা বিনত কাইস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার স্বামী আমাকে তালাক দিয়েছে আর সে আমার প্রতি আক্রমণ করতে চায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "তুমি তার থেকে স্থানান্তর কর।"

তাই দেখা যায় এই ফাতিমা (রা) ই এ হাদীসে সংবাদ দিচ্ছে যে, যখন সে তার স্বামীকে ভয় করতে লাগল তখনই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে স্থানান্তর হওয়ার হুকুম দিয়েছেন। প্রশ্নকারী বলেন, এটা কেমন করে হতে পারে অথচ এ অনুচ্ছেদের মধ্যে তার থেকে বর্ণনা এসেছে যে, তার স্বামী যখন তাকে তালাক দেয় তখন সে ছিল অনুপস্থিত। অথবা সে তাকে তালাক দিয়েছে তারপর চলে গেছে। তখন ফাতিমা (রা) তার স্বামীর চাচাতো ভাইয়ের সাথে তার ভরণপোষণের খরচ সম্বন্ধে কথা কাটাকাটি করেন। আর বর্তমান হাদীসে দেখা যায় সে তার স্বামীকে ভয় করেছিল। সুতরাং এক হাদীসে দেখা যায় তার স্বামী ছিল অনুপস্থিত। আবার অন্য এ হাদীসে দেখা যায় সে ছিল উপস্থিত। এখন এ দু হাদীস পরস্পর বিরোধী।

উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, দু হাদীস পরস্পর বিরোধী নয়। কেননা এরূপও হতে পারে যে, ফাতিমা (রা) কে যখন তার স্বামী তালাক প্রদান করে সে তার স্বামী দ্বারা আক্রান্ত হবার আশংকা করে ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর দরবারে নালিশ পেশ করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে স্থানান্তরের জন্যে ফাতওয়াহ দান করেন। তার স্থানান্তরের পর তার স্বামী অনুপস্থিত হয়ে যায় এবং তার চাচাতো ভাইকে ফাতিমা (রা)-এর ভরণপোষণের খরচ সম্বন্ধে উকীল নিয়োগ করে, তখন ফাতিমা (রা) তার ভরণপোষণের খরচ নিয়ে বিবাদ করে আর ঐ সময় তার স্বামী ছিল অনুপস্থিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, তোমার জন্যে বাসস্থানের ব্যবস্থাও নেই, আর ভরণপোষণের খরচও তুমি পাবে না। সুতরাং উরওয়া (রা)-এর বর্ণিত হাদীস ও আশ-শা'বী (র) বর্ণিত হাদীস আবূ সালামা ও তাদের অন্যান্য পক্ষ অবলম্বনকারীদের বর্ণিত হাদীসে কোন প্রকার বৈপরীত্য রইল না। হাদীসের মাধ্যমে এ অনুচ্ছেদের যুক্তিকতা প্রমাণিত হল। তবে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার মাধ্যমে এ অনুচ্ছেদের যুক্তিকতা নিম্নরূপ ঃ

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, বায়েন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যদি তার স্বামী দ্বারা অন্তঃসত্তা হয় তাহলে মহিলার ভরণপোষণের খরচ তার স্বামীকে বহন করতে হয়। আর এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কালামে পাকেও ইরশাদ করেন ঃ اِنْ كُنَّ اُوْلَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ অর্থাৎ যদি তারা গর্ভবতী হয়ে থাকে, সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের জন্যে ব্যয় করবে। (সূরা তালাক ৬৫ ঃ ৬)

তালাক প্রদানকারীর উপর ভরণপোষণের খরচ ন্যস্ত করা হয়েছে। তা সম্ভবতঃ এ জন্যে যে, তা দ্বারা ঐ খাদ্য সৃষ্টি হবে, যা বাচ্চা মাতৃগর্ভে গ্রহণ করে। সুতরাং তার সন্তানের কারণেই তার উপর অবশ্য সাব্যস্ত হয়েছে, যেমন দুধ পানের সময় দুধ পান করানোর ও খাবার পৌছানোর দায়িত্বে যে থাকে তার ভরণপোষণ করাও ওয়াজিব। অতঃপর তার পরবর্তী কালে ঐ বয়সের সন্তান যে ধরনের পানাহার গ্রহণ করে সেই ধরনের পানাহার প্রদান করা তার উপর কর্তব্য হয়। সুতরাং এটাও সম্ভাবনা রয়েছে যে, যখন সন্তান মায়ের পেটে

অবস্থান করছে তখন তাকে খাদ্য-খাবার সরবরাহ করা পিতার উপর ওয়াজিব। আর তা সে করছে মায়ের ভরণপোষণের খরচ নির্বাহের মাধ্যমে। কেননা এটাই তার সন্তানের কাছে খাদ্য পৌঁছাবে। আবার এটাও সম্ভব যে, এ ভরণপোষণের খরচ শুধু তালাক প্রাপ্তা মহিলার জন্যে নির্ধারণ করা হয়েছে তার ইদ্দত পালনের জন্যে, তার গর্ভে অবস্থিত সন্তানের জন্য নয়। আর গর্ভবতীর জন্যে ইদ্দত পালনের খাতিরে ভরণপোষণের খরচ যদি নির্ধারিত হয় তাহলে এটাতে তাদের কথা সঠিক প্রমাণিত হয়। যারা বলছেন যে, তালাকে বায়েনপ্রাপ্তা মহিলার ভরণপোষণের খরচ রয়েছে, সে গর্ভবতী হোক কিংবা না হোক। আর যদি গর্ভবতীর ভরণপোষণের খরচ ওয়াজিব হওয়ার জন্যে তার গর্ভের সন্তানই কারণ হয়ে থাকে তাহলে এটা দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, যে গর্ভবতী নয় তার জন্যেও ভরণপোষণের খরচ ওয়াজিব। তাই আমরা গবেষণা করতে লাগলাম যে, এরূপ সমস্যার কিভাবে সমাধান করা যায়। তখন আমরা দেখতে পেলাম যে, দুধখাওয়া কালীন ছোট শিশুর ভরণপোষণ পিতার উপর ওয়াজিব, যতক্ষণ না শিশুটি তার পিতার সাহায্যের মুখাপেক্ষী থাকে। দুধ খাওয়ার সময়ের পরেও যতক্ষণ না শিশুটি তার পিতার সাহায্যের মুখাপেক্ষী থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য শিশুর ন্যায় তার শিশুটিকে সাহায্য করা ওয়াজিব। যদি শিশুটি তার মা থেকে ওয়ারিশ সূত্রে সম্পদ পায় কিংবা অন্য কোন উপায়ে সম্পদ অর্জিত হয়, যেমন দান সূত্রে কিংবা অন্য কোন সূত্রে, তাহলে পিতার সম্পদ থেকে সন্তানের জন্যে পিতা খরচ করার জন্যে বাধ্য হবেন না। বরং শিশুটি যে সম্পদ ওয়ারিশ সূত্রে কিংবা দান সূত্রে পেয়েছে তার থেকেই শিশুর জন্যে খরচ করতে হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, পিতা শুধু প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই তার সম্পদ থেকে খরচ করবে যখন এ প্রয়োজন আর থাকে না তখন পিতার সম্পদ থেকে খরচ করা ওয়াজিব নয়। যদি শিশুটির অসহায় অবস্থার কারণে কাজীর হুকুমের প্রেক্ষিতে পিতা শিশুটির জন্যে নিজ সম্পদ থেকে খরচ করে থাকে এবং পরে জানতে পারে যে, শিশুটি ওয়ারিশ সূত্রে কিংবা অন্য কোন সূত্রে প্রচুর সম্পদের মালিক ছিল তাহলে পিতা যে সম্পদ তার শিশুটির জন্যে খরচ করেছিল তা শিশুর সম্পদ থেকে সে ফেরত পাবে। কেননা শিশুটি ফকীর থাকার প্রেক্ষিতেই পিতা তার জন্যে খরচ করেছিল।

যদি কোন ব্যক্তি তার গর্ভবতী স্ত্রীকে তালাক দেয়, আর কাজী স্বামীকে স্ত্রীর ভরণপোষণের খরচ বহন করার হুকুম দেন, জীবন্ত সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত সে ভরণপোষণের খরচ বহন করে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে তার মায়ের পক্ষের তার এক ভাই যদি মৃত্যুমুখে পতিত হয় অতঃপর শিশুটি তার মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় ওয়ারিশ সূত্রে সম্পদের মালিক হয়, তাহলে সকল উলামার মতে পিতা কাজীর হুকুমে মায়ের উপর গর্ভবতী অবস্থায় যা খরচ করেছিল তা পুত্র হতে ফেরত গ্রহণ করতে পারবেনা। এ মাসয়ালার সমাধানের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গর্ভবতী তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্যে যে ভরণপোষণের খরচ বহন ওয়াজিব হয় তা ইদ্দতের কারণে, যা স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে তালাক দেয়া থেকে উদ্ভব হয়েছে, গর্ভবতী মহিলা যা গর্ভে ধারণ করে রয়েছে তার কারণে নয়। আর এর দ্বারা আরো প্রমাণিত হয়, বায়েন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ইদ্দত পালনকালে ভরণপোষণের খরচ পাবে, যেমন আমাদের উপরে বর্ণিত কারণের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী মহিলা ইদ্দত পালন কালে ভরণপোষণের খরচ পেয়ে থাকে। আর এটাই হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত। এটা হযরত উমার (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমার (রা) হতেও বর্ণিত রয়েছে, যেমন এ অনুচ্ছেদের প্রথম দিকে এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (র) ও ইব্রাহীম নাখ্য়ী (র) হতেও বর্ণিত রয়েছে ঃ

٤٢٠٨- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اَلْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنٰى -

৪২০৮. রাওহ্ ইব্নুল ফারাজ (র) ..... সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "তিন তালাকপ্রাপ্তার জন্যে রয়েছে বাসস্থান ও ভরণপোষণের খরচ।"

٤٢٠٩ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ مِثْلَهُ ـ

৪২০৯. আবূ বিশর আর-রাকী (র) ..... ইব্রাহীম (র) হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٥ـ بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا اَنْ تُسَافِرَ فِىْ عِدَّتِهَا وما دَخَلَ فِىْ ذٰلِكَ مِنْ حُكْمِ الْمُطَلَّقَةِ فِىْ وُجُوْبِ الْاِحْدَادِ عَلَيْهَا فِىْ عِدَّتِهَا

৫. অনুচ্ছেদ ঃ যে মহিলার স্বামী মারা যায় সে কি ইদ্দতের মধ্যে ভ্রমণে বের হতে পারে? ইদ্দতের মধ্যে শোক পালনের অপরিহার্যতা সংক্রান্ত বিষয়াবলী

٤٢١٠ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ طُلِّقَتْ خَالَةٌ لِىْ فَاَرَادَتْ اَنْ تَخْرُجَ فِىْ عِدَّتِهَا اِلَى نَخْلٍ لَهَا فَقَالَ لَهَا رَجُلٌ لَيْسَ ذٰلِكَ لَكِ فَاَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اُخْرُجِىْ اِلَى نَخْلِكِ وُجُدِّيْهِ فَعَسٰى اَنْ تَصَدَّقِىْ وَتَصْنَعِىْ مَعْرُوْفًا ـ

৪২১০. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) ও আহমাদ ইব্ন দাঊদ (র) ..... জাবির (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার এক খালাকে তালাক দেয়া হয়েছিল। তিনি তার ইদ্দত পালনকালীন অবস্থায় তার এক খেজুর বাগানে যাওয়ার জন্যে ঘর থেকে বের হওয়ার ইচ্ছে করলেন। তখন এক ব্যক্তি তাকে বললেন, তোমার জন্যে এটা বৈধ নয়। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আগমন করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি তোমার খেজুর বাগানে যাও এবং এটার পরিচর্যা কর। তা থেকে তুমি অচিরেই সাদাকা করবে ও নেক আমল করবে।

٤٢١١ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ اَخْبَرَتْنِىْ خَالَتِىْ اَنَّهَا طُلِّقَتْ اَلْبَتَّةَ فَاَرَادَتْ اَنْ تَجِدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رِجَالٌ اَنْ تَخْرُجَ فَاَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ بَلٰى فَجُدِّىْ نَخْلَكِ فَاِنَّكِ عَسٰى اَنْ تَصَدَّقِىْ وَتَفْعَلِىْ مَعْرُوْفًا ـ

৪২১১. রাবী' আল-মুয়াযযিন (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার খালা আমাকে সংবাদ দিলেন যে, তাকে বায়েন তালাক দেয়া হয়েছিল। তখন তিনি ঘর থেকে বের হয়ে তার খেজুর বাগানকে বিন্যস্ত করার ইচ্ছে পোষণ করেছিলেন; কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক তাকে ঘর থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে বাধাদান করেছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আগমন করে নালিশ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হাঁ যাও, তুমি তোমার বাগান সুবিন্যস্ত কর ও পরিচর্যা কর। কেননা তুমি অচিরেই সাদাকা করতে পারবে ও নেক কাজ আঞ্জাম দিতে পারবে।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিমের মতে তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ও যে মহিলার স্বামী মারা যায় তাদের ইদ্দতের মধ্যে তারা যেখানে ইচ্ছে সফর করতে পারে। আর উপরোক্ত হাদীসটিকে তারা

দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অন্য এক দল আলিম এ ব্যাপারে তাদের বিরোধিতা করেন এবং বলেন, যে মহিলার স্বামী মারা যায় ইদ্দতের মধ্যে দিনের বেলায় সে ঘর থেকে বের হতে পারে, তবে রাত যাপন নিজের ঘরে করতে হবে। কিন্তু তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ইদ্দতের মধ্যে দিনে কিংবা রাতে কখনও ঘর থেকে বের হবেনা তারা দুজনের মধ্যে পার্থক্য করেন। কেননা তাদের অভিমত অনুযায়ী তালাকপ্রাপ্তা মহিলা তার তালাকদাতা স্বামী থেকে বাসস্থান ও ভরণপোষণের খরচ আদায় করতে পারে। তাই তার ঘর থেকে বের হবার কোন প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে যে মহিলার স্বামী মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে তার কোন ভরণপোষণের খরচ নেই। তাই সে দিনের আলোতে প্রতিপালকের অনুগ্রহ অর্জনের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হবার অধিকার রাখে। আর তাদের দলীল হল হযরত জাবির (রা) বর্ণিত হাদীস, যা দ্বারা প্রথম পক্ষ তাদের বিরুদ্ধে দলীল পেশ করেছেন। তারা বলেন হাদীসে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা হয়ত এমন সময়ের কথা, যখন ইদ্দতের পুরো সময়টায় শোক পালন করার রীতি প্রবর্তিত হয়নি। তাই তখন তাকে ঘরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি ছিল। এ সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত বর্ণনাটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

٤٢١٢ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ اَيْضًا قَالَ ثَنَا حِبَّانُ ح وَحَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا جَبَارَةُ بْنُ الْمَغْلَسِ ح وَحَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ وَسُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالاَ ثَنَا اَسَدُ قَالُوْا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ لَمَّا اُصِيْبَ جَعْفَرُ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَسْكُنِىْ ثَلاَثًا ثُمَّ اصْنَعِىْ مَاشِئْتَ ـ

৪২১২. ইব্‌ন মারযূক (র) আবু বাক্‌রা (র), ফাহাদ (র), ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র), এবং রাবী' আল-মুয়াযযিন (র) ও সুলাইমান ইব্‌ন শুয়াইব (র) ..... আসমা বিনত উমাইস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন জা'ফর (রা) শাহাদত বরণ করেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ﷺ আমাকে তিনদিন শোক পালন করতে নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, তিন দিন পর তুমি যা ইচ্ছে করতে পার।

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, পূর্বে ইদ্দত পালনকারিণী মহিলার জন্যে ইদ্দতের পুরো মিয়াদ শোক পালন করার প্রথা প্রবর্তিত হয়নি। বরং তা ছিল নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্যে। তা পরবর্তিতে রহিত হয়ে যায় এবং তাকে চার মাস দশদিন শোক পালন করার জন্যে নির্দেশ প্রদান করা হয়।

٤٢١٣ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَيَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ اِلاَّ عَلٰى زَوْجٍ فَاِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ـ

৪২১৩. ইউনুস (র) ..... আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যে মহিলা আল্লাহ্ তা'আলা ও শেষ বিচার দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার জন্যে স্বামী ব্যতীত অন্য কোন মৃত ব্যক্তির জন্যে তিন দিনের বেশী শোক পালন করা বৈধ নয়। তবে স্বামীর জন্যে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে।

٤٢١٤- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَ نَعْىُ اَبِىْ سُفْيَانَ دَعَتْ اُمُّ حَبِيْبَةَ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْ بِذِرَاعَيْهَا وَعَارِضَيْهَا وَقَالَتْ اِنِّىْ عَنْ هٰذَا لَغَنِيَّةٌ لَوْ لَا اَنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَتْ مِثْلَ حَدِيْثِ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا سَوَاءً -

৪২১৪. ইউনুস (র) ..... যয়নাব বিনত আবূ সালামা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন আবূ সুফিয়ান (রা)-এর ইনতিকালের সংবাদ এসে পৌছল তখন উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রা) হলদে রং আনার জন্যে কাউকে ডেকে পাঠালেন। অতঃপর তিনি তার দু হাত ও মুখমন্ডল রং দ্বারা স্পর্শ করলেন এবং বললেন, আমার জন্য কিছু করার দরকার নেই। তবে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছি। অতঃপর হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণিত হাদীসের ন্যায় একটি বর্ণনা পেশ করেন।

٤٢١٥- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ بَيْنَمَا اَنَا عِنْدَ اُمِّ حَبِيْبَةَ ثُمَّ ذَكَرَتْ مِثْلَ حَدِيْثِ يُوْنُسَ قَالَ حُمَيْدُ وَحَدَّثَتْنِىْ زَيْنَبُ بِنْتُ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّهَا اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْ امْرَاَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ بِنْتِ النَّحَامِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اِنَّا نَخَافُ عَلٰى بَصَرِهَا فَقَالَ لَا اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا قَدْ كَانَتْ اِحْدَاكُنَّ تَحِدُّ عَلٰى زَوْجِهَا السَّنَةَ ثُمَّ تَرْمِىْ عَلٰى رَأْسِ السَّنَةِ بِالْبَعْرِ -

৪২১৫. রাবী' আল-মুয়াযযিন (র) ..... উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কুরাইশের একজন বিনতুন নাহাম নামী মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে হাযির হয়ে আরয করেন, আমরা বিধবা মহিলাটির চোখ নিয়ে ভয় করছি, সে কি চার মাস দশ দিন শোক পালন সমাপ্ত করার পূর্বে চোখে সুরমা লাগাতে পারে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, 'না' চার মাস দশ দিন শোক পালন করতেই হবে। তোমরা পূর্বে স্বামীর জন্যে এক বছর শোক পালন করতে। এরপর বছর সমাপ্তিতে তোমরা পিছন দিকে উটের মল নিক্ষেপ করতে।

٤٢١٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ مَوْلَى الْاَنْصَارِ اَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ بِنْتَ اُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ اُمِّهَا وَاُمِّ حَبِيْبَةَ مِثْلَ مَافِىْ حَدِيْثِ رَبِيْعٍ عَنْهُمَا قَالَ حُمَيْدُ فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَا رَأْسُ الْحَوْلِ فَقَالَتْ كَانَتِ الْمَرْاَةُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اِذَا مَاتَ زَوْجُهَا عَمَدَتْ اِلٰى شَرِّ بَيْتٍ لَهَا فَجَلَسَتْ فِيْهِ سَنَةً فَاِذَا مَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ خَرَجَتْ وَرَمَتْ بِبَعْرَةٍ مِنْ وَرَائِهَا -

৪২১৬. ইউনুস (র) ..... যয়নাব বিনত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি তার মাতা উম্মে সালামা (রা) ও উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণনাকারী রাবীর ন্যায় বর্ণনা পেশ করেন। বর্ণনাকারীদের একজন হুমাইদ (র) বলেন, আমি যায়নাবকে জিজ্ঞেস করলাম رَأْسُ الْحَوْلِ কি? তিনি জবাবে বলেন, অজ্ঞতার যুগে যখন

কোন মহিলার স্বামী মারা যেত তখন সে সবচেয়ে একটি খারাপ ঘরে এক বছর পর্যন্ত বসবাস করত। এক বছর অতিক্রান্ত হবার পর সে সেখান থেকে বের হয়ে আসত এবং তার পিছন দিকে উটের মল নিক্ষেপ করত।

٤٢١٧ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ بِهٰذِهِ الْاَحَادِيْثِ الثَّلَاثَةِ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلٰى اُمِّ حَبِيْبَةَ ثُمَّ ذَكَرَتْ عَنْهَا مِثْلَ مَا ذَكَرْنَا عَنْهَا فِيْمَا تَقَدَّمَهُ مِنْ هٰذِهِ الْاَحَادِثِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ وَسَمِعْتُ اُمَّ سَلَمَةَ تَقُوْلُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ مَاذَكَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ حَدِيْثِ يُوْنُسَ عَنْ عَلِىٍّ وَفِىْ حَدِيْثِ رَبِيْعٍ عَنْ شُعَيْبٍ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فِىْ حَدِيْثِهِمَا عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ بِنْتِ النَّحَامِ ـ

৪২১৭. ইউনুস (র) ..... যয়নাব বিনত আবূ সালামা (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তিনটি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি একদিন উম্মুল মু'মিনীন উম্মে হাবীবা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করলাম। অতঃপর তিনি তার থেকে আমরা যেরূপ এ তিনটি হাদীস পূর্বে বর্ণনা করেছিলাম, অনুরূপ বর্ণনা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে পেশ করেন। তিনি বলেন, আমি উম্মে সালামা (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, একটি মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আগমন করল। অতঃপর তিনি আমরা যেরূপ এ তিনটি হাদীস সম্বন্ধে পূর্বে বর্ণনা করেছিলাম অনুরূপ বর্ণনা করেন ও বলেন, একদিন আমি উম্মুল মু'মিনীন যয়নাব বিনত জাহাশ (র)-এর ঘরে প্রবেশ করলাম। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে আমরা যেরূপ উম্মে সালামা (রা)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বিনতুন নাহাম সম্বন্ধে ইউনুস (র)-এর মাধ্যমে আলী (রা) হতে এবং শুয়াইব (র)-এর মাধ্যমে রাবী হতে হাদীস উল্লেখ করেছিলাম, অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٤٢١٨ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدُ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنِى اللَّيْثُ قَالَ ثَنِى ابْنُ الْهَادِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ اَبِىْ عُبَيْدٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَوْ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَوْ عَنْهُمَا كِلْتَيْهِمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تَحِدَّ عَلٰى مُتَوَفًّى فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ اِلاَّ عَلٰى زَوْجِهَا ـ

৪২১৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন খুযাইমা (র) ও ফাহাদ (র) ..... উম্মুল মু'মিনীন হাফসা বিনত উমার (রা) কিংবা উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দীকা (রা) কিংবা তাদের দু'জন থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যে মহিলা আল্লাহ্ তা'আলা ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার জন্যে স্বামী ব্যতীত অন্য কোন মৃত ব্যক্তির উপর তিন রাতের অধিক শোক পালন করা বৈধ নয়।

٤٢١٩ـ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِىُّ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ اَبِىْ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ وَهِىَ اُمُّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ وَزَادَ فَاِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا ـ

৪২১৯. আলী ইব্ন শাইবা (র) ..... উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা (রা)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, তিনি চার মাস দশ দিন শোক পালন করবেন।

٤٢٢٠ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا أَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ أَنْ يَحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلٰى زَوْجٍ ـ

৪২২০. ইব্ন মারযূক (র) ..... সাফিয়া বিনত আবূ উবাইদ (র) হতে এবং তিনি কোন একজন উম্মুল মু'মিনীন (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, "যে মহিলা আল্লাহ্ তা'আলা ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার জন্যে স্বামী ব্যতীত অন্য কোন মৃত ব্যক্তির নিমিত্ত তিন দিনের অধিক শোক পালন করা বৈধ নয়।"

٤٢٢١ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَارِمُ أَبُوْ النُّعْمَانِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ ثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৪২২১. ইব্ন মারযূক (র) ..... নাফি' (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনিও নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা উল্লেখ করেন।

٤٢٢٢ـ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ لاَتَحِدَّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلٰى زَوْجٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَطَيَّبُ وَلاَتَلْبِسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصَبٍ ـ

৪২২২. ইব্ন আবূ দাঊদ (র) ..... উম্মে আতিয়া (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের হুকুম দিয়েছেন যেন কোন মহিলা স্বামী ব্যতীত অন্য কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন না করে, স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দতের মধ্যে সুরমা ব্যবহার না করে, খুশবু ব্যবহার না করে এবং পট্টির কাপড় ব্যতীত রঙ্গিন কাপড় না পরে।

٤٢٢٣ـ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ إِلاَّ ثَوْبَ عَصَبٍ ـ

৪২২৩. আবূ বাক্রা (র) ..... উম্মে আতিয়া (রা)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন, তবে তিনি পট্টির কাপড়ের কথা উল্লেখ করেননি।

٤٢٢٤ـ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا حَسَّانُ بْنُ غَالِبٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ أَبِيْ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُخْبِرُ عَنْ زَيْنَبَ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ بِنْتَ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْعَدَوِيِّ أَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَتِيْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مُحِدَّةٌ وَقَدْ

اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا اَفَتَكْتَحِلُ فَقَالَ لاَ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ انَّهَا تَشْتَكِيْ عَيْنُهَا فَوْقَ مَا تَظُنُّ اَفَتَكْتَحِلُ قَالَ لاَ تَحِدُّ فَوْقَ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ الاَّ عَلىٰ زَوْجٍ ثُمَّ قَالَ اَوَنَسِيْتُنَّ كُنْتُنَّ فِى الْجَاهِلِيَّةِ تَحِدُّ الْمَرْأَةُ السَّنَةَ وَتُجْعَلُ فِيْ السَّنَةِ فِيْ بَيْتٍ وَحْدَهَا الاَّ اَنَّهَا تُطْعَمُ وَتُسْقىٰ حَتّٰى اذَا كَانَ رَأْسُ السَّنَةِ اُخْرِجَتْ ثُمَّ اُتِيَتْ بِكَلْبٍ اَوْ دَابَّةٍ فَاذَا مَسَّتْهَا مَاتَتْ فَخُفِّفَ ذٰلِكَ عَنْكُنَّ وَجُعِلَ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَ عَشْرًا ـ

৪২২৪. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... যয়নাব (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তার মাতা উম্মে সালামা (রা) তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, বিনত নুয়াইম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-আদভী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে আগমন করেন এবং বলেন, "আমার কন্যার স্বামী মারা গিয়েছে, আর সে এখন শোক পালন করছে। ইতিমধ্যে তার চোখে রোগ দেখা দিয়েছে, সে কি তার চোখে সুরমা লাগাতে পারে?" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, 'না'। তিনি বলেন, 'হে আল্লাহ্‌র নবী! তার চোখে ধারণাতীত ব্যথা করছে, সে কি সুরমা লাগাতে পারবে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, কোন মুসলিম নারীর জন্যে স্বামী ব্যতীত অন্য কারো নিমিত্ত তিন দিনের বেশি শোক পালন করা বৈধ নয়। অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা কি ভুলে গিয়েছ যে, অন্ধকার যুগে নারীরা এক বছর শোক পালন করত, তাকে একটি ঘরে একাকিনী থাকতে হত। শুধু এই যে, তাকে খাদ্য ও পানীয় দেয়া হতো। অতঃপর যখন এক বছর পূর্ণ হত তখন তাকে ঐ ঘর থেকে বের করে আনা হত। তার কাছে একটি কুকুর কিংবা অন্য কোন জানোয়ার আনা হত। যখন সে এটাকে স্পর্শ করত তখন তা মরে যেত। সেটাই তোমাদের থেকে রহিত করে সহজ বিধান চার মাস দশ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে।

উপরোক্ত হাদীসগুলোর মাধ্যমে প্রমাণিত হল যে, যার স্বামী মারা যায়, ইদ্দতের পূরো সময়ে তাকে শোক পালন করতে হবে। অবশ্য পূর্বে ইদ্দতের মধ্যে তিনদিন শোক পালন করতে হত। আসমা (রা)-এর হাদীসেও এরূপ সংবাদ দেখতে পাওয়া যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে আল-ফুরাইয়া বিনত মালিক সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয় ঃ

٤٢٢٥ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَنَسُ بْنُ عَيَاضٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَعْدُ بْنُ اِسْحٰقَ بْنَ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الْاَنْصَارِيَّ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ قَالَتْ اَخْبَرَتْنِيْ الْفَرِيْعَةُ بِنْتُ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ اُخْتُ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّهُ اَتَاهَا نَعْيُ زَوْجِهَا خَرَجَ فِيْ طَلَبِ اَعْلاَجٍ لَهُ فَاَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُوْمِ فَقَتَلُوْهُ قَالَتْ فَجِئْتُ رَسُوْلَ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ اَتَانِيْ نَعْيُ زَوْجِيْ وَاَنَا فِيْ دَارٍ مِنْ دُوَرِ الْاَنْصَارِ شَاسِعَةٍ عَنْ دُوَرِ اَهْلِيْ وَاَنَا اَكْرَهُ الْقَعْدَةَ فِيْهَا وَاِنَّهُ لَمْ يَتْرُكْنِيْ فِيْ مَسْكَنٍ وَلاَ مَالٍ يَمْلِكُهُ وَلاَ نَفَقَةَ اَنْفِقُ عَلَيَّ فَاِنْ رَأَيْتَ اَنَّ الْحَقَّ بِاَخِيْ فَيَكُوْنُ اَمْرُنَا جَمِيْعًا فَاِنَّهُ اَجْمَعُ لِيْ فِيْ شَانِيْ وَاَحَبُّ اِلَيَّ قَالَ اِنْ شِئْتِ فَالْحَقِيْ بِاَهْلِكِ قَالَتْ فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِرَةً بِذٰلِكَ حَتّٰى اِذَا كُنْتُ فِى الْحُجْرَةِ اَوْفِى الْمَسْجِدِ دَعَانِيْ اَوْ دُعِيْتُ لَهُ فَقَالَ كَيْفَ زَعَمْتِ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْحَدِيْثَ مِنْ اَوَّلِهِ فَقَالَ اُمْكُثِيْ فِى الْبَيْتِ الَّذِيْ جَاءَكِ فِيْهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتّٰى

يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهُ قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيْهِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا قَالَتْ فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا عُثْمَانَ فَسَأَلَهَا فَاَخْبَرَتْهُ فَقَضٰى ـ

৪২২৫. ইউনুস (র) ..... যয়নাব বিনত কা'ব (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবূ সায়ীদ আল-খুদরী (রা)-এর বোন আল-ফুরাইয়া বিনত মালিক ইব্‌ন সিনান (র) আমাকে সংবাদ দেন যে, তার স্বামী তার কতিপয় পলাতক গোলামের সন্ধানে বের হন, 'তারফুল কুদুম' নামক স্থানে তিনি তাদেরকে পেলেন, কিন্তু তারা তাকে হত্যা করে। তার কাছে তার স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পৌছে। তিনি বলেন, যখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকটে আগমন করলাম এবং বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ ! আমার কাছে আমার স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছেছে। আমি আনসারদের একটি ঘরে থাকি যা আমার পরিবার-পরিজনদের থেকে বহু দূরে। তাই সেখানে থাকাটা আমার পসন্দ নয়। আর তিনি আমার জন্যে কোন বাসস্থান, সম্পদ ও ভরণপোষণের খরচ রেখে যাননি। আপনি যদি আমাকে আমার ভাইয়ের সাথে থাকার অনুমতি দেন তাহলে আমাদের দু'জনেরই সুবিধা। কেননা এটা আমার কাজকর্মে আমার জন্য স্বস্তিদায়ক এবং আমার কাছে অধিকতর প্রিয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যদি তুমি ইচ্ছে কর তাহলে তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের সাথে মিলিত হতে পার। তিনি আরো বলেন, আমি এতে আনন্দিত হয়ে ঘর থেকে বের হলাম। যখন আমি হুজরায় কিংবা মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছলাম তিনি আমাকে ডাকলেন কিংবা তার পক্ষ হতে আমাকে ডাকা হল। তিনি আমাকে বললেন, "কি বলছিলে"? আমি আমার কথা প্রথম থেকে আবার পেশ করলাম। তখন তিনি বললেন, যে ঘরে তুমি তোমার স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ পেয়েছ সেখানেই অবস্থান কর যতক্ষণ না তোমার ইদ্দত পরিপূর্ণ হয়। তিনি বলেন, আমি সেখানে চার মাস দশ দিনের ইদ্দত পালন করলাম। তিনি বলেন, তার কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উসমান (রা)-কে প্রেরণ করেন। উসমান (রা) তাকে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করেন। তিনি তাকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সংবাদ দেন এবং হযরত উসমান (রা) তা পূর্ণ করেন।

٤٢٢٦ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ ثَنِى اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِسْحٰقَ بْنِ كَعْبٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ نَحْوَهُ ـ

৪২২৬. রাবী' আল-মুয়াযযিন (র) ..... সা'দ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন কা'ব (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদের মাধ্যমে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٢٢٧ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِسْحٰقَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৪২২৭. ইউনুস (র) ..... সা'দ ইব্‌ন ইসহাক (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনিও নিজ সনদের মাধ্যমে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٢٢٨ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنِى يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ ثَنِى شُعْبَةُ وَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ جَمِيْعًا عَنْ سَعْدِ بْنِ اِسْحٰقَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৪২২৮. ইব্ন আবূ দাঊদ (র) ..... সা'দ ইব্ন ইসহাক (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনিও নিজ সনদের মাধ্যমে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন। ইউনুস (র) অন্য এক সনদে সা'দ ইব্ন ইসহাক (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٢٢٩ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ اَخْبَرَهُ عَنْ سَعْدٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৪২২৯. ইউনুস (র) অন্য এক সনদে সা'দ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনিও নিজ সনদের মাধ্যমে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٢٣٠ـ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ سَعْدٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ سُوَالَ عُثْمَانَ اِيَّاهَا وَلاَقَضَاءَهُ بِهِ ـ

৪২৩০. আলী ইব্ন শাইবা (র) ..... সা'দ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনিও নিজ সনদের মাধ্যমে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন, তবে তিনি আল-ফুরাইয়ার প্রতি উসমান (রা)-এর প্রশ্নোত্তর ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা উল্লেখ করেননি।

٤٢٣١ـ حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِىْ داؤُدَ قَالَ ثَنَا الْوَهْبِىُّ قَالَ ثَنَا اِبْنُ اِسْحٰقَ عَنْ سَعْدٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اَلْقَارِعَةَ وَلَمْ يَقُلْ الْفُرَيْعَةَ وَذَكَرَ اَيْضًا سُوَالَ عُثْمَانَ اِيَّاهُ وَلَمْ يَذْكُرُ قَضَاءَهَ بِهِ ـ

৪২৩১. ইব্ন আবূ দাঊদ (র) অন্য এক সনদে সা'দ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনিও নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি আল-ফুরাইয়ার স্থলে আল-ফারিয়া বলেছেন। তিনি উসমান (রা)-এর প্রশ্ন উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সিদ্ধান্ত উল্লেখ করেননি।

٤٢٣٢ـ حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِىْ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِسْحٰقَ اَوْ اِسْحٰقَ بْنِ سَعْدٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَقَالَ اَلْفَرِيْعَةَ وَلاَ اَدْرِىْ اَذَكَرَ سُوَالَ عُثْمَانَ اِيَّاهَا وَقَضَاءَه بِهِ اَمْ لاَ ـ

৪২৩২. ইব্ন আবূ দাঊদ (র) অন্য এক সনদে সা'দ ইব্ন ইসহাক (র) কিংবা ইসহাক ইব্ন সা'দ হতে বর্ণনা করেন। তিনিও নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। বর্ণনাকারী আল-ফুরাইয়া বলেছেন, তিনি বলেন, উসমান (রা)-এর প্রশ্ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ উল্লেখ করা হয়েছে কিনা আমার জানা নেই।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ মোট কথা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল-ফুরাইয়াকে ইদ্দতের মধ্যে নিজের ঘর থেকে স্থানান্তর হতে নিষেধ করেছেন এবং এটাকেও শোক পালনের মধ্যে গণ্য করেছেন। আর আসমা (রা)-এর হাদীসে আমরা উল্লেখ করেছি যে, তার স্বামী জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেছেন, শোক পালনের জন্যে তিন দিন ঘরে অবস্থান কর, পরে যা ইচ্ছে তা করতে পার। এ হাদীসে বলা হয় যেন তিন দিনের বেশী শোক পালন না করে। আর একথার উপর সকলে একমত

যে, এ হুকুম রহিত হয়ে গেছে সেহেতু উলামায়ে কিরাম এ হাদীস ছেড়ে দিয়ে যয়নাব বিনত জাহাশ (রা), আয়েশা (রা) উম্মে সালামা (রা) ও উম্মে হাবীবা (রা) বর্ণিত হাদীসের উপর আমল করেছেন। তিনি আরো বলেন, আমরা এও উল্লেখ করেছি যে, ইদ্দতের পূরো সময়ে শোক পালন করা ওয়াজিব। আর শোক পালনের ক্ষেত্রে শুধু এমন মহিলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যার স্বামী মারা গিয়েছে। সুতরাং দেখা যায় যে, শোক পালন এমন ইদ্দতে করতে হয়, যা বিবাহ বন্ধনের কারণে ওয়াজিব হয়ে থাকে। তাহলে তালাকপ্রাপ্তার ইদ্দতের মধ্যেও শোক পালনের বিষয়টি প্রযোজ্য হতে পারে, যেমন এমন মহিলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে বিবেচনা করা হয়েছে, যার স্বামী ইনতিকাল করেছে। আবার ইদ্দতের মধ্যে শোক পালন যার স্বামী মারা গেছে শুধু তার সাথেই সীমিত থাকতে পারে।

এ ব্যাপারে আমরা চিন্তা ও গবেষণার আশ্রয় নিয়ে দেখতে পাই যে, উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে মতবিরোধ করেছেন। তাদের একদল বলেছেন, তালাক প্রাপ্তার ক্ষেত্রে ইদ্দতের মধ্যে শোক পালন ওয়াজিব নয়। আবার অন্যদল বলেছেন, তার ক্ষেত্রেও ইদ্দতের মধ্যে শোক পালন করা ওয়াজিব, যেমন যার স্বামী মারা গেছে তার উপর ওয়াজিব। আমরা আরো লক্ষ্য করলাম যে, তালাকপ্রাপ্তাকে ইদ্দতের মধ্যে নিজ ঘর থেকে স্থানান্তর হওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যেমন যার স্বামী মারা গেছে তারও স্থানান্তর হওয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটা তার উপর অবশ্য করণীয়, তাকে এটা ছাড়া গন্ত্যন্তর নেই, যেমন তার ইদ্দত ছাড়া গন্ত্যন্তর নেই। কিছু শোক পালনে তালাকপ্রাপ্তা যেমন যার স্বামী মারা গেছে তার সমপর্যায়ের, অনুরূপভাবে সব ধরনের শোক পালনের ক্ষেত্রেও তারা একই পর্যায়ভুক্ত। কাজেই প্রমাণিত হল যে, তালাকপ্রাপ্তার ক্ষেত্রেও ইদ্দতের মধ্যে শোক পালন করা ওয়াজিব। আর মুতাকাদ্দিমীনের একটি দলও এরূপ অভিমত পেশ করেছেন ঃ

٤٢٣٣- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا اَتَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا اَمْ تَخْرُجَانِ فَقَالَ جَابِرٌ لَا فَقُلْتُ اتَتَرَبَّصَانِ حَيْثُ اَرَادَتَا فَقَالَ جَابِرٌ لَا -

৪২৩৩. রাবী' আল-মুয়াযযিন (র) ..... আবূয যুবাইর (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি জাবির (রা)-কে প্রশ্ন করলাম, তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ও যার স্বামী মারা গেছে তারা কি ইদ্দত পালন করবে, না ঘরের বাইরে চলাচল করবে? জাবির (রা) বলেন, 'না'। তখন আমি বললাম, তারা কি যেখানে ইচ্ছে অপেক্ষা করবেন? জাবির (রা) বলেন, 'না'।

٤٢٣٤- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَهْمِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا لَهِيْعَةُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُ قَالَ فِى الْمُطَلَّقَةِ اَنَّهَا لَا تَعْتَكِفُ وَلَا الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَاتَخْرُجَانِ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ حَتّٰى تَوَفَّيَا اَجَلَهُمَا -

৪২৩৪. রাওহ্ ইব্‌ন আল-ফারাজ (র) ..... জাবির (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ও যার স্বামী মারা যায় তারা ঘরের কোণে বসে থাকবে না। তবে তারা ইদ্দত পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ঘরের বাইরেও হবে না।

এ জাবির (রা) ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে নিজের খালার জন্যে ইদ্দতের মধ্যে খেজুর বাগান বিন্যস্ত করার নিমিত্ত বাইরে যাবার অনুমতি নিয়েছিলেন। এ অনুচ্ছেদের প্রথম দিকে হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর তিনি আবার এটার বিপরীত বলছেন। এটা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পূর্বেকার হাদীসের হুকুম তার কাছে রহিত হয়ে গেছে। জাবির (রা)-এর হাদীসে আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে, তালাকপ্রাপ্তা মহিলা এবং স্বামী মারা যাওয়া মহিলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তারা ইদ্দতের দিক্ দিয়ে শোক পালনের ক্ষেত্রে বরাবর ছিলেন, অতঃপর ইদ্দতের পুরো সময়ে শোক পালনের দিক দিয়ে বরাবর হলেন, যদিও পূর্বে ইদ্দতের কিছু সময় শোক পালন করত। আসমা (রা)-এর হাদীসে আমরা তা উল্লেখ করেছি। পরবর্তীতে এ হুকুম রহিত হয়ে যায় এবং ইদ্দতের পুরো সময়ে শোক পালনের হুকুম দেয়া হয়। কাজেই জাবির (রা)-এর খালাকে যা হুকুম দেয়া হয়েছিল আর শোক পালন ছিল ইদ্দতের মাত্র তিন দিন। এরপর এ হুকুম রহিত হয় এবং শোক পালনও ইদ্দতের পূরো সময়ের জন্যে প্রবর্তিত হয়। উলামায়ে মুতাকাদ্দিমীন থেকেও এরূপ বর্ণিত রয়েছে ঃ

٤٢٣٥ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا مَنْصُوْرُ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ عُمَرَ رَدَّ نِسْوَةً مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ تُوُفِّى عَنْهُنَّ اَزْوَاجُهُنَّ فَخَرَجْنَ فِىْ عِدَّتِهِنَّ ـ

৪২৩৫. ইব্‌ন মারযূক (র) ও আলী ইব্‌ন শাইবাহ (র) ..... সায়ীদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হযরত উমার (রা) কতিপয় মহিলাকে যুলহুলাইফা থেকে ফেরত পাঠালেন; কারণ তাদের স্বামীগণ মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে ছিলেন, তারা তাদের ইদ্দতে বের হয়েছিলেন।

٤٢٣٦ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ ثَنِى الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ ثَنِى يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ ثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالاَ فِى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهُ وَبِهَا فَاقَةُ شَدِيْدَةُ فَلَمْ يُرَخِّصَالَهَا اَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا اِلاَّ فِىْ بَيَاضِ نَهَارِهَا وَتُصِيْبُ مِنْ طَعَامٍ فِيْهِمْ ثُمَّ تَرْجِعُ اِلٰى بَيْتِهَا فَتَبِيْتُ فِيْهِ ـ

৪২৩৬. রাবী' আল-মুয়াযযিন (র) ..... মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন সাওবান (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হযরত উমার (রা) ও যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) দুজনেই যে মহিলার স্বামী মারা গেছে তার সম্বন্ধে বলেন, যে অত্যন্ত অস্বচ্ছলতায় ভুগছিল তবুও তাকে ঘর থেকে দিনের আলো ব্যতীত বের হবার অনুমতি ছিলনা। দিনের আলোতে সে পরিবারের সদস্যদের জন্যে খাদ্য সংগ্রহ করবে এবং ঘরে ফেরত এসে তথায় রাত যাপন করবে।

٤٢٣٧ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى وَمُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرُ اَنَّهُ قَالَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاتَبِيْتُ غَيْرَ بَيْتِهَا ـ

৪২৩৭. আলী ইব্‌ন শাইবা (র) ..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "যে মহিলার স্বামী মারা গেছে সে তার ঘর ব্যতীত অন্যত্র রাত যাপন করবেনা।"

٤٢٣٨ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَلْوَهْبِىُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ اِسْحٰقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اُمِّهٖ قَالَتْ لَمَّا تَوَفَّى السَّائِبُ تَرَكَ زَرْعًا بِقَنَاةٍ فَجِئْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنَّ السَّائِبَ تَوَفَّى وَتَرَكَ ضَيْعَةً مِنْ زَرْعٍ بِقَنَاةٍ وَتَرَكَ غِلْمَانًا صِغَارًا وَلَاحِيْلَةَ لَهُمْ وَهِىَ لَنَا دَارٌ وَّمَنْزِلٌ اَفَانْتَقِلُ اِلَيْهَا فَقَالَ لاَ تَعْتَدِّىْ اِلاَّ فِى الْبَيْتِ الَّذِىْ تَوَفَّى فِيْهِ زَوْجُكِ اِذْهَبِىْ اِلَى ضَيْعَتِكِ بِالنَّهَارِ وَارْجِعِىْ اِلَى بَيْتِكِ بِاللَّيْلِ فَبِيْتِىْ فِيْهِ فَكُنْتُ اَفْعَلُ ذٰلِكَ ـ

৪২৩৮. ইব্ন আবূ দাউদ (র) ..... মুসলিম ইবনুস সায়িব (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার মাতা থেকে বর্ণনা করেন। তার মাতা বলেন, যখন আস-সায়িব (রা) মারা যান তখন খালের পাড়ে একটি কৃষি জমি রেখে যান। আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা)-এর কাছে আগমন করলাম এবং বললাম, "হে আবূ আবদুর রহমান! আস-সায়িব (রা) মারা গেছেন এবং খালের পাড়ে একটি কৃষি জমি রেখে যান। আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েও রেখে গেছেন, যাদের জীবন যাপনের অন্য কোন উপায় নেই। ওখানে আমাদের ঘর বা মানযিল, আমরা কি তথায় স্থানান্তর হতে পারি? হযরত ইব্ন উমার (রা) বললেন, "তোমার স্বামী যে ঘরে ইনতিকাল করেছে সেই ঘরেই তুমি ইদ্দত পালন করবে। তোমার ক্ষেতখামারে দিনের বেলায় যাবে এবং রাতের বেলায় ঘরে ফেরত আসবে ও সেখানে রাত যাপন করবে। আমিও তদ্রূপ করতাম।"

٤٢٣٩ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ اُمَّ مَخْرَمَةَ تَقُوْلُ سَمِعْتُ اُمَّ مُسْلِمِ بْنِ السَّائِبِ تَقُوْلُ تَوَفَّى السَّائِبُ فَسَاَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْخُرُوْجِ فَقَالَ لاَتَخْرُجِىْ مِنْ بَيْتِكِ اِلاَّ لِحَاجَةٍ وَلاَ تَبِيْتِىْ اِلاَّ فِيْهِ حَتّٰى تَنْقَضِىَ عِدَّتُكِ ـ

৪২৩৯. ইউনুস (র) ..... উম্মে মাখরামা (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি মুসলিম ইব্ন আস সায়িব (র)-এর মায়ের কাছে শুনেছি। তিনি বলতেন, আস-সায়িব (র) যখন মারা যায় তখন আমি ইব্ন উমার (রা) কে আমার বাইরে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হবেনা এবং তোমার ইদ্দত পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তোমার ঘর্ ব্যতীত অন্য কোথায়ও রাত যাপন করবেনা।

٤٢٤٠ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِىٍّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لاَتَنْتَقِلُ الْمَبْتُوْتَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا فِىْ عِدَّتِهَا ـ

৪২৪০. আবূ বাক্‌রা (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "বায়েন তালাক প্রাপ্তা মহিলা তার ইদ্দতের মধ্যে স্বামীর ঘর থেকে স্থানান্তর হবেনা।"

٤٢٤١ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فِى الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلْثًا لاَ تَنْتَقِلاَنِ وَلاَ تَبِيْتَانِ اِلاَّ فِىْ بُيُوْتِهِمَا ـ

৪২৪১. সুলাইমান ইব্‌ন শুয়াইব (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যে মহিলার স্বামী মারা গেছে আর যে মহিলা তিন তালাকপ্রাপ্তা তারা যেন স্থানান্তর না হয় এবং নিজের ঘর ব্যতীত অন্যত্র রাত যাপন না করে।

٤٢٤٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ كَانَتْ اِمْرَأَةٌ فِيْ عِدَّتِهَا فَاشْتَكٰى اَبُوْهَا فَاَرْسَلَتْ اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ مَاتَرِيْنَ فَاِنَّ اَبِيْ اشْتَكٰى اَفَاٰتِيْهِ فَاُمَرِّضُهُ فَقَالَتْ بِيْتِيْ فِيْ بَيْتِكِ طَرَفَيِ اللَّيْلِ-

৪২৪২. সুলাইমান (র) ..... ইব্‌রাহীম (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "এক মহিলা তার ইদ্দত পালন করছিলেন, তার পিতা অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন তিনি উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা (রা)-এর কাছে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন এবং বলেন, আপনি কি সিদ্ধান্ত দেন, আমার পিতা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, আমি কি তার কাছে যেতে পারি, তার শুশ্রূষা করতে পারি? উম্মুল মু'মিনীন (রা) বলেন, রাতের বেলায় নিজের ঘরে কাল যাপন করবে।"

٤٢٤٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَخْرَمَةُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَرٰى اَنْ تَخْرُجَ الْمُطَلَّقَةُ اِلَى الْمَسْجِدِ قَالَ بُكَيْرٌ وَقَالَتْ عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ تَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ اَنْ تَبِيْتَ عَنْ بَيْتِهَا -

৪২৪৩. ইউনুস (র) ..... আল-কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি রায় দিতেন "যে, তালাকপ্রাপ্তা মহিলা মসজিদে যাবে।" বুকাইর (র) বলেন, "আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে আমারা বর্ণনা করেন।" তিনি বলেন, "তালাকপ্রাপ্তা মহিলা নিজের ঘরে রাত যাপন করে অন্যত্র বের হতে পারে।"

٤٢٤٤- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ بِنْتَ سَعِيْدٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَطَلَّقَهَا اَلْبَتَّةَ فَانْتَقَلَتْ فَاَنْكَرَ ذٰلِكَ عَلَيْهَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ -

৪২৪৪. ইউনুস (র) ..... নাফি' (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সায়ীদের কন্যা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা)-কে বিয়ে করেন। তিনি তাকে বায়েন তালাক প্রদান করেন। তিনি স্থানান্তরিত হন কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) তা অপসন্দ ও অস্বীকার করেন।

٤٢٤٥- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفّٰى عَنْهُنَّ اَزْوَاجُهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ يَمْنَعُهُنَّ مِنَ الْحَجِّ -

৪২৪৫. ইউনুস (র) ..... সায়ীদ ইবনুল মুসায়্যিব (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) যে সব মহিলার স্বামী মারা গিয়েছিল তাদেরকে বাইদা থেকে ফেরত আসার হুকুম দিয়েছিলেন। তাদেরকে হজ্জে যেতে নিষেধ করলেন।

٤٢٤٦۔ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَاتَبِيْتُ الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَا الْمُطَلَّقَةُ اِلَّا فِىْ بَيْتِهِمَا ـ

৪২৪৬. ইউনুস (র) ..... নাফি' (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) বলেন, "যে মহিলার স্বামী মারা গিয়েছে কিংবা যাকে তালাক দেয়া হয়েছে, তারা যেন নিজেদের ঘর ব্যতীত অন্য কোথাও রাত যাপন না করে।"

٤٢٤٧۔ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدُّئَلِىِّ اَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ طَلَّقَ امْرَأَةً مِنْ اَهْلِهِ اَلْبَتَّةَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الْعِرَاقِ فَسَأَلَتْ ابْنَ الْمُسَيَّبِ وَالْقَاسِمَ وَسَالِمًا وَخَارِجَةَ وَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ هَلْ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا فَكُلُّهُمْ يَقُوْلُ لَا تَقْعُدُ فِىْ بَيْتِهَا ـ

৪২৪৭. রাওহ ইবনুল ফারাজ (র) ..... মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহমান আদ-দুয়িলী (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আলকামা ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবূ সুফিয়ান (র) নিজের স্ত্রীকে বায়েন তালাক দেন। অতঃপর ইরাক চলে যান। তখন মহিলাটি ইবনুল মুসায়্যিব, আল-কাসিম, সালিম, খারিজা এবং সুলাইমান ইব্ন ইয়াসার (র) কে জিজ্ঞেস করলেন, সে কি তার ঘর থেকে বের হতে পারবে? তারা সকলেই বললেন, সে যেন ঘরে বসে না থাকে।

٤٢٤٨۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا هِشَامُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا وَالْمُلَاعِنَةُ لَا تَخْتَضِبْنَ وَلَا تَطَيَّبْنَ وَلَا يَلْبِسْنَ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا وَلَا يَخْرُجْنَ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ ـ

৪২৪৮. মুহাম্মাদ ইব্ন খুযাইমা (র) ..... ইব্রাহীম (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা, খুলা' তালাক প্রাপ্তা মহিলা, যে মহিলার স্বামী ইনতিকাল করেছে, স্বামীর সাথে লি'আনকারিণী তারা যেন খিজাব ব্যবহার না করে, খুশবু না লাগায়, রঙ্গীন কাপড় পরিধান না করে এবং নিজ গৃহ থেকে বের না হয়।

উপরোক্ত হাদীসগুলো আমি যে সব সাহাবী ও তাবিঈ থেকে বর্ণনা করলাম তারা মৃত স্বামীর স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে সফর করতে ও স্থানান্তর হতে নিষেধ করেন, কিন্তু দিনের বেলায় বের হবার অনুমতি প্রদান করেন এ শর্তে যে, তারা নিজেদের ঘরে রাত যাপন করবে। আবার কেউ কেউ তাদের সাথে তালাকে বায়েনপ্রাপ্তা মহিলাকে শামিল করেন, তাকেও ইদ্দতের মধ্যে ঘর থেকে বের হতে এবং সফর করতে নিষেধ করেছেন। তবে যার স্বামী ইনতিকাল করেছে তাকে যেরূপ দিনের বেলায় ঘরের বের হতে অনুমতি দিয়েছেন কিন্তু বায়েন তালাকপ্রাপ্তাকে সেরূপ অনুমতি দেননি। সুতরাং ইদ্দতের মধ্যে দুজনকে সফর ও স্থানান্তরে নিষেধ করা এবং যার স্বামী মারা গেছে তাকে দিনের বেলায় ঘর থেকে বের হবার অনুমতি প্রদান ইত্যাদি জরুরী পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য। আর এটা হল আবূ হানীফা (র) আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) তাঁর বোন হযরত উম্মে কুলসুম (রা) কে ইদ্দতের মধ্যে সাথে নিয়ে সফর করে ছিলেন। আর এ ঘটনাটি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল ঃ

٤٢٤٩ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُوْلُ اِنَّ عَائِشَةَ حَجَّتْ بِاُخْتِهَا اُمِّ كُلْثُوْمٍ فِى عِدَّتِهَا ـ

৪২৪৯. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আতা (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আয়েশা সিদ্দীকা (রা) তাঁর বোন উম্মে কুলসুম (রা)-কে ইদ্দতের মধ্যে সঙ্গে নিয়ে হজ্জ পালন করেছিলেন।

٤٢٥٠ـ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنِى جَرِيْرٌ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُوْلُ حَجَّتْ عَائِشَةُ بِاُخْتِهَا فِى عِدَّتِهَا مِنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ ـ

৪২৫০. আলী ইব্‌ন শাইবা (র) ..... আতা (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তালহা ইব্‌ন উবাইদুল্লা (রা)-এর মৃত্যুর কারণে ইদ্দত অবস্থায় থাকাকালে নিজের বোন উম্মে কুলসুম (রা) কে সঙ্গে নিয়ে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হজ্জ পালন করেন।

٤٢٥١ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرِ الْعَقَدِىُّ قَالَ ثَنَا اَلْحَكَمُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا حَجَّتْ بِاُخْتِهَا اُمِّ كُلْثُوْمٍ فِى عِدَّتِهَا ـ

৪২৫১. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আল কাসিম (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আয়েশা সিদ্দীকা (রা) তাঁর বোন উম্মে কুলসুম (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে তার ইদ্দতের মধ্যে হজ্জ পালন করেন।"

٤٢٥٢ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِى رَبَاحٍ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ ـ

৪২৫২. রাবী' আল-মুয়াযযিন (র) ..... হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে অনুরূপ বর্ণনা উল্লেখ করেন।
উত্তরে বলা যায় যে, এটা জরুরী ঘটনার প্রেক্ষিতে নেয়া পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য ছিল। কেননা তারা সে সময় ফিতনায় নিপতিত হয়ে ছিলেন। এ সম্পর্কেও বর্ণনা পাওয়া যায় ঃ

٤٢٥٣ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَهْبِىُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا قُتِلَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَوْمَ الْجَمَلِ وَسَارَتْ عَائِشَةُ اِلٰى مَكَّةَ بَعَثَتْ عَائِشَةُ اِلٰى اُمِّ كُلْثُوْمٍ وَهِىَ بِالْمَدِيْنَةِ فَنَقَلَتْهَا اِلَيْهَا لِمَا كَانَتْ تَتَخَوَّفُ عَلَيْهَا مِنَ الْفِتْنَةِ وَهِىَ فِى عِدَّتِهَا ـ

৪২৫৩. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আল-কাসিম (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন তালহা ইব্‌ন উবাইদুল্লাহ (রা) কে জামালের (উষ্ট্র) যুদ্ধে হত্যা করা হয় এবং আয়েশা সিদ্দীকা (রা) মক্কার দিকে রওয়ানা হন তখন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) মদীনা অবস্থানরত উম্মে কুলসুমের কাছে লোক প্রেরণ করেন ও তাকে

নিজের কাছে স্থানান্তর করেন। কেননা তিনি তাঁর উপর যেকোন প্রকার ফিতনা-ফ্যাসাদের আশংকা বোধ করছিলেন। আর তিনি ইদ্দত পালন করছিলেন।

এ পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, যদি কোন প্রকার ফিতনা দেখা দেয় এবং ইদ্দত পালনকারিণীর বসবাসের ব্যাপারে সংকট দেখা দেয় তাহলে এ ফিতনা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে নিরাপদ স্থানে গিয়ে ইদ্দত পালন করার সুযোগ রয়েছে।

٦ـ بَابُ الْاَمَةِ تُعْتَقُ وَزَوْجُهَا حُرٌّ هَلْ لَهَا خِيَارٌ اَمْ لاَ

৬. অনুচ্ছেদ ঃ দাসী যদি স্বাধীন হয়ে যায় আর তার স্বামী স্বাধীন তাহলে আযাদপ্রাপ্তা মহিলার বিয়ে ভঙ্গের ব্যাপারে কোন ইখতিয়ার থাকবে কিনা?

٤٢٥٤ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرِ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ زَوْجُ بَرِيْرَةَ حُرًّا فَلَمَّا عُتِقَتْ خَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ـ

৪২৫৪. আবূ বিশর আর-রাকী (র) ..... আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, দাসী বারীরা (রা)-এর স্বামী ছিলেন স্বাধীন। যখন বারীরা (রা) আযাদ হয়ে যান রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে ইখতিয়ার প্রদান করেন, তখন বারীরা (র) তার নিজকে গ্রহণ করেন।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম এ হাদীসটির পক্ষ অবলম্বন করেন। তাই তারা মুক্তিপ্রাপ্তা মহিলাকে ইখতিয়ার দিয়ে থাকেন, তার স্বামী স্বাধীন হোক কিংবা গোলাম। অন্য একদল আলিম তাদের বিরোধিতা করেন এবং বলেন, যদি তার স্বামী গোলাম হয় তাহলে তার জন্য ইখতিয়ার আছে, আর যদি স্বাধীন হয় তাহলে তার জন্য কোন ইখতিয়ার নেই। তারা আরো বলেন যে, বারীরা (রা)-এর স্বামী ছিলেন গোলাম। আর এ সম্পর্কে তারা দুটো হাদীস উল্লেখ করেন, যা নিম্নরূপ ঃ

٤٢٥٥ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَابْنُ اَبِى حَازِمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِيْهِ قَالاَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا اَعْتَقَتْ بَرِيْرَةَ خَيَّرَهَا وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا ـ

৪২৫৫. আহমাদ ইব্‌ন দাঊদ (র) ..... আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাবীরা (রা)-এর স্বামী ছিলেন গোলাম। যদি সে স্বাধীন হত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বারীরা (রা) কে ইখতিয়ার দিতেন না।

আহমাদ (র) অন্য এক সনদে আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন বারীরা (রা) কে আযাদ করা হয় তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বারীরা (রা) কে ইখতিয়ার প্রদান করেন। আর তার স্বামী ছিলেন গোলাম।

উপরোক্ত উলামায়ে কিরাম বলেন ঃ ইনিই হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) যিনি খবর দিচ্ছেন যে, বারীরা (রা)-এর স্বামী ছিলেন গোলাম। আর এটা হল পূর্বে বর্ণিত আয়েশা সিদ্দীকার বর্ণনার বিপরীত। অতঃপর আয়েশা সিদ্দীকা (রা) আবার বলেন, যদি সে স্বাধীন হত তাহলে বারীরা (রা) কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইখতিয়ার প্রদান করতেন না। এ উলামায়ে কিরামকে বলা যায় যে, এটা কেমন কথা? তবে এটা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর কথাও হতে পারে, আবার এটা উরওয়া (রা)-এর কথাও হতে পারে। এ অভিমতের প্রবক্তাগণ বারীরা (রা)-এর স্বামী গোলাম ছিলেন উক্তিটির পক্ষে নিম্ন বর্ণিত দলীল পেশ করেন ঃ

٤٢٥٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ زَوْجَ بَرِيْرَةَ كَانَ عَبْدًا اَسْوَدَ يُسَمّٰى مُغِيْثًا فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَاَمَرَهَا اَنْ تَعْتَدَّ -

৪২৫৬. আলী ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "বারীরা (রা)-এর স্বামী হাবশী গোলাম ছিলেন। আর তাঁর নাম ছিল মুগীস। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বারীরা (রা)-কে ইখতিয়ার দিয়েছিলেন এবং বারীরা (রা) কে ইদ্দত পালন করার আদেশ দিয়েছিলেন।"

٤٢٥٧- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا خُيِّرَتْ بَرِيْرَةُ رَأَيْنَا زَوْجَهَا يَتْبَعُهَا فِيْ سِكَكِ الْمَدِيْنَةِ وَدُمُوْعُهُ تَسِيْلُ عَلٰى لِحْيَتِهٖ فَكَلَّمَ لَهُ الْعَبَّاسُ النَّبِيَّ ﷺ اَنْ تَطْلُبَ اِلَيْهَا فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَوْجُكِ وَاَبُوْ وَلَدِكِ فَقَالَتْ اَتَاْمُرُنِيْ بِهٖ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اِنَّمَا اَنَا شَافِعٌ قَالَتْ اِنْ كُنْتَ شَافِعًا فَلاَ حَاجَةَ لِيْ فِيْهِ وَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَكَانَ يُقَالُ لَهُ مُغِيْثٌ وَكَانَ عَبْدًا لِاٰلِ الْمُغِيْرَةِ مِنْ بَنِيْ مَخْزُوْمٍ -

৪২৫৭. সালিহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "যখন বারীরা (রা) কে ইখতিয়ার দেয়া হল তখন তার স্বামীকে আমরা দেখেছি মদীনার গলিতে বারীরা (রা)-এর পিছনে পিছনে হাটছিল এবং চোখের পানি তার দাড়ি বেয়ে পড়ছিল। তার পক্ষ হয়ে হযরত আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে কথা বললেন, যেন তাকে বারীরা (রা)-এর কাছে সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করেন। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বারীরা (রা)-কে বললেন, "তোমার স্বামী এবং সন্তানের পিতা (তাকে বরণ করে নাও) বারীরা (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আমাকে হুকুম করছেন? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, "না, আমি সুপারিশ করছি।" বারীরা (রা) বললেন, যদি আপনি আমার কাছে তার সম্বন্ধে সুপারিশ পেশ করেন তাহলে তার প্রতি আমার কোন প্রয়োজন নেই। এভাবে তিনি তাঁর নিজেকে পসন্দ করে নিলেন। তাঁর স্বামীর নাম ছিল মুগীস। বনূ মাখযূম গোত্রের মুগীরা বংশের গোলাম ছিলেন।

উলামায়ে কিরাম বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বারীরা (রা) কে ইখতিয়ার দিয়েছিলেন, কেননা তার স্বামী ছিলেন গোলাম। আর এ হাদীসটি প্রথমোক্ত অভিমত পোষণকারীদের বিরুদ্ধে দলীল হিসেবে গণ্য। একটি হাদীস অপরটির বিপরীত বর্ণিত হয়েছে। এরূপ হাদীস যদি দেখতে পাওয়া যায় তাহলে এগুলোকে এমনভাবে গ্রহণ

করতে হবে যেন এদের মধ্যে বৈপরিজ না থাকে। এগুলোকে বিপরীত ও পরস্পর বিরোধী হিসেবে গণ্য করা যাবে না। আর এ দু'হাদীসের বর্ণনাকারীগণ আমাদের মতে সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, এমনকি তাদের মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করারও অবকাশ নেই। আমাদের উল্লেখিত তত্ত্বটি প্রমাণিত করার পর আমরা বলতে পারি যে, তার সম্বন্ধে একবার বলা হয়েছে, তিনি ছিলেন গোলাম, আবার বলা হয়েছে তিনি ছিলেন স্বাধীন। তাই বলা যায় তিনি এক অবস্থায় ছিলেন গোলাম আবার অন্য অবস্থায় ছিলেন স্বাধীন। তাতে আরো প্রমাণিত হয় যে, একটি অবস্থা অন্য একটি অবস্থার পরে দেখা দিয়েছে, আর দাসত্বের পরই আসে স্বাধীনতা, স্বাধীনতার পরে দাসত্ব সাধারণত আসেনা। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে আমরা দাসত্বের অবস্থাকে অগ্রগামী এবং স্বাধীনতার অবস্থাকে পশ্চাতগামী মনে করতে পারি। তাই প্রমাণিত হল, যে সময় বারীরা (রা) কে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছিল সে সময় তার স্বামী ছিলেন স্বাধীন, যদিও তিনি এর পূর্বে গোলাম ছিলেন। এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে বর্ণনা পাওয়া যায়। আমাদের কাছে যতগুলো বর্ণনা এসেছে এগুলো যদি এ কথার উপর ঐক্যমত পোষণ করত যে, তিনি গোলাম ছিলেন তাহলে স্বাধীন হলে যা কিছু নিষেধ ছিল তা নিষেধ হতনা। আর হুকুমও অন্য রকম হত। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এরূপ বর্ণিত নেই যে, তিনি বলেছেন اِنَّمَا خَيَّرْتُهَا لاَنَّ زَوْجَهَا عَبْدٌ। অর্থাৎ আমি বারীরা (রা) কে ইখতিয়ার দিয়েছি, কেননা তার স্বামী ছিল গোলাম। যদি এরকম হত তাহলে বারীরা (রা)-এর স্বামী স্বাধীন হলে বারীরা (রা)-এর জন্যে ইখতিয়ার দেয়া হতনা। কিন্তু এ ধরনের কিছু বক্তব্য আসেনি। শুধু এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ইখতিয়ার দিয়েছেন এবং তার স্বামী ছিল গোলাম। আমরা এটা নিয়ে গবেষণা করলাম যে, স্বাধীন এবং গোলামের হুকুমের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কিনা? এরপর আরো গবেষণা করলাম, তখন দেখতে পেলাম যে, দাসী তার দাসত্বকালে তার প্রভুর উপর নির্ভরশীল। তিনি তাকে স্বাধীন ব্যক্তির সাথে কিংবা গোলামের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে অনুমতি দেবেন। আমরা এটাও লক্ষ্য করলাম যে, তার মুক্তির পর প্রভুর কোন অধিকার নেই যে, দাসীর বিবাহ বন্ধনকে স্বাধীন কিংবা গোলামের সাথে নবায়ন করতে পারে। আসলে গোলাম ও স্বাধীন স্বামীদের ক্ষেত্রে প্রভুর অধিকার থাকুক বা না থাকুক তাতে কিছু আসে যায় না। এজন্যই আমরা লক্ষ্য করছি যে, গোলামের সাথে প্রভু কর্তৃক দাসীকে বিয়ে দেয়ার পর যদি তাকে আযাদ করে দেয়া হয় তাহলে নিকাহ্ বাতিল করার ব্যাপারে তার ইখতিয়ার অর্জিত হয়। অনুরূপভাবে স্বাধীনের সাথে বিয়ে দেয়ার পর যদি তাকে আযাদ করে দেয়া হয় তাহলে বর্ণিত কারণ অনুসরণে সে তার নিকাহ্ বাতিল করার অধিকার অর্জন করে। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত। এ সম্পর্কেও হাদীস পাওয়া যায়, যা নিম্নে বর্ণনা হল ঃ

٤٢٥٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لِلْاَمَةِ الْخِيَارُ اِذَا اُعْتِقَتْ وَاِنْ كَانَتْ تَحْتَ قُرَشِيٍّ -

৪২৫৮. ইউনুস (র) ..... তাউস (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, দাসী যখন মুক্ত হয়ে যায় তখন তার ইখতিয়ার অর্জিত হয়, যদিও তার বিয়ে কুরাইশ বংশের কারো সাথে হয়ে থাকে।

٤٢٥٩- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ لَهَا الْخِيَارُ يَعْنِىْ فِى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ قَالَ وَاَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ مِثْلَ ذٰلِكَ -

৪২৫৯. ইবরাহীম (র) ..... তাউস (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আযাদকৃত দাসীর জন্যে গোলামের সাথে কিংবা স্বাধীনের সাথে বিয়ে হোক, নিকাহ বাতিল করার ইখতিয়ার অর্জিত হয়। তিনি আরো বলেন, আল হাসান ইব্ন মুসলিম অনুরূপ আমাকে সংবাদ দিয়েছেন

٧ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقُوْلُ لاِمْرَأَتِهِ اَنْتِ طَالِقٌ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَتَّى يَقَعُ الطَّلاَقُ ؟

৭. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে যে, 'কদরের রাতে তুমি তালাক' তাহলে তালাক কখন প্রতিফলিত হবে?

٤٢٦٠ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَفَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالاَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرَ بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِى مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ الْهَمْدَانِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ هِىَ فِىْ كُلِّ رَمَضَانَ ـ

৪২৬০. মুহাম্মাদ ইব্ন হুমাইদ (র) ও ফাহাদ ইব্ন সুলাইমান (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে একবার লাইলাতুল কদর সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হল, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "সারা রমাদানেই লাইলাতুল কদর বিদ্যমান"।

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, সারা রমাদান মাসেই লাইলাতুল কদর বিদ্যমান। একদল আলিম বলেন, এটা একথার উপর দলীল যে, লাইলাতুল কদর কোন সময় মাসের প্রথম দিকে, কোন সময় মধ্যম দিকে এবং কোন সময় শেষের দিকে হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাণীর দ্বারা উপরোক্ত অর্থও হতে পারে আবার এরূপও হতে পারে যে, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত প্রত্যেক রমাদান মাসে লাইলাতুল কদর বিদ্যমান থাকবে। তবে এ হাদীসের মূল হল মওকূফ অর্থাৎ সাহাবী থেকে বর্ণিত। আবূ ইসহাক থেকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ এমনই বর্ণনা করেছেন।

٤٢٦١ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ ـ

৪২৬১. ফাহাদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পর্যন্ত এর সনদ পৌঁছেনি।

٤٢٦٢ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ الْهَمْدَانِىِّ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৪২৬২. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) ..... আবূ ইসহাক আল-হামাদানী (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন। আবূল আহওয়াস (র) এ হাদীসটি আবূ ইসহাক (র) থেকে অন্য রকম শব্দে বর্ণনা পেশ করেন।

٤٢٦٣۔ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ اِبْنَ عُمَرَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ هِيَ فِيْ رَمَضَانَ كُلِّهِ ۔

৪২৬৩. সালিহ্ ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... সায়ীদ ইব্ন জুবাইর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, লাইলাতুল কদর সম্বন্ধে আমি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তখন তিনি বললেন, هِيَ فِيْ رَمْضَانَ كُلِّه অর্থাৎ লাইলাতুল কদর সারা রমাদান মাসেই বিদ্যমান।

হাদীসের ভাষা যদি উপরে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা-ই হয়ে থাকে তাহলে প্রমাণিত হয় যে, হাদীসের অর্থ হবে রমাদান মাসের পুরাটায় লাইলাতুল কদর বিদ্যমান। তবে ইব্ন উমার (রা)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এর বিপরীতও বর্ণনা করা হয়েছে।

٤٢٦٤۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْجَارُوْدِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ ثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ تَحَرَّوْهَا فِيْ السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ۔

৪২৬৪. আবদুর রহমান ইবনুল জারূদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, তখন তিনি বলেন, রমাদান মাসের শেষের সাত দিনে তোমরা লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করবে।

٤٢٦٥۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ۔

৪২৬৫. নসর ইব্ন মারযূক (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٢٦٦۔ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ الزُّهْرِيُّ عَنْ حَدِيْثِ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلْتَمِسُوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِيْ السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ ۔

৪২৬৬. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "শেষের সাত দিনে তোমরা লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করবে।"

٤٢٦٧۔ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ وَابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنِيْ اللَّيْثُ قَالَ ثَنِىْ عُقَيْلُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ۔

৪২৬৭. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ও ইব্ন আবূ আউদ (র) ..... সালিম (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٢٦٨ـ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৪২৬৮. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ..... নাফি' (র)-এর মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) ব্যতীত অন্যান্যদের মাধ্যমেও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করা হয়েছে।

٤٢٦٩ـ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ قَالَ ثَنِيَ اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৪২৬৯. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ..... অন্য এক সনদে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনিও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٢٧٠ـ حَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِسْحٰقَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ ثَنِيْ اَبُوْ زُمَيْلٍ عَنْ مَالِكٍ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَأَلْتُ اَبَا ذَرٍّ فَقُلْتُ اَسَاَلْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ نَعَمْ كُنْتُ اَسْأَلُ النَّاسَ عَنْهَا قَالَ عِكْرِمَةُ يَعْنِيْ اَشْبَعُ سُوَالاً قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِيْ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ اَفِيْ رَمَضَانَ هِيَ اَوْ فِيْ غَيْرِهِ قَالَ فِيْ رَمَضَانَ قُلْتُ وَتَكُوْنُ مَعَ الْاَنْبِيَاءِ مَا كَانُوْا فَاِذَا رُفِعُوْا رُفِعَتْ قَالَ بَلْ هِيَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ قُلْتُ فِيْ اَيِّ رَمَضَانَ هِيَ قَالَ فِيْ الْعَشْرِ الْاَوَلِ اَوْ فِيْ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ ثُمَّ حَدَّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَحَدَّثْتُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فِيْ اَيِّ الْعِشْرِيْنَ هِيَ قَالَ اِلْتَمِسُوْهَا فِيْ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ لاَ تَسْاَلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا ثُمَّ حَدَّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَحَدَّثْتُ فَقُلْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِحَقِّيْ عَلَيْكَ لِتُخْبِرُنِيْ فِيْ اَيِّ الْعَشْرِ هِيَ فَغَضِبَ عَلَيَّ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ عَلَيَّ قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَوْ شَاءَ لَاَطْلَعَكُمْ عَلَيْهَا اِلْتَمِسُوْهَا فِي السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ لاَتَسْاَلْنِيْ عَنْ شَيْئٍ بَعْدَهُ ـ

৪২৭০. ইব্ন মারযূক (র) ..... মালিক ইব্ন মিরসাদ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আবূ যর (রা) কে প্রশ্ন করলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ আমি লোকজনকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ইকরামা (রা) বললেন, আমি বিস্তারিত জিজ্ঞেস করেছি। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ! আপনি লাইলাতুল কদর সম্পর্কে আমাকে সংবাদ দিন। এটা কি রমাদান মাসে, না অন্য মাসেও হয়ে থাকে? তিনি উত্তরে বললেন, "শুধু রমাদান মাসে।" আমি আরো বললাম, এটা কি আম্বিয়ায়ে কিরাম যতদিন থাকেন ততদিনই থাকে, যখন তাদেরকে উঠিয়ে নেয়া হয় তখন লাইলাতুল কদরকেও উঠিয়ে নেয়া হয়? তিনি বললেন, না বরং কিয়ামতের দিন পর্যন্ত এটা জারী থাকবে। আমি বললাম, এটা রমাদানের কোন্ তারিখে হয়ে থাকে? তিনি বললেন, প্রথম দশ দিনে কিংবা শেষ দশ দিনে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সাথে কথা বললেন এবং

আমিও কথা বললাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ ! এ দুই দশ দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট কোন্ দশ দিনে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, শেষ দশ দিনের মধ্যে লাইলাতুল কদরকে অনুসন্ধান করবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কথা বললেন, এবং আমিও কথা বললাম। অতঃপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! এ দুই দশদিনের মধ্যে নির্দিষ্ট কোন্ দশ দিনে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, শেষ দশ দিনে লাইলাতুল কদরকে অন্বেষণ করবে। আমাকে এরপর এ ব্যাপার আর প্রশ্ন করবেনা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কথা বললেন, আমিও কথা বললাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ ! আপনাকে আমি কসম দিয়ে বলছি, আমার জন্যে আপনি সংবাদ দিন কোন্ দশক দিনে লাইলাতুল কদর সংঘটিত হয়? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার প্রতি অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন, আগে বা পরে কখনও তিনি আর আমার প্রতি এত রাগান্বিত হননি। অতঃপর বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা যদি ইচ্ছে করেন তাহলে তোমাদেরকে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে সংবাদ দেবেন। তোমরা শেষ সাত দিনে লাইলাতুল কদর অন্বেষণ করবে। এরপর আমাকে আর কোন কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেনা।

٤٢٧١ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ قَالَ اَخْبَرَنِى جَابِرُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُنَيْسِ الْاَنْصَارِىَّ سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَقَدْ خَلَتْ اِثْنَتَانِ وَعِشْرُوْنَ لَيْلَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلْتَمِسُوْهَا فِىْ هٰذِهِ السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ الَّتِىْ يَبْقَيْنَ مِنَ الشَّهْرِ ـ

৪২৭১. রাবী' আল-মুয়াযিন (র) ..... আবুয যুবাইর (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জাবির (রা) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উনাইস আল-আনসারী (রা) একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, তখন রমাদান মাসের ২২ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, মাসের বাকি সাত দিনের মধ্যে তোমরা লাইলাতুল কদর অন্বেষণ করবে।

٤٢٧٢ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ مُعَاذَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُنَيْسٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِلْتَمِسُوْهَا اللَّيْلَةَ وَتِلْكَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِيْنَ فَقَالَ رَجُلُ هٰذَا اِذًا اُوْلِىْ ثَمَانٍ فَقَالَ بَلْ اُوْلِىْ سَبْعٍ فَاِنَّ الشَّهْرَ لَايَتِمُّ ـ

৪২৭২. রাবী' আল-মুয়াযযিন (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উনাইস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তাকে একদিন লাইলাতুল কদর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি তখন বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন, তোমরা লাইলাতুল কদরকে এমন একটি রাতে অন্বেষণ করবে, যা হচ্ছে ২৩ তারিখের রাত। অর্থাৎ ২২ তারিখ দিবাগত রাতে। এক ব্যক্তি তখন বললেন, তাহলে এটা হল আট দিনের মধ্যে আবর্তিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, বরং এটা সাত দিনের মধ্যে আবর্তিত। কেননা মাস ত্রিশ দিনে পরিপূর্ণ না হয়ে হচ্ছে ২৯ দিনে।

এ হাদীস দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, লাইলাতুল কদর শেষ সাত দিনের মধ্যে সংঘটিত হয়। আর এখানে উদ্দেশ্য হল ২৩ তারীখের পূর্ববর্তী রাত। কেননা এ মাসটি ছিল ২৯ শা মাস।

٤٢٧٣- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ زَيْدِ بْنِ اَبِى الْقَمَرِ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ اَبِىْ عَلَى الْبَابِ اِذْ مَرَّ بِنَا اِبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُنَيْسٍ فَقَالَ اَبِىْ مَاسَمِعْتَ مِنْ اَبِيْكَ يَذْكُرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يَقُوْلُ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ رَجُلٌ يُنَازِعُنِى الْبَادِيَةُ فَمُرْنِىْ بِلَيْلَةٍ اٰتٍ فِيْهَا الْمَدِيْنَةَ فَقَالَ ايْتِ فِىْ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَّعِشْرِيْنَ -

৪২৭৩. রাওহ্ ইব্‌ন আল-ফারাজ (র) ..... আবদুর রহমান (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আমি আমার পিতার সাথে দরজায় উপবিষ্ট ছিলাম। আমাদের সামনে দিয়ে ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উনাইস (র) গমন করছিলেন, তখন আমার পিতা তাকে বললেন, "তোমার পিতাকেকি তুমি লাইলাতুল কদর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে কিছু উল্লেখ করতে শুনেছ? তিনি বললেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে আগমন করলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! আমি গ্রামে বাসকারী একজন মানুষ। সুতরাং আপনি আমাকে এমন একটি রাতের আদেশ করুন যখন আমি মদীনায় আগমন করব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, ২৩ তারিখ রাতে তুমি আগমন কর।

٤٢٧٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَهْبِىُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ اِسْحٰقَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَخِيْهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَكَانَ رَجُلاً فِىْ زَمَنِ عُمَرَ قَالَ جَلَسَ اِلَيْنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُنَيْسٍ فِىْ مَجْلِسِ جُهَيْنَةَ فِىْ اٰخِرِ رَمَضَانَ فَقُلْتُ لَهُ يَا اَبَا يَحْيٰى هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ شَيْئًا فَقَالَ نَعَمْ جَلَسْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اٰخِرِ هٰذَا الشَّهْرِ فَقُلْنَا يَانَبِىَّ اللّٰهِ مَتٰى نَلْتَمِسُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ الْمُبَارَكَةَ فَقَالَ الْتَمِسُوْهَا هٰذِهِ اللَّيْلَةَ لِمَسَاءِ ثَلَاثٍ وَّعِشْرِيْنَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَهِىَ اِذًا اُوْلٰى ثَمَانٍ فَقَالَ اِنَّهَا لَيْسَتْ بِاُوْلٰى ثَمَانٍ وَلٰكِنَّهَا اُوْلٰى سَبْعٍ مَا تُرِيْدُ بِشَهْرٍ لاَ يَتِمُّ -

৪২৭৪. ইব্‌ন আবূ দাউদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন হযরত উমার (রা)-এর যুগের এক ব্যক্তি। তিনি বলেন, একদিন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উনাইস (রা) রামাদান মাসের শেষের দিকে জুহাইনাদের একটি মজলিসে আমাদের কাছে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন আমি তাকে বললাম, "হে আবূ ইয়াহইয়া! আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এ পবিত্র রাত সম্বন্ধে কিছু শুনেছেন? তিনি বলেন, হাঁ, একদিন আমরা এ মাসের শেষের দিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বললাম, 'হে আল্লাহ্‌র নবী! এ পবিত্র রাতটি আমরা কখন অনুসন্ধান করব? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, 'এ রাতটি তোমরা ২৩ তারিখের সন্ধ্যায় অনুসন্ধান করবে। সম্প্রদায়ের এক লোক বললেন, 'তাহলে এটা হলো আট দিনের মধ্যে আবর্তিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "এটা আট দিনের মধ্যে আবর্তিত নয়, বরং এটা সাত দিনের মধ্যে আবর্তিত। এ মাস পরিপূর্ণ হবে না। অর্থাৎ এ চাঁদ ২৯ শা, ৩০ শা নয়।

٤٢٧٥- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوبْنِ حَزْمٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُنَيْسٍ قَالَ كُنَّا بِالْبَادِيَةِ فَقُلْنَا اِنْ قَدِمْنَا بِاَهْلِنَا شَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْنَا وَاِنْ خَلَّفْنَاهُمْ اَصَابَهُمْ ضَيْعَةٌ فَبَعَثُوْنِىْ وَكُنْتُ اَصْغَرَهُمْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَاَمَرَنَا بِلَيْلَةِ ثَلاَثٍ وَّعِشْرِيْنَ -

৪২৭৫. ফাহাদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উনাইস (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা ছিলাম গ্রামাঞ্চলের লোক, আমরা বললাম, যদি আমরা পরিবার-পরিজন নিয়ে শহরে আসি তাহলে এটা হবে আমাদের জন্য খুব অসুবিধাজনক, আর যদি তাদেরকে রেখে আসি তাহলে যে কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সুতরাং তারা সকলে আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে প্রেরণ করলেন, আর আমি ছিলাম তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আমি বিষয়টি উল্লেখ করলাম, তখন তিনি আমাদের-কে ২৩ তারিখ রাতের কথা হুকুম দিলেন।

٤٢٧٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ ثَنِىْ ابْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ ثَنَا بُكَيْرُ بْنُ الْاَشَجِّ قَالَ سَاَلْتُ ضَمْرَةَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُنَيْسٍ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُخْبِرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ تَحَرَّوْهَا لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَّعِشْرِيْنَ فَكَانَ يَنْزِلُ كَذٰلِكَ -

৪২৭৬. ইব্ন আবূ দাঊদ (র) ..... বুকাইর ইব্ন আল-আশাজ্জ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি একদিন দামরা ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উনাইস (র) কে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, আমি আমার পিতা থেকে শুনেছি, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি বলেছেন, ২৩ তারিখ রাতে লাইলাতুল কদরকে অনুসন্ধান কর।

٤٢٧٧- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى الْحِمَّانِىْ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى النَّضْرِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ بِشْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُنَيْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ ﷺ رَاَيْتُنِىْ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ كَاَنِّىْ اَسْجُدُ فِىْ مَاءٍ وَّطِيْنٍ فَاَصَابَتْنَا لَيْلَةً مَطَرٌ فَصَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصُّبْحَ فَرَاَيْتُهُ يَسْجُدُ فِىْ مَاءٍ وَّطِيْنٍ فَاِذَا هِىَ لَيْلَةُ ثَلاَثٍ وَّعِشْرِيْنَ -

৪২৭৭. ফাহাদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উনাইস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন অ"ামি আমার নিজেকে দেখলাম লাইলাতুল কদরে কাদামাটির মধ্যে সিজদা করছি।"
বর্ণনাকারী বলেন, এক রাত আমাদের এখানে খুব বৃষ্টি হল, পরদিন ভোরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সালাত আমাদেরকে নিয়ে আদায় করেন, তখন আমি তাকে কাদামাটির মধ্যে সিজদা করতে দেখেছি। আর এটা ছিল ২৩ তারিখের রাত।

এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) ও আবূ যর (রা) হতে আমরা যা বর্ণনা করেছি তা হলো রামাদান মাসের শেষ সাত দিনে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করা। সুতরাং এ সাত দিনের মধ্যেই লাইলাতুল কদর সংঘটিত হওয়া সম্ভব, সম্পূর্ণ মাসে নয়। আবার এ সাত দিনে হওয়া সম্ভব কিংবা এ সাত দিন ছাড়া মাসের অন্যান্য দিনেও লাইলাতুল কদর সংঘটিত হওয়া সম্ভব। তবে অধিকাংশ সময় ঐ সাত দিনের মধ্যে সংঘটিত হয়। এজন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে এ সাতদিনের মধ্যে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করার জন্যে হুকুম দিয়েছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) হতে এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীদেরকে এ মাসের শেষের দশ দিনে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করার জন্যে হুকুম দিয়েছেন।

٤٢٧٨- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُذَيْفَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلْتَمِسُوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ -

৪২৭৮. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, রামাদান মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে তোমরা লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান কর।"

٤٢٧٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاٰى رَجُلٌ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى النَّوْمِ كَاَنَّهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فِىْ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ اَوْ تِسْعٍ وَّعِشْرِيْنَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنِّىْ اَرٰى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فَالْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فِى الْوِتْرِ -

৪২৭৯. ইউনুস (র) ..... সালিম (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তার পিতা বলেন, একব্যক্তি স্বপ্নে লাইলাতুল কদর প্রত্যক্ষ করেন, এটা যেন শেষ দশ দিনের ২৭ শা তারিখে কিংবা ২৯ শা তারিখে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "তোমাদের স্বপ্নটা আমাকে দেখানো হয়েছে। আমিও একইরূপ দেখেছি। সুতরাং তোমরা শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান কর।"

এখানে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত হাদীসে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শেষ দশ দিনের মধ্যে লাইলাতুল কদরকে অনুসন্ধান করার জন্যে আদেশ করেছেন, অনুরূপভাবে পূর্বে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে আমাদের বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শেষ সাত দিনের মধ্যেও লাইলাতুল কদর অনুসন্ধানের হুকুমের বিপরীত নয়। কেননা সারা মাসে অনুসন্ধান না করে শুধু সাত দিনের মধ্যে অনুসন্ধান করার হুকুমটি আবূ যর (রা) বর্ণিত দশ দিনের মধ্যে অনুসন্ধান করার হুকুমের পরে অনুষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই মাসের অন্যান্য তারিখে অনুসন্ধান না করে উক্ত সাতদিনের মধ্যেই অনুসন্ধান করতে হবে। আর এখানে সম্ভাব্য তারিখে অনুসন্ধানের কথা বলা হয়েছে, প্রকৃত তারিখের কথা বলা হয়নি।

এখন আমরা গবেষণা করে দেখব, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে এ ধরনের কোন বর্ণনা পাওয়া যায় কিনা, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নীচের বর্ণনাটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

٤٢٨٠- فَاِذَا بَكْرُ بْنُ اِدْرِيْسَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا اٰدَمُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ الْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فَاِنْ عَجَزَ اَحَدُكُمْ وَضَعُفَ فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِىْ -

৪২৮০. বকর ইব্‌ন ইদরীস (র) ..... উকবা ইব্‌ন হুরাইস (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ﷺ বলেন, তোমরা লাইলাতুল কদরকে রামাদান মাসের শেষ দশ দিনে অনুসন্ধান কর। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অক্ষম হয় কিংবা দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে সে যেন বাকি সাত দিনকে কোন রকমেই হাত ছাড়া না করে।

কাজেই প্রমাণিত হল যে, আমরা ইব্‌ন উমার (রা)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ﷺ থেকে যে বর্ণনা পেশ করেছি, লাইলাতুল কদর শেষ সাতদিনের মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে, আমাদের পূর্বেকার শেষ দশ দিনে সংঘটিত হবার বর্ণনা থেকে শ্রেয়। তবে আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উনাইস (রা) থেকে যে বর্ণনা পেশ করেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ﷺ ২৩ তারিখ রাতে লাইলাতুল কদর অন্বেষণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, তাতে সম্ভাবনা রয়েছে যে, সারা রামাদান মাসের মধ্যে নির্দিষ্ট ঐ রাতেই লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করতে হবে। যদি তা-ই হয় তাহলে শেষ সাত দিনের পূর্বেও লাইলাতুল কদর অনুষ্ঠিত হওয়ার একটি বিধান পাওয়া যায় এবং শুধু সাত দিনের মধ্যেই অনুসন্ধান করার নির্দেশেরও ব্যতিক্রম ঘটবে। কেননা অনেক সময় আরবী মাস ত্রিশ দিন থেকে কম হয়না, তখন এ মহান রাত বাকি আট দিনের মধ্যে আবর্তিত হবে। আর এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উনাইস (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ﷺ তাকে যে মাসে লাইলাতুল কদর অন্বেষণ করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা ছিল ২৯ শা মাস এবং লাইলাতুল কদর সাত দিনের মধ্যে আবর্তিত ছিল, আট দিনের মধ্যে ছিল না। তাই মাস ত্রিশা হলে আট দিনের মধ্যে লাইলাতুল কদর আবর্তিত হবে এবং শেষ সাত দিনের মধ্যে অনুসন্ধানের আওতায় তা পরিদৃষ্ট হবে। এগুলো সবই হল অনুসন্ধানের ব্যাপার, সুনিশ্চিত কিছুই নয়। এ ব্যাপারে নিম্নলিখিত বর্ণনাটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

٤٢٨١ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَهْبِىُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ اِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِىِّ قَالَ ثَنٰى ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ اُنَيْسٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ اَكُوْنُ بِبَادِيَةٍ يُقَالُ لَهَا الْوَطْاَةُ وَاِنِّىْ بِحَمْدِ اللّٰهِ اُصَلِّىْ بِهِمْ فَمُرْنِىْ بِلَيْلَةٍ مِّنْ هٰذَا الشَّهْرِ اَنْزِلُهَا اِلَى الْمَسْجِدِ فَاُصَلِّيْهَا فِيْهِ قَالَ اَنْزِلْ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَّعِشْرِيْنَ فَصَلِّهَا فِيْهِ وَاِنْ اَحْبَبْتَ اَنْ تَسْتَتِمَّ اٰخِرَ الشَّهْرِ فَافْعَلْ وَاِنْ اَحْبَبْتَ فَكَفَّ فَكَانَ اِذَا صَلّٰى صَلٰوةَ الْعَصْرِ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَا يَخْرُجُ اِلَّا لِحَاجَةٍ حَتّٰى يُصَلِّىَ الصُّبْحَ فَاِذَا صَلَّى الصُّبْحَ كَانَتْ دَابَّتُهُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ ـ

৪২৮১. ইব্‌ন আবূ দাউদ (র) ..... ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উনাইস (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার পিতা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উনাইস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ্ﷺ-কে বলেন, আমি গ্রামাঞ্চলে থাকি, যে গ্রামে থাকি তার নাম আল-ওয়াতাহ্। আল্লাহ্র নিমিত্ত সকল প্রশংসা, আমি গ্রামবাসীদের নিয়ে সালাত আদায় করে থাকি। আপনি দয়া করে আমাকে চলিত মাসের এমন একটি রাতের সংবাদ দিন, যে রাতে আমি মসজিদে গমন করব এবং তাতে প্রাণভরে সালাত আদায় করব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, ২৩ তারিখ রাতে তুমি মসজিদে আগমন কর এবং সেখানে সালাত আদায় কর। আর তুমি যদি এ মাসের পুরোটা থাকতে চাও তাও করতে পার। আবার যদি চাও তাহলে চলে যেতে পার। তখন হতে সে সালাতে আসর আদায় করার পর মসজিদে প্রবেশ করত। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত মসজিদ থেকে বের হতনা। ফজরের সালাত আদায় করার পর তাকে নেয়ার জন্যে মসজিদের দরজায় তার সওয়ারী হাযির থাকত।

এ হাদীসের মধ্যে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধানের জন্যে ২৩ তারীখ নির্ধারিত করা হয়েছে। মাসের শেষের সাত দিনকে নির্ধারণ করা হয়নি।

٤٢٨٢- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا ابْنُ فُدَيْكٍ قَالَ ثَنِى عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ بِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أُنَيْسٍ عَنْ أَبِيْهِ بِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أُنَيْسٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ إِنِّىْ رَأَيْتُهَا فَأُنْسِيْتُهَا فَتَحَرَّهَا فِى النِّصْفِ الْاٰخِرِ ثُمَّ عَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِىْ ثَلَاثٍ وَعِشْرِيْنَ تَمْضِىْ مِنَ الشَّهْرِ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ فَأَخْبَرَنِىْ أَبِىْ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أُنَيْسٍ كَانَ يُحْيِىْ لَيْلَةَ سِتَّ عَشَرَةَ إِلٰى لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَّعِشْرِيْنَ ثُمَّ تَقْصُرَ -

৪২৮২. রাওহ ইবনুল ফারাজ (র) ..... আতিয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার পিতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উনাইস (রা) হতে বর্ণনা করেন। একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "আমি এ রাতটিকে স্বপ্নে দেখেছি। অতঃপর আমাকে এটা সম্বন্ধে বিস্মৃত করা হয়েছে। সুতরাং তুমি এটা মাসের দ্বিতীয় অর্ধাংশে অনুসন্ধান কর। আবদুল্লাহ ইব্ন উনাইস (রা) ফিরে আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এটা সম্বন্ধে দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, রামাদান মাসের ২৩ তারিখ এটাকে অনুসন্ধান কর। আবদুল আযীয নামী একজন বর্ণনাকারী বলেন, "আমার পিতা আমাকে সংবাদ দেন যে, এ হাদীসের বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ্ ইব্ন উনাইস (রা) রামাদান মাসের ১৬ তারিখ থেকে ২৩ তারিখ পর্যন্ত সারা রাত জেগে ইবাদত করতেন। এরপর ইবাদতের মাত্রা হ্রাস করতেন।

এ হাদীসের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাদীসের বর্ণনাকারীকে মাসের দ্বিতীয়াংশে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করার জন্যে নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর ২৩ তারিখ রাতে এটাকে অনুসন্ধান করার জন্যে নির্দেশ দেন। সুতরাং দেখা যায় বর্তমান হাদীসের সারমর্ম আমাদের আবদুল্লাহ্ ইব্ন উনাইস (রা) হতে পূর্বে বর্ণিত হাদীসের সারমর্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটাও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উনাইস (রা)-কে যে নির্দিষ্ট রাতে অর্থাৎ ২৩ তারিখ রাতে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন তা শুধু এ বছরের জন্যে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ বছর তা স্বপ্নে দেখেছিলেন, তবে অন্যান্য বছরে এর বিপরীত হতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এ রাতটিকে স্বপ্নে দেখার ব্যাপারে আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উনাইস (রা)-এর মাধ্যমে বিশর ইব্ন সায়ীদের হাদীসে যা কিছু বর্ণনা করেছি, আবূ সায়ীদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এর বিপরীতও বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

٤٢٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ فَقُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِىَّ ﷺ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ نَعَمْ اِعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا كَانَ صَبِيْحَةَ عِشْرِيْنَ قَامَ النَّبِىُّ ﷺ فِيْنَا فَقَالَ مَنْ كَانَ خَرَجَ فَلْيَرْجِعْ فَإِنِّىْ أُرِيْتُ اللَّيْلَةَ وَإِنِّىْ أُنْسَيْتُهَا وَإِنِّىْ رَأَيْتُ أَنِّىْ أَسْجُدُ فِىْ مَاءٍ وَّطِيْنٍ فَالْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِىْ وِتْرٍ قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ وَمَا تَرٰى فِى السَّمَاءِ قَزَعَةً فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ إِذَا سَحَابٌ مِثْلُ

الْجِبَالِ فَمُطِرْنَا حَتّٰى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ وَسَقْفُهُ يَوْمَئِذٍ مِّنْ جَرِيْدِ النَّخْلِ حَتّٰى رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْجُدُ فِيْ مَاءٍ وَّطِيْنٍ حَتّٰى رَأَيْتُ اَثَرَ الطِّيْنِ فِيْ اَنْفِ النَّبِيِّ ﷺ ـ

৪২৮৩. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাইমুন (র) ..... আবূ সালামা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আমি আবূ সায়ীদ আল-খুদরী (রা)-এর কাছে আগমন করলাম এবং তাকে বললাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে কখনও উল্লেখ করতে শুনেছেন? তিনি বললেন, 'হাঁ' একবার রামাদান মাসের মধ্যম দশদিনে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ই'তিকাফ করলাম। ২০ তারিখ সকালে আমাদের মাঝে খুতবা দেয়ার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দণ্ডায়মান হলেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি ঘর থেকে বের হয়ে পড়েছে সে যেন ফেরত চলে আসে। কেননা এ রাতে আমাকে লাইলাতুল কদর স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। আর এটা আমার থেকে বিস্মৃত করা হয়েছে। আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম যে, আমি কাদা মাটিতে সিজদা করছি। সুতরাং তোমরা রামাদান মাসের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতে লাইলাতুল কদরকে অনুসন্ধান কর। আবূ সায়ীদ (রা) বলেন, আমরা দিনের বেলায় আকাশে কোন প্রকার মেঘ দেখতে পেলামনা, কিন্তু যখন রাত ঘনিয়ে আসল তখন আকাশে পাহাড়ের ন্যায় ভারী মেঘমালা দেখতে পেলাম এবং রাতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হল। ফলে মসজিদের ছাদ পানিতে ভেসে গেল। আর ঐ সময় মসজিদের ছাদ ছিল খেজুরের ডালের তৈরী। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমি কাদামাটির মধ্যে সিজদা করতে দেখলাম। এমনকি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নাকে কাদা মাটির চিহ্ন দেখতে পেলাম।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ঐ বছর লাইলাতুল কদর ২১ তারিখে সংঘটিত হয়েছিল। আর এটা তার থেকে অন্য এক বছরও হতে পারে, যে বছরে আবদুল্লাহ ইব্ন উনাইস (রা)-এর বর্ণিত হাদীস মুতাবিক ২৩ তারিখ লাইলাতুল কদর সংঘটিত হয়েছিল। আর এরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলেই দুই হাদীসের মধ্যে কোন বৈপরিত্য থাকবে না।

٤٢٨٤ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحٰى رَجُلَانِ فَقَالَ خَرَجْتُ لِاُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحٰى فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرُفِعَتْ وَعَسٰى اَنْ تَكُوْنَ خَيْرًا لَّكُمْ فَالْتَمِسُوْهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ ـ

৪২৮৪. ফাহাদ (র) ..... উবাদা ইবনুস সামিত (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে লাইলাতুল কদর সম্বন্ধে সংবাদ দেয়ার জন্যে ঘর থেকে বের হয়ে আমাদের নিকট তাশরীফ আনলেন। ঐ সময় তিনি দুই জনকে ঝগড়া করতে দেখলেন। তখন তিনি বললেন, "আমি তোমাদের কাছে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে সংবাদ দেয়ার জন্যে এসেছিলাম। অতঃপর অমুক ও অমুককে আমি ঝগড়ায় রত পেলাম। সুতরাং এ সংবাদটি উঠিয়ে নেয়া হয়। আর এটা তোমাদের মঙ্গলের জন্যে হতে পারে। সুতরাং তোমরা ২৯,২৭ ও ২৫ তারিখে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান কর।"

٤٢٨٥ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ قَالَ ثَنَا ثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৪২৮৫. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... উবাদা ইবনুস সামিত (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লাইলাতুল কদরকে একটি নির্দিষ্ট রাতে সংঘটিত হয় বলে দেখতে পান এবং তা দেখার পর সাহাবায়ে কিরামকে ২৯, ২৭ এবং ২৫ তারিখে ঐ রাতটি অনুসন্ধান করার জন্যে নির্দেশ দেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, লাইলাতুল কদর কোন এক বছর নির্দিষ্ট রাতে সংঘটিত হয়। অতঃপর পরবর্তীতে অন্য এক রাতে সংঘটিত হয়। আমাদের বর্ণিত ইব্‌ন উনাইস (রা)-এর হাদীসেও এ তথ্যটিই উদ্ভাসিত হয়। এ সম্পর্কে আবূ হুরাইরা (রা) হতেও একটি বর্ণনা রয়েছে। যেমন ঃ

٤٢٨٦۔ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ ثَنَا يُوْنُسُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ اَيْقَظَنِىْ بَعْضُ اَهْلِىْ فَنُسِّيْتُهَا فَالْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ ـ

৪২৮৬. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, 'স্বপ্নে আমাকে লাইলাতুল কদর দেখানো হয়। অতঃপর আমাকে আমার পরিবারের কেউ জাগায়, তখন আমি ঐ রাতের কথা ভুলে যাই। তাই তোমরা বাকি দশ দিনের মধ্যে লাইলাতুল কদরকে অনুসন্ধান কর।"

٤٢٨٧۔ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ يَحْيٰى عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ ثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَاُنْسِيْتُهَا فَالْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ ـ

৪২৮৭. আবূ উমাইয়া (র) ..... আবূ সালামা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবূ হুরাইরা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, স্বপ্নে আমাকে লাইলাতুল কদর দেখানো হয়। অতঃপর আমি তা ভুলে যাই, সুতরাং তোমরা বাকি দশ দিনের মধ্যে লাইলাতুল কদরকে অনুসন্ধান কর।

٤٢٨٨۔ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا الْمَسْعُوْدِىُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْتَمِسُوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ـ

৪২৮৮. রাবী' আল-মুয়াযযিন (র) ..... আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "রামাদানের শেষ দশ দিনে লাইলাতুল কদরকে অনুসন্ধান কর।"

অত্র হাদীসে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে যে লাইলাতুল কদরটি স্বপ্নে দেখানো হয়েছে, তা তিনি ভুলে গেছেন। আর তা ছিল ঐ নির্দিষ্ট রাতটির পূর্বেকার ঘটনা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রামাদান মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করার জন্যে নির্দেশ প্রদান করেন।

এটা উবাদা ইবনুস সামিত (রা)-এর বর্ণিত হাদীসের বিপরীত। তবে এগুলো দু বছরের ঘটনাও হতে পারে। এক বছরে লাইলাতুল কদর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ হুরাইরা (রা)-এর উল্লেখিত বিষয়টি স্বপ্নে দেখছেন। এটা দ্বারা এর পরের বছরগুলোতে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দ্বারা সুনিশ্চিতভাবে জ্ঞান অর্জন করার অন্তরায় নয়। উবাদা ইবনুস সামিতের বর্ণনানুযায়ী লাইলাতুল কদর সম্পর্কে

জ্ঞান অর্জনের পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবায়ে কিরামকে সংবাদ দেয়ার জন্যে তাদের নিকট বের হয়ে আসেন। অতঃপর এ জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হয় এবং তিনি তাদেরকে এ বছরের ন্যায় অন্যান্য বছরগুলোতেও সাত, পাঁচ ও নয় তারিখ তথা ২৭, ২৫ ও ২৯ তারিখ লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করার নির্দেশ দেন। তাই এগুলো সব ধারণার উপর নির্ভরশীল, সুনিশ্চিত ও সুনির্ধারিত নয়।

٤٢٨٩۔ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اُطْلُبُوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِىْ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ تِسْعًا يَبْقِيْنَ وَسَبْعًا يَبْقِيْنَ وَخَمْسًا يَبْقِيْنَ ـ

৪২৮৯. বাহর ইব্‌ন নসর (র) ..... আবূ সায়ীদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা রামাদান মাসের শেষ দশ দিনের ২৯, ২৭ ও ২৫ তারিখে লাইলাতুল কদর অন্বেষণ কর।"

উল্লেখিত বছর দ্বারা এমন বছরটিও হতে পারে, যে বছরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'ইতিকাফ করেছিলেন এবং লাইলাতুল কদরকে স্বপ্নে দেখেছিলেন। অতঃপর তা বিস্মৃত হয়ে যান। তবে তিনি এরপর এতটুকু জানতেন যে, তা বেজোড় রাতে সংঘটিত হয়ে থাকে। তাই তিনি তাদেরকে দশ দিনের প্রতিটি বেজোড় রাতে লাইলাতুল কদর অন্বেষণ করার নির্দেশ দেন। অতঃপর বৃষ্টি নামল, এতে প্রমাণিত হল যে, চলতি বছরে এ নির্দিষ্ট রাতে লাইলাতুল কদর সংঘটিত হয়েছে। তবে এটা দলীল নয় যে, পরবর্তী বছরগুলোতে এই একই রাতে লাইলাতুল কদর সংঘটিত হবে। তা ঐ রাতেও হতে পারে, তার পূর্বেও হতে পারে কিংবা এর পরেও হতে পারে।

এ সম্পর্কে আবূ নাদরা (র) আবূ সায়ীদ (রা) থেকে যা বর্ণনা করেছেন তাও পরবর্তী বছরগুলোতে সংঘটিত হতে পারে। আর এটা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে আবূ সায়ীদ (রা)-এর হাদীসে বেজোড় কথাটির বৃদ্ধি রয়েছে ঃ

٤٢٩٠۔ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ صَالِحِ الْاَزْدِىُّ قَالَ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ الْجُعْفِىُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلتَمِسُوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِىْ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وِتْرًا ـ

৪২৯০. আহমাদ ইব্‌ন দাঊদ (র) ..... উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "রামাদান মাসের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতে তোমরা লাইলাতুল কদর অন্বেষণ কর।"

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ এ হাদীসের বক্তব্যও আবূ নাদরা (র)-এর বর্ণিত হাদীসের বক্তব্যের ন্যায় ঃ

٤٢٩١۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَحَرَّوْهَا لِعَشْرٍ يَبْقِيْنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ـ

৪২৯১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ইউনুস (র) ..... আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,"রামাদান মাসের বাকি দশ দিনের মধ্যে তোমরা লাইলাতুল কদর অন্বেষণ কর।"
এ হাদীসের বক্তব্যও আবূ নাদরা বর্ণিত হাদীসের বক্তব্যের ন্যায় ঃ

٤٢٩٢ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَتَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَحَرَّوْهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ يَعْنِىْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ـ

৪২৯২. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ﷺ বলেন, "তোমরা রামাদান মাসের ২৭ শা তারীখ লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান কর।"

٤٢٩٣ـ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ اِدْرِيْسٍ قَالَ اَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৪২৯৩. বকর ইব্‌ন ইদ্রীস (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٢٩٤ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَارِمُ اَبُوْ النُّعْمَانِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اُرٰى رُؤْيَاكُمْ قَدْتَوَاطَأَتْ اَنَّهَا لَيْلَةُ السَّابِعَةِ فِىْ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرٍ فِيْهَا فَلْيَتَحَرَّهَا لَيْلَةَ السَّابِعَةِ مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ ـ

৪২৯৪. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন তোমাদের ন্যায় আমাকেও লাইলাতুল কদর স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। আমি দেখেছি যে, "লাইলাতুল কদর রামাদানের শেষ দশ দিনের মধ্যে সপ্তম রাত্রি, যিনি অনুসন্ধান করতে চান তিনি যেন লাইলাতুল কদরকে খুঁজে নেন। আর তা হচ্ছে রামাদান মাসের শেষ দশ দিনের সপ্তম রাত্রি।"

অত্র হাদীসে উল্লেখিত ২৭ শা রাত্রির বক্তব্যটি নির্দিষ্ট একটি বছরের জন্যও হতে পারে, আবার অন্যান্য বছরগুলোর জন্যও হতে পারে। তবে এখানে অনুসন্ধানের কথা বলা হয়েছে, সুনিশ্চিত রূপে কিছু বলা হয়নি। অনুরূপভাবে পূর্বে আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উনাইস (রা)-এর বর্ণনাও উল্লেখ করেছি, যেখানে রাসূলুল্লাহ্ﷺ অনুসন্ধানের কথা বলেছেন, সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলেননি। কেননা রাসূলুল্লাহ্ﷺ-কে লাইলাতুল কদরের সময়টি স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল, পরে তা বিস্মৃত করা হয়েছে। সুতরাং দেখা যায় যে, উপরোক্ত হাদীসগুলো দ্বারা লাইলাতুল কদর সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত হয়নি। তবে আবূ যর (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ﷺ তাকে বলেন, লাইলাতুল কদর রামাদান মাসের প্রথম দশ দিনে কিংবা শেষ দশ দিনে হয়ে থাকে। প্রকাশ থাকে যে, আবূ যর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে লাইলাতুল কদরের সময় সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। এ অনুচ্ছেদের প্রথম দিকে আমরা তাঁর থেকে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছি। এটাতে মাসের মধ্যমাংশে লাইলাতুল কদর হবার সম্ভাবনা নাকচ হয়ে যায়। আর প্রমাণিত হয় যে, লাইলাতুল কদর এ দুটি দশকের যে কোন একটিতে সংঘটিত হয়। প্রথম দশ দিনে কিংবা শেষ দশ দিনে। আর এ হাদীসের মধ্যে হযরত আবূ যর (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতি প্রশ্ন এসেছিল যে, কোন্ দশকের মধ্যে লাইলাতুল কদর সংঘটিত হয়ে থাকে? তার প্রতি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জবাব ছিল, তিনি যেন শেষ দশ দিনের মধ্যে লাইলাতুল কদরকে অনুসন্ধান করেন।

অতঃপর আমরা আবূ যর (রা) ভিন্ন অন্যদের বর্ণনাতে কোন কিছু দেখতে পাওয়া যায় কিনা তা গবেষণা করতে লাগলাম, যাতে বুঝা যায় যে, কোন্ দশকে লাইলাতুল কদরটি সুনির্দিষ্টভাবে পাওয়া যায়। আমরা দেখতে পেলাম ঃ

٤٢٩٥ـ فَاِذَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ الصُّنَابِحِىِّ عَنْ بِلَالٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةَ اَرْبَعٍ وَّعِشْرِيْنَ ـ

৪২৯৫. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... হযরত বিলাল (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, লাইলাতুল কদর ২৪ তারিখ দিবাগত রাত সংঘটিত হয়ে থাকে।

এ হাদীসে বুঝা যায় যে, লাইলাতুল কদর এই নির্দিষ্ট রাতে হয়। আবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এর বিপরীতও বর্ণিত রয়েছে ঃ

٤٢٩٦ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهٖ قَالَ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ اَبِىْ ثَوْبَانَ قَالَ ثَنِىْ عَبْدَةُ بْنُ اَبِىْ لُبَابَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ وَعَلَامَتُهَا اَنَّ الشَّمْسَ تَصْعَدُ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ كَاَنَّهَا طَسْتٌ ـ

৪২৯৬. আবূ উমাইয়া (র) ..... উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, লাইলাতুল কদর হচ্ছে ২৭ তারীখের রাত। আর তার লক্ষণ হল, সূর্য উদিত হয়ে উর্ধ্বাকাশে উঠে যায়, কিন্তু তাতে কোন কিরণ থাকেনা, এটা মনে হয় যেন হাতমুখ প্রক্ষালনার্থ পানি রাখার গামলা।

٤٢٩٧ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا نَصْرُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ قَالَ ثَنِىْ عَبْدَةُ بْنُ اَبِىْ لُبَابَةَ قَالَ ثَنِىْ زِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ قَالَ سَمِعْتُ اُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ وَبَلَغَهُ اَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَنْ قَامَ السَّنَةَ كُلَّهَا اَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ اُبَىٌّ وَاللّٰهِ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِنَّهَا لَفِىْ رَمَضَانَ وَاللّٰهِ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِنِّىْ اَعْلَمُ اَىُّ لَيْلَةٍ هِىَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَّقُوْمَهَا لَيْلَةَ صَبِيْحَةِ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ ـ

৪২৯৭. ইউনুস (র) ..... যির ইব্‌ন হুবাইশ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-কে বলতে শুনেছি, আর তার কাছে এ সংবাদ পৌছেছে যে, ইব্‌ন মাস্‌ঊদ (রা) বলেছেন, যে ব্যক্তি সারা বছর রাতের বেলা ইবাদতে কাটায় সে লাইলাতুল কদর পেতে পারে। উবাই (রা) তখন বলেন, ঐ আল্লাহ্‌র শপথ যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, লাইলাতুল কদর রামাদান মাসেই সংঘটিত হয়। ঐ আল্লাহ্‌র শপথ, যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, আমি অবশ্যই জানি লাইলাতুল কদর কোন্ রাতে সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে উক্ত রাতে ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন আর তা হচ্ছে ২৭ শা রামাদানের পূর্বরাত্রি।

٤٢٩٨ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ اَبِى النَّجُوْدِ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ قُلْتُ لِاُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَنْ قَامَ الْحَوْلَ اَدْرَكَهَا فَقَالَ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلٰى اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَمَا وَالَّذِىْ يُحْلَفُ بِهٖ لَقَدْ عَلِمَ اَنَّهَا لَفِىْ رَمَضَانَ وَاَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ قَالَ فَلَمَّا رَاَيْتُهُ يَحْلِفُ لَا يَسْتَثْنِىْ قُلْتُ مَا عَلَّمَكَ

بِذٰلِكَ قَالَ بِالْاٰيَةِ الَّتِىْ اَخْبَرَنَا بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَحَسَبْنَا وَعَدَدْنَا فَاذَا هِىَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ يَعْنِىْ اَنَّ الشَّمْسَ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ -

৪২৯৮. আবূ উমাইয়া (র) ..... যির ইব্ন হুবাইশ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি উবাই ইব্ন কা'ব (রা) কে বললাম, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্‌উদ (রা) লাইলাতুল কদর সম্পর্কে বলতেন, যে ব্যক্তি সারা বছর ইবাদতে কাটান, তিনি লাইলাতুল কদর পেতে পারেন। উবাই ইব্ন কা'ব (রা) তখন বলেন, আবূ আবদুর রহমান আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্‌উদ (রা)-এর উপর আল্লাহ্ রহমত বর্ষণ করুন, যার প্রতি শপথ করা হয়, তিনি কি জানিয়ে দেননি যে, লাইলাতুল কদর রামাদান মাসেই হয়ে থাকে এবং তা হচ্ছে ২৭ শা রাত। যির (র) বলেন, যখন আমি উবাই (রা)-কে দেখলাম যে, তিনি ইনশাআল্লাহ বলা ব্যতীতই শপথ গ্রহণ করছেন, তখন আমি তাকে বললাম, আপনি তা কেমন করে জানলেন? তিনি বললেন, ঐ বাণী দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, আমরা তা বিবেচনা করলাম ও গণনা করলাম। দেখা গেল তা ২৭ শা রাত। তার পরদিন সূর্যের কোন কিরণ ছিলনা।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ ইনিই হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা), যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে খবর পরিবেশন করেন যে, লাইলাতুল কদর হচ্ছে রামাদান মাসের ২৭শা রাত। আর তিনি বছরের সারাটা ইবাদত কারীর পক্ষে লাইলাতুল কদর অর্জন করার অভিমতের বিরোধিতা করেছেন, তবে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্‌উদ (রা) থেকে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে যে, লাইলাতুল কদর রামাদান মাসে সংঘটিত হয়। আর আবূ যর (রা) শপথ করে বলেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্‌উদ (রা) তা জানেন, কিন্তু ২৭ শা তারিখ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন।

٤٢٩٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ حُجَيْرٍ التَّغْلِبِىِّ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ الْتَمِسُوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِىْ لَيْلَةِ تِسْعٍ وَّعَشْرَةٍ مِّنْ رَمَضَانَ صَبِيْحَتُهَا صَبِيْحَةُ بَدْرٍ وَاِلَّا فَفِىْ لَيْلَةِ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ اَوْ فِىْ ثَلَاثٍ وَعِشْرِيْنَ -

৪২৯৯. আবূ উমাইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্‌উদ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রামাদান মাসের ১৯ তারিখ রাতে তোমরা লাইলাতুল কদর অন্বেষণ কর। ঐদিন সকাল বেলায় চাঁদ দেখা যাবে, অন্যথায় একুশ কিংবা তেইশ তারিখে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান কর।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্‌উদ (রা) থেকে আমরা যে লাইলাতুল কদর ১৯ তারিখে সংঘটিত হয় বলে উল্লেখ করেছি, আবূ যর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে তার বিপরীত বর্ণনা করে বলেন যে, লাইলাতুল কদর রামাদান মাসের প্রথম কিংবা শেষের দশদিনের মধ্যে সংঘটিত হয়। আর এটা সরাসরি আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হতেও বর্ণিত রয়েছে ঃ

٤٣٠٠- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَهْبِىُّ قَالَ ثَنَا الْمَسْعُوْدِىُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرَ بْنِ جَعْدَةَ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ اَيُّكُمْ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الصَّهْبَاوَاتِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَنَا وَاللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَبِيَدِىْ تَمَرَاتٌ اَتَسَحَّرُبِهِنَّ وَاَنَا مُسْتَتِرٌ بِمُؤَخَّرَةِ رَحْلِىْ مِنَ الْفَجْرِ وَذٰلِكَ حِيْنَ يَطْلَعُ الْفَجْرُ -

৪৩০০. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌ঊদ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে সাহাবাওয়াত নামক স্থানের রাতের কথা স্মরণ করতে পারে।" আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন, "আল্লাহ্‌র শপথ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার উপর আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক। আমার স্মরণ আছে, আমার হাতে কিছু খেজুর ছিল, এগুলোর মাধ্যমে আমি সাহ্‌রী করছিলাম, আর আমি নিজকে সাওয়ারীর পিছনে ফজর থেকে আত্মগোপন করছিলাম, কেননা এটা ছিল ফজর উদয় হওয়ার সময়।"

এ হাদীসের মধ্যে আমরা দেখতে পাই, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে যখন লাইলাতুল কদর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় তখন তিনি তাদেরকে সংবাদ দেন যে, এটা সাহবাওয়াত নামক স্থানের বিরাজমান রাত এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) এ রাতের বর্ণনা দেন যে, এ রাতের ফজর উদয় হওয়ার সময়ও চাঁদের আলো ছিল। আর এটা মাসের শেষের দিকেই হয়ে থাকে। এ হাদীসটিও আবূ যর (রা)-এর বর্ণনাকে সমর্থন করে। আর আল্লাহ্‌র কিতাবেও রয়েছে যে, লাইলাতুল কদর রামাদান মাসেই বিশেষ করে সংঘটিত হয়ে থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

حم وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ـ

অর্থাৎ হা-মীম, শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের, আমি তো এটা অবতীর্ণ করেছি এক মুবারক রজনীতে, আমি ত সতর্ককারী। এ রজনীতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়। (সূরা দুখান ঃ ১-৪)

সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, এ রজনীতে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়। আর এটাই লাইলাতুল কদর, এটা এমন একটি রজনী, যার মধ্যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ অর্থাৎ রামাদান মাস, এটাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। (সূরা বাকারা ঃ ১৮৫)। সুতরাং প্রমাণ হল যে, এ রজনীটি রামাদান মাসেই সংঘটিত হয়ে থাকে। তবে এটা কোন্ রাতে সংঘটিত হয়, তা জানার জন্যে দলীলের প্রয়োজন বোধ হয়, আর আমরা অনুসন্ধান করে জানতে পারি যে, বিলাল (রা) থেকে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, এ রাতটি সংঘটিত হয় ২৪তম রাতে। আরো একটি বর্ণনা পাওয়া যায় হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) হতে। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, ২৭ শা রাতটি লাইলাতুল কদর। আবার হযরত মুয়াবিয়া (রা) হতে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি হযরত উবাই (রা)-এর ন্যায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে একটি বর্ণনা পেশ করেন ঃ

٤٣٠١ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ ـ

৪৩০১. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... মুয়াবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে বর্ণনা পেশ করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, ২৩ তারিখের রজনীতে লাইলাতুল কদর সংঘটিত হয়।

লাইলাতুল কদর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানগর্ভ পর্যালোচনার পরিসমাপ্তি এখানেই ঘটল, যা আল্লাহ্‌র কিতাব এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল। এর পরেও সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈদের মাধ্যমে

যেসব বর্ণনা আমাদের কাছে পৌঁছেছে, সব কিছু আমাদের উল্লেখিত অর্থই ব্যক্ত করে। লাইলাতুল কদর সম্পর্কে যে সব মতবিরোধ সাহাবায়ে কিরাম (রা) হতে আমাদের কাছে পৌঁছেছে তারই আলোকে আমরা এখন আলোচনা করব যে, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে যে, "তুমি লাইলাতুল কদরে তালাক" তাহলে কখন তালাক কার্যকর হবে? ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, "যদি সে তার স্ত্রীকে রামাদান মাসের পূর্বে এ কথা বলে তাহলে রামাদান মাস অতিক্রম করার পূর্বে তালাক কার্যকর হবেনা। কেননা রামাদান মাসের রাতগুলো হতে কোন্ রাতে লাইলাতুল কদর সংঘটিত হয়, তা নিয়ে উলামায়ে কিরামের মধ্যে যে মতবিরোধ রয়েছে, তা এ অনুচ্ছেদে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, সারা মাসেই লাইলাতুল কদর সংঘটিত হয়, আবার কোন কোন বর্ণনায় আছে, ঐ মাসের বিশেষ একটি রাতে লাইলাতুল কদর সংঘটিত হয়। তাই তিনি বলেন, এজন্য আমি মাসটি অতিক্রম করার পূর্বে তালাক কার্যকর হবে বলে অভিমত দিবনা। কেননা আমি এ ব্যাপারে জানি যে, সময় শেষ হবার পরই তালাক কার্যকর হবে। আর এখানে যখন সময় শেষ হয়ে গেল তখনি তালাক কার্যকর হবে। ইমাম সাহেব আরো বলেন, যদি কেউ তার স্ত্রীকে রামাদান মাসের প্রথম দিকে কিংবা শেষের দিকে কিংবা মাঝের দিকে এ কথা বলে তাহলে মাসের বাকি অংশ আতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে তালাক কার্যকর হবেনা, এমনকি এর পরের বছরের রামদান মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেও তালাক কার্যকর হবেনা। ইমাম সাহেব আরো বলেন, কেননা এ মাসের যে অংশ অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে তার মধ্যেও লাইলাতুল কদর সংঘটিত হয়েছে বলে সম্ভাবনা রয়েছে। তাই পরের বছরের সম্পূর্ণ রামাদান মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে তালাক কার্যকর ও বাস্তবায়িত হবেনা। আর এ মাসের বাকি অংশেও লাইলাতুল কদর সংঘটিত হতে পারে। তাই সেখানে তালাক কার্যকর হবে। তাহলে উক্ত ব্যক্তির উদাহরণ হল ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে তার স্ত্রীকে রামাদান মাসের পূর্বে বলে যে, তুমি লাইলাতুল কদরে তালাক। সুতরাং রামাদান মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরই বলা যাবে যে তালাক কার্যকর হয়েছে। ইমাম সাহেব আরো বলেন যে, এ ব্যাপারে যখন সমস্যা দেখা দিয়েছে তখন তালাক কার্যকর হওয়া সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার পরেই আমি বলব যে, তালাক কার্যকর হয়েছে। আর আমি এ রামাদান মাস এবং পরবর্তী রামাদান মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরই তালাক কার্যকর হওয়ার সময় সম্বন্ধে জানতে পারব, এর পূর্বে নয়। এ অনুচ্ছেদে এটাই ইমাম আবূ হানীফা (রা)-এর অভিমত পাওয়া যায়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) একবার এ অভিমত অনুযায়ী নিজ মতামত পেশ করেছেন এবং দ্বিতীয় বার বলেছেন, যদি কেউ তার স্ত্রীকে রামাদান মাসের কোন এক অংশে এরূপ কথা বলে থাকে তাহলে আগামী রামাদান মাসের এ সময়টা অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে তালাক কার্যকর হয়েছে বলে হুকুম দেয়া যাবেনা। তিনি আরো বলেন, কেননা সে যখন একথা বলেছে এ সময়টুকু অতিক্রান্ত হলে এক বছর পূর্ণ হবে। তাহলে প্রতিটি বছরই এরূপ হবে এবং আমরা এভাবে তালাক কার্যকর হওয়ার সময়টিও জেনে যাবো।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ "আবূ ইউসুফ (র)-এর দ্বিতীয় অভিমতটি আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তালাকদাতা বলেনি যে, প্রতি বছরই তালাক কার্যকর হবে, যার মধ্যে লাইলাতুল কদর বিদ্যমান থাকবে। আর যে বছরে রামাদান মাসটা পূরো থাকবেনা সেখানে তালাকও কার্যকর হবেনা। আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, প্রতিবছর রামাদান মাসে লাইলাতুল কদর সংঘটিত হয়, আর এটা আল্লাহ্র কিতাব দ্বারা প্রমাণিত এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী দ্বারাও প্রমাণিত, যা আমরা এ অনুচ্ছেদের প্রথমাংশে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। তাই সম্ভাবনা রয়েছে যে, যদি কেউ তার স্ত্রীকে রামাদান মাসের কিছু অংশে বলে যে, তুমি লাইলাতুল কদরে তালাক তাহলে মাসের যে অংশ চলে গেছে ঐ অংশে লাইলাতুল কদর সংঘটিত হতে পারে। সুতরাং ঐ সময়

থেকে পরবর্তী বছরের রামাদান মাসের ঐ সময় পর্যন্ত তালাক কার্যকর হতে পারে, তার মধ্যে লাইলাতুল কদর বিদ্যমান নাও থাকতে পারে। এ বর্ণনা দ্বারা ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমতের ত্রুটি প্রকাশ হয়ে পড়ে আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) অন্য একবার বলেন, "যখন কোন স্বামী তার স্ত্রীকে রামাদান মাসের কোন একাংশে একথা বলে, তাহলে ২৭ শা রাত অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে তালাক কার্যকর ও বাস্তবায়ন হবেনা।" এ ব্যাপারে তিনি হযরত বিলাল (রা) ও উবাই ইব্ন কা'ব হতে বর্ণিত হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, রামাদান মাসের নির্দিষ্ট এ রাতে লাইলাতুল কদর সংঘটিত হয়। যখন ২৭ শা রাত অতিক্রান্ত হয় তখন জানা যায় যে, লাইলাতুল কদর সংঘটিত হয়েছে। আর তালাক কার্যকর হবারও হুকুম দেয়া যাবে। ২৭ শা তারিখের পূর্বে লাইলাতুল কদর সংঘটিত হয়েছে বলে জানা যায় না। তাই তালাক কার্যকর হয়েছে বলে হুকুমও দেয়া যায় না। এ অভিমতটির সমর্থনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে আমরা প্রয়োজনীয় হাদীসসমূহ বর্ণনা করেছি।

٨ـ بَابُ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ

৮. অনুচ্ছেদ ঃ বাধ্যকৃত ব্যক্তির দেয়া তালাক

٤٣٠٢ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَجَاوَزَ اللّٰهُ لِىْ عَنْ اُمَّتِىْ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ ـ

৪৩০২. রাবী' ইব্ন সুলাইমান আল-মুয়াযযিন (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "আমার উম্মতের ভুল-ত্রুটি ও আমার উম্মতের দ্বারা যা কিছু জোরপূর্বক করানো হয়ে থাকে আল্লাহ্ তা ক্ষমা করে দিয়েছেন।"

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম অভিমত পেশ করেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তিকে তালাক, বিবাহ, শপথ, দাসমুক্তি কিংবা এরূপ কোন কাজের জন্যে বাধ্য করা হয় এবং জোরপূর্বক কাজটি করানো হয় তাহলে এগুলো সব বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উম্মতের জন্যে যা কিছু ক্ষমা করে দিয়েছেন তার মধ্যে এগুলো অন্তর্ভুক্ত। আর তারা এ হাদীস দ্বারা নিজেদের পক্ষে দলীল পেশ করেছেন। অন্য একদল আলিম এ সম্পর্কে তাদের বিরোধিতা করেন এবং বলেন, জবরদস্তি অবস্থায় যে শপথ করানো হয় তা গণ্য করা হবে এবং বাধ্যকৃত ব্যক্তির দেয়া তালাক, দাসমুক্তি, বিবাহ ও তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর রাজায়াত ইত্যাদি চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। আর দলীল হিসেবে উপরোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেন এবং প্রথম পক্ষ হাদীসটির যেরূপ ব্যাখ্যা করেছেন তার থেকে ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা ২য় পক্ষ করেছেন। তারা আরো বলেন, "এ হাদীসটি বিশেষ করে শিরকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা সম্প্রদায়টি ছিল নতুন মুসলমান এবং তারা কাফিরদের সাথে বসবাস করত। তাই মুশরিকরা যখন সুযোগ পেত তখন তাদেরকে জোরপূর্বক কুফরী স্বীকার করাত। তারা তখন মুখে মুখে স্বীকার করত। কাফিররা আম্মার ইব্ন ইয়াসার (রা)-এর সাথে এরূপ আচরণ করত এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অন্যান্য সাহাবীদের সাথেও কাফিররা এরূপ ব্যবহার করত। অতঃপর তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ

اِلاَّ مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ ـ

অর্থাৎ তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরীর জন্যে বাধ্য করা হয়; কিন্তু তার চিত্ত থাকে ঈমানে অবিচলিত। (সূরা নাহ্ল ঃ ১১৬)। অনেক সময় তারা অসতর্কতা বশত ভুল করত। তারা তাদের এ অভ্যাস সম্পর্কে ইসলামের পূর্বে আলোচনা করেছিল, অনেক সময় তারা ভুল করত, এ নিয়েও তারা আলোচনা করত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এটা থেকে ক্ষমা করে দিলেন, কেননা তারা এ সম্বন্ধে ছিল অপারগ ও উপায়হীন। এটার প্রতি তারা মোটেই উৎসুক ছিলনা। আবূ ইউসুফ (র) ও এ ধরনের তাফসীর গ্রহণ করেছেন। আল-কাসানী (র) তার পিতা থেকে এ সম্বন্ধে আমাদের কাছে বর্ণনা পেশ করেছেন। সুতরাং হাদীসটি এ অর্থও বুঝাতে পারে, আবার প্রথম পক্ষ যা বলেছেন তাও বুঝাতে পারে। যখন এরূপ দুই ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে তখন আমরা এমন একটি দলীলের প্রয়োজনীয়তা বোধ করতে লাগলাম, যা তার অর্থ ও ব্যাখ্যা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট করে দেবে এবং আমাদেরকে যে কোন একটি অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝাতে সহায়তা করবে। আর আমরা বিনা দ্বিধায় এ অর্থ ও ব্যাখ্যাটি-কে অবলম্বন করে নেবে। এ ব্যাপারে আমরা গবেষণার আশ্রয় নিলাম ও দেখতে পেলাম خَطَاء -এর অর্থ কোন ব্যক্তি কোন একটি কাজের ইচ্ছে করল ও তা করল কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কাজটি করার ইচ্ছে সে পোষণ করেনি এবং এটার দিকে উৎসুকও নয়। আর سَهْو অর্থ হল কোন একটি কাজ করার কোন ব্যক্তি ইচ্ছে পোষণ করল এবং ইচ্ছার ভিত্তিতে সে কাজটি বাস্তবে রূপ দিল। তবে সে এমন লক্ষ্য বস্তুটি ভুলে গেল যেটা তাকে ঐ কাজ থেকে বিরত রাখত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যখন কোন ব্যক্তি কাউকে নিজের স্ত্রী বলে ভুল করে এবং সে তার দিকে ইচ্ছে করে ও তাকে তালাক দেয়, তাহলে উলামায়ে কিরামের সকলে একমত যে, তার তালাকটি কার্যকর হবে। ভুলের জন্যে তারা তালাক-কে বাতিল মনে করেনা। আর তার এ ভুলটি মার্জনীয় ভুলেরও অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা মার্জনীয় ভুলের মধ্যে তালাক, শপথ ও গোলাম মুক্তির কিছুই অন্তর্ভুক্ত নয়। অনুরূপভাবে কোন কিছু করার জন্যে জোরপূর্বক বাধ্য করাও মার্জনীয় ভুলের অন্তর্ভুক্ত নয়। যারা তালাক, দাস মুক্তি ও শপথকে মার্জনীয় ভুলের মধ্যে গণ্য করেছেন এ আলোচনা দ্বারা তাদের ত্রুটি প্রমাণিত হয়।

প্রথমপক্ষ তাদের মতামতের সপক্ষে নিম্নে বর্ণিত দলীলটি পেশ করেন, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত রয়েছে ঃ

٤٣٠٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَاِنَّمَا لِاَمْرِئٍ مَانَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوْ اِلٰى اِمْرَاَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ -

৪৩০৩. ইউনুস (র) ..... আলকামা ইব্ন ওয়াক্কাস আল-লাইসী (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) কে মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই কর্মের ফলাফল বা শুদ্ধাশুদ্ধি নিয়তের উপর ভিত্তি করেই হয়ে থাকে। নিশ্চইয় ব্যক্তির জন্যে এটাই রয়ে যায় যা সে নিয়ত করে। অতঃপর যার হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর প্রতি হয়ে থাকে তার হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ এরই প্রতি হিসেবে গণ্য হবে। আর যার হিজরত পার্থিব সুখ-সম্পদের প্রতি হবে, যা সে পেতে চায় অথবা কোন নারীর প্রতি হবে, যাকে সে বিয়ে করতে চায়, এসব দিকে যদি সে হিজরত করে তার হিজরত তৎপ্রতিই গণ্য হবে।

Contents

٤٣٠٤- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهُ -

৪৩০৪. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) ..... ইয়াহইয়া ইব্ন সায়ীদ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

তারা আরো বলেন, "যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন اِنَّمَا الاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ। অর্থাৎ আমলের শুদ্ধাশুদ্ধি নিয়তের উপর নির্ভরশীল। এতে প্রমাণিত হয় যে, তালাক, দাসমুক্তি ও অন্যান্য কাজ নিয়ত ব্যতীত কার্যকর হয়না। এ দলীলটি দ্বিতীয় পক্ষের জন্যও এ হিসেবে দলীল যে, তারা বলেন, "হাদীসের এ কথার দ্বারা বর্ণিত অর্থটি বুঝানো হয়নি, যা প্রথম পক্ষ ধারণা করেছেন, বরং এর দ্বারা ঐসব আমলকে বুঝানো হয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে পূর্ন সওয়াব পাওয়া যায়। তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমলের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঐরূপ সওয়াব দেয়া হবে, যেরূপ সে নিয়ত করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যার হিজরত আল্লাহ্ ও রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য হবে, তার হিজরত আল্লাহ্ ও রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্যই। আবার যার হিজরত পার্থিব সুখ-শান্তি অর্জন করার জন্যে কিংবা কোন নারীকে বিয়ে করার জন্য হয় তাহলে তার হিজরত তৎপ্রতিই গণ্য হবে।" এটা যেন একটি প্রশ্নের উত্তর। যেন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রশ্ন করা হয়েছে মুহাজিরদের জন্যে হিজরতের মধ্যে কি রয়েছে? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তরে বলেন, নিশ্চয়ই আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। অতঃপর তিনি হাদীসের পরবর্তী কথাগুলো বলেছেন। এখানে তালাক, দাসমুক্তি, রাজায়াত ও শপথের ন্যায় কোন কাজে জবরদস্তির কথা উল্লেখ নেই। সুতরাং এ হাদীসটি দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে এবং প্রথম পক্ষের সপক্ষে দলীল হিসেবে গণ্য হতে পারেনা। দ্বিতীয় পক্ষ নিজেদের উল্লেখিত মতামতের সপক্ষে নিম্নবর্ণিত দলীলটিও পেশ করে থাকেন ঃ

٤٣٠٥- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبِىْ سَلَمَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ جُمَيْعٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الطُّفَيْلِ قَالَ ثَنَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ قَالَ مَا مَنَعَنِىْ اَنْ اَشْهَدَ بَدْرًا اِلاَّ اَنِّىْ خَرَجْتُ اَنَا وَاَبِىْ فَاَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ فَقَالُوْا اِنَّكُمْ تُرِيْدُوْنَ مُحَمَّدًا ﷺ فَقُلْنَا مَانُرِيْدُ اِلاَّ الْمَدِيْنَةَ فَاَخَذُوْا مِنَّا عَهْدَ اللّٰهِ وَمِيْثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَّ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَلاَ نُقَاتِلُ مَعَهُ فَاَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ اِنْصَرِفَا نَفِىْ لَهُمْ بِعُهُوْدِهِمْ وَنَسْتَعِيْنُ اللّٰهَ عَلَيْهِمْ -

৪৩০৫. ফাহাদ (র) ..... হুযাইফা ইব্ন আল-ইয়ামান হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "বদর যুদ্ধে আমার অংশ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে যে বস্তুটি অন্তরায় হয়েছিল তা হল ঃ আমি আমার পিতার সাথে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্যে ঘর থেকে বের হয়ে পড়লাম; কিন্তু কুরাইশের কাফিররা আমাদেরকে পাকড়াও করে ফেলল এবং জিজ্ঞেস করল, তোমরা কি মুহাম্মদ আল-আমীনের কাছে আগমন করছ? উত্তরে আমরা বললাম, আমরাতো শুধু মাত্র মদীনায় যাচ্ছি। তারা আমাদের থেকে ওয়াদা ও অঙ্গীকার নিল যে, আমরা যেন শুধু মাত্র মদীনায়ই আগমন করি এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে মিলে যেন যুদ্ধ না করি। আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে আগমন করলাম এবং তাঁকে এ সম্বন্ধে সংবাদ দিলাম। তিনি বললেন, "তোমরা এখান থেকে ফিরে যাও এবং তাদের সাথে সম্পাদিত ওয়াদা-অঙ্গীকার পূর্ণ কর। আমরা তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলার কাছেই সাহায্যে প্রার্থনা করছি।"

٤٣٠٦ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنِى يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ الْوَلِيْدِ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ خَرَجْتُ اَنَا وَاَبِى حُسَيْلُ وَنَحْنُ نُرِيْدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ ـ

৪৩০৬. আহমদ ইব্ন দাউদ (র) ..... হুযাইফা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আমার পিতা হুসাইল এর সাথে মদীনার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হলাম এবং আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আগমন করছিলাম। অতঃপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

দ্বিতীয় পক্ষের আলিমগণ বলেন, কাফিরদের সাথে ওয়াদা অঙ্গীকার থাকায় এটাকে পূর্ণ করার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের দুজনকে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে অনুমতি দেননি। এতে প্রমাণিত হয় যে, সাধারণ আনুগত্যে কিংবা বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে শপথ করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অনুরূপভাবে তালাক এবং দাসমুক্তির ক্ষেত্রে এ দুটি অবস্থার ক্ষেত্রে কোনই পার্থক্য নেই। কিছু সংখ্যক হাদীসে উল্লেখিত বিষয়াদির অর্থ সম্বন্ধে অবগত হওয়ার কারণে এ অবগতির মাধ্যমে যেসব হাদীসের বিষয়াদির অর্থ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা নেই এগুলোকেও অবহিত অর্থের উপর গণ্য করা যতক্ষণ না এটা পারতপক্ষে প্রচলিত অর্থের বিপরীত না হয়, অতি উত্তম পদক্ষেপ। তাহলে হাদীসগুলোর মধ্যে আর বৈপরিত্য থাকবেনা। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, ইব্ন আব্বাস (রা)-এর হাদীসটি শিরক সম্পর্কে আর হুযাইফার হাদীসটি হচ্ছে তালাক, শপথ ও অনুরূপ বিষয়াদি সম্পর্কে।

চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে বিষয়টির সমাধান হল নিম্নরূপ ঃ যাকে কোন কাজ করতে বাধ্য করা হয় তার কাজটি দুটি অবস্থার কোন একটি ব্যতীত হতে পারেনা। যাকে কাজটি করতে বাধ্য করা হয় সে যদি কাজটি সম্পাদন করে তাহলে সে এমন একটি ব্যক্তির পর্যায়ভুক্ত হয়, যেন সে কাজটিই করে নাই। সুতরাং তার উপর কোন দায়িত্ব বর্তাবে না কিংবা সে এমন একটির পর্যায়ভুক্ত যেন সে কাজটি করেছে। তাহলে তার উপর এমন দায়িত্ব কিংবা বস্তুটি বর্তাবে যা যাকে বাধ্য করানো হয়েছে তার উপর বর্তানোর কথা। আমরা এ ব্যাপারে আরো গবেষণার আশ্রয় নিলাম ও দেখতে পেলাম যে, উলামায়ে কিরাম এ মাসয়ালায় কোন মতভেদ করছেন না। মাসয়ালাটি হল কোন মহিলাকে যদি তার স্বামী জোরপূর্বক সঙ্গম করে আর সে রামাদান মাসের রোযাদার হয় কিংবা হজ্জযাত্রী হয় তাহলে তার হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে রোযাও বাতিল হয়ে যাবে। তারা এক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতার প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ করেননি। যদি করতেন তাহলে তারা সাধারণ আনুগত্য ও বাধ্যবাধকতার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নির্দেশ করতেন। আর রমণীটিকে এমন ব্যক্তিরও অন্তর্ভুক্ত করেননি, যে কাজটি করেনি; বরং তাকে এমন ব্যক্তির পর্যায়ভুক্ত করেছেন, যে কাজটি করেছে এবং তার উপর হুকুম (ফলাফল) প্রতিফলিত হয়েছে, তবে এ ব্যাপারে তার থেকে বিশেষ করে পাপ ক্ষমা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে যদি কাউকে কেউ কোন রমণীর সাথে সঙ্গম করতে বাধ্য করে এবং মহিলাকেও এ কাজে বাধ্য করা হয় তাহলে গবেষণায় বলে সঙ্গমকারীর উপর মাহরও আদায় ওয়াজিব হবে, বাধ্যকারীর উপরে নয়। আর সঙ্গমকারীও বাধ্যকারীর কাছে এ মাহর দাবি করতে পারবে না। কেননা বাধ্যকারী তো সঙ্গম করেনি। সঙ্গমের জন্যেই সঙ্গমকারীর উপর মাহর আদায় ওয়াজিব হয়। সুতরাং এ সঙ্গমের জন্যে যা ওয়াজিব হবে তা শুধু সঙ্গমকারীর উপরই ওয়াজিব হবে, অন্যের উপর নয়।

যখন এসব ক্ষেত্রে প্রমাণ হল যে, বাধ্যকৃত ব্যক্তির উপরই কর্তা হিসেবে দায়-দায়িত্ব বর্তায়, যেমন বর্তায় স্বেচ্ছাকর্মের ক্ষেত্রেও; ফলে বাধ্যকৃত ব্যক্তির উপর ঐ মালই ওয়াজিব করা হয়, যা স্বেচ্ছায় কর্মকারীর উপর

ওয়াজিব করা হয়, তখন প্রমাণিত হল যে, বলপূর্বক তালাক প্রদানকারী এবং গোলাম আযাদকারী এবং রাজআতকারীর উপরও 'কর্মসম্পাদক' হিসাবে দায় বর্তাবে, এবং তার কাজগুলো কার্যকর হবে।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন, তাহলে তুমি বাধ্যকৃত ব্যক্তির বেচাকেনা ও ইজারাকে অনুমোদন করোনা কেন? উত্তরে তাকে বলা যায় যে, আমরা বেচাকেনা ও ইজারার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি যে, ক্রীত পণ্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ হবার পর তা ফেরত দেয়া যায়, বেচাকেনায় দর্শনের ইখতিয়ার ও শর্তের ইখতিয়ার থাকতে পারে, কিন্তু নিকাহ্, তালাক, রাজা'আত ও দাসমুক্তির ক্ষেত্রে এগুলো পাওয়া যায় না। শর্তাধীন ইখতিয়ার দর্শনহীন ত্রুটির জন্যে প্রত্যোবর্তনের ন্যায় কারণগুলোর মাধ্যমে যা ভঙ্গ হয়ে যায় বাধ্যবাধকতার দ্বারাও এটা ভঙ্গ হয়ে যায়। আর যা একবার প্রতিষ্ঠিত হবার পর কোন কারণে ভঙ্গ হয় না তা বাধ্যবাধকতা কিংবা অন্য কারণেও ভঙ্গ হয় না। এটাই ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত। এ ব্যাপারে একটি হাদীসও আমরা খুঁজে পাই যেমন ঃ

٤٣٠٧- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَلْوَحَاظِيُّ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حَبِيْبٍ بْنِ أَرْدَكَ أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ أَبِى رَبَاحٍ يَقُوْلُ أَخْبَرَنِي يُوْسُفُ بْنُ مَاهِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ اَلنِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ -

৪৩০৭. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... ইউসুফ ইব্‌ন মাহিক (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি আবূ হুরাইরা (রা) কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ "তিনটি বস্তু এমন রয়েছে যে, যার অর্থপূর্ণ বাক্যালাপও প্রকৃত বাক্যালাপ আর অর্থহীন বাক্যালাপও প্রকৃত বাক্যালাপ হিসেবে গণ্য। তা হচ্ছে নিকাহ্, তালাক ও রাজা'আত।"

٤٣٠٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ وَأَسَدُ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَرْدَكَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ مَاهِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

৪৩০৮. নসর ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ হুরাইরা (রা)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٣٠٩- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اسْمٰعِيْلُ بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ حَبِيْبٍ بْنِ أَرْدَكَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ مَاهِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

৪৩০৯. ফাহাদ (র) ..... আবূ হুরাইরা (রা)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন বলেছেন যে, তিনটি বস্তু রহস্য ও উপহাসচ্ছলে বললেও প্রকৃত বলে ধরে নেয়া হয় তখন নিকাহ্ কার্যকর হওয়ার পর বাতিল হওয়ার যোগ্য নয়। অনুরূপভাবে তালাক ও রাজাআত কার্যকর হওয়ার পর বাতিল হওয়ার অযোগ্য। তবে বেচাকেনাকে এ অর্থে ব্যবহার করা যায় না, বরং তার বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাই যদি কেউ কোন বস্তু ঠাট্টাচ্ছলে বিক্রি করে, এ বিক্রি বাতিল বলে গণ্য হবে।

অনুরূপভাবে যদি কেউ কোন বস্তু ঠাট্টাচ্ছলে ইজারা প্রদান করে, এ ইজারা বাতিল বলে গণ্য হবে। আমাদের মতে এটা শুদ্ধ বলে গণ্য হবেনা। আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত। কেননা বেচাকেনা ও ইজারা এমন বস্তুর অন্তর্গত, যা উপরোক্ত কারণগুলো দ্বারা ভঙ্গ হয়ে যায়। সুতরাং অর্থহীন বাক্যালাপের দরুন এগুলো ভঙ্গ হয়ে যায়, যেমন অন্যান্য কারণে ভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু অন্যান্য বস্তু যেমন তালাক, দাসমুক্তি ও রাজাআত, এগুলো কোন বস্তু দ্বারা বাতিল হয়ে যায় না। তাই অর্থহীন বাক্যালাপের দরুনও এগুলো বাতিলযোগ্য নয়। অনুরূপভাবে গবেষণায়ও দেখা যায় উপরোক্ত কারণগুলো দ্বারা যা ভঙ্গ হয়ে যায় তা কিন্তু বাধ্যবাধকতার দ্বারাও ভঙ্গ হয়ে যায় এবং উপরোক্ত কারণগুলো দ্বারা যা ভঙ্গ হয় না তা বাধ্যবাধকতার দ্বারাও ভঙ্গ হয় না। হযরত উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) হতেও এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় ঃ

٤٣١٠ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَلاَّفُ قَالَ ثَنَا ابْنُ سَوَاءٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يَقُوْلُ طَلاَقُ السَّكْرَانِ وَالْمُكْرَهِ جَائِزٌ ـ

৪৩১০. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আবূ সিনান (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, মাদকাসক্ত ও যাকে বাধ্য করা হয়েছে তাদের তালাক বৈধ।

٩ـ بَابُ الرَّجُلِ يَنْفِىْ حَمْلَ امْرَأَتِهِ اَنْ يَكُوْنَ مِنْهُ

৯. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর গর্ভের সন্তানকে অস্বীকার করে

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম বলেন, যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর গর্ভের সন্তানকে তার নিজের থেকে হয়েছে বলে অস্বীকার করে তখন কাজী স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে গর্ভের সন্তান সম্পর্কে 'লি'আন' করাবেন। সন্তানটিকে তার মায়ের কাছে সমর্পণ করবেন এবং স্ত্রীকে স্বামী থেকে পৃথক ঘোষণা করে দিবেন। নিম্নবর্ণিত হাদীসটিকে তারা দলীল হিসেবে পেশ করেন ঃ

٤٣١١ـ حَدَّثَنَا بِحَدِيْثٍ يُحَدِّثُهُ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمٰنَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لاَعَنَ بِالْحَمْلِ ـ

৪৩১১. আবদা ইব্‌ন সুলাইমান (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ﷺ গর্ভের সন্তান সম্পর্কে 'লি'আন' করিয়েছেন।

আবূ ইউসুফ (র)ও এক বর্ণনায় উপরোক্ত অভিমত পেশ করেছেন, কিন্তু এটা তার সুপ্রসিদ্ধ অভিমত নয়। অন্য একদল আলিম এ সম্পর্কে প্রথম পক্ষের বিরোধিতা করেন এবং তারা বলেন, গর্ভের সন্তান সম্পর্কে কোন প্রকার লি'আন নেই। কেননা এটা হামল বা গর্ভ নাও হতে পারে। নারীর মধ্যে যে চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় এবং তার দ্বারা সে গর্ভবতী বলে ধারণা করা হয়, প্রকৃত পক্ষে সে গর্ভবতী কিনা তা নিশ্চিতভাবে জানা নেই। এটা একটা শুধু ধারণা। কাজেই ধারণা অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে লি'আন সাব্যস্ত হয় না। প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে তাদের দলীল হল এ যে, তারা যে হাদীসটি দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন তা একটি সংক্ষিপ্ত হাদীস। যিনি বর্ণনা করেছেন তিনি এটাকে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে ভুল করেছেন। প্রকৃত ঘটনা হল নিম্নরূপ ঃ

রাসূলুল্লাহ্ﷺ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লি'আন করিয়েছেন। আর ঘটনাক্রমে স্ত্রীটি ছিল গর্ভবতী। এটা আমাদের মতে অপবাদের জন্যই শপথ করানো, গর্ভস্থ সন্তানের অস্বীকৃতির জন্য শপথ করানো নয়। যিনি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তিনি ধারণা করেছেন যে, এটা গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কে শপথ করানো। তাই তিনি হাদীসটি সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করেছেন, যেমন আমরা উল্লেখ করেছি। প্রকৃত হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

٤٣١٢- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عَشِيَّةً فِيْ الْمَسْجِدِ اِذْ قَالَ رَجُلٌ اِنْ اَحَدَنَا رَاٰى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَاِنْ قَتَلَهُ قَتَلْتُمُوْهُ وَاِنْ هُوَ تَكَلَّمَ جَلَّدْتُمُوْهُ اِنْ هُوَ سَكَتَ سَكَتَ عَلٰى غَيْظٍ لاَسْأَلَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ اَحَدُنَا رَاٰى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَاِنْ قَتَلَهُ قَتَلْتُمُوْهُ وَاِنْ هُوَ تَكَلَّمَ جَلَّدْتُمُوْهُ وَاِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلٰى غَيْظٍ اَللّٰهُمَّ احْكُمْ فَاُنْزِلَتْ اٰيَةُ اللِّعَانِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَكَانَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ اَوَّلَ مَنِ ابْتُلِيَ بِهٖ -

৪৩১২. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আমরা বিকাল বেলা মসজিদে অবস্থান করছিলাম, তখন এক ব্যক্তি বললেন, যদি আমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে অন্য পুরুষকে দেখে আর সে তাকে হত্যা করে তখন আপনারা তাকে হত্যা করেন। আর যদি সে এটা নিয়ে বাইরে কথা বলে তাকে আপনারা বেত্রাঘাত করেন। আর যদি সে চুপচাপ থাকে তাহলে সে যেন ক্রোধ নিয়ে চেপে রইল। আমি রাসূলুল্লাহ্ﷺ-কে নিশ্চয়ই এ সমস্যাটি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করব। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের কেউ যদি তার স্ত্রীর সাথে কোন এক ব্যক্তিকে দেখতে পায় তাহলে সে যদি তাকে হত্যা করে আপনারা তাকে হত্যা করেন। সে যদি এটা নিয়ে বাইরে কথা বলে তাহলে তাকে আপনারা বেত্রাঘাত করেন। আর যদি সে চুপচাপ থাকে তাহলে সে যেন ক্রোধ নিয়ে চুপচাপ রইল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে আল্লাহ্! আপনি সমস্যার সমাধান দিন। অতঃপর লি'আন (অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর আল্লাহ্‌র নামে অভিসম্পাত বিনিময়)-এর আয়াত নাযিল হয়। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, ঐ লোকটিই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যে এ সমস্যার সন্মুখীন হয়।

٤٣١٣- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ ثَنَا حَكِيْمُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فِيْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ اَرَأَيْتُمْ اِنْ وَجَدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيْهِ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَابْتُلِيَ بِهٖ وَكَانَ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ جَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلاَعَنَ امْرَأَتَهُ فَلَمَّا اَخَذَتْ امْرَأَتُهُ تَلْتَعِنُ قَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَهْ فَالْتَعَنَتْ فَلَمَّا اَدْبَرَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَلَّهَا اَنْ تَجِيْءَ بِهٖ اَسْوَدَ جَعْدًا فَجَاءَتْ بِهٖ اَسْوَدَ جَعْدًا -

৪৩১৩. ইয়াযীদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হতে অন্য এক সনদে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, শুক্রবার রাতে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর মসজিদে দণ্ডায়মান হলেন এবং বললেন, আপনারা কি সমাধান

দেন, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অন্য এক ব্যক্তিকে দেখতে পায়? অতঃপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন। তিনি অতিরিক্ত আরো কিছু বলেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, ঐ লোকটি এ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং সে ছিলো আনসারদের একজন সদস্য। সে রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর দরবারে এসেছিল এবং তার স্ত্রীর প্রতি অভিশাপ উচ্চারণ করেছিল, যখন তার স্ত্রীও অভিশাপ ব্যক্ত করতে শুরু করল, তখন রাসূলুল্লাহ্ﷺতাকে বললেন, "থাম, এখানে লা'নত শেষ।" যখন মহিলাটি চলে গেল রাসূলুল্লাহ্ﷺ বলেন, "এ মহিলাটি হয়ত কালো, কোকড়ানো চুল বিশিষ্ট সন্তান জন্ম দিবে।" অতঃপর মহিলাটি কালো কোকড়ানো চুল বিশিষ্ট সন্তান জন্ম দিল।

٤٣١٤- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ ثَنَا جَرِيْرُ عَنِ الْاَعْمَشِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৪৩১৪. ইয়াযীদ (র) ..... আল-আম'াশ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

সুতরাং এটাই হল লি'আন বা স্বামী-স্ত্রীর অভিশাপ প্রেরণ অনুচ্ছেদের মূল হাদীস। আর এটাই হল অপবাদ সম্পর্কে শপথ করানো। এটাই ছিল পুরুষটির পক্ষ থেকে তার স্ত্রীর জন্যে অপবাদ, যে ছিল অন্তঃসত্মা। এটা গর্ভস্থ সন্তানের জন্য শপথ করানো নয়। এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) ব্যতীত অন্যরাও বর্ণনা পেশ করেন। যেমন ঃ

٤٣١٥- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لاَعَنَ بَيْنَ الْعِجْلاَنِىْ وَامْرَأَتِهِ وَكَانَتْ حُبْلٰى فَقَالَ زَوْجُهَا وَاللّٰهِ مَا قَرِبْتُهَا مُنْذُ عَفَرْنَا وَالْعَفْرُ اَنْ يُسْقَى النَّخْلُ بَعْدَ اَنْ تُتْرَكَ مِنَ السَّقْىِ بَعْدَ الْاِبَارِ بِشَهْرَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ فَزَعَمُوْا اَنَّ زَوْجَ الْمَرْأَةِ كَانَ حَمْشَ الذِّرَاعَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ اَصْهَبَ الشَّعْرَةِ وَكَانَ الَّذِىْ رُمِيَتْ بِهِ ابْنُ السَّحْمَاءِ قَالَ فَجَاءَتْ بِغُلاَمٍ اَسْوَدَ اَجْلٰى جَعْدٍ قَطَطٍ عَبْلَ الذِّرَاعَيْنِ خَدْلَ السَّاقَيْنِ قَالَ الْقَاسِمُ فَقَالَ ابْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ يَا اَبَا عَبَّاسٍ اَهِىَ الْمَرْأَةُ الَّتِىْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ وَلٰكِنْ تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ قَدْ اَعْلَنَتْ فِى الْاِسْلاَمِ -

৪৩১৫. রাবী' আল-মুয়াযযিন (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ﷺ আল-আজালানী ও তার স্ত্রীর মধ্যে শপথ করান। আর তার স্ত্রী ছিল গর্ভবতী। তার স্বামী বলল, আল্লাহ্র শপথ! আমি আমাদের 'আফার'-এর পর তার সংস্পর্শে আসিনি। আফার হল খেজুর বৃক্ষ চাঁচার পর দু'মাস সেচ না দিয়ে তার পর সেচ দেয়া। তখন রাসূলুল্লাহ্ﷺ বলেন, হে আল্লাহ্! আপনি সমস্যাটির সুস্পষ্ট সমাধান করে দিন। সাহাবায়ে কিরাম ধারণা করেন যে, মহিলাটির স্বামীর ছিল দুই হাত ও দুই পায়ের নলী জোড়া লাগানো, তার ছিল ঈষৎ লাল রংয়ের চুল। যিনি মহিলাটিকে অপবাদ দিয়েছিলেন তার নাম ছিল ইবনুস সাহ্মা। বর্ণনাকারী বলেন, "মহিলাটি যখন সন্তান জন্ম দিল তখন সন্তানটি ছিল কালো।

আর তার চুল ছিল ঘন ও খুব বেশি কোকড়ানো। তার দুই হাত ছিল স্থূল এবং পায়ের দুই নালী ছিল লম্বা ও মোটা"। আল-কাসিম বলেন, অতঃপর ইব্‌ন শাদ্দাদ ইব্‌ন আল-হাদ বলেন ঃ হে ইব্‌ন আব্বাস (রা)! সে কি ঐ স্ত্রীলোক, যার সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, যদি আমি কাউকে প্রমাণ ব্যতীত পাথর ছুঁড়ে মারতাম তাহলে তাকেই মারতাম। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, না, তবে ঐ মহিলাটি ছিলো ইসলামের অবস্থায় প্রকাশ্য 'অনাচারকারিণী'।

٤٣١٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقْدِىُّ قَالَ ثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ الزِّنَادِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَهُ -

৪৩১৬. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনিও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٣١٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ الزِّنَادِ قَالَ ثَنِىْ اَبِىْ اَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ سُؤَالَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ اِلٰى اٰخِرِ الْحَدِيْثِ -

৪৩১৭. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন। তবে তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শাদ্দাদের প্রশ্ন হতে হাদীসের শেষ পর্যন্ত উল্লেখ করেননি।

٤٣١٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَالِىْ عَهْدٌ بِاَهْلِىْ مُنْذُ عَفَرْنَا النَّخْلَ فَوَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِىْ رَجُلاً وَزَوْجُهَا نِضْوٌ حَمْشٌ سَبْطُ الشَّعْرِ وَالَّذِىْ رُمِيَتْ بِهٖ اِلَى السَّوَادِ جَعْدٌ قَطَطٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ ثُمَّ لاَعَنَ بَيْنَهُمَا فَجَاءَتْ بِهٖ يَشْبِهُ الَّذِىْ رُمِيَتْ بِهٖ -

৪৩১৮. আবূ বাক্‌রা (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে আগমন করেন এবং বলেন, যখন আমরা খেজুর বাগানে সেচ দিয়েছিলাম তখন থেকে আমার পরিবারের সাথে আমার সংস্পর্শ নেই। অতঃপর আমি আমার স্ত্রীর সাথে অন্য এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। বর্ণনাকারী বলেন, তার স্বামীর চোখ ছিল কোটরাগত। সে ছিল স্থূল ও ঝুলে থাকা কেশ বিশিষ্ট। আর যার সাথে তার স্ত্রীকে অপবাদ দেয়া হয়েছিল সে ছিল কোকড়ানো ও ঘনচুল বিশিষ্ট। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন বলেন, "হে আল্লাহ্! ঘটনাটি সুস্পষ্ট করে দিন।" অতঃপর তিনি তাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে 'লি'আন' করান। পরে মহিলাটি ঐ ব্যক্তির সদৃশ সন্তানের জন্ম দেয়, যার সাথে তাকে অপবাদ দেয়া হয়েছিল।

٤٣١٩- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنْ مُخَلَّدِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ هِلاَلَ بْنَ اُمَيَّةَ قَذَفَ شَرِيْكَ بْنَ سَحْمَاءَ بِامْرَأَتِهٖ فَرَفَعَ ذَالِكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ائْتِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ وَاِلاَّ فَحَدٌّ فِىْ ظَهْرِكَ فَقَالَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ

يَعْلَمُ اَنِّىْ لَصَادِقٌ قَالَ فَجَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ لَهُ اَرْبَعَةً وَاِلاَّ فَحَدٌّ فِىْ ظَهْرِكَ قَالَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ اَنِّىْ لَصَادِقٌ يَقُوْلُ ذٰلِكَ مِرَارًا وَّلَيُنْزِلَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكَ مَا يُبْرِئُ بِهٖ ظَهْرِىْ مِنَ الْجَلْدِ فَنَزَلَتْ اٰيَةُ اللِّعَانِ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ قَالَ فَدُعِىَ هِلاَلٌ فَشَهِدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ قَالَ ثُمَّ دُعِيَتِ الْمَرْأَةُ فَشَهِدَتْ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قِفُوْهَا فَاِنَّهَا مُوْجِبَةٌ قَالَ فَتَكَأْكَأَتْ حَتّٰى مَاشَكَكْنَا اَنْ سَتَقِرُّ ثُمَّ قَالَتْ لاَ اَفْضَحُ قَوْمِىْ سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ عَلَى الْيَمِيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْظُرُوْا فَاِنْ جَاءَتْ بِهٖ اَبْيَضَ سِبْطًا قَضِىءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلاَلِ بْنِ اُمَيَّةَ وَاِنْ جَاءَتْ بِهٖ اَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيْكِ بْنِ سَحْمَاءَ قَالَ فَجَاءَتْ بِهٖ اَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْلاَ مَاسَبَقَ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى كَانَ لِىْ وَلَهَا شَاْنٌ قَالَ اَلْقَضِىءُ الْعَيْنَيْنِ طَوِيْلُ شَعْرِ الْعَيْنَيْنِ لَيْسَ بِمَفْتُوْحِ الْعَيْنَيْنِ ـ

৪৩১৯. ফাহাদ (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হিলাল ইব্ন উমাইয়া (রা) শুরাইক ইব্ন সাহমাকে তার স্ত্রীর সাথে অপবাদ দেন। ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে উত্থাপন করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তুমি চারটি সাক্ষী হাযির কর, নচেৎ তোমার পিঠে পড়বে বেত্রাঘাত। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্ নিশ্চয়ই জানেন যে, আমি সত্যবাদী। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলতে লাগলেন, চারজন সাক্ষী হাযির কর। নচেৎ তোমার পিঠে পড়বে বেত্রাঘাত। তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ! আল্লাহ্ নিশ্চয়ই জানেন, আমি সত্যবাদী। তিনি কয়েক বার এরূপ বললেন। তিনি আরো বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা যেন আপনার কাছে এমন বস্তু নাযিল করেন, যার দ্বারা আমার পিঠ বেত্রাঘাত থেকে বেঁচে যায়। অতঃপর লি'আনের আয়াতটি নাযিল হল ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ ـ

অর্থাৎ যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষীও নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহ্র নামে চার বার শপথ করে বলবে, সে অবশ্যই সত্যবাদী (সূরা নূর ঃ ৬)

বর্ণনাকারী বলেন, হিলাল (রা) কে ডাকা হল, তিনি চারবার সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চম বারে বলেন, "তিনি মিথ্যাবাদী হলে তার উপর নেমে আসবে আল্লাহ্র লা'নত।" বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রমণীটিকে ডাকা হল। তিনি চার বার আল্লাহ্র নামে শপথ করে সাক্ষ্য দিলেন যে, তার স্বামী মিথ্যাবাদী। পঞ্চম বারের পালা যখন আসল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাকে থামাও, কেননা সে তার উপর ওয়াজিব করে ফেলবে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন সে ইতস্তত করতে লাগল, এমনকি আমরা সন্দেহ করতে

লাগলাম, হয়ত সে অচিরেই স্বীকার করে ফেলবে। অতঃপর সে বলতে লাগল, আমি আমার সম্প্রদায়কে সর্বকালের জন্য কলঙ্কিত করতে পারিনা, অতঃপর সে তার শপথ সম্পূর্ণ করলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা লক্ষ্য কর, মহিলাটি যদি ফর্সা, ঝুলে থাকা কেশ বিশিষ্ট, গভীর ফাটল ওয়ালা চোখ বিশিষ্ট সন্তান জন্ম দেয় তাহলে এটা হিলাল ইব্‌ন উমাইয়া (রা)-এর সন্তান। আর মহিলাটি যদি সুরমা ব্যবহৃত চোখের ন্যায় চোখ ওয়ালা, কোকড়া চুল বিশিষ্ট ও স্থূল পায়ের নলী বিশিষ্ট সন্তান জন্ম দেয় তাহলে এটা শুরাইক ইব্‌ন সাহমার সন্তান। বর্ণনাকারী বলেন, মহিলাটি সুরমা ব্যবহৃত চোখ বিশিষ্ট, কোকড়া চুল বিশিষ্ট ও স্থূল দুই পায়ের নলী বিশিষ্ট সন্তান জন্ম দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যদি আল্লাহ্‌র কিতাবের সিদ্ধান্ত না থাকত তাহলে তার ও আমার মধ্যে একটি ঘটনা ঘটে যেত। বর্ণনাকারী বলেন, হাদীসে উল্লেখিত قَضِيُ الْعَيْنَيْنِ। এর অর্থ হল গভীর ফাটল ওয়ালা চোখ বিশিষ্ট, ভাসা ভাসা চোখ নয়।

٤٣٢٠ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا هِشَامُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ هِلاَلَ بْنَ اُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيْكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْظُرُوْهَا فَاِنْ جَاءَتْ بِهِ اَبْيَضَ سَبْطًا قَضِيْءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلاَلِ بْنِ اُمَيَّةَ وَاِنْ جَاءَتْ بِهِ اَكْحَلَ جَعْدًا خَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيْكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهِ اَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ ـ

৪৩২০. আবূ বাক্‌রা (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হিলাল ইব্‌ন উমাইয়া (রা) তার স্ত্রীকে শুরাইক ইব্‌ন সাহমা এর সাথে অপবাদ দেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তোমরা মহিলাটির প্রতি লক্ষ্য রেখো, যদি সে ফর্সা, ঝুলে থাকা কেশ বিশিষ্ট, গভীর ফাটল ওয়ালা দু'চোখ বিশিষ্ট সন্তান জন্ম দেয় তাহলে বুঝতে হবে এ সন্তানটি হিলাল ইব্‌ন উমাইয়া (রা)-এর। আর সে যদি সুরমা ব্যবহৃত চোখ বিশিষ্ট ও দুই পায়ের স্থূল নলী বিশিষ্ট সন্তান জন্ম দেয় তাহলে বুঝতে হবে এটা শুরাইক ইব্‌ন সাহমা এর সন্তান। অতঃপর সে সুরমা ব্যবহৃত চোখ বিশিষ্ট, কোকড়া চুল ও দুই পায়ের স্থুল নলী বিশিষ্ট সন্তান জন্ম দেয়।

٤٣٢١ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِيُّ قَالَ ثَنَا اَسَدُ ح وَحَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالاَ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ اَنَّ عُوَيْمِرَ جَاءَ اِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ فَقَالَ اَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ اَتَقْتُلُوْنَهُ بِهِ سَلْ لِيْ يَا عَاصِمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ عَاصِمُ فَسَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَسْأَلَةَ وَعَابَهَا فَقَالَ عُوَيْمِرُ وَاللّٰهِ لاٰتِيَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْكُمْ قُرْاٰنًا فَدَعَاهُمَا فَتَقَدَّمَا فَتَلاَعَنَا ثُمَّ قَالَ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ اَمْسَكْتُهَا فَفَارِقُهَا وَمَا اَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِفِرَاقِهَا فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلاَعِنَيْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْظُرُوا فَاِنْ جَاءَتْ بِهِ اَحْمَرَ قَصِيْرًا مِثْلَ وَحَرَةٍ فَلاَ اُرَاهُ اِلاَّ وَقَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا وَاِنْ جَاءَتْ بِهِ اَشْحَمَ اَعْيَنَ ذَا الْيَتَيْنِ فَلاَ اَحْسِبُهُ اِلاَّ وَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا قَالَ فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْاَمْرِ الْمَكْرُوْهِ ـ

৪৩২১. রাবী' আল-জীযী (র) ..... সহল ইব্‌ন সা'দ আস-সায়িদী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উয়াইমির (রা) 'আসিম ইব্‌ন 'আদী (রা)-এর কাছে আগমন করেন এবং বলেন, আপনি এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে কি মনে করেন, যে তার স্ত্রীর সাথে অন্য এক ব্যক্তিকে দেখতে পায় ও তাকে হত্যা করে, আপনারা কি তার জন্যে হত্যাকারীকে হত্যা করবেন? হে আসিম, আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করুন। হযরত আসিম (রা) তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আগমন করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ মাসআলাটি খারাপ মনে করেন ও এটাকে দোষণীয় মনে করেন। তখন উয়াইমির (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি নিশ্চিয়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গমন করব। উয়াইমির (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গমন করেন এবং তাকে এ মাসআলাটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মাঝে কুরআন নাযিল করেছেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের স্বামী স্ত্রীকে ডাকলেন, তারা এগিয়ে আসল এবং একে অন্যের উপর অভিশাপ ব্যক্ত করল। অতঃপর লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! আমি যদি তাকে রাখি এবং তার উপরে মিথ্যা আরোপ করি, এটা কেমন হয়? তাই তাকে আমা থেকে পৃথক করে দিন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে তার থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার জন্যে নির্দেশ প্রদান করলেন না। অতঃপর অভিশাপ উচ্চারণকারীদের মধ্যে পৃথক হয়ে যাওয়ার নীতি প্রবর্তিত হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমরা তার প্রতি লক্ষ্য রেখো, যদি মহিলাটি লাল ও টিকটিকির ন্যায় ছোট সন্তান জন্ম দেয় তাহলে আমি ধারণা করি যে, পুরুষটি তার স্ত্রীর উপর মিথ্যা আরোপ করেছে। আর যদি মহিলাটি কালো, ডাগর ডাগর চোখ বিশিষ্ট ও চওড়া পাছা বিশিষ্ট সন্তান জন্ম দেয় তাহলে আমি ধারণা করি যে, পুরুষটি তার স্ত্রীর উপর সত্য অভিযোগ আরোপ করেছে। বর্ণনাকারী বলেন, মহিলাটি অপসন্দনীয় সন্তান জন্ম দিয়েছিল।

আমাদের উল্লেখিত আলোচনায় এটা প্রমাণিত হল যে, যারা গর্ভস্থিত সন্তান সম্পর্কে লি'আন প্রমাণ করতে চায় তাদের জন্যে এখানে কোন দলীল নেই।

যদি কেউ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাণী, "যদি মহিলাটি এরূপ সন্তান জন্ম দেয় তাহলে এটা হবে তার স্বামীর জন্যে, আর যদি ঐরূপ জন্ম দেয় তাহলে সন্তানটি হবে অমুকের জন্যে" একথা প্রমাণ করে যে, অপবাদ ও লি'আনের দ্বারা গর্ভস্থিত সন্তানটি লক্ষ্যবস্তু হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। **এ ব্যাপারে আমাদের উত্তর হল,** লি'আন যদি গর্ভস্থিত সন্তান নিয়েই সংঘটিত হত তাহলে সন্তানটিকে স্বামীর বলে গণ্য করা হত না, তার সাথে মিল থাকুক আর না-ই থাকুক। আমরা কি লক্ষ্য করি না যে, যদি স্ত্রীকে অপবাদ দেয়ার পূর্বে সে সন্তান প্রসব করে আর স্বামী তখন সন্তানটিকে অস্বীকার করে তাহলে সন্তানটি তার সাথে অধিক সামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও স্বামী-স্ত্রীর দুই জনকে শপথ করানো হবে, তারা দুজন পৃথক হয়ে যাবে, সন্তানটিকে তার মা পাবে এবং লা'নতকারীর সাথে সামঞ্জস্য হওয়া সত্ত্বেও সে সন্তানের অধিকারী হবেনা। সামঞ্জস্য যখন বংশধারা প্রমাণ করেনা এবং অসামঞ্জস্যতাও বংশধারা অস্বীকার করেনা, আর আমাদের উল্লেখিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, মহিলাটি যদি এরূপ সন্তান জন্ম দেয় তাহলে সন্তানটি হবে লি'আনকারীর জন্যে, এটা একথা প্রমাণ করে যে, লি'আন বংশধারাকে অস্বীকার করেনা। কেননা যদি লি'আন অস্বীকার করত তাহলে এ কথা বলা হতো না যে, অমুকের সাথে সামঞ্জস্য হওয়া এ কথার উপর দলীল যে, সে তার থেকে এসেছে এবং অমুকের সাথে সামঞ্জস্য না হওয়া এ কথার উপর দলীল যে, সে অন্যের থেকে এসেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক মরুবাসীর প্রশ্নের উত্তরে যা বলেছিলেন তা এখানে উল্লেখ করা হল ঃ

٤٣٢٢ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ اَعْرَابِيًا اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ امْرَأَتِيْ وَلَدَتْ غُلاَمًا اَسْوَدَ وَاِنِّيْ اَنْكَرْتُهُ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا اَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ هَلْ فِيْهَا مِنْ اَوْرَقٍ قَالَ اِنَّ فِيْهَا لَوُرْقًا قَالَ فَاَنّٰى تَرٰى ذٰلِكَ جَاءَهَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عِرْقٌ نَزَعَهَا قَالَ فَلَعَلَّ هٰذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ ـ

৪৩২২. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক মরুবাসী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আগমন করেন এবং বলেন, আমার স্ত্রী একটি কালো সন্তান জন্ম দিয়েছে এবং আমি এটাকে অস্বীকার করছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেন, তোমার কি উট আছে? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এগুলোর রং কি রকম? তিনি বললেন, লাল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এগুলোর মধ্যে কি সবুজ রংয়ের কোন উট আছে? তিনি বললেন, 'হাঁ, এগুলোর মধ্যে কিছু সবুজ রংয়েরও আছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এ সবুজ রংয়ের উটগুলো কোথা থেকে এসেছে বলে তুমি মনে কর? মরুবাসী লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! এটা একটি বংশধারা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সম্ভবত এটাও একটি বংশধারা।

٤٣٢٣ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَالِكٌ وَابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ وَسُفْيَانُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৪৩২৩. ইউনুস (র) অন্য এক সনদে আবূ হুরায়রা (রা)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

সামঞ্জস্যের অভাবের দরুন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সন্তানের অস্বীকৃতির ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেননি। কেননা সামঞ্জস্যতা কোন ব্যাপারে দলীল নয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শপথকারিণীর সন্তানকে তার স্বামীর সন্তান বলে গণ্য করেছেন, যদি মহিলাটি স্বামীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সন্তান প্রসব করে। এ বিষয়টি একথার উপর দলীল যে, লি'আন সন্তানকে তার থেকে হরণ করেনি। সুতরাং আমাদের উল্লেখিত তথ্যের দ্বারা যারা গর্ভস্থ সন্তানের সাথে লি'আনকে সম্পৃক্ত করেন তাদের দলীলের ত্রুটি প্রমাণিত হয়।

এখানে অন্য একটি দলীলও পাওয়া যায় যে, সহল ইব্ন সা'দ (রা)-এর হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমরা রমণীটির প্রতি লক্ষ্য রেখো, যদি সে এরূপ সন্তান জন্ম দেয় তাহলে আমি ধারণা করি স্বামী তার উপর মিথ্যা আরোপ করেছে, আর যদি সে ঐরূপ সন্তান জন্ম দেয় তাহলে আমি ধারণা করি স্বামী তার উপর সত্য আরোপ করেছে। সুতরাং এ কথাটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এসেছিল ধারণার ভিত্তিতে। এখানে কোন নিশ্চয়তা নেই। এটাতে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে তার থেকে কোন প্রকার হুকুম জারী করা হয়নি। তাই গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কে যারা লি'আনের কথা বলছেন, তাদের অভিমতের ত্রুটিও প্রমাণিত হল। যারা গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কে লি'আনের বিরোধিতা করেন এ অনুচ্ছেদের প্রথমে তাদের দলীল বর্ণনা করা হয়েছে। আর এটা হল ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর প্রসিদ্ধ অভিমত।

١٠ـ بَابُ الرَّجُلِ يَنْفِيْ وَلَدَ امْرَأَتِهِ حِيْنَ يُوْلَدُ هَلْ يُلاَعَنُ بِهِ أَمْ لاَ

১০. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সন্তানের জন্মের সময় সন্তানকে অস্বীকার করে তাহলে তাদের এ সন্তান সম্পর্কে শপথ করানো হবে কি না?

٤٣٢٤ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا حِبَّانُ ح وَحَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا مَهْدِيُ بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ يَعْقُوْبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَبِيْعُ فِيْ حَدِيْثِهِ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رِبَاحٍ قَالَ اَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى اَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ ـ

৪৩২৪. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ও রাবী' আল-মুয়াযযিন (র) ..... রাবাহ্ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আমি উসমান ইব্‌ন আফফান (রা)-এর কাছে আগমন করলাম। তখন তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, সন্তান স্ত্রীর জন্যে।"

٤٣٢٥ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ـ

৪৩২৫. ইউনুস (র) ..... আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "সন্তান স্ত্রীর জন্য আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে প্রস্তর।"

٤٣٢٦ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৪৩২৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন খুযাইমা (র) ..... আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٣٢٧ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِىِّ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৪৩২৭. রাবী' আল-মুয়াযযিন (র) ..... আবূ উসামা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٣٢٨ـ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِىُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ سَمِعَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ ـ

৪৩২৮. ইসমাঈল ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া আল-মুযানী (র) ..... উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সিদ্ধান্ত দেন যে, সন্তান শয্যা বা স্ত্রীর জন্যে।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম বলেন, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সন্তানকে অস্বীকার করে তাহলে তার অস্বীকৃতি গ্রহণযোগ্য নয় এবং তাকে শপথ করা ও অভিশাপ প্রেরণের সুযোগ

দেয়া হবেনা। এ ব্যাপারে তারা এ অনুচ্ছেদের প্রথমে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমাদের উল্লেখিত হাদীসটি দলীল হিসেবে পেশ করেন এবং তারা বলেন, শয্যা স্বামী ও স্ত্রী থেকে বংশ প্রমাণে সন্তানের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। তাই লি'আন বা অন্য কোন কারণে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ক্ষমতা তাদের দু'জনের কারো নেই। অন্য একদল আলিম এ ব্যাপারে তাদের বিরোধিতা করেন এবং বলেন, বরং এ ব্যাপারে তাকে শপথ করানো হবে। আর এটা হল যখন সে সন্তানকে স্বীকার না করে এবং স্বীকৃতির যে হুকুম সে হুকুম তার প্রতি প্রযোজ্য না হয়। আর এটা নিয়ে সে কোন বাড়াবাড়িও করেনা। এসব আলিম এ ব্যাপারে নিম্ন বর্ণিত হাদীসটি দলীল হিসেবে উল্লেখ করেন ঃ

٤٣٢٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَ اَلْزَمَ الْوَلَدَ اُمَّهُ -

৪৩২৯. ইউনুস (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'অভিশাপ প্রেরণকারীদেরকে পৃথক করেছেন এবং সন্তানকে মায়ের কাছে সমর্পণ করেন।

তারা বলেন, এ নীতি বা সুন্নাত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত রয়েছে। তার বিরুদ্ধে আমরা কোন কিছু জানি না এবং এটা রহিত হয়ে যাওয়া সম্পর্কেও আমরা কিছু জানিনা। এটা সম্বন্ধে আমরা যতদূর জানি তাহলো যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বাণী اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ অর্থাৎ "স্ত্রীর জন্যেই সন্তান" সন্তানের প্রতি স্বামীর অস্বীকৃতি লি'আন অনুষ্ঠিত হবার অন্তরায় নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পরে সাহাবায়ে কিরাম এটা করেছেন এবং অভিশাপ প্রেরণকারিণীর সন্তানের মীরাস সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন। তারা তাকে পিতৃহীন গণ্য করেছেন এবং মায়ের সম্প্রদায়ভুক্ত করেছেন ও অভিশাপ প্রেরণকারীর সম্প্রদায় থেকে বের করে নিয়ে এসেছেন। সাহাবায়ে কিরামের পর তাবিঈগণও এটার উপর ঐক্যমত স্থাপন করেন। এরপর জনগণের আমল এরূপ বজায় থাকে যতক্ষণ না বর্তমান বিরুদ্ধাচরণকারীর আবির্ভাব হয়। সুতরাং এ ব্যাপারে আমাদের অভিমত হল যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করেছেন। তারপর তাঁর সাহাবীগণ করেছেন এবং তাদের পর তাবিঈগণ করেছেন। এটা আমরা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি। আর এটাই হল ইমাম আবূ হানীফা (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত।

كِتَابُ الْعِتَاقِ

অধ্যায় ঃ দাসমুক্তি

١- بَابُ الْعَبْدِ يَكُوْنُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُهُ اَحَدُهُمَا

১. অনুচ্ছেদ ঃ যদি একটি গোলামের মালিক দুই ব্যক্তি হন অতঃপর তাদের একজন তাকে মুক্তি দেন

٤٣٣٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُوْرِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اعْتَقَ شَقْصًا لَهُ فِيْ مَمْلُوكٍ ضَمِنَ لِشُرَكَائِهِ حِصَصَهُمْ -

৪৩৩০. আলী ইব্‌ন শাইবা (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার মালিকানাধীন গোলামের একাংশ আযাদ করে দেয় সে তার শরীকদের অংশগুলোর জিম্মাদারী গ্রহণ করবে।

٤٣٣١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ كَثِيْرِ بْنِ عُفَيْرٍ قَالَ ثَنِىْ دَاوُدَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنِ اعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ شُرَكَائِهِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيْمَتُهُ وَعُتِقَ -

৪৩৩১. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার এবং তার শরীকদের মালিকানাধীন কোন গোলামকে আযাদ করবে, গোলামের মূল্য তার কাছে নির্ধারণ করা হবে এবং সে সম্পূর্ণ গোলামটি আযাদ করবে।"

٤٣٣٢- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ اعْتَقَ جُزْءًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ حُمِلَ عَلَيْهِ مَابَقِيَ فِيْ مَالِهِ حَتّٰى يُعْتَقَ كُلُّهُ جَمِيْعًا -

৪৩৩২. ফাহাদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কোন গোলাম কিংবা দাসীর মালিকানাধীন তার অংশ আযাদ করে দিবে বাকি অংশ তার মালের মধ্যে চাপিয়ে দেয়া হবে, যাতে তিনি সম্পূর্ণটা আযাদ করেছেন।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম বলেন, একটি গোলামের যখন দুই জন হয় মালিক অতঃপর তাদের একজন স্বীয় অংশ আযাদ করে দেয় তাহলে সে তার শরীকের অংশের মূল্যের যিম্মাদার হবে সে সচ্ছল হোক কিংবা অসচ্ছল হোক। তারা আরো বলেন, এক শরীকের দাস মুক্তি তার অন্য শরীকের অংশের জন্যে জরিমানা স্বরূপ গণ্য হবে। তাই নিজ সম্পদ দ্বারা সেই অংশের মূল্য আদায় করা তার যিম্মায় ওয়াজিব হয়ে যাবে। কেননা যদি কোন ব্যক্তি কারো সম্পদের উপর যুলুম করে সে সচ্ছল হোক কিংবা অসচ্ছল হোক তার যুলুমের জন্য যা ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করা তার উপর ওয়াজিব হয়ে যায়। তবে এ ওয়াজিব হয়ে যাওয়ার মধ্যে সচ্ছল ও অসচ্ছল হওয়ার কোন পার্থক্য নেই। তারা আরো বলেন, তখন শরীকের উপর মুক্তির জন্যে তার অন্য শরীকের অংশের মূল্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে আদায় করা ওয়াজিব হয় যখন সে সচ্ছল থাকে। অনুরূপভাবে যখন সে অসচ্ছল হয় তখনও তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়। অন্য একদল আলিম এ সম্পর্কে উপরোক্ত উলামার বিরোধিতা করেন এবং তারা বলেন, সচ্ছল না হলে শরীকের উপর মুক্তির জন্য তার অন্য শরীকের অংশের মূল্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে আদায় করা ওয়াজিব হয়না। তারা আরো বলেন, 'ইব্ন উমার (রা)-এর হাদীসে যে ক্ষতিপূরণ আদায়ের কথা বলা হয়েছে তা শুধুমাত্র সচ্ছল অংশীদারের জন্য, অসচ্ছল অংশীদারের জন্যে নয়।

উপরোক্ত হাদীসগুলো ভিন্ন এক বর্ণনাতেও ইব্ন উমার (রা) হতে উল্লেখ রয়েছে, যেমন ঃ

٤٣٣٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ عَتَقَ شِرْكًا لَهُ فِىْ عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ عَنِ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيْمَةُ مَاعُتِقَ فَاَعْطٰى شُرَكَائَهُ حِصَصَهُمْ وَعُتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَالاَّ فَقَدْ عُتِقَ عَلَيْهِ ـ

৪৩৩৩. ইউনুস (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি গোলামের মধ্যে তার এক অংশকে আযাদ করে দেয় এবং তার কাছে এমন সম্পদ আছে যা গোলামের মূল্যের অন্য অংশের সমান হয়, তার কাছে গোলামের মূল্যকে নির্ধারণ করা হবে এবং তিনি অন্যান্য শরীকদের অংশ আদায় করবেন। আর তার মাধ্যমে গোলামটি মুক্ত হয়ে যাবে, অন্যথায় যতটুকু পূর্বে আযাদ হয়েছিল ততটুকু তার দ্বারা আযাদ হয়েছে বলে গণ্য হবে।

٤٣٣٤- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِىُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ قَالَ ثَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنِ اعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِىْ مَمْلُوْكٍ وَكَانَ لِلَّذِىْ يَعْتِقُ نَصِيْبُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَهُوَ عَتِيْقٌ كُلُّهُ ـ

৪৩৩৪. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি তার মালিকানাধীন গোলামের এক অংশ আযাদ করে দেয় এবং বাকি অংশের মূল্য পরিমাণ যদি তার সম্পদ মজুদ থাকে তাহলে সম্পূর্ণ গোলামই আযাদ হয়ে যাবে।

٤٣٣٥- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِىْ

مَمْلُوْكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُ كُلُّهُ اِنْ كَانَ لَهُ مَالُ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُ مَالُ فَيُقَوَّمُ قِيْمَةُ عَدْلٍ عَلَى الْمُعْتِقِ وَقَدْ عُتِقَ بِهِ مَا عُتِقَ -

৪৩৩৫. ফাহাদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি তার মালিকানাধীন গোলামের একাংশ আযাদ করে দেয় আর তার কাছে বাকি অংশের মূল্য আদায় করার সামর্থ্য থাকে তাহলে তার উপর সম্পূর্ণটা আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়। আর যদি তার কাছে সম্পদ না থাকে তাহলে গোলামের মূল্য নির্ধারণ করে মুক্তিদাতার উপর সাব্যস্ত করা হবে এবং যতটুকু আযাদ করা হয়েছে ততটুকু আযাদ হয়েছে বলে গণ্য হবে।

٤٣٣٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِيْ مَمْلُوْكٍ فَقَدْ عُتِقَ كُلُّهُ فَاِنْ كَانَ لِلَّذِيْ اَعْتَقَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ -

৪৩৩৬. ইব্ন আবূ দাঊদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার মালিকানাধীন গোলামের একাংশ আযাদ করে দেয় তার সম্পূর্ণ গোলাম আযাদ হয়ে যায়। যদি তার কাছে এ পরিমাণ মাল থাকে যা গোলামের মূল্যের সমপরিমাণ হয় তাহলে সম্পূর্ণ গোলাম আযাদ করে দেয়াই তার উপর ওয়াজিব হয়।

٤٣٣٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُفْتِيْ فِي الْعَبْدِ اَوِ الْاَمَةِ يَكُوْنُ اَحَدُهُمَا بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيَعْتِقُ اَحَدُهُمْ نَصِيْبَهُ مِنْهُ فَاِنَّهُ يَجِبُ عِتْقُهُ عَلَى الَّذِيْ اَعْتَقَهُ اِذَا كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ يُقَوَّمُ فِيْ مَالِهِ قِيْمَةُ عَدْلٍ فَيَدْفَعُ اِلٰى شُرَكَائِهِ اَنْصِبَاءَهُمْ وَيُخْلِيْ سَبِيْلَ الْعَبْدِ يُخْبِرُ بِذٰلِكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৪৩৩৭. আবূ বাক্রা (র) ..... নাফি' (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ইব্ন উমার (রা) গোলাম কিংবা দাসী সম্পর্কে ফাতোয়া দিতেন, যার মালিক বিভিন্ন শরীক। অতঃপর তাদের একজন তার অংশ আযাদ করে দেয়, যদি তার কাছে গোলামের বাকি মূল্যের পরিমাণ সম্পদ থাকে তাহলে ঐ গোলামটি আযাদ করা তার জন্যে ওয়াজিব হয়ে যায়। আযাদকারীর সম্পদে গোলামের মূল্য স্থির করা হবে এবং অন্য শরীকদের অংশানুযায়ী তাদেরকে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। এ ব্যাপারে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে সংবাদ পরিবেশন করেন ঃ

٤٣٣٨- حَدَّثَنَا اَسْمٰعِيْلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ

فَاَعْتَقَ اَحَدُهُمَا نَصِيْبَهُ فَاِنْ كَانَ مُوْسِرًا فَاِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ بِاَعْلَى الْقِيْمَةِ ثُمَّ يُعْتَقُ قَالَ سُفْيَانُ وَرُبَمَا قَالَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قِيْمَةُ عَدْلٍ لَا وَكَسَ فِيْهَا وَلَا شَطَطَ ـ

৪৩৩৮. ইসমাঈল ইব্‌ন ইয়াহইয়া আল মাযানী (র) ..... সালিম (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যদি কোন গোলামের মালিক দুই ব্যক্তি হন এবং এক ব্যক্তি তার অংশ আযাদ করেছেন তারপর তিনি যদি সম্পদশালী হন তাহলে ঐ ব্যক্তির উপর গোলামের বাকি মূল্য নির্ধারণ করা হবে এবং তাকে আযাদ করে দেয়া হবে। বর্ণনাকারী সুফিয়ান (র) বলেন, প্রায় সময়ই বর্ণনাকারী আমর ইব্‌ন দীনার (র) বলতেন, গোলামের বাকিমূল্য নির্ধারণ কালে যেন কোন প্রকার কমবেশি করা না হয় এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

উপরোক্ত বিশুদ্ধ হাদীসগুলোর আলোকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা)-এর মাধ্যমে যে বর্ণনা এসেছে তা শুধুমাত্র ধনীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এখন আমরা অসচ্ছল ব্যক্তির আযাদ করার বিষয়টি চিন্তা করে দেখবো যে, তা কীভাবে হতে পারে। একদল আলিম বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বাণী وَاِلاَّ فَقَدْ عُتِقَ مِنْهُ مَا عُتِقَ অর্থাৎ অন্যথায় যতটুকু আযাদ হয়েছে ততটুকু আযাদ বলে গণ্য হবে" প্রমাণ করে যে, গোলামের বাকি অংশটুকু আযাদ হবেনা; বরং সে ঐ অংশের জন্যে গোলাম অবস্থায় থেকে যাবে। অন্য একদল আলিম এ ব্যাপারে তাদের বিরোধিতা করেন এবং বলেন, বরং গোলাম নিজে বাকি অংশের মূল্য সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করবে। তাদের জন্য এ ব্যাপারে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা)-এর ন্যায় হযরত আবূ হুরাইরা (রা)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত একটি হাদীস দলীল হিসেবে গণ্য। এ বর্ণনায় অতিরিক্ত বর্ণনা এসেছে যে, আযাদকারীর অংশের পর গোলামের বাকি অংশ সম্পর্কে কি করা হবে?

٤٣٣٩ـ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ نَصِيْبًا اَوْ شِرْكًا لَهُ فِىْ مَمْلُوْكٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ كُلُّهُ فِىْ مَالِهِ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ اسْتُسْعِىَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ ـ

৪৩৩৯. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র) ..... আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার মালিকানাধীন গোলামের এক অংশ আযাদ করবে, তার সম্পদ হতে বাকিটা আযাদ করাও তার উপর ওয়াজিব হয়ে পড়ে। যদি তার সম্পদ না থাকে তাহলে গোলাম তার উপরে বোঝা সৃষ্টি না করে নিজে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করবে।

٤٣٤٠ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ قَتَادَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৪৩৪০. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযাইমা (র) ..... কাতাদা (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনিও নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٣٤١ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنِى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ ثَنِى جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৪৩৪১. ফাহাদ (র) ..... কাতাদা (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٣٤٢ـ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمٰنَ الرَّازِىُّ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ اَرطَاةٍ عَنْ قَتَادَةَ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৪৩৪২. রাওহ ইবনুল ফারাজ (র) ..... কাতাদা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٣٤٣ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৪৩৪৩. আবূ বাক্রা (র) ..... কাতাদা (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা উল্লেখ করেন।

٤٣٤٤ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانَ قَالَ ثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ وَيَحْيٰى بْنِ صَبِيْحٍ عَنْ قَتَادَةَ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৪৩৪৪. মুহাম্মাদ ইব্ন নু'মান (র) ..... কাতাদা (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনিও নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

সুতরাং দেখা যায় এ হাদীসে যে তথ্য পাওয়া যায় হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা)-এর হাদীসেও ঐরূপ তথ্যই পাওয়া যায়। তবে এ হাদীসের মধ্যে রয়েছে যে, মুক্তিদাতা যদি অসচ্ছল হয় তাহলে অর্থ সংগ্রহের জন্য গোলামের চেষ্টা করা ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে আরো একটি বর্ণনা পাওয়া যায় ঃ

٤٣٤٥ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ الْمَلِيْحِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً اَعْتَقَ شِقْصًا لَّهُ فِىْ مَمْلُوْكٍ فَاَعْتَقَهُ النَّبِىُّ ﷺ كُلَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَيْسَ لِلّٰهِ شَرِيْكٌ ـ

৪৩৪৫. ইব্ন আবূ দাউদ (র) ..... আবূল মালীহ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার মালিকানাধীন গোলামের এক অংশ আযাদ করে দেয় তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার সম্পূর্ণটা আযাদ হয়ে গেছে বলে ঘোষণা করেন এবং বলেন, আল্লাহ্র কোন শরীক নেই।

٤٣٤٦ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الْحَوْضِىُّ قَالَ ثَنَا هُمَامٌ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৪৩৪৬. আহমদ ইব্ন দাউদ (র) ..... হুমাম (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বাণী لَيْسَ لِلّٰهِ شَرِيْكٌ অর্থাৎ আল্লাহ্র কোন শরীক নেই ,প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যে যখন গোলামের কিছু অংশ আযাদ হয়ে যায় তখন বাকি অংশের মধ্যে অন্যের মালিকানা স্বত্ব লোপ পেয়ে যায়। তাই এতে আরো প্রমাণিত হয় যে, সচ্ছল ও অসচ্ছল যে কারো মুক্তিদানই গোলামকে তার দাসত্ব অবস্থা থেকে মুক্ত করে দেয়। অতঃপর এ হাদীসটি আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত হাদীসের সমর্থক বলে গণ্য। আবূ হুরাইরা (রা)-এর হাদীসে ইব্ন উমার (রা)-এর হাদীস থেকে কিছু অতিরিক্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। আর তা এই যে, আযাদকারী যদি অসচ্ছল হয় তাহলে ঐ শরীকের অংশের বিপরীতে (গোলামের উপর) উপার্জন প্রচেষ্টা অবশ্য সাব্যস্ত হবে, যে শরীক তার অংশ আযাদ করেনি। সুতরাং এই সকল হাদীসের অর্থগত বিশুদ্ধায়নের দাবি হচ্ছে এই সিদ্ধান্তের উপর আমল করা। অর্থাৎ যে শরীক তার অংশ আযাদ করেনি তার অনুকূলে সচ্ছল মুক্তিদাতার উপর ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত করা, আর অসচ্ছল মুক্তিদাতার উপর ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত না করা, বরং গোলামের উপর উপার্জন প্রচেষ্টা সাব্যস্ত করা ইমাম ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত। এ অভিমতই আমাদের কাছে গ্রহণীয়। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, যদি মুক্তিদাতা সচ্ছল ব্যক্তি হন তাহলে অংশীদারের ইখতিয়ার রয়েছে। যদি সে ইচ্ছে করে গোলামের বাকি অংশকে মুক্তি দিতে পারে। যেমন অন্য অংশকে মুক্তি দেয়া হয়েছে, আর ওয়ালা বা গোলাম থেকে প্রাপ্ত মীরাস দুজনের মধ্যে বণ্টন হবে। আর যদি সে ইচ্ছে করে, গোলাম অর্ধেক মূল্য আদায়ের প্রচেষ্টা চালাবে, যদি সে আদায় করতে পারে তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে। আর ওয়ালা তাদের দুজনের মধ্যে বণ্টন হবে। আবার যদি ইচ্ছে হয় তাহলে মুক্তিদানকারী অর্ধেক মূল্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করবে। যখন সে আদায় করবে গোলামটি আলাদা হয়ে যাবে। আর ক্ষতিপূরণ আদায়কারী গোলামের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, অর্থ আদায়ে তাকে চেষ্টা করতে বলবে। ওয়ালা হবে মুক্তিদাতার জন্যে। আর যদি মুক্তিদাতা অসচ্ছল হয় তখন অংশীদারের ইখতিয়ার থাকবে যদি সে ইচ্ছে করে মুক্তি দান করবে। আর যদি ইচ্ছে করে গোলাম বাকি অংশের মূল্য সংগ্রহে চেষ্টা করবে। সেটাই সে করবে, ওয়ালা দুই জনের মধ্যে বণ্টন হবে। তিনি নিম্নবর্ণিত দলীলটি পেশ করেন ঃ

٤٣٤٧ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كَانَ لَنَا غُلَامٌ قَدْ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ فَاَبْلٰى فِيْهَا وَكَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اُمِّيْ وَبَيْنَ اَخِيْ الْاَسْوَدِ فَاَرَادُوْا عِتْقَهُ وَكُنْتُ يَوْمَئِذٍ صَغِيْرٌ فَذَكَرَ ذٰلِكَ الْاَسْوَدُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ فَقَالَ اَعْتِقُوْا اَنْتُمْ فَاِذَا بَلَغَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَاِنْ رَغِبَ فِيْمَا رَغِبْتُمْ اَعْتَقَ وَاِلاَّ ضَمَّنَكُمْ ـ

৪৩৪৭. আবূ বিশর আর-রাকী (র) ..... আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাদের ছিল একটি গোলাম। সে কাদেসিয়ার যুদ্ধে শরীক হয়েছিল। সেখানে সে পঙ্গু হয়ে যায়। আর সে ছিল আমার, আমার মায়ের ও আমার ভাই আসওয়াদের। তারা তাকে আযাদ করে দিতে ইচ্ছে করল আর আমি ছিলাম তখন ছোট। আসওয়াদ এ ঘটনাটি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর কাছে উল্লেখ করেন, তখন হযরত উমার (রা) বলেন, "তোমরা যদি ইচ্ছে কর তাকে মুক্ত করে দাও। যদি এ খবর আবদুর রহমানের কাছে পৌছে এবং তোমরা যা চাও যদি সে তা চায় তাহলে সে আযাদ করে দিবে। অন্যথায় তোমরা তার ক্ষতিপূরণ আদায় করবে।"

এ হাদীসের মধ্যে দেখা যায় যে, আবদুর রহমানের কাছে খবর পৌঁছার পর সে যদি চায় তাহলে গোলামের অংশ আযাদ করে তার মায়ের এবং ভাইয়ের আযাদ কার্যে শরীক হতে পারে। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, যখন সে কোন বদল ছাড়াই গোলামটিকে আযাদ করে দিতে পারে তাহলে বাকি মূল্য আদায়ের মাধ্যমে গোলামিটকে সে নিয়ে নিতে পারে। এমনকি এ আদায়ের মাধ্যমে সে তাকে আযাদ করে দিতেও পারে। যিনি গোলামটি আযাদ করেননি, তার জন্য তার অংশটি আযাদ করার অধিকার রয়েছে। মুক্তিদাতা অংশীদার ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। সে গোলামটির দিকে প্রত্যাবর্তন করবে যেমন সাধারণত যার জন্যে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে তার দিকে প্রত্যাবর্তন করে থাকে। এখন তার জন্য সঙ্গত যে, সে গোলামকে তার সাথীর প্রাপ্য সংগ্রহের জন্যে প্রচেষ্টা চালানোর জন্য বলবে এবং তার সাথীকেও প্রচেষ্টা চালানোর জন্য বলবে। এ সম্পর্কে এটাই ইমাম ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত। আর প্রথম অভিমতটি যার প্রবক্তা ছিলেন ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) আমাদের কাছে দুইটি অভিমতের মধ্যে শুদ্ধতর। কেননা এটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে উল্লেখিত বর্ণনার সমর্থিত অভিমত।

٢- بَابُ الرَّجُلِ يَمْلِكُ ذَا رَحْمٍ مُحْرِمٍ مِنْهُ هَلْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ اَمْ لاَ ؟

২. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোন ব্যক্তি মাহ্‌রাম আত্মীয়ের মালিক হয় তাহলে কি সে আযাদ হয়ে যাবে?

٤٣٤٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَجْزِى وَلَدٌ وَالِدَهُ اِلاَّ اَنْ يَّجِدَهُ مَمْلُوْكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ -

৪৩৪৮. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সন্তান তার পিতাকে প্রতিদান দিতে পারবে না, বরং সে তাকে মালিকানাধীন যখন পাবে তখন সে তাকে খরিদ করবে ও আযাদ করে দিবে।"

٤٣٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيْسٰى عَنْ سُفْيَانَ هُوَ الثَّوْرِىُّ ح وَحَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُذَيْفَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৪৩৪৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন ইউনুস (র) ও ইবরাহীম (র) ..... সুফিয়ান (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি সুহাইল (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٣٥٠- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ سُهَيْلٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৪৩৫০. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... সুহাইল (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিমের মতে যদি কোন ব্যক্তি তার পিতার মালিক হয় তাহলে সে তার পিতাকে আযাদ করার পূর্ব পর্যন্ত তার পিতা আযাদ হবেনা। অন্য একদল আলিম এ সম্পর্কে তাদের বিরোধিতা করেন এবং বলেন, নিজের পিতার মালিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিতা আযাদ হয়ে যায়। এ সম্পর্কে তাদের দলীল হল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপরোক্ত বাণীর মধ্যে এটার সম্ভাবনা রয়েছে। আবার এরূপও সম্ভাবনা রয়েছে যে, সে তাকে খরিদ করবে ও অতঃপর সে তাকে খরিদের মাধ্যমে আযাদ করে

দিবে। এটা ব্যাখ্যার দিক দিয়ে শুদ্ধ। আর এ হাদীসের ভাবার্থ গ্রহণীয়। এমনকি বর্ণনাকারী ও অন্যান্যরা এ ব্যাখ্যার উপরে একমত। অনুরূপ বর্ণনাও এসেছে যেমন ঃ

٤٣٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَصْبَهَانِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَيْرِ بْنِ النَّحَاسِ قَالَ ثَنَا ضَمْرَةُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَلَكَ ذَارَحْمٍ مُحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ -

৪৩৫১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-ইস্পাহানী (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি তার মাহরাম আত্মীয়ের মালিক হয় তখন সে আযাদ হয়ে যায়।

٤٣٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَصْبَهَانِيُّ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَلَكَ ذَارَحْمٍ مُحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ -

৪৩৫২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-ইস্পাহানী (র) ..... সামরাহ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি তার মাহরাম আত্মীয়ের মালিক হয় তখন সে আযাদ হয়ে যায়।

٤٣٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৪৩৫৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন খুযাইমা (র) ও নসর ইব্‌ন মারযূক (র) ..... হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদে অনুরূপ উল্লেখ করেন।

٤٣٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ مَخْلَدِ الْاَصْبَهَانِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنَ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ مَلَكَ ذَارَحْمٍ مُحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ -

৪৩৫৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মিখলাদ আল-ইস্পাহানী (র) ..... সাম্‌রা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি তার মাহরাম আত্মীয়ের মালিক হয়ে যায় তখন সে আযাদ হয়ে যায়।

সাম্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, উপরোক্ত মাহরাম আত্মীয় প্রকৃতই মারহরাম আত্মীয়। আর আগের উল্লেখিত মাহরাম আত্মীয়ও প্রকৃতই মাহরাম আত্মীয়। কাজেই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত মাহরাম আত্মীয় ও সাম্‌রাহ (রা) হতে বর্ণিত মাহরাম আত্মীয় একই অর্থ ব্যক্ত করে। আর এটা হল যদি কোন ব্যক্তি তার মাহরাম আত্মীয়ের মালিক হয় তখন সে আযাদ হয়ে যায়। এ ধরনের আরো একটি বর্ণনাও পাওয়া যায় ঃ

٤٣٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبَرْسَانِيُّ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ الْاَحْوَلِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَلَكَ ذَارَحْمٍ مِنْ ذِيْ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ -

৪৩৫৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাক্‌র আল-বারসানী (র) ..... সামারা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি তার মাহরাম আত্মীয়ের মালিক হয় তখন সে আযাদ হয়ে যায়। বর্ণিত হাদীসটিও আমাদের উল্লেখিত তথ্যকে প্রমাণ করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরে সাহাবী, তাবিঈদের যুগেও এ ধরনের বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায় ঃ

٤٣٥٦- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ عَوَانَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَارَحْمٍ مُحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ -

৪৩৫৬. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র) ..... উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি তার মাহরাম আত্মীয়ের মালিক হয় তখন সে আযাদ হয়ে যায়।

٤٣٥٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الْمَسْتَوْرِدِ اَنَّ رَجُلاً زَوَّجَ ابْنَ اَبِيْهِ مَمْلُوْكَتَهُ فَوَلَدَتْ اَوْلاَدًا فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَرِقَّ اَوْلاَدَهَا فَاَتٰى ابْنُ اَخِيْهِ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ اِنَّ عَمِّىْ زَوَّجَنِىْ وَلِيْدَتَهُ وَاِنَّهَا وَلَدَتْ لِىْ اَوْلاَدًا فَاَرَادَ اَنْ يَسْتَرِقَّ وَلَدِىْ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ كَذَبَ لَيْسَ لَهُ ذٰلِكَ -

৪৩৫৭. আবূ বাক্‌রা (র) ..... আল মাসতাওরিদ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার ভাইয়ের ছেলেকে তার দাসীর সাথে বিয়ে দেয়। তখন দাসীটি কয়েকটি সন্তান জন্ম দেয়। আর তিনি দাসীর ছেলে-মেয়েদেরকে গোলামে পরিণত করতে ইচ্ছে করেন। তার ভাইয়ের ছেলে তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌উদ (রা)-এর কাছে আগমন করেন এবং অভিযোগ করেন ও বলেন, "আমার চাচা আমাকে তার দাসীর সাথে বিয়ে দেন। আর সেই দাসী আমার জন্য কয়েকটি ছেলেমেয়ে জন্ম দেয়। এখন চাচা আমার সন্তানদেরকে গোলামে পরিণত করতে চায়।" আবদুল্লাহ্ (রা) তখন বলেন, লোকটি মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে, তার এরূপ অধিকার নেই।

٤٣٥٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ ثَنَا اَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ قَالَ اِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عَمَّتَهُ اَوْ خَالَتَهُ اَوْ اَخَاهُ اَوْ اُخْتَهُ فَقَدْ عُتِقُوْا وَاِنْ لَّمْ يَعْتِقْهُمْ -

৪৩৫৮. আহমাদ ইবনুল হাসান (র) ..... আতা ইব্‌ন আবূ রাবাহ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি তার ফুফু কিংবা তার খালা কিংবা তার ভাই কিংবা তার বোনের মালিক হয়ে যায় তাহলে তারা আযাদ হয়ে যায়, যদিও সে তাদেরকে আযাদ না করে।

٤٣٥٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ قَالَ اَبُوْ جَعْفَرٍ اَظُنُّهُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَالشَّعْبِىِّ مِثْلَهُ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ لاَيُعْتَقُ اِلاَّ الْوَالِدُ وَالْوَلَدُ -

৪৩৫৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন খুযাইমা (র) ..... আতা (রা) ও আশ-শা'বী (র) হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন। বর্ণনাকারী বলেন, অন্য বর্ণনাকারী ইব্‌রাহীম বলেন, শুধু পিতা ও সন্তান আযাদ হয়ে যায়।

আমরা উপরে যা উল্লেখ করলাম তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈদের থেকে পরপর বর্ণনা আসায় এবং এগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের কাছে কোন কিছু না পাওয়ায় এসব বর্ণনার প্রতি আমল করা ও এগুলোর বিরোধিতা বর্জন করা আমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত।

٣ـ بَابُ الْمُكَاتَبِ مَتَى يُعْتَقُ

৩. অনুচ্ছেদ ঃ মুকাতাব গোলাম কখন আযাদ

٤٣٦٠ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُوَدِّى الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا اَدّٰى دِيَةَ حُرٍّ وَمَا بَقِىَ دِيَةُ عَبْدٍ ـ

৪৩৬০. আলী ইব্ন শাইবা (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মুকাতাব [যে দাস-দাসী তার মনিবের সাথে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে মুক্ত হওয়ার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে) যে পরিমাণ অর্থ আদায় করেছে তার বিপরীতে স্বাধীন ব্যক্তির দিয়ত সাব্যস্ত হবে, আর যা বাকি রয়েছে তার বিপরীতে গোলামের দিয়ত সাব্যস্ত হবে।

٤٣٦١ـ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ اِبْنَ عَبَّاسٍ ـ

৪৩৬১. রাওহ ইবনুল ফারাজ (র) ..... ইকরামা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন। এ বর্ণনায় পূর্বের বর্ণনার ন্যায় আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নাম উল্লেখ করা হয়নি।

٤٣٦٢ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُوْرِيُّ قَالَ ثَنَا وَكِيعُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ فِيْ مُكَاتَبٍ قُتِلَ بِدِيَةٍ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَيُقَامُ عَلَى الْمُكَاتَبِ حَدُّ الْمَمْلُوْكِ ـ

৪৩৬২. আলী ইব্ন শাইবা (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যে মুকাতাব গোলাম নিহত হয়েছে তার দিয়ত বা রক্তপণ যতটুকু সে আযাদ হয়েছে সে হিসেবে আযাদ ব্যক্তির রক্তপণ আদায় করার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুকুম দিয়েছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, মুকাতাবের উপর গোলামের শাস্তি কায়েম করা হবে।

٤٣٦٣ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ ثَنِى الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْدِّىَ الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِمَا اَدّٰى دِيَةَ الْحُرِّ وَبِقَدْرِ مَارَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ ـ

৪৩৬৩. মুহাম্মাদ ইব্ন খুযাইমা (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মুকাতাব গোলামের যতটুকু আদায় হয়েছে ততটুকু স্বাধীন ব্যক্তির রক্তপণ হিসেবে এবং যতটুকু বাকি রয়েছে ততটুকু গোলামের রক্তপণ হিসেবে আদায়যোগ্য।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিমের অভিমত হল মুকাতাব গোলামের যতটুকু আদায় হয়েছে ততটুকু আযাদ হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে এবং তার হুকুম একজন স্বাধীন ব্যক্তির ন্যায়ই হবে। আর যতটুকু আদায় হয়নি তার মধ্যে গোলামের হুকুম কার্যকর হবে। এতদবিষয়ে তারা উপরোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। অন্য এক দল আলিম এ সম্পর্কে তাদের বিরোধিতা করেন এবং বলেন, মুকাতাব গোলামের চুক্তির সমুদয় অর্থ আদায় হওয়া ব্যতীত আযাদ হয়েছে বলে গণ্য হবে না। তারা নিম্নবর্ণিত দলীলটি পেশ করেন ঃ

٤٣٦٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا الْخَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَّابَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهٖ دِرْهَمٌ -

৪৩৬৪. ইব্ন আবূ দাঊদ (র) ..... আমর ইব্ন শুয়াইব (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার পিতা, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মুকাতাব গোলাম গোলাম হিসেবে গণ্য হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তার চুক্তির এক দিরহামও বাকি থাকে।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বিভিন্ন প্রকারের বর্ণনা আমাদের কাছে পৌঁছেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীদের থেকে যেসব বর্ণনা এসেছে এগুলো সম্পর্কে আমরা গবেষণা করলে দেখতে পাই ঃ

٤٣٦٥- فَاِذَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مَعْبَدِ الْجُهَنِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ اَلْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ -

৪৩৬৫. আলী ইব্ন শাইবা (র) ..... উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মুকাতাব গোলাম গোলাম থেকে যায় যতক্ষণ পর্যন্ত তার চুক্তির এক দিরহাম আদায়ের বাকি থাকে।

٤٣٦٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِذَا اَدَّى الْمُكَاتَبُ النِّصْفَ فَهُوَ غَرِيْمٌ -

৪৩৬৬. ইব্ন মারযূক (র) ..... উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "মুকাতাব গোলাম যদি তার চুক্তির অর্থের অর্ধেক আদায় করে তাহলে সে বাকি অর্ধেকের জন্য ঋণগ্রস্ত।"

٤٣٦٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَهْبِيُّ قَالَ ثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ تُكَاتِبُوْنَ مُكَاتَبِيْنَ فَاَيُّهُمْ اَدَّى النِّصْفَ فَلَارَدَّ عَلَيْهِ فِي الرِّقِّ -

৪৩৬৭. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হে জনগণ! তোমারা মুকাতাব গোলামের সাথে যদি চুক্তি করে থাক, তাদের যারা অর্ধেক অর্থ আদায় করেছে তাদেরকে পুনরায় গোলামীতে ধাবিত করা যাবেনা। হযরত উমার (রা)-এর বর্ণনাটি পূর্বোক্ত বর্ণনাটির বিপরীত।

٤٣٦٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ بَشِيْرٍ عَنْ سَالِمٍ سَبْلاَنَ اَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ مَا اَرَاكِ اَنْ لاَ تَسْتَحْيِ مِنِّىْ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ قَالَتْ اِنَّكَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ شَيْئٌ -

৪৩৬৮. ইউনুস (র) ..... সালিম সাবালান (র) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি একদিন উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) কে বলেন, আপনাকে আমার সাথে পর্দা করতে দেখছিনা যে! আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, তোমার কি হয়েছে? তিনি বলেন, আমি 'ফিকিতাবাত' করেছি। আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, তোমার কাছে যতক্ষণ পর্যন্ত চুক্তির সামান্য কিছু অংশ বাকি থাকবে তুমি গোলাম হিসেবে গণ্য।

٤٣٦٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَشُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ اِسْتَأْذَنْتُ اَنَا عَلٰى عَائِشَةَ فَقَالَتْ كَمْ هِيَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابَتِكَ قُلْتُ عَشَرُ اَوَاقٍ فَقَالَتْ اُدْخُلْ فَاِنَّكَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ دِرْهَمٌ -

৪৩৬৯. আবূ বিশর আর-রাকী (র) ..... সুলাইমান ইব্‌ন ইয়াসার (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আমি আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলাম। তখন তিনি বললেন, তোমার মুফাতাবাতে কত অর্থ আদায় করা বাকি রয়েছে? আমি বললাম, ত্রিশ তোলা। তখন তিনি বললেন, তাহলে তুমি প্রবেশ করতে পার। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত এক দিরহাম পরিমাণ অর্থ আদায়ে বাকি থাকবে তুমি ততক্ষণ গোলাম হিসেবে গণ্য হবে।

٤٣٧٠- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَمْرَةُ بْنُ مَيْمُوْنٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৪৩৭০. হুসাইন ইব্‌ন নসর (র) ..... আমর ইব্‌ন মাইমূন (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٣٧١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اِذَا اَدَّى الْمُكَاتَبُ ثُلُثًا اَوْ رُبُعًا فَهُوَ غَرِيْمٌ -

৪৩৭১. আলী ইব্‌ন শাইবা (র) ..... ইব্‌রাহীম (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌উদ (রা) বলেন ঃ মুকাতাব গোলাম যদি চুক্তিকৃত অর্থের তৃতীয়াংশ কিংবা চতুর্থাংশ আদায় করে তবুও সে ঋণগ্রস্ত।

٤٣٧٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اِذَا اَدَّى الْمُكَاتَبُ قِيْمَةَ رَقَبَتِهِ فَهُوَ غَرِيْمٌ -

৪৩৭২. আলী ইব্ন শাইবা (র) অন্য এক সনদে ইব্রাহীম (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্উদ (রা) বলেন ঃ মুকাতাব গোলাম যদি তার গর্দানের মূল্য আদায় করে সে থাকবে ঋণগ্রস্ত।

٤٣٧٣ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ وَشُرَيْحٌ يَقُوْلاَنِ فِيْ الْمُكَاتَبِ اِذَا اَدَّى الثُّلُثَ فَهُوَ غَرِيْمٌ ـ

৪৩৭৩. ইব্ন মারযূক (র) ..... আশ-শা'বী (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি এবং শুরাইহ (রা) মুকাতাব গুলাম সম্বন্ধে বলতেন ঃ যদি সে এক তৃতীয়াংশ চুক্তির অর্থ আদায় করে সে থাকবে ঋণগ্রস্ত।

٤٣٧٤ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْ مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اَلْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَّابَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْئٌ ـ

৪৩৭৪. ইউনুস (র) ..... সায়ীদ ইব্ন আবূ সায়ীদ আল-মাকবারী (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা (রা) বলেন, মুকাতাব গোলাম গোলাম থেকে যায় যতক্ষণ পর্যন্ত তার চুক্তির কোন অর্থ অনাদায় থেকে যায়।

٤٣٧٥ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَ مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الْمُكَاتَبُ عَبْدُ مَابَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ ـ

৪৩৭৫. ইউনুস (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মুকাতাব গোলাম গোলাম থেকে যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত তার চুক্তির অর্থের কোন কিছু বাকি থেকে যায়।

٤٣٧٦ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ الْمُكَاتَبُ عَبْدُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْئٌ مِنْ كِتَابَتِهِ وَكَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ شُرُوْطُهُمْ جَائِزَةٌ فِيْمَا بَيْنَهُمْ ـ

৪৩৭৬. আলী ইব্ন শাইবা (র) ..... মুজাহিদ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন; যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) বলতেন, মুকাতাব গোলাম গোলাম থেকে যায় যতক্ষণ পর্যন্ত তার চুক্তির কোন অর্থ অনাদায় থেকে যায়। জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলতেন, গোলাম ও মুনিবের মধ্যে পরস্পর শর্ত আরোপ করা বৈধ। উলামায়ে কিরাম যখন মুকাতাব গোলাম সম্বন্ধে মতভেদ করেন যেমন আমরা উল্লেখ করেছি, আবার তারা একথার উপর ঐক্যমতে পৌঁছেছেন যে, মুকাতাব শুধুমাত্র চুক্তিতে স্বাক্ষর করলে আযাদ হয়ে যায় না, তার জন্যে চাই দ্বিতীয় অবস্থা অর্থাৎ চুক্তিকৃত অর্থের পরিশোধ। তাদের কেউ কেউ বলেন, এ অবস্থাটা হচ্ছে চুক্তিকৃত সম্পূর্ণ অর্থের পরিশোধ। আবার কেউ কেউ বলেন, চুক্তিকৃত অর্থের কিয়দংশ পরিশোধ। কেউ কেউ বলেন, চুক্তিকৃত অর্থের আদায়ের পরিমাণ অনুযায়ী গোলামটির অংশ বিশেষ আযাদ হয়ে যাবে।

সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, মুকাতাবের হুকুম অর্থের বিনিময়ে আযাদকৃত এর হুকুম থেকে ভিন্ন। কেননা অর্থের বিনিময়ে আযাদকৃত কোন অর্থ আদায়ের আগেই শুধু বক্তব্য দ্বারাই আযাদ হয়ে যায়, কিন্তু মুকাতাবের ক্ষেত্রে এরূপ হয় না, কেননা মুকাতাব সম্বন্ধে উলামায়ে কিরামের পূর্বোল্লেখিত ঐক্যমত রয়েছে। এখন যখন এ কথা প্রমাণিত হয় যে, মুকাতাব কিতাবাতের চুক্তি দ্বারা মুক্তির অধিকারী হয় না, বরং দ্বিতীয় অবস্থা দ্বারা

হয়, তখন আমরা এ বিষয়ে এবং অন্যান্য বিষয়ে চিন্তা করলাম, যেগুলো শুধু চুক্তি দ্বারা সাব্যস্ত হয় না, বরং তার পরবর্তী অন্য একটি অবস্থা দ্বারা সাব্যস্ত হয়, আমরা সেগুলোর বিধান চিন্তা করে দেখলাম। আমরা লক্ষ্য করছি, যখন কোন ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির কাছে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে কোন গোলাম বিক্রি করে, তাহলে শুধু সিদ্ধান্তের ফলে ক্রেতা গোলামকে হস্তগত করতে পারেনা, যতক্ষণ না সে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করবে। আর মূল্যের এক অংশ আদায়ের মাধ্যমে গোলামের এক অংশ হস্তগত করাও বৈধ নয়। তদ্রূপ বস্তুসমূহ অন্য কিছুর বিপরীতে আবদ্ধ থাকে, যেমন বন্ধকী বস্তু, যা ঋণের বিপরীতে আবদ্ধ, এ বিষয়ে সকলে একমত যে, বন্ধক গ্রহীতা যদি বন্ধকদাতাকে ঋণের কিয়দংশ আদায় করে ও সম্পূর্ণ বস্তুটি ফেরত নিতে চায় কিংবা আদায়ের পরিমাণ অনুযায়ী বস্তুটির কিয়দংশ ফেরত নিতে চায় তাহলে এটা তার জন্যে বৈধ হবেনা; যতক্ষণ না সে সম্পূর্ণ ঋণ আদায় করে। এটার হুকুম হবে ঐসব জিনিসের হুকুমের ন্যায়, যেগুলো অন্য কিছুর বিনিময়ে মালিক হওয়া যায়, যখন ঐগুলোর আবদ্ধতা অবশ্য সাব্যস্ত হয়, তখন ঐগুলো আবদ্ধ, যতক্ষণ না ঐ সমগ্রটুকু হস্তগত করা হয়, যাকে ঐ জিনিসগুলোর বদল সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং মুকতাবের বিষয়টি যখন অর্থের বিনিময়ে আযাদকৃত এবং হুকুমভুক্ত হওয়া থেকে বের হয়ে গেলো, যা শুধু চুক্তি দ্বারাই আযাদ হয়ে যায়, পরবর্তী দ্বিতীয় অবস্থা দ্বারা নয়, এবং যখন আরো প্রমাণিত হলো যে, মুকাতাব হচ্ছে ঐ বস্তুর হুকুমভুক্ত যাকে কোন কিছু আদায়ের বিপরীতে আবদ্ধ রাখা হয়, তখন এ দুই কারণে এটাও প্রমাণিত হয় যে, মুকাতাব এবং মনিবের আটক রাখার ক্ষেত্রে মুকাতাবের হুকুম বিক্রেতার বেষ্টনির মধ্যে রয়েছে। ক্রেতা যেমন সম্পূর্ণ মূল্য আদায়ের পূর্বে পণ্যটি হস্তগত করতে পারেনা, তদ্রূপ মুকাতাব গোলাম ও প্রভুর মালিকানা স্বত্ব থেকে চুক্তিকৃত সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ ব্যতীত তার পরাধীনতার শৃঙ্খলের কিছুও মুক্ত করতে পারেনা। সুতরাং আমাদের উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা ঐ সব উলামার অভিমত প্রমাণিত হল, যারা বলেন, মুকাতাব গোলামের চুক্তিবদ্ধ সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ ব্যতীত তার কিছুই মুক্তি লাভ করবেনা। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) এর অভিমত।

٤۔ بَابُ الْاَمَةِ يَطَأُهَا مَوْلَاهَا ثُمَّ يَمُوْتُ وَقَدْ كَانَتْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فِىْ حَيَاتِهٖ هَلْ يَكُوْنُ اِبْنُهُ وَتَكُوْنُ بِهٖ اُمَّ وَلَدٍ اَمْ لَا ؟

৪. অনুচ্ছেদ ঃ প্রভু যদি তার দাসীর সাথে সঙ্গম করে অতঃপর প্রভু মৃত্যু মুখে পতিত হন, দাসী প্রভুর জীবিত কালে একটি সন্তানের জন্ম দেয়, তাহলে সন্তানটি কি তার ছেলে বলে গণ্য হবে? এবং এ সন্তানের দ্বারা দাসীটি কি উম্মে ওয়ালাদ বা সন্তানের মাতা হবে?

٤٢٧٧۔ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَهِدَ اِلٰى اَخِيْهِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَنَّ ابْنَ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ مِنِّىْ فَاَقْبِضْهُ اِلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ اَخَذَهُ سَعْدٌ وَقَالَ اِبْنُ اَخِىْ قَدْ كَانَ عَهِدَ اِلَىَّ فِيْهِ فَقَامَ اِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ اَخِىْ وَابْنُ وَلِيْدَةِ اَبِىْ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِهٖ فَتَسَاوَقَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِبْنُ اَخِىْ قَدْ كَانَ عَهِدَ اِلَىَّ فِيْهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ اَخِىْ وَابْنُ وَلِيْدَةِ اَبِىْ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِهٖ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ

لَكَ يَا عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ اْلحَجَرُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ اِحْتَجِبِىْ مِنْهُ لَمَّا رَاٰى بِهٖ مِنْ شِبْهِهٖ بِعُتْبَةَ قَالَتْ فَمَا رَاٰهَا حَتّٰى لَقِىَ اللّٰهَ تَعَالٰى ـ

৪৩৭৭. ইউনুস (র) ..... আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উতবা ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) তাঁর ভাই সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) কে সংবাদ দিলেন যে, যাম'আর দাসীর ছেলেটি তার থেকে জন্ম হয়েছে। সুতরাং তুমি যেন তাকে নিয়ে নাও। অতঃপর মক্কা বিজয়ের বছর সা'দ (রা) তাকে নিয়ে নিলেন এবং বললেন, এটা আমার ভাইয়ের ছেলে। আর তিনি আমাকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন। আবদ ইব্ন যাম'আ দন্ডায়মান হলেন এবং বলেন, সে আমার ভাই এবং আমার পিতার দাসীর ছেলে। সে তার ঔরসে জন্ম নিয়েছে। তারা দু'জনেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আগমন করলেন। সা'দ (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে আমার ভাইয়ের ছেলে। তার সম্বন্ধে সে আমাকে অছিয়ত করেছে। আব্দ ইব্ন যাম'আ (রা) বলেন, সে আমার ভাই এবং আমার পিতার দাসীর ছেলে। সে তার ঔরসে জন্ম নিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, হে আবদ ইব্ন যাম'আ! সে তোমার। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, সন্তান শয্যা বা স্ত্রীর জন্যে আর ব্যভিচারীর জন্যে রয়েছে পাথর। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা বিনত যাম'আ (রা) কে বললেন, তুমি তার থেকে পর্দা করবে। এই আদেশের কারণ এই যে, তিনি উতবা এর সাথে তার সাদৃশ্য দেখেছেন। সাওদা (রা) বলেন যে, তাঁর ইনতিকাল পর্যন্ত তাঁকে সে আর দেখতে পায়নি।

আবূ জাফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিমের অভিমত হল, দাসীর সাথে যখন তার মনীব সঙ্গম করে এর পর সে দাবী করুক কিংবা নাই করুক দাসীটি যে সন্তান জন্ম দেবে সেটিই মনীবের সন্তান বলে গণ্য হবে। আর তারা এ হাদীসটি দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, হে আবদ ইব্ন যাম'আ! সে তোমার। অতঃপর তিনি বলেন, সন্তান স্ত্রীর জন্যে আর ব্যভিচারীর জন্যে রয়েছে পাথর। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে যাম'আর সাথে যুক্ত করে দিলেন। এটা যাম'আর পুত্রের দাবি করার জন্যে নয়, কেননা পুত্রের পক্ষ হতে কারো অনুকূলে পিতার সাথে নসব দাবি করা গ্রহণযোগ্য নয়, তবে এজন্য যে, তার মা ছিল যাম'আর বিছানা আর সে তার সাথে সঙ্গম করেছিল। নিম্ন বর্ণিত বর্ণনাটিও এ ব্যাপারে তাদের দলীল হিসেবে গণ্য ঃ

٤٢٧٨ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضـ قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَؤُنَ وَلاَئِدَهُمْ ثُمَّ يَعْزِلُوْنَهُنَّ لاَتَاتِيْنِىْ وَلِيْدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا اَنْ قَدْ اَلَمَّ بِهَا اِلاَّ قَدْ اَلْحَقْتُ بِهٖ وَلَدَهَا فَاعْزِلُوْا اَوْ اُتْرُكُوْا ـ

৪৩৭৮. ইউনুস (র) ..... সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন ঃ লোকগুলোর কি হয়ে গেল, তারা তাদের দাসীদের সাথে সঙ্গম করে অতঃপর তারা তাদেরকে ছেড়ে দেয়। যদি কোন দাসী আমার কাছে অভিযোগ নিয়ে আসত আর তার মনীব তার সাথে সঙ্গম করেছে বলে আমার কাছে স্বীকার করত তাহলে আমি মনীবের সাথে তার সন্তানটিকে সংযুক্ত করে দিতাম, তারা দাসীদের ত্যাগ করুক না কেন।

٤٢٧٩ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ ثَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

৪৩৭৯. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) কে অনুরূপ বলতে শুনেছি।

٤٢٨٠ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ اَبِىْ عُبَيْدٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَؤُنَ وَلاَئِدَهُمْ ثُمَّ يَدَعُوْنَهُنَّ يَخْرُجْنَ لاَ تَأْتِيْنِىْ وَلِيْدَةٌ يَعْتَرِفُ فَفَسَيِّدُهَا اَنْ قَدْ اَلَمَّ بِهَا اِلاَّ اَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهُ فَارْسِلُوْهُنَّ اَوْ اَمْسِكُوْهُنَّ ـ

৪৩৮০. ইউনুস (র) ..... সাফিয়া বিনত আবূ ওবাইদ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন ঃ লোকগুলোর কি হয়ে গেল, তারা তাদের দাসীদের সাথে সঙ্গম করে। অতঃপর তারা তাদেরকে ছেড়ে দেয়। আর দাসীরাও বের হয়ে চলে যায়। যদি কোন দাসী আমার কাছে আগমন করত এবং মনীবও স্বীকার করত যে, সে তার সাথে সঙ্গম করেছে, তাহলে আমি দাসীর সন্তানকে মনীবের সাথে সংযুক্ত করে দিতাম। এরপর তারা দাসীদেরকে ছেড়ে দিক কিংবা নিজের কাছে রাখুক।

٤٢٨١ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ ثَنِى اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ وَطِئَ اَمَةً ثُمَّ ضَيَّعَيَا فَارْسَلَهَا تَخْرُجُ ثُمَّ وَلَدَتْ فَالْوَلَدُ مِنْهُ وَالضَّيْعَةُ عَلَيْهِ قَالَ نَافِعُ فَهٰذَا قَضَاءُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ ـ

৪৩৮১. ইউনুস (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তার দাসীর সাথে সঙ্গম করে, অতঃপর সে তার খোঁজখবর নেয়না এবং তাকে বের করে দেয় ও দাসীটি চলে যায়, অতঃপর সে সন্তানের জন্ম দেয়। তখন সন্তানটি হবে মনীবের আর তার কোন খোঁজখবর না নেয়ার দায়িত্বটিও মনীবের উপর বর্তাবে। নাফি' বলেন, এটা হল উমর উবনুল খাত্তাব (রা)-এর বিচার এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা)-এর অভিমত।

অন্য একদল আলিম এ ব্যাপারে তাদের বিরোধিতা করেন এবং বলেন ঃ এ দাসীটি যে সন্তানের জন্ম দিয়েছে তা মনিবের বলে গণ্য হবেনা, যতক্ষণ না মনিব সন্তানটিকে নিজের বলে নিকটে না নেয়। নিকটে নেয়ার পূর্বে যদি সন্তানের মৃত্যু হয় তাহলে সে তার সন্তান বলে বিবেচিত হবেনা। তাদের দলীল হল, এ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত প্রথম হাদীসটি। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবদ ইব্‌ন যাম'আকে বলেছিলেন, সে তোমার, হে আবদ ইব্‌ন যামআ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেননি, সে তোমার ভাই। তাই এতে সম্ভাবনা রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ "সে তোমার জন্য" কথাটি দ্বারা সে তার মালিকানার সম্পদ বলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘোষণা করেছেন এবং তার বংশধারা সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত দেননি। আর একথার প্রমাণ এই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা বিনত যাম'আ (রা) কে তার থেকে পর্দা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে যাম'আর সন্তান বলে আখ্যায়িত করতেন তাহলে যাম'আর কন্যা তার থেকে পর্দা করতেন না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতে বলতেন না, বরং আত্মীয়তা বজায় রাখার হুকুম করতেন। আর আত্মীয়তা বজায় রাখার একটি উপাদান হল পরস্পর দেখাসাক্ষাত করা। সুতরাং তা কেমন করে বৈধ

হত যে, রাসূলুল্লাহ্ﷺ তাকে ভাই হিসেবে গণ্য করার পর তাকে তার থেকে পর্দা করতে বলবেন। এটা রাসূলুল্লাহ্ﷺ -এর জন্যে বৈধ হতনা। আর কেমন করে বৈধ হত যে, রাসূলুল্লাহ্ﷺ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) কে নির্দেশ দিতেন যে, তিনি তার রিদায়ী চাচাকে দেখা করার অনুমতি দেবেন। অতঃপর হযরত সাওদা (রা) কে বলবেন তার ভাই এবং পিতার সন্তান থেকে পর্দা করার। তবে আল্লাহ্ তা'আলা অধিক পরিজ্ঞাত, আমাদের কাছে এটার কারণ হল এ যে, তিনি সা'দ ব্যতীত আবদ ইব্ন যাম'আ ও তার সমস্ত ওয়ারিসের জন্য একটি সম্পদ ছাড়া অন্য কিছুর হুকুম দেননি।

যদি কেউ বলেন, এ ঘটনার সাথে রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর বাণী, «اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ» "অর্থাৎ সন্তান স্ত্রীর জন্যে আর ব্যভিচারীর জন্যে রয়েছে প্রস্তর" এর সংযুক্ত করার কারণ কি? **জবাবে বলা যায়** যে, এটা হযরত সা'দ (রা)-এর শেখার জন্যে অর্থাৎ হে সা'দ! তুমি তাকে তোমার ভাইয়ের সন্তান বলে দাবি করছ। তোমার ভাইয়ের ফারাশ বা স্ত্রী সে ছিলনা, আর বংশ প্রমাণিত হয় ফারাশ বা স্ত্রীর দ্বারা। যখন তার জন্য বৈধ ফারাশ ছিলনা তখন সে ব্যভিচারী। আর ব্যভিচারীর জন্যে রয়েছে পাথর। এ ব্যাখ্যাটি নিম্নবর্ণিত বর্ণনাটিতেও পাওয়া যায় ঃ

٤٢٨٢ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ ثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَتْ لِزَمْعَةَ جَارِيَةٌ يَطَأُهَا وَكَانَ يَظُنُّ بِرَجُلٍ اٰخَرَ اَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهَا فَمَاتَ زَمْعَةُ وَهِيَ حُبْلٰى فَوَلَدَتْ غُلَامًا كَانَ يُشْبِهُ الرَّجُلَ الَّذِيْ كَانَ يَظُنُّ بِهَا فَذَكَرَتْهُ سَوْدَةُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَمَّا الْمِيْرَاثُ فَلَهُ وَاَمَّا اَنْتِ فَاحْتَجِبِيْ مِنْهُ فَاِنَّهُ لَيْسَ لَكِ بِاَخٍ ـ

৪৩৮২. আলী ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আল-মুগীরা (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যাম'আ এর একটি দাসী ছিল। তিনি তার সাথে সঙ্গম করতেন। আর তিনি অন্য এক ব্যক্তিকে সন্দেহ করতেন যে, সেও তার সাথে সঙ্গম করে। যাম'আ ইনতিকাল করেন, কিন্তু দাসীটি ছিল গর্ভবতী। সে একটি সন্তান জন্ম দেয়, যার সাদৃশ্য ছিল ঐ ব্যক্তিটির সাথে, যাকে তিনি দাসীর সাথে সঙ্গম করেছে বলে সন্দেহ করতেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা (রা) এ ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ্ﷺ -এর কাছে উল্লেখ করেন। রাসূলুল্লাহ্ﷺ বলেন, সে মীরাস পাবে কিন্তু তার থেকে তুমি পর্দা করবে, কেননা সে তোমার জন্য ভাই নয়।

এ হাদীসে এ তথ্যটি রয়েছে যে, যাম'আ ঐ দাসীটির সাথে সঙ্গম করত। আর রাসূলুল্লাহ্ﷺ সাওদা (রা) কে বলেন, সে তোমার ভাই নয়। এতে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ﷺ তাকে যাম'আর বংশধর বলে রায় বা হুকুম দেননি। আর যাম'আর সঙ্গম তার কাছে এমন বস্তু ছিলনা, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ সঙ্গমের কারণে যে সন্তান হয়েছে সেটা তার।

যদি কেউ বলেন, এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ﷺ বলেছেন যে, তার জন্যে মীরাস রয়েছে, এটার দ্বারা তার বংশধর বলে ঘোষণা করা বুঝা যায়। **জবাবে তাকে বলা যায়,** আপনি যা বলেছেন সেটা এখানে বুঝা যায়না, কেননা আবদ ইব্ন যাম'আ এটা দাবি করেছিলেন যে, সে তার পিতার সন্তান। কেননা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) আমাদের এ অনুচ্ছেদের প্রথমে উল্লেখিত হাদীসে সংবাদ দিয়েছেন যে, যখন সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা)

আবদ ইব্ন যাম'আর সাথে বিবাদ করলেন তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলেছেন, আমার ভাই, আমার পিতার দাসীর ছেলে, আমার পিতার ঔরসে জন্ম লাভ করেছে। এরূপ কথা হযরত সাওদা (রা) ও বলতে পারতেন, এটা তার জন্য বৈধ ছিল। কেননা তারা দুজনই যাম'আর ওয়ারিশ। তাই তারা দুজনই তার জন্যে যাম'আর পরিত্যক্ত সম্পদের মীরাসের স্বীকৃতি দিতে পারেন। তারা যেটা স্বীকার করেছেন যদি তা স্বীকার না করতেন তাদের জন্যে যে সম্পদ হত সেই সম্পদ সম্পর্কে স্বীকার করা তার জন্যে বৈধ ছিল। এর দ্বারা কিন্তু এমন বংশধারা প্রমাণ হয়নি, যার দ্বারা কোন হুকুম ওয়াজিব হয়। তাহলে তার মধ্যে ও হযরত সাওদা (রা)-এর মধ্যে দেখা দেয়ার প্রশ্নটি জাগতনা।

যদি কেউ বলেন, পর্দার হুকুম এজন্য দেয়া হয়েছে যে, তার মধ্যে উতবার সাথে সাদৃশ্য দেখা গিয়েছিল, যেমন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর হাদীসে দেখতে পাওয়া যায়। **তার জবাবে বলা যায় যে,** এরূপ হওয়া বৈধ নয়। কেননা সাদৃশ্য পাওয়া গেলে বংশধারা প্রমাণিত হয়না এবং সাদৃশ্য না পাওয়া গেলে বংশধারা বিনষ্ট হয়না। এটা লক্ষণীয় যে, যে লোকটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলেছিলেন যে, আমার স্ত্রী কালো রংয়ের সন্তান জন্ম দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেছিলেন, তোমার কি কোন উট আছে? তিনি বললেন, 'হাঁ' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, কি রংয়ের? তিনি যথাযথ উত্তর দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এদের মধ্যে কোন সবুজ রংয়ের উট দেখতে পাওয়া যায়? তিনি বললেন, 'হাঁ' এগুলোর মধ্যে সবুজ বর্ণের উটও আছে। তিনি বললেন, এগুলো কোথা থেকে এল বলে মনে করছ? তিনি বললেন, এটা একটি বংশধারা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এটাও তো সম্ভবত একটি বংশধারা।

উপরোক্ত হাদীসটি লি'আন অনুচ্ছেদে আমরা সনদ সহকারে উল্লেখ করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে দূরতম সাদৃশ্যের অভাবে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে অনুমতি দেননি। আর তার কন্যাদের কাছে ও পরিবারে প্রবেশ করাতেও নিষেধ করেননি, বরং তার জন্যে একটি উদাহরণ বর্ণনা করে জানিয়ে দিলেন যে, সাদৃশ্য বংশধারা প্রমাণ করেনা এবং অসাদৃশ্যও বংশ ধারাকে বিনষ্ট করেনা। অনুরূপভাবে যাম'আর দাসীর সন্তান যদি তার মায়ের সাথে যাম'আ সঙ্গম করে থাকে তাহলে তার থেকে বংশধারা প্রমাণ করবে। দূরতম অসাদৃশ্যের কোন গুরুত্ব নেই, তার থেকে বংশধারা প্রমাণিত হবে। তিনি তার মেয়েদের কাছে প্রবেশ করতে পারবেন যেমন অন্যান্য ছেলেরাও প্রবেশ করে থাকে। আর তারা এ সম্পর্কে হযরত উমার (রা) ও ইব্ন উমার (রা) থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন, আমরা এটা তাদের দুজন থেকেই বর্ণনা করেছি, তবে এ সম্পর্কে তাদের বিরোধিতা করেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) ও যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) ঃ

٤٢٨٣ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ اَبِىْ حَفْصَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْتِىْ جَارِيَةً لَهُ فَحَمَلَتْ فَقَالَ لَيْسَ مِنِّىْ اِنِّىْ اَتَيْتُهَا اِتْيَانًا لاَ اُرِيْدُ بِهِ الْوَلَدَ ـ

৪৩৮৩. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার এক দাসীর সাথে সঙ্গম করতেন। অতঃপর সে গর্ভবতী হয়ে যায়। তখন তিনি বলেন, এ গর্ভ আমার থেকে নয়, কেননা আমি তার সাথে এমনভাবে সঙ্গম করেছি যাতে আমি সন্তানের ইচ্ছে করিনি।

٤٢٨٤ـ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الغفقيُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ الزِّنَادِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ اَبَاهُ كَانَ يَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ فَارِسِيَّةٍ فَحَمَلَتْ بِحَمْلٍ فَاَنْكَرَهُ وَقَالَ اِنِّىْ لَمْ اَكُنْ اُرِيْدُ وَلَدَكِ وَاِنَّمَا اَسْتَطِيْبُ نَفْسَكِ فَجَلَّدَهَا وَاَعْتَقَهَا وَاَعْتَقَ الْوَلَدَ ـ

৪৩৮৪. ঈসা ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-গাফিকী (র) ..... খারিজা ইব্‌ন যায়দ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তার পিতা একজন ইরানী দাসীর সাথে সঙ্গম কালে আযল করতেন। কিন্তু সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। তিনি গর্ভস্থ সন্তানকে অস্বীকার করেন এবং বলেন, আমি তোমার থেকে সন্তানের ইচ্ছে করিনি। আমি তো তোমাকে তৃপ্তিদান করতে ইচ্ছে করেছি। অতঃপর তিনি তাকে বেত্রাঘাত করে তাকে আযাদ করে দেন এবং সন্তানকেও আযাদ করে দেন।

٤٢٨٥ـ حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ الزِّنَادِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فَاَعْتَقَهَا وَاَعْتَقَ وَلَدَهَا ـ

৪৩৮৫. ফাহাদ (র) ..... খারিজা ইব্‌ন যায়দ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন। তবে তার বর্ণনায় তিনি বলেননি, "অতঃপর তিনি তাকে আযাদ করে দেন এবং তার সন্তানকেও আযাদ করে দেন।"

٤٢٨٦ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ وَلَدَتْ جَارِيَةٌ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اِنَّهُ لَيْسَ مِنِّىْ وَاِنِّىْ كُنْتُ اَعْزِلُ عَنْهَا ـ

৪৩৮৬. সুলাইমান ইব্‌ন শুয়াইব (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন আল-মুসাইয়্যাব (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ একদিন একটি দাসী যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর জন্যে একটি সন্তান জন্ম দিলে তখন তিনি বললেন, "এটা ত আমার থেকে নয়। আমি তো তার সাথে সঙ্গমকালে আযল করতাম।"

ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা), তারা এ ব্যাপারে হযরত উমার (রা) ও ইব্‌ন উমার (রা)-এর বিরোধিতা করেন। তাদের অভিমতগুলো পরস্পর সমমর্যাদা সম্পন্ন হওয়ায় এ সম্বন্ধে গবেষণা করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, যাতে আমরা দুইটি অভিমত থেকে একটি শুদ্ধ অভিমত উদ্ভাবন করতে পারি। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, কোন ব্যক্তি যখন স্বীকার করে যে, এটা তার স্ত্রী থেকে তার সন্তান। অতঃপর সে তা অস্বীকার করে তাহলে তার এ অস্বীকৃতি শুদ্ধ বলে গণ্য হবেনা। অনুরূপভাবে যদি স্বামী দাবি করে যে, স্ত্রীর গর্ভস্থ সন্তান তার থেকে। অতঃপর মহিলাটি এ গর্ভ থেকে সন্তান প্রসব করে। এরপর সে লি'আন কিংবা কোন পন্থায় সন্তানটিকে অস্বীকার করতে পারবেনা, কেননা তার বংশধারা স্ত্রী থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটাই হল হুকুম, যেখানে স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে কোন অস্বীকৃতির অবকাশ নেই। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, যদি স্বামী স্বীকার করে যে, সে তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করেছে, অতঃপর স্ত্রী সন্তানের জন্ম দেয় তখন সে তা অস্বীকার করে তাহলে এ ব্যাপারে হুকুম হল তাদের দু জনকে লি'আন করানো হবে। সন্তানটি স্বামীর বংশ থেকে বের হয়ে যাবে ও মায়ের সাথে সংযুক্ত হবে। সুতরাং স্ত্রীর সাথে তার সঙ্গম করার স্বীকৃতি, যার থেকে

জন্ম এসেছে তার বংশধারাকে প্রমাণ করতে পারছেনা। আর অস্বীকৃতি না থাকলে যেরূপ যাবতীয় বিষয়াদি সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হয় তা ও হতে পারছেনা। স্ত্রীদের ক্ষেত্রে যখন এরূপ হুকুম দেখা যায় তাহলে দাসীদের ক্ষেত্রে এরূপ হওয়া অধিক শ্রেয়। যদি কোন ব্যক্তি তার দাসীর সন্তান সম্পর্কে স্বীকৃতি দেয় যে, এটা তার সন্তান অথবা তার গর্ভাবস্থায় স্বীকৃতি দেয় যে, তার যা কিছু পেটে আছে তা তার থেকে। তাহলে এটা গ্রহণীয় হবে আর এরপর তার অস্বীকৃতি কখনও গ্রহণ করা হবেনা। যদি স্বামী স্বীকার করে যে, সে তার সাথে সঙ্গম করেছে তাহলে এটা তার থেকে স্ত্রীর সন্তান পয়দা হওয়ার স্বীকৃতি বলে গণ্য হবেনা। বরং এটার বিপরীতও হতে পারে। তখন সে তা অস্বীকার করতে পারে। যদিও সে দাসীর সাথে সঙ্গম করার স্বীকারোক্তি করে, তার হুকুম হবে এমন, যেমন সে দাসীর সাথে সঙ্গম করা স্বীকার করেনি। স্বাধীনা স্ত্রীদের উপর কিয়াস করেই তার হুকুম দেয়া হয়েছে। আর এটাই হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রা)-এর অভিমত।

كِتَابُ الْاَيْمَانِ وَالنُّذُوْرِ

অধ্যায় ঃ কসম ও মানত

١- بَابُ الْمِقْدَارِ الَّذِيْ يُعْطَى كُلُّ مِسْكِيْنٍ مِنَ الطَّعَامِ فِي الْكَفَّارَاتِ

১. অনুচ্ছেদ ঃ কাফফারা প্রদান কালে প্রতিটি মিসকীনকে কি পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য দেয়া হয়?

٤٢٨٧- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقْدِيُّ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ وَقَعْتُ بِاَهْلِيْ فِيْ رَمَضَانَ قَالَ لَهُ اَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ مَا اَجِدُهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ مَا اَسْتَطِيْعُ قَالَ فَاَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ مَا اَجِدُهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاَتَى النَّبِيُّ ﷺ بِمِكْتَلٍ فِيْهِ قَدْرُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ فَقَالَ خُذْ هٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ اَعَلَى اَحْوَجَ مِنِّيْ وَاَهْلِ بَيْتِيْ قَالَ فَكُلْهُ اَنْتَ وَاَهْلُ بَيْتِكَ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ـ

৪৩৮৭. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "একদিন জনৈক ব্যক্তি আরয করেন, হে আল্লাহ্‌ রাসূল ﷺ আমি রামাদান মাসে সিয়াম অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে ফেলেছি।" "রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ তাকে বললেন, "তুমি একটি গোলাম আযাদ করবে।" সে বলল, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ! গোলাম আযাদ করার আমার সামর্থ্য নেই।" রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বললেন, "তাহলে একাধারে দুমাস সিয়াম পালন করবে।" সে বলল, "সিয়াম পালন করার শক্তিও আমার নেই, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ" তিনি বললেন, "তাহলে ষাট মিসকীনকে তুমি আহার করাবে।" লোকটি বলল, "এটার ক্ষমতাও আমার নেই ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ" বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ ১৫ (পনর) সা (১ সা = সাড়ে তিন সের) খেজুরসহ একটি থলে তার হাতে দিয়ে বললেন, "এগুলো নাও এবং সাদকা করে দাও।" লোকটি বলল, "আমার এবং আমার পরিবার থেকে অধিক দরিদ্র লোককে দান করব?" অর্থাৎ আমার এবং আমার পরিবার থেকে অধিক দীন-দরিদ্র আর নেই। রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ তাকে বললেন, তাহলে তুমি ও তোমার পরিবার তা ভক্ষণ কর। আর এর পরিবর্তে একটি সাওম পালন কর ও আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম মত প্রকাশ করেন যে, কসমের কাফফারা আদায় কালে আহার করানোর পরিমাণ হল প্রতিটি মিসকীনকে এক মুদ (১ সা 'এর $\frac{১}{৪}$ অংশ) আহার প্রদান করা। কেননা রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ লোকটিকে হুকুম দিয়েছিলেন, যা উল্লেখিত হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, সে যেন ৬০ জন মিসকীনকে ১৫ সা' আহার প্রদান করে। তাহলে হিসাবে দেখা যায় প্রতিটি মিসকীনের অংশ পড়ে ১ মুদ

খাদ্য। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীদের একটি দল কসমের কাফফারা আদায় কালে আমরা যা বলেছি সেই মতে কাজ করেছেন। এ সম্পর্কে তারা নিম্নবর্ণিত দলীলটি পেশ করেন ঃ

٤٢٨٨ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِى هِنْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ ـ

৪৩৮৮. ইউনুস (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি কসমের কাফফারা সম্পর্কে বলতেনঃ দশজন মিসকীনকে আহার প্রদান করতে হবে। আর প্রতিটি মিসকীনকে দিতে হবে সহীহ্ এক মুদ।

٤٢٨٩ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِىُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا كَفَّرَ يَمِيْنَهُ فَاَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِيْنَ بِالْمُدِّ الْاَصْغَرِ رَاٰى اَنَّ ذٰلِكَ يُجْزِئُ عِنْدَهُ ـ

৪৩৮৯. ইউনুস (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি যখন কসমের কাফফারা আদায় করতেন তখন ছোট মুদ দ্বারা দশ জন মিসকীনকে আহার প্রদান করতেন আর তিনি এ ব্যাপারে ছোট মুদকে যথেষ্ট মনে করতেন।

٤٢٩٠ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ مَنْ حَلَفَ بِيَمِيْنٍ فَوَكَّدَهَا ثُمَّ حَنَثَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ اَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ وَمَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا ثُمَّ حَنَثَ فَعَلَيْهِ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ ـ

৪৩৯০. ইউনুস (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি কসম দ্বারা শপথ করে ও এটাকে সুদৃঢ় করে অতঃপর এটাকে ভঙ্গ করে তাহলে তার উপর একটি গোলাম আযাদ করা কিংবা দশজন মিসকীনকে পোশাক দান করা ওয়াজিব। আর যে ব্যক্তি কসম দ্বারা শপথ করে কিন্তু এটাকে সুদৃঢ় করলনা অতঃপর সে এটাকে ভঙ্গ করল তার উপরে দশজন মিসকীনকে আহার প্রদান করা ওয়াজিব। প্রত্যেক মিসকীনকে এক মুদ গম প্রদান করতে হবে।

٤٢٩١ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هِشَامُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلْمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّهُ قَالَ يُجْزِئُ فِىْ كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ مُدٌّ مِّنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ ـ

৪৩৯১. আবূ বাক্রা (র) ..... যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "কসমের কাফফারা আদায় কালে প্রত্যেক মিসকীনকে এক মুদ গম প্রদান করা যথেষ্ট।"

٤٢٩٢ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى الْخَلِيْلُ بْنُ مُرَّةَ اَنَّ يَحْيَى بْنَ اَبِىْ كَثِيْرٍ حَدَّثَهُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৪৩৯২. ইউনুস (র) ..... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাসীর (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

অন্য একদল আলিম এ সম্পর্কে তাদের বিরোধিতা করেন এবং বলেন, কসমের কাফফারা আদায় কালে প্রত্যেক মিসকীনকে দুই মুদের কম প্রদান করা বৈধ হবেনা; তবে খেজুর পূর্ণ এক সা' প্রদান করলে তা বৈধ হবে, অনুরূপভাবে যবও পূর্ণ এক সা' প্রদান করলে বৈধ হবে। এ ব্যাপারে প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে তাদের দলীল হল এ যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন সময় যখন এক ব্যক্তির প্রয়োজন জানার পর তার উপর যা ওয়াজিব হয়েছিল তা আদায় করার ক্ষেত্রে তাকে সাহায্য করার জন্য যে পরিমাণ খেজুর দেয়া সম্ভব তা প্রদান করেন এবং যা ওয়াজিব হয়েছিল তার সম্পূর্ণটা প্রদান করেননি। এটার উদাহরণ হচ্ছে যেমন কোন ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির কাছে তার দুরবস্থা ও ঋণের কথা ব্যক্ত করে,তখন প্রতি উত্তরে যে তাকে বলে, এ দশটি দিরহাম নিয়ে যাও এবং তার দ্বারা তোমার ঋণ আদায় কর। এ কথা দ্বারা সম্পূর্ণ ঋণ আদায় করার কথা বলা হয়নি, বরং ঋণের যতটুকু এ অর্থ দ্বারা আদায় করা সম্ভব ততটুকুই আদায় করতে বলা হয়েছে। কাফফারার ক্ষেত্রে কি পরিমাণ খাদ্য প্রদান করা ওয়াজিব তার একটি বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। আর তা হলো ইহরামের সময় মাথায় কোন প্রকার অসুবিধা দেখা দিলে তা মুন্ডন করার দরুন যে জরিমানা দেয়া ওয়াজিব হয়, তা হলো প্রতি মিসকীনকে দুই মুদ করে গম প্রদান করা।

٤٢٩٣ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُغَفَّلٍ قَالَ قَعَدْتُ اِلٰى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ فَقَالَ فِيَّ اُنْزِلَتْ حُمِلْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالْقُمَّلُ يَتَنَاثَرُ عَلٰى وَجْهِيْ فَقَالَ مَا كُنْتُ اَرٰى اَنَّ الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا اَرٰى فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَلَكُمْ عَامَّةً فَاَمَرَنِيْ اَنْ اَحْلِقَ رَأْسِيْ وَاَنْسُكَ نُسُكَهُ وَاَصُوْمَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اَوْ اُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ ـ

৪৩৯৩. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন আল-ইস্পাহানী হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মা'কিলকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, একদিন আমি মসজিদে কা'ব ইব্‌ন উবাই (রা)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম, তখন আমি তাকে নিম্ন বর্ণিত আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ অর্থাৎ তবে সিয়াম কিংবা সাদাকা অথবা কুরবানী দ্বারা এটার ফিদ্‌য়া দিবে। (সূরা বাকারা ঃ ১৯৬) তখন তিনি বললেন, আমার সম্পর্কে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আর উকুন আমার চেহারায় কিলবিল করছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেনঃ আমার মনে হয় তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে। তখন আমার সম্বন্ধে বিশেষ করে এ আয়াতটি নাযিল হয়। কিন্তু তোমাদের সকলের জন্য এটার হুকুম প্রযোজ্য। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে হুকুম দিলেন, আমি যেন আমার মাথা মুণ্ডন করি এবং তার জন্য কুরবানী প্রদান করি কিংবা তিন দিন সিয়াম পালন করি অথবা ছয়জন মিসকীনকে আহার দান করি। প্রতিটি মিসকীনের জন্য হবে অর্ধেক সা' গম।

٤٢٩٤ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ الْاَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَاَطْعِمْ فَرَقًا فِيْ سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ ـ

৪৩৯৪. আবূ বাক্‌রা (র) ..... কা'ব ইব্‌ন উজরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন, তবে তিনি অতিরিক্ত বলেন, ছয়জন মিসকীনের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ আহার্য প্রদান করতে হবে।

٤٢٩٥- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِىِّ قَالَ ثَنِى كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ كُلُّ مِسْكِيْنٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ -

৪৩৯৫. নসর ইব্‌ন মারযূক (র) ..... 'আমির আশ-শা'বী (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কা'ব ইব্‌ন উজরা (রা) আমাকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন, তবে তিনি বলেন, প্রত্যেক মিসকীনকে অর্ধেক সা' খেজুর প্রদান করতে হবে।

٤٢٩٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ التَّمْرَ -

৪৩৯৬. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... কা'ব (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনিও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করে। তবে তিনি খেজুরের কথা উল্লেখ করেননি।

٤٢٩٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ شُرَيْحٍ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِىُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَا جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ اَيُّوبَ عَنْ مُجَاهِدٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهُ -

৪৩৯৭. আবূ শুরাইহ্ মুহাম্মাদ ইব্‌ন যাকারিয়া (র) ও নসর ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আয়্যুব (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি মুজাহিদ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনিও নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٢٩٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَذَرِىِّ عَنْ مُجَاهِدٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهُ -

৪৩৯৮. ইউনুস (র) ..... মুজাহিদ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনিও নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٢٩٩- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هُشَيْمُ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهُ -

৪৩৯৯. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র) ..... মুজাহিদ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনিও নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٤٠٠- حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ يَحْيىَ الْمُزَنِىُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ اَنَا مَالِكُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهُ -

Contents

৪৪০০. ইসমাঈল ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আল-মাযানী (র) ..... মুজাহিদ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনিও নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٤٠١- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৪৪০১. ইয়াযীদ (র) ..... কা'ব ইব্‌ন উজরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٤٠٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ ثَنِىْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ اللَّيْثِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِىِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ وَزَادَ وَقَدْ عَلِمَ اَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِىْ مَا اَنْسُكُ بِهِ -

৪৪০২. ইউনুস (র) ..... কা'ব ইব্‌ন উজরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনিও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন। তিনি অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, হাদীসে উল্লেখ রয়েছে "তিনি জানেন যে, আমার কাছে এমন বস্তু নেই, যার দ্বারা কুরবানী করতে পারি।"

٤٤٠٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزْرِىِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الزِّيَادَةَ الَّتِىْ فِيْهِ عَلٰى مَافِى الْاَحَادِيْثِ الَّتِىْ قَبْلَهُ -

৪৪০৩. ইউনুস (র) ..... কা'ব ইব্‌ন উজরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনিও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন। তবে তিনি অতিরিক্ত যা অন্যান্য উপরে উল্লেখিত হাদীসসমূহে পাওয়া যায় তা উল্লেখ করেননি।

সুতরাং এ হাদীসগুলোতে তাওয়াতুর সহকারে আহার্য প্রদানের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে যে নির্দেশ পাওয়া গিয়েছিল তা হলো, প্রতিটি মিসকীনের জন্য অর্ধ সা' গম প্রদান করা। আর উলামায়ে কিরাম ইহরাম অবস্থায় মাথা মুণ্ডনের কাফফারা প্রদানের ক্ষেত্রেও এ পরিমাণ খাদ্য প্রদান করার বেলায় একমত হয়ে ছিলেন। যিহারের ক্ষেত্রে মিসকীনদেরকে আহার্য প্রদানের ব্যাপারে খেজুরের পরিমাণও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٤٤٠٤- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا فَرْوَةُ بْنُ اَبِى الْمَغْرَاءِ قَالَ اَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ خَوْلَةُ ابْنَةُ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ اَخِىْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعَانَ زَوْجَهَا حِيْنَ ظَاهَرَ مِنْهَا بِعِرْقٍ مِنْ تَمْرٍ وَاَعَانَتْهُ هِىَ بِفَرَقٍ اُخَرَ وَذٰلِكَ سِتُّوْنَ صَاعًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَصَدَّقْ بِهِ وَقَالَ اتَّقِى اللّٰهَ وَارْجِعِىْ اِلٰى زَوْجِكِ -

৪৪০৪. ফাহাদ (র) ..... উবাদা ইবনুস সামিত (রা)-এর ভাইয়ের পুত্র সা'লাবা, সা'লাবা এর পুত্র মালিক, মালিকের কন্যা খাওলা (র) বর্ণনা করেন এবং তিনি বলেন, তার স্বামী যখন তার সাথে যিহার করেছিল তখন এ যিহারের কাফফারা আদায় কালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুর দ্বারা তাকে সাহায্য করেছিলেন। আর মহিলাটিও তার স্বামীকে আরো কিছু খেজুর দ্বারা সাহায্য করেছিল আর এ খেজুরের পমিরাণ ছিল ৬০ (ষাট) সা'। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, "এটা সাদকা করো, আল্লাহ্কে ভয় করো এবং তোমার স্ত্রীর কাছে ফেরত যাও।"

এখানে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল, যা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি, তাহলে প্রতিটি কাফফারার ক্ষেত্রে অর্ধ সা' গম বা এক সা' খেজুর প্রত্যেকটি মিসকীনকে খাদ্য হিসেবে অর্পণ করা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কতিপয় সাহাবা (রা) থেকে বর্ণনা পাওয়া যায় ঃ

٤٤٠٥ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلْمَةَ عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ قَالَ لِىْ عُمَرُ اِنِّىْ اَحْلِفُ اَنْ لاَ اُعْطِىَ اَقْوَامًا ثُمَّ يَبْدُوْ لِىْ اَنْ اُعْطِيَهُمْ فَاِذَا رَأَيْتَنِىْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ فَاَطْعِمْ عَنِّىْ عَشَرَةَ مَسَاكِيْنَ كُلَّ مِسْكِيْنٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ـ

৪৪০৫. আবূ বিশর আর-রাকী (র) ..... ইয়াসার ইব্ন নুমাইর (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাকে এক দিন হযরত উমার (রা) বলেন, "নিশ্চয়ই আমি কসম করে বলি যে, অমুক লোকদেরকে কোন কিছু দিবনা, অতঃপর তাদেরকে কোন কিছু দেয়া আমার পক্ষে বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়। যখন তুমি আমাকে এরূপ করতে দেখবে তখন তুমি আমার পক্ষ থেকে দশজন মিসকীনকে আহার্য প্রদান করবে। আর প্রতিটি মিসকীনকে এক সা' খেজুর প্রদান করবে।

٤٤٠٦ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ عَشَرَةَ مَسَاكِيْنَ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفُ صَاعِ حِنْطَةٍ وَ صَاعِ تَمْرٍ ـ

৪৪০৬. ইব্ন মারযূক (র) ..... উমার (রা) হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন; তবে দশ জন মিনকীনের কথা বলেননি, যাদের প্রত্যেককে অর্ধ সা' গম কিংবা এক সা' খেজুর দেয়ার কথা বলা হয়েছিল।

٤٤٠٧ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ عَنْ يَسَارٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهُ وَزَادَ اَوْ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ ـ

৪৪০৭. আবূ বাক্রা (র) ..... মানসূর (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আবু ওয়াইলকে ইয়াসার (র) হতে বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন। আর অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, এক সা' খেজুর কিংবা এ সা' যবের কথা বলা হয়েছে।

٤٤٠٨ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ يَسَارٍ مِثْلَهُ ـ

৪৪০৮. আবূ বাক্রা (র) অন্য এক সনদে ইয়াসার (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٤٠٩ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عِمْرَانَ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيْدِ وَعَلِىُّ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ يُوْسُفَ عَنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلْمَةَ عَنْ عَلِىٍّ فِىْ كَفَّارَاتِ الْاَيْمَانِ فَذَكَرَ نَحْوًا مِمَّا رُوِىَ ـ

৪৪০৯. ইব্ন আবূ ইমরান (র) ..... আলী (রা) হতে কসমের কাফফারা সম্পর্কে বর্ণনা পেশ করেন। তিনি হযরত উমার (রা)-এর বর্ণিত বর্ণনার ন্যায় বর্ণনা উল্লেখ করেন।

٤٤١٠ـ حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ قَالَ نِصْفُ صَاعٍ مِّنْ حِنْطَةٍ ـ

৪৪১০. ফাহাদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে কসমের কাফফারা সম্পর্কে বর্ণনা পেশ করেন ও বলেন, অর্ধ সা' গমের কথা বলা হয়েছে।

এ অনুচ্ছেদের পূর্বে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে আমরা যে বর্ণনা পেশ করেছি, বর্তমান বর্ণনাটি তার বিপরীত। হযরত উমার (রা) ও হযরত আলী (রা)-এর ন্যায় কসমের কাফফারার ক্ষেত্রে প্রত্যেক মিসকীনের জন্যে দুই দুই মুদ গম এবং এক এক মুদ যব ও খেজুর দান করার কথা বলেছেন, আমরাও অনুরূপ বলছি। আর কাফফারা কিংবা অন্য ব্যাপারে আহার্য প্রদানের সর্ব নিম্নতম সর্বসম্মত পরিমাণ এটাই। সাদাকাতুল ফিতর অধ্যায়ে যে বর্ণনা আমরা পেশ করেছি বর্তমান বর্ণনাকে তা সমর্থন করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর পরে তাঁর সাহাবায়ে কিরাম (রা) হতে এ ব্যাপারে আমরা বর্ণনা উল্লেখ করেছি। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত।

٢ـ بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ اَنْ لاَ يُكَلِّمَ رَجُلاً شَهْرًا كَمْ عَدَدُ ذَالِكَ الشَّهْرِ مِنَ الْاَيَّامِ

২. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন ব্যক্তির সাথে এক মাস কথা না বলার শপথ করে, তাহলে কত দিনে এ মাস গণনা করা হবে?

٤٤١١ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّهْرُ هٰكَذَا اَوْ هٰكَذَا وَنَقَصَ فِى الثَّالِثَةِ اِصْبَعًا ـ

৪৪১১. ইব্ন আবূ দাঊদ (র) ..... মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তার পিতা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু হাতের দশ আঙ্গুলের দিকে ইংগিত করে বলেন ঃ মাস হল এরূপ, এরূপ ও এরূপ। আর তৃতীয় বারে এক আঙ্গুল কম দেখান।

٤٤١٢ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ الدِّمَشْقِىُّ قَالَ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ يَعْقُوْبَ قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ اَبِى الضُّحٰى اَلشَّهْرَ فَقَالَ بَعْضُنَا تِسْعُ وَّعِشْرُوْنَ وَقَالَ بَعْضُنَا ثَلٰثُوْنَ قَالَ اَبُوْ الضُّحٰى حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ اَصْبَحْنَا يَوْمًا وَنِسَاءُ النَّبِىِّ

ﷺ يَبْكِيْنَ وَعِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ أَهْلُهَا فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَصَعَدَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِيْ غُرْفَةٍ لَّهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُجِبْهُ اَحَدٌ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْ اَحَدٌ فَلَمَّا رَأٰى ذٰلِكَ انْصَرَفَ فَدَعَاهُ بِلَالٌ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ قَالَ لَا وَلٰكِنْ اٰلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ فَدَخَلَ عَلٰى نِسَائِهِ ـ

৪৪১২. মুহাম্মাদ ইব্ন খুযাইমা (র) ..... আবূ ইয়াকূব (র) হবে র্নণা করেন। তিনি বলেন, আবূদ দুহা (র)-এর কাছে আমরা মাস সম্পর্কে পর্যালোচনা করলাম। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, ২৯ দিনে মাস হয়, আবার কেউ কেউ বলেন, ৩০ দিনে মাস হয়। আবূদ দুহা (র) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, একদিন সকালে উঠে আমরা দেখি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্ত্রীগণ ক্রন্দন করছেন। আর তাদের প্রত্যেকের কাছে নিজ নিজ পরিবারের সদস্যগণ জমায়েত হয়ে রয়েছেন। তখন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) নবী গৃহে আগমন করেন এবং দোতলায় একটি কক্ষে অবস্থানরত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কামরায় প্রবেশের জন্যে অনুমতি প্রার্থনা করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উদ্দেশ্যে সালাম করেন, কিন্তু কেউ তার সালামের উত্তর দিলেন না। অতঃপর আবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উদ্দেশ্যে সালাম করেন। কিন্তু এবারও কেউ তার সালামের উত্তর দিলেন না। অতঃপর আবার তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উদ্দেশ্যে সালাম করেন। কিন্তু এবারও কেউ তার সালামের উত্তর প্রদান করলেন না। অবস্থা বেগতিক দেখে তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর বিলাল (রা) তাকে পিছন থেকে ডাকলেন, তিনি ফিরে আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কক্ষে প্রবেশ করেন ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে লক্ষ্য করে বললেন, "আপনি কি আপনার স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন?" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উত্তরে বলেন, 'না', বরং আমি তাদের সাথে এক মাসের জন্যে ঈলা করেছি। অতঃপর তিনি উপরে ২৯ দিন পর্যন্ত অবস্থান করেন এবং পরে নিচে নেমে আসেন ও স্ত্রীদের কাছে প্রবেশ করেন।"

٤٤١٣ـ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ ثَنَا اٰدَمُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَضَمَّ اِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ ـ

৪৪১৩. বকর ইব্ন ইদরীস (র) ..... জাবালা ইব্ন সুহাইম (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমার (রা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাতের দশটি আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে বলেছেন, মাস এরূপ, এরূপ ও এরূপ। তৃতীয় বারের সময় তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলটি মিলিয়ে রাখেন।

٤٤١٤ـ حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ ثَنَا اٰدَمُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا الْاَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَذْكُرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৪৪১৪. বকর (র) ..... আসওয়াদ ইব্ন কাইস (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি সায়ীদ ইব্ন আম্র (র)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ উল্লেখ করতে শুনেছি।

٤٤١٥ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ فَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْا لَهُ ـ

৪৪১৫. আহমাদ ইব্‌ন দাঊদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "মাস ২৯ শা–ও হয়ে থাকে। যখন তোমরা চাঁদ দেখবে তখন রোযা রাখবে। আর যখন চাঁদ দেখবে তখন রোযা সমাপ্ত করবে। যখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকবে তখন রোযা পূর্ণ করবে।"
এ কিতাবের যথাস্থানে এ সম্পর্কে বর্ণিত প্রয়োজনীয় হাদীসসমূহ উল্লেখ করেছি।

٤٤١٦ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ سَلْمَةَ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْحَكَمِ السُّلْمِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اٰلٰى مِنْ نِسَائِهٖ شَهْرًا فَاَتَاهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَلشَّهْرُ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ ـ

৪৪১৬. আবূ বাক্‌রা (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের থেকে এক মাসের জন্যে ঈলা করেন। অতঃপর জিবরাঈল (আ) আগমন করেন এবং বলেন, "হে মুহাম্মাদ ﷺ এ মাস ২৯ শা।"

٤٤١٧ـ حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحِ الْوَحَاظِيُّ قَالَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ ـ

৪৪১৭. ফাহাদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, এ মাসটি হচ্ছে ২৯শা।"

٤٤١٨ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيْ اَنَّ عِكْرَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَفَ اَنْ لاَّ يَدْخُلَ عَلٰى بَعْضِ اَهْلِهٖ شَهْرًا فَلَمَّا مَضٰى تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِمْ اَوْ رَاحَ فَقِيْلَ لَهُ حَلَفْتَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اَنْ لاَّتَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا فَقَالَ اِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ يَوْمًا ـ

৪৪১৮. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইকরামা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) হতে বর্ণনা করেন। তাকে উম্মু সালামা (রা) সংবাদ দিয়েছেন, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শপথ করেছেন যে, তিনি এক মাস তার স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করবেন না। ২৯ দিন অতিবাহিত হবার পর তিনি তার কোন স্ত্রীর কাছে গমন করেন। তখন তাকে বলা হল "হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ ! আপনি ত শপথ করেছেন যে, একমাস আপনি আপনার স্ত্রীদের কাছে গমন করবেন না? তখন তিনি উত্তরে বলেন, এ মসাটি হচ্ছে ২৯ শা।"

٤٤١٩ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا زَكَرِيَا بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ ثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ هَجَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِسَاءَهُ شَهْرًا وَّكَانَ يَكُوْنُ فِيْ

الْعُلُوِّ وَيَكُنَّ فِي السُّفْلِ فَنَزَلَ الَيْهِنَّ فِي تِسْعٍ وَّعِشْرِيْنَ فَقَالَ رَجُلٌ انَّكَ مَكَثْتَ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ لَيْلَةً فَقَالَ انَّ الشَّهْرَ هٰكَذَا بِاَصَابِعِ يَدَيْهِ وَهٰكَذَا وَقَبَضَ فِي الثَّالِثَةِ ابْهَامَهُ ـ

৪৪১৯. ইব্ন মারযূক (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক মাস তার স্ত্রীদের থেকে পৃথক থাকেন। তিনি থাকতেন উপরের তলায় আর তার স্ত্রীগণ থাকতেন নিচের তলায়। ২৯ দিন পর তিনি নিচের তলায় তাদের কাছে নেমে আসেন। এক ব্যক্তি তখন বললেন, আপণিত ২৯টি রাত পৃথক অবস্থান করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আঙ্গুলের ইশরায় বলেন, মাস এরূপ এরূপ ও এরূপ। তৃতীয় বারের সময় তিনি তার বৃদ্ধা আঙ্গুলীকে গুটিয়ে রাখেন।

٤٤٢٠ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا فَذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

৪৪২০. ইব্ন মারযূক (র) ..... আবূয যুবাইর (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি জাবির (রা) হতে শুনেছেন। তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেন।

٤٤٢١ـ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ الٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ فَاَقَامَ فِيْ مَشْرَبَةٍ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ ـ

৪৪২১. নসর ইব্ন মারযূক (র) ..... আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের থেকে ঈলা করেন। তিনি (উপরের) কোঠায় অবস্থান করেন। অতঃপর নেমে আসেন। সাহাবায়ে কিরাম বলেন, হে আল্লাহ্র রাসুল ﷺ! আপনি এক মাসের জন্য ঈলা করেছেন? তিনি তখন বলেন, এ মাস হচ্ছে ২৯ দিনে।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিমের অভিমত হল, যখন কোন ব্যক্তি শপথ করে যে, সে অন্য এক ব্যক্তির সাথে একমাস কথা বলবেনা, তখন সে ১৯ দিন পর তার সাথে কথা বলল, তাহলে তার শপথ ভঙ্গ হলনা। উপরোক্ত হাদীসগুলোর মাধ্যমে তারা দলীল পেশ করেন। অন্য এক দল আলিম এ সম্পর্কে তাদের বিরোধিতা করেন এবং বলেন, যদি ঐ ব্যক্তিটি নয়া চাঁদ দেখার সাথে সাথে এরূপ শপথ করে তাহলে ঐ মাস ৩০শা হলে ৩০ দিন, আর ২৯ শা হলে ২৯ দিন যাবত শপথ রক্ষা করতে হবে। আর যদি মাসের কয়েক দিন অতিক্রান্ত হবার পর শপথ করে তাহলে তাকে ত্রিশ দিন শপথ রক্ষা করতে হবে। এ ব্যাপারে তারা এ হাদীসটি দলীল হিসেবে পেশ করেন, যা এ অনুচ্ছেদের প্রথম দিকে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসটি হল নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, এ মাস হচ্ছে ২৯ শা। তোমরা যখন নয়া চাঁদ দেখবে সিয়াম পালন করা আরম্ভ করবে আবার যখন নয়া চাঁদ দেখবে তখন সিয়াম ভঙ্গ করবে আর আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন হয় ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।

আল্লামা আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ "তুমি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখনি যে, তিনি মু'মিনদের জন্যে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় ৩০ দিন সিয়াম পূর্ণ করা ওয়াজিব করেছেন ও মাসটিকে পরিপূর্ণ ঘোষণা করেছেন, যতক্ষণ না নয়া চাঁদ দেখা যায়। শা'বানের চাঁদের ক্ষেত্রেও এরূপ করেছেন। রামাদানের নয়া চাঁদ দেখার পর তারাবীহ

Contents

সালাত আদায়ের হুকুম দিয়েছেন। যখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দেখতে পান তখন তারা সিয়াম পালন শুরু করেননি। শা'বান মাসও ত্রিশ দিন গণ্য করা হত যতক্ষণ না নয়া চাঁদ দেখা যাওয়ার মাধ্যমে ব্যতিক্রম ঘটত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে প্রথম দিকে উল্লেখিত হাদীসসমূহের ভিন্নরূপ একটি বর্ণনাও এসেছে ঃ

٤٤٢٢- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ الْوَهْبِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ اسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَلَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيَهْجُرَنَا شَهْرًا فَدَخَلَ عَلَيْنَا لِتِسْعٍ وَّعِشْرِيْنَ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ انَّكَ حَلَفْتَ اَنْ لاَّ تُكَلِّمَنَا شَهْرًا وَانَّمَا اَصْبَحْتَ مِنْ تِسْعٍ وَّعِشْرِيْنَ فَقَالَ انَّهُ الشَّهْرُ لاَ يَتِمُّ -

৪৪২২. ইব্‌ন আবূ দাউদ (র) ..... আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শপথ করলেন যে, তিনি একমাস আমাদেরকে ছেড়ে পৃথক থাকবেন, অতঃপর তিনি ২৯ দিন পর আমাদের মাঝে প্রবেশ করলেন, তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ আপনি শপথ করেছিলেন যে, আপনি আমাদের সাথে একমাস কথা বলবেন না, আর এখন আপনি ২৯ দিন পরই আমাদের মাঝে তাশরীফ এনেছেন! তিনি বললেন, মাস কোন কোন সময় পরিপূর্ণ হয়না।

সুতরাং তিনি সংবাদ দিলেন যে, তিনি মাস পরিপূর্ণ না হওয়ার কারণে এরূপ করেছেন। আর এটা একথার উপরও দলীল যে, তিনি শা'বানের নয়া চাঁদ দেখা যাওয়ার সাথে সাথে শপথ করেছিলেন। আর এটাই আমাদের অভিমত। উপরের বর্ণনা থেকে আরো একটু স্পষ্টতর বর্ণনাও এসেছে। যেমন ঃ

٤٤٢٣- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَقَوْلُهُمْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ لاَ وَاللّٰهِ مَا كَذٰلِكَ قَالَ اَنَا وَاللّٰهِ اَعْلَمُ بِمَا قَالَ فِيْ ذٰلِكَ اِنَّمَا قَالَ حِيْنَ هَجَرَنَا لاَهْجُرَكُنَّ فَجَاءَ حَتّٰى ذَهَبَ اِلٰى تِسْعٍ وَّعِشْرِيْنَ لَيْلَةً فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اِنَّكَ اَقْسَمْتَ شَهْرًا وَ اِنَّمَا غِبْتَ عَنَّا تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ لَيْلَةً فَقَالَ اِنَّ شَهْرَنَا هٰذَا كَانَ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ لَيْلَةً.

৪৪২৩. রাবী' আল-মুয়াযযিন (র) ..... আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরামের কথা যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন اِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ অর্থাৎ মাস ২৯ শা হয়ে থাকে, ঠিক নয়। আল্লাহ্‌র শপথ ব্যাপারটি এরূপ নয়। তিনি এ ব্যাপারে কি বলেছেন, আল্লাহ্‌র শপথ আমি বেশী জানি। তিনি ঐ সময়ে এ কথাটি বলেছিলেন, যখন তিনি আমাদের থেকে পৃথক ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমি তোমাদের থেকে এক মাস পৃথক থাকব। এরপর তিনি ২৯ রাত অতিবাহিত হওয়ার পর আমাদের মাঝে তাশরীফ আনেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল," আপনি এক মাসের জন্যে শপথ করেছিলেন। আর আপনি আমাদের মাঝে অনুপস্থিত ছিলেন ২৯ রাত।" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমাদের এ মাসটি ২৯ শা মাস।

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শপথটি ছিল নয়া চাঁদ দেখার সাথে সম্পৃক্ত। হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) হতেও এ ব্যাপারে বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায় ঃ

٤٤٢٤ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ اَبِى زُمَيْلٍ قَالَ ثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ ثَنِىْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَذَكَرَ اِيْلاَءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَاَنَّهُ نَزَلَ لِتِسْعٍ وَّعِشْرِيْنَ وَقَالَ اِنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُوْنُ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ ـ

৪৪২৪. আবূ বাক্‌রা (র) ও ইব্‌ন মারযূক (র) ..... উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্ত্রীগণের সাথে তাঁর ঈলার কথা উল্লেখ করেন এবং ২৯ তারিখে তাঁর দোতলা থেকে অবতরণের কথাও বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মাস কখনও কখনও ২৯শা হয়ে থাকে।

আবূ হুরাইরা (রা) হতেও এরূপ বর্ণনা এসেছে ঃ

٤٤٢٥ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ اَبِى سَلْمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الشَّهْرَ يَكُوْنُ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ وَيَكُوْنُ ثَلٰثِيْنَ وَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوْا الْعِدَّةَ ـ

৪৪২৫. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মাস কখনো কখনো ২৯ শা হয়ে থাকে। আবার কখনো ৩০ শা হয়ে থাকে, যখন তোমরা নয়া চাঁদ দেখবে তখন সিয়াম পালন আরম্ভ করবে আবার যখন নয়া চাঁদ দেখতে তখন সিয়াম ভঙ্গ করবে। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।

এ হাদীসের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে সংবাদ দিচ্ছেন যে, ত্রিশ দিনের পূর্বে নয়া চাঁদ দেখা যাওয়ার কারণে ২৯ তারিখ কোন কোন মাস সমাপ্ত হয়। অতএব উপরোক্ত হাদীসগুলো আমাদের উল্লেখিত তথ্যটি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত। এটা ইমাম হাসান বসরী (র) হতেও বর্ণিত রয়েছে ঃ

٤٤٢٦ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّىُّ قَالَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ اَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ فِىْ رَجُلٍ نَذَرَ اَنْ يَّصُوْمَ شَهْرًا قَالَ اِنِ ابْتَدَاَ لِرُؤْيَةِ الْهِلاَلِ صَامَ لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْطَرَ لِرُؤْيَتِهِ وَاِنِ ابْتَدَاَ فِىْ بَعْضِ الشَّهْرِ صَامَ ثَلٰثِيْنَ يَوْمًا وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ ـ

৪৪২৬. আবূ বিশর আর-রাকী (র) ..... হাসান বসরী (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি এমন একজন লোক সম্বন্ধে কথা বলেন, যিনি একমাস সিয়াম পালন করার মানত করেছেন। তিনি বলেন, লোকটি যদি নয়া চাঁদ দেখার সাথে সাথে সিয়াম পালন করার কথা বলে থাকে তাহলে সে নয়া চাঁদ দেখে সিয়াম পালন শুরু করবে এবং আরেক নয়া চাঁদ দেখে সিয়াম পালন বন্ধ করবে। আর যদি সে মাসের মাঝখানে কোন একদিন সিয়াম পালন করা আরম্ভ করে তাহলে তাকে ৩০ দিন সিয়াম পালন করতে হবে। আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

٣- بَابُ الرَّجُلِ يُوْجِبُ عَلٰى نَفْسِهِ اَنْ يُّصَلِّىَ فِىْ مَكَانٍ فَيُصَلِّىْ فِىْ غَيْرِهِ -

৩. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন স্থানে সালাত আদায় করা নিজের উপর ওয়াজিব করে নেয় অতঃপর সে অন্য জায়গায় সালাত আদায় করে

٤٤٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْحَضْرمِىُّ قَالَ ثَنَا الْخَصَيْبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ حَبِيْبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ نَذَرْتُ اِنْ فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ اَنْ اُصَلِّىَ فِىْ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَقَالَ لَهُ االنَّبِىُّ ﷺ صَلِّ هٰهُنَا فَاَعَادَهَا عَلَى النَّبِىِّ ﷺ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلٰثًا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ شَانُكَ اِذًا -

৪৪২৭. মুহাম্মাদ ইবনুল হাজ্জাজ আল-হাদরামী (র) ..... জাবির (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি মক্কা বিজয়ের দিন বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ ! আমি মানত করেছি যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে মক্কা বিজয় দান করেন তাহলে আমি বাইতুল মুকাদ্দাসে সালাত আদায় করবো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, এখানে সালাত আদায় করে নাও, ব্যক্তিটি দু বার কিংবা তিন বার কথাটি পুনরাবৃত্তি করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তাহলে এটা তোমার ব্যাপার।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ অত্র হাদীসে দেখা যায়, যে ব্যক্তিটি বাইতুল মুকাদ্দাসে সালাত আদায় করার মানত করেছিলেন তাকে অন্য জায়গায় সালাত আদায় করার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (র) বলেন, "যদি কোন ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট জায়গায় সালাত আদায় করার জন্যে মানত করে তাহলে অন্য জায়গায় সালাত আদায় করলে তার জন্যে যথেষ্ট হবে।" উপরোক্ত হাদীসকে তারা তাদের অভিমতের দলীল হিসেবে পেশ করেন। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি বাইতুল মুকাদ্দাসে সালাত আদায়ের মানত করে অতঃপর সে মসজিদুল হারাম অথবা মসজিদে নববীতে সালাত আদায় করে তাহলে তার জন্যে এটা হবে যথেষ্ট। কেননা সে এমন এক জায়গায় সালাত আদায় করেছে, যা তার নযরকৃত স্থানের চেয়ে বেশি ফযীলতের অধিকারী। তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি মসজিদুল হারামে সালাত আদায় করার মানত করে অতঃপর সে বাইতুল মুকাদ্দাসে সালাত আদায় করে এটা তার জন্যে যথেষ্ট বা বৈধ হবেনা। কেননা সে এমন এক জায়গায় সালাত আদায় করল, যে জায়গার ফযীলত ঐ জায়গার ফযীলত থেকে কম, যে জায়গায় সে সালাত আদায় করার মানত করেছিল। এ সম্পর্কে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত একটি বর্ণনা দ্বারা দলীল পেশ করেনঃ

٤٤٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الرَّبَذِىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ صَلٰوةٌ فِىْ مَسْجِدِىْ هٰذَا اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ صَلٰوةٍ فِيْمَا سِوَاهُ اِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ -

৪৪২৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন খুযাইমা (র) ..... সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার এ মসজিদে পঠিত সালাত মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য কোন মসজিদ হতে এক হাজার গুণ সালাত হতে অধিক উৎকৃষ্ট।

٤٤٢٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

৪৪২৯. আলী ইব্ন মা'বাদ (র) ..... হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٤٤٣٠- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ الْحِمَّانِيُّ قَالَ ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُوْسَى الْجُهَنِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

৪৪৩০. ফাহাদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٤٣١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

৪৪৩১. আবূ বাক্রা (র) ..... হযরত মাইমুনা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٤٣٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي اللَّيْثُ قَالَ ثَنِى نَافِعٌ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৪৪৩২. ইউনুস (র) ..... নাফি' (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা উল্লেখ করেন।

٤٤٣٣- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِيُّ قَالَ ثَنَا حَسَّانُ بْنُ غَالِبٍ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ قَالَ مُوْسٰى وَحَدَّثَنِيْ هٰذَا الْحَدِيْثَ اَبُوْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

৪৪৩৩. রাবী' আল-জীযী (র) ..... আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন। বর্ণনাকারী মূসা বলেন, আবূ আবদুল্লাহ্ সা'দ ইব্নু আবূ ওয়াক্কাস হতে এ হাদীসটি আমার কাছে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٤٣٤- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ قَالَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ اَبِىْ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৪৪৩৪. ফাহাদ (র) ..... আবূ সাইদ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٤٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ ثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৪৪৩৫. মুহাম্মাদ ইব্ন আন-নুমান (র) ..... আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٤٣٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلْمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৪৪৩৬. আবূ উমাইয়া (র) ..... আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٤٣٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ ثَنَا اَفْلَحُ بْنُ حَمِيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ خ وَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا الْقَعْنَبِىُّ قَالاَ ثَنَا اَفْلَحُ قَالَ ثَنِى اَبُوْ بَكْرِ بْنُ حَزْمٍ عَنْ سَلْمَانَ الاَغَرِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৪৪৩৭. ইউনুস (র), ইব্ন মারযূক (র) ও সালিহ ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... আবূ হুরাইরাহ হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٤٣٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ رِبَاحٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِى عَبْدِ اللّٰهِ الاَغَرِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

৪৪৩৮. ইউনুস (রা) অন্য এক সনদে আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٤٣٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا اَنَسُ بْنُ عَيَاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَلْمَانَ اْلاَغَرِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৪৪৩৯. ইউনুস (রা) অন্য এক সনদে আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٤٤٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطْوَانِىُّ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ ثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৪৪৪০. আবূ উমাইয়া (র) ..... আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٤٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا الْقَعْنَبِىُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِلاَلٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৪৪৪১. মুহাম্মাদ ইব্ন খুযাইমা (র) ..... আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٤٤٢ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ ثَنِى يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا صَالِحٍ هَلْ سَمِعْتَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ فَضْلَ الصَّلٰوةِ فِيْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَارِظٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

৪৪৪২. ইব্ন আবূ দাঊদ (র) ..... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সায়ীদ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আবূ সালিহ (র) কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আবূ হুরাইরা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মসজিদে সালাত আদায় করার ফযীলত সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করতে শুনেছেন? তিনি বলেন, না, তবে ইব্রাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন কারিয (র) আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবূ হুরাইরা (রা)-কে এ সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করেন।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মসজিদে সালাত আদায় করার ফযীলত মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্যান্য মসজিদ থেকে এক হাজার সালাতের চেয়ে অধিক বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর মসজিদ থেকে মসজিদুল হারামে সালাত আদায় করার অধিক ফযীলত নাও হতে পারে, কিংবা যে কোন একটিতে সালাত আদায় করার ফযীলত অন্যটির চেয়ে বেশিও হতে পারে। সুতরাং এ নিয়ে আমরা গবেষণার আশ্রয় নিলাম। লক্ষ্য করা যায় যে,

٤٤٤٣ـ اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا فَاِذَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حَبِيْبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ صَلٰوةٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ اِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلٰوةٌ فِيْ ذٰلِكَ اَفْضَلُ مِنْ مِّائَةِ صَلٰوةٍ فِيْ هٰذَا ـ

৪৪৪৩. আহমাদ ইব্ন দাঊদ (র) ..... ইবনুয যুবাইর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমার এ মসজিদে সালাত আদায় মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্যান্য মসজিদে সালাত আদায় করা থেকে এক হাজার সালাত থেকে বেশি ফযীলতের অধিকারী। আর মসজিদুল হারামে সালাত আদায় এটাতে সালাত আদায় থেকে একশত সালাতের অধিক ফযীলতের অধিকারী।

٤٤٤٤ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ ثَنَا الْحُمَيْدُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ثَنِى زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ ثَنِى سُلَيْمٰنُ بْنُ عَتِيْقٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ ـ

৪৪৪৪. মুহাম্মাদ ইব্ন আন-নুমান (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি মিম্বরে দাঁড়ায়ে বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে শুনেছি। অতঃপর অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করেন। কিন্তু এ হাদীসের সনদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পর্যন্ত পৌছেনি।

বর্ণনাকারী সুফিয়ান বলেন, মু'মিনগণ একমত যে, মসজিদুল হারামে পঠিত সালাত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মসজিদ ব্যতীত অন্যান্য মসজিদে পঠিত সালাত থেকে এক লক্ষ গুণ অধিক ফযীলতের অধিকারী। আর

মসজিদুল হারামে পঠিত সালাত মসজিদে রাসূল ﷺ হতে একশত সালাতের ফযীলতের অধিক অধিকারী ঃ

٤٤٤٥- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةٌ فِىْ مَسْجِدِىْ هٰذَا اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ صَلٰوةٍ فِيْمَا سِوَاهُ اِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ وَصَلٰوةٌ فِىْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلٰوةٍ فِيْمَا سِوَاهُ.

৪৪৪৫. ইউনুস (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমার এই মসজিদে সালাত আদায় করা মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে সালাত আদায় করা হতে এক হাজার সালাতের অধিক ফযীলতের অধিকারী। আর মসজিদুল হারামে এক ওয়াক্ত সালাত আদায় করা অন্য জায়গায় এক লাখ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা থেকে উত্তম।

আল্লামা আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ মসজিদসমূহের মধ্যে এক মসজিদ থেকে অন্য মসজিদে সালাত আদায় করা বেশি ফযীলত হওয়া, যা আমরা এ হাদীসগুলোতে উল্লেখিত দেখতে পেয়েছি, যে ব্যক্তি কোন জায়গায় সালাত আদায় করার মানত করে তাকে সে জায়গায় সালাত আদায় অথবা তার চেয়ে উত্তম জায়গায় সালাত আদায় ব্যতীত তার মানত পূর্ণ হবেনা। উপরোক্ত অভিমতের বিরুদ্ধে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর দলীল হলো এ যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাণী, "আমার এ মসজিদে এক ওয়াক্ত সালাত আদায় অন্যান্য মসজিদে হাজার ওয়াক্ত সালাত আদায় থেকে উত্তম" ফরজ সালাতের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, নফলের ক্ষেত্রে বলা হয়নি। কেননা আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ (রা)-এর হাদীসে উল্লেখিত "মসজিদ থেকে আমার গৃহে সালাত আদায় করা আমার কাছে অধিক প্রিয়" বাণীটির প্রতি কি আমরা লক্ষ্য করিনা? আবার আমরা কি যায়দ ইব্ন সাবিত (রা)-এর হাদীসে উল্লেখিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাণী, "ফরয ব্যতীত অন্য সালাত ঘরের মধ্যে আদায় করা উত্তম" বাণীর প্রতি লক্ষ্য করিনা? আর এটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন যখন তিনি সাহাবায়ে কিরামকে রামাদান মাসের নফল ইবাদতে মগ্ন হবার ইচ্ছে করেছিলেন। এই কিতাবের অন্য জায়গায় এ সম্পর্কে আমি বর্ণনা রেখেছি। আমাদের উল্লেখিত হাদীসসমূহের আলোকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মসজিদে সালাত আদায় করা নিজেদের ঘরে সালাত আদায় করার চেয়ে বেশি ফযীলত সেই সালাতে, তা হলো এই সালাতের বিপরীত। অর্থাৎ এটা ফরয সালাতের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। এ বর্ণনায় আবূ ইউসুফ (র)-এর দলীলের ত্রুটি প্রমাণিত হয়। আরো প্রমাণিত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন জায়গায় সালাত আদায় করার মানত করে আর সে যদি অন্য জায়গায় এ সালাত আদায় করে তাহলে তার জন্য এটা বৈধ। হাদীসের মাধ্যমে এই অনুচ্ছেদের পর্যালোচনার এখানেই সমাপ্তি ঘটল। তবে গবেষণার মাধ্যমে এ অনুচ্ছেদের পর্যালোচনা নিম্নরূপ ঃ

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যে মানত করে বলে, মসজিদুল হারামে আমি দু রাকাত সালাত আদায় করব, তাহলে সেই সালাতটি নৈকট্য লাভের জন্যে আদায় করা সে নিজের জন্যে ফরয করেছে, তা তার জন্যে ফরয হিসেবে গণ্য হবে। অতঃপর আমরা ঐ স্থানটি সম্বন্ধে গবেষণা করব যেই স্থানে সালাত আদায় করাকে সে নিজের উপর ফরয করেছিল। তাহলে তার উপর যে সালাতটি আদায় করা ওয়াজিব তা কি সেখানে আদায় করা ওয়াজিব, না অন্য জায়গায়? অতঃপর আমরা লক্ষ্য করলাম, যদি কেউ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য বলে যে, আমি মসজিদুল হারামে এক ঘণ্টা অবস্থান করার মানত করলাম, তাহলে এটা

তার উপর ওয়াজিব হয়না। আমাদের এ সূত্র অনুযায়ী যে ব্যক্তি মসজিদুল হারামে সালাত আদায় করাকে ওয়াজিব করে নেয় তার উপর সালাত আদায় করা ওয়াজিব হবে। কিন্তু মসজিদুল হারামে অবস্থান করা ওয়াজিব হবেনা। আর এটাই এ অনুচ্ছেদের গবেষণার ফল। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত।

٤ـ بَابُ الرَّجُلِ يُوْجِبُ عَلٰى نَفْسِهِ الْمَشْىَ اِلٰى بَيْتِ اللّٰهِ

৪. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কেউ বাইতুল্লাহ্‌তে পদব্রজে যাওয়ার মানত করে

٤٤٤٦ـ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَى الْهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَى الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ ثَنَى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْيَمَانِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّ حُمَيْدَ الطَّوِيْلَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِرَجُلٍ يُهَادِىْ بَيْنَ ابْنَيْنِ لَهُ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوْا نَذَرَاَنْ يَمْشِىَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَغَنِىٌّ عَنْ تَعْذِيْبِ لِهٰذَا نَفْسَهُ وَاَمَرَهُ اَنْ يَرْكَبَ ـ

৪৪৪৬. আলী ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পথ চলছিলেন এবং জনৈক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে তার দুই সন্তানের মাঝে ধীরে ধীরে চলছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তারা বলল, সে হেঁটে হেঁটে হজ্জ করার মানত করেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তার আত্মাকে শাস্তি প্রদানের মুখাপেক্ষী নন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বাহনে আরোহণ করার নির্দেশ দেন।

٤٤٤٧ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৪৪৪৭. রাবী' আল-জাযী (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালিহ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٤٤٨ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالاَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمِيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৪৪৪৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন খুযাইমা (র) ও ইব্‌ন আবূ দাউদ (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٤٤٩ـ حَدَّثَنَا اَبْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عِيْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَنْصُوْرٍ عَنْ دُخَيْنِ الْحَجْرِىُّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِىِّ قَالَ نَذَرَتْ اُخْتِىْ اَنْ تَمْشِىَ اِلَى الْكَعْبَةِ حَافِيَةً حَاسِرَةً فَاَتَى عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا بَالُ هٰذِهِ قَالُوْا نَذَرَتْ اَنْ تَمْشِىَ اِلَى الْكَعْبَةِ حَافِيَةً حَاسِرَةً فَقَالَ مُرُوْهَا فَلْتَرْكَبْ وَلْتَخْتَمِرْ ـ

৪৪৪৯. ইব্ন আবূ দাঊদ (র) ..... উকবা ইব্ন 'আমির আল-জুহানী (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার বোন খালি পায়ে খালি মাথায় হেঁটে হেঁটে কা'বা যিয়ারত করার মানত করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার কাছে আগমন করলেন এবং বললেন, এর অবস্থা কি? পরিবারের সদস্যরা বলেন ঃ ইনি খালি পায়ে ও খালি মাথায় হেঁটে হেঁটে কা'বা যিয়ারত করার মানত করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তাকে হুকুম কর, সে যেন আরোহীতে আরোহণ করে ও ওড়না পরিধান করে।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম উপরোক্ত হাদীসগুলো গ্রহণ করেন এবং বলেন কোন ব্যক্তি যদি পদব্রজে হজ্জ করার মানত করে তাকে আরোহীতে আরোহণ করার নির্দেশ দেয়া হবে, এটা ব্যতীত তার উপর অন্য কিছু ওয়াজিব হবেনা।

অন্য একদল আলিম এ বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করেন এবং বলেন, তাকে আরোহীতে আরোহণ করতে বলা হবে, যেমন উপরোক্ত হাদীসসমূহে এসেছে। যদি তার বাক্যাংশ لِلّٰهِ عَلَىَّ -এর দ্বারা কসমের অর্থ নেয়া হয় তাহলে তার উপর কসমের কাফফারা ওয়াজিব হবে। কেননা لِلّٰهِ عَلَىَّ এর অর্থ কোন কোন সময় وَاللّٰهِ বা কসমের অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর মান্নতের অর্থ ত কসমই হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে আরো একটি বর্ণনা পাওয়া যায় ঃ

٤٤٥٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ التَّيْمِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ نَذْرَ فِيْ غَضَبٍ وَكَفَارَتُهُ كُفَّارَةُ يَمِيْنٍ -

৪৪৫০. ইউনুস (র) ..... ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ক্রোধে কোন মান্নত হয় না। আর তার কাফফারা হচ্ছে কসমের কাফফারার ন্যায়।

٤٤٥١- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৪৪৫১. ইউনুস (র) ..... মুহাম্মাদ ইবনুয যুবাইর (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা উল্লেখ করেন।

٤٤٥٢- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ سَلْمَةَ الْمُنْقَرِيُّ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ ثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيُّ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৪৪৫২. ইব্ন আবূ দাঊদ (র) ..... মুহাম্মাদ ইবনুয যুবাইর আল-হানযালী (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা উল্লেখ করেন।

٤٤٥٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ ثَنَا عُبَادَةُ بْنُ الْعَوَامِ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৪৪৫৩. আহমাদ ইব্ন আবদুল মু'মিন আল-মারুযী (র) ..... মুহাম্মাদ ইবনুয যুবাইর (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা উল্লেখ করেন।

٤٤٥٤ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَّجُلٍ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৪৪৫৪. ফাহাদ (র) এবং আলী ইব্ন মা'বাদ (র) ..... ইমরান (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٤٤٥٥ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ سُلَيْمٰنَ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ ثَنٰى اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ اُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ عَتِيْقٍ وَمُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمٰنَ بْنِ اَرْقَمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرِ الَّذِيْ كَانَ يَسْكُنُ الْيَمَامَةَ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَلْمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ نَذْرَ فِيْ مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ ـ

৪৪৫৫. ইব্ন আবূ দাঊদ (র) ..... আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, 'গুনাহের' কাজে মানত হয়না, আর তার কাফফারা হলো কসমের কাফফারা।

٤٤٥٦ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شَمَاسَةَ الْمَهْرِيْ عَنْ اَبِيْ الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَفَارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ ـ

৪৪৫৬. ইউনুস (র) ..... উকবা ইব্ন 'আমির (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "মানতের কাফফারা হল কসমের কাফফারার ন্যায়।"

٤٤٥٧ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَالِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ رَافِعٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ اَشْهَدُ لَسَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَارَةُ الْيَمِيْنِ ـ

৪৪৫৭. ইউনুস (র) ...... অন্য এক সনদে উকবা ইব্ন 'আমির (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলতেন, যদি কোন ব্যক্তি উল্লেখ ব্যতীত কোন মানত করে তবে তার কাফফারা হচ্ছে কসমের কাফফারার ন্যায়। উলামায়ে কিরাম এ সম্পর্কে আরো উল্লেখ করেন ঃ

٤٤٥٨ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَعَافِرِيُّ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيْ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ اَنَّ اُخْتَهُ نَذَرَتْ اَنْ تَمْشِيَ اِلَى الْكَعْبَةِ

حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فَذَكَرَ ذٰلِكَ عُقْبَةُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُرْ اُخْتَكَ فَلْتَرْكَبْ وَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَصُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ـ

৪৪৫৮. ইউনুস (র) ..... উকবা ইব্‌ন 'আমির আল-জুহানী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তার বোন খালি পায়ে ও মাথায় ওড়না ব্যাতীত কা'বা যিয়ারত করার মানত করেন। উক্‌বা (রা) এটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে উত্থাপন করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমার বোনকে বলো সে যেন আরোহীতে আরোহণ করে, সে যেন ওড়না পরিধান করে এবং তিন দিন সিয়াম পালন করে।

٤٤٥٩ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زَحْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدِ الرُّعَيْنِيَّ يَذْكُرُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مِثْلَهُ ـ

৪৪৫৯. আলী ইব্‌ন শাইবা (র) ..... উকবা ইব্‌ন 'আমির (রা) হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٤٦٠ـ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيْلٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْيَحْصِبِيِّ عَنْ عَبدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৪৪৬০. আল-হাসান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মানসূর (র) ..... উকবা ইব্‌ন 'আমির (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

তারা বলেন, "এ তিন দিনের সিয়াম তার কসমের কাফফারা। কেননা সে তার বাণী لِلّٰهِ عَلَيَّ اَنْ اَحُجَّ مَاشِيًا অর্থাৎ আল্লাহ্‌র জন্য পদব্রজে হজ্জ করা আমার উপর ওয়াজিব।" আর এটা নিম্নোক্ত বর্ণনায়ও দেখতে পাওয়া যায় ঃ

٤٤٦١ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلٰى اٰلِ طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُخْتِيْ نَذَرَتْ اَنْ يَحُجَّ مَاشِيَةً فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَصْنَعُ بِشَقَاءِ اُخْتِكَ شَيْئًا لِتَحُجَّ رَاكِبَةً وَتُكَفِّرَ عَنْ يَمِيْنِهَا ـ

৪৪৬১. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আগমন করেন এবং বলেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ! আমার বোন পদব্রজে হজ্জ পালন করার মানত করেছে।" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "তোমার বোনকে কষ্ট দেয়ার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার কোন কাজ নেই। সে যেন আরোহীতে আরোহণ করে হজ্জ পালন করে আর তার কসমের কাফফারাও আদায় করে।"

অন্য একদল আলিম তাদের বিরোধিতা করেন, এবং বলেন, বরং আমরা তাকে সওয়ারীতে আরোহণ করে হজ্জ আদায় করার জন্য নির্দেশ দিব, যদি সে তার এ মানত দ্বারা কসম ইচ্ছে করে থাকে এবং তাকে কুরবানীর পশু প্রেরণের জন্যও আদেশ দিব। তারা নিম্নে বর্ণিত বর্ণনাটিকে তাদের দলীল হিসেবে উল্লেখ করেন ঃ

Contents

٤٤٦٢- اَنَّ عَلِيَّ بْنَ شَيْبَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ اَنَّ اُخْتَهُ نَذَرَتْ اَنْ تَمْشِيَ اِلَى الْكَعْبَةِ حَافِيَةً نَاشِرَةً شَعْرَهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ وَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَهْدِ هَدْيًا -

৪৪৬২. আলী ইব্‌ন শাইবা (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন উকবা ইব্‌ন 'আমির (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আগমন করেন এবং তাকে সংবাদ দেন যে, তার বোন খালি পায়ে চুল ছেড়ে কা'বা শরীফ যিয়ারত করার মানত করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, তুমি তাকে আদেশ কর সে যেন আরোহীতে আরোহণ করে, ওড়না ব্যবহার করে এবং কুরবানীর পশু প্রেরণ করে।

٤٤٦٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عِيْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا مَطَرُ الْوَرَّاقُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ نَذَرَتْ اُخْتِيْ اَنْ تَمْشِيَ اِلَى الْكَعْبَةِ فَاَتَى عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَالِهٰذِهٖ قَالُوْا نَذَرَتْ اَنْ تَمْشِيَ اِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا مُرُوْهَا فَلْتَرْكَبْ وَلْتَهْدِ بُدْنَةً -

৪৪৬৩. ইব্‌ন আবূ দাউদ (র) ..... উকবা ইব্‌ন 'আমির আল-জুহানী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার বোন পদব্রজে কা'বা শরীফ পৌঁছার মানত করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার কাছে গমন করেন এবং বলেন, তার কি হয়েছে? তারা বলেন, সে কা'বা শরীফ পর্যন্ত পদব্রজে পৌঁছার মানত করেছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তার এ পদব্রজে হজ্জ পালনের মুখাপেক্ষী নন, তাকে আদেশ কর সে যেন আরোহীতে আরোহণ করে এবং কুরবানীর জন্যে পশু প্রেরণ করে।

উপরোক্ত হাদীসে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে আরোহীতে আরোহণ করার জন্যে ও কুরবানী করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং উপরে উল্লেখিত হাদীসসমূহের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি পদব্রজে হজ্জ পালন করার মানত করে এবং আরোহীতে আরোহণ করার ইচ্ছে পোষণ করে তাহলে তার হুকুম হলো পদব্রজে ভ্রমণ বর্জন করার জন্যে তাকে একটি কুরবানী করতে হবে এবং এ ব্যাপারে কসম ভঙ্গ করার জন্যে কাফফারা প্রদান করতে হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র) এরও এটাই অভিমত। এ ব্যাপারে যুক্তিভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী হল এই যে, একদল উলামা বলেন, "যেসব বস্তু দ্বারা মানত ওয়াজিব হয় তার মধ্যে পদব্রজ মানতের ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা পালন করেনা। কেননা এটার মধ্যে রয়েছে মাত্র শারীরিক ক্লান্তি। পদব্রজে ভ্রমণকারী পদব্রজে ভ্রমণ দ্বারা ইহ্‌রামের প্রতি কোন প্রকার ব্যতিক্রমধর্মী শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেনা। তাই উলামায়ে কিরাম তার উপর পদব্রজে ভ্রমণকে ওয়াজিব মনে করেননা এবং পদব্রজে ভ্রমণকে বর্জন করার জন্যে কোনরূপ জরিমানা আরোপ করেন না। আমরা এ ব্যাপারে গবেষণার আশ্রয় নিলাম এবং লক্ষ্য করলাম যে, হজ্জের মধ্যে রয়েছে বাইতুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করা, আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা, যুহর ও আসর এবং মাগরিব ও ঈশা একত্রে পড়া। আরো একটি তাওয়াফ আছে যা হাজী সাহেব ইহরাম অবস্থায় পালন করেন, এটা হল তাওয়াফে যিয়ারত। আর তার জন্যে আরো একটি তাওয়াফ আছে, যা তিনি ইহরাম থেকে হালাল হবার পর আদায় করেন। তাহলো তাওয়াফে সদর। অর্থাৎ

বিদায়ী তাওয়াফ। আর এগুলো সবকিছু হল হজ্জের করণীয় কাজ। আমাদের এ মানতকারী পদব্রজে এগুলো করার ইচ্ছে পোষণ করেছে আর সে এগুলো করেছে আরোহীতে আরোহণ করে। সুতরাং সে ত্রুটি-বিচ্যুতির শিকার হয়েছে এবং তার উপর একটি কুরবানী ওয়াজিব করেছে; তবে সে যদি এগুলো কোন ওযর কিংবা কারণ ব্যতীত করে থাকে। আর যদি কোন ওযর কিংবা কারণে করে থাকে তাহলে উলামায়ে কিরাম এ সম্বন্ধে মতভেদ করেন। তাদের কেউ কেউ বলেন, তার উপর কোন জরিমানা নেই। এ মতামত অবলম্বনকারী হলেন ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র)। আবার কেউ কেউ বলেন, এজন্য তাকে জরিমানা দিতে হবে। এখানে এটাই আমাদের গবেষণা ও দৃষ্টিভঙ্গী। কেননা বস্তুর উপাদান বা কারণসমূহ অশ্রদ্ধা জ্ঞাপনের গুনাহকে মিটিয়ে দেয়, কিন্তু কাফফারাসমূহ তা মিটায়না। আমরা কি লক্ষ্য করিনা যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلَا تَحْلِقُوْا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ অর্থাৎ যে পর্যন্ত কুরবানীর পশু এটার স্থানে না পৌঁছে তোমরা মাথা মুন্ডন করবেনা। (সূরা বাকারা ঃ ১৯৬) ইহরামের অবস্থায় মুহরিমের জন্যে ওযর ব্যতীত মাথা মুন্ডন করা হারাম। যদি সে মাথা মুন্ডন করে তবে তা হবে তার গুনাহ এবং তাকে কাফফারা দিতে হবে। যদি সে কোন ওযর বশত মুন্ডন করতে বাধ্য হয় তাহলে তাকে কাফফারা দিতে হবে, কিন্তু তার কোন গুনাহ হবেনা। তাহলে দেখা যায় ওযরের দ্বারা গুনাহ্ দূরীভূত হয়, কিন্তু কাফফারা দ্বারা নয়। যুক্তির আলোকে বাইতুল্লাহ্র তাওয়াফের হুকুমও এরূপ হওয়া উচিত ছিল। যদি কেউ ওযর ব্যতীত আরোহীতে আরোহণ করে বাইতুল্লাহ্র তাওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করে তাহলে তার উপর একটি কুরবানী ওয়াজিব হয়। কিন্তু যদি কেউ ওযরের কারণে আরোহণ অবস্থায় বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফ করে তাহলেও তার উপর একটি কুরবানী ওয়াজিব হবে। আর এটাই অনুচ্ছেদে গবেষণার হুকুম। ইমাম যুফার (র) কিয়াস হিসেবে এরূপ অভিমত পেশ করেন, কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত হল, যে ব্যক্তি ওযরের কারণে আরোহণ অবস্থায় বাইতুল্লার তাওয়াফে যিয়ারাত সম্পন্ন করে তার উপর কোন জরিমানা ওয়াজিব হবেনা।

যখন গবেষণার মাধ্যমে আমাদের উল্লেখিত সিদ্ধান্ত, যা প্রমাণিত হয়েছে, পদব্রজে হজ্জ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রেও অনুরূপ প্রমাণিত হবে। পদব্রজ হজ্জের অংশ হিসেবে গণ্য করায় ইহরামের পরেও পদব্রজ ওয়াজিব হবে যেমন ইহরামের মধ্যে পদব্রজ ওয়াজিব। অনুরূপভাবে ইহরামের অংশ গণ্য করায় ইহরামের পূর্বের পদব্রজের হুকুম হবে ইহরামের মধ্যের পদব্রজের ন্যায় ওয়াজিব। সুতরাং ইহরামের ওয়াজিব পদব্রজ বর্জনকারীর উপর যেরূপ কুরবানী বা দম ওয়াজিব, তদ্রূপ ইহরামের পূর্বের ওয়াজিব পদব্রজ বর্জনকারীর উপরও কুরবানী ওয়াজিব। পদব্রজের উপর শক্তি থাকা অবস্থায় এবং পদব্রজে অসমর্থ থাকা উভয় অবস্থায় এটা তার উপর ওয়াজিব। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত। আমাদের উপরোক্ত দলীল বিশুদ্ধ এবং শক্তি থাকা ও না থাকা উভয় অবস্থায়, কাউকে বহন করে তাওয়াফ করার ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য।

যদি কেউ বলেন, যখন পদব্রজে হজ্জ করায় মানত করার পদব্রজ তার উপর ওয়াজিব হয়, আর যখন সে আরোহীর উপর আরোহণ করে সে যেন ঐ ব্যক্তির ন্যায় ছিল, যে এরূপ মানত করেনি। অতঃপর পদব্রজে হজ্জ পালন করা তার উপর ওয়াজিব হয়। সে তখন এমন ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যায়, সে বলে যে, আমি দাঁড়িয়ে দু'রাকাত সালাত আদায় করব। এরপর সে বসে বসে সালাত আদায় করল (অথচ দুই জনকে একই রূপ গণ্য করা হয় না) **প্রশ্নকারীর প্রশ্নের জবাবে আমাদের বক্তব্য হল** এ যে, আমরা যে ফরয সালাতটি দাঁড়িয়ে পড়ার মানত করেছি, কোন ওযর ব্যতীত যদি আমরা সালাতটি বসে বসে আদায় করি তাহলে এটা পুনরায় আদায়

করা আমাদের উপর ওয়াজিব হয়ে যায়। আমরা এমন লোকের ন্যায় হয়ে যাই, যে সালাতই আদায় করেনি। আর আমাদের মধ্যে যে ইসলামি বিধানে হজ্জ আদায় করল, সে হজ্জের তাওয়াফ পদব্রজে করাটা ছিল ওয়াজিব, কিন্তু তাওয়াফটি করা হল আরোহীর উপর আরোহণ করে। অতঃপর সে পরিবারের কাছে ফিরে আসল। তাহলে তাকে এমন ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা যাবে না, যে তাওয়াফ করেনি আর তাকে পুনরায় তাওয়াফ করারও হুকুম দেয়া হয়নি, বরং তাকে মনে করতে হবে যে, সে তাওয়াফ সম্পাদন করেছে। আর তার এ তাওয়াফ যথেষ্ট হবে তবে তার ত্রুটির জন্যে তাকে একটি দম বা কুরবানী দিতে হবে। সুতরাং মানতের হজ্জ ও সালাতকে আল্লাহ্র ফরযকৃত হজ্জ ও সালাতের উপর কিয়াস করা যায়। এগুলোর মধ্যে যা আল্লাহ্ কর্তৃক ওয়াজিব করা হয়েছে তার মধ্যে যদি ত্রুটি করে কেউ, তাহলে সে তা বর্জন করার মধ্যে শামিল হবে। অনুরূপভাবে মানত আদায়ের মধ্যে যদি কেউ ত্রুটি করে তাহলে সেও তা বর্জন করার মধ্যে শামিল হবে। তাই তাকে ত্রুটি করার দরুন তা পুনরায় আদায় করতে হবে। কিন্তু সেটা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক ওয়াজিব করা হয়েছে আর এটাতে আদায়কারী ত্রুটি-বিচ্যুতির শিকার হয়েছে, তা পুনরায় আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবেনা। আর এ ত্রুটি-বিচ্যুতি দ্বারা সে বর্জনকারীর দলভুক্ত হবেনা। যদি এ ধরনের জিনিসই মানতের ব্যাপার হয় এবং সে তাতে ত্রুটি-বিচ্যুতিব শিকার হয় তাহলে সে এ ত্রুটি-বিচ্যুতি দ্বারা সে বর্জনকারীর সাথে সম্পৃক্ত হবেনা। যদি সম্পৃক্ত হত তাহলে তার উপর এটা পুনরায় করা ওয়াজিব হত। কিন্তু সে আদায়কারীর সাথে সম্পৃক্ততাই এ আমলের ত্রুটির জন্যে এ ধরনের অন্যান্য আমলের ত্রুটির জন্যে যেরূপ দম দিতে হয় এখানেও তদ্রূপ দিতে হবে। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত।

٥-بَابُ الرَّجُلِ يَنْذُرُ وَهُوَ مُشْرِكٌ نَذْرًا ثُمَّ أَسْلَمَ

৫. অনুচ্ছেদ ঃ কোন মুশরিক যদি মুশরিক অবস্থায় মানত করে অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করে

٤٤٦٤- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ فِ بِنَذْرِكَ -

৪৪৬৪. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন এবং বললেন ঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ! অজ্ঞতার যুগে আমি মানত করেছিলাম যে, মসজিদুল হারামে আমি ই'তিকাফ করব।" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "তোমার মানত পূর্ণ কর।"

٤٤٦٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أُرَاهُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ نَذْرًا وَقَدْ جَاءَ اللّٰهُ بِالْاِسْلَامِ فَقَالَ فِ بِنَذْرِكَ -

৪৪৬৫. আলী ইব্ন শাইবা (র) ..... উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ! আমি অজ্ঞতার যুগে একটি মানত মেনেছিলাম। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে পবিত্র ইসলাম দান করেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমার মানত পূর্ণ কর।

٤٤٦٦ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ اَنَّ اَيُّوْبَ حَدَّثَهُ اَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَنَا اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ بِالْجِعِرَّانَةِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اَنْ اَعْتَكِفَ يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذْهَبْ فَاعْتَكِفْ يَوْمًا ـ

৪৪৬৬. ইউনুস (র) ..... উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। একদিন হযরত উমার (রা) জিযারানা নামক স্থানে অবস্থান কালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ! অজ্ঞতার যুগে আমি মানত করেছিলাম যে, আমি একদিন মসজিদুল হারামে ই'তিকাফ করব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "যাও এবং একদিনের ই'তিকাফ কর।"

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল উলামায়ে কিরামের অভিমত হল যদি কোন ব্যক্তি মুশরিক জীবনে ই'তিকাফ, সাদাকা কিংবা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যে মুসলমানদের করণীয় কোন কিছু করার মানত করে অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে এটা পূর্ণ করা তার উপর ওয়াজিব হয়ে পড়ে। এ সম্পর্কে তারা উপরোক্ত হাদীসগুলোর মাধ্যমে দলীল পেশ করেন। অন্য এক দল আলিম এ সম্পর্কে তাদের বিরোধিতা করেন এবং বলেন, এটার কোন কিছুই তার উপর ওয়াজিব হবেনা। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত দলীল পেশ করেন ঃ

٤٤٦٧ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْاَيْلِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَذَرَ اَنْ يُطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَعْصِيَ اللّٰهَ فَلَايَعْصِهِ ـ

৪৪৬৭. সুলাইমান ইব্ন শুয়াইব (র) ..... আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মানত করে যে, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করবে, সে যেন আল্লাহ্র আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি মানত করে যে, সে আল্লাহ্র নাফরমানী করবে তাহলে সে যেন আল্লাহ্র নাফরমানী না করে।

٤٤٦٨ـ حَدَّثَنَا ابْنِ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا مَالِكُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৪৪৬৮. ইব্ন মারযূক (র) ..... মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٤٦٩ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৪৪৬৯. মুহাম্মাদ ইব্ন খুযাইমা (র) ..... তালহা ইব্ন আবদুল মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা উল্লেখ করেন।

٤٤٧٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَالِكُ عَنْ طَلْحَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৪৪৭০. ইউনুস (র) ..... তালহা (রা) হতে বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনিও নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٤٧١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ سَلْمَةَ الْمُنْقِرِيُّ قَالَ ثَنَا اَبَانُ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبَانٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ مَنْ نَذَرَ اَنْ يَعْصِيَ اللّٰهَ فَلَا يَعْصِهِ -

৪৪৭১. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নাফরমানী করার মানত করে সে যেন আল্লাহ্‌র নাফরমানী না করে।

٤٤٧٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

৪৪৭২. আবূ বাকরা (র) ..... ইয়াহ্ইয়া (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা উল্লেখ করেন।

٤٤٧٣- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِيُّ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ كَعْبِ الْحَلْبِيُّ قَالَ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا النَّذْرُ مَا اُبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللّٰهِ -

৪৪৭৩. রাবী' আল-জীযী (র) ..... আমর ইব্‌ন শুয়াইব (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার পিতা ও দাদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "যে কথায় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা হয় তা-ই মানত।"

উলামায়ে কিরাম বলেন, মানত তখনই পূর্ণ করা ওয়াজিব হয় যখন এটার দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করা হয়। আর যদি এটার দ্বারা আল্লাহ্‌র নাফরমানী করা হয় তাহ্‌লে এটা পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়না। কাফির ব্যক্তি যদি বলে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য আমার উপর সিয়াম সাধন করা ওয়াজিব। কিংবা বলে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য আমার উপর ই'তিকাফ করা ওয়াজিব। অতঃপর সে যদি এটা করে তাহলে সে এটার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করতে পারবেনা। কেননা সে যখন একথা বলছে এটার দ্বারা তার ঐ প্রভুকে উদ্দেশ্য করেছে যাকে সে আল্লাহ্ ব্যতীত ইবাদত করত আর এটা হল তার আল্লাহ্‌র প্রতি নাফরমানী। সুতরাং একথাটিও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বাণীতে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, لَا نَذْرَ فِيْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নাফরমানীর ক্ষেত্রে কোন মানত কার্যকর হয়না। তবে উমার (রা)-এর জন্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাণী فِ بِنَذْرِكَ অর্থাৎ "তোমার মানত পূর্ণ কর" ওয়াজিব হিসেবে গণ্য না হতে পারে বরং যে অবস্থায় সে মানত করেছে এ মানত পূর্ণ করার সময় আল্লাহ্‌র নাফরমানীতে লিপ্ত হবার সম্ভাবনা ছিল বিধায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দয়া পরবশ হয়ে হুকুম দেন যেন মানতটিকে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং সে নিজের উপর যা ওয়াজিব করেছিল তার বিপরীত তাকে করার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুকুম দেননি। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত।

كِتَابُ الْحُدُوْدِ

অধ্যায় ঃ অপরাধের শাস্তি বিধান

١ـ بَابُ حَدِّ الْبِكْرِ فِي الزِّنَاءِ

১. অনুচ্ছেদ ঃ অবিবাহিতের যিনার শাস্তি

٤٤٧٤ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذُوْا عَنِّيْ فَقَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ اَلبِكْرُ يُجَلَّدُ وَيُنْفٰى وَالثَّيِّبُ يُجَلَّدُ وَيُرْجَمُ ـ

৪৪৭৪. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... উবাদা ইবনুস সামিত (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আমার থেকে তোমরা শরীয়তের বিধান গ্রহণ কর। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য শাস্তির বিধান প্রদান করেছেন। অবিবাহিত যদি অবিবাহিতার সাথে এবং বিবাহিত যদি বিবাহিতার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে অবিবাহিতকে বেত্রাঘাত করা হবে ও তাকে নির্বাসন দেয়া হবে। আর বিবাহিত-কে বেত্রাঘাত করা হবে এবং প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে হবে।

٤٤٧٥ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى الْحَمَّانِيُّ قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذُوْا عَنِّيْ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ ـ

৪৪৭৫. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... সালামা ইব্‌ন আল-মুহব্বিক (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "তোমরা আমার থেকে শরীয়তের বিধি-বিধান গ্রহণ কর, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্যে শাস্তির বিধান ঘোষণা করেছেন ঃ অবিবাহিত যদি অবিবাহিতার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাকে একশটি বেত্রাঘাত করবে এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন প্রদান করবে আর বিবাহিত যদি বিবাহিতার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাকে একশটি বেত্রাঘাত করতে হবে এবং প্রস্তর মেরে হত্যা করতে হবে।

٤٤٧٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ وَعِيْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْغَافِقِيُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ وَشِبْلٍ قَالُوْا كُنَّا قُعُوْدًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ اَنْشُدُكَ اللّٰهَ اِلاَّ قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ اَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَايْذَنْ لِيْ قَالَ قُلْ قَالَ اِنَّ ابْنِيْ كَانَ عَسِيْفًا عَلٰى هٰذَا فَزَنٰى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالاً مِّنْ اَهْلِ الْعِلْمِ فَاَخْبَرُوْنِيْ اَنَّ عَلٰى ابْنِيْ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَعَلٰى امْرَأَةِ هٰذَا الرَّجْمُ فَقَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ اَلْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلٰى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَاغْدُ يَا اُنَيْسُ اِلَى امْرَأَةِ هٰذَا فَاِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا -

৪৪৭৬. ইউনুস (র) ও ঈসা ইব্ন ইব্রাহীম আল-গাফিকী (র) ..... আবূ হুরাইরা (রা), যায়দ ইব্ন খালিদ আল-জুহানী (রা) এবং শিবল (রা) হতে বর্ণনা করেন। তারা বলেন, আমরা এক সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হলেন এবং বললেন, আমি আপনাকে আল্লাহ্র শপথ দিচ্ছি, আপনি যেন আমাদের মাঝে আল্লাহ্র কিতাবের হুকুম মুতাবিক ফায়সালা প্রদান করেন। তখন তার প্রতিপক্ষও দণ্ডায়মান হলেন। তিনি ছিলেন প্রথম পক্ষ থেকে বেশি জ্ঞানী। তিনি বললেন, আমার প্রতিপক্ষ সত্য বলেছেন। আপনি আমাদের মাঝে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করুন এবং আমাকে আরযী পেশ করতে অনুমতি প্রদান করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আপনি বলুন, তখন তিনি বললেন, "আমার ছেলে সে ছিল পথভ্রষ্ট, অতঃপর সে এ লোকটির স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল এরপর আমি তার কাছে একশ বকরী ও একটি গোলাম দণ্ড আদায় করি। অতঃপর আমি কিছু সংখ্যক জ্ঞানী লোকদেরকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি, তারা আমাকে বলে যে, আমার ছেলের জন্যে একশ বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন দিতে হবে। আর মহিলাটিকে প্রস্তর দ্বারা শাস্তি প্রদান করতে হবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ ন্যস্ত, তার নামে শপথ করে বলছি, আমি তোমাদের দুই জনের মাঝে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করব। একশটি বকরী এবং গোলাম তোমার কাছে ফেরত আসবে। আর তোমার ছেলের জন্য রয়েছে একশ বেত্রাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসন। হে উনাইস! তুমি এ লোকটির স্ত্রীর কাছে যাও, যদি সে অপরাধের কথা স্বীকার করে তাহলে তাকে 'রাজম' করো। উনাইস (রা) মহিলাটির কাছে গেলেন, আর সে অপরাধ স্বীকার করল এবং উনাইস তাকে 'রাজম' করলেন।

٤٤٧٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ وَمَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالاَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ -

৪৪৭৭. ইউনুস (র) ..... হযরত আবূ হুরাইরা (রা) ও যায়দ ইব্ন খালিদ আল-জুহানী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তারা বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে উপবিষ্ট ছিলাম, অতঃপর তারা অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম অভিমত পেশ করেন যে, অবিবাহিত লোক যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাকে একশ বেত্রাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসন উভয় প্রকার শাস্তি প্রদান করতে হবে। এ ব্যাপারে তারা উপরোক্ত হাদীসগুলোকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। অন্য একদল আলিম এ ব্যাপারে তাদের বিরোধিতা করেন। তারা বলেন, অবিবাহিত ব্যক্তি যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাকে একশ বেত্রাঘাত করতে হবে, তবে বেত্রাঘাতের সাথে তার জন্যে নির্বাসন নেই। হাঁ, যদি ইমাম মনে করেন তার এ অপরাধের জন্যে তাকে নির্বাসনে প্রেরণ করা উচিত, তাহলে তিনি তাকে যেখানে ইচ্ছে নির্বাসনে প্রেরণ করতে পারেন, যেমন ব্যভিচারী ব্যতীত অন্যান্য অপরাধীকে নির্বাসনে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে তাদের দলীল হল নিম্নরূপ ঃ

٤٤٧٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْاَمَةِ اِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ فَقَالَ اِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ اِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ اِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ بِيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ قَالَ مَالِكُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ اَدْرِيْ اَبَعْدَ الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ -

৪৪৭৮. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরাইরা (রা) ও যায়দ ইব্ন খালিদ আল-জুহানী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এমন দাসী সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হল, যে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল, সতীত্ব বজায় রাখে নাই। তিনি বলেন, যখন সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাকে তোমরা বেত্রাঘাত করবে। এরপর যদি সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাকে তোমরা বেত্রাঘাত করবে। অতঃপর যদি সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাকে তোমরা বেত্রাঘাত করবে। অতঃপর তাকে বিক্রি করে দেবে, এমনকি চুল নির্মিত একটি রশির বিনিময়ে হলেও। বর্ণনাকারী মালিক বলেন, ইব্ন শিহাব (র) বলেন, আমার সুনিশ্চিতভাবে জানা নেই, তিনবার, না চার বারের পর বিক্রির কথা বলেছেন।

٤٤٧٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ شِبْلَ بْنَ خَالِدٍ اَخْبَرَنَا اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَالِكِ الْاَوْسِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْوَلِيْدَةُ اِذَا زَنَتْ مِثْلَهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ الْبَيْعُ وَاَخْبَرَهُ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَ ذٰلِكَ -

৪৪৭৯. ইউনুস (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মালিক আল-আউসী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি সংবাদ দেন যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, দাসী যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, এরপর অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি বিক্রির কথা বলেছেন তৃতীয়বারে কিংবা চতুর্থবারে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবী যায়দ ইব্ন খালিদ (রা) ও অনুরূপ সংবাদ পরিবেশন করেন।

Contents

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ উপরোক্ত হাদীসে উল্লেখিত শিবল ইব্‌ন খালিদ বর্ণনাকারীর নাম ভুল। শুদ্ধ হবে শিবল ইব্‌ন খুলাইদ আল-মুযানী।

٤٤٨٠ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ ثَنَا بَقِيَّةُ هُوَ ابْنُ الْوَلِيْدِ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ شِبْلَ بْنَ خُلَيْدِ الْمُزَنِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَالِكِ الاَوْسِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْوَلِيْدَةُ اِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ اِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ اِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ اِنْ زَنَتْ فَبِيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ وَالضَّفِيْرُ اَلْحَبْلُ ـ

৪৪৮০. ফাহাদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মালিক আল-আউসী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "দাসী যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন তাকে তোমরা বেত্রাঘাত করবে, পুনরায় যদি সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাকে তোমরা বেত্রাঘাত করবে। আবার যদি সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাকে তোমরা বেত্রাগাত করবে। অতঃপর যদি সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাকে একটি রশির বিনিময়ে হলেও বিক্রি করে দিবে। হাদীসে উল্লেখিত الضَّفِيْر। এর অর্থ রশি।

٤٤٨١ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ ثَنِى اُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ اللَّيْثِيُّ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا زَنَتْ اَمَةُ اَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبُ عَلَيْهَا قَالَ ذَالِكَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ فِى الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ ثُمَّ بِيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ ـ

৪৪৮১. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমাদের কোন দাসী যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাকে বেত্রাঘাতের মাধ্যমে তোমরা শাস্তি প্রদান করবে। তার এ অপবাধের জন্যে অন্য কোন শাস্তি নেই। শাস্তি প্রয়োগের কথা তিনি তিন বার বলেন, অতঃপর তিনি তৃতীয় কিংবা চতুর্থ বারে বলেন, অতঃপর তোমরা তাকে বিক্রি করে দিবে, যদিও একটি রশির বিনিময়ে হয়।

٤٤٨٢ـ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ عَنْ سَعِيْدِ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

৪৪৮২. বাহার ইব্‌ন নসর (র) ..... আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তারপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা উল্লেখ করেন।

٤٤٨٣ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ ثَنِى اُسَامَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ـ

৪৪৮৩. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٤٨٤ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اُوَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عُبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهٖ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا زَنَتِ الْاَمَةُ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ اِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ اِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ بِيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ ـ

৪৪৮৪. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... উব্বাদ ইব্‌ন তামীম (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার চাচা হতে বর্ণনা করেন, তিনি ছিলেন একজন সাহাবী। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যদি দাসী ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তোমরা তাকে বেত্রাঘাত করবে। পুনরায় যদি সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাকে তোমরা বেত্রাঘাত করবে। আবারও যদি সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তোমরা তাকে বেত্রাঘাত করবে অতঃপর তাকে বিক্রি করে দিবে, যদি একটি রশিরও বিনিময়ে হয়।

٤٤٨٥ـ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ اُوَيْسٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ ـ

৪৪৮৫. আলী (র) ..... যায়দ ইব্‌ন খালিদ (র) হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٤٨٦ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ اَبِىْ فَرْوَةَ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَهُ اَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَتْ اَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

৪৪৮৬. রাবী' আল-মুয়াযযিন (র) ..... আম্মারা বিনত আবদুর রহমান (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন। এরপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেন।

٤٤٨٧ـ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْاَعْلٰى التَّغْلَبِىْ عَنْ اَبِىْ جُمَيْلَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ اُخْبِرَ النَّبِىُّ ﷺ بِاَمَةٍ لَّهُمْ فَجَرَتْ فَاَرْسَلَنِىْ اِلَيْهَا فَقَالَ اذْهَبْ فَاَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ فَانْطَلَقْتُ فَوَجَدْتُهَا لَمْ تَجُفَّ مِنْ دَمِهَا فَرَجَعْتُ فَقَالَ لِىْ فَرَغْتَ فَقُلْتُ وَجَدْتُهَا لَمْ تَجُفَّ مِنْ دَمِهَا فَقَالَ اِذَا هِىَ جَفَّتْ مِنْ دَمِهَا فَاجْلِدْهَا قَالَ عَلِىٌّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقِيْمُوا الْحُدُوْدَ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ـ

৪৪৮৭. রাওহ ইবনুল ফারাজ (র) ..... আলী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাদের এক দাসী সম্বন্ধে সংবাদ দেয়া হল যে, সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে তার কাছে প্রেরণ করেন এবং বলেন, তুমি যাও এবং তার উপর শাস্তি প্রয়োগ কর। হযরত আলী (রা) বলেন, আমি গেলাম এবং আমি তাকে পেলাম যে তার রক্ত এখনো শুকায়নি। তাই আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে ফেরত আসলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি তোমার উপর অর্পিত কর্তব্য সম্পাদন করে অবসর হয়েছ? তখন আমি বললাম, আমি তাকে পেয়েছি কিন্তু তার রক্ত এখনও শুকায়নি, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যখন তার রক্ত শুকিয়ে যাবে তখন তাকে বেত্রাঘাত করবে। হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের দাস-দাসীর উপর শাস্তি প্রয়োগ করবে।

উলামায়ে কিরাম বলেন, রাসূলুল্লাহ্ﷺ দাসীকে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে বেত্রাঘাত করার হুকুম দিয়েছেন কিন্তু বেত্রাঘাতের সাথে নির্বাসনের হুকুম দেননি। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনুল কারিমের সূরা নিসা ঃ ২৫ আয়াতে ইরশাদ করেন ঃ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ অর্থাৎ তবে তাদের শাস্তি স্বাধীনা নারীর অর্ধেক।" আমরা জানতে পারলাম যে, দাসী ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তার উপর স্বাধীনা নারীর অর্ধেক শাস্তি প্রয়োগ করা ওয়াজিব হয়। অতঃপর প্রমাণিত হয় যে, দাসী যেমন ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তার জন্য কোন নির্বাসন নেই, স্বাধীনা নারীও ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তার জন্যে নির্বাসন নেই। কেননা আমরা ইতিমধ্যে আমাদের এ কিতাবে উল্লেখ করেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ﷺ কোন নারীকে মাহ্রাম ব্যতীত তিন দিনের বেশি ভ্রমণ করতে নিষেধ করেছেন। তাই এটাও একটা দলীল যে, কোন নারী যেন মাহ্রাম ব্যতীত ব্যভিচারের শাস্তির ক্ষেত্রে তিন দিনের বেশি ভ্রমণ না করে। আর এ হাদীসের দ্বারাই ব্যভিচারের ক্ষেত্রে মহিলাদের থেকে নির্বাসনের শাস্তি বাতিল করা হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, পরাধীন নারীর ক্ষেত্রে ব্যভিচারের বেলায় যেমন নির্বাসনকে রহিত করা হয়েছে, তদ্রূপ পুরুষদের থেকেও তা রহিত করা হয়েছে। আর আমাদের উল্লেখিত পরাধীনা নারীদের থেকে রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর রহিত করার ফলে স্বাধীনা নারীদের থেকেও রহিত হয়ে যায় আর স্বাধীনা নারীদের ক্ষেত্রে রহিত করার বিষয়টিও স্বাধীন পুরুষদের ক্ষেত্রে রহিত হিসেবে গণ্য। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত।

যদি কোন ব্যক্তি বলে, "দাসী যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে তাকে ৬ মাসের নির্বাসন দেয়াটা স্বাধীনা নারীর নির্বাসনের অর্ধেক হিসেবে গণ্য। সে আরো বলে, দাসীকে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার বেত্রাঘাতের শাস্তি সম্পর্কে তোমরা রাসূলুল্লাহ্ﷺ থেকে যে বাণী উল্লেখ করেছ এবং তাকে চতুর্থবারের সময় বিক্রি করার যে বাণী বর্ণিত হয়েছে, তাতে রাসূলুল্লাহ্ﷺ তার নির্বাসনকে প্রত্যাখ্যান করেননি।" **উপরোক্ত প্রশ্নকারী তার এ কথা** দ্বারা তার পূর্বেকার জ্ঞানীদের বিরোধিতা করেছে এবং তাদের বাণীগুলো প্রত্যাখ্যান করেছে, তাই তাকে উত্তরে বলা যায় যে, বরং আমরা রাসূলুল্লাহ্ﷺ হতে যে বর্ণনা পেশ করেছি, তিনি বলেছেন, যদি তোমার কোন দাসী ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে তাকে তার মুনিব যেন বেত্রাঘাত করে। আর চতুর্থ বারের জন্য বলেছেন, সে যেন তাকে বিক্রি করে দেয়। এ বাণীটি একথার উপর দলীল যে, তার জন্যে কোন নির্বাসন নেই, কেননা তিনি সাহাবায়ে কিরামকে ব্যভিচারে লিপ্ত দাসীদের সাথে যেরূপ আচরণ করতেন তা শিক্ষা দিয়েছেন, তাই তাদের ব্যাপারে যা কিছু করা দরকার তার থেকে কোন কিছু কম করা সম্ভব নয়। আবার ৬ মাস অতিক্রান্ত হবার পূর্বে বিক্রেতা থেকে হস্তগত হওয়ার সামর্থ্য না থাকায় এটাকে বিক্রি করার আদেশ করাও সম্ভব নয়। তাকে আরো বলা যায় যে, যা তুমি ধারণা করেছ যে, রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর উনাইস (রা) কে লক্ষ্য করে বলা, "তুমি মহিলাটির কাছে যাও, যদি সে স্বীকার করে তাহলে তাকে রাজম কর "বাণীটি একথার দলীল যে, এর সাথে বেত্রাঘাত নেই, যদিও বেত্রাঘাত বাতিলের কথা এ হাদীসে উল্লেখ নেই। আর তুমি একথা বলে রাসূলুল্লাহ্ﷺ থেকে বর্ণিত বাণীর বিরোধিতা করলে। রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর বাণী হল, "বিবাহিত বিবাহিতার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে একশ বেত্রাঘাত আসবে এবং রাজম আসবে।" আর এটা যখন তোমার কাছে আমাদের উল্লেখিত মতামতের বিরুদ্ধে একটি দলীল হিসেবে গণ্য, তাহলে তুমি তোমার প্রতিপক্ষকে কেন খারাপ মনে করছ, যখন সে রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর বাণী, "যদি তোমাদের কোন দাসী ব্যভিচার করে তাকে মুনিব বেত্রাঘাত করবে"-কে দাসীর নির্বাসন বাতিলের জন্যে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে। দাসীর নির্বাসন সম্বন্ধে হাদীসের মৌনতাই তার থেকে নির্বাসনকে দূরীভূত করে, যেমন তুমিও উল্লেখ করেছ যে, রাজমের...

সাথে বেত্রাঘাত থেকে মৌনতা অবলম্বন ব্যভিচারী বিবাহিতের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রস্তরের সাথে বেত্রাঘাতকে দূরীভূত করেনা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উনাইস (রা)-কে বলেছিলেন فَاِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجِمْهَا যদি সে স্বীকার করে তাহলে তাকে প্রস্তর দ্বারা শাস্তি প্রদান করবে। এ ক্ষেত্রে তুমি যেরূপ ভূমিকা নিয়েছ তোমার প্রতিপক্ষও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বাণীতে اِذَا زَنَتْ اَمَةُ اَحَدِكُمْ অর্থাৎ যখন তোমাদের কোন দাসী ব্যভিচারে লিপ্ত হয় فَلْيُجْلِدْهَا তখন সে যেন তাকে বেত্রাঘাত করে, অনুরূপ ভূমিকা নিয়েছে। **প্রশ্নকারীকে আরো বলা** হয় যে, ব্যভিচারী ছাড়াও অন্যের ক্ষেত্রে নির্বাসন প্রয়োগ করার ঘটনা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে দেখতে পাওয়া যায় ঃ

٤٤٨٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ ثَنَا اسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَجُلاً قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِائَةً وَنَفَاهُ سَنَةً وَمَحَا اَرَاهُ سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَمَرَهُ اَنْ يَعْتِقَ رَقَبَةً -

৪৪৮৮. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আমর ইব্‌ন শুয়াইব (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার পিতা এবং তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেন। একবার এক ব্যক্তি তার গোলামকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে একশ বেত্রাঘাত করেন এবং তাকে এক বছরের জন্যে নির্বাসন দেন, সম্ভবত মুসলিমদের জন্য নির্ধারিত ভাতা তার থেকে স্থগিত করেন এবং তাকে একটি গোলাম আযাদ করতে নির্দেশ দেন।

এ ব্যক্তির ব্যাপারে হত্যাকারী হওয়ার কারণে তাকে যে নির্বাসন দেয়ার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এ কর্মটি আমাদের এবং তোমাদের কাছে এ কথার উপর দলীল নয় যে, এটা একটি অপরিহার্য শাস্তির বিধান, যা প্রত্যাখ্যান করা সমীচীন নয়, বরং এটা ছিল তার যুলুমের জন্যে। আর এটা একটি সাধারণ শাস্তি হিসেবে গণ্য নয়। তাহলে হে প্রশ্নকারী, তুমি কেন ব্যভিচারীর নির্বাসনকে তার যুলুমের জন্যে নির্দেশ করা হয়েছে বলে মনে করছনা? আর এটা বেত্রাঘাত ও প্রস্তরের অপরিহার্য শাস্তির ন্যায় অপরিহার্য শাস্তি নয়। (এরূপও তোমাকে মনে করতে হবে।)

٢- بَابُ حَدُّ الزَّانِي الْمُحْصَنِ مَا هُوَ ؟

২. অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি কি?

٤٤٨٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلاً زَنٰى فَاَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَجُلِدَ ثُمَّ اُخْبِرَ اَنَّهُ قَدْ كَانَ اَحْصَنَ فَاَمَرَبِهِ فَرُجِمَ -

৪৪৮৯. ইউনুস (র) ..... জাবির (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দেন। অতঃপর তাঁকে সংবাদ দেয়া হয় যে, সে বিবাহিত, তখন তাকে রাজম করার নির্দেশ দেন। তাই তাকে রাজম করা হয়।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন এবং বলেন, বিবাহিত ব্যভিচারীর এরূপই শাস্তি। যখন সে ব্যভিচারীতে লিপ্ত হবে তখন তাকে বেত্রাঘাত ও প্রস্তর দ্বারা উভয় প্রকারের শাস্তি দিতে হবে। অন্য একদল আলিম এ ব্যাপারে তাদের বিরোধিতা করেন এবং বলেন, বরং প্রস্তর দ্বারা শাস্তি প্রদান করতে হবে, বেত্রাঘাত নয়। তারা আরো বলেন, এটাও সম্ভাবনা রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সংবাদ পেলেন যে, লোকটি বিবাহিত তখন তাকে রাজম করার আদেশ দেন। কেননা বেত্রাঘাত তার

শাস্তি নয়, তার শাস্তি হল রাজম। আবার এটাও সম্ভাবনা রয়েছে যে, বেত্রাঘাতসহ রাজম করাই তার শাস্তি। প্রথম প্রতিপক্ষ তাদের অভিমতের পক্ষে নিম্নবর্ণিত দলীল পেশ করেন ঃ

٤٤٩۔ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حَطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقَاشِىْ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خُذُوْا عَنِّىْ فَقَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ يُجْلَدُ وَيُنْفٰى وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ ۔

৪৪৯০. ইউনুস (র) ..... উবাদা ইবনুস সামিত (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আমার থেকে তোমরা শরীয়তের বিধিবিধান গ্রহণ কর। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্যে বিধান প্রদান করেছেন। অবিবাহিত অবিবাহিতার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তাকে বেত্রাঘাত করতে হবে ও নির্বাসন দিতে হবে। আর বিবাহিত বিবাহিতার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তাকে বেত্রাঘাত করতে হবে ও রাজম করতে হবে।

٤٤٩١۔ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ زَاذَانَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ ثَنَا حَطَّانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقَاشِىُّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذُوْا عَنِّىْ فَقَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ فَالرَّجْمُ ۔

৪৪৯১. সালিহ ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... উবাদা ইবনুস সামিত (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "আমার থেকে তোমরা বিধিবিধান গ্রহণ কর। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্যে বিধি বিধান প্রদান করেছেন। অবিবাহিত অবিবাহিতার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তাকে একশ বেত্রাঘাত করতে হবে এবং এক বছরের নির্বাসনে প্রেরণ করতে হবে। আর বিবাহিত বিবাহিতার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তাকে একশ বেত্রাঘাত করতে হবে এবং প্রস্তর দ্বারা শাস্তি দিতে হবে।"

তারা বলেন, এটাই আমাদের অভিমত। বিবাহিতকে বেত্রাঘাত করতে হবে। এরপর তাকে প্রস্তর দ্বারা শাস্তি প্রদান করতে হবে, যেমন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন। এদের বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয় প্রতিপক্ষের পক্ষে বিরাজমান দলীলটিও আমরা উল্লেখ করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উনাইস আল-আসলামী (রা) কে মহিলাটির কাছে পরদিন আগমন করার জন্যে আদেশ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, যদি সে স্বীকার করে তাহ্লে তাকে যেন প্রস্তর দ্বারা শাস্তি প্রদান করা হয়, কিন্তু তাকে বেত্রাঘাত করতে বলেননি। এ অনুচ্ছেদের প্রথমে হাদীসটি সনদ সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। ঐ হাদীসে একথাও উল্লেখ রয়েছে যে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আগমন করেছিলেন তিনি বলেছিলেন, আমি কতিপয় জ্ঞানী লোককে জিজ্ঞেস করেছি, তারা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, এ মহিলাটিকে প্রস্তর দ্বারা শাস্তি দিতে হবে। সে কিন্তু প্রস্তরের সাথে বেত্রাঘাতের কথা উল্লেখ করেনি, আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তার কথা প্রত্যাখ্যান করেননি। এতে প্রমাণিত হয় যে, ব্যভিচারীর জন্যে যা কিছু শাস্তি রয়েছে তা হলো প্রস্তরের শাস্তি, বেত্রাঘাত নয়। এ সম্পর্কে মায়িয (রা)-এর ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত রয়েছে, যা এ তথ্যটি সুদৃঢ় করেছে ঃ

٤٤٩٢ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا الاَسْوَدُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَمَّاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَجَمَ مَاعِزًا وَلَمْ يَذْكُرْ جَلْدًا ـ

৪৪৯২. আলী ইব্ন মা'বাদ (র) ..... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মায়িয (রা) কে 'রাজম' করার আদেশ দেন।" সেখানে তিনি বেত্রাঘাতের কথা বলেননি।

আমরা যা কিছু উল্লেখ করলাম তাতে প্রমাণিত হয় যে, বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি হলো প্রস্তর দ্বারা শাস্তি প্রদান করা, বেত্রাঘাত নয়।

যদি কেউ বলেন, যেখানে বেত্রাঘাত ও প্রস্তর উভয়টার দ্বারা শাস্তি প্রদান করা হয়, তা শুধুমাত্র প্রস্তর দ্বারা শাস্তি প্রদান করা থেকে উত্তম নয় কেন? **উত্তরে প্রশ্নকারীকে বলা যায়** প্রস্তরের শাস্তির সাথে বেত্রাঘাতের শাস্তি রহিত হয়ে যাওয়ার দলীলটি বিদ্যমান থাকায় উভয়টার দ্বারা শাস্তি প্রযোগ করা উত্তম নয়। কেননা ব্যভিচারী বিবাহিত ও অবিবাহিতের মধ্যে শাস্তির ক্ষেত্রে পার্থক্য করার পূর্বে ব্যভিচারীর যে মূল শাস্তি প্রয়োগ করা হয়েছিল তা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেন ঃ

وَاللاَّتِى يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً ـ

অর্থাৎ তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হতে চারজন সাক্ষী তলব করবে। যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে তাদেরকে গৃহে অবরুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ্ তাদের জন্যে কোন ব্যবস্থা করেন। (সূরা নিসা ঃ ১৫) এটা ছিল ব্যভিচারিণীর শাস্তি, তাকে মৃত্যু পর্যন্ত গৃহে অবরুদ্ধ করে রাখা কিংবা আল্লাহ্ তাদের জন্যে কোন ব্যবস্থা করবেন। অতঃপর তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাণী خُذُوْا عَنِّىْ فَقَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً অর্থাৎ "আমার থেকে তোমরা শরীয়তের বিধি-বিধান গ্রহণ কর, আল্লাহ্ তাদের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন "এর মাধ্যমে রহিত হয়ে যায়। অতএব উবাদা ইবনুস সামিত (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে সেই ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যবস্থার কথাই আল্লাহ্র বাণী اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً এর মাধ্যমে বলেছেন। আর এ ব্যবস্থার কথাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাণীতে বর্ণিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিবাহিতের মধ্যে বেত্রাঘাত ও প্রস্তরের শাস্তি নির্ধারণ করেন। আর অবিবাহিতের ক্ষেত্রে বেত্রাঘাত ও নির্বাসনের শাস্তি নির্ধারিত করেন। আমরা এটা জানতে পারলাম যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর এ বাণীটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত হয়। আর আমরা এটাও জানতে পারলাম যে, প্রস্তরের মাধ্যমে ব্যভিচারীর শাস্তি নির্ধারিত হবার পূর্বে সে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়নি, কেননা আল্লাহ্র কিতাবের বর্ণনা অনুযায়ী ব্যভিচারীর শাস্তি ছিল গৃহে অবরুদ্ধ থাকা। আর আল্লাহ্র বাণী اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً এবং উবাদাহ ইবনুস সামিতের হাদীসের মধ্যখানে অন্য কোন হুকুম ছিলনা। তাই আমরা জানতে পারলাম যে, উবাদা (রা)-এর হাদীসটি ছিল এ আয়াতটি অবতীর্ণ হবার পর। আর মায়িয (রা)-এর হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার বিবাহ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন, কেননা বিবাহিত ও অবিবাহিতের শাস্তির মধ্যে পার্থক্য বিরাজ করছে।

আবূ হুরাইরা (রা) ও যায়দ ইব্ন খালিদ আল-জুহানী (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিবাহিত ও অবিবাহিতের শাস্তির মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। অবিবাহিতের জন্য একশ বেত্রঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। অন্য দিকে বিবাহিতের জন্যে প্রস্তরের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান। আমরা আরো জানতে পারলাম যে,

উবাদা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসটির পরে হচ্ছে যায়দ (রা), আবূ হুরাইরা (রা) ও যায়িদ ইব্‌ন খালিদ আল-জুহানী বর্ণিত হাদীস। তাই মায়িয (রা), আবূ হুরাইরা (রা) ও যায়দ ইব্‌ন খালিদ আল-জুহানী (রা)-এর বর্ণিত হাদীস উবাদা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসের জন্যে ناسخ বা হুকুম রহিতকারী হিসেবে গণ্য। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যে হুকুমটি পরে হয় তা পূর্বেকার হুকুমের জন্যে হয় ناسخ বা হুকুম রহিতকারী। সুতরাং আমরা যে হাদীসটি আবূ হুরাইরা (রা) ও যায়দ ইব্‌ন খালিদ আল-জুহানী (রা) হতে বর্ণনা করেছি, আর মায়িয (রা) হতে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছি এগুলো উবাদা ইবনুস সামিত (রা) হতে বর্ণিত হাদীস হতে উত্তম। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) হতে বর্ণিত হাদীসটি বিশুদ্ধ গবেষণা হতে বিচ্ছিন্ন। কেননা আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সীমালংঘনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বসম্মত শাস্তি হল একক। যেমন আমরা লক্ষ্য করেছি, চোরের জন্য শাস্তি হল হস্ত কর্তন আর অন্য কিছু নয়। অপবাদ প্রদানকারীর জন্যে শাস্তি হল বেত্রাঘাত আর অন্য কিছু নয়। কাজেই গবেষণা বলে যে, বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তির ক্ষেত্রেও একটিও হবে, অন্যটি নয়। কাজেই রাজম-এর বিষয়টিই হবে সর্বসম্মত। আর বেত্রাঘাতের বিষয়টি সর্বসম্মত না হওয়ায় তা হবে বর্জিত। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (রা) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, এটার হুকুম কেমন করে রহিত হতে পারে, যেখানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পর হযরত আলী (রা) স্বয়ং আমল করেছেন। এরপর নিচের হাদীসটি বর্ণনা করেন ঃ

٤٤٩٣ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ سَمَّاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى قَالَ جَاءَتْ اِمْرَاَةٌ مِنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لَهَا شَرَاحَةُ اِلٰى عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَتْ اِنِّيْ زَنَيْتُ فَرَدَّهَا حَتّٰى شَهِدَتْ عَلٰى نَفْسِهَا اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَاَمَرَ بِهَا فَجُلِّدَتْ ثُمَّ اَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ـ

৪৪৯৩. আলী ইব্‌ন শাইবা (র) ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ লাইলা (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন "হামাদান থেকে একটি মহিলা হযরত আলী (রা)-এর কাছে আগমন করেন। তার নাম ছিল শারাহা। তিনি বলেন, আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছি"। হযরত আলী (রা) তাকে উপেক্ষা করলেন। অতঃপর তিনি তার নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য প্রদান করেন। তখন হযরত আলী (রা) তাঁর সম্বন্ধে হুকুম দেন ও তাকে বেত্রাঘাত করা হয়। অতঃপর আলী (রা) আবার হুকুম দেন ও তাকে রাজম করা হয়।

٤٤٩٤ـ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৪৪৯৪. রাওহ ইবনুল ফারাজ (র) ..... আবুল আহওয়াস (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٤٩٥ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَمْرِو الدِّمَشْقِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الرَّضْرَاضِ بْنِ اَسْعَدَ قَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ جَلَّدَ شَرَاحَةَ ثُمَّ رَجَمَهَا ـ

৪৪৯৫. আবদুর রহমান ইব্‌ন আমর আদ-দামেস্কী (র) ..... আর-রাদ-রাদ ইব্‌ন আসয়াদ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম, তিনি শারাহাকে বেত্রাঘাত করেন। অতঃপর তিনি তাকে প্রস্তর দ্বারা শাস্তি প্রদান করেন।

٤٤٩٦ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ اَعْيَنٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْاَعْوَرِ عَنْ حَبَّةِ الْعُرَنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتَتْهُ شُرَاحَةُ فَاَقَرَّتْ عِنْدَهُ اَنَّهَا زَنَتْ فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ فَلَعَلَّكِ غَضِبْتِ نَفْسَكِ قَالَتْ اَتَيْتُ طَائِعَةً غَيْرَ مَكْرُوْهَةٍ قَالَ فَاَخَّرَهَا حَتّٰى وَلَدَتْ وَفَطِمَتْ وَلَدُهَا ثُمَّ جَلَّدَهَا الْحَدَّ بِاِقْرَارِهَا ثُمَّ دَفَنَهَا فِى الرَّحْبَةِ اِلٰى مَنْكِبِهَا ثُمَّ رَمَا هَا هُوَ اَوَّلُ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ اِرْمُوْا ثُمَّ قَالَ جَلَّدْتُهَا بِكِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ ـ

৪৪৯৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুমাইদ (র) ..... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তাঁর কাছে শারাহা আগমন করেন এবং তাঁর কাছে 'ব্যভিচার' স্বীকার করেন। আলী (রা) তাকে বলেন, সম্ভবত তুমি তোমার নিজের উপর ক্ষিপ্ত হয়েছ? তিনি বলেন, আমি স্বেচ্ছায় এসেছি, আমাকে কেউ বাধ্য করেনি। বর্ণনাকারী বলেন, আলী (রা) তার থেকে শাস্তি বিলম্ব করতে লাগলেন, যতক্ষণ না তিনি প্রসব করেন ও তার সন্তান দুধ ছেড়ে দেয়। অতঃপর তিনি তাকে তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে বেত্রাঘাত করেন। অতঃপর তাকে নরম ভূমিতে কাঁধ পর্যন্ত দাফন করা হয় ও তার উপর পাথর নিক্ষেপ করেন। আর তিনিই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি পাথর নিক্ষেপ করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা পাথর নিক্ষেপ কর। এরপর তিনি আরো বলেন, "আমি তাকে আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবানুযায়ী বেত্রাঘাত করেছি এবং মুহাম্মাদ ﷺ -এর সুন্নাত অনুযায়ী তাকে প্রস্তর মেরেছি।"

٤٤٩٧ـ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرِ الْعَقَدِيُّ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلْمَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ جَلَّدَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ شُرَاحَةَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ جَلَّدْتُهَا بِكِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ـ

৪৪৯৭. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র) ..... আশ-শা'বী (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আলী (রা) শারাহা-কে বৃহস্পতিবার বেত্রাঘাত করেছেন এবং শুক্রবার প্রস্তর দ্বারা শাস্তি প্রদান করেছেন। আর তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবানুযায়ী তাকে বেত্রাঘাত করেছি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুন্নাত অনুযায়ী প্রস্তর দ্বারা শাস্তি প্রদান করেছি।"

প্রশ্নকারীকে উত্তরে বলা যায় যে, যদিও হযরত আলী (রা) থেকে এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। কিন্তু আলী (রা) ব্যতীত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে হতে অন্য এক সাহাবী থেকে যা আলী (রা) হতে বর্ণনা করা হয়েছিল, তার বিপরীত বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলোর মধ্য হতে নিচের দুটো বর্ণনা উল্লেখযোগ্য ঃ

٤٤٩٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَبَا وَاقِدِ اللَّيْثِيَّ ثُمَّ الاَشْجَعِيَّ اَخْبَرَهُ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ عُمَرَ مَقْدَمَهُ الشَّامَ بِالْجَابِيَةِ اَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ امْرَأَتِى زَنَتْ بِغُلَامِىْ فَهِىَ هٰذِهِ تَرِفُ بِذَالِكَ فَاَرْسَلَنِىْ فِىْ رَهْطٍ اِلَيْهَا نَسْأَلُهَا عَنْ ذٰلِكَ فَجِئْتُهَا فَاِذَا هِىَ جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ فَقُلْتُ اَللّٰهُمَّ افْرُجْ فَاهُ اَلْيَوْمَ عَمَّا شِئْتَ فَسَأَلْتُهَا وَاَخْبَرْتُهَا بِالَّذِىْ قَالَ زَوْجُهَا فَقَالَتْ صَدَقَ فَبَلَّغْنَا ذٰلِكَ عُمَرَ فَاَمَرَ بِرَجْمِهَا -

৪৪৯৮. ইউনুস (র) ..... আবূ ওয়াকিদ আল-লাইসী আল-আশজায়ী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা একদিন হযরত উমার (রা)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি সিরিয়ার আল-জাবিয়ায় আগমন করেন। এমন সময় তার কাছে এক ব্যক্তি আগমন করল এবং বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার স্ত্রী আমার গোলামের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। সে ত এখানেই আছে এবং তা স্বীকার করছে। উমার (রা) আমাকে কয়েকজন লোক সহকারে তার কাছে প্রেরণ করলেন, যাতে এ ব্যাপারে আমরা তাকে জিজ্ঞেস করি। অতঃপর আমি তার কাছে আসলাম ও দেখলাম যে, সে একজন কমবয়সী নারী। তখন আমি মনে মনে বললাম, হে আল্লাহ্! আপনি আজ আপনার মর্জি মুতাবিক তার মুখ খুলে দিন। অতঃপর আমি তাকে প্রশ্ন করলাম এবং তার স্বামী যা বলছে সে সম্বন্ধে তাকে সংবাদ দিলাম। তখন সে বলল, তিনি সত্য বলেছেন, এরপর আমরা তথ্যটি উমার (রা)-এর কাছে পৌঁছালাম। তখন তিনি তাকে প্রস্তর মেরে শাস্তি প্রদানের নির্দেশ দিলেন।

٤٤٩٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سُلَيْمٰنَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَتَاهُ رَجُلٌ وَهُوَ بِالشَّامِ فَذَكَرَ لَهُ اَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَبَا وَاقِدِ اللَّيْثِيَّ اِلٰى امْرَأَتِهِ لِيَسْئَلَهَا عَنْ ذٰلِكَ فَاَتَاهَا وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ حَوْلَهَا فَذَكَرَ لَهَا الَّذِىْ قَالَهُ زَوْجُهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَاَخْبَرَهَا اَنَّهَا لاَتُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ وَجَعَلَ يُلَقِّنُهَا اَشْبَاهَ ذٰلِكَ لِتَنْتَزِعَ فَاَبَتْ اَنْ تَنْتَزِعَ وَثَبَتَتْ عَلَى الْاِعْتِرَافِ فَاَمَرَبِهَا فَرُجِمَتْ -

৪৪৯৯. ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা (রা) ..... অন্য এক সনদে আবূ ওয়াকিদ আল-লাইসী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উমার (রা)-এর কাছে এক ব্যক্তি আগমন করে। তিনি তখন ছিলেন সিরিয়ায়। উমার (রা)-এর কাছে লোকটি উল্লেখ করল যে, সে তার স্ত্রীর সাথে অন্য একটি পুরুষকে পেয়েছে। তখন উমার (রা) আবূ ওয়াকিদ আল-লাইসী (রা) কে লোকটির স্ত্রীর কাছে পাঠান, তিনি যেন এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করেন। তিনি মহিলাটির কাছে গেলেন এবং অন্যান্য মহিলাগণও তার পাশে ছিলেন। হযরত উমার (রা)-এর কাছে তার স্বামী যা বলেছিল তিনি তার কাছে তা উল্লেখ করেন, আর তাকে এ সংবাদও দেয়া হল যে, পুরুষটির কোন কথা গ্রহণ করা হবেনা। এ ধরনের বাক্য দ্বারা তিনি তাকে উৎসাহ দিচ্ছিলেন যাতে সে তার কথা উঠিয়ে নেয়; কিন্তু মহিলাটি তার স্বীকারোক্তি উঠিয়ে নিতে রাযী হলনা; বরং সে তার স্বীকারোক্তির উপর অটল থাকলো। তখন উমার (রা) তাকে 'রাজম্'-এর নির্দেশ প্রদান করেন, আর তাকে পাথর মারা হল।

সুতরাং দেখা গেল যে, উমার (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীদের উপস্থিতিতে মহিলাটিকে প্রস্তর মেরে শাস্তি দেয়ার পূর্বে বেত্রাঘাত করেননি। আর এটা ছিল প্রস্তর নিক্ষেপের পূর্বে শারাহাকে আলী (রা) কর্তৃক বেত্রাঘাত করার বিপরীত। আবার এটাই আমাদের কাছে দুইটি কাজের উত্তম কাজ, এ অনুচ্ছেদে তা আমরা বিস্তারিত উল্লেখ করেছি।

٣ـ بَابُ الْاِعْتِرَافِ بِالزِّنَاءِ الَّذِىْ يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ مَا هُوَ ؟

৩. অনুচ্ছেদ ঃ ব্যভিচারীর স্বীকৃতি যার দ্বারা শাস্তি প্রয়োগ ওয়াজিব হয়

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ এক দল আলিমের মতে যদি কোন ব্যক্তি একবার ব্যভিচার সম্পর্কে স্বীকার করে তাহলে তার উপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। এ সম্পর্কে তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাণীকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। এ বাণীটি আমরা এ কিতাবে বর্ণনা করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উনাইস (রা)-কে বলেছিলেন, হে উনাইস! তুমি এ মহিলাটির কাছে গমন করবে, যদি সে স্বীকার করে তাহলে তাকে প্রস্তর দ্বারা শাস্তি প্রদান করবে। তারা বলেন, এ হাদীসের বাণীটি একথার দলীল যে, ব্যভিচার সম্পর্কে একবার স্বীকারোক্তি করলে শাস্তি প্রয়োগ করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। অন্য এক দল আলিম এ সম্পর্কে তাদের বিরোধিতা করেন এবং তারা বলেন, ব্যভিচারের শাস্তি ব্যভিচারীর স্বীকৃতির দরুন প্রয়োগ করা ওয়াজিব হয়না যতক্ষণ পর্যন্ত সে চার বার নিজের বিরুদ্ধে স্বীকৃতি প্রদান না করে। তারা আরো বলেন, উনাইসের হাদীসে তোমাদের উল্লেখিত বিশেষণগুলো পাওয়া যায় না। কেননা এরূপও সম্ভাবনা আছে যে, উনাইস (রা) স্বীকারোক্তিকারী ব্যভিচারীর শাস্তি প্রয়োগ করার জন্য যেরূপ স্বীকারোক্তি দরকার তা তিনি জেনেছেন। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে মায়িয (রা) ও অন্যান্যদের সম্পর্কে অবগত করান এবং এ অবগতির পর তিনি উনাইস (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেছেন। আর উনাইস (রা) ও ঐরূপ স্বীকারোক্তির কথা জানতেন, যার মাধ্যমে শাস্তি প্রয়োগ ওয়াজিব হয়। উপরোল্লেখিত হাদীস ব্যতীত অন্যান্য হাদীসও এসেছে, সেগুলোতে ব্যভিচারীর ন্যায় অপরাধের স্বীকারোক্তি স্বীকারোক্তিকারীর উপর শাস্তি প্রয়োগকে ওয়াজিব করে।

٤٥٠٠ـ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَدَّ مَاعِزًا اَرْبَعَ مَرَّاتٍ ـ

৪৫০০. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র) ..... আবূ বকর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উনাইস (রা) কে চার বার স্বীকারোক্তি পুনরাবৃত্তির হুকুম করেছেন।

٤٥٠١ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ اَرْطَاةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ الطَّائِفِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمِقْدَامِ عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَاَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَاءِ فَرَدَّهُ اَرْبَعًا ثُمَّ نَزَلَ فَاَمَرَنَا فَحَفَرْنَا لَهُ حُفْرَةً لَيْسَتْ بِالطَّوِيْلَةِ فَامَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَارْتَحَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَئِيْبًا حَزِيْنًا فَسِرْنَا حَتّٰى نَزَلْنَا مَنْزِلاً فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا ذَرٍّ اَلَمْ تَرَ اِلٰى صَاحِبِكُمْ غُفِرَلَهُ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ ـ

৪৫০১. আহমাদ ইবনুল হাসান (র) ..... আবূ যর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ -এর সঙ্গী ছিলাম। তাঁর কাছে জনৈক ব্যক্তি আগমন করে ও ব্যভিচারের কথা স্বীকার করে। রাসূলুল্লাহ্ তাকে চারবার পুনরাবৃত্তি করতে বলেন। অতঃপর আরোহী থেকে তিনি অবতরণ করেন এবং আমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেন। আমরা তার জন্য একটি গর্ত খনন করলাম, যা খুব বেশি বড় নয়। রাসূলুল্লাহ্ তার সম্পর্কে আবার নির্দেশ দিলেন এবং তাকে রাজম করা হল। রাসূলুল্লাহ্ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সফর করতে লাগলেন। আমরাও তার সাথে সফর করছিলাম। এরপর একটি জায়গায় আমরা অবতরণ করলাম, রাসূলুল্লাহ্ বললেন, হে আবূ যর! তুমি কি তোমাদের সাথীর দিকে লক্ষ্য করেছ? তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে এবং জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

٤٥٠٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ الزِّبْرِقَانُ وَاَبُوْ خَالِدِ الْاَحْمَرُ عَنِ الْحُجَّاجِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৪৫০২. আলী ইব্ন শাইবা (র) ..... আল-হাজ্জাজ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٤٥٠٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سَمَّاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِمَاعِزٍ اَحَقٌّ مَا بَلَغَنِيْ عَنْكَ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنِّيْ قَالَ بَلَغَنِيْ اَنَّكَ اَتَيْتَ جَارِيَةً اٰلِ فُلَانٍ فَاقَرَّ عَلٰى نَفْسِهِ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَاَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ -

৪৫০৩. ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ আস-সাইরাফী (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ মায়িয (রা) কে লক্ষ্য করে বলেন, তোমার সম্বন্ধে আমার কাছে যা পৌঁছেছে তা কি সত্য? মায়িয (রা) বলেন, আপনার কাছে কি খবর পৌঁছেছে? রাসূলুল্লাহ্ বলেন, আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, তুমি অমুকের দাসীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছ। এর পর সে তার নিজের বিরুদ্ধে চার বার স্বীকৃতি প্রদান করে। তখন তার সম্বন্ধে নির্দেশ জারী করা হয় এবং তাকে পাথর দ্বারা শাস্তি প্রদান করা হয়।

٤٥٠٤- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৪৫০৪. ফাহাদ (র) ..... আবূ আওয়ানা (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা উল্লেখ করেন।

٤٥٠٥- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ثَنِىْ اَبُوْ سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّ رَجُلًا مِنْ اَسْلَمَ اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَحَدَّثَهُ اَنَّهُ زَنٰى فَاَعْرَضَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتَنَحّٰى لِشِقِّهِ الَّذِىْ اَعْرَضَ قِبَلَهُ فَاَخْبَرَهُ اَنَّهُ زَنٰى وَشَهِدَ عَلٰى نَفْسِهِ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَدَعَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

Contents

فَقَالَ هَلْ بِكَ جُنُوْنٌ قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ اَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَاَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُرْجَمَ بِالْمُصَلّٰى فَلَمَّا اَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتّٰى اُدْرِكَ بِالْحَرَّةِ فَقُتِلَ بِهَا رَجْمًا ـ

৪৫০৫. ইউনুস (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-আনসারী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আগমন করে। তিনি ছিলেন মসজিদের ভিতর। তখন সে তাঁকে আহ্বান করে ও বলে যে, সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, তখন লোকটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে দিকে মুখ ফিরিয়েছিলেন সে দিকে আগমন করল এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সংবাদ দিল যে, সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। চার বার সে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ডাকলেন এবং বললেন, তুমি কি পাগল হয়ে গিয়েছ? লোকটি বলল, 'না' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি কি বিয়ে করেছ? লোকটি বলল, 'হাঁ', তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ইদগাহে 'রাজম' করার আদেশ দেন। যখন তার গায়ে পাথর লাগল তখন সে দ্রুত পালিয়ে গেল। তাকে হাররায় ধরে আনা হল এবং পাথর মেরে হত্যা করা হল।

٤٥٠٦ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ اَشْعَرُ قَصِيْرٌ ذُوْ عَضَلاَتٍ فَاَقَرَّلَهُ بِالزِّنَاءِ فَاَعْرَضَ عَنْهُ فَاَتَاهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ الْاٰخَرِ فَاَعْرَضَ عَنْهُ قَالَ لاَ اَدْرِىْ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا فَاَمَرَبِهِ فَرُجِمَ قَالَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِسَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ رَدَّهُ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ ـ

৪৫০৬. ইব্ন মারযূক (র) ..... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে একজন বেঁটে মাংসালো ও ঘন চুলবিশিষ্ট ব্যক্তি আগমন করল এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে ব্যভিচারে লিপ্ত হবার বিষয়ে স্বীকৃতি দান করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু সে অন্য দিক দিয়েও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেহারার সামনে উপস্থিত হয়। আবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুখ ফিরিয়ে নেন। সেও সেদিকে গমন করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে এসে স্বীকৃতি দান করে। বর্ণনাকারী বলেন, এরূপ সে দুই বার কিংবা তিন বার করেছে, তা সুনিশ্চিতভাবে আমার জানা নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার সম্বন্ধে হুকুম জারী করেন এবং তাকে রাজম করা হয়। বর্ণনাকারী আরো বলেন, "আমি সায়ীদ ইব্ন জুবাইর (রা)-এর কাছে ঘটনাটি উল্লেখ করলাম, তখন তিনি বললেন, চার বার তার স্বীকৃতিকে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল।

٤٥٠٧ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ رَدَّهُ مَرَّتَيْنِ ـ

৪৫০৭. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) ..... শু'বা হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন ; তবে তিনি বলেন, দুইবার তার স্বীকৃতিকে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল।

জনৈক ব্যক্তি বলেন, এ হাদীসে স্বীকৃতির পর চার বার থেকে কম স্বীকৃতিতে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল। আবার বলা হয়েছে, এ হাদীসে ত্রুটি বিদ্যমান রয়েছে। আর তা হল ঃ

٤٥٠٨ـ اَنَّ رَبِيْعًا الْمُؤَذِّنَ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ فَاعْتَرَفَ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ اذْهَبُوْا بِهٖ ثُمَّ رُدُّوْهُ فَاعْتَرَفَ مَرَّتَيْنِ حَتّٰى اعْتَرَفَ اَرْبَعًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذْهَبُوْا بِهٖ فَارْجُمُوْهُ ـ

৪৫০৮. রাবী' আল-মুয়াযযিন (র) ..... আবদুল্লাহ্ মায়িয ইব্‌ন মালিক (রা)রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আগমন করেন এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া সম্পর্কে দুইবার স্বীকৃতি প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "তোমরা তাকে নিয়ে যাও এবং তার থেকে পুনরাবৃত্তি করাও।" এরপর তিনি দুইবার স্বীকৃতি প্রদান করেন। তাতে তিনি মোট চারবার স্বীকৃতি প্রদান করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, "তাকে তোমরা নিয়ে যাও এবং রাজম কর।"

এ হাদীসে দেখা যায় যে, প্রথমত তিনি দুই বার স্বীকৃতি প্রদান করেন। অতঃপর তারা নিয়ে গেলেন এবং তাকে পুনরাবৃত্তি করান। পরে তিনি আরো দুইবার স্বীকারোক্তি করেন।

হযরত জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) হয়ত শেষ দুইটি স্বীকারোক্তির সময় উপস্থিত ছিলেন, প্রথম দুইটিতে উপস্থিত ছিলেননা। অন্য দিকে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) সবগুলো স্বীকারোক্তির সময় উপস্থিত ছিলেন। আর এভাবে তিনি চার বার স্বীকারোক্তির কথা বলেছেন। এ হাদীসের সাথে সামঞ্জস্য পাওয়া যায়।

٤٥٠٩ـ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هَاضٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ زَنٰى فَاَتٰى هَزَّالاً فَاَقَرَّلَهُ اَنَّهُ زَنٰى فَقَالَ هَزَّالُ ايْتِ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبِرْهُ قَبْلَ اَنْ يَنْزِلَ فِيْكَ قُرْاٰنٌ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ زَنَيْتُ فَاَعْرَضَ عَنْهُ حَتّٰى قَالَ ذٰلِكَ اَرْبَعًا فَاَمَرَ بِهٖ فَرُجِمَ ـ

৪৫০৯. হুসাইন ইব্‌ন নসর (র) ..... হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন মায়িয ইব্‌ন মালিক (রা) ব্যভিচারে লিপ্ত হন। অতঃপর তিনি হাযযাল (রা)-এর কাছে গমন করেন এবং তার সামনে স্বীকার করেন যে, তিনি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছেন। হায্‌যাল (রা) তখন তাকে বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গমন কর এবং তোমার সম্বন্ধে কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ সম্পর্কে সংবাদ প্রদান কর। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গমন করেন এবং বলেন, আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন, কিন্তু তিনি চার বার এরূপ স্বীকার করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার সম্বন্ধে হুকুম জারী করেন, ফলে তাকে রজম করা হয়।

٤٥١٠ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ وَسَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اَتٰى رَجُلٌ مِنَ اَسْلَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَحَدَّثَهُ اَنَّهُ زَنٰى فَاَعْرَضَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتَنَحّٰى لِشِقِّهِ الَّذِىْ اَعْرَضَ قِبَلَهُ فَاَخْبَرَهُ بِاَنَّهُ زَنٰى وَشَهِدَ عَلٰى نَفْسِهٖ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَدَعَاهُ

Contents

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ هَلْ بِكَ جُنُوْنٌ قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ اَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَاَمَرَ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَنْ يُرْجَمَ بِالْمُصَلّٰى -

৪৫১০. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "একদিন বনূ আসলামের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আগমন করে। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন মসজিদে। তখন সে তাঁকে আহ্বান করল এবং বলল যে, সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন সে সেদিকে গিয়ে তার সম্মুখীন হল ও বলল যে, সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে, আর সে নিজের বিরুদ্ধে চার বার সাক্ষ্য দিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন তাকে ডাকলেন এবং বলেন, তুমি কি পাগল হয়ে গিয়েছে? সে বলল, 'না' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি কি বিবাহিত? সে বলল, 'হাঁ' তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ঈদগাহে রজম করার আদেশ জারী করলেন।

٤٥١١- حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا بَشِيْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ الْغَنَوِيُّ قَالَ ثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَاَتَاهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ قَدْ زَنَيْتُ وَاِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ تُطَهِّرَنِىْ فَقَالَ لَهُ ارْجِعْ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ اَتَاهُ اَيْضًا فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ بِالزِّنَاءِ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ ارْجِعْ ثُمَّ اَرْسَلَ النَّبِىُّ ﷺ اِلٰى قَوْمِهٖ فَسَأَلَهُمْ عَنْهُ فَقَالَ مَاتَقُوْلُوْنَ فِىْ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ هَلْ تَرَوْنَ بِهٖ بَأْسًا اَوْ تُنْكِرُوْنَ مِنْ عَقْلِهٖ شَيْئًا فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا نَرٰى بِهٖ بَأْسًا وَمَا نُنْكِرُ مِنْ عَقْلِهٖ شَيْئًا ثُمَّ عَادَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ الثَّالِثَةَ فَاعْتَرَفَ اَيْضًا عِنْدَهُ بِالزِّنَاءِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَهِّرْنِىْ فَاَرْسَلَ النَّبِىُّ ﷺ اِلٰى قَوْمِهٖ فَسَأَلَهُمْ عَنْهُ فَقَالُوْا لَهُ كَمَا قَالُوْا لَهُ فِى الْمَرَّةِ الْاُوْلٰى مَانَرٰى بِهٖ بَأْسًا وَمَا نُنْكِرُ مِنْ عَقْلِهٖ شَيْئًا ثُمَّ رَجَعَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ الرَّابِعَةَ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ بِالزِّنَاءِ فَاَمَرَ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ فَحُفِرَتْ لَهُ حُفْرَةٌ فَجُعِلَ فِيْهَا اِلٰى صَدْرِهٖ ثُمَّ اَمَرَ النَّاسَ اَنْ يَرْجُمُوْهُ قَالَ بُرَيْدَةُ كُنَّا نَتَحَدَّثُ بَيْنَنَا اَصْحَابُ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ لَوْ جَلَسَ فِىْ رَحْلِهٖ بَعْدَ اِعْتِرَافِهٖ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ يَطْلُبْهُ وَاِنَّمَا رَجَمَهُ عِنْدَ الرَّابِعَةِ -

৪৫১১. ফাহাদ ইব্‌ন সুলাইমান (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইবনু বুরাইদা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার পিতা বুরাইদা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি আগমন করলেন, তাঁর নাম হল মায়িয ইব্‌ন মালিক (রা)। তিনি বলেন, "হে আল্লাহ্‌র নবী (সা)! আমি ব্যভিচারের শিকার হয়েছি এবং আমি চাই আপনি আমাকে পবিত্র করুন।" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন, "তুমি ফেরত যাও।" পরের দিন তিনি আবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আগমন করলেন এবং তাঁর কাছে ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন, "তুমি ফেরত যাও।" এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার সম্প্রদায়ের কাছে কোন ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন। সে তাদেরকে তাঁর সম্বন্ধে প্রশ্ন করে এবং বলে "তোমরা মায়িয ইব্‌ন মালিক (রা) সম্বন্ধে কি বল? তাঁর মধ্যে কি তোমরা

কোন ত্রুটি দেখতে পাচ্ছ! কিংবা তার বোধ ও বুদ্ধির কোন অসুবিধা দেখো? তাঁরা বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ! আমরা তার মধ্যে কোন ত্রুটি দেখতে পাচ্ছিনা এবং আমরা তার বোধ ও বুদ্ধিরও কোন অসুবিধা দেখিনা। এরপর মায়িয (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে তৃতীয় বারের জন্যে আগমন করলেন এবং ব্যভিচারের শিকার হওয়া সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি করলেন ও তাকে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ! আমাকে পবিত্র করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি আবার প্রেরণ করেন। সে তাদেরকে মায়িয (রা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তারা তাকে প্রতিউত্তর দেয় যেমন তারা প্রথম বার প্রতিউত্তর দিয়েছিলো যে, আমরা তার মধ্যে কোন ত্রুটি দেখতে পাচ্ছিনা এবং তার বোধ ও বুদ্ধিতে কোন অসুবিধা দেখিনা। এরপর তিনি চতুর্থবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে ফেরত আসেন এবং তার কাছে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার কথা স্বীকার করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সম্পর্কে হুকুম জারী করেন। তার জন্যে একটি গর্ত খনন করা হল এবং তাকে এটার মধ্যে বুক পর্যন্ত পুঁতে রাখা হল। এরপর লোকজনকে তার প্রতি পাথর নিক্ষেপ করতে বলা হল। হযরত বুরাইদা (রা) বলেন, আমরা রাসূলের সাহাবীদের মধ্যে আলোচনা করছিলাম যে, যদি মায়িয ইব্ন মালিক (রা) তৃতীয় স্বীকৃতি দানের পর নিজের ঘরে বসে পড়তেন তাহলে তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তলব করতেন না। চতুর্তবারেই তাকে পাথর দ্বারা শাস্তি দেয়ার কথা ঘোষণা দেয়া হয়েছিল।

যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে একবার, দুইবার কিংবা তিন বার স্বীকার করার পরও রজম করার হুকুম দেন নাই, এটা দ্বারা এ কথা বুঝা যায় যে, শাস্তি প্রদানের বিষয়টি এ স্বীকৃতির দ্বারা ওয়াজিব হয়না, বরং চতুর্থবারে স্বীকার করার কারণেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রজম করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। তাতে প্রমাণিত হয় যে, ব্যভিচারের যে স্বীকারোক্তি স্বীকারোক্তি কারীর উপর 'হদ্দ' ওয়াজিব করে তা হলো ব্যভিচার সম্পর্কে চারবার স্বীকারোক্তি করা। যে ব্যক্তি এরূপ স্বীকৃতি দান করবে তার প্রতি শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। আর যে ব্যক্তি তার থেকে কম স্বীকৃতি দান করবে তার প্রতি শাস্তি প্রয়োগ করা হবেনা। এ ধরনের অর্থ হযরত বুরাইদা (রা) থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অন্যান্য সাহাবীগণও এরূপ বলতেন। আমরাও ফাহাদ (র) বর্ণিত হাদীসে তা বর্ণনা করেছি। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত। হযরত আলী (রা) ও শারাহা এর ক্ষেত্রে এরূপ আমল করেছেন এবং তাকে চারবার পুনরাবৃত্তি করতে বলেছেন।

٤ـ بَابُ الرَّجُلِ يَزْنِىْ بِجَارِيَةِ اِمْرَأَتِهٖ

৪. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর দাসীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়

٤٥١٢ـ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ اَنَّ رَجُلاً زَنٰى بِجَارِيَةِ اِمْرَأَتِهٖ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِىَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهَا مِثْلُهَا وَاِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ مِثْلُهَا ـ

৪৫১২. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ..... সালামা ইব্ন আল-মুহাব্বিক (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীর দাসীর সাথে যিনা করল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যদি সে দাসীকে জোর করে থাকে তাহলে সে আযাদ এবং অনুরূপ একটি দাসী তার উপর (স্ত্রীর অনুকূলে) ওয়াজিব হবে। আর যদি দাসী তার এ কাজে আনুগত্য করে থাকে তাহলে দাসীটি তার হয়ে যাবে, আবার অন্য একটি দাসী তার উপর (স্ত্রীর অনুকূলে) ওয়াজিব হবে।

٤٥١٣ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ سَلاَّمِ بْنِ مِسْكِيْنٍ قَالَ ثَنِىْ اَبِىْ قَالَ سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهٖ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ قَبِيْصَةُ بْنُ حُرَيْثٍ الْاَنْصَارِىُّ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ وَلَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ حَدًّا ـ

৪৫১৩. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... সাল্লাম ইব্‌ন মিসকীন (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি হাসান বসরী (র) কে এমন এক ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম, যে তার স্ত্রীর দাসীর সাথে যিনা করে। তিনি বলেন, আমার কাছে কাবীসা ইব্‌ন হুরাইস আল-আনসারী (রা), সালামা ইব্‌ন আল-মুহাব্বিক (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেন এবং আরো অতিরিক্ত বলেন যে, তার উপর কোন শাস্তি প্রয়োগ করা হয়নি।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম এরূপ মত প্রকাশ করেন এবং তারা বলেন, কেউ যদি স্ত্রীর দাসীর সাথে যিনা করে তাহলে সালামা (রা)-এর হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে তাহলে সেটাই হলো তার হুকুম। তারা আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। এ সম্পর্কে তারা উল্লেখ করেন ঃ

٤٥١٤ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ اَخْبَرَنَا وَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ جَبَّانٍ اَنَّ رَجُلاً اَتٰى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ اِنِّىْ زَنَيْتُ فَقَالَ كَيْفَ صَنَعْتَ قَالَ وَقَعْتُ عَلٰى جَارِيَةِ امْرَأَتِىْ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اِنْ كُنْتَ اسْتَكْرَهْتَهَا فَاعْتِقْ وَاِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْكَ فَاعْتِقْ وَعَلَيْكَ مِثْلُهَا ـ

৪৫১৪. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... উকবা ইব্‌ন জাব্বান (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর কাছে এসে বলে, আমি যিনা করেছি। তিনি বলেন, কেমন করে তুমি লিপ্ত হলে? সে বলল, আমি আমার স্ত্রীর দাসীর সাথে সঙ্গম করেছি। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন, আল্লাহু আকবার, তুমি যদি তাকে জোর করে থাক তাহলে তাকে আযাদ করো। আর যদি সে এ ব্যাপারে তোমার অনুগত থাকে তুমি তাকে আযাদ করে দেবে এবং এরূপ একটি দাসী তোমার উপর ওয়াজিব হবে।

অন্য একদল আলিম এ ব্যাপারে তাদের বিরোধিতা করেন এবং বলেন, সে বিবাহিত হলে তাকে রাজম করা হবে। আর অবিবাহিত হলে বেত্রাঘাত করা হবে। তাদের এ অভিমতের পক্ষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে কতিপয় হাদীস দেখতে পাওয়া যায় ঃ

٤٥١٥ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ اَنَّ رَجُلاً وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهٖ فَاَتَتْ امْرَأَتُهُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ فَاَخْبَرَتْهُ فَقَالَ اَمَا اِنَّ عِنْدِىْ فِىْ ذٰلِكَ خَبَرًا ثَابِتًا اَخَذَهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنْ كُنْتِ اَذِنْتِ لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً وَاِنْ كُنْتِ لَمْ تَاْذَنِىْ لَهُ رَجَمْتُهُ ـ

৪৫১৫. ফাহাদ (র) ..... হাবীব ইব্‌ন সালিম (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীর দাসীর সাথে সঙ্গম করে। তখন তার স্ত্রী আন-নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা)-এর কাছে আগমন করে ও তাকে

সংবাদ দেয়। প্রথমেই তিনি বলেন, এ সম্পর্কে আমার কাছে একটি সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত হাদীস বিদ্যমান রয়েছে, এটা আমি রাসূলুল্লাহ্ﷺ হতে সংগ্রহ করেছি। যদি তুমি তাকে এ ব্যাপারে অনুমতি দিয়ে থাক তাহলে আমি তাকে একশ বেত্রাঘাত করব। আর যদি তুমি তাকে এ ব্যাপারে অনুমতি না দিয়ে থাক তাহলে আমি তাকে রাজম করব।

٤٥١٦ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ اَلْحَوْضِيُّ قَالَ ثَنَا هُمَامُ قَالَ سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَحَدَّثَنَا عَنْ حَبِيْبِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ اَنَّهَا رَفَعَتْ اِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ فَقَالَ لَاَقْضِيَنَّ فِيْهَا بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنْ كَانَتْ اَحَلَّتْهَا جَلَدْتُهُ مِائَةً وَاِنْ لَمْ تَكُنْ اَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ ـ

৪৫১৬. আহমাদ ইব্‌ন দাউদ (র) ..... হুমাম (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কাতাদা (র) কে জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল, যে তার স্ত্রীর দাসীর সাথে সে সঙ্গম করে। তখন তিনি বলেন, "হাবীব ইব্‌ন ইয়াসাফ (র) আমাকে হাবীব ইব্‌ন সালিম (র) হতে বর্ণনা করেন। যখন মহিলাটি এ ঘটনা আন-নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা)-এর কাছে উত্থাপন করেন তখন আন-নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর রায় অনুযায়ী আমি এ ব্যাপারে রায় প্রদান করব। যদি মহিলাটি দাসীটিকে তার জন্যে অনুমতি দেয় তাহলে আমি তাকে একশটি বেত্রাঘাত করব আর যদি অনুমতি না দিয়ে থাকে তাহলে আমি রাজম এর হুকুম দেব।"

সুতরাং এ হাদীসের মধ্যে প্রথম হাদীসের বিপরীত দেখতে পাওয়া যায়। কেননা এখানে বলা হয়েছে যে, যদি মুনিব মাহিলা তাকে অনুমতি না দিয়ে থাকে তাহলে তাকে পাথর দ্বারা শাস্তি দেয়া হবে। হাদীসে আরো বলা হয়েছে, যদি তুমি তাকে অনুমতি দিয়ে থাক তাহলে আমি তাকে একশ বেত্রাঘাত করব। এই একশ বেত্রাঘাত আমাদের মতে শাসনের জন্যে প্রয়োগ করা হয়েছে যেন সন্দেহ সহকারে তার সঙ্গমের জন্যে তার থেকে শাস্তিকে প্রতিহত করা হয়েছে। আর যেটা তার জন্যে হালাল নয় সেটার শিকার হওয়ায় তাকে তিরস্কার করা হয়েছে। যদি কেউ বলেন যে, একশ বেত্রাঘাত দ্বারা কি তিরস্কার করা বৈধ? উত্তরে তাকে বলা যায় যে, হাঁ। রাসূলুল্লাহ্ﷺ আমাদের উল্লেখিত হাদীসে একশ বেত্রাঘাত দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে শাসন করেছিলেন, যে তার গোলামকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করেছিল। এ কিতাবের অবিবাহিত ব্যক্তির ব্যভিচারের শাস্তি নামক অনুচ্ছেদে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে। আন-নু'মান (রা)-এর উল্লেখিত ঘটনাটি আমাদের মতে সালামা ইব্‌ন আল-মুহাব্বিক (রা)-এর বর্ণিত হাদীসের হুকুমকে রহিত করে দিয়েছে। আর এটা এজন্য যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে এরূপ ছিল যে, কর্মকান্ডের জন্যে সম্পদ সম্পর্কীয় শাস্তি ওয়াজিব হত এবং সম্পদ বিনষ্টের জন্য শারীরিক শাস্তি ওয়াজিব হত।

বনু হাশিমকে সাদাকা প্রদান অবৈধ, এ অনুচ্ছেদে যাকাত অস্বীকারকারীর ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর বাণী اِنَّا اٰخِذُوْهَا مِنْهُ وَشَطْرَ مَالِهِ عُقُوْبَةً لَهُ لِمَا قَدْ صَنَعَ অর্থাৎ আমি তার থেকে যাকাত আদায় করব এবং তার সম্পদের একাংশ তার যাকাত আদায় না করার মত কর্মকাণ্ডের শাস্তি স্বরূপ নিয়ে নেব।" এখানে নিম্ন বর্ণিত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

٤٥١٧ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدُ قَالَ ثَنَا نُعَيْمُ عَنْ اِبْنِ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرِوبْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرَمَةَ اَحْسِبُهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِىْ ضَالَّةِ الْاِبِلِ الْمَكْتُوْمَةِ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا ـ

৪৫১৭. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হারিয়ে যাওয়া উট সম্বন্ধে মন্তব্য করেন, তার জরিমানা তার সাথে। অর্থাৎ সে নিজেই তার জন্যে জামিন, এতে রাখালের উপর কোন জরিমানা নেই, তার জন্যে কোন জানোয়ারে খেয়ে নেয়ার ভয়ের কোন কারণ নেই।

٤٥١٨ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَهِشَامُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ اَتٰى اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَرٰى فِيْ حَرِيْسَةِ الْجَبَلِ فَقَالَ لَيْسَ فِيْ شَيْئٍ مِّنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ اِلاَّ مَا اٰوَاهُ الْمُرَاحُ فَبَلَغَ ثَمَنُهُ ثَمَنَ الْمَجَنِّ فَفِيْهِ قَطْعُ الْيَدِ وَمَالَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمَجَنِّ فَفِيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلْدَاتُ نَكَالٍ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ تَرٰى فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَالَ هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِيْ شَيْئٍ مِّنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ اِلاَّ مَا اٰوَاهُ الْجَرِيْنُ فَمَا اَخَذَ مِنَ الْجَرِيْنِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمَجَنِّ فَفِيْهِ الْقَطْعُ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمَجَنِّ فَفِيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلْدَاتُ نَكَالٍ ـ

৪৫১৮. ইউনুস (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইবনুল 'আস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মুযাইনা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আগমন করে এবং বলে, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ পাহাড়ের কোলে বকরী থাকার বেষ্টনী সম্পর্কে আপনি কি বলেন"? তিনি বলেন, চতুষ্পদ জন্তুর চুরির মধ্যে কোন হস্ত কর্তন নেই, তবে যে সব জন্তুকে তার আশ্রয়স্থল আশ্রয় দেয়, এটার মূল্য যদি একটা ঢালের মূল্যের সমান হয় তাহলে এটা কেউ চুরি করলে তার হস্ত কর্তন করতে হবে। আর যার মূল্য একটি ঢালের মূল্যের সমান হয়না তার মধ্যে সমমূল্যের জরিমানা দিতে হয়। আর বেত্রাঘাতও শাস্তি হিসেবে গণ্য। সে আবার বলে, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ! যে ফল ঝুলে রয়েছে সেটা সম্পর্কে আপনি কি বলেন?" তিনি বললেন, "এটা কেউ চুরি করলে তার সমপরিমাণ জরিমানা আদায় করতে হয়। আবার তার জন্যে শাস্তি রয়েছে কিন্তু ঝুলে থাকা ফল চুরি করলে হাত কর্তন নেই, তবে যে খেজুর শুকনো জায়গায় রাখা হয়েছে, সেখান থেকে যদি কেউ কোন ফল নিয়ে নেয় এবং তার মূল্য একটি ঢালের মূল্যের সমান হয় তাহলে এটাতে হস্ত কর্তন রয়েছে। কিন্তু যেটার মূল্য একটি ঢালের মূল্যের সমপরিমাণ নয়, তাতে রয়েছে সমমূল্যের জরিমানা এবং বেত্রাঘাতের শাস্তি।"

সুতরাং এসব হাদীসে যেসব শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো সমাজে চালু ছিল যতক্ষণ না সুদের নিষিদ্ধতা ঘোষণার মাধ্যমে এগুলো রহিত হয়ে যায়। তাই পদ্ধতিটি পুনরায় নিজ অবস্থানে ফিরে আসে এবং যা কারো থেকে নেয়া হয়েছে সেটাই ফেরত দেয়ার পদ্ধতি চালু হয়। আর এটাও সাব্যস্ত হয় যে, আর্থিক শাস্তি আবরু লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে ওয়াজিব হয় না, যা মাল নয়। সুতরাং আমাদের মতে সালামা (রা)-এর হাদীস ছিল প্রথম দিকের। তখন বিধান এই ছিলো যে, স্ত্রীর দাসীর সাথে জোর করে যিনা করলে কর্মের শাস্তিরূপে সে তাকে আযাদ করবে। আর তার স্ত্রীর জন্যে অনুরূপ দাসী জরিমানা দিবে। আর যদি দাসী এ ব্যাপারে রাযী থাকত তাহলে ব্যভিচারে লিপ্ত দাসী স্ত্রীর জন্যেই রয়ে যেত এবং তার পরিবর্তে একটি পবিত্র দাসী জরিমানা দেয়া যিনাকারীর জন্যে ওয়াজিব হতো, দাসীটি তার রাযী থাকার কারণে আযাদ হতনা। কাজেই দাসীটি তার

অনুগত থাকা এবং না থাকার মধ্যে পার্থক্য করা হত। অতঃপর এ পদ্ধতিটি রহিত হয়ে যায় এবং এসব কর্মকাণ্ড মূলের দিকে ফিরে আসে এবং চারিত্রিক সীমা লংঘনের জন্য সম্পদ দ্বারা জরিমানা আদায় করার নিয়ম-পদ্ধতি রহিত হয়ে যায়। আল্লাহ্র নির্ধারিত শাস্তি সমস্ত ব্যভিচারীর উপর ওয়াজিব হয়ে যায়।

সুতরাং আমাদের উল্লেখিত আলোচনায় প্রমাণ হয় যে, আন-নু'মান (রা)-এর বর্ণিত হাদীসের উপর আমল করা হয় এবং সালামা ইব্ন আল-মুহিব্বিক (রা)-এর বর্ণিত হাদীসের হুকুম রহিত হয়ে যায়। তবে উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর কাজ ও তার মাযহাব যা উল্লেখ করেছেন সালামা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসের ন্যায় রাসূল ﷺ অন্যান্য সাহাবীরাও এটার বিরোধিতা করেন ঃ

٤٥١٩ـ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّلَمِىِّ قَالَ كَانَ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ يَقُوْلُ لاَ اُوْتَى بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ الاَّ رَجَمْتُهُ ـ

৪৫১৯. সালিহ্ ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... আবূ আবদুর রহমান আস-সালামী (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বলতেন, যদি আমাদের কাছে এমন ব্যক্তিকে পেশ করা হয়, যে তার স্ত্রীর দাসীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন আমি তাকে অবশ্যই রাজম করব।

٤٥٢٠ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ الزِّنَادِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو الْاَسْلَمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا عَلٰى سَعْدِ بْنِ هُذَيْمٍ فَاَتٰى حَمْزَةُ بِمَالٍ لِيُصَدِّقَهُ فَاِذَا رَجُلٌ يَقُوْلُ لاِمْرَأَتِهِ اَدِّىْ بِصَدَقَةِ مَالِ مَوْلاَكِ وَاِذَا الْمَرْأَةُ تَقُوْلُ لَهُ بَلْ اَنْتَ اَدِّ صَدَقَةَ مَالِ ابْنِكَ فَسَأَلَ حَمْزَةُ عَنْ اَمْرِهِمَا وَقَوْلِهِمَا فَاُخْبِرَ اَنَّ ذٰلِكَ الرَّجُلَ زَوْجُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ وَاَنَّهُ وَقَعَ عَلٰى جَارِيَةٍ لَهَا فَوَلَدَتْ وَلَدًا فَاَعْتَقَتْهُ امْرَأَتُهُ قَالُوْا فَهٰذَا الْمَالَ لاِبْنِهِ مِنْ جَارِيَتِهَا فَقَالَ حَمْزَةُ لَاَرْجُمَنَّكَ بِاَحْجَارِكَ فَقِيْلَ لَهُ اَصْلَحَكَ اللّٰهُ اِنَّ اَمْرَهُ قَدْ رُفِعَ اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَجَلَّدَهُ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِائَةً وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ الرَّجْمَ فَاَخَذَ حَمْزَةُ بِالرَّجُلِ كَفِيْلاً حَتّٰى قَدِمَ عَلٰى عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَسَأَلَ عَمَّا ذَكَرَ مِنْ جَلْدِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اِيَّاهُ وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ الرَّجْمَ فَصَدَّقَهُمْ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ بِذٰلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ وَ قَالَ اِنَّمَا دَرَأَ عَنْهُ الرَّجْمَ عُذْرُهُ بِالْجَهَالَةِ ـ

৪৫২০. ইব্ন আবূ দাউদ (র) ..... হামযা ইব্ন আমর আল-আসলামী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হযরত উমার (রা) তাকে সা'দ ইব্ন হুযাইমের গোত্র থেকে সাদাকা আদায় করার জন্যে প্রেরণ করেন। হামযা (রা) তখন তাদের থেকে সাদাকা আদায় করার জন্য তার সংগৃহীত অন্যান্য সম্পদ সাথে নিয়ে তাদের কাছে আগমন করলেন। তখন তিনি দেখলেন সেখানে একটি লোক তার স্ত্রীকে বলছে, তুমি তোমার প্রভুর সম্পদ হতে সাদাকা আদায় কর। আর স্ত্রীলোকটি পুরুষটিকে বলছে, বরং তুমি তোমার ছেলের সম্পদ থেকে সাদাকা আদায় কর। হামযা (রা) তখন এ দু'জন এবং এ দুজনের কথোপকথন সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন।

তাকে সংবাদ দেয়া হল যে, এ লোকটি এ মহিলার স্বামী। অতঃপর লোকটি তার স্ত্রীর দাসীর সাথে সঙ্গম করে। ফলে দাসীটি একটি সন্তানের জন্ম দেয়। তখন মহিলাটি তাকে আযাদ করে দেয়। তারা বলে, দাসীর থেকে জন্ম নেয়া ছেলেটি এ সম্পদের মালিক। হামযা (রা) বলেন, আমি তোমাকে অবশ্যই পাথর দ্বারা শাস্তি দেব। তখন তাকে বলা হল, আল্লাহ্ আপনাকে সংশোধন হবার তাওফীক দিন। তার এ ব্যাপারটি হযরত উমার (রা)-এর কাছে উত্থাপন করা হয়েছিল, তখন উমার (রা) তাকে একশ বেত্রাঘাত করেছিলেন, রাজম করেননি। তখন হামযা (রা) লোকটির একজন জামিনদার গ্রহণ করেন এবং হযরত উমার (রা)-এর কাছে আগমন করেন। হযরত উমার (রা) কর্তৃক তাকে বেত্রাঘাতের শাস্তি প্রদান ও রাজম না করার কথা জিজ্ঞেস করলেন। হযরত উমার (রা) তাদের সত্যায়ন করে বলেন, তার অজ্ঞতার কারণই তাকে রাজম থেকে রক্ষা করেছিল।

এ হামযা ইব্ন আমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবী ছিলেন। তিনি অভিমত পেশ করেছিলেন যে, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর দাসীর সাথে যিনায় লিপ্ত হয় তার শাস্তি হল রাজম। হযরত উমার (রা) তার এ অভিমতের বিরোধিতা করেননি। হামযা (রা)-এর অভিমতটি আলী (রা) ও আন-নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত অভিমতের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতঃপর হামযা (রা)-এর হাদীসে উল্লেখিত ঐ ব্যক্তিটিকে হযরত উমার (রা) কর্তৃক সাহাবীদের সম্মুখে বেত্রাঘাত করার বিষয়টিও শাসন হিসেবে গণ্য। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আন-নু'মান (রা) কর্তৃক স্বীয় স্ত্রীর দাসীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে বেত্রাঘাতের দ্বারাও শাসনই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এ হিসেবে হামযা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে যা কিছু আছে, আন-নু'মান (রা)-এর বর্ণিত হাদীসের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ। তবে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসূদ (রা) প্রথম হুকুমটি সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, যা সালামা ইব্ন আল-মুহাব্বিক (রা) ও বর্ণনা করেছিলেন। তিনি আন-নু'মান (রা)-এর বর্ণিত হাদীসের হুকুমটি সম্বন্ধে অবগত ছিলেননা। হযরত ওমার (রা), আলী (রা) ও হামযা ইব্ন আমর (রা) রহিত হুকুমটি সম্বন্ধে অবগত ছিলেন ও এরূপ অভিমত পোষণ করতেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসূউদ (রা)-এর রহিত হুকুমটি হযরত আলী (রা) অপসন্দ করেন ঃ

٤٥٢١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ ذُكِرَ لِعَلِىٍّ شَانُ الرَّجُلِ الَّذِىْ اَتَى اَلَى ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَامْرَأَتِهِ قَدْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ حَدًّا فَقَالَ عَلِىٌّ لَوْ اَتَانِىْ صَاحِبُ ابْنِ اُمِّ عَبْدٍ لَرَضَخْتُ رَأْسَهُ بِالْحِجَارَةِ -

৪৫২১. আহমাদ ইবনুল হাসান (র) ..... মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন হযরত আলী (রা)-এর কাছে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট আগত লোকটি ও তার স্ত্রীর বিষয়টি উত্থাপন করা হয়। আর লোকটি তার স্ত্রীর দাসীর সাথে সঙ্গম করেছিল। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) তার জন্যে কোন শাস্তির বিধান প্রদান করেননি। তখন আলী (রা) বলেন, যদি আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) ঐ ব্যক্তিটিকে আমার কাছে নিয়ে আসত তাহলে আমি তার মাথা পাথর দ্বারা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতাম।

সুতরাং পরে কি ঘটনা ঘটেছে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) তা জানতেন না, এজন্যই আলী (রা) সংবাদ দিলেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) এমন হুকুমটি নিয়ে রয়েছেন যা ইতোমধ্যে রহিত হয়ে গিয়েছে। আর আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এ সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন না। এ সম্পর্কে আলকামা (র) ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর বিরোধিতা করেন এবং তিনি এমন এক সাহাবীর অভিমত সমর্থন করেন, যিনি সাহাবাদের মধ্যে অধিক জ্ঞানী।

٤٥٢٢- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اَتٰى جَارِيَةَ اِمْرَأَتِهِ فَقَالَ مَا اُبَالِىْ اِيَّاهَا اَتَيْتَ اَوْ جَارِيَةَ اِمْرَأَةٍ عَوْسَجَةٍ -

৪৫২২. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) ..... আলকামা (র) হতে বর্ণনা করেন। একদিন আলকামা (র) কে স্ত্রীর দাসীর সাথে যিনাকারীর হুকুম জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি বলেন, নিজের স্ত্রীর দাসী কিংবা ভবঘুরে কোন নারীর দাসীর সাথে সঙ্গম করুক, এটাতে আমি পার্থক্য মনে করিনা।

এ আলকামা (র) ই আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর সবচেয়ে জ্ঞানী ও বুযুর্গ সাথীদের অন্যতম। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নৈকট্য লাভ করা সত্ত্বেও তার সমর্থিত হুকুম প্রত্যাখ্যান করেন এবং অন্য সাহাবীর মতামত গ্রহণ করেন। আর আমাদের মতে এটা হয়েছে এ জন্য যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর গৃহীত হুকুমটি রহিত হয়ে গিয়েছে। যে ব্যক্তি তার দাসীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় আমরা তার শাস্তি অনুরূপ মনে করি। তবে যদি কোন প্রকার সন্দেহের দাবি করা হয়, যেমন বলা হয় যে, আমি তাকে আমার জন্যে হালাল মনে করেছি কিংবা তার স্ত্রী তাকে তার জন্যে অনুমতি দিয়েছে তাহলে তার থেকে শাস্তি রহিত হবে এবং শাসন করা হবে ও তার উপর মাহর ওয়াজিব হবে। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত।

٥- بَابُ مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةَ اَبِيْهِ اَوْ ذَاتَ مُحْرِمٍ مِنْهُ فَدَخَلَ بِهَا

৫. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোন ব্যক্তি তার পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করে কিংবা তার কোন মুহরিম নারীকে বিয়ে করে ও তার সাথে সঙ্গম করে

٤٥٢٣- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ السُّدِّىِّ اَنْ عَدِىِّ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَقِيْتُ خَالِىْ وَمَعَهُ الرَّايَةُ فَقُلْتُ اَيْنَ تَذْهَبُ فَقَالَ اَرْسَلَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةَ اَبِيْهِ مِنْ بَعْدِهِ اَنْ اَضْرِبَ عُنُقَهُ اَوْ اَقْتُلَهُ -

৪৫২৩. ফাহাদ (র) ..... বারা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আমি আমার মামার সাথে সাক্ষাত করলাম, তার সাথে ছিল একটি ঝাণ্ডা। আমি তাকে বললাম, আপনি কোথায় আগমন করছেন। তিনি বললেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এমন এক ব্যক্তির কাছে প্রেরণ করেছেন, যে তার পিতার মৃত্যুর পর পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করেছে, যাতে আমি তার গর্দান মেরে দেই কিংবা বলেছেন, তাকে হত্যা করি।

٤٥٢٤- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ هُوَ اِبْنُ مَنَازِلَ وَاَبُوْ سَعِيْدِ الْاَشَجُّ قَالَا ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَرَّبِىْ خَالِىْ اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ نَيَارِ الْاَسْلَمِىُّ مَعَهُ اللِّوَاءُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ اِلَّا اٰتِيْهِ بِرَأْسِهِ -

৪৫২৪. ফাহাদ (র) ..... আল-বারা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আমার মামা আবূ বুরদা ইব্ন নাইয়ার আল-আসলামী (রা) আমার নিকট দিয়ে প্রত্যাগমন করছিলেন। আর তার সাথে ছিল একটি ঝাণ্ডা। এরপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেন। তবে তিনি বলেন, হাদীসে উল্লেখ রয়েছে "যেন আমি তার মাথা নিয়ে আসি।"

٤٥٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالَقَانِيُّ قَالَ هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا قَالَ اَخْبَرَنَا الْاَشْعَثُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَرَّبِيَ الْحَارِثُ بْنُ عَمْرٍو وَمَعَهُ لِوَاءُ فَقَدْ عَقَدَهُ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اِلَى اَيِّ شَيْءٍ بَعَثَكَ قَالَ اِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةَ اَبِيْهِ اَنْ اَضْرِبَ عُنُقَهُ -

৪৫২৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন দাউদ (র) ..... আল-বারা ইব্‌ন আযিব (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আল-হারিস ইব্‌ন আমর (রা) আমার নিকট দিয়ে গমন করছিলেন। তার সাথে ছিল একটি ঝাণ্ডা, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার জন্যে বেঁধে দিয়ে ছিলেন। তখন আমি বললাম, আপনাকে তিনি কোথায় প্রেরণ করেছেন? তিনি বললেন, এমন এক ব্যক্তির কাছে, যে তার পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করেছে, যাতে আমি তার গর্দান মেরে দেই।

٤٥٢٦- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ هُوَ اِبْنُ مَنَازِلَ قَالَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ اَشْعَثَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৪৫২৬. ফাহাদ (র) ..... আশয়াস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা উল্লেখ করেন।

٤٥٢٧- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ اَبِي الْجَهْمِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ ضَلَّتْ اِبِلُ لِّيْ فَخَرَجْتُ فِيْ طَلَبِهَا فَاِذَا الْخَيْلُ قَدْ اَقْبَلَتْ فَلَمَّا رَاٰى اَهْلُ الْمَاءِ الْخَيْلَ اِنْضَمُّوْا اِلَيَّ وَجَاءُوْا اِلَى خِبَاءٍ مِّنَ الْاَخْبِيَةِ فَاسْتَخْرَجُوْا مِنْهَا رَجُلاً فَضَرَبُوْا عُنُقَهُ قَالُوْا هٰذَا رَجُلُ اَعْرَسَ بِاِمْرَأَةِ اَبِيْهِ فَبَعَثَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَقَتَلَهُ -

৪৫২৭. ফাহাদ (র) ..... আল-বারা ইব্‌ন আযিব (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আমার একটি উট হারিয়ে যায়, তখন আমি তার তালাসে ঘরের বাইরে বের হলাম। দেখলাম, উটটি আমার দিকে আসছে। কূয়ার কাছের লোকেরা যখন উটটিকে দেখল তখন তারা আমার কাছে আশ্রয় নিল এবং তাঁবুগুলো থেকে একটি তাঁবুতে গমন করল। আর ভিতর থেকে এক ব্যক্তিকে তারা বের করল এবং তার গর্দান মেরে দিল। তারা বলতে লাগল, এ লোকটি তার পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার কাছে লোক প্রেরণ করেছেন, যে তাকে হত্যা করেছে।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিমের মতে যদি কেউ তার মাহ্‌রাম কোন নারীকে বিয়ে করে এবং নারীটি যে তার জন্যে হারাম সে তা জানে, এরপর সে তার সাথে সঙ্গম করে তাহলে তার হুকুম হল একজন ব্যভিচারীর ন্যায় এবং তার উপর ব্যভিচারীর শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। তাকে বেত্রাঘাত করতে হবে কিংবা রাজম করতে হবে। তারা উপরোক্ত হাদীসগুলোকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। উপরোক্ত আলিমের দলের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) অন্তর্ভুক্ত। অন্য একদল আলিম এ ব্যাপারে তাদের বিরোধিতা করেন। তারা বলেন, এটাতে ব্যভিচারের শাস্তি ওয়াজিব হয়না, তবে এখানে ওয়াজিব হয় তিরস্কার ও কঠোর শাস্তি। এ দলের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (রা) এবং সুফিয়ান আস-সাওরী (র) অন্তর্ভুক্ত।

٤٥٢٨ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ بِذَالِكَ ـ

৪৫২৮. সুলাইমান ইব্‌ন শুয়াইব (র) ..... আবূ হানীফা (র) হতে বর্ণনা করেন।

٤٥٢٩ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُوْلُ فِىْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَدَخَلَ بِهَا قَالَ لاَ حَدَّ عَلَيْهِ ـ

৪৫২৯. ফাহাদ (র) ..... আবূ নু'আইম (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি সুফিয়ান (র) কে বলতে শুনেছি। তিনি এক ব্যক্তি সম্বন্ধে বলেন, যে তার মাহ্‌রাম নারীকে বিয়ে করেছে ও তার সাথে সঙ্গম করেছে, তিনি বলেন, তার উপর কোন শাস্তি নেই।

এ দু'জনের বিপক্ষে যারা দলীল পেশ করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে এদের দলীল এই যে, উল্লেখিত হাদীসগুলোতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হত্যার হুকুম দিয়েছেন। আর এগুলোর মধ্যে রাজম কিংবা কোন প্রকার শাস্তি দেয়ার উল্লেখ নেই। উলামায়ে কিরাম সকলেই একমত যে, যে ব্যক্তি এ কাজটি করবে তার উপর হত্যা ওয়াজিব হয়না, বরং একদল আলিমের মতে যদি ব্যভিচারী বিবাহিতা হয় তাহলে তার উপর রাজম ওয়াজিব হয়। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ অপরাধীকে রাজম না করে তাকে হত্যার হুকুম দিয়েছেন তাতে প্রমাণিত হয় যে, হত্যা ব্যভিচারীর শাস্তি নয়, এটা হচ্ছে তার বিপরীত অন্য কোন কাজের জন্যে। আর তা হচ্ছে এ বিবাহকারী এরূপ যা কিছু করছে তা করেছে হারামকে হালাল জেনে। যেমন তারা অন্ধকার যুগে এরূপ করত। এ অপরাধী এ কাজ করায় মুরতাদ হয়ে যায় আর এজন্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার সাথে এমন ব্যবহার করার নির্দেশ দেন, যেরূপ মুরতাদের সাথে করা হয়। অনুরূপভাবে এ বিয়েকারীর সাথে এরূপ ব্যবহার করার জন্যে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও সুফিয়ান (র) বলতেন, কেননা এ বিয়েকারী হারাম কাজটিকে হালাল জেনে করেছে। তাই তাকে হত্যা করা হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র) ও সুফিয়ান (র) এ অপরাধী সম্বন্ধে যা বলছেন, এ হাদীসে এর বিপরীত কোন কিছু না থাকায় এখানে তাদের বিরুদ্ধে কোন দলীল নেই। কেননা ব্যাখ্যার মাধ্যমে তাদের বিরোধিতা করা সমীচীন নয়। এ হাদীসের মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বুরদা (রা)-এর জন্যে ঝাণ্ডা বেঁধেছেন। আর ঝাণ্ডা বাঁধা হয় এমন ব্যক্তির জন্যে, যাকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হুকুম দেয়া হয়। ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগের জন্য প্রেরিত ব্যক্তির জন্যে ঝাণ্ডা বাঁধা হয়না। এ হাদীসে আরো উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে এক ব্যক্তির কাছে প্রেরণ করেন, যে তার পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করেছে। আর এখানে উল্লেখ নেই যে, সে তার সাথে সঙ্গম করেছে। বিয়ে করার জন্যে যখন বিবাহকারীকে হত্যার ন্যায় মহা শাস্তি প্রদান করার জন্যে বলা হয়েছে এতে বুঝা যায় যে, শুধু বিবাহ বন্ধনের দ্বারাই এ শাস্তিটি ওয়াজিব হয়েছে, সঙ্গমের জন্য নয়। আর এটা তার জন্যে হুকুম দেয়া হয়েছে, কেননা সে হয়েছিল মুরতাদ, হারামকে হালাল গণ্যকারী।

যদি কেউ বলে যে, আমাদের মতে সে বিয়ে করেছিল এবং তার সাথে সঙ্গমও করেছিল। **উত্তরে বলা যায় যে,** তোমাদের প্রতিপক্ষের মতে সে বিয়ে করেছিল এবং হারামকে হালাল মনে করেছিল।

আবার যদি কেউ বলে, হারামকে হালাল মনে করার কথা হাদীসে উল্লেখ নেই। **উত্তরে বলা যায় যে,** সঙ্গমের কথাও হাদীসে উল্লেখ নেই। হাদীসে উল্লেখ ব্যতীত সঙ্গম করাকে যদি হাদীস ধরে নেয়া বৈধ হতে পারে তাহলে হাদীসে উল্লেখ ব্যতীত হারামকে হালাল মনে করার বিষয়টি তোমার প্রতিপক্ষও হাদীসে বৈধ হিসেবে ধরে নিতে পারবে। পূর্ববর্তী হাদীসগুলোতে উল্লেখিত তথ্য থেকে অতিরিক্ত কিছু তথ্যও বর্ণিত রয়েছে, যেমনঃ

٤٥٣٠ـ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِيْ اُنَيْسَةَ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنْ يَزِيْدِ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَقِيَ خَالَهُ وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ لَهُ اِلَى اَيْنَ تَذْهَبُ فَقَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى رَجُلٍ نَكَحَ اِمْرَأَةَ اَبِيْهِ اَنْ اَقْتُلَهُ وَاٰخُذَ مَالَهُ ـ

৪৫৩০. হুসাইন ইব্‌ন নসর (র) ..... আল-বারা ইব্‌ন আযিব (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আমি আমার মামার সাথে সাক্ষাৎ করি, তার সাথে ছিল একটি ঝাণ্ডা। তিনি তাকে বললেন, আপনি কোথায় যান? তিনি বললেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এমন এক ব্যক্তির কাছে প্রেরণ করেছেন, যে তার পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করেছে, আমি যেন তাকে হত্যা করি ও তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করি।

আল-বারা (রা) ব্যতীত অন্যান্য সাহাবী হতেও এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় ঃ

٤٥٣١ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاؤُدَ وَفَهْدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَرْدِ قَالُوْا حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مَنَازِلَ الْكُوْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَبِيْ كَرِيْمَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ كُرَّةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ جَدَّ مُعَاوِيَةَ اِلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ اَبِيْهِ اَنْ يَّضْرِبَ عُنُقَهُ وَيُخَمِّسَ مَالَهُ ـ

৪৫৩১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন দাঊদ (র), ফাহাদ (র) ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন আল-ওয়ার্দ (র) ..... মুয়াবিয়া ইব্‌ন কুররা (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুয়াবিয়া (র)-এর দাদাকে এমন একজন লোকের কাছে প্রেরণ করেন, যে তার পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করেছে, তিনি যেন তার গর্দান মেরে দেন এবং তার সম্পদের এক পঞ্চমাংশ বাজেয়াপ্ত করেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন এ দুই হাদীসের মধ্যে বিবাহকারীর সম্পদ ও সম্পদের $\frac{1}{5}$ অংশ বাজেয়াপ্ত করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন, তাতে বুঝা যায় যে, বিবাহকারী বিবাহের মাধ্যমে যুদ্ধবাজ মুরতাদে পরিণত হয়েছে। তাই তার মুরতাদ হওয়ার কারণে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব হয়ে পড়েছে। আর তার সম্পদ হবে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবস্থানকারী যোদ্ধাদের সম্পদের ন্যায়। কেননা যে মুরতাদ যুদ্ধ করে নাই, সকলে একমত যে, তার সম্পদের $\frac{1}{5}$ অংশ নয়, বরং তার সমুদয় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়ে থাকে। একদল আলিম যথা ইমাম আবূ হানীফা (র), তার সাথীগণ ও তাদের মতামত অবলম্বনকারী ব্যক্তিগণ বলেন যে, তার সম্পদ হবে তার মুসলিম ওয়ারিশগণের প্রাপ্য। আর তাদের বিরোধীরা বলেন, তার সমুদয় সম্পদ গনীমতের মাল হিসেবে গণ্য হবে। তার সম্পদের এক পঞ্চমাংশ বাজেয়াপ্ত করলে চলবেনা। কেননা এ ব্যাপারে কোন সওয়ার ও সওয়ারীকে কাজে নিযুক্ত করা হয়নি। আর আমাদের উল্লেখিত এ বিবাহকারীর সম্পদ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক এক পঞ্চমাংশ বাজেয়াপ্ত করায় এটা বুঝা যায় যে, উক্ত বিবাহকারী থেকে ধর্ম বিচ্যুতি ও যুদ্ধবাজী উভয়টাই পাওয়া গেছে। তাই আমাদের উল্লেখিত তথ্যের মাধ্যমে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও সুফিয়ান (র)-এর বিরুদ্ধে এ হাদীসটি দলীল হিসেবে প্রযোজ্য হয়না।

যদি কেউ বলেন, আমরা লক্ষ্য করেছি যে, এ বিয়েটি এমন একটি বিয়ে, যার স্থায়িত্ব নেই। সুতরাং যে বিয়ের স্থায়িত্ব নে, সেটা যেন এমন যে, বিয়েটিই অনুষ্ঠিত হয়নি। কাজেই তার সঙ্গমটি যেন বিয়ে না হওয়ার অবস্থায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। **জবাবে বলা যায় যে,** যদি এরূপই হয়ে

থাকে তাহলে তোমার প্রশ্নে যে তুমি বিয়ের কথা উল্লেখ করেছ, তাতে তোমার জন্যে উচিত ছিল বলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি তার মাহরামের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। যদি তুমি এরূপ বলতে তাহলে আমরা জবাবে বলতাম, তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে। আর তুমি যখন বিয়ে শব্দটি উচ্চারণ করেছ, আর এটাকে তুমি বিয়ে বলে আখ্যায়িত করেছ এটা যদিও সুদৃঢ় বিয়ে না হয়ে থাকে, সংগমকারীর উপর বৈধ কিংবা অবৈধ বিয়ের জন্যে কোন শাস্তি আরোপ করা যাবেনা। আমরা আরো লক্ষ্য করেছি যে, হযরত উমার (রা) ইদ্দতের মধ্যে অস্থায়ী বিয়ে সম্পাদনকারীর ক্ষেত্রে যে হুকুম জারী করেছেন তাতে তোমার মাযহাবের বিরুদ্ধাচরণই ব্যক্ত হয়। আর এটা হল নিম্নরূপ ঃ

٤٥٣٢- وَذٰلِكَ اَنَّ اِبْرَاهِيْمَ بْنَ مَرْزُوْقٍ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ اَنَّ طُلَيْحَةَ نَكَحَتْ فِيْ عِدَّتِهَا فَاُتِيَ بِهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رض. فَضَرَبَهَا ضَرَبَاتٍ بِالْمِخْفَقَةِ وَضَرَبَ زَوْجَهَا وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ اَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِيْ عِدَّتِهَا فَرِّقْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الَّذِيْ نَكَحَتْ ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْاَوَّلِ ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الْاٰخِرِ اِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا الْاٰخَرُ ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْهَا اَبَدًا وَاِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا اعْتَدَّتْ مِنَ الْاَوَّلِ وَكَانَ الْاٰخَرُ خَاطِبًا مِّنَ الْخُطَّابِ -

৪৫৩২. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রা) ও সুলাইমান ইব্‌ন ইয়াসার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তারা বলেন, "তুলাইহা (রা) তার ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, তখন তাকে হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর কাছে আনয়ন করা হল। তিনি তাকে বেত্রাঘাত করেন এবং তার স্বামীকে বেত্রাঘাত করেন। এরপর দুইজনকে পৃথক করে দেন। আর বলেন, কোন মহিলা যদি তার ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহলে তাকে এবং তার বিবাহিত স্বামীকে পৃথক করে দিতে হবে। অতঃপর সে তার প্রথম বিবাহের বাকি ইদ্দত পালন করবে। এরপর দ্বিতীয় বিবাহের ইদ্দত পালন করতে হবে, যদি দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে সঙ্গম করে থাকে। আর সে কোন দিনও মহিলাটিকে বিয়ে করতে পারবেনা। আবার দ্বিতীয় স্বামী যদি তার সাথে সঙ্গম না করে থাকে তাহলে মহিলাটি শুধুমাত্র প্রথম বিয়ের ইদ্দত পালন করবে এবং দ্বিতীয় স্বামী অন্যান্য বিয়ের প্রস্তাবকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

٤٥٣٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ -

৪৫৩৩. ইউনুস (র) ..... ইব্‌ন শিহাব (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা উল্লেখ করেন।

٤٥٣٤- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ اَبِيْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فِيْ عِدَّتِهَا فَرُفِعَ اِلٰى عُمَرَ فَضَرَبَهُمَا دُوْنَ الْحَدِّ وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ لاَ يَجْتَمِعَانِ اَبَدًا قَالَ وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنْ تَابَ وَاَصْلَحَا جَعَلْتُهُمَا مَعَ الْخُطَّابِ -

৪৫৩৪. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "এক ব্যক্তি একটি মহিলাকে তার ইদ্দতের মধ্যে বিয়ে করে। তখন বিষয়টি হযরত উমার (রা)-এর কাছে উত্থাপন করা হয়। হযরত উমার (রা) তাকে নির্ধারিত শাস্তি থেকে কম বেত্রাঘাতের শাস্তি প্রদান করেন ও তার মাহর নির্ধারণ করে দেন। আর এ দুজনকে পৃথক করে দেন এবং বলেন, এ দুজন যেন আর কখনও একত্রিত না হয়।" বর্ণনাকারী বলেন, "আলী (রা) বলেছেন, যদি তারা দুজন তাওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয় তাহলে আমি এ দুজনকে বিয়ের প্রস্তাবকারীদের মধ্যে গণ্য করব।

তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, উমার (রা) মহিলাটিকে এবং ইদ্দতের মধ্যে বিয়ে সম্পাদনকারী পুরুষটিকে বেত্রাঘাত করেছেন। আর তারা যে হারাম কাজটি করেছে সে সম্বন্ধে তারা অজ্ঞ ছিল। এ অবস্থায় হযরত উমার (রা) তাদেরকে বেত্রাঘাত করেছেন এটা সম্ভব নয়। কেননা তিনি ছিলেন আল্লাহ্ তা'আলা সম্বন্ধে মহাজ্ঞানী। তাই তিনি দলীল ব্যতীত কাউকে শাস্তি প্রদান করবেন তা হতে পারেনা। যখন তিনি তাদেরকে বেত্রাঘাত করেছেন, এতে বুঝা যায় যে, এ কাজটি করার পূর্বে এটি হারাম হওয়ার দলীলটি তাদের কাছে প্রমাণিত হয়েছিল। অতঃপর হযরত উমার (রা) তাদের দু'জনের উপর (শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি) প্রয়োগ করেননি। তাঁর কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ উপস্থিত ছিলেন। এ ব্যাপারে তারা তার আনুগত্য করেছেন, তার বিরুদ্ধাচরণ করেননি। সুতরাং এটা একটি বিশুদ্ধ দলীল যে, বিবাহ বন্ধনের ফলে যদিও এটা সুদৃঢ় নয়, কতিপয় হুকুম তার জন্যে পালন করা ওয়াজিব হয়ে যায়, যেমন সঙ্গমের পর মাহ্‌র ওয়াজিব হয়, ইদ্দত পালন করতে হয়, বংশ প্রমাণিত হয়। এ ধরনের অনেক কিছু যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। সুতরাং এ ক্ষেত্রে হদ ওয়াজিব হওয়া অসম্ভব, কেননা হদ ওয়াজিব হয় ব্যভিচার দ্বারা আর ব্যভিচার বংশ, মাহ্‌র, ইদ্দত ইত্যাদি কোনটাই প্রমাণ করেনা।

যদি কেউ বলেন, "তুমি যে মাহ্‌রামের সাথে বিয়ের ভিত্তিতে সঙ্গমের কথা উল্লেখ করেছ এটা যদি ব্যভিচার না হয়ে থাকে তাহলে এটা হবে ব্যভিচার হতেও বেশি খারাপ। সুতরাং ব্যভিচারের কারণে যে শাস্তি ওয়াজিব হয় তার ক্ষেত্রেও সেরূপ শাস্তি ওয়াজিব হওয়া উচিত।" **উত্তরে তাকে বলা যায়,** একথা বলে তুমি মাহ্‌রামের সঙ্গমকে ব্যভিচারী থেকে পৃথক করে নিলে এবং বললে যে, এটা ব্যভিচারী থেকেও বেশি খারাপ। তবে ব্যভিচারী কিংবা ব্যভিচার থেকে বৃহত্তর নিষিদ্ধ বস্তুগুলোর ব্যাপারে সীমালংঘনে এরূপ শাস্তি হয়না, যেরূপ ব্যভিচারের ক্ষেত্রে হয়। কেননা শাস্তির ব্যাপারটি তাওকীফী (নাছ ভিত্তিক) হিসেবে গণ্য, কীয়াসী (কিয়াস ভিত্তিক) নয়। তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুরদার রক্ত ও শূকর মাংস হারাম করেছেন, যেমন মদ হারাম করেছেন। আর মদপানকারীর উপর হদ (শাস্তি) নির্ধারণ করেছেন, কিন্তু শূকর মাংস ভক্ষণকারী কিংবা মুরদার ভক্ষণকারীর ক্ষেত্রে অনুরূপ শাস্তি নির্ধারণ করেননি; যদিও এটা যেরূপ হারাম সেটাও সেরূপ হারাম। অনুরূপভাবে সতী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপের শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত, অপবাদ আরোপকারীর সাক্ষ্য অগ্রহ্য এবং তার প্রতি فِسْقٌ নামটি অবিচ্ছিন্ন করা ইত্যাদি ঐ ব্যক্তির সাথে জড়িত করা হয়নি ,যে কোন ব্যক্তিকে কুফরীর অপবাদ দিয়েছে অথচ কুফরী আসলে একটি জঘন্য অপরাধ এবং অপবাদ থেকেও জঘন্যতর। সুতরাং শাস্তি কতিপয় বস্তুর ব্যাপারে প্রণয়ন করা হয়েছে। আবার এগুলোর ন্যায় কতগুলোর ব্যাপারে প্রণয়ন করা হয়নি, এমনকি এগুলো থেকে বড় ও খারাপ বস্তুর ব্যাপারেও শাস্তি প্রণয়ন করা হয়নি। অনুরূপভাবে ব্যভিচারীর জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা যেরূপ শাস্তি ওয়াজিব করেছেন ব্যভিচার থেকে বেশি জঘন্য অপরাধের জন্যে সেরূপ শাস্তি ওয়াজিব করেননি। এ অনুচ্ছেদের মধ্যে এটাই চিন্তা ও গবেষণার ফল যা আমরা উল্লেখ করেছি। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র) ও সুফিয়ান (র)-এর অভিমত।

٦ـ بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ

৬. অনুচ্ছেদ ঃ মদপানের শাস্তি

٤٥٢٥ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَا ثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنِ الدَّانَاجِ عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ الرَّقَاشِيِّ اَبِيْ سَاسَانَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ جَلَّدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ الْخَمْرِ اَرْبَعِيْنَ وَاَبُوْ بَكْرٍ اَرْبَعِيْنَ وَكَمَّلَهَا عُمَرُ ثَمَانِيْنَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ ـ

৪৫৩৫. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আলী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদপানের ক্ষেত্রে ৪০টি বেত্রাঘাত করেছেন। আবূ বকর (রা) ৪০টি বেত্রঘাত করেছেন। আর উমার (রা) ৮০টি বেত্রাঘাত পূর্ণ করেছেন। সকলেই এক বছরের নির্বাসন দিয়েছেন।

٤٥٢٦ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الدَّانَاجِ قَالَ ثَنَا حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ الرَّقَاشِيُّ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَقَدْ اُتِيَ بِالْوَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ وَقَدْ صَلّٰى بِاَهْلِ الْكُوْفَةِ الصُّبْحَ اَرْبَعًا وَقَالَ اَزِيْدُكُمْ قَالَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ حُمْرَانُ وَرَجُلٌ اٰخَرُ قَالَ فَشَهِدَ اَحَدُهُمَا اَنَّهُ رَاٰهُ يَشْرَبُهَا وَشَهِدَ الْاٰخَرُ اَنَّهُ رَاٰهُ يَقِيْئُهَا قَالَ فَقَالَ عُثْمَانُ اِنَّهُ لَمْ يَقِيْئُهَا حَتّٰى شَهِدَهَا فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ اَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالَ عَلِيٌّ لِابْنِهِ الْحَسَنِ اَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ قَالَ فَقَالَ الْحَسَنُ وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلّٰى قَارَّهَا قَالَ فَقَالَ عَلِيٌّ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ اَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَاَخَذَ السَّوْطَ فَجَعَلَ يَجْلِدُهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ حَتّٰى بَلَغَ اَرْبَعِيْنَ ثُمَّ قَالَ لَهُ اَمْسِكْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَّدَ اَرْبَعِيْنَ وَجَلَّدَ اَبُوْ بَكْرٍ اَرْبَعِيْنَ وَجَلَّدَ عُمَرُ ثَمَانِيْنَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ وَهٰذَا اَحَبُّ اِلَيَّ ـ

৪৫৩৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন খুযাইমা (র) ..... হুসাইন ইব্‌ন আল-মুনযার আর-রাকাশী (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আমি উসমান ইব্‌ন আফফান (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় ওয়ালীদ ইব্‌ন উকবাকে হাযির করা হল। তিনি কুফাবাসীদেরকে নিয়ে ফজরের সালাত চার রাকত আদায় করেন এবং বলেন, তোমাদের জন্য আরো রাকাত বৃদ্ধি করব। বর্ণনাকারী বলেন, হিমরান ও অন্য একজন তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করেন। বর্ণনাকারী আরো বলেন, একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিলেন যে, সে তাকে মদ পান করতে দেখেছে, অন্য একজন সাক্ষ্য দিলেন যে, সে তাকে বমি করতে দেখেছে। বর্ণনাকারী আরো বলেন, উসমান (রা) বলেন, মদ পান করা ব্যতীত বমি করতে পারেনা। উসমান (রা) আলী (রা) কে বললেন, তুমি দাঁড়াও ও তার উপর শাস্তি প্রয়োগ কর। আলী (রা) তার পুত্র হাসান (রা) কে বললেন, তুমি দাঁড়াও ও তার উপর শাস্তি প্রয়োগ কর। বর্ণনাকারী বলেন, হাসান (রা) বলেন, উপযুক্ত পাত্রকে এ দায়িত্ব প্রদান করুন। বর্ণনাকারী বলেন, আলী (রা) তখন আবদুল্লাহ ইব্‌ন জা'ফর (রা) কে বললেন, তুমি বরং তার উপর শাস্তি প্রয়োগ কর। তিনি তখন বেত হাতে নিলেন এবং তাকে বেত্রাঘাত করতে লাগলেন আর আলী (রা) গণতে লাগলেন। যখন চল্লিশ পর্যন্ত পৌঁছলেন তখন আলী (রা) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর (রা) কে বললেন, 'থাম'। অতঃপর বলেন,

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছেন, হযরত আবূ বকর (রা) ও চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেন। হযরত উমার (রা) ৮০টি বেত্রাঘাত করেন। আর সবটাই সুন্নত, তবে এটাই আমার কাছে বেশি প্রিয়।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিমের মতে মদপানকারীর উপর চল্লিশটি বেত্রাঘাত করা ওয়াজিব। আর তারা এ সম্পর্কে উপরোক্ত হাদীসটির মাধ্যমে দলীল পেশ করেন। এ ব্যাপারে অন্য এক দল আলিম তাদের বিরোধিতা করেন এবং এ হাদীসটির ত্রুটি সম্বন্ধে দাবি করেন ও আলী (রা) এরূপ কিছু বলেছেন বলে তারা অস্বীকার করেন। কেননা এর বিপরীতও তার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, যা উপরোক্ত অভিমতকে প্রতিহত করে।

٤٥٣٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيْدِ النَّخْعِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدْنَاهُ فَمَاتَ وَدَيْنَاهُ لاَنَّهُ شَيْئٌ صَنَعْنَاهُ -

৪৫৩৭. সুলাইমান ইব্ন শুয়াইব (র) ..... উমাইর ইব্ন সায়ীদ আন-নাখ্য়ী (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হযরত আলী (রা) বলেন, যে ব্যক্তি মদ পান করবে তাকে আমরা বেত্রাঘাত করব। এরপর যদি সে মরে যায় তাহলে সে সর্বনাশ হয়েছে বলে মনে করব, কেননা সে আমাদের নিষিদ্ধ বস্তুটির শিকার হয়েছে।

٤٥٣٨- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ الْاَصْبَهَانِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا شُرَيْكٌ عَنْ اَبِى حُصَيْنٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا حَدَدْتُ اَحَدًا حَدًّا فَمَاتَ فِيْهِ فَوَجَدْتُ فِى نَفْسِى شَيْئًا اِلاَّ الْخَمْرَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّ فِيْهَا شَيْئًا -

৪৫৩৮. ফাহাদ (র) ..... উমাইর ইব্ন সায়ীদ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি হযরত আলী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি কারো উপর শাস্তি প্রয়োগ করার পর যদি সে মরে যায় তাহলে আমি মনে কিছু নেবনা, তবে মদের ব্যাপারটি ভিন্ন। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এ ব্যাপারে কোন শাস্তি প্রচলন করে যাননি।

আবার এ হযরত আলী (রা) ই সংবাদ দিচ্ছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদপানকারীর ব্যাপারে কোন প্রকার শাস্তি প্রচলন করে যাননি। পুনরায় হযরত আলী (রা) হতে মদ পানকারী সম্বন্ধে প্রথম হাদীসের বিপরীত শাস্তির বর্ণনা এসেছে যে, তিনি আশি বেত্রাঘাতের স্থলে চল্লিশ বেত্রাঘাতকে গ্রহণ করেছেন ঃ

٤٥٣٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِى مَرْوَانَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اُتِىَ عَلِيٌّ بِالنَّجَاشِيِّ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِيْ رَمَضَانَ فَضَرَبَهُ ثَمَانِيْنَ ثُمَّ اُمِرَ بِهِ اِلَى السِّجْنِ ثُمَّ اَخْرَجَهُ مِنَ الْغَدِ فَضَرَبَهُ عِشْرِيْنَ ثُمَّ قَالَ اِنَّمَا جَلَدْتُكَ هٰذِهِ الْعِشْرِيْنَ لاِفْطَارِكَ فِيْ رَمَضَانَ وَجُرْأَتِكَ عَلَى اللّٰهِ -

৪৫৩৯. আলী ইব্ন শাইবা (র) ..... 'আতা ইব্ন আবূ মারওয়ান (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আলী (রা)-এর কাছে নাজ্জাশীকে আনয়ন করা হল। সে রামাদানে মদ পান করেছিল। তিনি তাকে ৮০টি বেত্রাঘাত করেন। অতঃপর তাকে কারাগারে প্রেরণের আদেশ প্রদান করেন। পরদিন তাকে বের করে আনা হয় এবং বিশটি বেত্রাঘাত করা হয়। অতঃপর তিনি বলেন, রামদানে সিয়াম ভঙ্গের জন্যে এবং আল্লাহ্র প্রতি তোমার ধৃষ্টতা দেখে আমি তোমাকে এ ২০টি বেত্রাঘাত করেছি।

٤٥٤٠ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ مُصْعَبٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً شَرِبَ الْخَمْرَ فِىْ رَمَضَانَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

৪৫৪০. ইব্রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ মাসয়াব (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রামাদানে মদপান করেছিল। অতঃপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেন।

٤٥٤١ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ اللَّيْثِىُّ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَنَا اَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَهُ اَنَّ رَجُلاً مِنْ كَلْبٍ يُقَالُ لَهُ وَبْرَةُ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا بَكْرِ الصِّدِّيْقَ كَانَ يَجْلِدُ فِى الشَّرَابِ اَرْبَعِيْنَ وَكَانَ عُمَرُ يَجْلِدُ فِيْهَا اَرْبَعِيْنَ قَالَ بَعَثَنِىْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ خَالِدًا بَعَثَنِىْ اِلَيْكَ قَالَ فِيْمَ قُلْتُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ تَخَافُوا الْعُقُوْبَةَ وَانْهَمَكُوْا فِى الْخَمْرِ فَمَا تَرٰى فِيْ ذٰلِكَ فَقَالَ عُمَرُ لِمَنْ حَوْلَهُ مَاتَرَوْنَ فَقَالَ عَلِىُّ رضـ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ نَرٰى يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً فَقَبِلَ ذٰلِكَ عُمَرُ فَكَانَ خَالِدُ اَوَّلُ مَنْ جَلَّدَ ثَمَانِيْنَ ثُمَّ جَلَّدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نَاسًا بَعْدَهُ ـ

৪৫৪১. ইউনুস (র) ..... হুমাইদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বনূকালবের এক ব্যক্তি, যার নাম ছিল ওবারা, তাকে সংবাদ দেন যে, আবূ বকর সিদ্দীক (রা) মদপানকারীকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করতেন এবং উমার (রা) ও মদ পানকারীকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) আমাকে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর কাছে প্রেরণ করেন। আমি তার কাছে আগমন করলাম এবং বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! খালিদ (রা) আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন। তিনি বললেন, কি জন্য? আমি বললাম, জনগণ শাস্তিকে ভয় করছে আবার অন্যদিকে মদপানে নিমজ্জিত হয়েছে। আপনি এ ব্যাপারে কি বলেন? উমার (রা) তার পাশের সভাসদবর্গকে বললেন, আপনাদের অভিমত কি? তখন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমাদের মতে আশি বেত্রাঘাত। তখন উমার (রা) তা গ্রহণ করলেন। সুতরাং খালিদ (রা) ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি ৮০টি বেত্রাঘাত করেছেন। এরপর উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তার পরে লোকজনকে ৮০টি বেত্রাঘাত করেছেন।

٤٥٤٢ـ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا اُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ اللَّيْثِىُّ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَاَتَيْتُ عُمَرَ فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ عَلِيًّا وَطَلْحَةَ وَزُبَيْرَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَهُمْ مُتَّكِؤُنَ فِى الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ مِثْلَ مَا فِىْ حَدِيْثِ يُوْنُسَ غَيْرَ اَنَّهُ زَادَ فِىْ كَلَامِ عَلِىٍّ اَنَّهُ قَالَ اِذَا سَكَرَ هَذٰى وَاِذَا هَذٰى افْتَرٰى وَعَلَى الْمُفْتَرِىْ ثَمَانُوْنَ وَتَابَعَهُ اَصْحَابُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْثَ ـ

৪৫৪২. আলী ইব্‌ন শাইবা (র) ..... উসামা ইব্‌ন যায়দ আল-লাইসী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার নিজে সনদে অনুরূপ বর্ণনা উল্লেখ করেন। তবে তিনি আরো বলেন, আমি উমার (রা)-এর কাছে আগমন

করলাম এবং তার কাছে হযরত আলী (রা) তালহা (রা), যুবাইর (রা) এবং আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) কে দেখতে পেলাম। তারা মসজিদে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। অতঃপর তিনি ইউনুস (রা)-এর বর্ণিত হাদীসের ন্যায় উল্লেখ করেন। তবে তিনি আলী (রা)-এর কথার মধ্যে এতটুকু অতিরিক্ত করেন যে, যখন কেউ মাদকাসক্ত হয় তখন প্রলাপ বকতে থাকে। আর যে প্রলাপ বকে তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করতে হবে। আলী (রা)-এর সাথীগণ তাঁর আনুগত্য করেন। অতঃপর তিনি বাকি হাদীসের অংশটুকু উল্লেখ করেন।

তোমরা কি লক্ষ্য করনা যে, আলী (রা) কে যখন এটা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হল, তখন তিনি শাস্তির ন্যায় অন্য কিছু বর্ণনা করেন যে, এগুলো কেমন করে সংঘটিত হয়। অতঃপর তিনি এগুলো থেকে নিজের অভিমত অনুযায়ী শাস্তির সীমা নির্ধারণ করেন এবং মদ পানকারীর শাস্তিকে প্রলাপকারীর শাস্তির ন্যায় গণ্য করেন। যদি তাঁর কাছে এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কোন নির্ধারিত সিদ্ধান্ত থাকত তাহলে তিনি এরূপ করতেন না। এমন কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে যদি এরূপ কিছু তাঁর সাথীদের কাছেও থাকত তাহলেও তারা তাঁর এরূপ উদ্ভাবিত এবং বিভিন্ন উদাহরণ বর্ণনার বিষয়টি মেনে নিতেন না। আমাদের এ বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে তার কাছে অথবা তাদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে নির্ধারিত কোন সিদ্ধান্ত ছিলনা। অন্যথায় কেমন করে এটার পরে আলী (রা) থেকে এটার বিপরীত গ্রহণ করা যায়।

٤٥٤٣ـ حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَصْبَهَانِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِىِّ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ شَرِبَ نَفَرٌ مِنْ اَهْلِ الشَّامِ الْخَمْرَ وَعَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ يَزِيْدُ بْنُ اَبِى سُفْيَانَ وَقَالُوْا هِىَ حَلَالٌ وَتَاوَّلُوْا لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا اَلْاٰيَةَ فَكَتَبَ فِيْهِمْ اِلٰى عُمَرَ فَكَتَبَ عُمَرُ اَنِ ابْعَثْ بِهِمْ اِلَىَّ قَبْلَ اَنْ يُفْسِدُوْا مِنْ قِبَلِكَ فَلَمَّا قَدِمُوْا عَلٰى عُمَرَ اِسْتَشَارَ عَلَيْهِمُ النَّاسَ فَقَالُوْا يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ نَرٰى اَنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وَشَرَعُوْا فِىْ دِيْنِهِمْ مَالَمْ يَاْذَنْ بِهِ اللّٰهُ فَاضْرِبْ اَعْنَاقَهُمْ وَعَلِىٌّ سَاكِتٌ فَقَالَ مَاتَقُوْلُ يَا اَبَا الْحَسَنِ فِيْهِمْ قَالَ اَرٰى اَنْ تَسْتَتِيْبَهُمْ فَاِنْ تَابُوْا ضَرَبْتَهُمْ ثَمَانِيْنَ ثَمَانِيْنَ لِشُرْبِهِمُ الْخَمْرَ وَاِنْ لَّمْ يَتُوْبُوْا ضَرَبْتَ اَعْنَاقَهُمْ فَاِنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وَشَرَعُوْا فِىْ دِيْنِهِمْ مَا لَمْ يَاْذَنْ بِهِ اللّٰهُ فَاسْتَتَابَهُمْ فَتَابُوْا فَضَرَبَهُمْ ثَمَانِيْنَ ثَمَانِيْنَ ـ

৪৫৪৩. ফাহাদ (র) ..... আলী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সিরিয়া বাসীদের কিছু সংখ্যক লোক মদ পান করে। তখন তাদের শাসনকর্তা ছিলেন ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান। আর তারা বলতে লাগল, এটা হালাল এবং নিম্নবর্ণিত আয়াতটি দলীল হিসেবে পেশ করতে লাগল ঃ

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا اَلْاٰيَةَ ـ

অর্থাৎ যারা ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করে তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে তার জন্য তাদের কোন পাপ নেই (সূরা মায়িদা ঃ ৯৩) মদের সম্বন্ধে ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান উমার (রা)-এর কাছে পত্র লিখেন, তখন উমার (রা) লিখেন, তোমার কাছে তারা অরাজকতা সৃষ্টির পূর্বে তাদেরকে তুমি আমার কাছে প্রেরণ কর। যখন তারা

উমার (রা)-এর কাছে পৌঁছল তখন উমার (রা) তাদের সম্বন্ধে লোকজনের সাথে পরামর্শ করতে লাগলেন, তখন লোকজন বলতে লাগলো, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমাদের মতে তারা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করেছে এবং তারা তাদের ধর্মের মধ্যে এমন নীতি-পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে, যা আল্লাহ্ তা'আলা অনুমতি দেননি। তাই আপনি তাদেরকে হত্যা করুন। আলী (রা) এ সময় মৌনতা অবলম্বন করেছিলেন। আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে হযরত উমার (রা) বলেন, হে আবুল হাসান! তুমি এ ব্যাপারে কি বল? আলী (রা) বলেন, আমার মতে আপনি তাদেরকে তাওবা করতে বলুন, যদি তারা তাওবা করে তাহলে তাদের মদপানের জন্য ৮০টি করে বেত্রাঘাত করুন। যদি তারা তাওবা না করে তাহলে তাদেরকে হত্যা করুন। কেননা তারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করেছে এবং তাদের ধর্মে এমন নীতি-পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে, যা আল্লাহ্ তা'আলা অনুমতি দেননি। তখন উমার (রা) তাদেরকে তাওবা করতে আহবান জানান। তারা এ আহবানে সাড়া দিয়ে তাওবা করল এবং হযরত উমার (রা) তাদেকে ৮০টি করে বেত্রাঘাত করেন।

এ হাদীসের মধ্যে দেখা যায় যে, আলী (রা)-কে যখন হযরত উমার (রা) তাদের শাস্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন তিনি তখন তাদের শাস্তি সম্বন্ধে উত্তর দিয়েছেন যে, তা হবে ৮০টি করে বেত্রাঘাত। তিনি বলেননি যে, যদি তুমি চাও তাদেরকে চল্লিশটি করে বেত্রাঘাত করতে পার আর যদি তুমি চাও তাহলে তাদেরকে আশিটি করে বেত্রাঘাত করতে পার। এ বর্ণনাটি আদ-দান্নাজ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের বিপরীত। আদ-দান্নাজের বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে চল্লিশ বেত্রাঘাত বর্ণনা করেছেন এবং এরপর তিনি তা গ্রহণ করেছেন। একথাও বর্ণিত রয়েছে যে, যে বেতটি দ্বারা গভর্নর ওয়ালীদকে আঘাত করা হয়েছিল তার ছিল দু'টি লেজ/ মাথা, তাই একটি আঘাতকে দুটি আঘাত হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল ঃ

٤٥٤٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ الْوَلِيْدَ بِسَوْطٍ لَّهُ طَرْفَانِ -

৪৫৪৪. সুলাইমান ইব্ন শুয়াইব (র) ..... মুহাম্মাদ ইব্ন আলী (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হযরত আলী (রা) আল-ওয়ালীদকে ৪০টি বেত্রাঘাত করেছিলেন। বেতটির ছিল দুটি মাথা/লেজ।

٤٥٤٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ ثَنِيْ اَبُوْ الْاَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ الْوَلِيْدَ بْنَ عُقْبَةَ بِسَوْطٍ لَّهُ ذَنَبَانِ اَرْبَعِيْنَ جَلْدَةً فِي الْخَمْرِ قَالَ وَذٰلِكَ فِيْ زَمَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ -

৪৫৪৫. ইব্ন আবূ দাউদ (র) ..... উরওয়া (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আলী (রা) আল-ওয়ালীদ ইব্ন উকবাকে মদপানের জন্যে ৪০টি বেত্রাঘাত করেছিলেন। বেতটির ছিল ২টি মাথা/লেজ। বর্ণনাকারী বলেন, এটা ছিল হযরত উসমান ইব্ন আফফান (রা)-এর আমলের ঘটনা।

এ হাদীসের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় যে, আলী (রা) তাকে ৮০টি বেত্রাঘাত করেছিলেন। কেননা ঐ সময়কার প্রতিটি বেতের ছিল দুই মাথা/লেজ। তাই প্রতিটি আঘাত দুইটি আঘাত হিসেবে গণ্য ছিল। সুতরাং এটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল যে, আলী (রা) বলবেন, আমার কাছে ৮০টি বেত্রাঘাতের স্থলে ৪০টি বেত্রাঘাত অধিক প্রিয় এবং পরে তিনি আবার আশিটি বেত্রাঘাত করবেন। এ হাদীসটি আদ-দান্নাজের বর্ণিত হাদীসের ত্রুটি প্রমাণ করেছে। অন্যান্যরা আবার হযরত আলী (রা) থেকে এ সবের বিপরীত বর্ণনা করেছেন ঃ

٤٥٤٦- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ وَعُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ نُجَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ جَلَّدَ رَجُلاً فِى الْخَمْرِ ثَمَانِيْنَ غَيْرَ اَنَّ صَالِحًا قَالَ فِىْ حَدِيْثِهٖ جَلَّدَ رَجُلاً مِّنْ بَنِى حَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ -

৪৫৪৬. ফাহাদ (র) এবং সালিহ্ ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি আলী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে মদপানের জন্য ৮০টি বেত্রাঘাত করেন। তবে সালিহ (র) তার বর্ণিত হাদীসে বলেন, বনূ হারিস ইব্নুল খায্রাজ এর এক ব্যক্তিকে বেত্রাঘাত করা হয়েছিল।

এটা আমাদের কাছে অশুদ্ধ। আলী (রা) থেকে সঠিকভাবে বর্ণনা করা হয়নি। কেননা সায়ীদ (র) তার থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইনতিকাল করেছেন, তিনি মদের ব্যাপারে কোন শাস্তি নির্ধারণ করে যাননি, বরং সাহাবায়ে কিরাম এটাকে ৮০ বেত্রাঘাতে নির্ধারণ করেছেন অন্য শাস্তির উপর কিয়াস করে, যা আমি এ অনুচ্ছেদের মধ্যে উল্লেখ করেছি। আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

আমাদের কাছে হযরত আলী (রা) মদের শাস্তি উদ্ভাবন করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন এবং তার কাছে এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এ হাদীসের ন্যায় কোন কিছু বর্ণিত হয়েছে বলে প্রমাণ নেই। তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে লাগাতর হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদপানকারীর শাস্তির ব্যাপারে কোন একটি নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করে যাননি। এমনকি আমরা হযরত আলী (রা) হতেও এ সম্পর্কে বর্ণনা দেখতে পাই। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের থেকে ইনতিকাল করে যান কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি কোন শাস্তি নির্ধারণ করে যাননি। এ সম্পর্কে বেশ কতগুলো বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়, তবে এগুলোর মধ্যে নিম্নবর্ণিত হাদীসগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

٤٥٤٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ اللَّيْثِىُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَزْهَرَ قَالَ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْاٰنَ وَهُوَ فِى الرِّحَالِ يَلْتَمِسُ رَحْلَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ اُتِىَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَالَ لِلنَّاسِ اضْرِبُوْهُ فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالْعَصَا وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالْمِيْتَخَةِ يُرِيْدُ الْجَرِيْدَةَ الرُّطْبَةَ ثُمَّ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُرَابًا مِنَ الاَرْضِ فَرَمٰى بِهٖ فِىْ وَجْهِهٖ -

৪৫৪৭. ইউনুস (র) ..... আবদুর রহমান ইব্ন আযহার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এখনও যেন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পানে তাকিয়ে রয়েছি। হুনাইন যুদ্ধের দিনে এক সময় তিনি সওয়ারীগুলোর মধ্যে অবস্থান করছিলেন। তিনি খালিদ ইব্ন আল-ওয়ালীদ (রা)-এর সওয়ারী খুঁজতে ছিলেন। তিনি যখন এ অবস্থায় ছিলেন, এমন এক ব্যক্তিকে তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আনয়ন করা হয়, যে মদপান করেছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উপস্থিত লোকজনকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা তাকে প্রহার কর। লোকজনের কেউ কেউ তাকে জুতা দিয়ে প্রহার করল, কেউ কেউ তাকে হালকা লাঠি পেটা করল, আবার কেউ কেউ তাকে গাছের কাঁচা ডাল দিয়ে প্রহার করল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছু মাটি হাতে নিলেন এবং তার মুখমণ্ডলে নিক্ষেপ করেন।

٤٥٤٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ ثَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ ثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَزْهَرَ الزُّهْرِيُّ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ فَأُتِيَ بِسكْرَانٍ فَامَرَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضَرَبُوْهُ بِمَا كَانَ فِيْ اَيْدِيْهِمْ ثُمَّ حَثَّى عَلَيْهِ التُّرَابَ ثُمَّ أُتِيَ اَبُوْ بَكْرٍ بِسُكْرَانٍ فَتَوَخَّى الَّذِيْ كَانَ مِنْ ضَرْبِهِمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَضَرَبَهُ اَرْبَعِيْنَ -

৪৫৪৮. আলী ইব্‌ন শাইবা (র) ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন আযহার আয্-যুহরী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'হুনাইনের যুদ্ধের দিন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখলাম। তিনি যেন লোকজনের মাঝে কি খোঁজাখুজি করছেন। তিনি খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর মানযিল সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এক মাতালকে উপস্থিত করা হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুকুম দিলেন, যার কাছে যা কিছু আছে তা দিয়ে যেন তারা তাকে প্রহার করে। তারা তাদের হাতে যা কিছু ছিল তা দিয়ে তাকে প্রহার করল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার উপর মাটি নিক্ষেপ করেন। অতঃপর আবূ বকর (রা)-এর কাছে একজন নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে আনা হয় তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে সাহাবয়ে কিরামের প্রহার সম্পর্কে কি আমল ছিল তা অন্বেষণ করেন। এরপর তাকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেন।

আমরা কি লক্ষ্য করিনা যে, আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর যে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছিলেন, তা ছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগের প্রচলিত শাস্তি থেকে গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে কোন একটি নির্দিষ্ট শাস্তি সম্বন্ধে অবগত করান নি।

٤٥٤٩- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِي التَّيَّاحِ عَنْ اَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ قَالَ لاَ اَشْرِبُ نَبِيْذَ الْجَرِّ بَعْدَ اِذْ اُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِنَشْوَانَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا شَرِبْتُ خَمْرًا اِنَّمَا شَرِبْتُ نَبِيْذَ تَمْرٍ وَزَبِيْبٍ فِيْ دُبَّاءٍ فَاَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَنُهِزَ بِالْاَيْدِيْ وَخُفِقَ بِالنِّعَالِ -

৪৫৪৯. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ সায়ীদ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে একজন নেশাগ্রস্ত লোককে আনয়ন করার পর থেকে আমি কলসীতে রাখা ফল ভিজানো পানি আর পান করিনা। নেশাগ্রস্ত লোকটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি মদপান করি নাই। আমি কদুর খোসার পাত্রে ভিজানো ডুমুর ও খেজুরের পানি পান করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার সম্বন্ধে নির্দেশ করেন, ফলে হাত দ্বারা তাকে প্রহার করা হয় ও জুতা পেটা করা হয়।

٤٥٥٠- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ ثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِيَ بِشَارِبٍ فَقَالَ اضْرِبُوْهُ فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِيَدِهِ وَبِثَوْبِهِ وَبِنَعْلِهِ -

৪৫৫০. নসর ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এক মাতালকে একদিন হাযির করা হয়, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উপস্থিত লোকজনকে লক্ষ্য করে বলেন,

Contents

তোমরা তাকে তার অপরাধের জন্যে প্রহার কর। কেউ কেউ তাকে খালি হাতে প্রহার করে, কেউ কেউ কাপড় দিয়ে, আবার কেউ কেউ জুতা দ্বারা প্রহার করে।

٤٥٥١ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ يَزِيْدِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৪৫৫১. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٥٥٢ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ ثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَالزُّهْرِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَزْهَرَ قَالَ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَارِبٍ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلنَّاسِ قُوْمُوْا اِلَيْهِ فَقَامَ النَّاسُ فَضَرَبُوْهُ بِنِعَالِهِمْ ـ

৪৫৫২. ফাহাদ (র) ..... আবদুর রহমান ইব্ন আযহার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলে, হুনাইনের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে একজন মদপানকারীকে উপস্থিত করা হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উপস্থিত লোকজনকে বলেন, তোমরা তাকে প্রহার করার জন্যে তার নিকট গমন কর। লোকজন তার দিকে এগিয়ে গেল এবং তাকে তারা জুতা পেটা করল।

٤٥٥٣ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ الْاَسَدِ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ اُتِىَ بِالنُّعَيْمَانِ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ سَكْرَانُ قَالَ فَشَقَّ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ مَشَقَّةً شَدِيْدَةً قَالَ فَاَمَرَ مَنْ كَانَ فِى الْبَيْتِ اَنْ يَّضْرِبُوْهُ قَالَ فَضَرَبُوْهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيْدِ قَالَ عُقْبَةُ كُنْتُ فِيْمَنْ ضَرَبَهُ ـ

৪৫৫৩. মুহাম্মাদ ইব্ন খুযাইমা (র) ..... উকবা ইব্নুল হারিস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আন-নু'আইমানকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে হাযির করা হল। আর সে ছিল নেশাগ্রস্ত। বর্ণনাকারী বলেন, তাকে দেখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং যারা ঘরের ভিতর ছিলেন তাকে প্রহারের জন্য তিনি তাদেরকে নির্দেশ প্রদান করলেন। বর্ণনাকারী আরো বলেন, তারা তাকে জুতা ও গাছের ডাল দ্বারা প্রহার করল। উকবা (রা) বলেন, যারা তাকে প্রহার করেছিল তাদের মধ্যে আমিও অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

٤٥٥٤ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ بِالنُّعْمَانِ اَوْ ابْنِ النُّعْمَانِ ـ

৪৫৫৪. ইব্ন আবূ দাঊদ (র) ..... উহাইব (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন। তবে তিনি আন-নুয়াইমানের স্থলে আন-নু'মান কিংবা ইবনুন নু'মান বলেছেন।

٤٥٥٥ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৪৫৫৫. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) ..... উহাইব (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা উল্লেখ করেন।

সুতরাং যা আমরা উল্লেখ করেছি, তাতে বুঝা যায় যে, যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে মদপানের শাস্তির ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট শাস্তি সম্বন্ধে অবগত করতেন, যেমন অবিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি ও অপবাদের শাস্তির ক্ষেত্রে তাদেরকে সুনির্দিষ্টভাবে অবগত করেছেন, তাহলে কতইনা মঙ্গল আশা করা যেত।

যদি কোন ব্যক্তি বলেন যে, আবূ সায়ীদ (রা) হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদপনের ক্ষেত্রে দুই জুতার চল্লিশ চল্লিশ বার আঘাত করেছন। সুতরাং উমার (রা) প্রতিটি জুতার আঘাতের জন্য একটি বেত্রাঘাত গণ্য করেছেন। **তাকে উত্তরে বলা যায় যে,** তুমি সত্য বলেছ। তবে এ সম্বন্ধে নিম্ন বর্ণিত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

٤٥٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرٍ هُوَ ابْنُ مَطْرٍ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا الْمَسْعُوْدِىُّ عَنْ زَيْدِ الْعَمِّىِّ عَنْ اَبِىْ الصِّدِّيْقِ اَوْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَ ذٰلِكَ -

৪৫৫৬. মুহাম্মাদ ইব্ন বাহার ইব্ন মাতার ..... আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনিও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

এ হাদীসের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়না যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত প্রহারের দ্বারা ৮০টি বেত্রাঘাতের ইচ্ছে করেছেন। কেননা এর দ্বারা অনির্দিষ্ট প্রহারেরও ইচ্ছে থাকতে পারে। তাই লোকজনকে প্রহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর তাদের বিক্ষিপ্ত প্রহারকে মোট ৮০টি আঘাত বলে গণনা করা হয়েছে।

হযরত উমার (রা) যখন জনগণকে এ ব্যাপারে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা বেঁধে দেয়ার জন্য মনস্থ করেন তখন তিনি সত্য অনুসন্ধানে সচেষ্ট হন এবং প্রতিটি জুতার আঘাতকে একটি বেত্রাঘাত হিসেবে গণ্য করেন। এব্যাপারে নিম্নোক্ত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

٤٥٥٧- اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُحَمَّدَ بْنَ خُشَيْشٍ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا هِشَامُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ جَلَّدَ فِى الْخَمْرِ بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ وَ جَلَّدَ اَبُوْ بَكْرٍ اَرْبَعِيْنَ فَلَمَّا وَلَّى عُمَرُ دَعَا النَّاسَ فَقَالَ مَاتَرَوْنَ فِىْ حَدِّ الْخَمْرِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ اَرٰى اَنْ تَجْعَلَهُ كَاَخَفِّ الْحُدُوْدِ وَتَجْعَلَ فِيْهِ ثَمَانِيْنَ -

৪৫৫৭. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন খুশাইশ (র) ..... আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদপানের অপরাধের ক্ষেত্রে গাছের ডাল ও পায়ের জুতার দ্বারা প্রহার করেছেন। হযরত আবূ বকর (রা) চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছেন। যখন হযরত উমার (রা) খলীফা হলেন, তখন তিনি গণ্যমান্য লোকদেরকে আহবান করেন এবং মজলিশে তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন– আপনারা মদপানের অপরাধের শাস্তি সম্পর্কে কী অভিমত পোষণ করেন? তখন হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) তাকে বলেন, আমার মতে আপনি তাকে ন্যূনতম শাস্তি প্রদান করুন। আর এটা হল আশিটি বেত্রাঘাত।

হযরত উমার (রা) যদি জানতেন যে, আমাদের উল্লেখিত হাদীসে যা আবূ সায়ীদ (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনগণকে মদপনের শাস্তি সম্পর্কে ৮০টি বেত্রাঘাত বলে জানিয়ে দিয়েছেন তাহলে তিনি পরামর্শসভা আহবান করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করতেন না। কিন্তু তিনি সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে পরমার্শ করেছেন, যাতে তারা এ ব্যাপারে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা উদ্ভাবন করেন, যাতে তার থেকে বেশিও না হয় আবার কমও না হয়। এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করা যায় ঃ

٤٥٥٨ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا حَمَّامُ قَالاَ جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اُتِيَ بِرَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاَمَرَبِهِ فَضُرِبَ بِجَرِيْدَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ اَرْبَعِيْنَ ثُمَّ صَنَعَ اَبُوْ بَكْرٍ مِثْلَ ذٰلِكَ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَخَفُّ الْحُدُوْدِ ثَمَانُوْنَ فَفَعَلَ ذٰلِكَ ـ

৪৫৫৮. সুলাইমান ইব্‌ন শুয়াইব (র) ও ফাহাদ (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে একটি লোককে উপস্থিত করা হল, যে মদপান করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার সম্বন্ধে হুকুম জারী করেন এবং গাছের দুটি ডাল দ্বারা প্রায় চল্লিশটির মত আঘাত করেন। অতঃপর আবূ বকর (রা) ও অনুরূপ করেন। যখন উমার (রা) খলীফা নির্বাচিত হলেন তখন তিনি গণ্যমান্য লোকজনের সাথে পরামর্শ করেন। আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! তার জন্যে ন্যূনতম শাস্তি হল ৮০ টি বেত্রাঘাত। অতঃপর তিনি তা গ্রহণ করেন।

আমাদের উল্লেখিত আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, মদপানের শাস্তি হচ্ছে নির্দিষ্ট সংখ্যক বেত্রাঘাত। আর তা প্রবর্তন হয়েছিল উমার (রা)-এর আমলে এবং সাহাবায়ে কিরাম যা অবগত হয়েছিলেন তা হল ৮০টি বেত্রাঘাত। কেউ এ ব্যাপারে তার বিরোধিতা করেননি। সুতরাং কাউকে এটা প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয় এবং এটার বিপরীতও কিছু বলা সমীচীন নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছেছেন। আর এ ঐক্যমত যদি সন্দেহ ও পদস্খলন থেকে মুক্ত হয় তাহলে এটা তাদের হাদীস বর্ণনার ন্যায় যা সন্দেহ ও পদস্খলন থেকে মুক্ত। সুতরাং তাদের বর্ণনা যেমন একটি একাট্য দলীল যার বিরীত করা কারো জন্য বৈধ নয়। অনুরূপভাবে তাদের পেশকৃত মতামতও দলীল হিসেবে গণ্য যার বিপরীত করা কারো জন্যে আদৌ বৈধ নয়। এ সম্পর্কে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

٤٥٥٩ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقْدِيُّ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ رَبِيْعَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّ عُمَرَ صَلّٰى عَلٰى جَنَازَةٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ اَخَذَ بِيَدِ ابْنٍ لَّهُ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ وَجَدْتُ مِنْ هٰذَا رِيْحَ الشَّرَابِ وَاِنِّيْ سَائِلٌ عَنْهُ فَاِنْ كَانَ سَكَرَ جَلَّدْنَاهُ قَالَ السَّائِبُ فَرَاَيْتُ عُمَرَ جَلَّدَ ابْنَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ الْحَدَّ ثَمَانِيْنَ ـ

৪৫৫৯. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আস-সায়িব ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন হযরত উমার (রা) একটি জানাযার সালাত আদায় করেন। যখন সালাত সমাপ্ত হয় তখন তিনি তার পুত্রের হাত ধরেন। এরপর তিনি জনগণের প্রতি মুখ করেন ও বলেন, হে লোকসকল! তোমরা জেনে রেখো, আমি এর থেকে মদের গন্ধ পাচ্ছি। তাই আমি তাকে জিজ্ঞেস করছি, যদি সে নেশাগ্রস্ত হয় আমি তাকে বেত্রাঘাত করব। আস-সায়িব (রা) বলেন, আমি উমার (রা)-কে দেখেছি, এরপর তিনি তার পুত্রকে ৮০টি বেত্রাঘাত করেন।

٤٥٦٠ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اُلْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ ثَنَا السَّائِبُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

৪৫৬০. ফাহাদ (র) ..... আস-সায়িব (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেন।

আর এ ঘটনাটি ঘটেছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীদের উপস্থিতিতে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই এর বিরোধিতা করেননি। কাজেই এতে তাঁর প্রতি তাদের আনুগত্যই প্রমাণিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতেও মদপানের শাস্তি ৮০টি বেত্রাঘাত নির্ধারণের হাদীস পাওয়া যায়। হাদীসটি বিশুদ্ধ ঃ

٤٥٦١ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اَبِيْ اِسْرَائِيْلَ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ صَخْرِ الْاِفْرِيْقِيِّ عَنْ جَمِيْلِ بْنِ كُرَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ بَسْقَةَ خَمْرٍ فَاجْلِدُوْهُ ثَمَانِيْنَ ـ

৪৫৬১. ইব্ন আবূ দাঊদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি মদপান করবে তাকে তোমরা আশিটি বেত্রাঘাত করবে।"

এখানে আমরা মদপানের শাস্তির ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সংখ্যক বেত্রাঘাতের কথা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে জানতে পারলাম। আর তা হল আশিটি বেত্রাঘাত। যদি এ হাদীসটি বিশুদ্ধ ও সুদৃঢ় হয়ে থাকে তাহলে এ হাদীস দ্বারা আশিটি বেত্রাঘাত প্রমাণিত হল। আর যদি এ হাদীসটি নির্ভরযোগ্য না হয় তাহলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবী (রা)-এর ঐক্যমতের দ্বারা তা প্রমাণিত হয়। এ অনুচ্ছেদে আমরা এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা রেখেছি যে, তারা আশিটি বেত্রাঘাতের ক্ষেত্রে একমত হয়েছেন এবং তারা এটাকে নিম্নতম শাস্তি বলে আখ্যায়িত করেছেন। তারা এ বিষয়ে মতবিরোধ করার পর ঐক্যমতে পৌঁছেছেন, যেমন তারা সন্তানদের মাতাদের বিক্রি নিষিদ্ধ ও সালাতে জানাযার তাকবীর নির্ধারণ সম্বন্ধে ঐক্যমতে পৌঁছেছেন। অবশ্য এ ব্যাপারে প্রথমে তাদের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। সন্তানদের মাতাদের বিক্রি বর্জনে তাদের সেরূপ কোন বিরোধিতা করা উচিত নয়, যেরূপভাবে মদপানের শাস্তির ক্ষেত্রে আশি বেত্রাঘাত নির্ধারণেও তাদের বিরোধিতা করা আমাদের উচিত নয়। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত।

٧ـ بَابُ مَنْ سَكِرَ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ مَا حَدُّهُ؟

৭. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি চার বার নেশা গ্রস্ত হয় তার শাস্তি কি?

٤٥٦٢ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنْ شَرِبُوْا خَمْرًا فَاجْلِدُوْهُمْ ثُمَّ اِنْ شَرِبُوْا فَاجْلِدُوْهُمْ ثُمَّ اِنْ شَرِبُوْ عِنْدَ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُمْ ـ

৪৫৬২. আলী ইব্ন মা'বাদ (র) ..... মুয়াবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যদি তারা মদপান করে তাহলে তাদেরকে বেত্রাঘাত করবে। যদি চতুর্থবার মদপান করে তাহলে তাদেরকে হত্যা করবে।

٤٥٦٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ مَعْبَدِ الْقَاصِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْجَدَلِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৪৫৬৩. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... মুয়াবিয়া (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٥٦٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ اَخْبَرَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بِنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو اِيْتُوْنِيْ بِرَجُلٍ اُقِيْمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَاِنْ لَّمْ اَقْتُلْهُ فَاَنَا كَذَّابٌ -

৪৫৬৪. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইবনুল আ'স (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, "আমার কাছে এমন একটি লোককে উপস্থিত কর, যাকে তিন বার মদপানের জন্য শাস্তি দেয়া হয়েছে। এরপর যদি আমি তাকে হত্যা না করি তাহলে আমি হব বড় একজন মিথ্যাবাদী।"

٤٥٦٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هَدْبَةُ قَالَ ثَنَا حَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو -

৪৫৬৫. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন। তবে এ বর্ণনায় আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা)-এর উক্তিটি উল্লেখ করা হয়নি।

٤٥٦٦- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عَمْرٍو الزَّهْرَانِيْ ح وَحَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالاَ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

৪৫৬৬. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ও রাবী' আল-মুয়াযযিন (র) ..... আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٥٦٧- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ يَزِيْدَ الْاَوْدِيُّ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ جَرِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৪৫৬৭. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... জারীর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٥٦٨- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ ثَنَا ابْنُ هُبَيْرَةَ اَنَّ اَبَا سُلَيْمَانَ مَوْلٰى اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا الرَّمْدَاءِ الْبَلَوِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَجُلاً مِّنْهُمْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاَتَوْا بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَضَرَبَهُ ثُمَّ ضَرَبَ الثَّانِيَةَ فَاَتَوْا بِهِ فَضَرَبَهُ ثُمَّ شَرِبَ

فَاَتَوْا بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَمَا اَدْرِىْ قَالَ فِىْ الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ فَاَمَرَ بِهِ فَجُعِلَ عَلَى الْعِجْلِ ثُمَّ ضَرَبَ عُنُقَهُ ـ

৪৫৬৮. রাবী' আল-মুয়াযযিন (র) ..... উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা (রা)-এর গোলাম আবূ সুলাইমান (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবূ রামাদা আল-বাল্ভী (রা) তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি একদিন মদপান করে। তখন তারা তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে হাযির করে। এরপর আমার সুনিশ্চিত জানা নেই তৃতীয় বারে না চতুর্থ বারে তাকে কূপের তলদেশের কাদার উপর দাঁড় করানোর নির্দেশ দেয়া হয়,-এর পর তাকে হত্যা করা হয়।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম উপরোক্ত হাদীসগুলোকে সমর্থন করেন এবং মনে করেন, যে ব্যক্তি চার বার মদপান করবে তার শাস্তি হবে মৃত্যু। অন্য এক দল আলিম এ সম্পর্কে তাদের বিরোধিতা করেন এবং বলেন, চতুর্থবারেও তাকে প্রথম বারের ন্যায় শাস্তি দিতে হবে। প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পক্ষের দলীল হল নিম্নরূপ ঃ

٤٥٦٩ـ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ وَبِمَا حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّ اَبَا اُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ هٰكَذَا قَالَ اِبْنُ مَرْزُوْقٍ فِىْ حَدِيْثِهِ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُوْرٌ فَقَالَ عَلٰى مَا تَقْتُلُوْنِىْ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ اِلَّا بِاِحْدٰى ثَلٰثٍ اَلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِىْ وَالْمُفَارِقُ دِيْنَهُ اَلتَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ ـ

৪৫৬৯. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র) ..... ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সায়ীদ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি আবূ উসামা ইব্‌ন সহল ইব্‌ন হুনাইফ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা উসমান (রা)-এর সাথে অবস্থান করছিলাম। আর তিনি তখন শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন, তখন তিনি বলেন, তারা কেন আমাকে হত্যা করতে চায়, অথচ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে শুনেছি, তিনি বলেন, কোন মুসলমান ব্যক্তির রক্তপাত হালাল নয়, তবে তিনজন ঃ জানের পরিবর্তে জান, বিবাহিত ব্যভিচারী এবং নিজ ধর্ম পরিত্যাগকারী বা জামাত বর্জনকারী।

٤٥٧٠ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৪৫৭০. ফাহাদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٥٧١ـ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ وَاَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৪৫৭১. আলী ইব্‌ন শাইবা (র) ও আবূ উমাইয়া (র) ..... আ'মাশ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٥٧٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৪৫৭২. আবূ উমাইয়া (র) অন্য এক সনদে আ'মাশ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٥٧٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ فِيْ حَدِيْثِهِ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فِيْ حَدِيْثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ سُلَيْمَانُ فَحَدَّثْتُ بِهِ اِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْاَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ -

৪৫৭৩. আবূ উমাইয়া (র) অন্য এক সনদে আ'মাশ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন। বর্ণনাকারী সুলাইমান (র) বলেন, এ সম্পর্কে আমি ইব্‌রাহীম (র)-এর কাছে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেন, আল-আসওয়াদ (র) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন ঃ

٤٥٧٤- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ قَالَ دَخَلَ الْاَشْتَرُ عَلٰى عَائِشَةَ فَقَالَتْ اَرَدْتَ قَتْلَ ابْنِ اُخْتِيْ فَقَالَ لَقَدْ حَرِصَ عَلٰى قَتْلِيْ وَحَرِصْتُ عَلٰى قَتْلِهِ فَقَالَتْ اَمَا اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فَذَكَرَتْ مِثْلَهُ -

৪৫৭৪. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আমর ইব্‌ন গালিব (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আল-আশতার (র) একদিন উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করেন। আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, তুমি কি আমার বোনের ছেলেকে হত্যা করার ইচ্ছে পোষণ করছ? তখন তিনি বলেন, সে আমাকে হত্যা করতে চায় আর আমিও তাকে হত্যা করতে চাই। তিনি বলেন, সাবধান! আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি। এরপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

আমাদের বর্ণিত এ হাদীসগুলো প্রথম হাদীসগুলোর সাথে অসামাঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা এ হাদীসগুলোতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন মুসলমানের রক্তকে হালাল করতে নিষেধ করেছেন উল্লেখিত তিনটি ব্যক্তির যে কোন একটি ছাড়া। তবে এ হাদীসগুলো প্রথমোক্ত হাদীসগুলোর জন্যে نَاسِخٌ (হুকুম রহিতকারী) হিসেবে গণ্য হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা গবেষণার আশ্রয় নিলাম এবং অন্বেষণ করতে লাগলাম, এ সম্বন্ধে কোন হাদীস পাওয়া যায় কিনা ঃ

٤٥٧٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا اَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ شُرَيْكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ ثُمَّ اِنْ عَادَ فَاجْلِدُوْهُ ثُمَّ اِنْ عَادَ فَاجْلِدُوْهُ ثُمَّ اِنْ عَادَ فَاجْلِدُوْهُ قَالَ فَثَبَتَ الْجَلْدُ وَدُرِئَ الْقَتْلُ ـ

৪৫৭৫. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মদপান করবে তাকে তোমরা বেত্রাঘাত করবে। এরপর যদি সে পুনরায় মদপান করে তাহলেও তাকে বেত্রাঘাত করবে। এরপরেও যদি সে মদপান করে তাহলেও তাকে বেত্রাঘাত করবে। আবারও যদি মদ পান করে তাকে বেত্রাঘাত করবে। বর্ণনাকারী বলেন, এ হাদীসের দ্বারা বেত্রাঘাত প্রমাণিত হয় এবং হত্যার হুকুম রহিত হয়ে যায়।

٤٥٧٦ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِيْ شَارِبِ الْخَمْرِ اِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ ثَلٰثًا ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ فَاُتِيَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِرَجُلٍ قَالَ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ ثُمَّ اُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَهُ وَوَضَعَ الْقَتْلَ عَنِ النَّاسِ ـ

৪৫৭৬. ইউনুস (র) ..... মুহাম্মাদ ইব্‌ন আল-মুনকাদার (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মদপানকারী যদি মদপান করে তাহলে তাকে বেত্রাঘাত করবে। এরূপ তিনি তিনবার বলেছেন। অতঃপর চতুর্থবারে বলেন, তাকে তোমরা হত্যা করবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হল, যে তৃতীয় বার মদপান করেছে। তিনি তাকে বেত্রাঘাত করেন। অতঃপর চতুর্থবার সে মদপান করে। তিনি তাকে বেত্রাঘাত করেন, কিন্তু হত্যাকে জনগণ থেকে রহিত করেছেন।

٤٥٧٧ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ الْكَعْبِيِّ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً ـ

৪৫৭৭. ইউনুস (র) ..... কাবীসা ইব্‌ন যুয়াইব আল-কা'বী (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তাকে হাদীস বর্ণনা করেন এবং বলেন, এ হাদীসটি তার কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে পৌঁছেছে। এরপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা উল্লেখ করেন।

সুতরাং আমাদের উপরোক্ত আলোচনায় চতুর্থবারে মদপান করলে হত্যার হুকুম রহিত হয়ে যায় বলে প্রমাণিত হয়। আর এটাই এ অনুচ্ছেদের হাদীসের মাধ্যমে গবেষণার ফলাফল। অতঃপর আমরা আবার এ ফলাফলটি জানার জন্য গবেষণার আশ্রয় নিলাম। আমরা লক্ষ্য করলাম যে, নৈতিক সীমা লংঘনের জন্য বিভিন্ন রকমের শাস্তি ওয়াজিব হয়, তার মধ্যে ব্যভিচারের শাস্তি অবিবাহিতের ক্ষেত্রে বেত্রাঘাত। সুতরাং যে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় আর সে অবিবাহিত তার জন্য একটি শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। দ্বিতীয় বার যদি সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলেও তাকে ঐরূপ শাস্তিই দিতে হয়। অনুরূপভাবে তৃতীয় ও চতুর্থবারেও তাকে প্রথম বারের মতই শাস্তি দিতে হয়। আবার যে এমন পরিমাণ সম্পদ চুরি করে, যার ফলে হাতকাটা ওয়াজিব হয়, তার প্রথম বারের শাস্তি হল তার হাত কর্তন করা। দ্বিতীয় বার যদি সে চুরি করে তাহলে তার শাস্তি হল তার পা কেটে দেয়া। অতঃপর সে যদি তৃতীয়বার চুরি করে তাহলে তার হুকুমের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। কেউ কেউ বলেন, তার হাত কাটা যাবে। আবার কেউ কেউ বলেন, তার হাত কাটা যাবেনা। এগুলো হল আল্লাহ্‌র

হক, যেগুলোতে প্রাণ নাশ ওয়াজিব হয়না। তবে আল্লাহ্র শাস্তিসমূহ যেগুলো মানুষের ক্ষেত্রে ওয়াজিব হয় তা হলো ধর্মচ্যুতিতে হত্যা, ব্যভিচারে রাজম করা, যদি ব্যভিচারী বিবাহিত হয়। তাই বিবাহিত যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করতে হবে। চতুর্থবার পর্যন্ত ব্যভিচারে লিপ্ত হবার অপেক্ষা করতে হবেনা। ইসলাম থেকে যে ধর্মচ্যুত হবে তাকে হত্যা করতে হবে, চারবার ধর্মচ্যুত হওয়ার অপেক্ষা করতে হবেনা। মানুষের হকের মধ্যেও কতগুলো রয়েছে যার জন্যে জান (প্রাণ) থেকে কম ওয়াজিব হয়, এগুলোর মধ্যে অপবাদ অন্যতম। যদি কেউ বার বার অপবাদে লিপ্ত হয় তাহলে তার উপর যে শাস্তি ওয়াজিব হবে প্রতিবারে একই ধরনের শাস্তি ওয়াজিব হবে, কোন পরিবর্তন হবেনা, প্রথম বারের অপবাদের হুকুমের ন্যায় থাকবে। সুতরাং দেখা যায় শাস্তিগুলো নৈতিক সীমালংঘনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়না। এরূপ সবগুলোর হুকুম একই রূপ থাকে। যাকে প্রথম বারে বেত্রাঘাত করা হয় তার হুকুম হল সব সময় অনুরূপ। আবার যার হুকুম হল তাকে হত্যা করা, তাকে প্রথম বারে হত্যা করা ওয়াজিব। উক্ত অপরাধটি চার বার করার জন্যে অপেক্ষা করতে হবেনা।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, একবার মদপান করার জন্যে তার শাস্তি হল বেত্রাঘাত, হত্যা নয়। গবেষণা দ্বারা বুঝা যায় যে, তার শাস্তি সব সময় বেত্রাঘাতই থাকবে। যখনই সে মদ পান করবে তখনই তাকে বেত্রাঘাত করতে হবে, হত্যা নয়। আবার অপরাধটি বার বার করার জন্যে বার বারই এ শাস্তি দিতে হবে, এ শাস্তি বৃদ্ধি করা যাবেনা, যেমন আমরা উপরে বর্ণনা করেছি যে, অন্যান্য অপরাধও বার বার করার কারণে শাস্তির মাত্রা বেড়ে যায়না। আর এটাই হল গবেষণার ফল। আবার এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত।

٨ـ بَابُ الْمِقْدَارِ الَّذِىْ يُقْطَعُ فِيْهِ السَّارِقُ

৮. অনুচ্ছেদ ঃ যে পরিমাণ সম্পদ চুরি করলে চোরের হাত কাটা হয়

٤٥٧٨ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِوبْنِ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ الْعُمْرِىْ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَطَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مِجَنٍّ قِيْمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ـ

৪৫৭৮. মুহাম্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন ইউনুস (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঢালের জন্য চোরের হাত কাটেন, যার মূল্য ছিল তখন তিন দিরহাম।

٤٥٧٩ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৪৫৭৯. আবূ বাক্রা (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٥٨٠ـ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا الْقَعْنَبِىُّ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ـ

৪৫৮০. সালিহ ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনিও রাসূলুল্লাহ্ﷺহতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٥٨١ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ فَذَكَرَ بِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৪৫৮১. ইউনুস (র) ..... মালিক (র) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٤٥٨٢ـ حَدَّثَنَا عِلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ سَرِقَ حَجْفَةً ثَمَنُهَا ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ فَقَطَعَهُ ـ

৪৫৮২. আলী ইব্ন মা'বাদ ইব্ন উমর হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ﷺএর কাছে এক ব্যক্তিকে হাযির করা হল, সে একটি ঢাল চুরি করেছিল, তার মূল্য ছিল তিন দিরহাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ﷺতার হাত কেটে দিলেন।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ উপরোক্ত হাদীসগুলোতে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ﷺএকটি ঢাল চুরি করার জন্যে চোরের হাত কেটে দিলেন, যার মূল্য ছিল তিন দিরহাম। তবে এগুলোর মধ্যে উল্লেখ নেই যে, তার চেয়ে কম মূল্যের হলে হাত কাটা যাবেনা। কাজেই এটাতে আমরা গবেষণার আশ্রয় নিলাম এবং একটি বর্ণনা আমরা দেখতে পেলাম ঃ

٤٥٨٣ـ فَاذَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا صَالِحُ اَبُوْ وَاقِدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيُقْطَعُ السَّارِقُ اِلاَّ فِىْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ ـ

৪৫৮৩. আহমাদ ইব্ন দাঊদ (র) ..... আমির ইব্ন সা'দ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ﷺবলেছেন, ঢালের মূল্যের জন্যই চোরের হাত কাটা হয়।

এ হাদীসে আমরা জানতে পারলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ﷺঢালের ব্যাপারে হাত কাটার সময় তাদেরকে অবগত করান যে, ঢালের মূল্যের কম মূল্যের বস্তুর ক্ষেত্রে হাত কাটা যাবেনা। সুতরাং একদল আলিমের অভিমত হল এ যে, ঢালের মূল্য আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) যেরূপ নির্ধারণ করেছেন সেই পরিমাণ মূল্যের বস্তু চুরি করলেই চোরের হাত কাটা যাবে, এর কম হলে কাটা যাবে না। আর তা হল তিন দিরহাম। এ ব্যাপারে তারা হযরত ইব্ন উমার (রা) হতে যে বর্ণনা এসেছে তা দলীল হিসেবে পেশ করেন। অন্য এক দল আলিম এ বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করেন এবং বলেন, দশ দিরহাম অথবা এর অধিক কেউ চুরি করলেই তার হাত কাটা যাবে। নিম্ন বর্ণিত হাদীসটি তারা দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেন ঃ

٤٥٨٤ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَمْرٍ الدَّمِشْقِىْ قَالاَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ الْوَهْبِىْ قَالَ ثَنَا ابْنُ اِسْحٰقَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ قِيْمَةُ الْمِجَنِّ الَّذِىْ قَطَعَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ـ

৪৫৮৪. ইব্ন আবূ দাউদ (র) ও আবদুর রহমান ইব্ন আমর আদ-দামেশ্কী (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "যে ঢালটির জন্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চোরের হাত কেটে ছিলেন তার মূল্য ছিল দশ দিরহাম।"

٤٥٨٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِىُّ قَالَ ثَنَا الْوَهْبِىُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ مِثْلَهُ -

৪৫৮৫. ইব্ন আবূ দাউদ (রা) ও আবদুর রহমান ইব্ন আমর আদ-দামেশ্কী (র) ..... আমর ইব্ন শুয়াইব (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার পিতা, তিনি তার দাদা হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٥٨٦- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدُ بْنُ الْاَصْبَهَانِىْ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ عَنْ اَيْمَنِ الْحَبْشِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَدْنٰى مَايُقْطَعُ فِيْهِ السَّارِقُ ثَمَنُ الْمَجَنِّ قَالَ وَكَانَ يُقَوَّمُ يَوْمَئِذٍ دِيْنَارًا -

৪৫৮৬. ফাহাদ (র) ..... আইমান আল-হাবাশী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ন্যূনতম যে বস্তুটির জন্যে চোরের হাত কাটা হয় তা হচ্ছে ঢালের মূল্য। বর্ণনাকারী বলেন, তখনকার দিনে তার মূল্য ছিল এক দীনার।

٤٥٨٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ الْحَمَّانِىُّ قَالَ ثَنَا شُرَيْكُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَيْمَنَ ابْنِ اُمِّ اَيْمَنَ عَنْ اُمِّ اَيْمَنَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ اِلاَّ فِىْ حَجْفَةٍ وَقُوِّمَتْ يَوْمَئِذٍ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ دِيْنَارًا اَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ -

৪৫৮৭. ইব্ন আবূ দাউদ (র) ..... উম্মে আইমান (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, একটি ঢালের মূল্যের কম বস্তুতে চোরের হাত কাটা যায় না। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যামানায় একটি ঢালের মূল্য ছিল এক দীনার কিংবা দশ দিরহাম।

ঢালের মূল্যের ব্যাপারে যখন মতভেদ দেখা যায় তখন সতর্কতামূলক চুরির ক্ষেত্রে ঢালের মূল্য এরূপ ধরতে হবে, যা সর্বজনের কাছে গৃহীত এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে মূল্যের ঢালের ক্ষেত্রে হাত কেটেছিলেন, তার থেকে যেন কম না হয়। আর তা হলো দশ দিরহাম। অন্য একদল আলিমের মতে এক দীনারের $\frac{১}{৪}$ (চার এর এক) অংশ। তার চেয়ে বেশি মূল্যের বস্তুতে শুধু হাত কাটা যায়। নিম্নবর্ণিত হাদীসটি তারা দলীল হিসেবে পেশ করেন ঃ

٤٥٨٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْطَعُ فِىْ رُبْعِ الدِّيْنَارِ فَصَاعِدًا -

৪৫৮৮. ইউনুস (র) ..... আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক দীনারের $\frac{১}{৪}$ (চার এর এক) অংশ ও তার বেশি মূল্যের দ্রব্যের চুরির অপরাধে হাত কাটতেন।

এ দলীলের সমর্থকদেরকে বলা যায় যে, এটা ঐসব আলিমের বিরুদ্ধে দলীল হিসেবে গণ্য নয়, যারা বলেন শুধুমাত্র দশ দিরহাম হলে হাতকাটা যায়। কেননা যেই পরিমাণ মূল্যের দরুন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাত কেটে ছিলেন, সে সম্পর্কে আয়েশা সিদ্দীকা (রা) সংবাদ পরিবেশন করেছেন। কাজেই এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেটার জন্য হাত কেটেছেন, তার মূল্য পরিমাপ করা হয়। আর এটার মূল্য হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর কাছে এক দীনারের ১/৪ (চার এর এক) অংশ। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেই পরিমাণ মূল্যের জন্যে হাত কেটেছিলেন তা তিনি এই পরিমাণ বলেই মনে করেন। এ সম্পর্কে তারা অন্য একটি দলীল পেশ করেন ঃ

٤٥٨٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِىْ رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا -

৪৫৮৯. ইউনুস (র) ..... আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ,এক দীনারের ১/৪ (চার এর এক) অংশ মূল্যমান কিংবা তার চেয়ে অধিক মূল্যমান দ্রব্য চুরি করার অপরাধে চোরের হাত কাটা হয়।

উলামায়ে কিরাম বলেন, এ হাদীসে আয়েশা সিদ্দীকা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে সংবাদ পরিবেশন করেন । এতে এটাও বুঝা যায় যে, প্রথম হাদীসে উল্লেখিত এক দীনারের ১/৪ (চার এর এক) অংশ ও তার চেয়ে অধিক মূল্যমান দ্রব্যের বেলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক চোরের হাত কাটার বিষয়টি হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর বাণী থেকে অবগতির মাধ্যমে গ্রহণ করেছেন, মূল্যমান নির্ধারণ করার ভিত্তিতে নয়। উত্তরে তাদেরকে বলা যায় যে, তোমরা যা বলেছ তা-ই হত যদি আয়েশা (রা) হতে ভিন্নরূপ বর্ণনা না থাকত।

ইব্‌ন উয়াইনা (র) ইমাম যুহ্‌রী ও আম্মারা (র)-এর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, যা আমরা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছি, তা হল হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাজ সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশন করা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাণী নয়। আর তোমাদের কাছে ইউনুস (র) ইব্‌ন উয়াইনা (র)-এর নিকটবর্তী হতে পারেনা। তাহলে তোমরা তার বর্ণনা কেমন করে দলীল হিসেবে পেশ করছ। ইব্‌ন উয়াইনা (র)-এর বর্ণনাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করছনা। তারা আবার বলেন ঃ এ হাদীসটি আম্মারা মারফত হযরত আয়েশা (রা) হতে অন্য ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন ইউনুস ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) বর্ণনা করেছেন। আর এ প্রসঙ্গে তারা নিম্ন বর্ণিত বর্ণনাটি পেশ করেন ঃ

٤٥٩٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَايُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ اِلاَّ فِىْ رُبْعِ دِيْنَارٍ -

৪৫৯০. ইউনুস (র) ..... আম্মারা (র)-এর মাধ্যমে আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, এক দীনারের ১/৪ (চার এর এক) অংশ ও তার চেয়ে অধিক মূল্যমানের দ্রব্যের ক্ষেত্রে চোরের হাত কাটা হয়।

আবার তাদেরকে প্রশ্ন করা যায় যে, তোমরা এ হাদীস দ্বারা কেমন করে দলীল পেশ করছ, অথচ এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী মাখরামা (র) তার পিতা হতে কিছুই শুনেন নাই, বরং তার থেকে যা কিছু বর্ণনা

করেছেন তা হল মুরসাল। আর তোমরা মুরসালকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করনা। মাখরামা যে তার পিতা থেকে কোন কিছু শুনে নাই, সে সম্বন্ধে নিম্নবর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করা যায় ঃ

٤٥٩١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ عَنْ خَالِهِ مُوْسَى بْنِ سَلْمَةَ قَالَ سَأَلْتُ مَخْرَمَةَ بْنَ بُكَيْرٍ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ اَبِيْكَ شَيْئًا فَقَالَ لاَ ـ

৪৫৯১. ইব্ন আবূ দাউদ (র) ..... মূসা ইব্ন সালামা (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি মাখরামা ইব্ন বুকাইর (র) কে প্রশ্ন করলাম, তুমি কি তোমার পিতা থেকে কিছু শুনেছ? তিনি বলেন, 'না'।

পুনরায় প্রশ্নকারীরা বলেন ঃ উপরোক্ত হাদীসটি আম্মারা (র)-এর মাধ্যমে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সায়ীদ (র) ও বর্ণনা করেছেন, যেমন বর্ণনা করেছেন ইমাম যুহরী হতে ইউনুস ইব্ন ইয়াযীদ (র)। তারা এ সম্পর্কে উল্লেখ করেনঃ

٤٥٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا ـ

৪৫৯২. মুহাম্মাদ ইব্ন খুযাইমা (র) ..... ইয়াহইয়া ইব্ন সায়ীদ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি আম্মারা (র)-এর মাধ্যমে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ,এক দীনারের $\frac{১}{৪}$ (চার এর এক) অংশ ও তদুর্ধ্ব মূল্যমান বস্তু চুরি করলে চোরের হাত কাটা হয়।

উত্তরে তাদেরকে বলা যায়, তোমাদের উল্লেখিত হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সায়ীদ (র) হতে যিনি বর্ণনা করেছেন, তিনি তোমাদের উল্লেখিত আবান বর্ণনাকারী হতে অধিক দৃঢ় ও ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পর্যন্ত সনদ পৌছাননি ঃ

٤٥٩٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ مَا طَالَ عَلَيَّ وَلاَ نَسِيْتُ الْقَطْعَ فِيْ رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا ـ

৪৫৯৩. ইউনুস (র) .....আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "বেশি দিন হয়নি, আমি ভুলিও নাই যে, চোরের হাত কাটা হত এক দীনারে $\frac{১}{৪}$ (চার এর এক) অংশ ও তদোর্ধ মূল্যমান দ্রব্য চুরি করার অপরাধে।"

٤٥٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ الْمَكِّيُّ قَالَ ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ ثَنَا اَرْبَعَةٌ عَنْ عَمْرَةَ عَائِشَةَ لَمْ يَرْفَعْهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ وَزُرَيْقُ بْنُ حَكِيْمِ الْاَيْلِيُّ وَيَحْيُ وَعَبْدُ رَبِّهِ ابْنَا سَعِيْدٍ وَالزُّهْرِيُّ اَحْفَظُهُمْ كُلُّهُمْ اِلاَّ اَنَّ فِيْ حَدِيْثِ يَحْيٰى مَا قَدْ دَلَّ عَلَى الرَّفْعِ مَانَسِيْتُ وَلاَطَالَ عَلَيَّ الْقَطْعُ فِيْ رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا ـ

৪৫৯৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইদরীস আল-মাক্কী (র) ..... আম্মারা (র)-এর মাধ্যমে আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি ভুলি নাই এবং বেশি দিনও হয়নি, এক দীনারের $\frac{১}{৪}$ (চার এর এক) অংশ ও তদোর্ধ মূল্যমান দ্রব্য চুরির অপরাধে চোরের হাত কাটা হত।

ইউনুস (র) অন্য এক সনদে আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক দীনারের $\frac{১}{৪}$ (চার এর এক) অংশ ও তদোর্ধ মূল্যমান দ্রব্যের চুরির অপরাধে চোরের হাত কাটা হত।

উপরোক্ত মূল হাদীসটি যা ইয়াহ্‌ইয়া (র), আম্মারা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, তা ধীশক্তি সম্পন্ন ও দৃঢ়তার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ, যেমন মালিক ও ইব্‌ন উয়াইনাহ (র) বর্ণনা করেছেন। আবান ইব্‌ন ইয়াযীদের বর্ণনা এরূপ নয়; অথচ আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণিত মূল হাদীসটি একই। তবে মূল্যমান নির্ধারণের ক্ষেত্রে হাদীসে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় এবং সময় নিরূপণের ক্ষেত্রেও হাদীসে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। আর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর মারফত কোন নির্দিষ্ট বস্তু প্রমাণিত হয়নি। ইব্‌ন উয়াইনা (র) আয়েশা (রা)-এর বাণী مَا طَالَ عَلَيَّ وَلاَ نَسِيْتُ অর্থাৎ "আমার জন্যে বেশি দিন হয়নি আর আমি ভুলেও যাইনি" দ্বারা ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সায়ীদ, আম্মারা (র)-এর মাধ্যমে আয়েশা (রা) হতে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাকে মারফূ' হিসেবে প্রমাণ করেন, আমাদের কাছে এর কোন উপযুক্ত প্রমাণ নেই। কেননা আয়েশা (রা)-এর উপরোক্ত বাণীটির এ অর্থও হতে পারে যে, বেশি দিন হয়নি, আর আমি ভুলি নাই যে, রাসূলুল্লাহ্ যে বস্তুর জন্যে হাত কেটেছেন, তার মূল্যমান তাঁর নিকট এক দীনারের $\frac{১}{৪}$ (চার এর এক) অংশ। আর অন্যের কাছে তার মূল্যমান এর চেয়ে অধিক। তাহলে হাদীসের অর্থ আমাদের পূর্বতন বর্ণনার ন্যায়ই এক দীনারের $\frac{১}{৪}$ (চার এর এক) অংশ মূল্যমানে দাঁড়ায়। আবার তারা যদি বলে যে, আবান ইব্‌ন ইয়াযীদ, আম্মারা (র)-এর মাধ্যমে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে যেরূপ বর্ণনা করেছেন, আবু বকর ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাযম (র) আম্মারা (র) এর মারফত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তারা উল্লেখ করেন ঃ

٤٥٩٥ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمْرَةُ اَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُوْلُ اَلْقَطْعُ فِىْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا ـ

৪৫৯৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইদরীস আল-মাক্কী (র) ..... আম্মারা (র)-এর মাধ্যমে আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "চোরের হাত কাটা হবে এক দীনারের $\frac{১}{৪}$ (চার এর এক) অংশ ও তদোর্ধ মূল্যমান বস্তু চুরির অপরাধের জন্যে।"

٤٥٩٦ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْهَادِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهُ ـ

৪৫৯৬. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইয়াযীদ ইব্‌ন আল-হাদ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٥٩٧ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدُ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنِى اللَّيْثُ قَالَ ثَنِىْ اِبْنُ الْهَادِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهُ ـ

Contents

৪৫৯৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন খুযাইমা (র) ও ফাহাদ (র) ..... ইব্‌ন আল-হাদ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٥٩٨ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৪৫৯৮. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আবূ বকর ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হায্‌ম (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি আম্মারা (র)-এর মাধ্যমে আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

প্রশ্নকারীদেরকে বলা যায় যে, এ বর্ণনাটি বিদ্যমান, যেমন তোমরা উল্লেখ করেছ, কিন্তু তোমাদের নীতি অনুযায়ী এ হাদীসটি ঐসব হাদীসের মুকাবিলা করতে পারেনা, যা ইমাম যুহ্‌রী (র) হতে বর্ণিত হয়েছে এবং ইয়াহ্‌ইয়া (র) ও আবদুরাব্বিহী (র) হতে বর্ণিত হয়েছে। কেননা আবূ বকর ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হায্‌ম (র)-এর এরূপ ধীশক্তি ও স্মৃতিশক্তি নেই, যা তাদের মধ্যে যে কোন একজনের রয়েছে। আবার এ হাদীসটিকে আবূ বকর ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) থেকে যিনি বর্ণনা করেছেন, যেমন ইবনু হাদ, তার স্মৃতিশক্তিও আবূবকরের স্মৃতি শক্তি হতে অধিক। আবার তার পুত্র আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকরও আম্মারা (র) এর বর্ণনায় পিতার বিরোধিতা করেছেন ঃ

٤٥٩٩ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ اَلْقَطْعُ فِيْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا ـ

৪৫৯৯. ইউনুস (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি আম্মারা (র)-এর মাধ্যমে আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "চোরের হাত কাটা হয় এক দীনারের $\frac{1}{4}$ (চার এর এক) অংশ ও তদোর্ধ মূল্যমান দ্রব্য চুরির অপরাধে।"

এ ব্যাপারে রুযাইক ইব্‌ন হাকীমও তার বিরোধিতা করেন। তিনি আম্মারা (র) থেকে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূবকর এবং ইয়াহ্‌ইয়া ও আবদু রাব্বিহী (র)-এর ন্যায় বর্ণনা করেন। রুযাইক (র) বলেন, বিষয়টি যদি অধিক সংখ্যক বর্ণনাকরী হিসেবে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে আবূ বকর ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)-এর তুলনায় যারা আম্মারা (র)-এর হাদীস আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন তাদের সংখ্যা বেশি। আর যদি বর্ণনাকারীদের স্মৃতিশক্তি ও দৃঢ়তা নিয়ে বিচার করা হয় তাহলে যারা আম্মারা (র)-এর হাদীস আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, যেমন ইয়াহ্‌ইয়া ও আবদুরাব্বিহী, আবূ বকর ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) হতে অধিক দৃঢ়তা ও ধীশক্তির অধিকারী।

প্রশ্নকারীরা যদি আরো বলেন, "আবূ বকর ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)-এর ন্যায় আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান ও অন্যান্য আম্মারা (র) হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন। আর এ প্রসঙ্গে তারা উল্লেখ করেন ঃ

٤٦٠٠ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ اَسْوَدَ بْنِ حَارِثَةَ وَاَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَكَثِيْرِ بْنِ خُنَيْشٍ

اَنَّهُمْ تَنَازَعُوْا فِىْ الْقَطْعِ فَدَخَلُوْا عَلٰى عَمْرَةَ يَسْأَلُوْنَهَا فَقَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَقَطْعَ اِلاَّ فِىْ رُبْعِ دِيْنَارٍ ـ

৪৬০০. আলী ইব্‌ন শাইবা (র) ..... আল-আলা ইব্‌ন আল-আসওয়াদ ইব্‌ন হারিসা (র), আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহ্‌মান (র) ও কাসীর ইব্‌ন হুনাইস (র) হতে বর্ণনা করেন। তারা একদিন চোরের হাত কাটা নিয়ে বিবাদ-বিসংবাদ করছিলেন। তারা সকলে মিলে আম্মারা (র)-এর কাছে গমন করেন ও এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বললেন, আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ﷺ বলেন ,এক দীনারের $\frac{1}{8}$ (চার এর এক) অংশ কম মূল্যমান দ্রব্যে চোরের হাত কাটা নেই।

উত্তরে তাদেরকে বলা যায় যে, আবূ সালামা (র) থেকে জা'ফর ইব্‌ন রাবীয়া (র) শুনেছেন এবং আদৌ তার সাথে সাক্ষাত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই, তাহলে তোমাদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তোমাদের এটা দিয়ে দলীল পেশ করা কেমন করে সমীচীন হবে? আর তোমরা কেমন করে এরূপ হাদীস দ্বারা আমাদের উল্লেখিত আম্মারা (র) থেকে হাদীসের মুকাবিলা করছ? তারা আবার ইমাম যুহ্‌রী (র)-এর হাদীস দ্বারাও দলীল পেশ করছে ঃ

٤٦٠١ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ ثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ثَنَا اَلزُّهْرِىُّ قَالَ اَخْبَرَتْنِىْ عَمْرَةُ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُقْطَعُ السَّارِقُ فِىْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا ـ

৪৬০১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইদরীস (র) ..... ইমাম যুহ্‌রী (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আম্মারা (র) বিনত আবদুর রহমান আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-কে বলতে শুনেছেন। রাসূলুল্লাহ্ﷺবলেন, এক দীনারের $\frac{1}{8}$ চার এর এক) অংশ ও তদোর্ধ মূল্যমান বস্তুতে চোরের হাত কাটা হয়।

٤٦٠٢ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ السَّارِقُ اِذَا سَرِقَ رُبْعَ دِيْنَارٍ قُطِعَ ـ

৪৬০২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন খুযাইমা (র) ..... ইমাম যুহরী (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি আম্মারা (র)-এর মাধ্যমে আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ﷺবলেন, "চোর যখন এক দীনারের $\frac{1}{8}$ (চার এর এক) অংশ ও তদোর্ধ মূল্যমানের মালামাল চুরি করে তখন তার হাত কাটা হয়।

٤٦٠٣ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقْطَعُ الْيَدُ فِىْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا ـ

৪৬০৩. রাবী' আল-মুয়াযযিন (র) ..... ইমাম যুহরী (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি আম্মারা (র)-এর মাধ্যমে আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ﷺবলেন, এক দীনারের $\frac{1}{8}$ (চার এর এক) অংশ ও তদোর্ধ মূল্যমান মালামাল চুরি করলে চোরের হাত কাটা হয়।

প্রশ্নকারীদেরকে বলা যায়, আমরা এ হাদীসটি ইমাম যুহ্‌রী (র) হতে ইব্‌ন উয়াইনা (র)-এর মাধ্যমে এ অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছি, তবে হাদীসের শব্দগুলো অন্যরূপ, যা তোমাদের উল্লেখিত হাদীসের অর্থের বিপরীত।

আর হাদীসটি হল ঃ এক দীনারের $\frac{1}{8}$ (চার এর এক) অংশ ও তদোর্ধ মূল্যমান দ্রব্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চোরের হাত কাটতেন।

ইমাম যুহ্‌রী (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি পরস্পর বিরোধী, যা আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি। আম্মারা (র) থেকে অন্যের বর্ণিত হাদীসটিও ভিন্নরূপ। সবগুলো বর্ণনাই হুকুম রহিত হয়ে যাবে। কোনটা দিয়েই কোন প্রকার দলীল নেয়া যাবেনা। কেননা একটা অন্যটার বিপরীত। আমরা তাহলে এখন প্রত্যার্বন করব আল্লাহ্‌র কালামের প্রতি। তিনি ঘোষণা করেন ঃ

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে তাদের হস্তচ্ছেদন কর; এটা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত আদর্শ দণ্ড। (সূরা মায়িদা ঃ ৩৮) উলামায়ে কিরাম একমত যে, এ ঘোষণা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেকটি চোরকে বুঝাননি, বরং তিনি বিশেষ ধরনের চোরকে বুঝিয়েছেন, যে নির্দিষ্ট পরিমাণ মালামাল চুরি করবে তার হাত কাটতে হবে। আর উলামায়ে কিরাম একমত যে, আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ ধরনের চোর সম্পর্কেই এ ঘোষণা দিয়েছেন। তারা আরো একমত যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ ঘোষণা দ্বারা দশ দিরহামের চোরকে বুঝিয়েছেন, তবে তারা মতভেদ করেছেন যে, দশ দিরহামের কত কম মালের চোরের হাত কাটা যাবে। একদল আলিম বলেন, দশ দিরহাম কমমালের চোরকেও আল্লাহ্ বুঝিয়েছেন। অন্য এক দল আলিম বলেন, দশ দিরহাম কম মালের চোর দণ্ডপ্রাপ্ত চোরদের অন্তর্ভুক্ত নয়। যেটার ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম মতভেদ করেছেন, তাদের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বিরুদ্ধে ঘোষণা দিয়েছেন এরূপ মনে করা আমাদের জন্য বৈধ নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত উলামায়ে কিরাম একমত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত বলা যাবেনা যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকেও চোরদের শামিল করেছেন। আর যেটার ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম একমত তার সম্বন্ধে আমাদের সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বুঝিয়েছেন মনে করা আমাদের জন্য বৈধ। সুতরাং আমরা দশ দিরহাম ও তদুর্ধ্ব সমমূল্যের মালামালের চোরকে আয়াতের অন্তর্ভুক্ত করে তার হাত কাটার হুকুম দিয়েছি। অন্য দিকে দশ দিরহামের কম সমমূল্যের মালামালের চোরকে আমরা আয়াতের বহির্ভূত গণ্য করে তার হাত কাটা থেকে বিরত রয়েছি। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত। আর এটা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা), 'আতা (র) ও আমর ইব্‌ন শুয়াইব (র) হতে বর্ণিত রয়েছে ঃ

٤٦٠٤ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْمَسْعُوْدِىْ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ لاَيُقْطَعُ الْيَدُ اِلاَّ فِىْ الدِّيْنَارِ اَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ـ

৪৬০৪. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আল-কাসিম ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন, চোরের হাত কাটা হয়ে থাকে শুধুমাত্র এক দীনার কিংবা দশ দিরহাম মূল্যমান মালামালের ক্ষেত্রে।

٤٦٠٥ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ كَانَ قَوْلُ عَطَاءٍ عَلٰى قَوْلِ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ لاَيُقْطَعُ الْيَدُ فِىْ اَقَلَّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ـ

Contents

৪৬০৫. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইব্‌ন জুরাইজ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এ সম্পর্কে আতা (র)-এর অভিমত আমর ইব্‌ন শুয়াইব (র)-এর অভিমতের অনুরূপ। আর তা হল দশ দিরহামের কম মালামাল চুরি করলে হাত কাটা যাবেনা।

٩- بَابُ الْاِقْرَارِ بِالسَّرِقَةِ الَّتِىْ تُوْجِبُ الْقَطْعَ

৯. অনুচ্ছেদ ঃ চুরির স্বীকৃতি যা হাত কাটাকে ওয়াজিব করে

٤٦٠٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَوْنٍ مَوْلٰى بَنِىْ هَاشِمٍ قَالَ ثَنَا الدَّرَاوَرْدِىْ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُتِىَ بِسَارِقٍ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ هٰذَا سَرِقَ فَقَالَ مَا اَخَالُهُ سَرِقَ فَقَالَ السَّارِقُ بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اذْهَبُوْا بِهٖ فَاقْطَعُوْهُ ثُمَّ احْسِمُوْهُ ثُمَّ ايْتُوْنِىْ بِهٖ فَقُطِعَ ثُمَّ حُسِمَ ثُمَّ اُتِىَ بِهٖ فَقَالَ تُبْ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ تُبْتُ اِلَى اللّٰهِ فَقَالَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْكَ ـ

৪৬০৬. আহমাদ ইব্‌ন দাঊদ (র) ..... আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন একটি চোরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে হাযির করা হল। উপস্থিত লোকজন বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ! এটা একটা চোর! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আমি মনে করিনা যে ,সে চুরি করেছে। তখন চোরটি বলল, "হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ!" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ,তাকে নিয়ে যাও ও তার হাত কর্তন কর। অতঃপর তার রক্ত বন্ধ কর। এরপর তাকে আমার কাছে নিয়ে আস। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তাকে নিয়ে যাওয়া হল এবং হাত কাটা হল। অতঃপর রক্ত বন্ধ করা হল এবং তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে হাযির করা হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তুমি মহান আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা কর। চোরটি বলল, আমি আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "আল্লাহ্ তোমার তাওবাকবূল করুন।"

٤٦٠٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৪৬০৭. আবূ বিশর আর-রাকী (র) ..... মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন সাওবান (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা পেশ করেন।

٤٦٠٨- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهُ ـ

৪৬০৮. হুসাইন ইব্‌ন নসর (র) ..... ইয়াযীদ ইব্‌ন খুসাইফা (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٦٠٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ اَنَّ يَزِيْدَ بْنَ خُصَيْفَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

Contents

৪৬০৯. ইউনুস (র) ..... মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন সাওবান (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

٤٦١٠۔ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَمْرَو بْنَ سَمُرَةَ بْنَ حَبِيْبِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ سَرَقْتُ جَمَلاً لِبَنِىْ فُلَانٍ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا اِنَّا قَدْ فَقَدْنَا جَمَلاً لَّنَا فَاَمَرَ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُطِعَتْ يَدُهُ قَالَ ثَعْلَبَةُ اَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهِ حِيْنَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَهُوَ يَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ طَهَّرَنِىْ مِمَّا اَرَادَ اَنْ يُدْخِلَ جَسَدِى النَّارَ ـ

৪৬১০. রাবী' আল-মুয়াযযিন (র) ..... আমর ইব্‌ন সামারা ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন আবদুস শামস (রা) হতে বর্ণনা করেন। একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে হাযির হন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ ! আমি অমুক গোত্রের একটি উট চুরি করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উটের মালিকদের কাছে লোক প্রেরণ করেন। তারা বলেন, আমরা আমাদের একটি উট হারিয়ে ফেলেছি, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার সম্বন্ধে নির্দেশ জারী করলেন এবং তার হাত কাটা হল। বর্ণনাকারী সালাবা (র) বলেন, যখন তার হাত কাটা হয়েছিল তখন আমি তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। সে বলছিল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্যে, যিনি আমাকে পবিত্র করেছেন এমন বস্তু থেকে, যা আমার শরীরকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করতে উদ্যত হয়েছিল।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিমের মতে যদি কোন ব্যক্তি চুরি সম্বন্ধে একবার স্বীকার করে তাহলে তার হাত কাটা যাবে। এ সম্বন্ধে তারা উপরোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। আর এসব আলিমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলেন ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (র)। অন্য একদল আলিম এ সম্পর্কে তাদের বিরোধিতা করেন এবং তাদের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) অন্তর্ভুক্ত। তারা বলেন, দুবার স্বীকার না করলে হাত কাটা যাবে না। এ সম্পর্কে তাদের দলীল নিম্নরূপ ঃ

٤٦١١۔ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَوْنٍ الزِّيَادِىْ قَالاَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَبِىْ الْمُنْذِرِ مَوْلٰى اَبِىْ ذَرٍّ عَنْ اَبِىْ اُمَيَّةَ الْمَخْزُوْمِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِىَ بِلِصٍّ اِعْتَرَفَ اِعْتِرَافًا وَلَمْ يُوْجَدْ مَعَهُ الْمَتَاعُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا اَخَالُكَ سَرَقْتَ قَالَ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاعَادَهَا عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلْثًا قَالَ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَمَرَ بِهٖ فَقُطِعَ ثُمَّ جِئَ بِهٖ فَقَالَ النَّبِىُّ قُلْ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ قَالَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ ـ

৪৬১১. আহমাদ ইব্‌ন দাঊদ (র) ..... আবূ উমাইয়া আল-মাখযূমী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে একটি চোরকে হাযির করা হল। সে চুরি সম্বন্ধে স্বীকার করল। কিন্তু তার কাছে কোন মালামাল পাওয়া গেলেনা। তখন তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "তুমি চুরি করেছ বলে আমি মনে

করিনা।" সে বলে, "হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ।" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার বাণীটি দু'বার কিংবা তিনবার পুনরাবৃত্তি করেন। লোকটি বলে, "হাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ! অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার সম্বন্ধে হুকুম জারী করেন এবং তার হাত কাটা হয়! এরপর তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে পেশ করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেন, বল, আমি আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং তার কাছে তাওবা করছি। তখন সে বলল, আমি আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং তার কাছে তাওবা করছি। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, হে আল্লাহ্! তুমি তার তাওবা কবুল কর।

এ হাদীসে দেখতে পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে একবার স্বীকার করায় হাত কর্তন করেননি, যতক্ষণ না সে দ্বিতীয় বার স্বীকার করে। সুতরাং এ হাদীসটি প্রথম হাদীস থেকে উত্তম। কেননা এটার মধ্যে প্রথম হাদীস থেকে কিছু অতিরিক্ত বর্ণনা রয়েছে। কোন কোন সময় একটি হাদীস অন্যটির জন্যে نَاسِخْ বা হুকুম রহিতকারী হতে পারে। যখন এরূপ সম্ভাবনা রয়েছে তখন আমরা গবেষণার দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম এবং আমরা দেখতে পেলাম যে, এ ধরনের পদ্ধতি বা নিয়ম ব্যভিচারের স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে প্রবর্তিত হয়েছে। তিনি এ স্বীকারোক্তিকে চার বার পুনরাবৃত্তি করেছেন। তিনি ব্যভিচারীকে একবার স্বীকারোক্তি করায় রজম বা পাথর মেরে হত্যা করার হুকুম দেননি। আর এটা জনগণের অধিকারের ক্ষেত্রে স্বীকৃতির আওতা থেকে বের হয়ে পড়েছে। কেননা সেখানে একবারের স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা হয়। আর এ ব্যাপারে স্বীকৃতির হুকুমকে সাক্ষ্যদানের হুকুমের সাথে এক করে দেখা হয়েছে। সাক্ষ্য যেমন চারবার না হলে গ্রহণ করা যায়না, তদ্রূপ চার বার স্বীকৃতি না হলে শাস্তি প্রয়োগ করা ওয়াজিব হয়না। কাজেই এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চুরির ব্যাপারে স্বীকৃতির হুকুমও চুরির ব্যাপারে সাক্ষ্য দানের হুকুমের প্রতি প্রত্যাবর্তিত হয়। সুতরাং সাক্ষ্য যেমন দুজন ব্যতীত বৈধ নয়, চুরি সম্বন্ধে স্বীকৃতিও দুবার ব্যতীত গ্রহণীয় নয়।

আমরা সাহাবায়ে কিরামকে লক্ষ্য করেছি, তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে ব্যভিচারের স্বীকৃতি দানকারী সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, যখন সে পালিয়ে যায় তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, তোমরা কেন তাকে ছেড়ে দিলেনা? তাহলে দেখা যায় ব্যভিচারের স্বীকৃতি দানকারীর নিজের স্বীকৃতি থেকে প্রত্যাবর্তন সাহাবায়ে কিরামের কাছে গ্রহণীয় ছিল। আর তারা এটা আল্লাহ্র সমস্ত শাস্তির ক্ষেত্রেই কাজে পরিণত করতে চেয়েছিল, তাই তারা এমন ব্যক্তি সম্পর্কে এরূপ পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন যে অপরাধ স্বীকার করে, অতঃপর তা থেকে প্রত্যাবর্তন করে। আর এ প্রত্যাবর্তন অন্য সব আল্লাহ্র শাস্তি ব্যতীত শুধু ব্যভিচারের সাথেই নির্ধারণ করা হয়নি। ব্যভিচারের ক্ষেত্রে যেরূপ স্বীকৃতি নির্দিষ্ট সংখ্যক হওয়া ব্যতীত তা দলীল হিসেবে গ্রহণ করা হয় না, অনুরূপভাবে অন্যান্য সব অপরাধের শাস্তির বেলায়ও নির্দিষ্ট সংখ্যক স্বীকৃতি ব্যতীত স্বীকৃতিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা হয়না। মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (রা) এ সম্পর্কে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর উপর হস্তক্ষেপ করেন এবং বলেন, চোর যদি দুবার চুরির কথা স্বীকার না করে তাহলে চুরিতে তার হাত কাটা হয়না। তাই যখন সে প্রথম বার স্বীকার করল তাহলে সে যেন তার উপর ঋণের স্বীকৃতি প্রদান করল। এরপর চোরের হাত কাটা ওয়াজিব হবেনা যেমন চোরের হাত কাটা যাবেনা, যখন সে ঋণ নেয়ার কথা স্বীকার করে। সুতরাং এ সম্পর্কে আবূ ইউসুফ (র)-এর পক্ষে আমাদের দলীল হল এ যে, চুরির শাস্তি সম্বন্ধে আবূ ইউসুফ (র) যেরূপ শর্ত আরোপ করেছেন, ইমাম মুহাম্মাদ (র) ও ব্যভিচারের স্বীকৃতির শাস্তি সম্বন্ধে অনুরূপ শর্ত আরোপ করেছেন। ফিকাহ বিদদের মতে মাহর প্রদান ওয়াজিব হলে ব্যভিচারীর উপর শাস্তি আরোপ করা যায়না, তদ্রূপ চোরের উপর ঋণ ওয়াজিব হলে তার হাত কাটা যায়না। এ সূত্র নিয়ে যদি ইমাম মুহাম্মাদ (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর বিরুদ্ধে দলীল পেশ করেন তাহলে চুরি সম্বন্ধে স্বীকৃতির ব্যাপারে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর

অভিমতের ত্রুটি যেমন প্রকাশ হয়ে পড়ে, অনুরূপভাবে ব্যভিচার সম্বন্ধে স্বীকৃতির ব্যাপারেও মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমতের ত্রুটি প্রকাশ হয়ে পড়বে। আর তা হল যদি ব্যভিচার সম্বন্ধে কেউ একবার স্বীকৃতি প্রকাশ করে তাহলে তার উপর শাস্তি আরোপ ওয়াজিব হয়না। সে সঙ্গম সম্বন্ধে স্বীকার করেছে আর এ স্বীকৃতির জন্যে তার উপর শাস্তি ওয়াজিব হবে, বরং তার উপর মাহর ওয়াজিব হবে। সুতরাং যে সঙ্গমে মাহর ওয়াজিব হয় সে সঙ্গমের জন্যে শাস্তি প্রয়োগ সমীচীন নয়। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র) ব্যভিচারের স্বীকৃতিতে যেমন এটাকে দলীল মনে করেন না, তদ্রূপ ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও চুরির স্বীকৃতির ক্ষেত্রে এটাকে দলীল মনে করেন না। আলী (রা)-এর কাছে যে ব্যক্তি চুরির স্বীকৃতি দান করছিল তিনি এটাকে দুবার আবৃত্তি করিয়ে ছিলেন ঃ

٤٦١٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرِ الرَّقِّىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّ رَجُلاً اَقَرَّ عِنْدَهُ بِسَرِقَةٍ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ قَدْ شَهِدْتَ عَلٰى نَفْسِكَ شَهَادَتَيْنِ قَالَ فَامَرَ بِهِ فَقُطِعَ وَعَلَّقَهَا فِىْ عُنُقِهِ.

৪৬১২. আবূ বিশর আর-রাকী (র) ..... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হতে বর্ণনা করেন। একদিন জনৈক ব্যক্তি তার কাছে চুরির কথা দুবার স্বীকার করে, তখন আলী (রা) তাকে বলেন, "তুমি তোমার বিরুদ্ধে দুবার সাক্ষ্য দিলে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি তার ক্ষেত্রে হুকুম জারী করেন। তার হাত কাটা হয় এবং তা তার গর্দানে লটকিয়ে দেয়া হয়।

তোমরা কি লক্ষ্য করনা যে, আলী (রা) চুরি সম্পর্কে স্বীকৃতির হুকুমকে সংখ্যার দিক্ দিয়ে চুরি সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয়ার হুকুমে রূপান্তরিত করেন, অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র সমস্ত শাস্তির স্বীকৃতিকে সাক্ষ্য দানের সংখ্যার ন্যায় সাক্ষ্য সহকারে গ্রহণ করেন।

١٠- بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَعِيْرُ الْحُلْىَ فَلاَ يَرُدُّهُ هَلْ عَلَيْهِ فِىْ ذٰلِكَ قَطْعٌ اَمْ لاَ ؟

১০. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি অলংকার ধার নেয়ার পর যদি ফেরত না দেয় তাহলে কি তার হাত কাটা যাবে?

আবূ জাফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ মা'মার (র) ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "একটি মহিলা অলংকার ধার নিত কিন্তু ফেরত দিতনা। বর্ণনাকারী বলেন, তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে হাযির করা হল ও তার হাত কাটা হল।"

٤٦١٣- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ رِجَالٍ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ ثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ اِمْرَأَةٌ مَخْزُوْمِيَّةٌ تَسْتَعِيْرُ الْمَتَاعَ وَ تَجْحَدُهُ فَاَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا فَاَتَى اَهْلُهَا اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَلَّمُوْهُ فَكَلَّمَ اُسَامَةُ النَّبِىَّ ﷺ فِيْهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا اُسَامَةُ اَلاَ اَرَاكَ تُكَلِّمُنِىْ فِىْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ قَامَ النَّبِىُّ ﷺ خَطِيْبًا فَقَالَ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اَنَّهُ اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ

الضَّعِيْفُ فَطَعُوْهُ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا فَقَطَعَ يَدَ الْمَخْزُوْمِيَّةِ-

৪৬১৩. উবাইদ ইবনুর রিজাল (র) ..... আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "একজন মাখযূমী মহিলা মালপত্র ধার নিত এবং পরে অস্বীকার করত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। তার পরিবার-পরিজন উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-এর কাছে আগমন করল এবং তারা তার সাথে এ নিয়ে আলোচনা করল। তিনি তখন এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে কথা বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ,সাবধান হে উসামা! আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত শাস্তি সম্পর্কে কথা বলতে দেখছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুতবা দেয়ার জন্যে দণ্ডায়মান হলেন এবং বলেন, নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, কেননা তাদের মধ্যে যদি সম্মানিত ব্যক্তি চুরি করত তাহলে তারা তাকে শাস্তি দিতনা, আর যদি তাদের মধ্যে দুর্বল ব্যক্তি চুরি করত তাহলে তারা তার হাত কাটত। যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি, যদি ফাতিমা বিনত মুহাম্মাদ (রা) চুরি করত, তাহলে আমি অবশ্যই তার হাত কর্তন করতাম।" অতঃপর মাখযূমী মহিলার হাত কাটা হল।

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ "এক দল আলিমের অভিমত হল এ যে, যে ব্যক্তি কোন কিছু ধার নেবে এবং পরে তা অস্বীকার করবে এ ক্ষেত্রে তার হাত কাটা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। কেননা সে তাদের কাছে চোর হিসেবে গণ্য হবে। তারা এ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। অন্য একদল আলিম এ সম্পর্কে তাদের বিরোধিতা করেন এবং বলেন, তাতে হাত কাটা বৈধ নয়, বরং তার জন্যে জরিমানা ধার্য করা হবে। আর তাদের দলীল হল এ হাদীসটি, যা মা'মার (র) বর্ণনা করেছেন। যেমন তারা উল্লেখ করেছেন। এ ধরনের হাদীস অন্য বর্ণনাকারীও বর্ণনা করেছেন। তবে এর মধ্যে এতটুকু অতিরিক্ত করেছেন যে, ঐ স্ত্রীলোকটি যে অলংকার নেয়ার পরে তা ফেরত দেয়না, সে মহিলা এজন্যই চুরির শিকার হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার চুরির জন্যে হাত কেটে দিলেন। এ সম্পর্কে অন্য একটি বর্ণনাও পাওয়া যায় ঃ

٤٦١٤- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ زَمَنَ الْفَتْحِ فَأَمَرَبِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُقْطَعَ فَكَلَّمَهُ فِيْهَا أُسَامَةُبْنُ زَيْدٍ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أَتَشْفَعُ فِىْ حَدٍّ مِّنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ اسْتَغْفِرْلِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَانَّمَا أَهْلَكَ النَّاسُ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا اذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدَيْهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِىْ سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ يَدُهَا -

৪৬১৪. ইউনুস (র) ..... আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে একটি মহিলা চুরি করেছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার হাত কাটার জন্যে নির্দেশ প্রদান

Contents

করেন। তখন ঐ মহিলা সম্পর্কে উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে কথা বলেন। তাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেহারা মুবারক মলিন হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমরা কি মহান আল্লাহ্‌র শাস্তিসমূহ থেকে কোন একটি শাস্তি বা দণ্ডকে অকার্যকর করার জন্যে সুপারিশ করছ? উসামা (রা) তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ! আমাকে ক্ষমা করে দিন। অতঃপর যখন রাতের খাবারের সময় হল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দণ্ডায়মান হলেন, আল্লাহ্ তা'আলার যথাযথ প্রশংসা করলেন এবং বললেন, "অতঃপর তোমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন যে, তোমাদের পূর্বে যে সব লোকজন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, তাদের মধ্যে যখন কোন বংশমর্যাদার লোক চুরি করত তখন তারা তাকে শাস্তি দিতনা,, বরং তাকে ছেড়ে দিত। আর যদি তাদের মধ্যে কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করত তার প্রতি তারা শাস্তি প্রয়োগ করত। যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, যদি ফাতিমা বিনত মুহাম্মাদ (রা) চুরি করত তাহলে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম।" অতঃপর তিনি ঐ মহিলাটি সম্বন্ধে নির্দেশ জারী করেন, যে চুরি করেছিল। তারপর তার হাত কাটা হল।

٤٦١٥- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوْا مَنْ يَجْتَرِئُ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ مَعْنَاهُ -

৪৬১৫. ইউনুস (র) ..... আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মাখযূমী মহিলার বিষযটি কুরাইশদেরকে উদ্বিগ্ন করল। মহিলাটি চুরি করেছিল, তখন তারা বলাবলি করতে লাগল, কে সাহস করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে এ ব্যাপারে কথা বলতে পারবে? অতঃপর তারাই আবার বলল, উসামা (রা) ব্যতীত অন্য কেউ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে কথা বলতে সাহস করবেনা। এরপর বর্ণনাকারী অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অস্বীকারকারী ধার গ্রহীতার বিরুদ্ধে হাত কাটার হুকুম রয়েছে। তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এমন কারণ বর্ণনা করা হয়েছে ,যার দরুন অর্থ আত্মসাতের বেলায় হাত কাটা রহিত হয়ে যায় ঃ

٤٦١٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ وَلاَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ وَلاَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ -

৪৬১৬. ইউনুস (র) ..... জাবির (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, ধোঁকাবাজ, ছিনতাইকারী এবং লুণ্ঠনকারীর জন্যে কোন হাত কাটা নেই।

٤٦١٧- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ الْبَلْخِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৪৬১৭. ইব্‌ন মারযুক (র) ..... ইব্‌ন জুরাইজ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা উল্লেখ করেন।

٤٦١٨ـ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنِ رِجَالٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ سَالِمٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ ثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৪৬১৮. উবাইদ ইব্‌ন রিজাল (র) ..... জাবির (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

যখন ধোঁকাবাজের ক্ষেত্রে হাত কাটা নেই, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার মধ্যে এবং চোরের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেন। চোরের ব্যাপারে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, কি পরিমাণ সম্পদ চুরি করলে হাত কাটা ওয়াজিব হয়। আর সেখানে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারটি জড়িত। আর ধারগ্রহণকারী ব্যক্তি সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের শর্ত ছাড়াই সম্পদ গ্রহণ করে থাকে। তাতে প্রমাণিত হয় যে, রক্ষণাবেক্ষণের অনুপস্থিতির কারণেই আত্মসাৎকারীর হাত কাটার বিধান নেই। উপরোল্লিখিত হাদীসগুলোর আলোকে এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমতকে আমরা বিশুদ্ধ মনে করে থাকি।

١١ـ بَابُ سَرِقَةِ الثَّمَرِ وَالْكَثَرِ

১১. অনুচ্ছেদ ঃ ফল ও খেজুর গুচ্ছ চুরি

٤٦١٩ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ اَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَغَرَسَهُ فِىْ حَائِطِ سَيِّدِهِ فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِىِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ عِنْدَ مَرْوَانَ الْحَكَمِ فَسَجَنَ الْعَبْدَ وَاَرَادَ قَطْعَ يَدَيْهِ فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ اِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ فَاَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ قَطْعَ فِىْ ثَمَرٍ وَّلاَ كَثَرٍ قَالَ الرَّجُلُ اِنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ اَخَذَ غُلاَمِىْ وَهُوَ يُرِيْدُ قَطْعَ يَدِهِ وَاَنَا اُحِبُّ اَنْ تَمْشِىَ مَعِىَ اِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِىْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَمَشٰى مَعَهُ رَافِعٌ حَتّٰى اَتٰى مَرْوَانَ فَقَالَ اَخَذْتَ عَبْدًا لِهٰذَا فَقَالَ نَعَمْ قَالَ مَا اَنْتَ صَانِعٌ بِهِ قَالَ اَرَدْتُ قَطْعَ يَدِهِ فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَقَطْعَ فِىْ ثَمَرٍ وَّلاَ كَثَرٍ فَاَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَاُرْسِلَ ـ

৪৬১৯. ইউনুস (র) ..... মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাব্বান (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন একটি গোলাম জনৈক ব্যক্তির বাগান থেকে একটি খেজুরের চারা চুরি করে এবং নিজের মনিবের বাগানে তা রোপণ করে। খেজুরের চারার মালিক খেজুরের চারা খোঁজ করতে থাকে। অবশেষে সে এটা চোরের মনিবের বাগানে খুঁজে পায়। লোকটি গোলামটির বিরুদ্ধে গভর্ণর মারওয়ান ইব্‌নুল হাকামের আদালতে মামলা দায়ের করে। মারওয়ান গোলামটিকে দোষী সাব্যস্ত করে কারাগারে বন্দী করে এবং তার হাত কাটতে মনস্থ করে। গোলামের মালিক রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা)-এর কাছে গমন করেন ও ঘটনাটি খুলে বর্ণনা করেন। রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা) তাকে সংবাদ দেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেন, ফল ও খেজুর গুচ্ছ চুরি করলে কোন প্রকার হাত কর্তন নেই। লোকটি বলল, মারওয়ান ইবনুল

হাকাম আমার গোলামটিকে গ্রেফতার করেছে। আর সে তার হাত কর্তন করতে মনস্থ করেছে। আমার আপনার কাছে আরয এই যে, আপনি অনুগ্রহ করে আমার সাথে চলুন এবং তাকে সংবাদ দিন, যা আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছেন। লোকটির সাথে রাফি' ইব্ন সাখদীজ (রা) রওয়ানা হন এবং মারওয়ানের কাছে আগমন করেন ও বলেন, তুমি তার গোলামটিকে কি এ জন্যই গ্রেফতার করেছ? মারওয়ানা বললেন, হাঁ। রাফি' (রা) বললেন, তুমি তাকে দিয়ে কি করবে? মাওয়ান বললেন, আমি তাকে চুরির অপরাধে তার হাত কাটার ইচ্ছে পোষণ করছি। রাফি' (রা) তখন মারওয়ানকে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, ফল ও খেজুর গুচ্ছে কোন হাত কাটা নেই। এ হাদীস শুনার পর মারওয়ান গোলামটিকে রেহাই দানের হুকুম জারী করেন এবং তাকে ছেড়ে দেন।

٤٦٢٠ـ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ يَحْيٰى الْمُزَنِىُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ الشَّافِعِىُّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى بْنِ حَبَّانٍ عَنْ عَمِّهٖ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانٍ اَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا مِّنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَجَاءَ بِهٖ فَغَرَسَهُ فِىْ مَكَانٍ اٰخَرَ فَاُتِىَ بِهٖ مَرْوَانَ فَاَرَادَ اَنْ يَقْطَعَهُ فَشَهِدَ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ قَطْعَ فِىْ ثَمَرٍ وَّلاَ كَثَرٍ ـ

৪৬২০. ইসমাইল ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আল-মুযানী (র) ..... মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাব্বান (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার চাচা ওয়াসি' ইব্ন হাব্বান (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন একটি গোলাম জনৈক ব্যক্তির ফলের বাগান হতে একটি খেজুর চারা চুরি করে এবং সে এটাকে নিয়ে এনে অন্য জায়গায় রোপণ করে। তার এ অপরাধের জন্যে তাকে মারওয়ানের আদালতে হাযির করা হয়। মারওয়ান চুরি করার দায়ে তার হাত কাটার জন্য ইচ্ছা পোষণ করেন। অতঃপর রাফি ইব্ন খাদীজ (রা) সাক্ষ্য দেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "ফল ও খেজুর গুচ্ছ চুরি করলে কোন প্রকার হাত কাটা নেই।"

আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিমের মতে ফল কিংবা গুচ্ছ চুরি করার মধ্যে কোন প্রকার হাত কাটা নেই–চোর তার মালিকের বাগান থেকে চুরি করুক কিংবা খেজুর কাটার পর তা ঘরে সংরক্ষণ করার পর চুরি করুক, এতে কোন পার্থক্য নেই। তারা আরো বলেন, খেজুর গাছের কাঁচা ডাল কিংবা খেজুর গাছের শুকনো লাকড়ী চুরি করার মধ্যেও কোন প্রকার হাত কাটা নেই। কেননা রাফি (রা) চুরি হয়ে যাওয়া খেজুর গাছের চারা কিংবা খেজুর গাছের ডাল ইত্যাদির মূল্য সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেনি। তিনি চোরের হস্ত কর্তনকে প্রতিহত করেছেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বাণীর জন্যেই। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, খেজুর গুচ্ছ ও খেজুরের রসে কোন হাত কাটা নেই। এ হাদীসে প্রমাণিত হয় যে, খেজুরের রস কিংবা খেজুরের ডালা, লাকড়ী ও ফল চুরি করলে হাত কাটা নেই। এসব উলামায়ে কিরামের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র) অন্তর্ভুক্ত। অন্য একদল আলিম এ সম্পর্কে তাদের বিরোধিতা করেন এবং তারা বলেন, রাফি' (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে যা বর্ণনা করেছেন তা হল বাগান থেকে খেজুর কিংবা খেজুর গুচ্ছ চুরি করে নেয়ার বেলায় প্রযোজ্য। এখানে সংরক্ষণের প্রশ্ন নেই, কিন্তু যেগুলো সংক্ষণ করা হয়েছে সেগুলোর হুকুম অন্য সব সম্পদের ন্যায়। আর অন্যান্য সম্পদের যে পরিমাণ চুরি করলে হাত কাটা ওয়াজিব হয়, এসব সম্পদের ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য। তাদের দলীল হল এ কিতাবের অন্য অনুচ্ছেদে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছি ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে যখন ঝুলন্ত ফল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন, এর মধ্যে কোন হাত কাটা নেই। তবে যেগুলোকে শষ্য মাড়াই এর স্থানে সংরক্ষণ করে রাখা

হয়েছে এবং এগুলোর মূল্য একটি ঢালের মূল্যের সমান হয়, তার মধ্যে হাত কাটা রয়েছে, কিন্তু যার মূল্য ঢালের মূল্যের সমান হয়নি তার মধ্যে রয়েছে সমমূল্যের জরিমানা ও বেত্রাঘাতের শাস্তি।

٤٦٢١- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَهَبِىُّ قَالَ ثَنَا اِبْنُ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِذٰلِكَ اَيْضًا -

৪৬২১. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবূ দাউদ (র) ..... আমর ইব্‌ন শুয়াইব (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার পিতা ও তার দাদা হতে বর্ণনা করেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এ সম্পর্কে বর্ণনা পেশ করেন।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শস্য মাড়াই এর জায়গায় সংরক্ষিত চুরি যাওয়া ফল এবং গাছের মধ্যে অসংরক্ষিত ফলের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। যেটা শস্য মাড়াই এর জায়গায় সংরক্ষণ করা হয়েছে তা চুরি হয়ে গেলে তার মধ্যে হাত কাটা রয়েছে। আর যেটাকে শস্য মাড়াই এর জায়গায় সংরক্ষণ করা হয়নি তার জন্য রয়েছে জরিমানা ও বেত্রাঘাতের শাস্তি। সুতরাং রাফি (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন যার মধ্যে বলা হয়েছে খেজুর ফল কিংবা খেজুর গুচ্ছের মধ্যে হাত কাটা নেই, তা হল যা বাগানের মধ্যে অসংক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। তবে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) হতে যে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে তাতে রাফি (রা)-এর বর্ণিত হাদীস হতে কিছুটা অতিরিক্ত বর্ণনা রয়েছে এবং তা ঐ হাদীসের বিপরীতও বটে। তার মধ্যে রয়েছে হাত কাটা, অন্যটার মধ্যে নয়। সুতরাং এ দু' হাদীসের মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়ায় এ দুটি হাদীস পরস্পর বিরোধপূর্ণ নয়। আর এটাই ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমত।

كِتَابُ الْجِنَايَات

অধ্যায় ঃ অপরাধ

١- بَابُ مَا يَجِبُ فِيْ قَتْلِ الْعَمَدِ وَجَرَاحِ الْعَمَدِ

১. অনুচ্ছেদ ঃ ইচ্ছাকৃত হত্যা এবং যখম করার শাস্তি

٤٦٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَيْمُوْنِ الْبَغْدَادِيْ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمِ الْاَوْزَاعِيْ قَالَ ثَنِيْ يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ سَلْمَةَ قَالَ ثَنِيْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مَكَّةَ قَتَلَتْ هُذَيْلُ رَجُلاً مِّنْ بَنِيْ لَيْثٍ بِقَتِيْلٍ كَانَ لَهُمْ فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ فِيْ خُطْبَتِهِ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلُ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظْرَيْنِ اِمَّا اَنْ يُقْتَلَ وَاِمَّا اَنْ يُوْدِّيَ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ اَبُوْ بَكْرَةَ فِيْ حَدِيْثِهِ قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلاً مِّنْ بَنِيْ لَيْثٍ -

৪৬২২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মায়মুন আল-বাগদাদী (র) ও আবূ বাক্‌রা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর রাসূল ﷺ-কে মক্কা বিজয় দান করলেন, তখন হুযায়ল গোত্র বানূ লায়স গোত্রের এক ব্যক্তিকে নিজেদের এক নিহতের বদলায়– যাকে জাহিলী যুগে হত্যা করা হয়েছিলো– হত্যা করেছে। নবী ﷺ দাঁড়ালেন এবং ভাষণ দিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে বললেন, কারো কেউ যদি নিহত হয় তবে তার দু'টির একটি গ্রহণ করার ইখতিয়ার রয়েছে ঃ হয়ত (হত্যাকারীকে) হত্যা করবে, নয়ত দিয়াত গ্রহণ করবে।

[এই হাদীসটিকে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) ও আবূ বাক্‌রা (র) উভয়ে রিওয়ায়াত করেছেন, কিন্তু] শব্দগুলো হচ্ছে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র)-এর। আবূ বাকরা (র) স্বীয় রিওয়ায়াতে বলেছেন যে, খুযা'আ গোত্র বানূ লায়স গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এই হাদীসে ঐ কথাটি উল্লেখ হয়েছে, যা শুধু মানব হত্যায় ওয়াজিব হয়। আবূ শুরায়হ্ খুযাঈ রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে ঃ

٢٦٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ قَالَ ثَنِيْ سَعِيْدُ الْمَقْبُرِيْ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا شُرَيْحِ الْكَعْبِيَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ

خُطْبَتِهِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اَلاَ اِنَّكُمْ مَعْشَرُ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هٰذَا الْقَتِيْلَ مِنْ هُذَيْلٍ وَاِنِّىْ عَاقِلُهُ فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِىْ قَتِيْلٌ فَاَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ بَيْنَ اَنْ يَأْخُذُوْا الْعَقْلَ وَبَيْنَ اَنْ يَقْتُلُوْا ـ

৪৬২৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... আবূ শুরায়হ কা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে স্বীয় ভাষণে বলেছেন ঃ শুন, হে খুযা'আ সম্প্রদায়! তোমরা হুযায়ল গোত্রের এই লোকটিকে হত্যা করেছ। আমি তার দিয়াত আদায় করব। তবে আমার এই বক্তব্যের পরে কারো যদি কেউ নিহত হয়, তার পরিজনদের এই দু'টির মধ্যে একটির অধিকার থাকবে, হয়ত দিয়াত গ্রহণ করবে, নয়ত (হত্যাকারীকে) হত্যা করবে।

অন্য সূত্রেও আবূ শুরায়হ্ খুযাঈ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হত্যা অপেক্ষা নিম্ন পর্যায়ের অপরাধ অঙ্গহানী সম্পর্কে অনুরূপ বর্ণিত আছে ঃ

٤٦٢٤ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنَ اَبِىْ الْعَوْجَاءِ عَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ الْخُزَاعِىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اُصِيْبَ بِدَمٍ اَوْ بِخَبْلٍ يَعْنِىْ بِالْخَبْلِ الْجِرَاحَ فَوَلِيُّهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ اِحْدٰى ثَلاَثٍ بَيْنَ اَنْ يَعْفُوَ اَوْ يَقْتَصَّ اَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ فَاِنْ اَتَى الرَّابِعَةَ فَخُذُوْا عَلٰى يَدَيْهِ فَاِنْ قَبِلَ وَاحِدَةً مِّنْهُنَّ ثُمَّ عَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِيْهَا مُخَلَّدًا ـ

৪৬২৪. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... আবূ শুরায়হ খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে নিহত হয় অথবা যখমপ্রাপ্ত হয় তাহলে তার ওলী তিনটির যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারবেঃ হয়ত ক্ষমা করে দিবে, অথবা কিসাস তথা বদলা নিবে, নয়ত দিয়াত গ্রহণ করবে। যদি সে কোন চতুর্থ জিনিস ইখতিয়ার করে তার হাত পাকড়াও কর (প্রতিরোধ কর)। যদি সে ওই তিনটির একটি গ্রহণ করার পর সীমালঙ্ঘন করে তা হলে তার জন্য জাহান্নাম, সেখানে অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে।

٤٦٢٥ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا عَبَّادُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ الْحَارِثُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ اَبِىْ الْعَوْجَاءِ عَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৪৬২৫. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... আবূ শুরায়হ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। বস্তুত এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, ইচ্ছাকৃতভাবে জখম করার হুকুম ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করার হুকুমের অনুরূপ। কেননা এগুলোর প্রত্যেকটিতে কিসাস অথবা দিয়াত ওয়াজিব হয়।

বিশ্লেষণ

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এক দল আলিম এই দিকে গিয়েছেন যে, যখন কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হয় তখন তার ওলীর (অভিভাবক) জন্য ইখতিয়ার রয়েছে ঃ হয়ত ক্ষমা করে দিবে, অথবা দিয়াত গ্রহণ করবে, নয়ত কিসাস বা বদলা নিবে, হত্যাকারী এতে সম্মত থাকুক অথবা না থাকুক। তাঁরা এ বিষয়ে (উল্লেখিত) এই সমস্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন।

পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন, হত্যাকারীর সম্মতি ব্যতীত সে দিয়াত গ্রহণ করতে পারবে না। তাদের দলীল হলো তাঁর বক্তব্য ঃ "অথবা সে দিয়াত গ্রহণ করবে" এর দ্বারা সেই বিষয়টিও উদ্দেশ্য হতে পারে যা প্রথমোক্ত মত পোষণকারীগণ বলেছেন এবং এই অর্থও হতে পারে যে, তার জন্য দিয়াত গ্রহণ করা জায়িয যদি তাকে দেয়া হয়। যেমন কোন ব্যক্তিকে বলা হলো, স্বীয় ঋণের বিনিময়ে যদি ইচ্ছা কর দিরহাম গ্রহণ কর, নয়ত দীনার, অথবা যদি চাও আসবাব সামগ্রী গ্রহণ কর। এর দ্বারা এই উদ্দেশ্য নয় যে, সে (ঋণদাতা) এই সমস্ত জিনিস অবশ্যই নিবে, ঋণী ব্যক্তি এর উপর সম্মত থাকুক অথবা তা অপসন্দ করুক। বরং এতে শুধু বৈধতা উদ্দেশ্য যে, যদি তাকে দেয়া হয় তবে সে গ্রহণ করতে পারবে।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, তাদের এ কথাটি উল্লেখ করার কি প্রয়োজন ছিলো? **তাকে উত্তরে বলা হবে** যে, ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে ঃ

٤٦٢٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الْقِصَاصُ فِي بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَلَمْ يَكُنْ فِيْهِمْ دِيَةٌ فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهٰذِهِ الْاُمَّةِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى ـ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ اِلٰى قَوْلِهِ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ وَالْعَفْوُ فِيْ اَنْ يُّقْبَلَ الدِّيَةُ فِي الْعَمَدِ ذَالِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ مِمَّا كَانَ كُتِبَ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ـ

৪৬২৬. ইউনুস (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বনী ইসরাঈলদের মাঝে কিসাস ছিল, তাদের মাঝে দিয়াত ছিল না, আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতের ব্যাপারে বলেছেন ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى ـ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ اِلٰى قَوْلِهِ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ ـ

অর্থাৎ ঃ (হে মু'মিনগণ) নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি... কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে। (সূরা ঃ ২ আয়াত ১৭৮) আর ইচ্ছাকৃত হত্যা করার অবস্থায় ক্ষমা হলো দিয়াত গ্রহণ করা। বস্তুত এটা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রথমোক্ত উম্মতদের অপেক্ষা (তোমাদের উপর) ভার লাঘব।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলছেন যে, বনী ইস্রাঈলদের মাঝে দিয়াত ছিলনা। অর্থাৎ তাদের উপর দিয়াত গ্রহণ করা হারাম ছিল। অথবা এর কারণে কিসাস ছেড়ে দিবে যতক্ষণ না রক্ত প্রবাহিত করবে (অর্থাৎ রক্ত প্রবাহিত করা জরুরী ছিল) এটা তাদের উপর ফরয ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতের উপর সহজ করে দিয়েছেন এবং এই বাণী দ্বারা–

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ـ

(কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সাথে তার দেয় আদায় বিধেয়– সূরা ঃ ২ আয়াত ১৭৮) ঐ প্রথমোক্ত বিধানকে রহিত করে দিয়েছে। সততার সাথে

আদায় করার অর্থ হলো যখন এর আদায় করাটা ওয়াজিব হয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে আলোচনা করা হয়েছে তা আমি এই অনুচ্ছেদের যথাস্থানে অতি সত্বর বর্ণনা করব ইনশা আল্লাহ তা'আলা।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের জন্য ঐ বিষয়টি এই দিক দিয়েও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যার কোন পরিজন নিহত হয়, তার ইখতিয়ার রয়েছে ঃ হয়ত কিসাস গ্রহণ করবে, অথবা ক্ষমা করে দিবে, নয়ত দিয়াত উসূল করবে, যা এই উম্মতের জন্য বৈধ করা হয়েছে। আর যখন তাদেরকে দিয়াত দেয়া হবে তখন তা তাদের জন্য গ্রহণ করাটা জায়িয। এই হাদীসটি একথারও সম্ভাবনা রাখে এবং কারো জন্য জায়িয নেই যে, যখন কোন হাদীসে এরূপ সমানভাবে দুই সম্ভাবনা রাখে তখন একটিকে পরিত্যাগ করে হাদীসটিকে অপরটির উপর প্রয়োগ করা। তবে হ্যাঁ, এর উপর অন্য কোন দলীল পাওয়া গেলে যা উক্ত অর্থ উদ্দেশ্য হওয়ার অনুকূলে প্রমাণ বহন করে (তখন সেই অর্থই উদ্দেশ্য নিবে)।

ইমাম তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক দলীল ঃ বস্তুত এ বিষয়ে আমরা গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেছি যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এরূপ কোন কিছু পাই কি-না যা তা থেকে এক বিষয়বস্তুর উপর প্রমাণ বহন করবে। প্রথমোক্ত মত পোষণকারীগণ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ اَلْاٰيَةَ ـ

অর্থাৎ ঃ কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সাথে তার দেয় আদায় বিধেয়। এটা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। ..... (সূরা ঃ ২ আয়াত ১৭৮)

সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে বলেছেন যে, ওলীর জন্য ক্ষমা করা এবং হত্যাকারী থেকে উত্তমভাবে দাবি করার অধিকার রয়েছে। তাঁরা এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন যে, ওলীদ্বয়ের যখন ক্ষমা করে দেয়ার অধিকার রয়েছে তাহলে সে হত্যাকারী থেকে দিয়াত নিতে পারবে। যদিও তার ক্ষমা করে দেয়ার প্রাক্কালে এই শর্ত ছিল না।

তাদেরকে (জবাবে) বলা হবে যে, যা কিছু তোমরা উল্লেখ করেছ তাতে এ সম্পর্কে কোন দলীল নেই এবং এতে কয়েকটি বিষয়ের সম্ভাবনা রয়েছে, যা থেকে একটি হলো সেটি, যা তোমরা বর্ণনা করেছ। এটারও সম্ভাবনা আছে যে, "যাকে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছুটা ক্ষমা করা হয়" দ্বারা সেটাই উদ্দেশ্য, যা আমরা বলছি যে, তা হত্যাকারীর সম্মতিতে (কিসাস) ক্ষমা করে তার পরিবর্তে দিয়াত গ্রহণ করবে। আবার এই সম্ভাবনা রয়েছে যে, বক্ষমান এই আয়াত সেই খুন বা হত্যা সম্পর্কে যা এক দলের মাঝে শরীক হয় যে, যদি তাদের এক জন ক্ষমা করে দেয় তাহলে অবশিষ্টরা হত্যাকারী থেকে নিজ নিজ অংশের দিয়াত উত্তমভাবে দাবি করবে এবং সেও তাদেরকে তা উত্তমভাবে প্রদান করবে।

বস্তুত এগুলো হলো সেই সমস্ত অর্থাবলী, যা সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাপারে আলিমগণ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এগুলো থেকে কোনটিই অপরটির বিরুদ্ধে প্রমাণ নয় যতক্ষণ না অপর কোন আয়াতে অন্য দলীল হবে, যার অর্থের উপরে সকলে একমত অথবা 'সুন্নাহ' কিংবা ইজমা' থেকে দলীল পাওয়া যাবে। নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আবূ শুরায়হ (রা)-এর হাদীসে রয়েছে যে, সে তিনটির কোন একটির ইখতিয়ার প্রাপ্ত ঃ হয়ত ক্ষমা করে দিবে, অথবা কিসাস নিবে, নয় ত দিয়াত গ্রহণ করবে। এখানে তিনি ﷺ ক্ষমা করা এবং দিয়াত আদায় করা একটিকে অপরটি থেকে ভিন্ন সাব্যস্ত করেছেন।

এতে প্রমাণিত হলো যে, যখন সে ক্ষমা করে দিবে তখন আর দিয়াত গ্রহণ হবে না এবং যখন খুন ক্ষমা করে দেয়া অবস্থায় দিয়াত আবশ্যক হয় না তখন এ দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, যে বস্তু ওয়াজিব তা হলো কিসাস। আর দিয়াত গ্রহণ করা কিসাসের বদল হিসাবে তার জন্য জায়িয বাস্যস্ত করা হয়েছে। বস্তুত যে সমস্ত জিনিস বদল হয় সেগুলো আমাদের জানা মতে সেই সমস্ত লোকদের সম্মতিতে ওয়াজিব হয়, যাদের জন্য তা ওয়াজিব হয়। যখন কিসাসের বিষয়ে এটা সাব্যস্ত হলো তাহলে যা কিছু আমরা উল্লেখ করেছি তাও সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে। আর আমাদের বিরোধীদের বক্তব্য খণ্ডিত হয়ে গেল।

যখন প্রথমোক্ত মত পোষণকারীদের বক্তব্যের সপক্ষে কোন দলীল নেই। তাই আমরা লক্ষ্য করছি যে, অন্যদের জন্য এরূপ কোন রিওয়ায়াত আছে কিনা, যা তাদের বক্তব্যের সপক্ষে প্রমাণ বহন করে। নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত আমরা পেয়েছি ঃ

٤٦٢٧ـ فَاِذَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَدْ حَدَّثَانَا قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ ح وَحَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيُّ قَالاَ ثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ اَنَّ عَمَّتَهُ الرُّبَيِّعَ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسرَتْ ثَنِيَّتَهَا فَطَلَبُوْا اِلَيْهِمُ الْعَفْوَ فَاَبَوْ الْاَرْشَ فَاَبَوْا اِلاَّ الْقِصَاصَ فَاخْتَصَمُوْا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ اَنَسُ بْنُ النَّضْرِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَكْسرُ ثَنِيَّةَ الرُّبَيِّعِ لاَ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَتُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَنَسُ كِتَابُ اللّٰهُ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ مَنْ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لاَبَرَّهُ يَزِيْدُ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ـ

৪৬২৭. আবূ বাকরা (র) ও ইবরাহীম ইব্ন মারযূক (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক ইব্ন নযর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর ফুফু রুবাইয়্যা (রা) স্বীয় দাসীকে চড় মেরে তার সামনের দাঁত ভেঙ্গে ফেলেন। তারা (রুবাইয়্যা রা-এর পরিজন) তাদের (দাসীর উত্তরাধিকার) নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করল। তারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল, দিয়াত গ্রহণ করতেও অস্বীকৃতি জানালো, শুধু কিসাসের দাবি করল। তারা স্বীয় মুকাদ্দামা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে পেশ করল। তিনি কিসাসের হুকুম প্রদান করলেন। আনাস ইব্ন নযর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! রুবাইয়্যার দাঁত ভেঙ্গে ফেলা হবে? না, (ইয়া রাসূলাল্লাহ!) সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে হক সহকারে প্রেরণ করেছেন, তার দাঁত ভাঙ্গা হবে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে আনাস! আল্লাহ্র কিতাবের বিধান তো কিসাস। অনন্তর তারা সম্মত হয়ে গেল এবং ক্ষমা করে দিল। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, অবশ্যই আল্লাহ্র কিছু বান্দা এরূপ রয়েছে যে, যদি তারা আল্লাহ্র উপর কসম করে তিনি তা পূর্ণ করেন। কতক রাবী কিছু অতিরিক্ত শব্দ নকল করেছে।

সুতরাং যে মহিলার দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রুবাইয়্যা (রা) -এর উপর এর কিসাসের ফায়সালা দিয়েছেন এবং তাকে কিসাস ও দিয়াত গ্রহণের মাঝে ইখতিয়ার প্রদান করেননি। আনাস ইব্ন নযর (রা) যখন তা অস্বীকার করলেন, তখন তিনি তাকে দলীল দিয়ে বললেন, হে আনাস! আল্লাহ্র কিতাবের বিধান হলো কিসাস। পরে লোকেরা ক্ষমা করে দিল এবং তাদের জন্য দিয়াতের ফায়সালা দেন নাই। এতে সাব্যস্ত হলো যে, ইচ্ছাকৃত হত্যা করার অবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহ্র বিধান মতে যা ওয়াজিব হয় তা হলো শুধু

কিসাস। কেননা যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যদি তার কিসাস এবং ক্ষমা করার মাঝে ইখতিয়ার হত যে, সে এর বদলায় অপরাধী থেকে কিছু গ্রহণ করবে, তাহলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে অবশ্যই ইখতিয়ার প্রদান করতেন এবং তাদেরকে জানিয়ে দিতেন যে, এ থেকে তাদের কি কি জিনিস ইখতিয়ার করার অধিকার আছে।

তোমরা কি লক্ষ্য করছ না যে, যদি কোন ব্যক্তি বিচারকের নিকট এরূপ মুকাদ্দামা নিয়ে যায়, যাতে তার জন্য দুটি বস্তুর একটি সাব্যস্ত হয়। বিচারকের নিকট তা প্রমাণিত হলো তখন তিনি দুই বস্তুর কোন একটির পরিবর্তে অপরটির ফায়সালা করবেন না। বরং তিনি তার জন্য এই ফায়সালা করবেন যে, অমুক অমুক বস্তু থেকে যেটা তুমি পসন্দ কর গ্রহণ কর। অতঃপর সে যদি তাতে সীমালংঘন করে তাহলে ধরে নিতে হবে সে যেন ফায়সালা বুঝতে ত্রুটি করেছে।

বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হলেন সর্বোত্তম বিচারক, যখন তিনি কিসাসের ফায়সালা দিয়েছেন এবং জানিয়ে দিয়েছেন যে, এটা আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবের (কুরআন) ফায়সালা। তাই এতে সাব্যস্ত হলো যে, এরূপ অবস্থায় শুধু কিসাস প্রজোয্য, অন্য কিছু নয়।

যখন এই হাদীসটি সাব্যস্ত হয়ে গেল যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি। সুতরাং আবূ শুরায়হ (রা) ও আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীসকেও এর অনুকূলবর্তী করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। সুতরাং যে দুই হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বক্তব্যকে এ অর্থে ধরা হবে যে, তার এই ইচ্ছাধিকার থাকবে, হয় সে ক্ষমা করবে, কিংবা কিসাস নেবে, কিংবা অপরাধীর দিয়াতের দণ্ড গ্রহণের সম্মতির শর্তে তার থেকে দিয়াত নেবে। যেন এই দুই হাদীসের বিষয়বস্তু এবং আনাস (ইব্‌ন নযর রা) এর হাদীসের বিষয়বস্তু সমন্বিত হয়ে যায়।

যদি কোন প্রশ্নকারী বলে যে, যুক্তি তো প্রথমোক্ত মত পোষণকারীদের পক্ষে সহযোগিতা করে, তাহলো এভাবে যে, লোকদের উপর নিজেদেরকে জীবিত রাখা আবশ্যক। যখন সেই ব্যক্তি যার রক্ত প্রবাহিত (বদলা নেয়ার) করার অধিকার রয়েছে, সে বলবে আমি দিয়াত গ্রহণে এবং রক্ত প্রবাহিত না করতে সম্মত আছি। হত্যাকারীর উপর স্বীয় প্রাণ বাঁচান ওয়াজিব হবে। আর যখন এটা তার উপর ওয়াজিব তখন তার থেকে দিয়াত গ্রহণ করা হবে, যদিও সে অপসন্দ করে।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে দলীল হলো যে, অবশ্যই লোকদের উপর স্বীয় প্রাণ রক্ষা করা আবশ্যক যেমনটি তুমি উল্লেখ করেছ। চাই তা দিয়াতের দ্বারা হোক বা তা ছাড়া অন্য কোন জিনিসের দ্বারা, বরং স্বীয় সমস্ত মালিকানা বস্তুর দ্বারা হোক। আমরা লক্ষ্য করছি যে, ফকীহ (ইসলামী আইনজ্ঞ)গণ এই বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, যদি (নিহতের) ওলী হত্যাকারীকে বলে যে, আমি এ কথায় রাজি যে, তোমার এই বাড়ি নিয়ে নেব এবং তোমাকে হত্যা করব না। আল্লাহ্ এবং ঐ হত্যাকারীর মাঝে বিষয়টি সোপর্দ করে (নৈতিকভাবে) ঐ ব্যক্তির উপর আবশ্যক হবে যে, সে বাড়ি দিয়ে নিজের জান বাঁচাবে। কিন্তু এ বিষয়ে সকলের ঐকমত্য যে, যদি সে (হত্যাকারী) অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তার উপর জবরদস্তি করা যাবেনা এবং তার অসম্মাতিতে বাড়ি নিয়ে ওলীকে দেয়া যাবেনা।

অনুরূপভাবে দিয়াতের বিষয়টি, যখন (নিহতের) ওলী এর দাবি করবে তখন নৈতিকভাবে হত্যাকারীর উপর ওয়াজিব হলো সে তা আদায় করে স্বীয় জীবনকে রক্ষা করবে। কিন্তু যদি সে তা অস্বীকার করে তবে তার উপর জবরদস্তি করা যাবে না এবং তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার থেকে তা নেয়া যাবে না।

অতঃপর আমরা প্রথমোক্ত মত পোষণকারীদের সেই কথার দিকে ফিরে যাচ্ছি যে, অপরাধীর অসম্মতিতেও ওলীর জন্য দিয়াত গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে।

আমরা তাদেরকে বলব যে, এটা তিন অবস্থার কোন একটি থেকে মুক্ত নয় ঃ হয়ত এটা এজন্য হবে যে, হত্যাকারীর উপর কিসাস এবং দিয়াত উভয়টি আবশ্যক। সুতরাং যখন সে কিসাস ক্ষমা করে দিয়েছে তখন ক্ষমা করার কারণে তা বাতিল করে দিয়েছে। তাই তার জন্য এখন দিয়াত গ্রহণ করার অধিকার হবে। অথবা শুধু কিসাস ওয়াজিব হবে এবং সে ওই কিসাসের বদলে দিয়াত গ্রহণ করতে পারবে। অথবা দুটো বস্তু থেকে একটি বস্তু ওয়াজিব, কিসাস হবে নতুবা দিয়াত, তা থেকে যেটা ইচ্ছা ইখতিয়ার করবে। সুতরাং এই তিন অবস্থার কোন একটি থেকে মুক্ত হবে না।

বস্তুত তোমরা যদি বল যে, তার জন্য কিসাস এবং দিয়াত দু'টিই ওয়াজিব, তাহলে এটা ভ্রান্ত। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা কারো উপর তার কাজ (অপরাধ) অপেক্ষা অধিক শাস্তি ওয়াজিব করেন নাই। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ -

অর্থাৎ তাদের জন্য ওতে বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। (সূরা ঃ ৫, আয়াত ঃ ৪৫)

আল্লাহ্ তা'আলা কোন অপরাধীর উপর তার অপরাধ অপেক্ষা অতিরিক্ত (কোন শাস্তি) ওয়াজিব করেন নাই। যদি এই বিষয়টি এরূপ হত তাহলে ওয়াজিব হবে যে, সে হত্যাও করবে এবং দিয়াতও গ্রহণ করবে। সুতরাং যখন হত্যা করার পরে দিয়াত গ্রহণ নেই তখন এতে প্রতীয়মান হয় যে, যা কিছু ওয়াজিব তা তোমাদের বক্তব্যের পরিপন্থী। যদি তোমরা বল যে, ওয়াজিব তো শুধু কিসাস, কিন্তু সে এর পরিবর্তে দিয়াত গ্রহণ করতে পারে। বস্তুত আমরা এমন বিধান দেখতে পাই না যে, কোন পাওনাদার দেনাদারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেনার বদল তথা বিকল্প উসূল করবে। সুতরাং এই অর্থও বাতিল হয়ে গেল। যদি তোমরা বল যে, তার জন্য দু'টো থেকে একটি বস্তু ওয়াজিব, হয়ত কিসাস, নয়ত দিয়াত গ্রহণ। দু'টো থেকে যেটা পসন্দ করবে গ্রহণ করবে। কিন্তু তার জন্য আবশ্যক নয় যে, তা থেকে কোন একটিই গ্রহণ করবে, অন্যটি নিতে পারবে না। তার জন্য সমীচীন হলো যে, যখন দু'টো থেকে নির্দিষ্ট কোন একটিকে ক্ষমা করে দিয়েছে তখন তার ক্ষমা করে দেয়াটা জায়িয না হওয়া। কেননা যা কিছু সে ক্ষমা করে দিয়েছে এটা নির্দিষ্টভাবে তার হক তথা অধিকার ছিল না। তাই সে তা বাতিল করতে পারবে। তার এ অধিকার ছিল যে, সে তা ইখতিয়ার করবে এভাবে সেটা তার হক হয়ে যেত অথবা অন্যটিকে ইখতিয়ার করবে এবং সেটা তার হক হয়ে যেত। সুতরাং যখন সে ঐ দুটো থেকে কোন একটিকে ইখতিয়ার করার এবং হুবহু সেটা ওয়াজিব হওয়ার পূর্বে অন্য হককে ক্ষমা করে দিবে, তার এ ক্ষমা করে দেয়াটা বাতিল বলে গণ্য হবে।

তোমরা কি লক্ষ্য করছ না যে, যদি কেউ কারো পিতাকে ইচ্ছাকৃতভাবে যখম করে দেয় এবং সে স্বীয় পিতার যখমকারীকে ক্ষমা করে দেয়। অতঃপর তার পিতা সেই যখমের কারণে মৃত্যুবরণ করে এবং সে (পুত্র) ব্যতীত তার অন্য কোন উত্তরাধিকারীও নেই, তা হলে তার ক্ষমা করা বাতিল গণ্য হবে। কেননা সে ক্ষমা করে দেয়ার অধিকারপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে ক্ষমা করেছে।

যা কিছু আমরা উল্লেখ করেছি যখন বিষয়টি এরূপ এবং কিসাস অথবা দিয়াত গ্রহণ করার পূর্বে হত্যাকারীকে ক্ষমা করা জায়িয। এতে প্রামণিত হলো যে, ক্ষমা করার পূর্বে শুধু কিসাস ওয়াজিব ছিল, যদি তা ওয়াজিব না

হত তাহলে সে ক্ষমা করার মাধ্যমে তা বাতিল করতে পারত না। যেমনিভাবে পুত্র স্বীয় পিতার রক্ত ওই সময় পর্যন্ত ক্ষমা করতে পারবে না, যতক্ষণ না তা তার জন্য ওয়াজিব হয়।

যা কিছু আমরা উল্লেখ করেছি এর সাব্যস্ততা এবং এই তিন অবস্থার খণ্ডনে প্রমাণিত হয় যে, ইচ্ছাকৃত হত্যাকারী অথবা ইচ্ছাকৃত যখমকারীর উপর শুধু কিসাস ওয়াজিব, অন্য কোন বস্তু অর্থাৎ দিয়াত ইত্যাদি আবশ্যক নয়। তবে হাঁ, জীবিত হওয়ার অবস্থায় হত্যাকারী স্বয়ং এবং মৃত্যুবরণ করার অবস্থায় তার উত্তরাধিকারীগণ যদি কোন বস্তুর উপর আপোষ করে নেয় তাহলে সেই আপোষকৃত বস্তু ওয়াজিব হবে। আর দিয়াত অথবা অন্য কোন জিনিসের উপর আপোষ করা জায়িয হবে। আর এটাই হলো ইমাম আবূ হানীফা (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমামম মুহাম্মদ (রা)-এর অভিমত।

٢- بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ رَجُلاً كَيْفَ يُقْتَلُ

২. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ কাউকে হত্যা করলে তাকে (হত্যাকারীকে) কিভাবে হত্যা করা হবে?

٤٦٢٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا حَمَّامُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ يَهُوْدِيًا رَضَّ رَأْسَ صَبِيٍّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَامَرَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَرَضَّ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ -

৪৬২৮. আবূ বাক্রা (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ইয়াহুদী একটি শিশুর মাথা দু'টি পাথরের মাঝে রেখে থেতলে দিয়েছিল, তারপর নবী ﷺ-এর নির্দেশে তার (ইয়াহুদীর) মাথাও দুইটি পাথরের মাঝে রেখে থেতলে দেয়া হয়েছিল।

বিশ্লেষণ

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম এই হাদীসের উপর আমল করে বলেছেন যে, প্রত্যেক হত্যাকারীকে সেই বস্তু দ্বারা হত্যা করা হবে, যা দ্বারা সে হত্যা করেছে। পক্ষান্তরে অন্য আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন, কিসাস শুধু তরবারি দ্বারা নেয়া হবে। তারা বলেছেন, তোমাদের বর্ণিত এই হাদীসে সম্ভাবনা রয়েছে যে, নবী ﷺ জেনে ছিলেন যে, উক্ত হত্যাকারীকে হত্যা করা ওয়াজিব হবে আল্লাহ্র হকের জন্য। কেননা সে সম্পদ হাতিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে ঐ বাচ্চাটিকে হত্যা করেছিল। কতক হাদীসে এ বিষয়টি ব্যক্ত হয়েছে ঃ

٤٦٢٩- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاُوَيْسِيُّ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ عَدَا يَهُوْدِيُّ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جَارِيَةً فَاَخَذَ اَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا وَرَضَخَ رَأْسَهَا فَاَتَى بِهَا اَهْلُهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهِيَ فِيْ اٰخِرِ رَمَقٍ وَقَدْ اُصْمِتَتْ وَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَتَلَكَ اَفُلَانٌ لِغَيْرِ الَّذِيْ قَتَلَهَا فَاَشَارَتْ بِرَأْسِهَا اَيْ لَا فَقَالَ لِرَجُلٍ اٰخَرَ غَيْرَ الَّذِيْ قَتَلَهُ فَاَشَارَتْ بِرَأْسِهَا اَيْ لَا فَقَالَ فَفُلَانٌ لِقَاتِلِهَا فَاَشَارَتْ اَيْ اُخَرُ فَاَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَضَّ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ -

৪৬২৯. ইবরাহীম ইব্ন দাউদ (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে জনৈক ইয়াহুদী একটি তরুণীর উপর অত্যাচার করে। তার গায়ের অলংকার কেড়ে নিয়েছিল

Contents

এবং তার মাথা (পাথর দিয়ে) থেতলে দিয়েছিল। অতঃপর তার পরিজন তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে নিয়ে আসে। তখন সে ছিল মুমূর্ষু ও বাকরহিত অবস্থায়। তখন তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হত্যাকারী নয় এমন একজনের নাম উল্লেখ করে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার হত্যাকারী কি অমুক? তরুণীটি মাথার ইশারায় বলল, না। তিনি এরপর অন্য এক ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, যে হত্যাকরী ছিল না। বালিকাটি মাথার ইশারায় বলল, না। তারপর তিনি আসল হত্যাকারীর নাম নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি অমুক? তখন সে মাথা নেড়ে বলল, হাঁ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ধরে এনে কিসাস গ্রহণের) নির্দেশ দিলেন। দু'টি পাথরের মাঝে রেখে তার মাথাটি থেতলে দেয়া হলো।

যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেই ইয়াহুদীর রক্ত প্রবাহিত করা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য ওয়াজিব সাব্যস্ত করতেন, যেমনিভাবে ডাকাতদের রক্ত আল্লাহ্ তা'আলার জন্য ওয়াজিব হয়, তাহলে তাঁর জন্য জায়িয ছিল যেভাবেই হোক তরবারি দ্বারা অথবা অন্য কোনভাবে তাকে হত্যা করতেন। আর তখনকার দিনে মুছলা (অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির নাক কান ইত্যাদি কেটে তাকে বিকৃত করা) জায়িয ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ উরায়না অধিবাসীদের সঙ্গে এই (মুছলা) আচরণ করেছিলেন ঃ

٤٦٣٠ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَدِمَ ثَمَانِيَةُ رَهْطٍ مِّنْ عُكْلٍ فَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِيْنَةَ فَبَعَثَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى ذَوْدٍ لَّهُ فَشَرِبُوْا مِنْ اَلْبَانِهَا فَلَمَّا صَحُّوْا ارْتَدُّوْا عَنِ الْاِسْلَامِ وَقَتَلُوْا رَاعِيَ الْاِبِلِ وَسَاقُوْا الْاِبِلَ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ اٰثَارِهِمْ فَاُخِذُوا فَقَطَعَ النَّبِيُّ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ اَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ حَتّٰى مَاتُوْا ـ

৪৬৩০. ইউনুস (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উকুল' গোত্রের আটজন লোক মদীনায় আসে। কিন্তু তাদের মদীনার আবহাওয়া অনুকূল হয়নি। (ফলে তারা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে)। তখন ﷺ তাদেরকে - স্বীয় উটসমূহের রক্ষিত স্থানে পাঠিয়ে দিলেন। তারা ওগুলোর দুধ পান করল। যখন তারা সুস্থ হয়ে গেল তখন এরা ইসলাম ত্যাগ করে 'মুরতাদ' হয়ে গেল। রাসূল ﷺ নিযুক্ত রাখালকে হত্যা করে উটগুলোকে তাড়িয়ে নিযে পালিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (কিছু সংখ্যক লোককে পাকড়াওয়ের জন্য) তাদের পিছনে পাঠালেন। তারা তাদেরকে ধরে এনে তাদের হাত পা কেটে দিল এবং তাদের চোখ গরম শলাকা দিয়ে বিদ্ধ করে ফেলে দিয়েছেন। অবশেষে তারা মৃত্যুবরণ করেছে।

٤٦٣١ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ قَالَ ثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ـ

৪৬৩১. আবূ বাক্‌রা (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٦٣٢ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا قَبِيْصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ اَنَسٍ اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ هُمْ مِّنْ عُكْلٍ قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ اَعْيُنَهُمْ ـ

৪৬৩২. আবূ উমাইয়া (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। "অবশ্য সেই সমস্ত লোকদের বদলা যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধ করে"– এই আয়াতের ব্যাপারে তিনি বলেছেন যে, তারা উকুল গোত্রের লোক ছিল। নবী ﷺ তাদের হাত-পা কেটে দিয়ে চোখ শলাকা দিয়ে বিদ্ধ করেছিলেন।

٤٦٣٣- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ اَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ حَتّٰى مَاتُوْا -

৪৬৩৩. সালিহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাদের হাত-পা কেটে চোখে গরম লৌহ শলাকা বিদ্ধ করে সেই অবস্থায় তাদেরকে ফেলে রেখেছিলেন। আর তারা মারা গিয়েছিল।

٤٦٣٤- حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَفَرٌ مِّنْ حَيٍّ مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاَسْلَمُوْا وَبَايَعُوْهُ قَالَ فَوَقَعَ الْمُوْمُ وَهُوَ الْبِرْسَامُ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا الْوَجَعُ قَدْ وَقَعَ فَلَوْ اَذِنْتَ لَنَا فَخَرَجْنَا اِلَى الْاِبِلِ فَكُنَّا فِيْهَا قَالَ نَعَمْ اُخْرُجُوْا فَكُوْنُوْا فِيْهَا قَالَ فَخَرَجُوْا فَقَتَلُوْا اَحَدَ الرَّاعِيَيْنِ وَذَهَبُوْا بِالْاِبِلِ قَالَ وَجَاءَ الْاٰخَرُ وَقَدْ خَرَجَ فَقَالَ قَدْ قَتَلُوْا صَاحِبِيْ وَ ذَهَبُوْا بِالْاِبِلِ قَالَ وَعِنْدَهُ شُبَّانٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ قَرِيْبٌ مِّنْ عِشْرِيْنَ قَالَ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِمُ الشُّبَّانَ النَّبِيُّ ﷺ وَبَعَثَ مَعَهُمْ قَائِفًا فَقَصَّ اٰثَارَهُمْ فَاُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ اَعْيُنَهُمْ -

৪৬৩৪. ফাহাদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুইন গোত্রের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে এসে ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর পবিত্র হাতে বায়'আত গ্রহণ করল। রাবী বলেন, অতঃপর তারা বক্ষব্যাধি রোগে আক্রান্ত হলো। তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমরা এই রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছি। আপনার অনুমতি হলে উটের কাছে চলে যাব এবং সেখানে অবস্থান করব। তিনি বললেন, হাঁ যাও এবং সেখানে অবস্থান কর। রাবী বলেন, অনন্তর তারা চলে গেলো। অতঃপর তারা একজন রাখালকে হত্যা করে উটগুলো তাড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে গেল। রাবী বলেন, অপর রাখাল বেঁচে এসে বলল, তারা আমার সাথীকে হত্যা করে উটগুলো নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। [আনাস (রা)] বলেন, তাঁর নিকট তখন প্রায় বিশজন আনসারী যুবক ছিল। তিনি ঐ যুবকদেরকে তাদের পিছনে পাঠালেন এবং তাদের সঙ্গে একজন 'কায়িফ' (চিহ্ন ধরে অনুসরণকারী) পাঠালেন। সে তাদের নিশানা বা চিহ্ন অনুসরণ করে চলল। অনন্তর তাদেরকে পাকড়াও করে আনা হলো। তিনি তাদের হাত, পা কেটে দিলেন এবং তাদের চোখ গরম শলাকা দিয়ে বিদ্ধ করে দিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উরায়না অধিবাসীদের সঙ্গে এই আচরণ করেছেন। যখন তাঁর জন্য তাদের রক্ত প্রবাহিত করা জায়িয ছিল তখন তিনি যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে হত্যা করতে পারতেন। যদিও তাদেরকে মুছলা তথা

Contents

বিকৃতি করে হয়। কেননা তখন মুছলা করা জায়িয ছিল। অতঃপর তা রহিত হয়েগিয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা থেকে নিষেধ করেছেন। এখন কারো জন্য এরূপ (মুছলা) করা জায়িয নেই। সুতরাং হতে পারে যে, ইয়াহুদীর 'মুছলা' ছিলো বৈধতা রহিত হওয়ার আগে, পরে নয়। আবার এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, তাঁর ধারণায় ইয়াহুদীর উপর এই হত্যা আল্লাহ্ তা'আলার হকের কারণে ওয়াজিব হয় নাই, বরং তাঁর খেয়ালমত এটা বালিকার উত্তরাধিকারদের জন্য ওয়াজিব হয়েছিল। তাই তিনি তাদের হক আদায়ে তাকে হত্যা করেছেন।

এ কথার সম্ভাবনা থাকছে যে, তিনি তাকে সেই ভাবেই হত্যা করেছেন যেভাবে সে (হত্যা) করেছে। কেননা তার উপর এটাই ওয়াজিব ছিল। এবং এটারও সম্ভাবনা আছে যে, শুধু তার রক্ত প্রবাহিত করা ওয়াজিব। আর ওলীর ইখতিয়ার রয়েছে যে, যে বস্তু দ্বারা ইচ্ছা প্রবাহিত করবে। তাই তারা (পাথর দিয়ে মাথা) থেতলে দেয়াকে পসন্দ করেছে। অনন্তর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের খাতিরে এমনটি করেছেন।

বস্তুত এই হাদীসটি এই সমস্ত পদ্ধতির সম্ভবনা রাখছে এবং আমাদের নিকট কোন দলীল নেই যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী ﷺ কোন এক পদ্ধতি পরিত্যাগ করে অন্যটি গ্রহণ করেছেন।

তাঁর (ﷺ) থেকে এটাও বর্ণিত আছে যে, তিনি ওই ইয়াহুদীকে সেই নিয়মের বিপরীত হত্যা করেছেন, যে, নিয়মে সে বালিকাকে হত্যা করেছিল ঃ

٤٦٣٥- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمَ بْنُ اَبِىْ دَاوُدَ وَاَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ يَعْلٰى مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ صَفْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ وَكَانَ ثِقَةً وَّرَفَعَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْيَهُوْدِ رَضَخَ رَأْسَ اٰيَةٍ جَارِيَةٍ عَلٰى حُلِىٍّ لَهَا فَاَمَرَبِهِ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يُّرْجَمَ حَتّٰى قُتِلَ -

৪৬৩৫. ইবরাহীম ইব্ন আবী দাঊদ (র) ও আহমদ ইব্ন দাঊদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ইয়াহুদী এক বালিকার মাথাকে তার গায়ের অলংকারের জন্য থেতলে দিয়েছিল। অনন্তর নবী ﷺ তাকে পাথর নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন, যেন সে মারা যায়।

এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেই ইয়াহুদীকে বালিকাকে হত্যা করার কারণে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করেছেন। যেমনটি আমরা এই হাদীসে এবং পূর্বোক্ত হাদীসে উল্লেখ করেছি যে, সে বালিকার মাথাকে (পাথর দিয়ে) থেতলে দিয়েছিল। রজম কখনো মাথায় হয়, কখনো অন্য স্থানে হয়। তিনি তাকে ঐ অবস্থার পরিপন্থী হত্যা করেছেন যেভাবে সে বালিকাটিকে হত্যা করেছিল। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি যা করেছেন তা তখন জায়িয ছিল। অতঃপর মুছলা রহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটা রহিত হয়ে গিয়েছে। মুছলা রহিত হওয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতসমূহ বর্ণিত আছে ঃ

٤٦٣٦- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رض نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ وَالْمُجَثَّمَةُ الشَّاةُ تُرْمٰى بِالنَّبْلِ حَتّٰى تُقْتَلَ -

৪৬৩৬. নাসর ইব্‌ন মারযুক (র) ..... ইকরামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, নবী ﷺ 'মুজাচ্ছামা' করা নিষেধ করেছেন। মুজাচ্ছামা হল বকরীকে (আটকিয়ে রেখে) তীর ছুঁড়ে হত্যা করা।

٤٦٣٧- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمَ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءِ الْغُدَانِيْ قَالاَ اَخْبَرَنَا مَعْبَدَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَتَّخِذُوْا شَيْئاً فِيْهِ الرُّوْحُ غَرْضًا -

৪৬৩৭. ইবরাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রাণবিশিষ্ট কোন কিছুকে তীরের নিশানা ঠিক করার জন্য নির্ধারণ করনা।

٤٦٣٨- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৪৬৩৮. হুসাইন ইব্‌ন নাস্‌র (র) ..... শু'বা (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি স্বীয় ইসনাদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٦٣٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمِ الْاَحْوَلِ وَسِمَاكٍ عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ اَحَدُهُمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৪৬৩৯. সুলায়মান ইব্‌ন শু'আইব (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٦٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৪৬৪০. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٦٤١- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ ثَنِى اَبِيْ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ ثَنِى الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ اَوْ مُجَاهِدٍ قَالَ مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِدُجَاجَةٍ قَدْ نُصِبَتْ تُرْمٰى فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى اَنْ يُمَثَّلَ بِالْبَهَائِمِ -

৪৬৪১. ফাহাদ (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) অথবা মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ইব্‌ন উমার (রা) একটি মুরগীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যেটিকে দাঁড় করিয়ে (নিশানা করে বেঁধে) তীর নিক্ষেপ করা হচ্ছিল। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে শুনেছি, তিনি জন্তুসমূহকে দাঁড় করিয়ে (বেঁধে) নিশানা ঠিক করার জন্য নির্ধারণ করতে নিষেধ করেছেন।

٤٦٤٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ ثَنِى عَلِيُّ وَهُوَ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ ثَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ لَهِيْعَةَ اَنَّ بَكْرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَهُمَا عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَعْلَى اَنَّهُ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ فَاُتِىَ بِاَرْبَعَةِ اَعْلاَجٍ مِّنَ الْعَدُوِّ فَاَمَرَبِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقَتَلُوْا صَبْرًا بِالنَّبْلِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ اَبَا اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىَّ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ دُجَاجَةٌ مَّا صَبَرْتُهَا فَبَلَغَ ذٰلِكَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَاَعْتَقَ اَرْبَعَ رِقَابٍ -

৪৬৪২. আহমদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন ওহাব (র) ..... ইব্‌ন ইয়া'লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুর রহমান ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন ওলীদ (র)-এর সঙ্গে জিহাদ করেছি। শত্রু পক্ষ থেকে চারজন অনারবী কাফিরকে (বন্দী অবস্থায়) উপস্থিত করা হলে আবদুর রহমান (র)-এর নির্দেশে তাদেরকে আটকিয়ে রেখে তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়। এই ব্যাপারটি আবূ আয়্যূব আনসারী (রা)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে শুনেছি, তিনি আটকিয়ে (বেঁধে) রেখে হত্যা করতে নিষেধ করতেন। ঐ সত্তার কসম, যার কুদরতী নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ রয়েছে, যদি মুরগীও হত তাহলে আমি ওটাকে বেঁধে আটকিয়ে হত্যা করতাম না। একথা আবদুর রহামন (র)-এর নিকট পৌছালে পর তিনি চারটি ক্রীতদাস মুক্ত করে দিয়েছেন।

٤٦٤٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَهْبِىُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ اِسْحٰقَ عَنْ بُكَيْرٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৪৬৪৩. ইবরাহীম ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... বুকাইর (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি স্বীয় ইসনাদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٦٤٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ يَعْلَى عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ صَبْرِ الدَّابَّةِ قال اَبُوْ اَيُّوْبَ وَلَوْ كَانَتْ دَجَاجَةً مَا صَبَرْتُهَا -

৪৬৪৪. আবূ বাক্‌রা (র) ..... আবূ আয়্যূব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জন্তুকে আটকিয়ে রেখে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। আবূ আয়্যূব (রা) বলেন, যদি মুরগীও হত তাহলে আমি তা আটক রেখে হত্যা করতাম না।

٤٦٤٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ قَالَ قَالَ سَمُرَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَلَّمَا قَامَ فِيْنَا يَخْطُبُ اِلاَّ اَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ -

৪৬৪৫. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদেরকে ভাষণ দিতে গিয়ে সাদাকার নির্দেশ দিতেন এবং 'মুছলা' (অঙ্গহানি) থেকে নিষেধ করতেন।

٤٦٤٦ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ ثَنَا مَسْوَرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ قَالَ قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُطْبَةً اِلاَّ اَمَرَنَا فِيْهِ بِالصَّدَقَةِ وَنَهَانَا فِيْهَا عَنِ الْمُثْلَةِ ـ

৪৬৪৬. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... সামুরা ইব্‌ন জুন্‌দব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে তাঁর অধিকাংশ ভাষণে সাদাকার নির্দেশ করতেন এবং 'মুছলা' থেকে নিষেধ করতেন।

٤٦٤٧ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ قَالَ قَالَ سَمُرَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَلَّمَا قَامَ فِيْنَا يَخْطُبُ اِلاَّ اَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ ـ

৪৬৪৭. আবূ বাক্‌রা ((র) ..... হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রায় তাঁর সকল ভাষণ আমাদেরকে সাদাকার নির্দেশ এবং 'মুছলা' থেকে নিষেধ করতেন।

٤٦٤٨ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ ـ

৪৬৪৮. ইবরাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জন্তুকে বেঁধে রেখে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

٤٦٤٩ـ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا الْقَاسِمُ يَعْنِي ابْنَ مَالِكٍ عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ نَوْفَلٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ ثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ صَفِيَّةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُثْلَةِ ـ

৪৬৪৯. রাওহ ইবনুল ফারাজ (র) ..... মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ 'মুছলা' (অঙ্গ বিকৃতি) থেকে নিষেধ করেছেন।

٤٦٥٠ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عِمْرَانَ وَابْنُ اَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ شَبَاكٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هُنَىِّ بْنِ نُوَيْرَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَحْسَنُ النَّاسِ قِتْلَةً اَهْلُ الْاِيْمَانِ ـ

৪৬৫০. ইব্‌ন আবী ইমরান (র) ও ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন মাসঊদ রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ হত্যা করার দিক দিয়ে সর্বোত্তম লোক হলো আহলে ঈমান তথা ঈমনদারগণ।

٤٦٥١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمُ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ وَلَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا عَنْ هُنَىٍّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৪৬৫১. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... আবদুল্লাহ (ইব্‌ন মাসউদ রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

বস্তুত এই সমস্ত হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, 'মুছলা' তথা অঙ্গ বিকৃতি-বিধান রহিত হয়ে গিয়েছে, যা প্রথমে বৈধ ছিল। যেমনটি উরায়না অধিবাসীদের হাদীসে আমরা উল্লেখ করেছি।

যদি কোন প্রশ্নকারী বলে যে, কিসাস সম্পর্কে যা কিছু আমাদের ও তোমাদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে, তা এতে অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ -

অর্থাৎ যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঠিক ততখানি করবে, যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। (সূরা ঃ ১৬ আয়াত ঃ ১২৬)

উত্তরে তাকে বলা হবে ঃ এই আয়াত দ্বারা এই মর্ম উদ্দেশ্য নয়, বরং তা দ্বারা সেই মর্মই উদ্দেশ্য, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত এবং যা ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও আবূ হুরায়রা (রা) রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

٤٦٥٢- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ الْحِمَّانِىْ قَالَ ثَنَا قَيْسُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قُتِلَ حَمْزَةُ وَمُثِّلَ بِهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ ظَفِرْتُ بِهِمْ لَاُمَثِّلَنَّ بِسَبْعِيْنَ رَجُلًا مِّنْهُمْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَاعُوْقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ لِلصّٰبِرِيْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَلْ نَصْبِرُ -

৪৬৫২. ফাহাদ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হামজা (রা)-কে শহীদ করে 'মুছলা' (নাক, কান ইত্যাদি কেটে বিকৃতি) করে দেয়া হয়েছে তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি যদি তাদের উপর জয়ী হই তাহলে তাদের সত্তরজনকে মুছলা করে দিব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা (নিম্নোক্ত আয়াত) অবতীর্ণ করেছেন ঃ

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَاعُوْقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ لِلصَّابِرِيْنَ -

অর্থাৎ যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঠিক ততখানি করবে, যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য ওটাই তো উত্তম। (সূরা ঃ ১৬ আয়াত ঃ ১২৬) এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, বরং আমরা ধৈর্য ধারণ করব।

٤٦٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيْلٍ قَالَ ثَنَا صَالِحُ الْمُرِىُّ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَفَ عَلٰى حَمْزَةَ حِيْنَ اُسْتُشْهِدَ فَنَظَرَ اِلٰى اَمْرٍ لَمْ يَنْظُرْ قَطُّ اِلٰى اَمْرٍ اَوْجَعَ لِقَلْبِهِ مِنْهُ فَقَالَ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ اِنْ كُنْتَ لَوَصُوْلًا لِلرَّحِمِ فَعُوْلًا لِلْخَيْرَاتِ

وَلَوْلاَ حُزْنُ مَّنْ بَعْدِكَ لِسَرَّنِيْ اَنْ اَدَعَكَ حَتَّى تُحْشَرَ مِنْ اَفْوَاجٍ شَتَّى وَاَيْمُ اللّٰهِ لاَمَثْلَنَّ بِسَبْعِيْنَ مِنْهُمْ مَكَانَكَ فَنَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَالنَّبِيُّ ﷺ وَاقِفُ بَعْدُ بِخَوَاتِيْمِ سُوْرَةِ النَّحْلِ وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَاعُوْقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصّٰبِرِيْنَ اِلٰى اٰخِرِ السُّوْرَةِ فَصَبَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَفَّرَ عَنْ يَمِيْنِهِ ـ

৪৬৫৩. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হামজা (রা)-এর শাহাদাতের পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর নিকটে দাঁড়ালেন এবং তিনি এরূপ এক হৃদয়বিদারক অবস্থা প্রত্যক্ষ করলেন, যা তিনি কখনো প্রত্যক্ষ করেন নাই। তিনি বললেন, আপনার প্রতি আল্লাহ্ রহমত করুন, আপনি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী এবং অধিক নেক কাজ সম্পাদনকারী ছিলেন। যদি আপনার পরে দুঃখের খেয়াল না হত তাহলে আমার নিকট এটা পসন্দনীয় ছিলো যে, আপনাকে ছেড়ে দিতাম, আর আপনাকে বিভিন্ন পশুর উদর থেকে হাশরের মাঠে উপস্থিত করা হতো। আল্লাহ্র কসম! আমি আপনার পরিবর্তে তাদের সত্তরজনকে 'মুছলা' করে দিব। তখনো তিনি নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন যে, জিবরাঈল (আ) সূরা নাহল-এর শেষ আয়াতগুলো নিয়ে অবতরণ করলেন ঃ

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَاعُوْقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِيْنَ ـ

অর্থাৎ যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঠিক ততখানি করবে, যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। তবে তোমরা ধৈর্যধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য ওটাই তো উত্তম। (সূরা ঃ ১৬ আয়াত ১২৬)

অনন্তর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ধৈর্যধারণ করলেন এবং স্বীয় কসমের কাফ্ফারা আদায় করেছিলেন।

বস্তুত এই আয়াত এই মর্ম বুঝাবার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, সেই বিষয়বস্তুর জন্য নয়, যা তোমরা উল্লেখ করেছ।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এটাও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন ঃ তরবারি ব্যতীত কিসাস নেয়া যাবে না ঃ

٤٦٥٤ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اَبِيْ عَازِبٍ عَنِ النُّعْمَانِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ قَوْدَ اِلاَّ بِالسَّيْفِ ـ

৪৬৫৪. ইবরাহীম ইব্ন মারযূক (রা) ..... নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ তরবারি ব্যতীত কিসাস নেয়া যাবে না।

এই হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নিহত ব্যক্তি যেই হোক না কেন, তার কিসাস তরবারি দ্বারা নেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এরূপ হাদীসও বর্ণিত আছে, যা উল্লেখিত বিষয়বস্তুর সপক্ষে প্রমাণ বহন করে ঃ

٤٦٥٥ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ اَبِيْ اُنَيْسَةَ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اُتِيَ بِجِرَاحٍ فَاَمَرَهُمْ اَنْ يَّسْتَأْنُوْا بِهَاسَنَةً ـ

৪৬৫৫. রবীউল উল-মুআয্যিন (রা) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর নিকট কিছু আহত লোক নিয়ে আসা হলে তিনি তাদেরকে এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

٤٦٥٦ـ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يُسْتَقَادُ مِنَ الْجَرْحِ حَتَّى يَبْرَأَ ـ

৪৬৫৬. রাওহ ইব্‌নুল ফারাজ (রা) ..... জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ জখমের কারণে কিসাস নিবেনা, যতক্ষণ না সুস্থ হবে।

যদি অপরাধীর সঙ্গে সেই আচরণ হত যা সে করেছে, যেমনটি প্রথমোক্ত মতপোষণকারীগণ বলেছেন, তাহলে বছরের অবকাশ দেয়ার কোন অর্থ হত না। কেননা হাত কর্তনকারীর হাত অবশ্যই কর্তন করা হবে যদি তার অপরাধ হাত কর্তন হয়ে থাকে, মায্‌লূম তা থেকে সুস্থ হতে পারুক অথবা মরে যাক।

সুতরাং যখন এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয় যেন লক্ষ্য করা যায় যে, অপরাধের পরিণতি কি হয়। এতে সাব্যস্ত হলো যে, কিসাস তখনই ওয়াজিব হবে যাতে অপরাধ স্বীয় পরিণতিতে পৌছে, অন্য কোন অবস্থায় নয়।

যদি কোন সমালোচক ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবী উনায়সা (র)-এর ব্যাপারে সমালোচনা করে এবং তার (বর্ণিত) হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করাকে আমাদের বিরুদ্ধে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তাহলে এর জবাব হলো যে, আলী ইব্‌ন মাদীনী (র) ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) থেকে নকল করেছেন, তিনি বলেছেন, যুহরী (র)-এর হাদীসের ব্যাপারে ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবী উনায়সা (র) আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) অপেক্ষা অধিক পসন্দনীয়।

٤٦٥٧ـ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيْ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ الشَّافِعِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِي الاَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الاِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَالْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ ـ

৪৬৫৭. ইসমাঈল ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া মুযানী (রা) ..... শাদ্দাদ ইব্‌ন আউস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক কাজে ইহসান (কোলমতা ও অনুগ্রহ) কে আবশ্যক করেছেন। সুতরাং যখন তোমরা হত্যা করবে উত্তমরূপে হত্যা করবে এবং তোমরা যখন যবাহ করবে তখন উত্তমরূপে যবাহ করবে। এ সময় তোমাদের প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ ছুরি ধার দিয়ে নেয় এবং যবাহকৃত পশুকে আরাম দেয়।

নবী ﷺ লোকদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা উত্তমরূপে হত্যা করে এবং যে সমস্ত জন্তু যবাহ করা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য হালাল করেছেন সেগুলোকে আরাম দিবে। সুতরাং যে মানুষদেরকে হত্যা করা তাদের জন্য জায়িয সাব্যস্ত করেছেন তাদের সঙ্গে এই আচরণ করা অধিক সংগত।

যদি কোন আপত্তিকারী আপত্তি করে যে, যখম সুস্থ হয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করা হবেনা এবং সে এ বিষয়ে আমাদের বর্ণিত রিওয়ায়াতগুলোর বিরোধিতা করে তবে তার অজ্ঞতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে এ বিষয়ে পূর্ববর্তী সমস্ত আলিম (মনীষী) দের বিরোধিতা করছে। অধিকন্তু আমরা যৌক্তিকভাবে তার বক্তব্যকে অসার সাব্যস্ত করছি । আর তা হলো নিম্নরূপ ঃ

আমরা লক্ষ্য করছি যে, যদি কোন ব্যক্তি ভুল করে কারো হাত কেটে ফেলে এবং তা ঠিক হয়ে (সুস্থ) যায়, তাহলে তার উপর হাতের দিয়াত (রক্তপণ) ওয়াজিব হয়। আর যদি সে এ কারণে মরে যায় তখন তার উপর একটি প্রাণের দিয়াত ওয়াজিব হয় এবং হাতের বিষয়ে কোন কিছু ওয়াজিব হয় না। হাতের বিষয়ে ওয়াজিব হওয়া শাস্তি প্রাণের অপরাধে ওয়াজিব শাস্তির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। অপরাধী হত্যাকারীর ন্যায় হয়ে যায়, হাত কর্তনকারীর ন্যায় হয় না। হাতের হুকুম সেই অবস্থায় ওয়াজিব হবে যখন প্রাণ বাকি থাকবে, যদি তার প্রাণনাশ হয় তাহলে হস্ত কর্তনের হুকুম ওয়াজিব হবে না। তাই যুক্তির দাবি হলো যে, যখন সে ইচ্ছাকৃতভাবে হাত কেটে ফেলবে তাহলে অনুরূপ বিধান হবে যে, যদি তা সুস্থ হয়ে যায় তাহলে হাত কাটা হুকুম হবে এবং তাতে বদলা হবে। আর যদি সে মরে যায় তাহলে প্রাণের বিধান হবে এবং তাতে কিসাস আবশ্যক হবে, হাতের বদলা হবে না। ভুলের বিধান সম্পর্কে আমরা যা কিছু উল্লেখ করেছি এর উপর কিয়াস ও যুক্তির দাবি এটাই।

যে ব্যক্তি বলে যে, হত্যাকারীকে অনুরূপভাবে হত্যা করা হবে যেভাবে সে হত্যা করেছে। এর উপর এই প্রশ্নও উত্থাপিত হয় যে, সে বলবে, যদি সে (হত্যাকারী) তাকে তীর নিক্ষেপে হত্যা করে থাকে তাহলে তীর নিক্ষেপকারীকে দাঁড় করিয়ে তীর নিক্ষেপে হত্যা করা হবে। অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন প্রাণীকে দাঁড় করিয়ে আটকিয়ে রেখে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

সুতরাং নবী ﷺ কর্তৃক নিষেধাজ্ঞার কারণে কাউকে আটকিয়ে হত্যা করা সমীচীন নয়। বরং অনিষিদ্ধ পন্থায় হত্যা করা হবে।

তুমি কি লক্ষ্য করছ না, যদি কেউ পুরুষের সঙ্গে সমকামিতায় লিপ্ত হয় আর তাতে তার মৃত্যু হয় তাহলে ওলীর এই অধিকার নেই যে, হত্যাকারীর সঙ্গেও সেই আচরণ করবে যা সে করেছে। বরং তাকে শুধু হত্যা করার অধিকার রয়েছে, কেননা তার সঙ্গে সমকামিতায় লিপ্ত হওয়াও হারাম, অনুরূপভাবে তাকে আটকিয়ে (বেঁধে) হত্যা করাও হারাম, যেমনটি আমরা বর্ণনা করেছি। তবে তাকে হত্যা করার অধিকার রয়েছে, যেমন সেই ব্যক্তিকে হত্যা করা হয় যার রক্ত মুরতাদ হওয়ার কারণে অথবা অন্য কোন কারণে বৈধ হয়ে যায়। আর এটাই হলো যুক্তি। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ঐ ব্যক্তির উপর কিসাসকে ওয়াজিব করেন না, যে কিনা পাথর দ্বারা হত্যা করেছে। আমরা তাঁর এই বক্তব্য ও এর দলীল অতিসত্ত্বর 'প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যা' শীর্ষক অনুচ্ছেদে বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ্ তা'আলা।

٣- بَابُ شِبْهِ الْعَمَدِ الَّذِىْ لاَ قَوَدَ فِيْهِ مَاهُوَ

৩. অনুচ্ছেদ ঃ 'ইচ্ছাসদৃশ' হত্যা যাতে কিসাস নেই, সেটি কোনটি?

٤٦٥٨- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ قَاسِمِ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ جَوْشَنٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ اَوْسٍ السَّدُوْسِىِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَ يَوْمَ مَكَّةَ فَقَالَ فِىْ خُطْبَتِهِ اَلاَ اِنَّ قَتِيْلَ خَطَاءِ الْعَمَدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ فِيْهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ مِائَةٌ مِنَ الْاِبِلِ مِنْهَا اَرْبَعُوْنَ خَلِفَةً فِىْ بُطُوْنِهَا اَوْلاَدُهَا -

৪৬৫৮. আলী ইব্ন শায়বা (রা) ..... উকবা ইব্ন আউস সাদুসী (র) এক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন ভাষণ দিয়েছেন। তিনি তার ভাষণে বলেছেন ঃ শোন, ইচ্ছাসদৃশ হত্যায় নিহত (ব্যক্তি) হলো সে, যে কিনা চাবুক, লাঠি ও পাথর দ্বারা নিহত হয়। এতে পূর্ণ দিয়াত তথা একশতটি উট, যেগুলোতে চল্লিশটি গর্ভবতী উষ্ট্রী (অন্তর্ভুক্ত থাকবে)।

বিশ্লেষণ

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম এই হাদীসের (বিষয়বস্তুর) দিকে গিয়ে বলেছেন, যে ব্যক্তি কাউকে লাঠি অথবা পাথর দ্বারা হত্যা করেছে তার উপর কিসাস নেই। ইমাম আবূ হানীফা (র) ও এই মত পোষণকারীদের অন্যতম। পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করেছেন। তাদের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) অন্যতম। তাঁরা বলেছেন, যদি কাঠ এরূপ হয় যা হত্যা করে ফেলে তাহলে এতে হত্যাকারীর উপর কিসাস (সাব্যস্ত) হবে এবং এটা ইচ্ছাকৃত হত্যা হিসাবে বিবেচিত হবে। আর যদি কাঠ এরূপ হয় যে, তা (সাধারণত) হত্যা করে না, তাহলে এতে দিয়াত সাব্যস্ত হবে এবং এটা প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যা গণ্য হবে।

তাঁরা বলেছেন যে, প্রথমোক্ত মত পোষণকারীগণ নবী ﷺ-এর বক্তব্য "শোন! প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যার নিহত ব্যক্তি সে, যে কিনা চাবুক, লাঠি ও পাথর দ্বারা নিহত হয় এবং তাতে একশতটি উট (দিয়াত) হবে" দ্বারা আমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করেছে, তাতে তাদের মতের সপক্ষে দলীল নেই। কেননা সম্ভবত নবী ﷺ তা দ্বারা সেই লাঠি উদ্দেশ্য নিয়েছেন, যা সাধারণত হত্যা করেনা এবং তা সেই চাবুকের অনুরূপ, যা হত্যা করে না। যদি তাঁর উদ্দেশ্য এটাই হয় তাহলে তা দ্বারা আমাদের বক্তব্য সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে। আর যদি তাঁর উদ্দেশ্য এটা না হয় বরং সেই বিষয়বস্তু উদ্দেশ্য হয়, যা তোমরা বলেছ, তাহলে আমরা হাদীসকে পরিত্যাগ করেছি এবং এর বিরোধিতা করেছি। কিন্তু আমরা এখনো এই হাদীসের বিরোধিতা সাব্যস্ত করি নাই। কেননা আমরা বলছি যে, কিছু লাঠি এরূপ রয়েছে, যা দ্বারা হত্যা করার কারণে হত্যাকারীর উপর কিসাস ওয়াজিব হয় না। আর এই মর্ম যার উপর আমরা এই হাদীসকে প্রয়োগ করেছি সেই মর্ম অপেক্ষা উত্তম যা প্রথমোক্ত মতপোষণকারীগণ প্রয়োগ করেছে। কেননা আমরা এই হাদীস থেকে যে মর্ম উদ্দেশ্য নিয়েছি তা আনাস (রা)-এর হাদীসের পরিপন্থী নয়। তিনি নবী ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি ঐ ইয়াহুদীর উপর কিসাস ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছন, যে কিনা এক বালিকার মাথা পাথর দিয়ে থেতলে দিয়েছিল। প্রথমোক্ত মতপোষণকারীগণ এ দ্বারা যে মর্ম উদ্দেশ্য নিয়েছেন তা সেই রিওয়ায়াতের পরিপন্থী এবং তা একে অস্বীকার করে। বস্তুত হাদীসের সেই মর্ম ও বিষয়বস্তু উদ্দেশ্য নেয়া, যা দ্বারা রিওয়ায়াতসমূহ পারস্পরিকভাভে সমন্বিত হয়ে যায়, সেই মর্মের উপর প্রয়োগ করা অপেক্ষা অধিকতর সংগত যা দ্বারা পারস্পরিক বৈপরীত্য সাব্যস্ত হয়।

যদি কোন প্রশ্নকারী বলে যে, তোমরা বিগত অনুচ্ছেদে বলেছ যে, আনাস (রা)-এর এই হাদীস রহিত। তাহলে তোমরা কিভাবে এখানে এর উপর আমলকে সাব্যস্ত করছ?

তাকে উত্তরে বলা হবে যে, আমরা এটা বলিনি যে, আনাস (রা)-এর এই হাদীস ঐ হিসাবে রহিত, যা তোমরা উল্লেখ করেছ। যখন কিনা ঐ রিওয়ায়াত থেকে কিসাস এবং পাথর দ্বারা হত্যা করার আবশ্যকতা বা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হচ্ছে। আমি তো এটা বলছি যে, সম্ভতবত পাথর দ্বারা কিসাস গ্রহণ রহিত হয়ে গিয়েছে। যেমনটি এ বিষয়ে আমি দলীল উল্লেখ করেছি। আমাদের মতে আনাস (রা)-এর হাদীস কিসাসকে

ওয়াজিব করার ব্যাপারে রহিত নয়। তবে ওয়াজিব কিসাসের পদ্ধতি সম্পর্কে রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমনটি আমরা বিগত অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছি।

যাদের মতে পাথর দ্বারা হত্যা করার কারণে কিসাস ওয়াজিব হয় না তাদের নিকট আনাস (রা)-এর হাদীসের পরিপন্থী দলীল হলো যে, সম্ভবত নবী ﷺ ঐ অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার হক হিসাবে কিসাসকে ওয়াজিব বা আবশ্যক করেছেন এবং ইয়াহুদীকে ঐ ডাকাতের অনুরূপ সাব্যস্ত করেছেন, যার উপর আল্লাহ্ তা'আলার হদ (দণ্ড) সমূহ থেকে হদ আবশ্যক হয়। যদি এই বিষয়টি অনুরূপ হয় তাহলে ডাকাত যখন পাথর অথবা লাঠি দ্বারা (কাউকে) হত্যা করে তখন হত্যার ক্ষেত্রে কিসাস ওয়াজিব না হওয়ার মতপোষণকারী ব্যক্তির মতেও ডাকাতকে হত্যা করা ওয়াজিব হবে। মুজতাহিদ আলিমদের একদল এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র) শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যাকারীর ব্যাপারে বলেছেন যে, তার উপর দিয়াত (আবশ্যক) হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সে একাধিক বার এরূপ না করবে তাকে হত্যা করা হবে না। এরপর তাকে (হদ হিসাবে) হত্যা করা হবে এবং তা হবে আল্লাহ্ তা'আলার হদ।

সম্ভবত নবী ﷺ ইয়াহুদীকে এই জন্য হত্যা করেছেন যা আনাস (রা)-এর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য তার হত্যা ওয়াজিব হয়ে গিয়েছিল। যেভাবে ডাকাতের হত্যা ওয়াজিব হয়। যদি বিষয়টি অনুরূপ হয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, যে ব্যক্তি ডাকাতি করে এবং লাঠি অথবা পাথর দ্বারা হত্যা করে কিংবা শহরে এই কাজ করে তার বিধান ডাকাতের বিধানের অনুরূপ হবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি একাধিক বার শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে তাকেও হত্যা করা হবে।

তাঁর বক্তব্য মুতাবিক যুক্তির দাবি হলো যে, যে ব্যক্তি একবার এরূপ করবে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব হবে এবং এটা আল্লাহ্ তা'আলার একটি হদ সাব্যস্ত হবে। যেমনি তা বার বার করার দ্বারা হত্যা করা ওয়াজিব হয়। কেননা আমরা লক্ষ্য করছি যে, একবার হুরমত বা নিষিদ্ধতা ভঙ্গ করার দ্বারা হদসমূহও ওয়াজিব হয়। অতঃপর আবারো যখন হুরমত ভাঙ্গা হয় তখন সেই জিনিসই ওয়াজিব হয় যা প্রথম বার ভাঙ্গার দ্বারা ওয়াজিব হয়েছিল।

সুতরাং যা কিছু আমরা বর্ণনা করেছি এর উপর যুক্তির দাবি হলো যে, শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যাকারী অপরাধীর হুকুমও অনুরূপ হবে এবং যে হুকুম প্রথমবার করার দ্বারা আবশ্যক হয় দ্বিতীয়বার অনুরূপ করার দ্বারা সেই হুকুম হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। বস্তুত এই অনুচ্ছেদে এটাই হলো যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ। আমাদের উল্লেখিত বক্তব্য সাব্যস্ত হওয়ার অবস্থায় আনাস (রা)-এর হাদীস সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণ হওয়াটাও খতম হয়ে যায় যে কিনা বলে যে, যে ব্যক্তি কাউকে পাথর দ্বারা হত্যা করেছে তার উপর কিসাস নেই।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর এই বক্তব্যের সপক্ষে নিম্নোক্ত এই রিওয়ায়াতটি অন্যতম একটি দলীল ঃ

٤٦٥٩ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَضَرَبَتْ اِحْدَهُمَا الْاُخْرٰى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَافِىْ بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوْا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَضٰى اَنَّ دِيَةَ جَنِيْنِهَا عَبْدٌ اَوْ وَلِيْدَةٌ وَقَضٰى بِدِيَةٍ وَقَضٰى بِدِيَةِ امْرَأَةٍ عَلٰى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِىُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ اَغْرَمُ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ اَكَلَ وَلاَ نَطَقَ

وَلاَ اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذٰلِكَ بُطَلٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا هٰذَا مِنْ اِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ اَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِىْ سَجَعَهُ ـ

৪৬৫৯. ইউনুস (রা) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযায়ল গোত্রের দুই মহিলা পরস্পরে ঝগড়ায় লিপ্ত হলো। তাদের একজন অপরজনকে পাথর নিক্ষেপ করে তাকে এবং তার গর্ভস্থ (সন্তান)-কে হত্যা করে ফেলে। তারা বিষয়টি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরবারে নিয়ে গিয়ে উত্থাপন করলে তিনি ফায়সালা দিলেন যে, তার গর্ভস্থ সন্তানের দিয়াত হলো একটি দাস বা দাসী। আর মহিলার দিয়াত ঐ দ্বিতীয় মহিলার খান্দানের উপর সাব্যস্ত করলেন এবং ঐ নিহতের সন্তান ও অপরাপর আত্মীয়দেরকে তার উত্তরাধিকারী করলেন। হামাল ইব্ন মালিক ইব্ন নাবিগা হুযালী (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি তার দিয়াত (মৃত্যুপণ) কিভাবে দিব, যে পানও করেনি, খায়ওনি, কথাও বলেনি এবং কাঁদেওনি? এরূপ ব্যাপার তো বাতিলযোগ্য। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার ছন্দময় ও অন্ত্যমিলযুক্ত বাক্যের কারণে বললেন, এ তো গণকদের ভাইয়ের অন্তর্ভুক্ত।

٤٦٦٠ـ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا الْفَرْيَابِىْ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ الْخُزَاعِىِّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ اِمْرَأَتَيْنِ ضَرَبَتْ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى بِعَمُوْدِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَهَا فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالدِّيَةِ عَلٰى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَقَضٰى فِىْ مَا فِىْ بُطْنِهَا بِغُرَّةٍ وَالْغُرَّةُ عَبْدٌ اَوْ اَمَةٌ فَقَالَ الْاَعْرَابِىْ اَغْرَمُ مَنْ لاَّطَعِمَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ صَاحَ وَلاَ اسْتَهَلَّ وَمِثْلُ ذٰلِكَ بَطَلٌ فَقَالَ سَجْعٌ كَسَجْعِ الْاَعْرَابِ ـ

৪৬৬০. হুসাইন ইব্ন নাসর (র) ..... মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত যে, দুই (সতীন) মহিলা একদিন একজন অপরজনকে তাঁবুর খুঁটি ছুঁড়ে মারে এবং সে তাকে হত্যা করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হত্যাকারিণী মহিলার খান্দানের (পিতৃপক্ষীয় আত্মীয়দের) উপর দিয়াতের ফায়সালা দিলেন। আর তার গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষেত্রে 'গুররা' বা একটি দাস অথবা দাসী প্রদানের সিদ্ধান্ত দিলেন। এক বেদুঈন বলল, (হে রাসূল ﷺ)! আমি কি তার দিয়াত দিব, যে কিনা খায়ওনি, পানও করেনি, শব্দও করেনি এবং কাঁদেওনি? এরূপ ব্যাপার তো বাতিলযোগ্য। তিনি বললেন, সে তো বেদুঈনদের ন্যায় ছন্দময় বাক্য উচ্চারণ করেছে।

٤٦٦١ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ اَخْبَرَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৪৬৬১. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (রা) ..... মুগীরা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

তাঁরা বলেছেন, এই সমস্ত রিওয়ায়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, নবী ﷺ হত্যাকারিণী মহিলাকে পাথর অথবা তাবুর খুঁটির দ্বারা হত্যা করেন নাই। অথচ তাবুর খুঁটি সেই সমস্ত বস্তুর অন্তর্ভুক্ত, যা দ্বারা হত্যা করা যায়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, যে ব্যক্তি কাঠ দ্বারা নিহত হয় তার কিসাস নেই, যদিও অনুরূপ কাঠ দ্বারা হত্যা করা হয়।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের বিরোধীদের দলীল হলো যে, হামাল (ইব্‌ন মালিক রা) নবী ﷺ থেকে এর পরিপন্থী রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

٤٦٦٢ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ نَشَدَ النَّاسَ قَضَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى اْلجَنِيْنِ فَقَامَ حَمْلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ اِنِّىْ كُنْتُ بَيْنَ امْرَاَتَيْنِ وَاَنَّ اِحْدَهُمَا ضَرَبَتِ الْاُخْرٰى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِيْنَهَا فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ الْجَنِيْنِ بِغُرَّةٍ وَاَنْ تُقْتَلَ مَكَانَهَا ـ

৪৬৬২. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) লোকদেরকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গর্ভস্থ সন্তানের ব্যাপারে কি ফয়সালা দিয়েছেন? হামাল ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাবিগা (রা) বললেন, আমি দুই মহিলার মাঝে ছিলাম। তাদের একজন অপরজনকে কীলক বা তাবুর খুঁটি ছুঁড়ে মারে এবং তাকে ও তার গর্ভস্থ সন্তানকে হত্যা করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গর্ভস্থ সন্তানের (হত্যার) ক্ষেত্রে গুররা (দাস বা দাসী) দিয়াত প্রদানের এবং ঐ হত্যাকারিণী (মহিলা) কে নিহত মহিলার স্থানে (বদলায়) হত্যা করার ফয়সালা দেন।

٤٦٦٣ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُوْمِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ وَاَنْ يُقْتَلَ مَكَانَهَا ـ

৪৬৬৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন নো'মান (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি তার এ কথা নকল করেন নাই যে, "ঐ হত্যাকারিণীকে নিহত মহিলার স্থানে হত্যা করা হবে।"

বস্তুত এই হামাল ইব্‌ন মালিক (রা) নবী ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করছেন যে, তিনি ওই (হত্যাকারিণী) মহিলাকে হত্যা করেছেন, যে কি না অপর মহিলাকে কীলক মেরে হত্যা করেছিল। অতএব তিনি আবূ হুরায়রা (রা) এবং মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা)-এর ঐ রিওয়ায়াতের বিরোধিতা করেছেন, যাতে তাঁরা নবী ﷺ-এর ফয়সালা নকল করেছেন যে, তিনি তাতে দিয়াত আবশ্যক করেছেন। তাই এভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রিওয়ায়াত সমূহ পারস্পরিক বরাবর হয়ে গেল। সুতরাং যখন রিওয়ায়াতসমূহ পারস্পরিক বরাবর ও প্রতিদ্বন্দ্বী হলো তখন এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে, যেন আমরা দুই অভিমত থেকে বিশুদ্ধতরটি বের করতে সক্ষম হই।

সুতরাং আমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কিয়াস করে একটি সর্বসম্মত মূলনীতি পেয়েছি যে, কেউ কাউকে ইচ্ছাকৃত লৌহ দ্বারা হত্যা করলে তার উপর কিসাস আবশ্যক এবং এ ক্ষেত্রে সে গোনাহগারও হবে। কিন্তু অধিকাংশ আলিমের মতে তার উপর কাফ্‌ফারা নেই। যদি সে ভুলে তাকে হত্যা করে তাহলে তার 'আকেলা' বা পিতৃবংশীয় লোকদের উপর দিয়াত আবশ্যক হবে এবং তার উপর কাফ্‌ফারা আসবে, গোনাহ হবে না। সুতরাং কাফ্‌ফারা সেখানে আবশ্যক হবে যেখানে গোনাহ উঠে যায় এবং কাফ্‌ফারা ওখানে উঠে যাবে যেখানে

গোনাহ অনিবার্য হয়। অতঃপর প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যার প্রতি লক্ষ্য করেছি যে, এ বিষয়ে সকলের ঐকমত্য যে, এতে দিয়াত রয়েছে এবং কাফ্ফারাও ওয়াজিব। তবে এর (প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যা) সঙ্গাঁ কি, এ নিয়ে তাঁরা (ফকীহগণ) মতবিরোধ করেছেন ঃ কেউ বলেছেন, কেউ কাউকে ইচ্ছাকৃত কোন হাতিয়ার ব্যতীত হত্যা করাকে প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যা বলা হয়। পক্ষান্তরে অপর একদল বলেন, কেউ কাউকে এরূপ বস্তু দ্বারা হত্যা করা, যা তার ধারণা মতে তাকে (সাধারণত) হত্যা করে না, যেমন সে কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে চাবুক বা এরূপ অন্য কোন বস্তু নিক্ষেপ করে, যে অনুরূপ বস্তু দ্বারা (সাধারণত) হত্যা হয় না, অতঃপর সে এ দ্বারা মরে যায়। তাদের মতে এটা হলো প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যা। যদি তার উপর বার বার চাবুক মারে এবং তা ঐ জিনিসের ন্যায় হয়ে যায় যা দ্বারা হত্যা করা যায় তাহলে এটা ইচ্ছাকৃত হত্যা হয়ে যাবে এবং এতে তার উপর কিসাস ওয়াজিব হবে। সুতরাং তাদের থেকে যিনি প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যাকে ওই দুই শ্রেণীর মধ্য থেকে এক শ্রেণীর মুতাবিক সাব্যস্ত করেছ তারা তাতে কাফ্ফারা ওয়াজিব করেছে। আমরা লক্ষ্য করছি যে, উভয় দলের কাফ্ফারা সেখানে ওয়াজিব হয় যেখানে গোনাহ হয় না। আর যেখানে গোনাহ হয় সেখানে কাফ্ফারা বিলুপ্ত হয়ে যায়। যে ব্যক্তি পাথর বা লাঠি অথবা অনুরূপ কোন বস্তু দ্বারা হত্যা করে তাহলে তার ও আল্লাহ্র মাঝের বিষয় হিসাবে সে গোনাহগার সাব্যস্ত হবে। যেমন কেউ কাউকে লৌহ (হাতিয়ার) দ্বারা হত্যা করে। যে ব্যক্তি কাউকে চাবুক দ্বারা হত্যা করে, যে অনুরূপ বস্তু দ্বারা হত্যা করা হয় না, তাহলে তার উপর হত্যার গোনাহ হবেনা। তবে হ্যাঁ প্রহারের গোনাহ হবে। বোধ হয় যেন তার থেকে হত্যার গোনাহ উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। কেননা সে এর ইচ্ছা করে নাই এবং প্রহারের গোনাহ তার উপর লিখে দেয়া হবে। কেননা সে এর ইচ্ছা করেছিল। সুতরাং কিয়াস ও যুক্তি হলো যে, প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যা যাতে সকলের ঐকমত্য যে, এতে প্রাণের কাফ্ফারা রয়েছে, তা হলো যাতে গোনাহ নেই। আর তা এরূপ বস্তু দ্বারা হত্যা করা, যা দ্বারা সাধারণত হত্যা করা হয় না। বস্তুত এর দ্বারা প্রহার করার ইচ্ছা করা হয়, প্রাণের ধ্বংস ইচ্ছা করা হয় না, কিন্তু এর দ্বারা প্রাণনাশ হয়ে যায়। সুতরাং এতে এই মত পোষণকারীদের মতাদর্শ সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে। আর এটা ইমাম আবূ ইউসূফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকেও সংশ্লিষ্ট বিষয়টি বর্ণিত আছে ঃ

٤٦٦٤ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عِيسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْبَرَكِىُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ قَالَ ثَنِىْ زَيْدُ بْنُ جُبَيْرِ الْجُشَمِىُّ عَنْ جُرْوَةَ بْنِ حُمَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضـ يَعْمِدُ اَحَدُكُمْ فَيَضْرِبُ اَخَاهُ مِثْلَ اَكْلَةِ اللَّحْمِ قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ يَعْنِىْ الْعَصَا ثُمَّ يَقُوْلُ لاَ قَوَدَ عَلَىَّ لاَ اُوْتِىَ بِاَحَدٍ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ اِلاَّ اَقَدْتُهُ ـ

৪৬৬৪. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... ওরওয়া ইব্ন হুমায়দ (র) তৎ পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) বলেছেন, তোমাদের কেউ স্বীয় ভ্রাতাকে প্রহার করার ইচ্ছা করে এবং তাকে গোশ্ত ভক্ষণকারী বস্তু দ্বারা প্রহার করে। বর্ণনাকারী হাজ্জাজ (র) বলেন, এর দ্বারা লাঠি উদ্দেশ্য। অতঃপর বললেন, আমার উপর কিসাস নেই। আমার নিকট এই অপরাধে অপরাধী যে কেউ উপস্থিত করা হয় আমি তার থেকে কিসাস গ্রহণ করব।

আলী (রা) থেকে এর পরিপন্থী বর্ণিত আছে ঃ

٤٦٦٥۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا شُرَيْكُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ شِبْهُ الْعَمَدِ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ الثَّقِيْلِ وَلَيْسَ فِيْهِمَا قَوَدٌ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ۔

৪৬৬৫. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যা হলো লাঠি এবং ভারী পাথর দ্বারা হত্যা করা। আর এ দু' অবস্থায় কিসাস নেই। আল্লাহ্ সঠিক বিষয়ে জ্ঞাত আছেন।

٤۔ بَابُ شِبْهِ الْعَمَدِ هَلْ يَكُوْنُ فِيْمَا دُوْنَ النَّفْسِ كَمَا يَكُوْنُ فِى النَّفْسِ

৪. অনুচ্ছেদ ঃ প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যা প্রাণের (হত্যা) অপেক্ষা নিম্ন পর্যায়ের অঙ্গ হানিতেও হয় কি না, যেমনিভাবে প্রাণের মধ্যে হয়?

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ যদি কেউ বলে যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে যে, কখনো প্রাণ হত্যায় প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যাও হয়। তাহলে অনুরূপভাবে প্রাণ অপেক্ষা নিম্ন পর্যায়ের অঙ্গহানিতেও প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যা হবে। তিনি এ বিষয়ে সেই সমস্ত রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন, যা আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে রিওয়ায়াত করেছি। তাতে তিনি বলেছেন ঃ শোন! ইচ্ছাকৃত হত্যায় নিহত ব্যক্তি সে, যে কিনা চাবুক, লাঠি ও পাথর দ্বারা নিহত হয়েছে, তাতে দিয়াত হবে একশতটি উট, যেগুলোর মাঝে চল্লিশটি হবে গর্ভবতী উষ্ট্রী।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার বিরুদ্ধে আমাদের দলীল হলো যে, নবী (সা) থেকে প্রাণ হত্যার ব্যাপারে সেটিই বর্ণিত আছে, যা ঐ হাদীসে রয়েছে। কিন্তু প্রাণের (হত্যা) অপেক্ষা নিম্ন পর্যায়ের অঙ্গহানিতে তাঁর থেকে এর পরিপন্থী বর্ণিত আছে। আর সেই রিওয়ায়াতটি আমরা নিজস্ব সনদে এই গ্রন্থের শুরুতে রুবাইয়্যা (রা)-এর ঘটনায় নকল করেছি। তিনি একবার এক দাসীকে থাপ্পড় মেরে তার সম্মুখের দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। অনন্তর তারা (দাসীর পরিজন) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে অভিযোগ দায়ের করলে তিনি কিসাসের নির্দেশ দেন।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, যদি থাপ্পড় মারা দ্বারা হত্যার (ন্যায় অপরাধ সংঘটিত) হয় তাহলে তাতে কিসাস ওয়াজিব হয় না। পক্ষান্তরে হত্যা অপেক্ষা নিম্নপর্যায়ের অঙ্গহানিতে কিসাস ওয়াজিব হয়। এতে প্রমাণিত হলো যে, যে আমল প্রাণের (হত্যার) বিষয়ে প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যা সাব্যস্ত হয়, তা প্রাণের (হত্যা) অপেক্ষা নিম্ন পর্যায়ে (অঙ্গহানিতে) ইচ্ছাকৃত (হত্যা) হয়ে যায়। এই রিওয়ায়াতসমূহের বিশুদ্ধকরণ দ্বারা এটাই সাব্যস্ত হয়। আর ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত এটাই।

٥۔ بَابُ الرَّجُلِ يَقُوْلُ عِنْدَ مَوْتِهِ اِنْ مُتُّ فَفُلَانٌ قَتَلَنِىْ

৫. অনুচ্ছেদ ঃ কোন বক্তি মৃত্যুর সময় (মুমূর্ষু অবস্থায়) বলল, আমি যদি মরে যাই তাহলে অমুক আমাকে হত্যা করেছে

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ আমরা পূর্বে এই গ্রন্থের শুরুতে রিওয়ায়াত বর্ণনা করে এসেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ওই বালিকাকে জিজ্ঞাসা করলেন, যার মাথা (পাথর দ্বারা) থেতলে দেয়া হয়েছিল যে,

কে তোমার মাথা চূর্ণ করেছে, অমুক ব্যক্তি? তখন সে মাথা নেড়ে ইশারায় (বলল) হ্যাঁ, অনন্তর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার (চূর্ণকারীর) মাথা দুই পাথরের মাঝে চূর্ণ করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

বিশ্লেষণ

একদল আলিম এই হাদীসের উপর আমলের দাবি করে বলছেন যে, যে ব্যক্তি মৃত্যু অবস্থায় দাবি করেছে যে, তাকে অমুকে হত্যা করেছে অতঃপর সে মৃত্যুবরণ করেছে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার বক্তব্য গ্রহণ করা হবে এবং যাকে হত্যাকারী বলে উল্লেখ করেছে তাকে (কিসাসরূপে) হত্যা করা হবে। পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, সম্ভবত নবী ﷺ ইয়াহুদীকেও জিজ্ঞাসা করেছেন এবং সে ঐ বিষয়ে স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করেছে, যা ওই বালিকা তার বিরুদ্ধে দাবি করেছিল। সুতরাং তিনি তার স্বীকারোক্তির কারণে তাকে হত্যা করেছেন, বালিকার দাবির কারণে নয়।

অতএব আমরা এ বিষয়ে বর্ণিত রিওয়ায়াতসমূহে দেখেছি যে, আমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাতে কোন দলীল পাই কিনা? তাতে দেখা গেলো ঃ

٤٦٦٦ـ فَاِذَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الْحَوْضِىُّ قَالَ ثَنَا هَمَّامُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ وَزَادَ قَالَ فَسَأَلَهُ فَاَقَرَّ بِمَا ادَّعَتْ فَرَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ـ

৪৬৬৬. ইবন আবী দাউদ (র) ..... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করে কিছু অতিরিক্ত বাক্য নকল করে বলেছেন যে, তিনি সেই (ইয়াহুদী) কে জিজ্ঞাসা করেছেন। তখন সে বালিকার দাবি মুতাবিক স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করেছে। অনন্তর তিনি তার মাথা দুই পাথরের মাঝে থেতলে দিয়েছেন।

٤٦٦٧ـ حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ قَالَ ثَنَا هَمَّامُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنْ يَهُوْدِيًّا رَضَخَ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيْلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هٰذَا اَفُلَانٌ اَفُلَانٌ حَتّٰى ذَكَرُوْا الْيَهُوْدِىَّ فَأُتِىَ بِهٖ فَاعْتَرَفَ فَاَمَرَبِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ـ

৪৬৬৭. ফাহাদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ইয়াহুদী এক বালিকার মাথা দুই পাথরের মাঝে থেতলে দিয়েছিল। তাকে (বালিকাকে) জিজ্ঞাসা করা হলো যে, তোমার সঙ্গে এই আচরণ কে করেছে, তবে সে কি অমুক? তবে সে কি অমুক? এভাবে বলতে বলতে অবশেষে তারা ইয়াহুদীর (নাম) উল্লেখ করল। অনন্তর তাকে উপস্থিত করা হলে সে স্বীকারোক্তি করল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নির্দেশে তার মাথা দুই পাথরের মাঝে থেতলে দেয়া হয়।

সুতরাং এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওই ইয়াহুদীকে তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে বালিকার দাবি অনুযায়ী হত্যা করেছেন। শুধু বালিকার দাবির উপরে (তাকে হত্যা করা) হয় নাই।

এই বিষয়টি ইজমা তথা তাদের ঐকমত্যের মাঝেও বর্ণনা করা হয়েছে ঃ তোমরা কি লক্ষ্য করছ না যে, যদি কোন ব্যক্তি কারো বিরুদ্ধে হত্যা ইত্যাদীর দাবি করে (অতঃপর বিচারক) বিবাদীর নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে এবং সে মাথা নেড়ে ইশারা করল যে হ্যাঁ! এতে সে স্বীকারোক্তিকারী গণ্য হবে না। সুতরাং যখন বিবাদীর মাথা নেড়ে ইশারা দ্বারা হ্যাঁ করা স্বীকারোক্তি হয় না যে, এতে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে। তাহলে ফরিয়াদীর মাথার ইশারায় কোন হক বা অধিকার প্রমাণিত না হওয়াটা অধিক সংগত ঃ

٤٦٦٨ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعٰى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَاَمْوَالَهُمْ وَلٰكِنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ ـ

৪৬৬৮. ইউনুস (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেছেন যে, যদি লোকদের শুধু তাদের দাবি মুতাবিক (দলীল ব্যতীত হক ইত্যাদি) দেয়া হয় তাহলে লোকেরা অন্যের খুন ও সম্পদের দাবি করবে। কিন্তু বিবাদীর উপর কসম নির্ধারিত।

বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন যে, কাউকে শুধু তার দাবি অনুযায়ী খুন (এর হক) অথবা সম্পদ দেয়া হবে এবং ফরিয়াদীর জন্য এতে কোন কিছুই ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয় নাই, কিন্তু (বিবাদীর) কসমের সঙ্গে। রিওয়ায়াতসমূহের মর্মগত বিশুদ্ধকরণ নীতিতে এটাই হলো এই অনুচ্ছেদের বিশ্লেষণ।

যুক্তিভিত্তিক দলীল

যুক্তির নিরিখে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশ্লেষণ এই যে, এ বিষয়ে সকল ফকীহ একমত যে, কোন ব্যক্তি যদি মৃত্যুর সময় দাবি করে যে, অমুকের দায়িত্বে তার কিছু দিরহাম (পাওনা) রয়েছে। অতঃপর সে মারা যায়, তাহলে তার একথা গ্রহণযোগ্য হবে না। এবং তার এ দাবি সুস্থতার অবস্থার দাবির অনুরূপ অগ্রহণযোগ্য হবে। তাই এর উপর যুক্তির দাবি হলো যে, এ অবস্থায় খুনের দাবিরও সেই হুকুম প্রযোজ্য হবে, যা সুস্থতার অবস্থায় হয়ে থাকে।

এটা ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

٤٦٦٩ـ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ قَالَ اَخْبَرَنَا نَافِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ كُنْتُ عَامِلاً لِابْنِ الزُّبَيْرِ عَلَى الطَّائِفِ فَكَتَبْتُ اِلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا فِىْ بَيْتٍ تَخْرُزَانِ حَرِيْرًا لَّهُمَا فَاَصَابَتْ اِحْدٰهُمَا يَدَ صَاحِبَتِهَا بِالْاَشْفٰى فَجَرَحَتْهَا فَخَرَجَتْ وَهِىَ تَدْمِىْ وَفِى الْحُجْرَةِ حَدَاثٌ فَقَالَتْ اَصَابَتْنِىْ فَاَنْكَرَتْ ذٰلِكَ الْاُخْرٰى فَكَتَبْتُ فِىْ ذٰلِكَ اِلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَتَبَ اَلَىَّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى اَنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ وَلَوْ اَنَّ النَّاسَ اُعْطُوْا بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعٰى نَاسٌ مِّنَ النَّاسِ دِمَاءَ رِجَالٍ وَّاَمْوَالَهُمْ فَادْعُهَا فَاقْرَأْ هٰذِهِ الْاٰيَةَ عَلَيْهَا اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً الْاٰيَةَ فَقَرَأْتُ عَلَيْهَا الْاٰيَةَ فَاعْتَرَفَتْ ـ

৪৬৬৯. নাস্‌র ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইব্‌ন আবী মুলায়কা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তায়িফে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-এর পক্ষ থেকে হাকিম (প্রশাসক) নিযুক্ত ছিলাম। আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা) -এর খিদমতে দুই মহিলার মুকাদ্দামা লিখে পাঠালাম যে, তারা উভয়ে এক গৃহে তাদের রেশম (এর কাপড়) সেলাই করছিলো। তাদের একজন অপরজনের হাতে সুঁই ফুটিয়ে তাকে যখম করে দিয়েছিল। সে বেরিয়ে আসল এবং রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিলো। হুজরাতে (কামরাতে) কিছু লোক কথাবার্তা বলছিলো। (যখমপ্রাপ্ত

মহিলা) বলল, ওই মহিলা আমাকে যখম করেছে। অতপর মহিলা তা অস্বীকার করল। অনন্তর আমি বিষয়টি সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট লিখলাম। তিনি আমাকে (উত্তরে) লিখলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিবাদীর উপর কসমের ফায়সালা প্রদান করেছেন। আর যদি লোকদেরকে শুধু তাদের দাবি অনুযায়ী (দলীল ব্যতীত) দেয়া হয় তাহলে লোকেরা অপরের খুন এবং সম্পদসমূহের দাবি করবে। তুমি তাকে ডেকে তার সম্মুখে এ আয়াতটি পড়ে দাও ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً اْلاٰيَةَ ـ

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছমূল্যে বিক্রয় করে। (সূরা ঃ ৩ আয়াত ঃ ৭৭) বললেন, আমি তার সম্মুখে আয়াত পড়েছি এবং সে স্বীকার করেছে। নাফি' (র) বলেন, আমার ধারণা যে, এ বিষয়টি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট পৌঁছেছে এবং এটা তাঁকে আনন্দিত করেছে।

তোমরা কি লক্ষ্য করছনা যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) এই যখম করার হুকুমকে ঐ সমস্ত জিনিসের হুকুমের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন যা লোকেরা একে অপরের উপর দাবি করে। আল্লাহ্ সর্বাধিক জ্ঞাত।

٦ـ بَابُ الْمُؤْمِنِ يَقْتُلُ الْكَافِرَ مُتَعَمِّدًا

৬. অনুচ্ছেদ ঃ কোন মু'মিন কাফিরকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করা প্রসঙ্গ

٤٦٧٠ـ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ح وَ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا اَسْبَاطُ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيْفٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ اَبِى جُحَيْفَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عِلْمٌ سِوٰى الْقُرْاٰنِ فَقَالَ وَالَّذِىْ فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عِلْمٌ سِوٰى الْقُرْاٰنِ وَمَافِىْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ قَالَ قُلْتُ وَمَا فِىْ هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعِقْلُ وَفِكَاكُ الْاَسِيْرِ وَاَنْ لاَيُقْتَلَ مُسْلِمُ بِكَافِرٍ ـ

৪৬৭০. ইসমাঈল ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ও রবীউল মুআয্‌যিন (র) ..... আবূ জুহায়ফা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার নিকট কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে কুরআন ব্যতীত অন্য কোন ইল্‌ম বিদ্যমান আছে? তিনি বললেন, কসম ঐ সত্তার, যিনি বীজ বিদীর্ণ করে চারা উদগত করেছেন এবং প্রাণের সৃষ্টি করেছেন, আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ থেকে কুরআন শরীফ এবং যা কিছু এই সহীফায় আছে, তাছাড়া কিছুই নাই। বললেন, আমি বললাম, এই সহীফায় কি আছে? তিনি বললেন, এতে আছে দিয়াত (সম্পর্কীয় আহকাম) ও গোলাম আযাদ করার কথা এবং এই কথা যে, অমুসলিমের কিসাসে মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না।

পর্যালোচনা

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম এই মত গ্রহণ করেছে যে, যখন কোন মুসলিম অমুসলিমকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করে তখন তার বদলায় তাকে (মুসলিমকে) হত্যা করা যাবেনা। তারা এ বিষয়ে (উল্লেখিত) এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছন। পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, বরং তাকে তার বদলায় হত্যা করা হবে। এ বিষয়ে তাদের দলীল হলো যে,

এই হাদীসে আলী (রা)-এর যে বাক্য আবূ জুহায়ফা (র) নকল করেছেন শুধু এই বাক্যই নয়, যদি শুধু এই বাক্যই হত তাহলে তার উক্তির সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু এর সঙ্গে অন্য বাক্যও মিলিত আছে ঃ

٤٦٦١ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا عَلِيٌّ عَنِ ابْنِ اَبِيْ عَرُوْبَةَ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَّادٍ قَالَ انْطَلَقْتُ اَنَا وَالْاَشْتَرُ اِلٰى عَلِيٍّ فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ اِلَيْكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَهْدًا لَمْ يَعْهَدْهُ اِلَى النَّاسِ عَامَّةً قَالَ لَا اِلاَّ مَاكَانَ فِيْ كِتَابِيْ هٰذَا فَاَخْرَجَ كِتَابًا مِّنْ قِرَابِ سَيْفِهِ فَاِذَا فِيْهِ الْمُؤْمِنُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَائُهُمْ وَيَسْعٰى بِذِمَّتِهِمْ اَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلٰى مَنْ سِوَاهُمْ لَايُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُوْعَهْدٍ فِيْ عَهْدِهٖ وَمَنْ اَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلٰى نَفْسِهٖ وَمَنْ اَحْدَثَ حَدَثًا اَوْ اٰوٰى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ـ

৪৬৭১. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... কায়স ইব্ন উব্বাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আশতার (হারিস ইব্ন মালিক) আলী (রা)-এর নিকট গেলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি আপনার থেকে কোন প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন, যা সাধারণ লোকদের থেকে নেন নাই। তিনি বললেন, 'না' তবে যা কিছু আমার এই কিতাবে রয়েছে। অতঃপর তিনি স্বীয় তরবারির খাপ থেকে একটি কিতাব বের করলেন, যাতে লেখা ছিল যে, মু'মিনদের খুন পারস্পরিক রূপে বরাবর এবং তাদের প্রতিশ্রুতি (পূর্ণ করার) জন্য নগণ্য মুসলমানও চেষ্টা করতে পারবে। তারা অন্যদের বিরুদ্ধে একটি শক্তি। কোন মু'মিন (মুসলিম) কে কাফিরের (অমুসলিমমের) বদলায় হত্যা করা হবেনা। এবং না কোন চুক্তিবদ্ধ লোককে তার চুক্তি চলাকালীন সময়ে হত্যা করা হবে। যে ব্যক্তি দীনের মাঝে কোন (এরূপ) নতুন বিষয় আবিষ্কার করে (যা দ্বীনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়) এর অশুভ পরিণতি তারই উপর বর্তাবে। আর যে ব্যক্তি কোন (খারাপ) বিদ্'আত প্রবর্তন করবে অথবা কোন বিদ্'আতিকে আশ্রয় দিবে, তার উপর আল্লাহ্, ফিরিশ্তা ও সমস্ত লোকদের লা'নত (অভিসম্পাত)।

আলী (রা)-এর পরিপূর্ণ হাদীস এটাই। এতে যে মু'মিনকে কাফিরের বদলায় হত্যা না করার উল্লেখ রয়েছে তা হলো তার এই উক্তিঃ কোন মু'মিনকে কোন কাফিরের বদলায় এবং কোন চুক্তিবদ্ধলোককে চুক্তি চলাকালীন সময় হত্যা করা হবে না। এর সেই মর্ম যা প্রথমোক্ত মতপোষণকারীগণ নিয়েছে তা অসম্ভব। কেননা তা হলে তা ভুল হত। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ থেকে অপরাপর সমস্ত লোকদের অপেক্ষা সর্বাপেক্ষা দূরে অবস্থানকারী। এবং মর্ম এটা হত যে, কোন মু'মিনকে কাফির এবং কোন চুক্তিবদ্ধলোকের বদলায় তার চুক্তি চলাকালীন সময়ে হত্যা করা হবে না। যখন এর শব্দ এরূপ নয় বরং এর শব্দ হলো নিম্নরূপ ঃ "কোন চুক্তিবদ্ধ লোককে তার চুক্তি চলাকালীন সময়ে হত্যা করা হবে না।" এতে আমরা জানতে পেরেছি যে, কিসাস দ্বারা চুক্তিবদ্ধ (যিম্মী)ই উদ্দেশ্য। সুতরাং এখন এই উক্তি এরূপ হবে যে, কোন মু'মিন এবং চুক্তিবদ্ধ (যিম্মী)-কে তার চুক্তির সময়ে কোন কাফির (অযিম্মী)-এর বদলায় হত্যা করা হবে না।

আর এটা আমাদের জানা কথা যে, চুক্তিবদ্ধ (যিম্মী) ও কাফির। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, এই হাদীসে যে কাফিরের বদলায় মু'মিনকে হত্যা করা নিষিদ্ধ, সে অচুক্তিবদ্ধ (অযিম্মী) কাফির। আর এ সম্পর্কে মু'মিনদের মাঝে কোনরূপ বিরোধ নেই যে, হারবী কাফিরের বদলায় মু'মিনকে হত্যা করা হবে না এবং ওই যিম্মী কাফির যার সঙ্গে চুক্তি রয়েছে তাকেও হারবী কাফিরের বদলায় হত্যা করা হবে না।

আমরা এরূপ বিষয় (বাক্যের মাঝে আগে পরে হওয়া) কুরআন মাজীদে প্রচুর পেয়ে থাকি। আল্লাহ্ তা'আলার বলেন ঃ

وَالّٰئِىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَّالّٰئِىْ لَمْ يَحِضْنَ -

অর্থাৎ ঃ তোমাদের যেসকল স্ত্রী ঋতুমতি হবার আশা নাই তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদ্দতকাল হবে তিন মাস এবং যারা এখনও রজস্বলা হয় নাই। (সূরা ঃ ৬৫ আয়াত ঃ ৪) এর অর্থ হলো ঃ তোমাদের যেসকল স্ত্রীর ঋতমতী হবার আশা নাই এবং যারা এখনও ঋতুমতী হয় নাই, তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদ্দতকাল হবে তিন মাস। (এ আয়াতে) আগে পরে করা হয়েছে। অনুরূপভাবে তাঁর উক্তি ঃ কোন মু'মিনকে কাফিরের বদলায় এবং কোন চুক্তিবদ্ধ (যিম্মী)-কে তার চুক্তি চলাকালীন সময়ে হত্যা করা হবে না। এতে তাঁর উদ্দেশ্য হলো ঃ (আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত আছেন) কোন মু'মিন এবং যিম্মীকে তার চুক্তির সময়ে কাফিরের বদলায় হত্যা করা হবে না। (সংশ্লিষ্ট বাক্যে) আগে পরে করা হয়েছে। সুতরাং যে কাফিরের বদলায় মু'মিনকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে তা দ্বারা ওই কাফির উদ্দেশ্য, যার সাথে কোন চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি নাই (অর্থাৎ হারবী কাফির)। **যদি কোন প্রশ্নকারী বলে** যে, তাঁর উক্তি "এবং না কোন চুক্তিবদ্ধ লোককে তার চুক্তি চলাকালীন সময়ে"– এর মর্ম হবে এই যে, তিনি "মু'মিনকে কাফিরের বদলায় হত্যা করা হবে না" বলার পর বক্তব্য বিচ্ছিন্ন তথা শেষ করে দিয়েছেন। অতঃপর নতুনভাবে বলেছেন যে, কোন চুক্তিবদ্ধ লোককে তার চুক্তি চলাকালীন সময়ে হত্যা করা হবে না।

তার বিরুদ্ধে আমাদের দলীল হলো যে, এই হাদীসটি ওই খুনের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, যা কারো বদলায় প্রবাহিত করা হয়। কেননা তিনি বলেছেন, মুসলমানদের অন্যের উপরে প্রাধান্য রয়েছে, তাদের রক্ত পারস্পরিকভাবে বরাবর এবং তাদের কৃত প্রতিশ্রুতি (পূর্ণ করার) জন্য নগণ্য মুসলমানও চেষ্টা করতে পারে। অতঃপর বলেছেন ঃ কোন মু'মিনকে কোন কাফিরের বদলায় হত্যা করা হবে না এবং না কোন চুক্তিবদ্ধ (যিম্মী)-কে স্বীয় চুক্তি চলাকালীন সময়ে হত্যা করা হবে। সুতরাং এই বাক্য ওই খুনের ব্যাপারে বলা হয়েছে, যা কিসাসরূপে প্রবাহিত করা হয়। পক্ষান্তরে চুক্তির কারণে খুনের হুরমত সম্পর্কে এই বাক্য বলা হয় নাই। সুতরাং এই হাদীসকে এর উপরই প্রয়োগ করা হবে। এই হলো একটি দলীল বা বিশ্লেষণ।

দ্বিতীয় দলীল এই যে, এই হাদীসটি আলী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। আমাদের জানা নেই যে, সহীহ সনদের সাথে এটি অন্য কোন সাহাবী থেকেও বর্ণিত আছে। সুতরাং তিনি এর ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ অধিক অবহিত। যদি এটা তোমাদের নিকট কোন বিষয়ের সম্ভাবনা রাখে তাহলে ওই দুই অর্থের সম্ভাবনা হবে, যা তোমরা উল্লেখ করেছ। আর এটা এ কথার দলীল যে, বাস্তবে এর মর্ম সেটাই হবে, যা তিনি [আলী (রা)] বর্ণনা করেছেন।

٤٦٧٢- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنِىْ اللَّيْثُ قَالَ ثَنِىْ عُقَيْلُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّهُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ حِيْنَ قُتِلَ عُمَرُ مَرَرْتُ عَلٰى اَبِىْ لُؤْلُؤَةَ وَمَعَهُ هُرْمُزَانُ فَلَمَّا بَغَتُّهُمْ ثَارُوْا فَسَقَطَ مِنْ بَيْنِهِمْ خَنْجَرٌ لَهُ رَأْسَانِ مُمْسَكُهُ فِىْ وَسَطِهٖ قَالَ قُلْتُ فَانْظُرُوْا لَعَلَّهُ الْخَنْجَرُ الَّذِىْ قَتَلَ بِهٖ عُمَرَ فَنَظَرُوْا فَاِذَا هُوَ الْخَنْجَرُ الَّذِىْ وَصَفَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَانْطَلَقَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ حِيْنَ

سَمِعَ ذٰلِكَ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمَعَهُ السَّيْفُ حَتّٰى دَعَا الْهُرْمُزَ فَلَمَّا خَرَجَ اِلَيْهِ قَالَ انْطَلِقْ حَتّٰى نَنْظُرَ اِلٰى فَرَسٍ لِىْ ثُمَّ تَأَخَّرَ عَنْهُ حَتّٰى اِذَا مَضٰى بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَاهُ بِالسَّيْفِ فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ السَّيْفِ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ وَدَعَوْتُ حُفَيْنَةَ وَكَانَ نَصْرَانِيًّا مِنْ نَصَارٰى الْحِيْرَةِ فَلَمَّا خَرَجَ اِلَيَّ عَلَوْتُهُ بِالسَّيْفِ فَصَلَّبَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ انْطَلَقَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَقَتَلَ ابْنَةَ اَبِىْ لُؤْلُؤَةَ صَغِيْرَةً تَدَّعِى الْاِسْلَامَ فَلَمَّا اُسْتُخْلِفَ عُثْمَانُ دَعَا الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارَ فَقَالَ اَشِيْرُوْا عَلَيَّ فِيْ قَتْلِ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِىْ فَتَقَ فِي الدِّيْنِ مَا فَتَقَ فَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُوْنَ فِيْهِ عَلٰى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ يَأْمُرُوْنَهُ بِالشِّدَّةِ عَلَيْهِ وَيُحِثُّوْنَ عُثْمَانَ عَلٰى قَتْلِهِ وَكَانَ فَوْجُ النَّاسِ الْاَعْظَمُ مَعَ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُوْنَ الْحُفَيْنَةَ وَالْهُرْمُزَانَ اَبْعَدَهُمَا اللّٰهُ فَكَانَ فِيْ ذٰلِكَ الْاِخْتِلَافُ ثُمَّ قَالَ عَمْرُوبْنُ الْعَاصِ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ هٰذَا الْاَمْرَ قَدْ اَغْنَاكَ اللّٰهُ مِنْ اَنْ تَكُوْنَ بَعْدَ مَا قَدْ بُوْيِعْتَ وَاِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ يَكُوْنَ لَكَ عَلَى النَّاسِ سُلْطَانٌ فَاَعْرَضَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ خُطْبَةِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَوُدِىَ الرَّجُلَيْنِ وَالْجَارِيَةَ ـ

৪৬৭২. ইবরাহীম ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... ইব্‌ন শিহাব (যুহ্‌রী র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র) খবর দিয়েছেন যে, আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বাকার (রা) বলেন, যখন উমার (রা) শাহাদাত বরণ করেন তখন আমি আবূ লু'লুর কাছ দিয়ে অতিক্রম করেছি এবং তার সঙ্গে হুরমাযান ছিল। আমি যখন তাদের উপর অকস্মাৎ আক্রমণ করলাম তখন তারা পালিয়ে গেল এবং তাদের খঞ্জরটি পড়ে গেল যার দু'টি মাথা ছিল আর হাতল ছিল এর মাঝে। বলেন, আমি বললাম, লক্ষ্য কর, সম্ভবত এটা সেই খঞ্জর, যা দ্বারা উমার (রা)-কে শহীদ করা হয়েছে। তারা লক্ষ্য করলেন, দেখা গেল এটা সেই খঞ্জর ছিল, যে সম্পর্কে আবদুর রহমান (রা) বর্ণনা দিয়েছেন। উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) যখন আবদুর রহমান (রা) থেকে এ কথা শুনলেন তখন তরবারি নিয়ে রওয়ানা হলেন। অবশেষে তিনি হুরমুযানকে আহবান করলেন। যখন সে তাঁর দিকে বের হলো তখন বললেন, চল! গিয়ে আমার অশ্ব দেখ। যখন সে সম্মুখে চলতে লাগল তখন তিনি পিছনে সরে পড়লেন এবং তার উপর তরবারি উত্তোলন করলেন। সে যখন তরবারির স্পর্শ অনুভব করল তখন বলল ঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" তথা পবিত্র কালিমা পড়ল। উবায়দুল্লাহ (রা) বলেন, আমি হুফায়নাকে আহবান করলাম এবং সে হীরা নগরীর খ্রিস্টান ছিল। সে যখন আমার দিকে বেরিয়ে আসল আমি তার উপর তরবারি উত্তোলন করলাম, যা তার দু'চক্ষের মাঝে আঘাত হানে। অতঃপর উবায়দুল্লাহ্ (রা) চলে গেলেন এবং তিনি আবূ লু'লুর ছোট কন্যাকে, যে ইসলামের দাবি করত, হত্যা করে ফেলেন। যখন উসমান (রা) খলীফা নিযুক্ত হলেন তখন তিনি মুহাজির ও আনসার সাহাবীদেরকে ডেকে বললেন, আমাকে এই ব্যক্তির হত্যা সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান কর, যে কি না দীনের মধ্যে বিশৃংখলা (ফাসাদ) সৃষ্টি করেছে। মুহাজির সাহাবীগণ সর্বসম্মতভাবে তাকে কঠোরতা অবলম্বনের এবং হত্যা করার পরামর্শ দিলেন। উবায়দুল্লাহ্‌র সঙ্গে লোকদের বিশাল এক বাহিনী ছিল। তারা বলতেন, হুফায়না ও হুরমুযানকে আল্লাহ্ দূর করে দিয়েছেন। এখন এ বিষয়ে বিরোধ হয়েছে। অতঃপর আম্‌র ইব্‌ন 'আস (রা) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! এই ঘটনাটি

আপনার বায়'আত হওয়ার পর সংঘটিত হওয়ায় আপনাকে আল্লাহ্ রক্ষা করেছেন। ওটা তো লোকদের উপর আপনার রাজত্ব তথা খিলাফত প্রতিষ্ঠার পূর্বেকার (ঘটনা)। অনন্তর তিনি উবায়দুল্লাহ্ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আর সাহাবাগণ আমর ইব্ন আস (রা)-এর ভাষণের কারণে (বৈঠক থেকে) চলে গেলেন। অবশেষে উসমান (রা) ওই দুই ব্যক্তি এবং বালিকার দিয়াত আদায় করে দিলেন।

বস্তুত এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, উবায়দুল্লাহ (র) হুফায়নাকে হত্যা করেছেন এবং সে মুশ্‌রিক ছিল। হুরমুযানকে আঘাত করেছেন এবং সে কাফির ছিল, অতঃপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে মুহাজিরগণ উসমান (রা)-কে উবায়দুল্লাহ (র)-এর হত্যার পরামর্শ দিয়েছেন। আলী (রা) ও তাদের মাঝে বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং নবী ﷺ -এর বক্তব্য ঃ "কোন মু'মিনকে কোন কাফিরের বদলায় হত্যা করা হবে না" দ্বারা হারবী কাফির ব্যতীত অন্য কাফির উদ্দেশ্য নেয়াটা অবসম্ভব। অতঃপর মুহাজিরগণ যাদের মাঝে আলী (রা) ও ছিলেন, উসমান (রা)-কে একজন যিম্মী কাফিরের বদলায় উবায়দুল্লাহ (রা)-কে হত্যার পরামর্শ দিচ্ছেন। তাই এর মর্ম সেটাই, যা আমরা উল্লেখ করেছি, অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য হলো হারবী কাফির।

যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, এই হাদীসে এটাও ব্যক্ত হয়েছে যে, উবায়দুল্লাহ (রা) আবূ লু'লুর ছোট কন্যাকে হত্যা করেছেন এবং সে ইসলামের দাবি করত। হতে পারে তাঁরা এ কারণে (বালিকা হত্যা) উবায়দুল্লাহর রক্ত প্রবাহিত করাকে জায়িয সাব্যস্ত করেছেন, হুফায়না ও হুরমুযান এই দুই ব্যক্তির কারণে নয়।

তাকে উত্তরে বলা হবে যে, এই হাদীসে একথার সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে যে, তিনি (রা) হুফায়না ও হুরমুযান এর হত্যার কারণে তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। আর এটা তাদের উক্তি যে, আল্লাহ্ তা'আলা ওই দু'জনকে (রহমত থেকে) দূর করে দিয়েছেন। সুতরাং এটা অসম্ভব যে, উসমান (রা) ওই দুই জন ব্যতীত অন্যের কারণে তাকে হত্যা করার সংকল্প করেছিলেন, যখন কিনা লোকেরা তাঁকে এটা বলছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা সেই দু'জনকে দূর করে দিয়েছেন। এরপর তিনি বলবেন যে, আমি ওই দুজনের কারণে তাকে হত্যা করার সংকল্প করি নাই; বরং আমি ঐ বালিকার হত্যার কারণে এই ইচ্ছা করেছি, তাই তিনি ওই দুজন এবং এ বালিকার হত্যার কারণে তাকে হত্যা করার সংকল্প করেছেন।

তোমরা কি তাকে লক্ষ্য করছ না যে, সে বলছে, এতে মতবিরোধ অধিক হয়ে গিয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, উসমান (রা) তাকে সেই সমস্ত লোকদের বদলায় হত্যা করার সংকল্প করেছেন, যাদের তিনি হত্যা করেছেন। আর তাদের (নিহতদের) মধ্যে হুরমুযান এবং খুফায়নাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং আমাদের বক্তব্য দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, হাদীসের বিশুদ্ধ মর্ম ও বিষয়বস্তু সেটাই, যা আমরা বর্ণনা করেছি এবং একথার খণ্ডন হয়ে গিয়েছে যে, এই হাদীস যিম্মীর বদলায় মুসলিমকে হত্যা করার পরিপন্থী দলীল হতে পারে।

রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত অন্য একটি হাদীসও এর অনুকূলে অত্যন্ত মজবুতভাবে সমর্থন ব্যক্ত করে ,যদিও তা মুনকাতি' ঃ

٤٦٧٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيْ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اُتِيَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَدْ قَتَلَ مُعَاهِدًا مِنْ اَهْلِ الذِّمَّةِ فَاَمَرَ بِهِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَقَالَ اَنَا وَلِيُّ مَنْ وَفٰى بِذِمَّتِهِ -

৪৬৭৩. ইব্ন মারযূক (র) ..... আবদুর রহমান ইব্ন বায়লামানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর দরবারে এক মুসলমান পুরুষকে হাযির করা হয়, যে এক যিম্মীকে হত্যা করেছিল। অনন্তর তাঁর নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয়। তিনি বলেন, তার চুক্তি পূর্ণ করার অধিক দায়িত্ব আমার।

٤٦٧٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৪৬৭৪. সুলায়মান ইব্ন শু'আইব (র) ..... মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

আমাদের মতে যুক্তি ও কিয়াসও এটা সমর্থন করে। আর তা এই যে, আমরা লক্ষ্য করছি, হারবী কাফিরের রক্ত হালাল, তার সম্পদও হালাল। পক্ষান্তরে যখন সে যিম্মী হয়ে যায় তখন তার রক্ত ও সম্পদ অনুরূপভাবে হারাম হয়ে যায়। যেমনিভাবে মুসলমানের রক্ত ও সম্পদ হারাম। আরো আমরা লক্ষ্য করেছি যে, যে ব্যক্তি যিম্মী তথা চুক্তিবদ্ধ কোন লোকের এতটুকু সম্পদ চুরি করে, যাতে হাত কাটা হয়, তাহলে তার (এই চোরের) হাত অনুরূপভাবে কাটা হবে, যেভাবে মুসলমানের সম্পদে কাটা হয়। যখন যিম্মীর সম্পদের হুরমত বা নিষিদ্ধতা বিনষ্টে সেই শাস্তি প্রযোজ্য হয় যা মুসলমানের সম্পদের হুরমত বা নিষিদ্ধতা বিনষ্টে ওয়াজিব হয়ে থাকে। সুতরাং যুক্তির দাবি হলো যে, যম্মীর খুনের হুরমত বিনষ্টকারীরও সেই শাস্তি প্রযোজ্য হবে, যা মুসলমানের খুন প্রবাহিতকারীর জন্য হয়ে থাকে।

যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন করে যে, সম্পদের হুরমত (নিষিদ্ধতা) বিনষ্টের শাস্তি এবং খুনের হুরমত বিনষ্টের শাস্তির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কারণ যখন কোন ক্রীতদাস তার মনিবের সম্পদ চুরি করে তখন তার হাত কাটা হয় না। পক্ষান্তরে সে যদি তার মনিবকে হত্যা করে তাহলে তাকে কিসাস হিসাবে হত্যা করা হয়। সুতরাং উভয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। তাই তোমরা এটাও অস্বীকার করতে পারবেনা যে, যিম্মীর সম্পদের হুরমত বিনষ্টে এবং তার রক্ত প্রবাহিত করার শাস্তিতে পার্থক্য বিদ্যমান।

তাকে উত্তরে বলা হবে যে, তোমার বক্তব্য তো আমাদের মাযহাবেরই গুরুত্বকে বৃদ্ধি করে। কেননা তোমরা উল্লেখ করেছ, তাঁরা (ফকীহগণ) ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, মনিবের সম্পদ চুরি করাতে ক্রীতদাসের হাত কাটা হয় না। কিন্তু তাকে হত্যা করার অবস্থায় তাকে হত্যা করা হয়। অনুরূপভাবে মনিবের ক্রীতদাসদেরকে হত্যা করলে তখনও (কিসাসরূপে) হত্যা করা হয়। তাই এ বিষয়ে যা কিছু তোমরা উল্লেখ করেছে এ অনুযায়ী তারা সম্পদ সংক্রান্ত বিষয়ে সহজ এবং খুনের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করেছে। তারা হত্যার ব্যাপারে শাস্তি ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছে। পক্ষান্তরে চুরির ব্যাপারে তা ওয়াজিব সাব্যস্ত করে নাই। সুতরাং খুনের বিষয়ে কঠোরতা এবং সম্পদ তথা আর্থিক ব্যাপরে সহজতা সাব্যস্ত হলো। অতঃপর আমরা লক্ষ্য করছি যে, যিম্মীর সম্পদ চুরি করলেও মুসলমাননের জন্য সেই শাস্তি প্রযোজ্য হয়; যা মুসলমানের সম্পদ চুরির ক্ষেত্রে হয়। তাই এটা অধিকতর সংগত যে, যিম্মীকে হত্যা করার অবস্থায় তাকে সেই শাস্তিই দেয়া হবে, যা মুসলমানকে হত্যা করলে দেয়া হয়।

তাঁরা (ফকীগগণ) ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, যদি কোন যিম্মী কোন যিম্মীকে হত্যা করে, অতঃপর হত্যাকারী ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তাকে (হত্যাকারীকে) ওই যিম্মীর কিসাসরূপে হত্যা করা হবে, যাকে সে কুফরী অবস্থায় হত্যা করেছিল। আর তার ইসলাম গ্রহণ ওই শাস্তিকে বাতিল করবেনা।

যখন আমরা লক্ষ্য করছি যে, হত্যা পরবর্তী ইসলাম গ্রহণ কুফরী অবস্থায় সংঘটিত হত্যাকে বাতিল করেনা। এবং সমস্ত হদসমূহ এক ও অভিন্ন। হদ এরূপ অবস্থায় পাওয়া যায় না যে, তা শুরুতে ওয়াজিব নয়।

তুমি কি লক্ষ্য করছ না যে, যদি কেউ কাউকে হত্যা করে এবং নিহত ব্যক্তি মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয় তাহলে এই হত্যাকারীর উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। আর যদি সে কোন মুসলিমকে যখম করে অতঃপর সে (আল্লাহ্‌র পানাহ) মুরতাদ হয়ে মরে যায় তাহলে এই যখমকারীকে হত্যা করা হবে না। সুতরাং তার অপরাধের পূর্বে মুরতাদ হওয়া এবং পরে মুরতাদ হওয়া উভয়টি (কিসাসরূপে) হত্যাকে বিলুপ্ত করার ব্যাপারে অভিন্ন।

তাই যুক্তির দাবি এটাই যে, অপরাধ করার পূর্বে এবং পরে হত্যাকারীর হুকুম অভিন্ন হবে। তাই যখন অপরাধের পরে এবং কিসাসের পূর্বে তার ইসলাম গ্রহণ তার থেকে কিসাসকে বিলুপ্ত করেনা, অনুরূপভাবে অপরাধের পূর্বেকার ইসলাম গ্রহণও তার থেকে কিসাসকে বিলুপ্ত করবে না। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

٤٦٧٥- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ رَجُلاً مِّنَ الْعَبَادِ فَذَهَبَ اَخُوْهُ اِلٰى عُمَرَ فَكَتَبَ عُمَرُ اَنْ يُّقْتَلَ فَجَعَلُوْا يَقُوْلُوْنَ اُقْتُلْ جُبَيْرُ فَيَقُوْلُ حَتّٰى يَجِيءَ الْغَيْظُ قَالَ فَكَتَبَ عُمَرُ اَنْ يُؤَدٰى وَّلَايُقْتَلُ -

৪৬৭৫. ইবরাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... নাযাল ইব্‌ন সাব্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক মুসলমান এক ব্যক্তি (কাফির)-কে হত্যা করেছে। তার ভাই উমার (রা)-এর দরবারে গেলে তিনি লিখে দিলেন যে, তাকে (হত্যাকারী) হত্যা করা হবে। তাঁরা (সাহাবাগণ) বলতে লাগলেন, হে যুবায়র! তাকে হত্যা কর। তিনি বললেন, থামুন! আমাকে রাগান্বিত হতে দিন। রাবী বলেন, অনন্তর উমার (রা) লিখলেন যে, তার দিয়াত দেয়া হবে এবং (হত্যাকারীকে) হত্যা করা হবে না।

দেখুন ওমর (রা)-এর মতেও মুসলমানকে কাফিরের বদলায় হত্যা করা হবে এবং তিনি এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবাদের উপস্থিতিতে তাঁর প্রশাসকদেরকে লিখেছেন। কিন্তু তাঁদের কেউ এ ব্যাপারে তাঁর প্রতিবাদ করেন নাই। তাই আমাদের মতে এটা তাঁদের (সাহাবা) পক্ষ থেকে এ বিষয়ে তাঁর অনুসরণ ছিল এবং এরপর তাঁর লিখা যে, "তাকে হত্যা করা হবে না" সম্ভবত তিনি হত্যার ধরন সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর তার হত্যাকে মুবাহ বা বৈধ মনে করেন নাই এবং এটাকে হয়ত সন্দেহযুক্ত হত্যা সাব্যস্ত করেছেন, যার ভিত্তিতে তিনি হত্যা থেকে বিরত থেকেছেন। আর তাকে সেই শাস্তি প্রদান করেছেন যা ইচ্ছাকৃত হত্যায় সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার অবস্থায় ওয়াজিব হয়, তা হলো দিয়াত।

মদীনাবাসী আলিমগণ বলেন, যখন কোন মুসলমান কোন যিম্মীকে তার সম্পদ আত্মসাৎ করার নিমিত্ত প্রতারণা করে হত্যা করে তাহলে তাকে তার বদলায় হত্যা করা হবে যখন তাদের মতে এটা নবী ﷺ-এর এই বাণী থেকে বহির্ভূত যে, "মুসলমানকে কাফিরের বদলায় হত্যা করা হবে না।" তাই তোমরা স্বীয় বিরোধীদের ওই কথার উপর প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবে না যে, যিম্মী যার সাথে চুক্তি রয়েছে সে তাঁর এই বাণী থেকে বহির্ভূত যে, "মুসলমানকে কাফিরের বদলায় হত্যা করা হবেনা।" নবী ﷺ ওটাকে কোন কাফিরের সঙ্গে শর্ত

করেন নাই। তাই যেভাবে তারা এই হুকুম থেকে এই কাফিরকে বের করে দিয়েছেন যার সম্পদ ছিনতাইর ইচ্ছা করা হয়েছে; তাদের বিরোধীদেরও এ কথার অধিকার থাকবে যে, সেই সমস্ত লোকদেরকে বের করে দিবে, যাদের সঙ্গে চুক্তি বহাল রাখা ওয়াজিব (যিম্মীকে)।

٧ـ بَابُ الْقَسَامَةِ هَلْ تَكُوْنُ عَلٰى سَاكِنِي الدَّارِ الْمَوْجُوْدِ فِيْهَا الْقَتِيْلُ اَوْعَلٰى مَالِكِهَا

৭. অনুচ্ছেদ ঃ কাসামা[১] যে গৃহে নিহত পাওয়া গিয়েছে এর বসবাসকারীদেরকে কসম দেয়া হবে অথবা এর মালিক কে?

٤٦٧٦ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ سَمِعَ بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِيْ حَثْمَةَ قَالَ وُجِدَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلٍ قَتِيْلاً فِيْ قَلِيْبٍ مِنْ قُلُبِ خَيْبَرَ فَجَاءَ اَخُوْهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ وَعَمَّاهُ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُوْدٍ رض اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ لِيَتَكَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْكُبَرَ اَلْكُبَرَ فَكَلَّمَ اَحَدُ عَمَّيْهِ اِمَّاحُوَيِّصَةُ وَاِمَّا مُحَيِّصَةَ تَكَلَّمَ الْكَبِيْرُ مِنْهُمَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا وَجَدْنَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيْلاً فِيْ قَلِيْبٍ مِنْ قُلُبِ خَيْبَرَ وَذَكَرَ عَدَاوَةً لَهُمْ قَالَ اَفَتُبْرِئُكَ يَهُوْدُ بِخَمْسِيْنَ يَمِيْنًا اَنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوْهُ قَالَ قُلْتُ وَكَيْفَ نَرْضٰى بِاَيْمَانِهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ قَالَ فَيُقْسِمُ مِنْكَ خَمْسُوْنَ اَنَّهُمْ قَتَلُوْهُ قَالُوْا كَيْفَ نُقْسِمُ عَلٰى مَالَمْ نَرَ فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ ـ

৪৬৭৬. ইউনুস (র) ..... সাহল ইব্‌ন আবী হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাহল (রা) কে খায়বারের একটি কুয়োতে মৃত পাওয়া যায়। তাঁর ভাই আবদুর রহমান ইব্‌ন সাহল এবং তার দুই চাচা হুওয়াইসা (রা) ও মুহায়্যিসা (রা) যারা মাসউদ -এর পুত্র ছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরবারে হাযির হলেন। আবদুর রহমান (রা) কথা বলতে গেলেন। তখন নবী ﷺ দু'বার বললেন, বড়কে (মর্যাদা দাও) বড়কে (মর্যাদা দাও) অনন্তর তাঁর এক চাচা হুওয়ায়্যিসা (রা) অথবা মুহায়্যিসা (রা) অর্থাৎ তাঁদের উভয়ের মধ্যে যে বড় ছিলেন, কথা বললেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহল (রা)-কে খায়বারের এক কুয়োতে নিহত অবস্থায় পেয়েছি। তিনি তাদের সঙ্গে ইয়াহুদীদের শত্রুতার বিষয়ও উল্লেখ করেলন। তিনি বললেন, ইয়াহুদীরা কি পঞ্চাশজন এই মর্মে কসম করে তোমাদেরকে মুক্ত করে দিবে যে, তারা তাকে হত্যা করেনি। রাবী বলেন, আমি বললাম, আমরা তাদের কসমসমূহের উপর কিভাবে সন্তুষ্ট হব?অথচ তারা মুশ্‌রিক। তিনি বললেন, তা হলে তোমাদের পঞ্চাশজন কসম করে বলবে যে, তারা (ইয়াহুীরা) তাকে হত্যা করেছে। তারা বললেন, আমরা যা দেখিনি তার উপর কিভাবে কসম করব? অনন্তর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজের পক্ষ থেকে তার দিয়াত আদায় করে দিলেন।

---

১. কোন মহল্লায় কাউকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেলে মহল্লার পঞ্চাশজন অধিবাসী এবং তাদের আশপাশের লোকেরা কসম করে বলবে যে, তারা তাকে হত্যা করেনি এবং হত্যাকারী সম্পর্কে তারা কিছু জানেনা। এ ধরনের কসমের পর স্থানীয় অধিবাসীরা হত্যার দায়দায়িত্ব থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। (জাকির হুসাই –অনুবাদক)

٤٦٧٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ الْاَنْصَارِيَّ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُوْدٍ خَرَجَا اِلٰى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِيْ حَوَائِجِهِمَا فَقُتِلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلٍ فَبَلَغَ مُحَيِّصَةَ فَاَتٰى هُوَ وَاَخُوْهُ حُوَيِّصَةُ وَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ لِيَتَكَلَّمَ لِمَكَانِهِ مِنْ اَخِيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَبِّرْ كَبِّرْ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ فَذَكَرَا شَانَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفَتُبْرِئُكُمْ يَهُوْدُ بِخَمْسِيْنَ يَمِيْنًا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نَقْبَلُ اَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ قَالَ مَالِكٌ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ فَزَعَمَ بُشَيْرُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ -

৪৬৭৭. ইউনুস (র) ..... বুশায়র ইব্‌ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাহল আনসারী (রা) ও মুহায়্যিসা ইব্‌ন মাসউদ (রা) খায়বার অভিমুখে বের হয়ে যান এবং তারা (খায়বার পৌঁছে) নিজ নিজ প্রয়োজনে পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলে যান। পরে আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাহল (রা) নিহত হয়ে যান। এ সংবাদ মুহায়্যিসা (রা)-এর নিকট পৌঁছালে তিনি ও তার ভাই হুওয়ায়্যিসা (রা) ও আবদুর রহমান ইব্‌ন সাহল (রা) রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর দরবারে এলেন। আবদুর রহমান (রা) স্বীয় ভাইয়ের বিষয়ে কথা বলতে গেলে রাসূলুল্লাহ্ﷺ দু'বার বললেন, বড়কে মর্যাদা দাও (কথা বলতে দাও)। অনন্তর হুওয়ায়্যিসা ও মুহায়্যিসা (রা) কথা বললেন এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহল (রা)-এর ঘটনা বর্ণনা করলেন। রাসূলুল্লাহ্ﷺ বললেন, তোমাদের থেকে পঞ্চাশজন কি কসম করতে পারবে? আর এর মাধ্যমে তোমরা তোমাদের হত্যাকারীর অথবা বলেছেন তোমাদের সঙ্গীর খুনের অধিকার পেয়ে যাবে। তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা তো সেখানে উপস্থিত ছিলাম না এবং না ঘটনার সাক্ষী। রাসূলুল্লাহ্ﷺ বললেন, তাহলে ইয়াহূদের পঞ্চাশজনের কসম কি তোমাদেরকে মুক্ত করবে? তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কাফির সম্প্রদায়ের কসম কিভাবে গ্রহণ করব? মালিক (রা) বলেন ঃ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) বলেছেন, বুশায়র (র)-এর ধারণা মতে রাসূলুল্লাহ্ﷺ নিজের পক্ষ থেকে তার দিয়াত আদায় করে দিয়েছিলেন।

٤٦٧٨- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّائِيْ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ اَبِيْ حَثْمَةَ اَخْبَرَ اَنَّ نَفَرًا مِّنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوْا اِلٰى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوْا فِيْهَا فَوَجَدُوْا اَحَدَهُمْ قَتِيْلاً فَقَالُوْا لِلَّذِيْنَ وَجَدُوْهُ عِنْدَهُمْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا قَالُوْا وَاللّٰهِ مَا قَتَلْنَا وَلاَ عَلِمْنَا قَتِيْلاً فَانْطَلَقُوْا اِلٰى نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ انْطَلَقْنَا اِلٰى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا اَحَدَنَا قَتِيْلاً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْكُبْرَ الْكُبْرَ فَقَالَ لَهُمْ يَأْتُوْنَ بِالْبَيِّنَةِ عَلٰى مَنْ قَتَلَ قَالُوْا مَالَنَا بَيِّنَةٌ قَالَ اَفَيَحْلِفُوْنَ لَكُمْ قَالُوْا لاَ نَرْضٰى بِاَيْمَانِ الْيَهُوْدِ فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ بِمِائَةٍ مِّنْ اِبِلِ الصَّدَقَةِ -

৪৬৭৮. ফাহাদ (র) ..... বুশায়র ইব্ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত যে, এক আনসারী যাকে সাহ্ল ইব্ন আবী হাসমা বলা হত, তিনি তাকে বলেছেন যে, তাঁর কওমের কিছু লোক খায়বার অভিমুখে গিয়েছে। এবং তারা সেখানে গিয়ে পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। অনন্তর তারা তাদের এক লোককে সেখানে নিহত অবস্থায় পেয়েছে। তাঁরা সেই সমস্ত লোকদের বললেন, যাদের নিকট তাকে পেয়েছেন যে, তোমরা আমাদের সঙ্গীকে হত্যা করেছ। তারা বলল, আল্লাহ্র কসম! আমরা হত্যা করিনি এবং না হত্যাকারীকে জানি। তারা নবী ﷺ -এর নিকট চলে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্র নবী ! আমরা খায়বার গিয়েছিলাম এবং সেখানে আমাদের এক সঙ্গীকে নিহত অবস্থায় পেয়েছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'বার বললেন, বড়কে মর্যাদা দাও (কথা বলতে দাও)। অতঃপর তিনি তাদেরকে বললেন, হত্যাকারীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য পেশ কর। তারা বললেন, আমাদের কাছে সাক্ষ্য নেই। বললেন, তারা যদি তোমাদের সম্মুখে কসম করে, গ্রহণ করবে? তারা বললেন, আমরা ইয়াহুদীদের কসমের উপর সন্তুষ্ট নই। তাই নবী ﷺ তার রক্ত বাতিল হওয়াটাকে অপসন্দ করে সাদাকার উট থেকে একশত উট তার দিয়াত আদায় করে দিয়েছেন।

٤٦٧٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْ لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِيْ حَثْمَةَ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ رِجَالٌ مِّنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهٖ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا اِلٰى خَيْبَرَ مِنْ جُهْدٍ اَصَابَهُمْ فَاَتٰى مُحَيِّصَةُ فَاَخْبَرَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ قُتِلَ وَطُرِحَ فِيْ فَقِيْرٍ اَوْ عَيْنٍ فَاَتٰى يَهُوْدًا فَقَالَ اَنْتُمْ وَاللّٰهِ قَتَلْتُمُوْهُ فَقَالُوْا وَاللّٰهِ مَاقَتَلْنَاهُ فَاَقْبَلَ حَتّٰى قَدِمَ عَلٰى قَوْمِهٖ فَذَكَرَ لَهُمْ ذٰلِكَ ثُمَّ اَقْبَلَ هُوَ وَاَخُوْهُ حُوَيِّصَةُ وَهُوَ اَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِيْ كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمُحَيِّصَةَ كَبِّرْ كَبِّرْ يُرِيْدُ السِّنَّ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ قَبْلُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِمَّا اَنْ يَدُوْا صَاحِبَكُمْ وَاِمَّا اَنْ يُؤْذِنُوْا بِحَرْبٍ فَكَتَبَ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ ذٰلِكَ فَكَتَبُوْا اِنَّا وَاللّٰهِ مَا قَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ تَحْلِفُوْنَ وَتَسْتَحِقُّوْنَ دَمَ صَاحِبِكُمْ قَالُوْا لاَ قَالَ اَفَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُوْدُ قَالُوْا لَيْسُوْا بِمُسْلِمِيْنَ فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهٖ فَبَعَثَ اِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتّٰى اُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ -

৪৬৭৯. ইউনুস (র) ..... সাহ্ল ইব্ন আবী হাস্মা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তাকে তাঁর কাওমের কিছু বয়োবৃদ্ধ লোক বলেছে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাহল (রা) ও মুহায়্যিসা (রা) তাদের উপর নিপতিত অভাব অনটনের কারণে খায়বার অভিমুখে বের হয়ে গেলেন। অতঃপর মুহায়্যিসা (রা) এসে বললেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন সাহল (রা)-কে হত্যা করে একটি কুয়োতে অথবা একটি জলাধারে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তিনি ইয়াহুদীদের নিকট এসে বললেন, আল্লাহ্র কসম! তোমরা তাকে হত্যা করেছ। তারা বলল, আল্লাহ্র কসম! আমরা তাকে হত্যা করি নাই। অতঃপর তিনি আপন কাওমের নিকট ফিরে এসে তাদেরকে ঘটনার বিবরণ দিলেন। এরপর তিনি, তার বড় ভাই হুওয়ায়্যিসা (রা) ও আবদুর রহমান ইব্ন সাহল (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরবারে হাযির হলেন, মুহায়্যিসা (রা) কথা বলতে চাইলেন এবং তিনি খায়বারে উপস্থিত ছিলেন

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহায়্যিসা (রা)-কে বললেন, বড়কে মর্যাদা দাও (দু'বার বললেন) এতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো বয়সে বড় হওয়া। অনন্তর প্রথমে হুওয়ায়্যিসা (রা) কথা বললেন, এরপর কথা বললেন মুহায়্যিসা (রা)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হয়ত তারা (ইয়াহুদীগণ) তোমাদের সঙ্গীর দিয়াত প্রদান করবে, নয়ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। অনন্তর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদেরকে লিখলেন। তারা (উত্তরে) লিখল, আল্লাহ্র কসম! আমরা তাকে হত্যা করি নাই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুওয়ায়্যিসা, মুহায়্যিসা ও আবদুর রহমান (রা)-কে বললেন, তোমরা কি কসম করবে এবং তোমাদের সঙ্গীর খুনের অধিকার পেয়ে যাবে? তারা বললেন, না। তিনি বললেন, ইয়াহুদীগণ কি তোমাদের জন্য কসম করবে? তারা বললেন, তারা তো মুসলমান নয়। অনন্তর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজের পক্ষ থেকে তার দিয়াত আদায় করে দিয়েছেন। তাদের জন্য একশত উষ্ট্রী পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং সেগুলো তাদের গৃহে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন ঃ আমরা জানি যে খায়বার মুসলমানদের ছিল, কেননা তারা ওটাকে জয় করেছিল এবং ইয়াহুদীগণ সেখানে তাদের পক্ষ থেকে নিযুক্ত কর্মচারী ছিল। যখন সেখানেই এই নিহত ব্যক্তিকে পাওয়া গিয়েছে তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ বিষয়ে কাসামা (শপথ) সেখানকার অধিবাসী ইয়াহুদীদের উপর নির্ধারণ করেছেন, মালিকদের (মুসলমান) উপরে নয়। তিনি বলেন, অনুরূপভাবে আমরাও একথা বলি যে, যে নিহত ব্যক্তিকে কোন এরূপ স্থানে বা ভুমিতে পাওয়া যায়, যেখানকার অধিবাসীগণ ভাড়া কিংবা ধার হিসাবে সেখানে বসবাস করে, তাহলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাসামা এবং দিয়াত সেখানকার অধিবাসীদের উপর প্রযোজ্য হবে, এর মালিকের উপর নয়। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মদ ইব্নুল হাসান (র) বলেন, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দিয়াত ও কাসামা এর মালিকের উপর আরোপিত হবে, অধিবাসীদের উপর নয়।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর বিপক্ষে এই দু'জনের দলীল হলো যে, এই হাদীসে বলা হয়নি যে, সেই নিহত ব্যক্তিকে খায়বার এলাকায় খায়বার বিজয়ের পরে পাওয়া গিয়েছে, না পূর্বে। বিজয়ের পূর্বে পাওয়া গেলে তখন সেই হুকুম হবে, যেমনটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেছেন। আবার এমনও হতে পারে যে, তা এরূপ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে যখন নবী ﷺ এবং সেখানকার অধিবাসীদের মাঝে চুক্তি ছিল। যদি বিজয়ের বা বিজিত হওয়ার পূর্বে চুক্তি চলাকালীন অবস্থায় পাওয়া গিয়ে থাকে তাহলে এই হাদীসে ইমাম আবূ ইউসূফ (র)-এর পক্ষে কোন দলীল নেই। আবূ লায়লা ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান (র)-এর হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, তখন চুক্তিকালীন সময় ছিল। কারণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আনসারদের (রা) বলেছেন, হয়ত তারা তোমাদের সঙ্গীর দিয়াত প্রদান করবে, নয়ত যুদ্ধের ঘোষণা দিবে। আর একথা সেই সমস্ত লোকদেরকে বলা হয়ে থাকে, যারা নিরাপত্তা ও চুক্তির অধীনে এরূপ স্থানে অবস্থান করে, যেখানকার অধিবাসী এবং মুসলমানদের মাঝে চুক্তি থাকে।

এই বিষয়টি সুলায়মান ইব্ন বেলাল (র) ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) থেকে রিওয়ায়াত করে স্বীয় হাদীসে বর্ণনা করেছেন ঃ

٤٦٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُوْدِ بْنِ زَيْدٍ الْاَنْصَارِىَّ مِنْ بَنِىْ حَارِثَةَ خَرَجَا اِلٰى خَيْبَرَ فِىْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهِىَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ وَاَهْلُهَا يَهُوْدُ فَتَفَرَّقَا لِحَاجَتِهِمَا فَقُتِلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلٍ فَوُجِدَ فِىْ شَرَبَةٍ مَقْتُوْلاً فَدَفَنَهُ

صَاحِبُهُ ثُمَّ اَقْبَلَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَمَشَى اَخُوْ الْمَقْتُوْلِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ فَذَكَرُوْا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَاْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَهْلٍ وَكَيْفَ قُتِلَ فَزَعَمَ بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَمَّنْ اَدْرَكَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لَهُمْ تَحْلِفُوْنَ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا وَتَسْتَحِقُّوْنَ دَمَ قَتِيْلِكُمْ اَوْ صَاحِبِكُمْ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا شَهِدْنَا وَلاَ حَضَرْنَا قَالَ اَفَتُبْرِئُكُمْ يَهُوْدُ بِخَمْسِيْنَ يَمِيْنًا فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نَقْبَلُ اَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَزَعَمَ بُشَيْرُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَقَلَهُ ـ

৪৬৮০. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাহল ইব্‌ন যায়দ (রা) ও বানূ হারিসা গোত্রের মুহায়্যিসা ইব্‌ন মাসউদ ইব্‌ন যায়দ আনসারী তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে খায়বার অভিমুখে বেরিয়েছেন। তখন তা (খায়বার) চুক্তির অধীন ছিল এবং তার অধিবাসী ছিল ইয়াহুদীগণ। এ পর্যায়ে তারা উভয়ে নিজ নিজ প্রয়োজনে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। অনন্তর আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাহল (রা)-কে এক জলাধারে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল এবং তাঁর সঙ্গী তাঁকে দাফন করে দেয়। অতঃপর তিনি মদীনায় এলেন। ওই নিহতের ভাই আবদুর রহমান ইব্‌ন সাহল (রা), মুহায়্যিসা (রা) ও হুওয়ায়্যিসা (রা) (এই তিনজন) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে গিয়ে তাঁর কাছে আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাহল (রা)-এর ঘটনা উল্লেখ করলেন এবং বললেন, তিনি কিভাবে নিহত হয়েছেন। যুবায়র ইব্‌ন ইয়াসার (র) নবী ﷺ-এর কতক সাহাবা থেকে রিওয়ায়াত করেন, যাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত ঘটেছে যে, তিনি তাদেরকে বলেছেন, তোমাদের থেকে কি পঞ্চাশজন কসম করে স্বীয় নিহত অথবা (বলেছেন) স্বীয় সঙ্গীর (হত্যাকারীর) খুনের অধিকার পেয়ে যাবে? তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা তো সেখানে না সাক্ষী ছিলাম না উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন, তাহলে কি ইয়াহুদীরা পঞ্চাশজন কসম করে তোমাদের (কসম) করা থেকে মুক্ত করে দিবে? তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কাফির সম্প্রদায়ের কসমকে কিভাবে গ্রহণ করব? বুশায়র ইব্‌ন ইয়াসার (রা)-এর ধারণা যে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার দিয়াত আদায় করে দিয়েছেন।

এই হাদীস প্রমাণ করে যে, যখন আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাহল (রা)-কে সেখানে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায় তখন সেটা (খায়বার) সন্ধিপূর্ণ এলাকা ছিল, সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর বিপক্ষে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এই হাদীস দ্বারা যা কিছু প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন, এর দ্বারা তা খণ্ডিত হয়ে গিয়েছে। কেননা খায়বার এর পরে বিজিত হয়েছিল।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, যুক্তিও আমাদের বক্তব্যকে সমর্থন করে। কারণ আমরা লক্ষ্য করছি যে, যে গৃহ ভাড়া কিংবা ধার হিসাবে নেয়া হয়েছে তা ভাড়াটিয়া কিংবা ধারকারীর নিকট থাকে, মালিকের নিকট থাকে না। তোমরা লক্ষ্য করছ না যে, যদি তারা দুজন এবং বাড়ির মালিক সেখানে পাওয়া গেলে কাপড় নিয়ে বিবাদ করে তখন তাদের দু'জনের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হয়, বাড়ির মালিকের বক্তব্য নয়। অনুরূপভাবে সেখানে যে নিহত পাওয়া যাবে এবং সেই গৃহ ভাড়াটিয়া কিংবা ধারকারীর নিয়ন্ত্রণে থাকে, মালিকের নিয়ন্ত্রণে নয়। এখন কাসামা (কসম) ও দিয়াত তার উপর আবশ্যক হবে যার নিয়ন্ত্রণে বাড়ী রয়েছে, মালিকানা যার উপর নয়।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইমাম মুহাম্মদ ইব্নুল হাসান (র)-এর দলীল ঃ এ বিষয়ে আলিমদের একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কাসামা (কসম) মালিকের উপর ওয়াজিব হবে, বসবাসকারীর উপর নয়। আর তা এভাবে যে, যদি স্বামীর মালিকানাধীন বাড়ি স্বামী ও তার স্ত্রীর নিয়ন্ত্রণে থাকে, এবং উভয়ে তাতে বসবাস করে সেখানে কোন নিহত পাওয়া গেলে কসম ও দিয়াত শুধু স্বামীর পিতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়দের উপরে আসবে, স্ত্রীর আত্মীয়দের উপরে আসবে না।

অথচ আমরা জানি যে, ওই বাড়ি তাদের উভয়ের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আর যদি সেখানে কাপড় পাওয়া যায় তাহলে এর সাথে তাদের একজন অপেক্ষা অপরজন অধিক হকদার হবে না। হাঁ, যদি কোন বস্তু তার মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণে থাকে (তাহলে তার হকদার হবে)। সুতরাং যদি কসম ওই ব্যক্তির উপর দেয়া হয়, যার নিয়ন্ত্রণে বাড়ি রয়েছে, তাহলে নারী-পুরুষ উভয়ের উপরে দেয়া হত। কেননা বাড়ি তাদের উভয়ের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। অধিকন্তু তারা উভয়ে সেখানে বসবাস করছে। অতএব যখন ওই অবস্থায় যা কিছু ওয়াজিব হয় তা শুধু স্বামীর উপর ওয়াজিব হয়, স্ত্রীর উপর নয়। কেননা বাড়ির মালিক তো সেই স্বামীই। তাই যেখানেই নিহত পাওয়া যাবে কাসামা (কসম) ও দিয়াত মালিকের উপর প্রযোজ্য হবে, সেখানকার বাসিন্দাদের উপরে হবে না।

٨- بَابُ الْقَسَامَةِ كَيْفَ هِيَ

৮. অনুচ্ছেদ ঃ কাসামা (কসম) কিভাবে নেয়া হবে

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ যদি কোন কওমের মহল্লায় নিহত পাওয়া যায় তাহলে সেখানে ওয়াজিব কাসামা বা কসমের ধরন কি হবে। একদল আলিম বলেন যে, বিবাদীগণ এভাবে কসম করবে যে, আল্লাহ্র কসম! আমরা হত্যা করিনি। যদি তারা কসম করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাহলে বাদীদের থেকে কসম নেয়া হবে এবং তারা যা দাবি করেছে তার হকদার হয়ে যাবে। তারা এ বিষয়ে সাহল ইব্ন আবী হাসমা (রা)-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন, যা আমরা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ বলেন যে, বিবাদীদের থেকেই কসম নেয়া হবে। যখন তারা কসম করে নিবে তখন দিয়াত আদায় করবে। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক আনসারদেরকে এটা বলা যে, তোমরা কি কসম করবে এবং স্বীয় নিহতের অধিকার প্রাপ্ত হবে? বস্তুত এটা তাঁর পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ছিল। যেন তিনি বলেছেন যে, তোমরা শুধু কি দাবি করবে আর নিয়ে নিবে?

আর এটা এভাবে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে বলেছেন ইয়াহূদীরা কি পঞ্চাশজন কসম করে তোমাদেরকে (কসম) করা থেকে মুক্ত করে দিবে? তারা বলবে, আল্লাহ্র কসম! আমরা হত্যা করিনি। তাঁরা বলল, আমরা কাফির কওমের কসম কিভাবে গ্রহণ করব? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে বললেন, তোমরা কি কসম করে তোমাদের সঙ্গীর হত্যাকারীর অধিকার প্রাপ্ত হবে? অর্থাৎ ইয়াহূদীরা যদিও কাফির কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে দাবির ব্যাপারে তোমরা শুধু তাদেরকে কসম দিতে পারবে। তোমরা মুসলমান হওয়ায় সত্ত্বেও যেভাবে তোমরা শুধু কসম দ্বারা দিয়াতের হকদার হতে পার না, ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে তোমাদের দাবি দ্বারাও কসম ব্যতীত তাদের উপর কোন কিছু ওয়াজিব হয় না।

এই বিশ্লেষণ ও দাবির বিশুদ্ধতার দলীল হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর (ইন্তিকালের) পরে সাহাবাদের উপস্থিতিতে উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) এর ফয়সালা এবং সাহাবা কেরামের প্রতিবাদ না করা। আর এটা অসম্ভব ব্যাপার যে, আনসারদের এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ হবে, বিশেষত মুহায়্যিসা (রা)-এর ন্যায় ব্যক্তি যিনি

Contents

তখন জীবিত ছিলেন এবং সাহল ইব্‌ন আবী হাসামা (রা) ও বিদ্যমান ছিলেন। আর তাঁরা এ ব্যাপারে উমার (রা)-কে সংবাদ দিবে না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে আমাদের পক্ষে ফয়সালা প্রদান করেছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উমার (রা) থেকে নিম্নরূপ বর্ণিত ঃ

٤٦٨١ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ اَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ اَلْحَكَمِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْاَزْمَعِ اَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ اَمَا تَدْفَعُ اَمْوَالُنَا اَيْمَانَنَا وَلاَ اَيْمَانَ عَنْ اَمْوَالِنَا قَالَ لاَ وَعَقَلَهُ ـ

৪৬৮১. ইবরাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... হারিস ইব্‌ন আয্‌মা' (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উমার (রা)-কে বললেন, আমাদের সম্পদ কি আমাদের কসমসমূহকে দূর করে না এবং আমাদের কসমসমূহ কি আমাদের সম্পদের কারণে প্রতিরুদ্ধ হয় না? তিনি বললেন, না, তিনি তার উপর দিয়াত আবশ্যক করে দিলেন।

٤٦٨٢ـ حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْاَزْمَعِ قَالَ قُتِلَ قَتِيْلُ بَيْنَ وَادِعَةَ وَحَيٍّ اٰخَرَ وَالْقَتِيْلُ اِلٰى وَادِعَةَ اَقْرَبُ فَقَالَ عُمَرُ لِوَادِعَةَ يَحْلِفُ خَمْسُوْنَ رَجُلاً مِنْكُمْ بِاللّٰهِ مَاقَتَلْنَا وَلاَ نَعْلَمُ قَاتِلاً ثُمَّ اَغْرِمُوْا الدِّيَةَ فَقَالَ لَهُ اَلْحَارِثُ نَحْلِفُ وَنَغْرِمُنَا فَقَالَ نَعَمْ ـ

৪৬৮২. ফাহাদ (র) ..... হারিস ইব্‌ন আযমা' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওয়াদা'আ গোত্র এবং অন্য এক গোত্রের মাঝে এক ব্যক্তি নিহত হয়, নিহত ব্যক্তি ওয়াদা'আ গোত্রের অধিক নিকটবর্তী ছিল। উমার (রা), ওয়াদা'আ গোত্রের লোকদেরকে বললেন, তোমাদের থেকে পঞ্চাশজন এই মর্মে কসম করবে যে, আমরা না হত্যা করেছি, না আমরা হত্যাকারীকে জানি। অতঃপর তোমরা দিয়াত আদায় কর। হারিস (র) তাকে বললেন, আমরা কসমও করব এবং দিয়াতও দিব? তিনি বললেন, হাঁ!

٤٦٨٣ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ عَنْ اَبِيْ حَرِيْزٍ عَنِ الشَّعْبِيْ عَنِ الْحَارِثِ الْوَادِعِيْ قَالَ اَصَابُوْا قَتِيْلاً بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ فَكَتَبُوْا فِيْ ذٰلِكَ اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ عُمَرُ اَنْ قِيْسُوْا بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ فَاَيَّتُهُمَا كَانَ اِلَيْهِ اَدْنٰى فَخُذُوْا خَمْسِيْنَ قَسَامَةً فَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ ثُمَّ غَرِّمْهُمْ الدِّيَةَ قَالَ الْحَارِثُ فَكُنْتُ فِيْمَنْ اَقْسَمَ ثُمَّ غَرِمْنَا الدِّيَةَ ـ

৪৬৮৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (রা) ..... হারিস ওয়াদাঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার লোকেরা দুই গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে এক নিহত ব্যক্তিকে পেয়ে এ বিষয়ে তারা উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে লিখল। উমার (রা) তাদেরকে লিখলেন যে, ঐ গ্রামের মাঝে দুরত্বের অনুমান কর, যে গ্রাম তার অধিক নিকটবর্তী হবে তাদের পঞ্চাশজন লোক থেকে কাসামা (কসম) নাও, তারা আল্লাহ্‌র কসম করবে। অতঃপর তাদের থেকে দণ্ড হিসাবে দিয়াত আদায় কর। হারিস (র) বলেন, আমিও কসমকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। এরপর আমরা দিয়াত আদায় করেছি।

বস্তুত এই কাসামা (কসম) -এর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবাহ্গণ ফয়সালা করেছেন তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ঐ সমস্ত হাদীসসমূহের অনুকূলবর্তী, যা আমরা অন্য স্থানে বর্ণনা করেছি। তিনি বলেছেন ঃ যদি লোকদেরকে শুধু তাদের দাবি অনুযায়ী দেয়া হয় তাহলে লোকেরা অন্যদের খুন ও সম্পদসমূহের দাবি করবে। কিন্তু বিবাদীর উপর কসম প্রযোজ্য হবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্পদ ও খুনকে অভিন্ন সাব্যস্ত করে উভয়ের জন্য একই হুকুমের ফয়সালা দিয়েছেন এবং বিবাদীর উপর কসমকে আবশ্যক করেছেন। এতে সাব্যস্ত হলো যে, সাহ্ল (রা)-এর হাদীসের মর্মও সেটা, যা আমরা এর উপর বিশ্লেষণ করেছি। এর উপর সেই রিওয়ায়াতও প্রমাণ বহন করে, যা আমরা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি ঃ সাঈদ ইব্ন উবায়দ (র) বুশায়র ইব্ন ইয়াসার (র) থেকে, তিনি সাহ্ল ইব্ন আবী হাসমা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার হুকুম দিয়েছেন। যখন তারা বলল যে, তাদের কাছে সাক্ষ্য নেই তখন তিনি বললেন, তারা কি তোমাদের জন্য কসম করবে?

সুতরাং যা কিছু আমরা উল্লেখ করেছি তাতে প্রতীয়মান হয় যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হুকুম বা ফয়সালা এটাই ছিল এবং যা কিছু ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) ও আবূ লায়লা ইব্ন আবদুল্লাহ (র)-এর রিওয়ায়াতে বৃদ্ধি রয়েছে তা ফয়সালা নয় বরং ওগুলোর মর্ম সেটাই যা আমরা এর উপর বিশ্লেষণ করেছি।

অতঃপর এই ইমাম যুহরী (র) যিনি অবশ্যই কাসামা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ফয়সালা জ্ঞাত ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর থেকে বর্ণিত কিছু হাদীস নিম্নরূপ ঃ

٤٦٨٤ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلْمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ اُنَاسٍ مِنَ الْاَنْصَارِ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَاَقَرَّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ وَقَضٰى بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اُنَاسٍ فِىْ قَتِيْلٍ ادَّعُوْهُ عَلَى الْيَهُوْدِ ـ

৪৬৮৪. ইউনুস (র) ..... ইব্ন শিহাব (র) থেকে তিনি আবূ সালমা (র) ও সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (র) থেকে, তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কতিপয় আনসারী সাহাবা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, জাহিলী যুগেও কাসামার প্রচলন ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেটাকে বহাল রেখেছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক নিহত ব্যক্তির বিষয়ে কাসামার ফায়সালা করেছেন, যার পরিজন ইয়াহুদীদের উপর এর দাবি করত।

٤٦٨٥ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ ثَنَا الزُّهْرِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ سَلْمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ اُنَاسٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ مِثْلَهُ ـ

৪৬৮৫. সুলায়মান ইব্ন শুআয়ব (র) ..... যুহ্রী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কতিপয় আনসারী সাহাবা থেকে আবূ সালমা ইব্ন আবদুর রহমান (র) ও সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (র) অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। অতঃপর ইমাম যুহ্রী (র) কাসামা সম্পর্কে এটাও বলেছেন ঃ

٤٦٨٦ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرِ الرَّقِّىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ الضَّرِيْرُ عَنْ اِبْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى بِالْقَسَامَةِ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِمْ ـ

৪৬৮৬. আবূ বিশ্‌র রক্কী (র) ...... যুহ্‌রী (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিবাদীদের উপর কাসামার ফায়সালা করেছেন।

বস্তুত এতে প্রতীয়মান হয় যে, কাসামা প্রযোজ্য হবে বিবাদীদের উপরে, বাদীদের উপরে নয়। ইমাম যুহ্‌রী (র) এই হাদীসে এরূপ বর্ণনা করেছেন। কাসামার বিধান আবূ সালমা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ও সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র) থেকে নেয়া হয়েছে। আর তাঁরা নিয়েছেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কতিপয় সাহাবাদের থেকে। ইমাম যুহ্‌রী (র) এটাকে ঐ সমস্ত সাহাবাদের থেকে গ্রহণ করেছেন। আর এই বিষয়টি উমার (রা)-এর আমল ও তাঁর সেই হুকুমেরও অনুকূলবর্তী, যা আমরা তার থেকে রিওয়ায়াত করেছি এবং তিনি এ ফায়সালা সমস্ত সাহাবাদের উপস্থিতিতে প্রদান করেছেন। কিন্তু তাঁদের কেউ এ ব্যাপারে তাঁর প্রতিবাদ করে নাই। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

٩ـ بَابُ مَا اَصَابَتِ الْبَهَائِمُ فِىْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

৯. অনুচ্ছেদ ঃ রাতে দিনে জন্তুদের শস্য বিনষ্ট করা প্রসঙ্গ

٤٦٨٧ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّ نَاقَةً لِرَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ دَخَلَتْ حَائِطًا فَاَفْسَدَتْ فِيْهِ فَقَضَى النَّبِىُّ ﷺ عَلَى اَهْلِ الْحَائِطِ لِحِفْظِهَا بِالنَّهَارِ وَعَلَى اَهْلِ الْمَوَاشِىْ مَا اَفْسَدَتْ مَوَاشِيْهِمْ بِاللَّيْلِ ـ

৪৬৮৭. ইউনুস (র) ...... বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক আনসারী ব্যক্তির একটি উটনী একটি বাগানে ঢুকে তা নষ্ট করে ফেলে। এতে নবী ﷺ ফায়সালা দিলেন যে, বাগান মালিক দিনে তার বাগান রক্ষা করবে, আর জন্তুর মালিকগণ জরিমানা বা দণ্ড প্রদান করবে, যা তাদের জন্তুগুলো রাতের বেলা (শস্য) বিনষ্ট করে।

٤٦٨٨ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ اَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطًا لِرَجُلٍ فَاَفْسَدَتْ فِيْهِ فَقَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ عَلَى اَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ وَاَنَّ مَا اَفْسَدَتِ الْمَوَاشِىْ بِاللَّيْلِ ضَمَانٌ عَلَى اَهْلِهَا ـ

৪৬৮৮. ইউনুস (র) ...... হারাম ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন মুহায়্যিসা (র) থেকে বর্ণিত যে, বারা ইব্‌ন আযিব (রা)-এর উটনী এক ব্যক্তির বাগানে ঢুকে তা বিনষ্ট করে ফেলে। অনন্তর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফায়সালা দিলেন যে, বাগান মালিকগণ দিনের বেলা এর হিফাযত করবে এবং যা কিছু রাতের বেলা জন্তুগুলো বিনষ্ট করবে, জন্তুমালিকগণ তার জামিন হবে।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এক দল আলিম এই সমস্ত হাদীসের দিকে গিয়ে বলেছেন যে, যে বস্তুকে দিনের বেলা জন্তু ক্ষতিগ্রস্ত করবে, কারো উপর এর ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে না এবং রাতের বেলা ক্ষতিগ্রস্ত করলে এই জন্তুর মালিকদের উপর এর ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে। তারা এ বিষয়ে এই সমস্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, জন্তু

যদি নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় দিনের বেলা বা রাতের বেলা (কোন ফসলের) ক্ষতি করে তাহলে জন্তু মালিকদের উপর জরিমানা নেই। তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীসমূহ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

٤٦٨٩ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الْحَضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ ثَنَا مُجَالِدُ بْنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلسَّائِمَةُ عَقْلُهَا جُبَارٌ اَلْمَعْدِنُ جُبَارٌ ـ

৪৬৮৯. ফাহাদ (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মুক্তভাবে বিচরণকারী জন্তুর আঘাত বাতিল, খনিতে পতিত হয়ে মৃত্যু (এর ক্ষতিপূরণ) বাতিল।

٤٦٩٠ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِيْ سَلْمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ـ

৪৬৯০. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, অবোধ জীব-জন্তুর (আঘাতের ক্ষতিপূরণ) বাতিল, খনিতে পতিত (হয়ে মৃত্যু) এর ক্ষতিপূরণ বাতিল।

٤٦٩١ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ قَالَ لَهُ السَّائِلُ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ مَعَهُ اَبُوْ سَلْمَةَ فَقَالَ اِنْ كَانَ مَعَهُ فَهُوَ مَعَهُ ـ

৪৬৯১. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। জনৈক প্রশ্নকারী তাঁকে (যুহ্‌রী র) জিজ্ঞাসা করল, হে আবূ মুহাম্মদ, তাঁর (সাঈদ র.) সঙ্গে কি আবূ সালমা (র) ও আছেন? তিনি বললেন, যদি তিনি তাঁর সঙ্গে থাকেন তাহলে তিনিও তাঁর সঙ্গে আছেন (অর্থাৎ উভয়ে এই হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন)।

٤٦٩٢ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৪৬৯২. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٦٩٣ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلْمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৪৬৯৩. আবূ বিশর রকী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٦٩٤ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

Contents

৪৬৯৪. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... মুহাম্মদ ইব্‌ন আম্‌র (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি নিজস্ব সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٦٩٥ـ حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৪৬৯৫. ফাহাদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٦٩٦ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৪৬৯৬. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٦٩٧ـ حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُوْلُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

৪৬৯৭. ফাহাদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল কাছেম ﷺ -কে বলতে শুনেছি। অতঃপর তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٦٩٨ـ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِىْ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ مِثْلَهُ ـ

৪৬৯৮. হুসাইন ইব্‌ন নাসর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে মারফু' হিসাবে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ বস্তুর জরিমানা বাতিল করে দিয়েছেন, যা অবোধ জন্তু ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। الجبار শব্দের অর্থ হলো বাতিল করা। সুতরাং ইব্‌ন মুহায়্যিসা (র)-এর রিওয়ায়াতের বক্তব্যকে এই হাদীস রহিত করে দিয়েছে, যদিও এই হাদীসটি 'মুনকাতি।' তাই এরূপ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশকারী আমাদের বিরুদ্ধে দলীল দিতে পারবেনা। যদিও ইমাম আওযায়ী (র) ওটাকে মুত্তাসিল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক (র) এবং ইমাম যুহরী (র) -এর নির্ভরযোগ্য শাগরিদগণ ওটাকে মুনকাতি' রূপে রিওয়ায়াত করেছেন। এতদসত্ত্বেও তাতে উল্লেখিত বিধান নবী সুলায়মান (আ)-এর ফায়সালা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, যা তিনি ঐ শস্য ক্ষেত্রের ব্যাপারে প্রদান করেছেন, যাতে কারো বকরির পাল প্রবেশ করেছিল।

নবী ﷺ ও অনুরূপ ফায়সালা প্রদান করেছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জন্য এই শরীয়ত-কে প্রকাশ করেছেন, যা পূর্ববর্তী আহকাম বা বিধানাবলীকে রহিত করে দিয়েছে।

এই বক্তব্যের উপর জাবির (রা) ও আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীস প্রমাণ বহন করে যে, এই হাদীস হারাম ইব্‌ন মুহায়্যিসা (র)-এর হাদীসের পরবর্তী হাদীস। তিনি (ইব্‌ন মুহায়্যিসা (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফায়সালা প্রদান করেছেন যে, জন্তু মালিকদের উপরে রাতের বেলা জন্তুর হিফাযত জরুরী এবং ফসল মালিকদের উপরে দিনের বেলা ফসলের হিফাযত আবশ্যক। নবী ﷺ জন্তু কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্তকে ঐ অবস্থায়

দণ্ডযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন, যখন জন্তু মালিকদের উপরে সেগুলোর সংরক্ষণ করা আবশ্যক। যদি তাদের উপর সেগুলোর সংরক্ষণ জরুরী না হয় তাহলে ক্ষতি করাটা দণ্ডযোগ্য হবে না। তাই তিনি রাতের বেলা নিয়ন্ত্রণহীন মুক্ত জন্তু কর্তৃক ক্ষতি করাকে দণ্ডযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন। কেননা সেগুলোর মালিকদের উপর সেগুলোর হিফাযত আবশ্যক করা হয়েছে। অতঃপর অন্য হাদীসে বলেছেন যে, অবোধ জন্তুর আঘাত বাতিল। সেগুলোর মুক্ত থাকা অবস্থায় ক্ষতি করাটা বাতিল হবে। সুতরাং এখন যদি সেটা বাগান নষ্ট করে কিংবা কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলে তবে তার মালিক জামিন দেবে না। যদিও সেগুলোর হিফাযত তার উপর জরুরী ছিল, যেন সেটা নিয়ন্ত্রণহীন হতে না পারে বা যখন তার থেকে এরূপ আশংকা করা হয়। বস্তুত যখন নবী ﷺ এই হাদীসে সেগুলোর হিফাযতের বিষয়টি বিবেচনা করেননি, বরং সেগুলোর নিয়ন্ত্রণহীন থাকার বিষয়টি বিবেচনা করেছেন এবং তার উপর ক্ষতিপূরণের দায় আরোপ করেননি। অতএব এ বিষয়ে রাত ও দিন সমান হওয়া সাব্যস্ত হয়। এতে প্রমাণিত হলো যে, জীব-জন্তু রাতে বা দিনে নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় ক্ষতি করলে জন্তু মালিকদের উপরে কোন জরিমানা হবে না। আর যদি মালিক স্বয়ং সেটাকে ছেড়ে দিয়ে থাকে এবং সেটা তৎক্ষণাত অথবা পরে নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় কোন কিছু ক্ষতি করে বসে, তবে মালিক জরিমানা আদায় করবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত। আর এই সমস্ত রিওয়ায়াতকে আমাদের উল্লেখকৃত অর্থে প্রয়োগ করা অধিকতর সংগত।

١٠- بَابُ غُرَّةِ الْجَنِيْنِ الْمَحْكُوْمِ بِهَا فِيْهِ لِمَنْ هِيَ

১০. অনুচ্ছেদ ঃ গর্ভস্থ সন্তানের বদলায় আবশ্যক গুররা (দাস বা দাসী) কার জন্য হবে

٤٦٩٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ سَلْمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى فَطَرَحَتْ جَنِيْنَهَا فَقَضٰى فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِغُرَّةِ عَبْدٍ اَوْ وَلِيْدَةٍ -

৪৬৯৯. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হুযায়ল গোত্রের এক মহিলা অপর মহিলাকে (পাথর ইত্যাদী) ছুঁড়ে মারলে তার গর্ভপাত হয়ে যায়। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গুররা অর্থাৎ একটি দাস বা দাসী (দিয়াত) প্রদানের ফায়সালা দেন।

٤٧٠٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ جَنِيْنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِيْ لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةِ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ وَاَنَّ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تَوَفِّيَتْ فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِاَنَّ مِيْرَاثَهَا لِبَنِيْهَا وَزَوْجِهَا وَاَنَّ الْعَقْلَ عَلٰى عَصَبَتِهَا -

৪৭০০. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'বানূ লিহইয়ান' গোত্রের এক মহিলার গর্ভপাত হওয়া সন্তানের ক্ষেত্রে একটি গুররা অর্থাৎ একটি দাস বা দাসী প্রদানের ফায়সালা দিয়েছেন। যে মহিলার বিপক্ষে গুররার ফায়সালা দিয়েছিলেন সে মারা গেলো। অনন্তর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফায়সালা দিলেন যে, তার উত্তরাধিকার লাভ করবে তার সন্তান ও স্বামী এবং দিয়াত আদায়ের দায় আরোপিত হবে (তার 'আকিলা') পিতৃ পক্ষীয় আত্মীয়দের উপর।

٤٧٠١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِى سَلْمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْجَنِيْنِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ فَقَالَ الَّذِىْ قُضِىَ عَلَيْهِ انَعْقَلَ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ اَكَلَ وَلاَ صَاحَ فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذٰلِكَ بَطَلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذَا يَقُوْلُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ فِيْهِ غُرَّةٌ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ -

৪৭০১. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গর্ভস্থ সন্তানের ব্যাপারে গুররা অর্থাৎ একটি দাস বা দাসী প্রদানের ফায়সমালা দিয়েছেন। তখন যার বিপক্ষে হিদায়াতের ফায়সালা হয়েছিল সে বলল, যে পানও করেনি, খায়ওনি, শব্দও করেনি এবং কাঁদেওনি, এরূপ ব্যাপারতো বাতিলযোগ্য। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এ তো কবিদের মতো কথা বলে। এতে গুররা অর্থাৎ একটি দাস বা দাসী ধার্য হবে।

٤٧٠٢- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ رَجُلاً كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَضَرَبَتْ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى بِعُمُوْدِ فُسْطَاطٍ اَوْ بِحَجَرٍ فَاَسْقَطَتْ فَرُفِعَ ذٰلِكَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ الَّذِىْ يُخَاصِمُ كَيْفَ يُعْقَلُ اَوْ كَيْفَ يُوْدٰى مَنْ لاَصَاحَ فَاسْتَهَلَّ وَلاَشَرِبَ وَلاَ اَكَلَ فَقَالَ النَّبِىُّ اَسَجَعٌ كَسَجَعِ الْاَعْرَابِ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْهِ غُرَّةً وَجَعَلَ عَلٰى قَوْمِهَا -

৪৭০২. হুসাইন ইব্‌ন নাসর (র) ..... মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তির দুই স্ত্রীর একজন অপরজনকে তাঁবুর খুঁটি অথবা পাথর ছুঁড়ে মারে। এতে দ্বিতীয় মহিলার গর্ভপাত হয়ে যায়। ঘটনাটি নবী ﷺ -এর দরবারে পেশ করা হয়। বিবাদকারী বলল, তার দিয়াত কিভাবে হবে অথবা (বলেছে) কিভাবে আদায় করা হবে, যে শব্দও করেনি, কাঁদেওনি, পানও করেনি এবং খায়ওনি? নবী ﷺ বললেন, এতো গ্রাম্য কবিদের ন্যায় কবিতা আবৃত্তি করে। অনন্তর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গুররা (অর্থাৎ একটি দাস বা দাসী) প্রদানের ফয়সালা দিলেন এবং তা ঐ (হত্যাকারিণী) মহিলার কাওমের উপর আরোপ করলেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম মত গ্রহণ করেছেন যে, গর্ভস্থ সন্তানের ব্যাপারে যে গুররা ওয়াজিব হবে তা পাবে গর্ভস্থ সন্তানের মা। কেননা জানা নেই যে, মাকে মারার প্রাক্কালে গর্ভস্থ সন্তান জীবিত ছিল কিনা। পক্ষান্তরে অন্যান্য আলিমগণের মতে যেই গুররার (দাস বা দাসী) ফায়সালা দেয়া হয়েছে তা গর্ভস্থ বাচ্চার জন্য হবে। অতঃপর তারাই তার উত্তরাধিকার পাবে যারা এ বাচ্চা জীবিত হওয়ার অবস্থায় উত্তরাধিকারী হত।

এ বিষয়ে তাদের দলীল হলো সেটি, যা আমরা এই রিওয়ায়াত সমুহের অধীনে উল্লেখ করেছি যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গুররা (দাস বা দাসী) প্রদানের ফায়সালা দিয়েছেন তখন সে বলল, ওই ব্যক্তির দিয়াত কিভাবে দেয়া হবে, যে খায়ওনি, পানও করেনি এবং কথাও বলেনি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এতে একটি গুররা অর্থাৎ একটি দাস বা দাসী দিতে হবে এবং ছন্দযুক্তকারীকে এটা বলেন নাই যে, আমি এই বিধান এজন্য দিয়েছি যে, মহিলাকে ক্ষতি করা হয়েছে, গর্ভস্থ সন্তানের বা বাচ্চার কারণে এই বিধান নয়।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর সেই রিওয়ায়াতসমূহও প্রমাণ বহন করে, যা আমরা এই গ্রন্থে ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, ঐ প্রহারের কারণে প্রহৃত মহিলা মরে গিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাতে 'গুররা' ও দিয়াতের যুগপৎ ফায়সালা দিয়েছেন। যদি গুররাটি সেই নিহত মহিলার হত তাহলে তিনি তার জন্য গুরারার ফায়সালা দিতেন না এবং তার অবস্থা ঐ মহিলার মত হত যাকে অন্য মহিলা প্রহার করেছ আর সে তার প্রহারের কারণে মরে গিয়েছে। তাহলে ঐ (হত্যাকারিণী) মহিলার উপর তার দিয়াত আবশ্যক হবে এবং প্রহার করার কারণে তার উপর কোন দণ্ড (আবশ্যক) হবে না।

সুতরাং যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মহিলার দিয়াত সত্ত্বেও গুররার ফায়সালা দেয়ায় সাব্যস্ত হলো যে, গুররা গর্ভস্থ সন্তানের দিয়াত, মহিলার নয়। সে ঐ গর্ভস্থ বাচ্চা থেকে অনুরূপভাবে উত্তরাধিকারী হবে যেমন তার জীবিত হওয়া এবং এরপর মরে যাওয়ার অবস্থায় তার উত্তরাধিকারী হত। আর এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতসমূহের অনুসরণ রয়েছে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

كِتَابُ السِّيَرِ

অধ্যায় ঃ জিহাদ

١- بَابُ الْاِمَامِ يُرِيْدُ قِتَالَ اَهْلِ الْحَرْبِ هَلْ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَالِكَ اَنْ يَدْعُوْهُمْ اَمْ لاَ

১. অনুচ্ছেদ ঃ মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান হারবী কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইলে প্রথমে কি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া তাঁর উপর আবশ্যক কি না?

٤٧٠٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ الْفِرْيَابِيُّ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَعِيْدِ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَمَّرَ رَجُلاً عَلٰى سَرِيَّةٍ قَالَ لَهُ اِذَالَقِيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَادْعُهُمْ اِلٰى اِحْدٰى ثَلاَثِ خِصَالٍ فَاَيَّتُهُنَّ اَجَابُوْكَ اِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ اُدْعُهُمْ اِلَى الْاِسْلاَمِ فَاِنْ اَجَابُوْكَ فَاَقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ اُدْعُهُمْ اِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ اِلٰى دَارِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَخْبِرْهُمْ اَنَّهُمْ اِنْ فَعَلُوْا ذٰلِكَ اَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِيْنَ وَلَهُمْ مَالَهُمْ فَاِنْ هُمْ اَبَوْا فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّهُمْ كَاَعْرَابِ الْمُسْلِمِيْنَ يَجْرِىْ عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللّٰهِ الَّذِىْ يَجْرِىْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَلاَ يَكُوْنُ لَهُمْ فِى الْفَيْئِ وَالْغَنِيْمَةِ شَيْئٌ اِلاَّ يُجَاهِدُوْا مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاِنْ هُمْ اَبَوْا اَنْ يَدْخُلُوْا فِى الْاِسْلاَمِ فَسَلْهُمْ اِعْطَاءَ الْجِزْيَةِ فَاِنْ اَجَابُوْا فَاَقْبَلْ عَنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَاِنْ اَبَوْا فَاسْتَعِنِ اللّٰهَ وَقَاتِلْهُمْ قَالَ عَلْقَمَةُ فَحَدَّثْتُ بِهٖ مُقَابِلَ بْنَ حَيَّانَ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ مُسْلِمُ بْنُ الْهَيْصَمِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৪৭০৩. আবূ বিশর আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান রকী (র) ..... ইব্‌ন বুরায়দা (র) তৎ পিতা বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন বাহিনীর উপর কাউকে আমীর নিযুক্ত করে পাঠাতেন তখন তাকে বলতেন, যখন তুমি তোমার মুশরিক শত্রুদের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হবে তখন তাদেরকে তিনটি বিষয়ের কোন একটি গ্রহণের আহ্বান জানাবে। তারা তা থেকে যেটি মেনে নিবে তুমি তাদের থেকে সেটি গ্রহণ করবে এবং তাদের বিষয়ে বিরত থাকবে। প্রথমে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাবে। যদি তারা এতে সাড়া দেয় তুমি তাদের থেকে তা গ্রহণ রকবে এবং তাদের বিষয়ে বিরত থাকবে। অতঃপর তাদের

দেশ থেকে মুসলমানদের অঞ্চলে (দারুল ইসলাম) হিযরত করতে বলবে এবং তাদের অবহিত করবে। যদি তারা তা করে তবে মুহাজিরগণের উপর যে দায়িত্ব বর্তায় তাদের উপরও সে দায়িত্ব বর্তাবে, মুহাজিরগণ যে অধিকার ভোগ করে তারাও তা ভোগ করবে। যদি তারা (স্থান পরিবর্তনে) অস্বীকৃতি জানায় তবে তাদের অবহিত করবে যে, তারা মরু অঞ্চলে (গ্রামাঞ্চলে) বসবাসরত সাধারণ মুসলিমদের মত গণ্য হবে। তাদের উপর আল্লাহ্র সেই বিধান প্রযোজ্য হবে, যা মু'মিনদের উপর প্রযোজ্য হয়। জিহাদে মুসলিমদের সঙ্গে সক্রীয়ভাবে অংশ গ্রহণ ব্যতিরেকে গনীমত ও ফাই সম্পদে তাদের কোন অধিকার থাকবে না। যদি তারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তাদেরকে 'জিয্ইয়া' প্রদানের হুকুম দিবে। যদি তারা তাতে সাড়া দেয় তোমরা তা গ্রহণ করবে এবং তাদের বিষয়ে বিরত থাকবে। যদি তারা তাতে অস্বীকৃতি জানায় তবে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আলকামা (র) বলেন, আমি এ বিষয়টি মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র)-কে বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আমাকে মুসলিম ইব্ন হায়সাম (র) নো'মান ইব্ন মুকাররিন (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٧٠٤- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُذَيْفَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ حَدِيْثَ عَلْقَمَةَ عَنْ مُقَاتِلٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ هَيْصَمٍ -

৪৭০৪. ইব্ন মারযূক (র) ..... সুফইয়ান (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি নিজস্ব সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি মুকাতিল (র.) থেকে আলকামা (র.)-এর রিওয়ায়াত উল্লেখ করেন নাই, যা তিনি (মুকাতিল র.) মুসলিম ইব্ন হাইসাম (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٧٠٥- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنِى جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ الْحَضْرَمِيِّ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৪৭০৫. ফাহাদ (র) আবূ সালিহ ও রাওহ ইব্নুল ফারাজ (র) ..... আলকামা ইব্ন মারছাদ হায্রামী (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি স্বীয় ইসনাদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٧٠٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيْ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا وَجَّهَ عَلِيَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ اِلٰى خَيْبَرَ وَاَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اُقَاتِلُ هُمْ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مِثْلَنَا قَالَ انْفُذْ عَلٰى رِسْلِكَ حَتّٰى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ وَاَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَوَاللّٰهِ لَاَنْ يَهْدِىَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَنْ تَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ -

৪৭০৬. ইউনুস (র) ..... সাহল ইব্ন সা'দ আস্সাইদী (র) থেকে বর্ণিত যে, যখন নবী ﷺ আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)-কে খায়বার অভিযানে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁকে ঝাণ্ডা প্রদান করেছন। আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বললেন, আমি তাদের সঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করব যতক্ষণ না তারা আমাদের অনুরূপ হয়ে যায়?

তিনি বললেন, তুমি স্বাভাবিক অবস্থায় চলতে চলতে যখন তাদের অঞ্চলে অবতীর্ণ হবে তখন তাদেরকে ইসলামের আহ্বান জানিয়ে বলবে যে, তাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার কি হক ওয়াজিব। আল্লাহ্র কসম! যদি আল্লাহ্ তোমার দ্বারা একজনকেও হিদায়াত দান করেন তবে এটা তোমার জন্য লাল উট অপেক্ষা উত্তম হবে।

٤٧٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ السَّقْطِيُّ قَالَ ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ اَخِيْ اَنَسَ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ اِلٰى قَوْمٍ يُقَاتِلُهُمْ ثُمَّ بَعَثَ فِيْ اَثَرِهِ يَدْعُوْهُ وَقَالَ لَهُ لاَتَاْتِهِ مِنْ خَلْفِهِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ قَالَ وَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِيًا اَنْ لاَّيُقَاتِلَهُمْ حَتّٰى يَدْعُوَهُمْ -

৪৭০৭. মুহাম্মদ ইব্ন নো'মান সাক্তী (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর ভাতিজা স্বীয় চাচা (আনাস ইব্ন মালিক রা) থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)-কে এক কওমের দিকে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করেন। অতঃপর তাঁর পিছনে কাউকে ডাকার জন্য পাঠালেন এবং তাকে বললেন, তার পিছনের দিক থেকে নয় বরং সামনের দিক দিয়ে আসবে। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী (রা)-কে এই নির্দেশ দিলেন যে, যতক্ষণ না তাদের (কাফিরদেরকে) -কে ইসলামের আহ্বান জানাবে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেনা।

٤٧٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَا قَتَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَوْمًا حَتّٰى يَدْعُوَهُمْ -

৪৭০৮. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন কাওমকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার পূর্বে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন নাই।

٤٧٠٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عِيْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ نَجِيْحٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৪৭০৯. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন আবী নাজীহ (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি নিজস্ব সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٧١٠- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِيْ زَائِدَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيْحٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৪৭১০. সালিহ ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... ইব্ন আবী নাজীহ (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি নিজস্ব সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٧١١- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৪৭১১. হুসাইন ইব্ন নাসর (র) ..... হাজ্জাজ (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি স্বীয় ইসনাদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

পর্যালোচনা

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন যে, ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) ও সৈন্যবাহিনী যখন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সংকল্প করবে তখন এর (যুদ্ধের) পূর্বে তাদেরকে ওই কথার দিকে আহ্বান জানাবে, যা আমরা বুরায়দা (রা)-এর হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছি। তারা এ বিষয়ে এই সমস্ত (উল্লেখিত) হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। তারা বলেছেন, যদি ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) অথবা সৈন্যবাহিনী থেকে কেউ তাদেরকে (ইসলামের) এই দাওয়াত ছাড়াই যুদ্ধ করে তবে তারা গোনাহগার হবে। পক্ষান্তরে অন্যান্যদের মতে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা এবং তাদের বিরুদ্ধে লুটপাট করাতে কোন দোষ নেই, যদিও এর পূর্বে তাদেরকে ইসলামের আহ্বান জানানো না হোক। এ বিষয়ে তারা নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

٤٧١٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَبِي الْاَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَغِرْ عَلٰى اُبْنٰى صَبَاحًا ثُمَّ حَرِّقْ -

৪৭১২. সুলায়মান ইব্ন শুআইব (র) ..... উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি 'উব্না' অধিবাসীদের উপর ভোরে আক্রমণ কর এবং (তাদের বাগান ইত্যাদীকে) জ্বালিয়ে দাও।

٤٧١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ وَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالُوْا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيْ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُغِيْرُ عَلَى الْعَدُوِّ عِنْدَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ فَيَسْتَمِعُ فَاِنْ سَمِعَ اَذَانًا اَمْسَكَ وَاِلاَّ اَغَارَ -

৪৭১৩. মুহাম্মদ ইবনুল হাজ্জাজ (র), মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র), ইব্ন আবী দাউদ (র) ও ইব্ন মারযূক (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শত্রুর বিরুদ্ধে ফজরের সালাতের সময় অতর্কিত আক্রমণ করতেন। লক্ষ্য করে শুনতেন, যদি আযান (এর শব্দ) শুনতেন বিরত থাকতেন, অন্যথায় অতর্কিত আক্রমণ করতেন।

٤٧١٤- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ زَاذَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৪৭১৪. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ-থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٧١٥- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ سُفْيَانُ بْنُ بَهْلُوْلِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ قَالَ ثَنٰى حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يُغِرْ عَلَيْهِمْ حَتّٰى يُصْبِحَ فَاِنْ سَمِعَ اَذَانًا اَمْسَكَ وَاِنْ لَّمْ يَسْمَعْ اَذَانًا اَغَارَ فَنَزَلْنَا خَيْبَرَ فَلَمَّا اَصْبَحَ وَلَمْ يَسْمَعْ اَذَانًا رَكِبَ وَرَكِبْنَا مَعَهُ رَكِبْتُ خَلْفَ اَبِىْ طَلْحَةَ وَاِنَّ قَدَمِىْ لَتَمَسُّ قَدَمَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَقْبَلَنَا عُمَّالُ خَيْبَرَ قَدْ اَخْرَجُوْا مَسَاحِيْهِمْ وَمَكَاتِلَهُمْ فَلَمَّا رَأَوُا النَّبِىَّ ﷺ وَالْجَيْشَ قَالُوْا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ فَاَدْبَرُوْا هِرَابًا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ -

৪৭১৫. ফাহাদ (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে চাইতেন তবে সকাল না হওয়া পর্যন্ত তাদের উপড় অতর্কিত আক্রমণ করতেন না। যদি (সকাল বেলা) আযান শুনতেন বিরত থাকতেন, আর যদি আযান না শুনতেন অতর্কিত আক্রমণ করতেন। আমরা খায়বারে (যুদ্ধের জন্য) অবতীর্ণ হলাম। যখন সকাল হলো এবং তিনি আযান শুনলেন না তখন তিনি আরোহণ করলে আমরাও তাঁর সঙ্গে আরোহণ করলাম। আমি আবূ তালহা (রা)-এর পিছনে আরোহণ করলাম। আমার পা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পবিত্র পা-কে স্পর্শ করছিল। খায়বারের মেহনতী (মানুষগুলো) আমাদের সামনে পড়ল, তারা তাদের কোদাল ও ঝুড়িসহ (কাজের উদ্দেশ্যে) বের হয়েছিল। যখন তারা নবী ﷺ ও বাহিনীকে দেখল তখন বলতে লাগল, মুহাম্মদ পূর্ণাঙ্গ বাহিনী নিয়ে এসেছে। তারা পালিয়ে গেল। নবী ﷺ বললেন, আল্লাহু আকবার, খায়বার বিনষ্ট হয়ে গেল, আমরা যখন কোন (শত্রু) সম্প্রদায়ের অঙ্গনে অবতরণ করি তখন যাদের সতর্ক করা হয়েছিল কতই না মন্দ হয় তাদের সেই ভোর।

٤٧١٦- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ بَهْلُوْلِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنَ عُتْبَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خُبَيْبِ الْجُهَنِىْ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ مَكِيْثِ الْجُهَنِىْ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَالِبَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اللَّيْثِىْ فِىْ سَرِيَّةٍ كُنْتُ فِيْهِمْ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يَّشُنَّ الْغَارَةَ عَلٰى بَنِى الْمُلَوَّحِ بِالْكَدِيْدِ قَالَ فَرَاحَتِ الْمَاشِيَةُ مِنْ اِبِلِهِمْ وَغَنَمِهِمْ فَلَمَّا احْتَلَبُوْا وَعَطَنُوْا وَاطْمَاَنُّوْا نِيَامًا شَنَنَّا عَلَيْهِمُ الْغَارَةَ فَقَتَلْنَا وَاسْتَقْنَا النَّعَمَ -

৪৭১৬. ফাহাদ (র) ..... জুনদুব ইব্‌ন মাকীস জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গালিব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ লায়সী (রা) কে একটি ছোট বাহিনীতে প্রেরণ করেন, আমিও তাদের মাঝে ছিলাম। তিনি তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, 'কাদীদ' নামক স্থানে ইব্‌ন মুলাও-এর উপর অতর্কিত আক্রমণ করবে। রাবী বলেন, সন্ধ্যা বেলা যখন তাদের উট এবং বকরীগুলো (চারণ ভূমী থেকে) ফিরে এলো, তারা সেগুলোর দুধ দোহন করল, এবং সেগুলোকে (উটি ঘরে) বসিয়ে দিল। অতঃপর তারা নিশ্চিন্তভাবে শুয়ে

পড়ল। তখন আমরা তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করলাম এবং তাদেরকে হত্যা করে তাদের জন্তুগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে এলাম।

٤٧١٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ الْمُغِيْرَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ جَاءَ اَبُوْ الْعَالِيَةِ اِلَيَّ وَاِلٰى صَاحِبٍ لِّيْ فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ حَتّٰى اَتَيْنَا نَصْرَ بْنَ عَاصِمٍ اللَّيْثِيْ فَقَالَ اَبُوْ الْعَالِيَةِ حَدِّثْ هٰذَيْنِ حَدِيْثَكَ قَالَ ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مَالِكِ اللَّيْثِيْ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَرِيَّةً فَاغَارَتْ عَلَى الْقَوْمِ فَشَذَّ رَجُلُ وَّاَتْبَعَهُ رَجُلُ مِنَ السَّرِيَّةِ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيْثًا طَوِيْلًا اَرَدْنَا مِنْهُ مِنْ ذِكْرِ الْغَارَةِ -

৪৭১৭. সুলায়মান ইব্ন শু'আইব (র) ..... হুমায়দ ইব্ন হিলাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূল আলিয়া (র) আমার এবং আমার এক সাথীর নিকট এলেন। আমরা তার সঙ্গে চললাম। অবশেষে আমরা নাসর ইব্ন আসিম লায়সী (র)-এর নিকট এলাম। আবুল আলিয়া (র) বললেন, এ দু'জনকে আপনার হাদীসটি বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, আমাকে উকবা ইব্ন মালিক লায়সী (র) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি ছোট বাহিনী (অভিযানে) প্রেরণ করেন। উক্ত বাহিনী এক সম্প্রদায়ের উপর অতর্কিত আক্রমণ করল। (তাদের) এক ব্যক্তি আক্রমণ করলে বাহিনী থেকে এক ব্যক্তি তার পিছনে অনুসরণ করল। অতঃপর তিনি এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করলেন, তা থেকে আমরা উদ্দেশ্য করেছি অতর্কিত আক্রমণ করার বিষয়টি ঐ হাদীসে রয়েছে।

٤٧١٨- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بَشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ اَيَاسِ بْنِ سَلْمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا قَرَبْنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اَمَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ الصِّدِّيْقُ فَشَنَنَّا عَلَيْهِمُ الْغَارَةَ -

৪৭১৮. ইব্ন মারযূক (র) ..... ইয়াস ইব্ন সালমা ইব্ন আকওয়া' (র) তৎ পিতা (সালমা ইব্ন আকওয়া রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা মুশ্‌রিকদের নিকটবর্তী হলাম তখন আবূ বাকর ছিদ্দিক (রা) আমাদেরকে (আক্রমণের) নির্দেশ দিলে তাদের উপর আমরা অতর্কিত আক্রমণ করলাম।

এই সমস্ত হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অতর্কিত আক্রমণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং অতর্কিত আক্রমণ ততক্ষণ পর্যন্ত হয় না যতক্ষণ না এর পূর্বে (ইসলামের) আহ্বান ও ভয় প্রদর্শন করা হয়। সুতরাং আমাদের বর্ণিত একটি রিওয়ায়াত অন্যটির জন্য রহিতকারী হতে পারে।

ইমাম তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক দলীল

তাই আমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ পেয়েছি ঃ

ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র), আবূ বাক্‌রা (র) ও ইব্ন মারযূক (র) আবদুল্লাহ ইব্ন আউন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাফি' (র)-কে পত্রযোগে যুদ্ধের পূর্বে ইসলামের দাওয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এটা ইসলামের শুরু যুগে ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বানূ মুস্‌তালিক গোত্রের উপর আক্রমণ করলেন, তখন তারা দুপুরের আরামে ছিল, তাদের জন্তুগুলো পানির (কুয়োর) উপর ছিল। তিনি তাদের যোদ্ধাদেরকে

হত্যা করলেন এবং অন্যদের বন্দী করলেন। সেদিন তিনি জুওয়ায়রিয়্যা বিন্‌ত হারিস (রা)-কে লাভ করে ছিলেন। নাফি (র) বলেন, আমাকে এই হাদীসটি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) বর্ণনা করেছেন এবং তিনি ওই বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

٤٧١٩ـ ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ مِثْلَهُ ـ

৪৭১৯. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইব্‌ন আউন (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٧٢٠ـ اِذَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيْ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيْ قَالَ كُلُّ ذٰلِكَ قَدْ كَانَ قَدْ كُنَّا نَغْزُوْ فَنَدْعُوْ وَلَا نَدْعُوْ ـ

৪৭২০. রাওহ ইব্‌নুল ফারাজ (র) ..... আবূ উসমান নাহদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'রকমই ছিল। কখনো আমরা হামলার আগে দাওয়াত দিতাম, কখনো দিতামনা।

٤٧٢١ـ وَاِذَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الضَّرِيْرُ قَالَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ اَنَّ سُلَيْمٰنَ التَّيْمِيَّ اَخْبَرَهُمْ عَنْ عُثْمَانَ النَّهْدِيْ قَالَ ثَنَا نَغْزُوْ فَنَدعُوْ وَلَانَدْعُوْ ـ

৪৭২১. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... আবূ উসমান নাহদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জিহাদ করতাম; কখনো (তাদেরকে ইসলামের) জানাতাম, আবার কখনো জানাতাম না।

٤٧٢٢ـ وَاِذَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا مُبَارَكٌ قَالَ كَانَ الْحَسَنُ يَقُوْلُ لَيْسَ عَلَى الرُّوْمِ دَعْوَةٌ لِاَنَّهُمْ قَدْ دُعُوْا ـ

৪৭২২. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... মুবারক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসান (র) বলতেন, রোমকদের ক্ষেত্রে আগাম দাওয়াত (জরুরী) নয়। কেননা তাদেরকে দাওয়াত দেয়া হয়ে গিয়েছে।

٤٧٢٣ـ وَاِذَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْ حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لِاِبْرَاهِيْمَ اَنْ نَاسًا يَقُوْلُوْنَ اَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ يَنْبَغِيْ اَنْ يُّدْعُوْا فَقَالَ قَدْ عَلِمَتِ الرُّوْمُ عَلٰى مَايُقَاتَلُوْنَ وَقَدْ عَلِمَتِ الدَّيْلَمُ عَلٰى مَا يُقَاتَلُوْنَ ـ

৪৭২৩. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ হামযা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবরাহীম (র)-কে বললাম, কতক লোক বলে যে, মুশ্‌রিকদেরকে (ইসলামের) আহ্বান জানানো বাঞ্ছনীয়। তিনি বললেন, রোমানরা অবহিত যে, তাদের বিরুদ্ধে কি জন্য লড়াই করা হচ্ছে এবং দায়লামীরাও অবহিত যে, তাদের বিরুদ্ধে কি কারণে যুদ্ধ করা হচ্ছে।

٤٧٢٤ـ وَاِذَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيْ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَأَلْتُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ دُعَاءِ الدَّيْلَمِ فَقَالَ قَدْ عَلِمُوْا مَاالدُّعَاءُ ـ

৪৭২৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... মানসূর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবরাহীম (র)-কে দায়লামীদেরকে দাওয়াত দেয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম । তিনি বললেন, ইসলামের দাওয়াত তার অবহিত রয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ যা কিছু আমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রিওয়ায়াত করেছি তাতে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, দাওয়াতের আবশ্যকতা ইসলামের শুরুতে ছিল। কেননা তখন সবার কাছে দাওয়াত পৌছায়নি এবং তারা জানতও না যে, তাদের বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ করা হয়। তাই দাওয়াত দেয়ার নির্দেশ ছিল যেন তা তাদের জন্য তাবলীগ হয়ে যায় এবং তাদেরকে অবহিত করা হয় যে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কারণ কি? অতঃপর অপর লোকদের উপর আক্রমণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই এর মর্ম এটাই হলো যে, এরা আহ্বানের মুখাপেক্ষী ছিল না, কেননা তারা অবহিত ছিল যে, তাদেরকে কিসের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে। আর যদি তারা আহ্বানে সাড়া দিত তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হত না। সুতরাং আহ্বানের কোন অর্থ হয় না। ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এরূপই বলতেন যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছে গিয়েছে। এখন ইমাম আগাম দাওয়াত দেয়া ছাড়াই তাদের সঙ্গে লড়াই করতে পারেন। আর যে সমস্ত সম্প্রদায়ের কাছে ইসলামের আহ্বান পৌছায়নি তাদের সঙ্গে লড়াই করা সমীচীন নয়, যতক্ষণ না তাদের উপর স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কিসের জন্য বা কি কারণে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে এবং তাদেরকে কিসের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে।

ইসলাম ত্যাগকারী মুরতাদ সম্পর্কে ফকীহগণ বিরোধ করেছেন যে, তার থেকে তাওবা তলব করা হবে কিনা? একদল আলিম বলেন, মুরতাদ থেকে ইমামের তাওবা তলব করা উত্তম। যদি সে তাওবা করে তবে তো ভাল, অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে। এ অভিমত যারা পোষণ করেছেন ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) তাদের অন্যতম। অপর একদল আলিম বলেন, তার থেকে তাওবা তলব করা হবে না। তারা তার বিধানকে হারবী কাফিরদের বিধানানুরূপ সাব্যস্ত করেছেন। যেমনভাবে আমরা তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত (আহ্বান) দেয়া না দেয়া সম্পর্কে বর্ণনা করেছি। তাঁরা বলেছেন যে, ঐ ব্যক্তি থেকে তাওবা তলব করা আবশ্যক, যে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে মুরতাদ হয়েছে। পক্ষান্তরে যে জেনেশুনে মুরতাদ হয়েছে তাকে হত্যা করা হবে, তার থেকে তাওবা তলব করা হবেনা। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) 'কিতাবুলু ইমলাতে' এ কথাটি বলেছেন। তিনি বলেন, আমি তো তাকে হত্যা করব এবং তার থেকে তাওবা তলব করব না। তবে সে যদি হত্যার পূর্বে তাওবা করে তাহলে তাকে অব্যাহতি দেবো এবং তার (অন্তরের) বিষয়টি আল্লাহ্‌র হাওয়ালা করে দিব।

সুলায়মান ইব্‌ন শু'আইব (র) স্বীয় পিতা থেকে, তিনি ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকেও এটা রিওয়ায়াত করেছেন।

মুরতাদ থেকে তাওবা তলব করা না করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবাদের একদল থেকে মতবিরোধ বর্ণিত আছে। তাদের থেকে কিছু রিওয়ায়াত নিম্নরূপ ঃ

٤٧٢٥ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِىْ قَالَ ثَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا فَتَحْنَا تُسْتَرْ بَعَثَنِىْ اَبُوْ مُوْسٰى اِلٰى عُمَرَ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَيْهِ قَالَ مَا فَعَلَ حُجَيْبَةُ وَاَصْحَابُهُ وَكَانُوْا ارْتَدُّوْا عَنِ الْاِسْلَامِ وَلَحِقُوْا بِالْمُشْرِكِيْنَ

فَقَتَلَهُمُ الْمُسْلِمُوْنَ فَاَخَذْتُ بِهِ فِيْ حَدِيْثٍ اُخَرَ فَقَالَ مَا فَعَلَ النَّفَرُ الْبَكْرِيُوْنَ قُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّهُمْ اِرْتَدُّوْا عَنِ الْاِسْلَامِ وَلَحِقُوْا مَعَهُمْ بِالْمُشْرِكِيْنَ فَقُتِلُوْا فَقَالَ عُمَرُ لاَنْ يَكُوْنَ اَخَذْتُهُمْ سِلْمًا اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا قُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا كَانَ سَبِيْلُهُمْ لَوْ اَخَذْتَهُمْ سِلْمًا اِلاَّ الْقَتْلَ قَوْمٌ اِرْتَدُّوْا عَنِ الْاِسْلَامِ وَلَحِقُوْا بِالْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ لَوْ اَخَذْتُهُمْ سِلْمًا لَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْبَابَ الَّذِيْ خَرَجُوْا مِنْهُ فَاِنْ رَجَعُوْا وَاِلاَّ اسْتَوْدَعْتُهُمُ السِّجْنَ

৪৭২৫. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা 'তুস্তার' নামক জায়গা জয় করলাম তখন আবূ মূসা (রা) আমাকে উমার (রা)-এর নিকট পাঠালেন। যখন আমি তার দরবারে হাযির হলাম, তিনি বললেন, হুজায়বা এবং তার সঙ্গীরা কি করেছে? তারা ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে মুশ্রিকদের সাথে মিলিত হয়েছিল। মুসলিমগণ তাদেরকে হত্যা করেছে। অতঃপর আমি অন্য প্রসঙ্গে কথা বলা শুরু করলাম। তিনি (রা) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাকরী দলের অবস্থা কি? আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! তারা মুরতাদ হয়ে মুশ্রিকদের সাথে মিলিত হয়েছে এবং তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। উমার (রা) বললেন, তাদেরকে জীবিত পাকড়াও করা আমার কাছে বেশি পসন্দনীয় হত। আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি তাদেরকে জীবিত পাকড়াও করলেও হত্যার হুকুমই দিতেন। কারণ তারা তো মুরতাদ হয়ে মুশরিকদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তিনি বললেন, তাদেরকে জীবিত পাকড়াও করা হলে আমি তাদের সামনে সেই দরোজা পেশ করতাম যা থেকে তারা বেরিয়েছিল। যদি তারা ফিরে আসত ভাল কথা, অন্যথায় আমি তাদেরকে জেলখানায় সোপর্দ করতাম।

٤٧٢٦ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ اُخِذَ بِالْكُوْفَةِ رِجَالٌ يَفْشُوْنَ حَدِيْثَ مُسَيْلَمَةَ الْكَذَّابِ فَكَتَبَ فِيْهِمْ اِلٰى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَكَتَبَ عُثْمَانُ اَنْ اَعْرِضْ عَلَيْهِمْ دِيْنَ الْحَقِّ وَشَهَادَةَ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَمَنْ قَبِلَهَا وَتَبَرَّاَ مِنْ مُسَيْلَمَةَ فَلاَ تَقْتُلْهُ وَمَنْ لَزِمَ دِيْنَ مُسَيْلَمَةَ فَاقْتُلُوْهُ فَقَبِلَهَا رِجَالٌ مِّنْهُمْ فَتُرِكُوْا وَلَزِمَ دِيْنَ مُسَيْلَمَةَ رِجَالٌ فَقُتِلُوْا ـ

৪৭২৬. ইউনুস (র) ..... উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উত্বা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুফা (নগরীতে) কতিপয় লোককে পাকড়াও করা হলো, যারা 'মুসায়লামাতুল কায্যাব'-এর (মিথ্যা) বিষয়গুলো প্রচার করছিল। তিনি তাদের ব্যাপারে উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-কে লিখলেন। উসমান (রা) জানালেন, তাদের সামনে দীনে হক এবং কালিমা পেশ কর। যে তা গ্রহণ করবে এবং মুসায়লামা থেকে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে তাকে হত্যা করবে না। আর যে মুসায়লামার (মিথ্যা) দীনকে আঁকড়ে থাকবে তাকে হত্যা কর। অনন্তর কিছু লোক তা (দীনে ইসলাম) গ্রহণ করলে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয় এবং কিছু লোক মুসায়লামার (মিথ্যা) দীন আঁকড়ে থাকলে তাদেরকে হত্যা করা হয়।

٤٧٢٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ ثَنِى يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الزُّهْرِىْ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ لَمَّا افْتَتَحَ سَعْدُ وَاَبُوْ مُوْسٰى تُسْتُرَ اَرْسَلَ اَبُوْ مُوْسٰى رَسُوْلاً اِلٰى عُمَرَ فَذَكَرَ حَدِيْثًا طَوِيْلاً قَالَ ثُمَّ اَقْبَلَ عُمَرُ عَلٰى الرَّسُوْلِ فَقَالَ هَلْ كَانَتْ عِنْدَكُمْ مُغْرِبَةُ خَبَرٍ قَالَ نَعَمْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَخَذْنَا رَجُلاً مِّنَ الْعَرَبِ كَفَرَبَعْدَ اِسْلاَمِهٖ فَقَالَ عُمَرُ فَمَا صَنَعْتُمْ بِهٖ قَالَ قَدَّمْنَاهُ فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ فَقَالَ عُمَرُ اَفَلاَ اَدْخَلْتُمُوْهُ بَيْتًا ثُمَّ طَيَّنْتُمْ عَلَيْهِ ثُمَّ رَمَيْتُمْ اِلَيْهِ بِرَغِيْبٍ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ لَعَلَّهُ اَنْ يَّتُوْبَ اَوْ يُرَاجِعَ اَمْرَ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ لَمْ اٰمُرْوَلَمْ اَشْهَدْ وَلَمْ اَرْضَ اِذْ بَلَغَنِىْ -

৪৭২৭. ইউনুস (র) ..... ইয়া'কূব ইব্ন আবদুর রহমান যুহ্‌রী (র) তার পিতা থেকে, তিনি তাঁর পিতামহ থেকে রিওয়ায়াত করেন। তিনি বলেন, যখন সা'দ (রা) ও আবূ মুসা (রা) 'তুস্‌তার' এলাকা জয় করলেন তখন আবূ মূসা (রা) উমার (রা)-এর দরবারে একজন দূত পাঠালেন। অতঃপর তিনি এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করে বললেন, এরপর উমার (রা) দূতকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কাছে কি সুস্পষ্ট সংবাদ আছে? সে বলল, হ্যাঁ! হে আমীরুল মু'মিনীন! আমরা এরূপ এক বেদুঈনকে পাকড়াও করলাম, যে ইসলাম গ্রহণের পর কাফির হয়ে গিয়েছে। উমার (রা) বললেন, তোমরা তার সঙ্গে কি আচরণ করেছ? সে বলল, আমরা তার গর্দান উড়িয়ে দিয়েছি। উমার (রা) বললেন, তোমরা কেন তাকে কোন গৃহে আটকিয়ে তা লেপে বন্দ (গৃহবন্দী) করলেনা। অতঃপর তিন দিন পর্যন্ত তার দিকে একটি রুটির টুকরা নিক্ষেপ করতে। সম্ভবত সে তাওবা করত অথবা আল্লাহ্‌র হুকুমের দিকে প্রত্যাবর্তন করত। হে আল্লাহ্ ! আমি না এর নির্দেশ দিয়েছি, না সেখানে উপস্থিত ছিলাম এবং না এতে আমি সন্তুষ্ট ছিলাম, যখন আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে।

٤٧٢٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِىْ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّهُ قَالَ قَدِمَ عَلٰى عُمَرَ رَجُلُ مِنْ قِبَلِ اَبِىْ مُوْسٰى ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ -

৪৭২৮. ইউনুস (র) ..... আবদুর রহামন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল কারী (র) তৎ পিতা থেকে তিনি তাঁর পিতামহ (র) থেকে রিওয়ায়াত করেন। তিনি বলেন, উমার (রা)-এর নিকট আবূ মূসা (রা)-এর পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি (দূত) এলেন। অতঃপর তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

বস্তুত এই সা'দ (রা) ও আবূ মুসা (রা) ঐ ব্যক্তি থেকে তাওবা তলব করেন নাই। কিন্তু উমার (রা) তার কাছে তাওবা তলব করাটা পসন্দ করেছেন। তাই এতে সম্ভাবনা রয়েছে যে, তাঁর আমল ঐ ব্যক্তি থেকে তাওবার প্রত্যাশার কারণে ছিল। কিন্তু তিনি তাকে হত্যা করার কারণে তাদের উপরে কোন কিছু ওয়াজিব করেন নাই। কেননা তারা যা সমীচীন মনে করেছে তাই করেছে, যদিও তারা তাদের ইমাম বা আমীরের মতের বিরোধিতা করেছে।

٤٧٢٩- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا غَسَّانُ ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنِى عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ قَالَ ثَنِى اَبُوْ وَائِلٍ قَالَ ثَنِى ابْنُ مُعَيْنٍ

السَّعْدِىْ قَالَ خَرَجْتُ اَطْلُبُ فَرَسًا لِىْ بِالسَّحَرِ فَمَرَرْتُ عَلٰى مَسْجِدٍ مِّنْ مَسَاجِدِ بَنِىْ حَنِيْفَةَ فَسَمِعْتُهُمْ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ مُسَيْلَمَةَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ فَرَجَعَ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَذَكَرْتُ لَهُ اَمْرَهُمْ فَبَعَثَ الشُّرْطَ فَاَخَذُوْهُمْ فَجِيْئَ بِهِمْ اِلَيْهِ فَتَابُوْا وَرَجَعُوْا عَمَّا قَالُوْا لاَنَعُوْدُ فَخَلّٰى سَبِيْلَهُمْ وَقَدَّمَ رَجُلاً مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ النَّوَاحَةِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ فَقَالَ النَّاسُ اَخَذْتَ قَوْمًا فِىْ اَمْرٍ وَّاحِدٍ فَخَلَّيْتَ سَبِيْلَ بَعْضِهِمْ وَقَتَّلْتَ بَعْضَهُمْ فَقَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جَالِسًا فَجَاءَ ابْنُ النَّوَاحَةِ وَرَجُلٌ مَعَهُ يُقَالُ لَهُ حُجْرُ بْنُ وَثَالٍ وَافِدَيْنِ مِنْ عِنْدِ مُسَيْلَمَةَ فَقَالَ لَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَشْهَدَانِ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالاَ اَتَشْهَدُ اَنْتَ اَنَّ مُسَيْلَمَةَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهِ لَوْ كُنْتُ قَاتِلاً وَفْدًا لَقَتَلْتُكُمَا فَلِذَالِكَ قَتَلْتُ هٰذَا ـ

৪৭২৯. ফাহাদ (র) ও সুলায়মান ইব্ন আইয়ুব (র) ..... আবূ ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে ইব্ন মুগীরা সা'দী (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি অতি প্রত্যুষে আমার ঘোড়ার তালাশে বের হলাম, আমি (এক পর্যায়ে) বানূ হানীফা গোত্রের এক মসজিদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, তাদেরকে শুনলাম, তারা মুসায়লামাকে (মিথ্যা নবুয়তের দাবীদার) আল্লাহ্র রাসূল হওয়ার সাক্ষ্য দিচ্ছে। রাবী বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন মাস্‌উদ (রা)-এর কাছে ফিরে এলাম এবং তাঁকে তাদের বিষয়ে উল্লেখ করলাম। তিনি পুলিশ প্রেরণ করে তাদেরকে ধরে আনলেন, তারা তাওবা করে তাদের বক্তব্য থেকে ফিরে এলো এবং বলল যে, আমরা আর কখনো একথা বলব না। তখন তিনি (ইব্ন মাসউদ রা) তাদেরকে ছেড়ে দিলেন। অতঃপর আবদুল্লাহ্ ইব্ন নাওয়াহা নামে তাদের এক লোক এলো, পরে তিনি তাকে হত্যা করলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল যে, আপনি একই বিষয়ে কাউকে ছেড়ে দিলেন আর কাউকে হত্যা করলেন। তিনি বললেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় ইব্ন নাওয়াহা এবং হাজার ইব্ন ওয়াসাল নামে এক ব্যক্তি মুসায়লামার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসাবে এলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে বললেনঃ তোমরা কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আমি আল্লাহ্র রাসূল? তারা বলল, আপনি কি সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুসায়লামা আল্লাহ্র রাসুল? অনন্তর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে বললেন, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছি। আমি যদি কোন দূতকে হত্যা করতাম তবে তোমাদের দু'জনকে হত্যা করতাম। [ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন] এজন্যই আমি একে হত্যা করেছি।

বস্তুত এই আবদুল্লাহ ইব্ন মাস্‌উদ (রা) ইব্ন নাওয়াহাকে হত্যা করেছেন এবং তার তাওবা গ্রহণ করেন নাই। কেননা তিনি জানতেন যে, ধরা পড়লে তাওবা করা আর ছাড়া পেলে ধর্মত্যাগ করা এটা তার অভ্যাস।

٤٧٣٠ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِىُّ قَالَ ثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ عَنْ اَبِىْ الْجَهَمِ عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّ عَلِيًّا بَعَثَهُ اِلٰى اَهْلِ النَّهْرَوَانَ فَدَعَا هُمْ ثَلاَثًا ـ

৪৭৩০. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... বারা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আলী (রা) তাকে নাহরেওয়ান অধিবাসীদের দিকে প্রেরণ করেছেন। তিনি তাদেরকে তিনবার ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন।

٤٧٣١ـ حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسِ الْمَاصِرِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ اَقْبَلَ عَلِيٌّ حَتّٰى نَزَلَ بِذِىْ قَارٍ فَاَرْسَلَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ اِلٰى اَهْلِ الْكُوْفَةِ فَابْطَؤُوْا عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ عَمَّارُ فَخَرَجُوْا قَالَ زَيْدُ فَكُنْتُ فِيْمَنْ خَرَجَ مَعَهُ قَالَ فَكَفَّ عَنْ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَاَصْحَابِهِمْ وَدَعَاهُمْ حَتّٰى بَدَوْهُ فَقَاتَلَهُمْ ـ

৪৭৩১. ফাহাদ (র) ..... যায়দ ইব্‌ন ওহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) তাশরীফ এনে 'যীকার' নামক জায়গায় অবতরণ করেন এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে কুফা অধিবাসীদের দিকে পাঠান। তারা আসতে বিলম্ব করে। অতঃপর তাদেরকে আম্মার (রা) আহ্বান করলে তারা বেরিয়ে আসে। যায়দ (র) বলেন, আমিও সেই সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, যারা তার সঙ্গে ছিল। রাবী বলেন, অনন্তর আলী (রা) তালহা (রা), যুবাইর (রা) এবং তাদের সঙ্গীদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এবং তাদের (কুফা অধিবাসী)-কে আহ্বান করেছেন, যখন তারা সম্মুখে এসে উপনীত হয়, তখন তিনি তাদের সঙ্গে লড়াই করেছেন।

٤٧٣٢ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِىْ اَنَّ رَجُلاً كَانَ نَصْرَانِيًا فَاَسْلَمَ ثُمَّ تَنَصَّرَ فَاُتِىَ بِهٖ عَلِيٌّ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَا صَنَعْتَ قَالَ وَجَدْتُ دِيْنَهُمْ خَيْرًا مِّنْ دِيْنِكُمْ فَقَالَ لَهُ مَا تَقُوْلُ فِىْ عِيْسٰى قَالَ هُوَ رَبِّىْ اَوْ هُوَ رَبُّ عَلِيٍّ فَقَالَ اقْتُلُوْهُ فَقَتَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ عَلِيٌّ بَعْدَ ذَالِكَ اِنْ كُنْتَ لَمُسْتَتْبِهٍ ثَلاَثًا ثُمَّ قَرَاَ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا ـ

৪৭৩২. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... শা'বী (র) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক খ্রিস্টান ইসলাম গ্রহণ করে। অতঃপর সে (পুনঃ) খ্রিস্টান হয়ে গেলে তাকে আলী (রা)-এর দরবারে পেশ করা হয়। তিনি তাকে বললেন, তুমি কিসের প্ররোচনায় এটা করেছো? সে বলল, আমি তাদের দীনকে আপনাদের দীন অপেক্ষা উত্তম পেয়েছি। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ঈসা (আ) সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কি? সে বলল, তিনি আমার রব (প্রতিপালক) অথবা (বলল) তিনি আলী (রা)-এর রব। অনন্তর তিনি [(আলী (রা)] বললেন, তাকে হত্যা কর, লোকেরা তাকে হত্যা করল। অতঃপর আলী (রা) বললেন, আমি যদি তার থেকে তিনবার তাওবা তলব করতাম (তাহলে সেটা উত্তম ছিল)। এরপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পড়লেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا ـ

অর্থাৎ ঃ যারা ঈমান আনে ও পরে কুফরী করে এবং আবার ঈমান আনে, আবার কুফরী করে, অতঃপর তাদের কুফরী প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়। (সূরা ঃ ৪ আয়াত ঃ ১৩৭)

٤٧٣٣ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِىْ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّبِّىْ عَنْ عَمَّارِ بْنِ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ الدُّهْنِىْ عَنْ اَبِىْ الطُّفَيْلِ اَنَّ قَوْمًا ارْتَدُّوْا وَكَانُوْا نَصَارٰى فَبَعَثَ اِلَيْهِمْ

عَلِيُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ مَعْقِلَ بْنَ قَيْسٍ التَّيْمِىْ فَقَالَ لَهُمْ اِذَا حَكَكْتُ رَأْسِىْ فَاقْتُلُوْا الْمُقَاتِلَةَ وَاسْبُوْا الذُّرِّيَّةَ فَاَتٰى عَلٰى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَقَالَ مَا اَنْتُمْ فَقَالُوْا كُنَّا قَوْمًا نَصَارٰى فَخُيِّرْنَا بَيْنَ الاِسْلَامِ وَبَيْنَ دِيْنِنَا فَاخْتَرْنَا الْاِسْلَامَ ثُمَّ رَأَيْنَا اَنْ لَا دِيْنَ اَفْضَلَ مِنْ دِيْنِنَا الَّذِىْ كُنَّا عَلَيْهِ فَنَحْنُ نَصَارٰى فَحَكَّ رَأْسَهُ فَقُتِلَتِ الْمُقَاتِلَةُ وَسُبِّيَتِ الذُّرِّيَّةُ قَالَ عَمَّارُ فَاَخْبَرَنِىْ اَبُوْ شَيْبَةَ اَنَّ عَلِيًّا اُتِىَ بِذَرَارِيْهِمْ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيْهِمْ مِنِّىْ فَقَامَ مُسْتَقَلَةُ بْنُ هُبَيْرَةَ الشَّيْبَانِىْ فَاشْتَرَاهُمْ مِنْ عَلِىٍّ بِمِائَةِ اَلْفٍ فَاَتَاهُ بِخَمْسِيْنَ اَلْفًا فَقَالَ عَلِىُّ اِنِّىْ لَا اَقْبَلُ الْمَالَ اِلاَّ كَامِلاً فَدَفَنَ الْمَالَ فِىْ دَارِهٖ وَاَعْتَقَهُمْ وَلَحِقَ بِمُعَاوِيَةَ فَنَفَذَ عَلِىُّ عِتْقَهُمْ ـ

৪৭৩৩. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবুত তোফাইল (র) থেকে বর্ণিত যে, কিছু সংখ্যক লোক মুরতাদ হয়ে খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছিল। আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) তাদের দিকে মা'কিল ইব্‌ন কায়স তায়মী (রা) কে পাঠালেন। তিনি লোকদেরকে বললেন, আমি যখন মাথা চুলকাব তখন তোমরা যোদ্ধাদেরকে হত্যা করে দিবে এবং শিশুদেরকে বন্দী করে ফেলবে। অনন্তর তিনি তাদের এক দলের নিকট এলেন, এবং জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোন দ্বীনের উপর রয়েছ? তারা বলল, আমরা খ্রিস্টান ছিলাম। আমাদেরকে ইসলাম এবং আমাদের স্বীয় দীনের (খ্রিস্টধর্ম) মাঝে ইখতিয়ার দেয়া হলে আমরা ইসলামকে গ্রহণ করেছি। এরপর আমরা লক্ষ্য করলাম যে, যে দ্বীনের উপর আমরা ছিলাম তার চেয়ে উত্তম ধর্ম কোনটি নেই, তাই আমরা খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছি। তিনি মাথা চুলকালে যোদ্ধাদেরকে হত্যা এবং শিশুদেরকে বন্দী করা হলো। আম্মার (রা) বলেন, আমাকে আবূ শায়বা (রা) বলেছেন যে, আলী (রা) -এর নিকট তাদের শিশুদের উপস্থিত করা হলে তিনি বললেন, কে আছ তাদেরকে আমার থেকে খরীদ করবে? এতে মাসকালা ইব্‌ন হুবায়রা শায়বানী দাঁড়িয়ে আলী (রা) থেকে তাদেরকে এক লক্ষ দিরহাম দিয়ে খরীদ করলেন এবং তাঁকে পঞ্চাশ হাজার পরিশোধ করলেন। আলী (রা) বললেন, আমি পূর্ণ মাল (সম্পদ) নিব। (এটা শুনে) তিনি মালকে নিজের বাড়িতে পুঁতে রাখলেন এবং শিশুদেরকে মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর তিনি মু'আবিয়া (রা)-এর সাথে মিলিত হলেন। তিনি তাদের আযাদী বা মুক্ত করে দেয়াকে বহাল রেখেছেন।

٢ـ بَابُ مَا يَكُوْنُ الرَّجُلُ بِهٖ مُسْلِمًا

২. অনুচ্ছেদ ঃ মানুষ কিসে মুসলমান হয়

٤٧٣٤ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِىِّ بْنِ الْخِيَارِ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ اِنِ اخْتَلَفْتُ اَنَا وَرَجُلُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ضَرْبَتَيْنِ فَضَرَبَنِىْ فَاَبَانَ يَدِىْ ثُمَّ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَقْتُلُهُ اَمْ اَتْرُكُهُ قَالَ بَلْ اُتْرُكُهُ قُلْتُ وَقَدْ اَبَانَ يَدِىْ قَالَ نَعَمْ فَاِنْ قَتَلْتَهُ فَاَنْتَ مِثْلَهُ قَبْلَ اَنْ يَقُوْلَهَا وَهُوَ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ اَنْ تَقْتُلَهُ ـ

৪৭৩৪. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... মিকদাদ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার কি অভিমত বলুন, যদি আমার এবং কোন মুশ্‌রিকের মাঝে (পরস্পরে তরবারির) দুই আঘাতের বিনিময় হয়, সে আমাকে আঘাত হানে এবং আমার হাত কেটে ফেলে, অতঃপর বলল, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" (কালিমা তায়্যিবা পড়ে নিল), আমি কি তাকে হত্যা করব অথবা ছেড়ে দিব? তিনি বললেন, বরং তুমি তাকে ছেড়ে দাও। আমি বললাম, সে আমার হাত (কেটে শরীর থেকে) পৃথক করে দিয়েছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ ঠিক কথা, যদি তুমি তাকে হত্যা কর তবে তুমি এরূপ হয়ে যাবে যেমনটি সে কালিমা পড়ার পূর্বে ছিল এবং সে তোমার এ অবস্থার অনুরূপ হয়ে যাবে যা তাকে হত্যা করার পূর্বে ছিল।

٤٧٣٥ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ قَالَ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اَبِيْ صَغِيْرَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَمْرِو بْنِ اَوْسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ اَوْسًا قَالَ اَنَا لَقُعُوْدٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ الصُّفَّةِ وَهُوَ يَقُصُّ عَلَيْنَا وَيُذَكِّرُنَا اِذْ اَتَاهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ فَقَالَ اذْهَبُوْا فَاقْتُلُوْهُ فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ دَعَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَمَا تَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَقَالَ الرَّجُلُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذْهَبُوْا فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُ فَانِّيْ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ثُمَّ يُحَرَّمُ دِمَاؤُهُمْ وَاَمْوَالُهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا ـ

৪৭৩৫. আবূ বাক্‌রা (র) ..... হাতিম ইব্‌ন আবী সগীরা (র) নো'মান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আউস (র) থেকে রিওয়ায়াত করেন। তিনি তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁর পিতা আউস (রা) বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ﷺ -এর কাছে সুফ্‌ফাতে (চত্বর) বসা ছিলাম এবং তিনি আমাদেরকে কাহিনী বর্ণনা করে নসিহত করছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে তাঁর সাথে কানাকানি করল। তিনি বললেন, তাকে নিয়ে যাও এবং হত্যা কর। যখন ঐ ব্যক্তি ফিরে গেলো তখন তিনি তাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই? ওই ব্যক্তি বলল, জী হাঁ! অনন্তর রাসূলুল্লাহ্ﷺ বললেন, তাকে নিয়ে যাও এবং তার পথ ছেড়ে দাও। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন লোকদের (কাফিরদের) বিরুদ্ধে লড়াই করি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। অতঃপর তাদের রক্ত ও সম্পদ হারাম হবে, তবে ইসলামের হকের সাথে।

٤٧٣٦ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ عَصِمَ مِنِّيْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ اِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ ـ

৪৭৩৬. ইউনুস (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (র) থেকে বর্ণিত যে, আবূ হুরায়রা (রা) তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ﷺ বলেছেন, আমি লোকদের (কাফিরদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা বলবে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। যে ব্যক্তি বলবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু (শেষ পর্যন্ত) তার জান-মাল আমার পক্ষ থেকে সংরক্ষিত হয়ে যাবে। তবে 'হক' এর বিষয় ছাড়া, (সে ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান জারী হবে) এবং তাঁর হিসাব আল্লাহ্‌র উপর সোপর্দ।

٤٧٣٧۔ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ۔

৪৭৩৭. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٧٣٨۔ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِى سَلْمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ۔

৪৭৩৮. হুসাইন ইব্ন নাসর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٧٣٩۔ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ۔

৪৭৩৯. আলী ইব্ন মা'বাদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٧٤٠۔ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِى يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ۔

৪৭৪০. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٧٤١۔ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ۔

৪৭৪১. ইব্ন মারযূক (র) ..... জাবির (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়েছে সে এ কালিমার দ্বারা মুসলমান হয়ে গিয়েছে। অপরাপর মুসলমানগণ যে অধিকার ভোগ করে সেও তা ভোগ করবে এবং অপরাপর মুসলমানদের উপর যে সমস্ত দায়িত্ব প্রযোজ্য তার উপরও তাই প্রয়োজ্য হবে। তাঁরা এ বিষয়ে এই সমস্ত (উল্লেখিত) হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন, এই হাদীসে তোমাদের সপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেই সমস্ত লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতেন, যারা আল্লাহ্ তা'আলার একত্ব স্বীকার করত না। যখন তাদের কেউ আল্লাহ্র একত্বের স্বীকৃতি দিতো তখন তিনি গণ্য করতেন যে, যে কারণে তার সঙ্গে লড়াই করা হচ্ছে সে তা থেকে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু এতে তার ইসলামে অথবা তাওহীদে বিশ্বাসী অন্য কোন ধর্মে তার প্রবেশ বলে গণ্য করতেন না। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র রাসূলদেরকে অস্বীকার করার কারণে অথবা এমন কোন আকীদার কারণে যার অনুসারীকে তাওহীদে বিশ্বাস সত্ত্বেও কাফির সাব্যস্ত করা হয়– সে কারণে

Contents

তাকে কাফির সাব্যস্ত করা হবে। এরূপ লোকদের বিধান এই যে, সন্দেহের কারণে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে না যতক্ষণ না তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ওয়াজিব হওয়ার দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ যাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতেন তাদের "লাইহা ইল্লাল্লাহু" পড়ার কারণে থেমে যেতেন বা বিরত থাকতেন। পক্ষান্তরে তারা ব্যতীত ইয়াহুদীরা আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদের স্বীকৃতি প্রদান সত্ত্বেও ও নবী ﷺ-কে অস্বীকার করছে। সুতরাং তারা তাওহীদ স্বীকার সত্ত্বেও মুসলমান বিবেচিত হবে না। কেননা তারা রিসালাত অস্বীকারকারী, যখন তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে স্বীকার করবে তখন এর দ্বারা তাদের ইয়াহুদী হওয়া থেকে বেরিয়ে আসাটা প্রতীয়মান হবে; কিন্তু এতে তাদের ইসলামে প্রবেশ করাটা জানা যাবে না। কেননা সম্ভাবনা থাকছে যে, তারা "مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ" (মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল) পাঠকারীর উক্তিকে বিশেষকরে আরবের জন্য সাব্যস্ত করে (অর্থাৎ তিনি শুধু আরবদের জন্য রাসূল)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা)-কে নির্দেশ দিয়েছেন যখন তিনি তাঁকে খায়বার (অভিযানে) প্রেরণ করেছেন এবং সেখানকার অধিবাসী ছিল ইয়াহুদী।

٤٧٤٢ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا دَفَعَ الرَّايَةَ اِلٰى عَلِىٍّ حِيْنَ وَجَّهَهُ اِلٰى خَيْبَرَ قَالَ امْضِ وَلاَ تَلْتَفِتْ حَتّٰى يَفْتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكَ فَسَارَ عَلِىٌّ شَيْئًا ثُمَّ وَقَفَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ فَصَرَخَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلٰى مَاذَا اُقَاتِلُ قَالَ قَاتِلْهُمْ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ فَقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ ـ

৪৭৪২. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আলী (রা)-কে খায়বার অভিযানে প্রেরণ কালে ঝাণ্ডা প্রদান করেন তখন তিনি তাঁকে বলেছেন, (সম্মুখ পথে) অগ্রসর হও, এদিক সেদিক তাকাবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে বিজয় দান করেন। আলী (রা) কিছু দূর চলে থেমে গেলেন এবং এদিক-সেদিক তাকালেন না, বরং আওয়াজ দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি কিসের উপর লড়াই করব? তিনি বললেন, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্র রাসূল। যখন তারা তা করবে তবে তারা তোমার থেকে নিজেদের জান ও মাল সংরক্ষণ করে নিল। কিন্তু এর (ইসলামের) হকের সাথে (পাকড়াও হবে) এবং তাদের হিসাব আল্লাহ্র উপর সোপার্দ।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এই হাদীসের মর্ম হলো, আল্লাহ্র একত্বে স্বীকৃতি সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে লড়াই বৈধ হওয়া যতক্ষণ না এর সাথে একথার সাক্ষ্য দিবে যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্র রাসূল। কেননা তারা এরূপ সম্প্রদায় যারা আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতি দিত কিন্তু তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্বীকৃতি দিতনা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ দিয়েছেন, যতক্ষণ না জানা যাবে যে, যে কারণে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা হচ্ছে তারা তা (ইয়াহুদী ধর্ম) পরিত্যাগ করেছে। যেমন পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করার নির্দেশ রয়েছে যতক্ষণ না জানা যাবে যে, তারা সেই বিষয় পরিত্যাগ করেছে যার কারণে তাদের সাথে লড়াই করা হচ্ছে। ইয়াহুদী কর্তৃক একথার স্বীকারোক্তি করা যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্র রাসূল, এটা দ্বারাও তাদের মুসলমান হওয়া আবশ্যক নয়। কিন্তু নবী ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন যে, যখন তারা তা (কালিমা) বলবে তখন তাদের সাথে লড়াই পরিত্যাগ করা হবে। কেননা হতে পারে তারা তা থেকে ইসলামকে উদ্দেশ্য করেছে অথবা সম্ভাবনা রয়েছে যে, ইসলামের উদ্দেশ্য করে নাই। তাই তিনি জিহাদ পরিত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন, যতক্ষণ না জ্ঞাত হওয়া যাবে

যে, তা দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য কি? যেমন আমরা ইতিপূর্বে আরব পৌত্তলিকদের ক্ষেত্রে বলেছি। ইয়াহুদীগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর নবুওয়তের স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে এবং তারা ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করে নাই। কিন্তু তাদের ইসলামের মধ্যে দাখিল হওয়ার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের উপর তিনি তাদের সাথে লড়াই করেন নাই। অথচ তাঁর মতে তারা ঐ স্বীকারোক্তির কারণে মুসলমান হয় নাই।

٤٧٤٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ وَاِبْرَاهِيمُ بْنُ اَبِى دَاوُدَ وَ اَبُوْ اُمَيَّةَ وَاَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرِ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلْمَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ اَنَّ يَهُوْدِيًا قَالَ لِصَاحِبِهٖ تَعَالَ حَتّٰى نَسْأَلَ فَسَأَلَ هٰذَا النَّبِيَّ فَقَالَ لَهُ الْاٰخَرُ لَاتَقُلْ لَهُ نَبِيٌّ فَاِنَّهُ اِنْ سَمِعَهَا صَارَتْ لَهُ اَرْبَعَةَ اَعْيُنٍ فَاَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَقَالَ لَاتُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلَاتَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَاتَسْرِقُوْا وَلَاتَزْنُوْاوَلَا تَسْحَرُوْا وَلَا تَأْكُلُوْا الرِّبٰوا وَلَا تَمْشُوْا بِبَرِىْءٍ اِلٰى سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهُ وَلَا تَقْذِفُوْا الْمُحْصَنَةَ وَلَاتَفِرُّوْا مِنَ الزَّحْفِ وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً الْيَهُوْدُ اَنْ لَا تَعْدُوْا فِى السَّبْتِ قَالَ فَقَبَّلُوْا يَدَهُ وَقَالُوْا نَشْهَدُ اَنَّكَ نَبِيٌّ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكُمْ اَنْ تَتَّبِعُوْنِىْ قَالُوْا اِنَّ دَاوُدَ دَعَا اَنْ لَايَزَالَ فِىْ ذُرِّيَّتِهٖ نَبِيٌّ وَاِنَّا نَخْشٰى اِنْ اِتَّبَعْنٰكَ اَنْ تَقْتُلَنَا الْيَهُوْدُ -

৪৭৪৩. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) ..... ইব্রাহীম ইব্ন আবী দাঊদ (র), আবূ উমাইয়া (র), আহমদ ইব্ন দাঊদ (র), আবদুল আজীজ ইব্ন মুআ'বিয়া (র), আবূ বাক্রা (র), আবূ বিশ্র রকী (র) ও ইব্ন আবী দাঊদ (র) সফওয়ান ইব্ন আস্সাল (র) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ইয়াহুদী তার সঙ্গীকে বলল, আস, এই নবীকে প্রশ্ন করব। অপর ব্যক্তি তাকে বলল, তাঁকে নবী বলনা। কেননা তা যদি সে শুনে ফেলে তবে তার চার চক্ষু হয়ে যাবে (অর্থাৎ সে আনন্দিত হয়ে পড়বে)। অনন্তর সে তাঁর নিকট এল এবং তাঁকে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলঃ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ অর্থাৎ আমি মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম। (সূরা ১৭ আয়াত ঃ ১০১) তিনি বললেন, (ঐগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হলো) আল্লাহ্র সঙ্গে কাউকে শরীক করনা, কাউকে যা আল্লাহ্ হারাম করেছেন, অন্যায়ভাবে হত্যা করনা, চুরি করনা, ব্যভিচার করনা, যাদু করনা, সুদ ভক্ষণ করনা, কোন নিরাপরাধীকে শাসকের কাছে নিয়ে যেওনা, যাতে তিনি তাকে হত্যা করেন, কোন নিরপরাধীর উপর ব্যভিচারের অপবাদ দিওনা, যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করনা এবং বিশেষ করে হে ইয়াহুদীগণ! তোমরা সপ্তাহের দিনে (শনিবারে) সীমালংঘন করনা। রাবী বলেন, তারা তাঁর হাতে চুম খেয়ে বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি অবশ্যই নবী। তিনি বললেন, তোমাদেরকে কিসে আমার অনুসরণ থেকে বিরত রাখছে? তারা বলল, দাঊদ (আ) দু'আ করেছিলেন যে, সর্বদা যেন তার বংশধরদের মাঝে নবী বিদ্যমান থাকে। আমরা আশংকা করছি, যদি আমরা আপনার অনুসরণ করি তাহলে ইয়াহুদীগণ আমাদেরকে হত্যা করে ফেলবে।

Contents

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, ইয়াহুদীগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নবুওয়তের স্বীকৃতি প্রদান করেছে এবং আল্লাহ্র তাওহীদকেও তারা মান্য করত। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের সাথে লড়াই করতেন না যতক্ষণ না তারা সেই সকল বিষয়ের স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করে, যা মুসলমান জ্ঞাপন করে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তারা ঐ কথা দ্বারা মুসলমান হয় নাই এবং সাব্যস্ত হলো যে, ঐ সমস্ত বিষয়াবলীর কারণে ইসলাম নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হবে, যা ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করার এবং অপরাপর সমস্ত ধর্মসমূহ পরিত্যাগ করার পক্ষে প্রমাণ বহন করে।

আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে ,যা উক্ত বিষয়বস্তুর সপক্ষে প্রমাণ বহন করে ঃ

٤٧٤٤- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِذَا شَهِدُوْا اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَصَلُّوْا صَلٰوتَنَا وَاسْتَقْبَلُوْا قِبْلَتَنَا وَاَكَلُوْا ذَبِيْحَتَنَا حُرِّمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَاَمْوَالُهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا لَهُمْ مَالِلْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ -

৪৭৪৪. ইউনুস (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি এই মর্মে আদিষ্ট যে, আমি লোকদের (কাফির) বিরুদ্ধে লড়াই করব, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্র রাসূল। যখন তারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্র রাসূল, আমাদের (ন্যায়) সালাত আদায় করবে, আমাদের কিবলার দিকে অভিমুখী হবে এবং আমাদের যবাহ্কৃত জন্তু ভক্ষণ করবে,তবে আমাদের উপর তাদের রক্ত এবং সম্পদ হারাম হয়ে যাবে। কিন্তু ঐ (দ্বীন)-এর হকের সাথে (পাকড়াও হবে), তারা সেই সমস্ত অধিকার ভোগ করবে, যা মুসলমানগণ ভোগ করে এবং তাদের উপর সেই দায় প্রযোজ্য হবে, যা মুসলমানদের উপর প্রযোজ্য।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এই হাদীসে যা কিছু উল্লেখিত হয়েছে তা সেই বিষয়বস্তুর সপক্ষে প্রমাণ বহন করে, যার কারণে কাফিরদের রক্ত হারাম হয়ে যায় এবং যে আমলের দ্বারা তারা মুসলমান বিবেচিত হয়। কেননা এভাবে সমস্ত ধর্মকে পরিত্যাগ করা এবং সেগুলোকে অস্বীকার করা পাওয়া যায়। প্রথমোক্ত বিষয় অর্থাৎ শুধু আল্লাহ্র একত্ববাদ, এটা এরূপ আকীদা-বিশ্বাস, যার কারণে আমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা থেকে বিরত হই, যেন আমরা জানতে পারি যে, এর (কালিমার) উচ্চারণকারীর উদ্দেশ্য কি ইসলাম, না অন্য কিছু? (আমরা এটি এই জন্য বলছি) যেন এই সমস্ত হাদীসমূহের বিষয়বস্তু বিশুদ্ধ ও সমন্বিত হয়ে পারস্পরিক বৈপরিত্য না থাকে। সুতরাং কাফিরের উপর ইসলামের হুকুম ততক্ষণ পর্যন্ত আরোপ করা যাবেনা যতক্ষণ না সে এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্র রাসূল। আর যতক্ষণ না ইসলাম ব্যতীত অন্য সকল ধর্ম অস্বীকার করবে এবং তা থেকে পৃথক হয়ে যাবে, যেমন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (নিম্নোক্ত হাদীসে) বলেছেন ঃ

٤٧٤٥- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مَالِكٍ سَعْدُ بْنُ طَارِقِ بْنِ اَشْيَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ

النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَتَرَكُوْا مَايَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ حُرِّمَتْ عَلَيَّ دِمَاؤُهُمْ وَاَمْوَالُهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى ـ

৪৭৪৫. হুসাইন ইব্‌ন নাস্‌র (র) ..... আবূ মালিক সা'দ ইব্‌ন তারিক ইব্‌ন আশইয়াম (র) তৎ পিতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা লাইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়বে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত যাকে উপাসানা করত তা পরিত্যাগ করবে। যখন তারা এরূপ করবে তখন আমার উপর তাদের জান-মাল হারাম হয়ে যাবে, কিন্তু দীনের হক (দন্ডবিধি ইত্যাদি) বহাল থাকবে এবং তাদের হিসাব আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ থাকবে।

٤٧٤٦ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ قَالَ ثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اٰيَةُ الْاِسْلَامِ قَالَ اَنْ تَقُوْلَ اَسْلَمْتُ وَجْهِيْ لِلّٰهِ وَتَخَلَّيْتَ وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكٰوةَ وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكِيْنَ اِلَى الْمُسْلِمِيْنَ ـ

৪৭৪৬. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... বাহয ইব্‌ন হাকীম (র) তৎ পিতা (র) থেকে, তিনি তাঁর পিতামহ (র) থেকে রিওয়ায়াত করেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইসলামের নিদর্শন কি? তিনি বললেন, তুমি বল, আমি আল্লাহ্‌র জন্য ইসলাম গ্রহণ করলাম এবং অপরাপর সমস্ত ধর্ম থেকে আলাদা হয়ে যাও, সালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, মুশরিকদের থেকে পৃথক হয়ে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।

যেহেতু এখানে ইসলামের নিদর্শনরূপে আল্লাহ্‌র জন্য ইসলাম গ্রহণ করা, অতঃপর পৃথক হয়ে যাওয়ার আদেশ রয়েছে। আর পৃথক হওয়ার মর্ম হলো অপরাপর সমস্ত (বাতিল) ধর্মকে পরিত্যাগ করে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে যাওয়া। এতে প্রমাণিত হলো যে, যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মসমূহ থেকে পৃথক হয় না, এ দ্বারা তার ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করা বুঝা যায় না। আর এটা ইমাম আবূ হানীফা (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

٣ـ بَابُ بُلُوْغِ الصَّبِيِّ بِدُوْنِ الْاِحْتِلَامِ فَيَكُوْنُ بِهٖ فِيْ مَعْنَى الْبَالِغِيْنَ فِيْ سَهْمَانِ الرِّجَالِ وَفِيْ حِلِّ قَتْلِهٖ فِيْ دَارِ الْحَرْبِ اِنْ كَانَ حَرْبِيًّا

৩. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নদোষ ব্যতীত শিশুর বালিগ হওয়া, সে প্রাপ্তবয়স্কদের দুই হিস্যা নিতে পারবে এবং হারবী হলে দারুল হারবে (শত্রু এলাকায়) তাকে হত্যা করা যাবে

٤٧٤٧ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقْدِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ التَّمَّارُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ حَكَمَ عَلٰى بَنِيْ قُرَيْظَةَ اَنْ يُقْتَلَ مِنْهُمْ مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوْسٰى وَاَنْ يُقْسَمَ اَمْوَالُهُمْ وَذَرَارِيْهِمْ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَقَدْ حَكَمَ فِيْهِمْ بِحُكْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ حَكَمَ بِهٖ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمٰوٰتٍ ـ

৪৭৪৭. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) ..... আমির ইব্ন সা'দ (র) তার পিতা সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ ইব্ন মু'আয (রা) বনূ কুরায়যা (ইয়াহুদী গোত্রের) ব্যাপারে ফায়সালা দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি ক্ষুর ব্যবহারে সক্ষম (যৌনলোম পরিষ্কারের প্রতি ইশারা) তাকে হত্যা করা হবে, তাদের সম্পদ ও শিশুদের বণ্টন করা হবে। (অর্থাৎ তাদের শিশুদের বন্দী করা হবে) এই ফায়সালার কথা শুনে নবী রাসূলুল্লাহ্ﷺ বললেন, তিনি তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার ঐ হুকুম অনুযায়ী ফায়সালা করেছেন, যা আল্লাহ্ তা'আলা সাত আসমানের উপরে করেছেন।

٤٧٤٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسَ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَطِيَّةَ رَجُلٍ مِنْ بَنِى قُرَيْظَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جَرَّدُوْهُ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَلَمْ يَرَوْا الْمُوْسٰى جَرَتْ عَلٰى شَعْرِهِ يُرِيْدُ عَانَتَهُ فَتَرَكُوْهُ مِنَ الْقَتْلِ -

৪৭৪৮. ইউনুস (র) ..... মুজাহিদ (র) বনূ কুরায়যার এক ব্যক্তি আতিয়া থেকে নকল করেছেন, সে তাঁকে বলেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ﷺএর সাহাবাহগণ কুরায়যা (অভিযানের) দিন তাকে উলঙ্গ করেছেন এবং তাঁরা তার যৌনলোমে ক্ষুর ব্যবহার দেখেন নাই। তাই তাঁরা তাকে হত্যা থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন।

٤٧٤٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِىِّ قَالَ كُنْتُ غُلاَمًا يَوْمَ حَكَمَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِىْ بَنِىْ قُرَيْظَةَ اَنْ يُقْتَلَ مُقَاتِلُهُمْ وَتُسْبٰى ذُرَارِيْهِمْ فَشَكُّوْا فِىَّ فَلَمْ يَجِدُوْنِىْ نَابِتَ الشَّعْرِ فَهَا اَنَا بَيْنَ اَظْهُرِكُمْ -

৪৭৪৯. ইউনুস (র) ..... আতিয়া কুরায়যী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইব্ন মু'আয (রা) যখন বনূ কুরায়যার ব্যাপারে ফায়সালা দেন তখন আমি বালক ছিলাম। তিনি ফায়সালা দিলেন যে, তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হবে এবং শিশুদেরকে বন্দী করা হবে। লোকেরা আমার সম্পর্কে অভিযোগ করলে তাঁরা আমার যৌনলোম উদ্গত পান নাই। তাই আজ আমি তোমাদের মাঝে (অবস্থান করছি, হত্যা থেকে বেঁচে গিয়েছি)।

٤٧٥٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَطِيَّةَ مِثْلَهُ -

৪৭৫০. ইউনুস (র) ..... আতিয়া (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٧٥١- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَطِيَّةُ الْقُرَظِىْ فَذَكَرَ مِثْلَهُ -

৪৭৫১. হুসাইন ইব্ন নাসর (র) .....আতিয়া কুরাযী (রা) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٧٥٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَطِيَّةَ نَحْوَهُ -

৪৭৫২. ইউনুস (র) ..... মুজাহিদ (র) সূত্রে আতিয়া (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٧٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَطِيَّةُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ -

৪৭৫৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٧٥٤- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ اَبِيْ جَعْفَرِ الْخَطْمِيْ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبْنَاءُ قُرَيْظَةَ اَنَّهُمْ عُرِضُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَمَنْ كَانَ مُحْتَلِمًا اَوْ نَبَتَتْ عَانَتُهُ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ اِحْتَلَمَ اَوْ لَمْ تَنْبُتْ عَانَتُهُ تُرِكَ -

৪৭৫৪. রবী' আল-মুআয্‌যিন (র), মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র), আহমদ ইব্‌ন দাউদ (র) ..... কাসীর ইব্‌ন সাইব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে বনূ কুরায়যার সন্তানরা বর্ণনা করেছে যে, কুরায়যা (অভিযানের) দিন তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরবারে পেশ করা হয়। অতঃপর যার স্বপ্নদোষ কিংবা যৌনলোম উদ্গাত হয়েছে তাকে হত্যা করা হয়েছে, আর যার স্বপ্নদোষ হয় নাই কিংবা যৌনলোম উদ্গাত হয় নাই তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

পর্যালোনা ও বিশ্লেষণ

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম এই সমস্ত (উল্লেখিত) হাদীসমূহের বিষয়বস্তুর দিকে গিয়ে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, স্বপ্নদোষ কিংবা যৌনলোম উদ্গাত হওয়া ব্যতীত কারো উপর বালিগ হওয়ার হুকুম আরোপ করা যাবে না। তারা এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরে তাঁর সাহাবাগণের উক্তি ও অভিমত কেও (দলীল রূপে) উল্লেখ করেছেন ঃ

٤٧٥٥- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اَسْلَمَ مَوْلٰى عُمَرَ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اِلٰى اُمَرَاءِ الْاَجْنَادِ اَنْ لَّاتَضْرِبُوْا الْجِزْيَةَ اِلاَّ عَلٰى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوْسٰى -

৪৭৫৫. ইউনুস (র) ..... উমার (রা)-এর আযাদকৃত ক্রীতদাস আসলাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বাহিনীসমূহের আমীরদের উদ্দেশ্যে (এই মর্মে ফরমান) লিখলেন যে, তাদের উপর জিয্‌ইয়া কার্যকর কর, যারা ক্ষুর ব্যবহার করে।

٤٧٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَيُّوْبُ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اَسْلَمَ عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ -

৪৭৫৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... আসলাম (র) সূত্রে উমার (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٧٥٧- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِي حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ اَحْسِبُهُ قَالَ اِنَّ عُثْمَانَ اُتِىَ بِغُلَامٍ قَدْ سَرِقَ فَقَالَ اُنْظُرُوْا اَخْضَرَ مِيْزَرُهُ فَاِنْ كَانَ قَدْ اَخْضَرَ فَاقْطَعُوْهُ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ اَخْضَرَ فَلَا تَقْطَعُوْهُ -

৪৭৫৭. ইব্‌ন মারযূক (র) .....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন উমায়র (র) তার পিতা (র) থেকে রিওয়ায়াত করেন। (আবূ হুসাইন র বলেন) আমার ধারণা, তিনি বলেছেন যে, উসমান (রা)-এর দরবারে চুরির অপরাধে একটি বালককে উপস্থিত করা হয়। তিনি বললেন, লক্ষ্য কর তার যৌনলোম সবুজ হয়েছে কি না (অর্থাৎ যৌন লোম উদগত হয়েছে কিনা)। যদি সবুজ হয়ে গিয়ে থাকে তবে তার হাত কেটে দাও, অন্যথায় নয়।

٤٧٥٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ التُّجِيْبِيُّ اَنَّ تَمِيْمَ بْنَ فَرْعٍ الْمَهْرِىْ حَدَّثَهُ اَنَّهُ كَانَ فِي الْجَيْشِ الَّذِيْنَ فَتَحُوْا الْاِسْكَنْدَرِيَّةَ فِي الْمَرَّةِ الْاَخِيْرَةِ فَلَمْ يَقْسِمْ لِيْ عَمْرُوبْنُ الْعَاصِ مِنَ الْفَيْءِ شَيْئًا وَقَالَ غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ حَتّٰى كَادَ يَكُوْنَ بَيْنَ قَوْمِيْ وَبَيْنَ نَاسٍ مِنْ قُرَيْشٍ فِيْ ذٰلِكَ ثَائِرَةٌ فَقَالَ الْقَوْمُ فِيْكُمْ نَاسٌ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَلُوْهُمْ فَسَأَلُوْا اَبَا نَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ وَعُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَّ صَاحِبَيِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَا اُنْظُرُوْا فَاِنْ كَانَ قَدْ اَنْبَتَ الشَّعْرُفَاَقْسِمُوْا لَهُ قَالَ فَنَظَرَ اِلٰى بَعْضِ الْقَوْمِ فَاِذَا اَنَا قَدْ اَنْبَتُّ فَقَسَمَ لِيْ -

৪৭৫৮. ইউনুস (র) ..... হারমালা ইব্‌ন ইমরান তুজায়বী (র) থেকে বর্ণিত যে, তামীম ইব্‌ন ফারা ফাহ্‌রী (র) তাকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সেই বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা শেষবার ইসকান্দারিয়া জয় করেছে। আমর ইব্‌নুল 'আস (রা) ফাই সম্পদ থেকে আমাকে কোন অংশ দেন নাই এবং বলেছেন, এতো বালক, তার স্বপ্নদোষ হয়নি। অতঃপর এ বিষয়ে আমার সম্প্রদায় এবং কুরায়শ-এর কিছু সংখ্যক লোকের মাঝে খুনাখুনি হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়ে পড়েছিল। কিছু লোক বলল, তোমাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কতক সাহাবা বিদ্যমান আছেন, তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা কর। তারা আবূ নায্‌রা গিফারী (রা) ও উক্‌বা ইব্‌ন আমির জুহানী (র) কে জিজ্ঞাসা করল, এঁরা উভয়ে নবী ﷺ-এর সাহাবা। তাঁরা বললেন, লক্ষ্য কর ,যদি যৌনলোম উদ্গাত হয়ে থাকে তাহলে তাকে হিস্যা দাও। তিনি বলেন, আমার যৌনলোম উদগত হওয়ায় আমাকেও হিস্যা দেয়া হয়েছে।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, বালিগ হওয়ার জন্য এ দুই কারণ ব্যতীত তৃতীয় এক কারণও বিদ্যমান আছে, তা হলো শিশুর উপর পনের বছর অতিক্রান্ত হওয়া। তার স্বপ্নদোষ এবং যৌনলোম উদ্গম না হলেও সে বালিগ গণ্য হবে। তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

٤٧٥٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرِ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ الضَّرِيْرُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ وَّاَنَا ابْنُ اَرْبَعَ عَشَرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِيْ

فِى الْمُقَاتَلَةِ وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَاَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَاَجَازَنِى فِى الْمُقَاتَلَةِ قَالَ نَافِعُ فَحَدَّثْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ هٰذَا اَشْبَهُ لِلْحَدِّ بَيْنَ الذَّرَارِىْ وَالْمُقَاتِلِ فَاَمَرَ اُمَرَاءَ الْاَجْنَادِ اَنْ يُّفْرَضَ لِمَنْ كَانَ فِى اَقَلَّ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِى الذُّرِّيَّةِ وَمَنْ كَانَ فِىْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِى الْمُقَاتَلَةِ ـ

৪৭৫৯. আবূ বিশ্র রকী (র) ..... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে আমাকে (সৈন্য দলে অন্তর্ভুক্তির জন্য) নবী ﷺ-এর সম্মুখে পেশ করা হয়। আমার বয়স তখন চৌদ্দ বছর। তিনি আমাকে জিহাদে অংশ গ্রহণের অনুমতি দেন নাই। খন্দক যুদ্ধের প্রাক্কালে যখন আমার বয়স পনের বছর ছিল, আমাকে (অন্তভুর্ক্তির জন্য) তাঁর সামনে আনা হলে তিনি আমাকে অনুমতি দেন। নাফি' (র) বলেন, আমি এই হাদীসটি উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র)-এর কাছে বিবৃত করলে তিনি বললেন, নাবালিগ ও যুদ্ধোপযোগীর মাঝে এ বয়স সীমাটি অধিকতর সংগত। এর পর তিনি বাহিনীসমূহের আমীরদের উদ্দেশ্যে নির্দেশ জারী করলেন যে, পনের বছর অপেক্ষা কম বয়স্কদেরকে নাবালিগ গণ্য করা হবে, আর পনের বছর বয়স্কদেরকে যুদ্ধোপযোগীদের মধ্যে ধরা হবে।

٤٧٦٠ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ اَبِىْ يُوْسُفَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৪৭৬০. সুলায়মান ইব্ন শু'আইব (র) ..... উবায়দুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি নিজস্ব সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٧٦١ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا فِيْهِ مِنْ قَوْلِ نَافِعٍ فَحَدَّثْتُ بِذٰلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اِلٰى اٰخِرِ الْحَدِيْثِ ـ

৪৭৬১. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) উবায়দুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি নিজস্ব সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে এতে নাফি' (র)-এর উক্তি "আমি এই হাদীসটি উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র)-এর কাছে বিবৃত করেছি"–শেষপর্যন্ত উল্লেখ করেন নাই।

তাঁরা বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইব্ন উমার (রা)-কে পনের বছর বয়সে অনুমতি দিয়েছেন এবং এর কম বয়সে তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, এতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, অপরাপর সমস্ত আহকাম বা বিধানাবলীতে পনের বছর বয়স্ক বালক প্রাপ্তবয়স্কদের অনুরূপ। পক্ষান্তরে তদপেক্ষা কম বয়স সম্পন্ন নাবালিগ বা অপ্রাপ্ত বয়স্কদের অনুরূপ (সমস্ত বিধানবালীতে)। তবে প্রথমোক্ত দুই কারণে যার বালিগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া এর পূর্বে প্রকাশ হয়, তা ভিন্ন।

তারা বলেন, উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র) কর্তৃক এই হাদীসটি গ্রহণ করা এবং এর ব্যাখ্যা প্রদান করায় এই কারণটিকে অতিরিক্ত শক্তি যুগিয়েছে। আর এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং আমাদের হানাফী একদল আলিমের অভিমত। পক্ষান্তরে মুহাম্মদ ইব্ন হাসান (র) যৌনলোম উদগত হওয়া বালিগ হওয়ার দলীল মনে

করেন না। আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে যে বালক পনের বছর বয়স্ক হয়ে যায় অথচ তার স্বপ্নদোষ ও যৌন লোম উদগত হয় না, সে বালিগ নয়, যতক্ষণ না তার উনিশ বছর বয়স হয়। সুলায়মান ইব্ন শু'আইব (র) তৎ পিতা থেকে এবং তিনি ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন হাসান (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁর থেকে এর পরিপন্থীও বর্ণিত আছে ঃ

٤٧٦٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِيْ عِمْرَانَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَمَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا يُوْسُفَ يَقُوْلَ قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ اِذَا اَتَتْ عَلَيْهِ ثَمَانِي عَشَرَةَ سَنَةً فَقَدْ صَارَ بِذٰلِكَ فِيْ اَحْكَامِ الرِّجَالِ وَلَمْ يَخْتَلِفُوْا عَنْهُ جَمِيْعًا فِيْ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْجَارِيَةِ اَنَّهَا اِذَا مَرَّتْ عَلَيْهَا سَبْعَ عَشَرَةَ سَنَةً اَنَّهَا تَكُوْنُ بِذٰلِكَ كَالَّتِيْ حَاضَتْ -

৪৭৬২. আহমদ ইব্ন আবী ইমরান (র) ..... আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেছেন, যখন বালক আঠার বছরের হবে তখন সে প্রাপ্তবয়স্ক বলে গণ্য হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে এই দুই মত বর্ণনার ক্ষেত্রে কোন ফকীহ বালিকা সম্পর্কে মতপার্থক্য করেননি যে, বালিকা যখন সতের বছর বয়স্কা হবে তবে সে ঋতুমতীর সমতুল্য গণ্য হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) পনের বছর অতিক্রান্ত হওয়ার বিষয়ে বালক এবং বালিকাকে অভিন্ন সাব্যস্ত করেন এবং এর দ্বারা উভয়কে বালিগ গণ্য করেন। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বালকের ব্যাপারে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর আর বালিকার ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমতকে গ্রহণ করেন।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর বিরুদ্ধে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর দলীল হলো নিম্নরূপঃ ইব্ন উমার (রা)-এর হাদীসে তাকে ফিরিয়ে দেয়ার কারণ বালিগ না হওয়া ছিল না, বরং হতে পারে তাঁর মধ্যে দুর্বলতা লক্ষ্য করেছেন। পক্ষান্তরে পনের বছর বয়স বালিগ হওয়ার কারণে নয়, বরং তাঁর মধ্যে অবিচলতা ও শক্তি দেখে তাকে অনুমতি প্রদান করেছেন। আবার এটাও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উভয় অবস্থায় তাঁর বয়স সম্পর্কে জ্ঞাত হন নাই।

সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা)-এর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আচরণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সপক্ষে প্রমাণ বহন করে ঃ

٤٧٦٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَسْعُوْدِ الْخَيَّاطُ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى الطَّبَّاعُ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ اُمَّهُ كَانَتْ اِمْرَاَةً جَمِيْلَةً مِّنْ بَنِيْ فَزَارَةَ فَذَهَبَتْ بِهِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَهُوَ صَبِيٌّ وَكَثُرَ خُطَّابُهَا فَجَعَلَتْ تَقُوْلُ لاَ اَتَزَوَّجُ اِلاَّ مَنْ يَكْفُلُ لِيْ بِابْنِيْ هٰذَا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ عَلٰى ذٰلِكَ فَلَمَّا فَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ لِغِلْمَانِ الْاَنْصَارِ وَلَمْ يَفْرُضْ لَهُ كَاَنَّهُ اسْتَضْعَفَهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ فَرَضْتَ لِصَبِيٍّ وَلَمْ تَفْرُضْ لِيْ اَنَا اَصْرَعُهُ قَالَ صَارِعْهُ فَصَرَعْتُهُ فَفَرَضَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا اَجَازَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ لَمَّا صَارَعَ الْاَنْصَارِيَّ فَصَرَعَهُ لاَ لِاَنَّهُ قَدْ بَلَغَ احْتَمَلَ اَنْ يَكُوْنَ كَذٰلِكَ اَيْضًا مَافَعَلَ فِي ابْنِ

عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَجَازَهُ حِيْنَ اَجَازَهُ لِقُوَّتِهٖ لاَ لِبُلُوْغِهٖ وَرَدَّهُ حِيْنَ رَدَّهُ لِضُعْفِهٖ لاَ لِعَدَمِ بُلُوْغِهٖ -

৪৭৬৩. আহমদ ইব্‌ন মাসউদ খাইয়াত (র) ..... সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার মা বনূ ফাযারা গোত্রের একজন সুন্দরী রমণী ছিলেন। তিনি তাকে নিয়ে মদীনা উপনীত হলেন, তখন তিনি শিশু ছিলেন। তাঁর মায়ের বিবাহের জন্য অনেক প্রস্তাব আসছিল, আর তিনি (প্রস্তাবের উত্তরে) এটাই বলছিলেন, আমি তাকেই বিবাহ করব, যে আমার এই শিশুটির লালন-পালনের দায়িত্ব নেবে। জনৈক ব্যক্তি এই শর্তে তাকে বিবাহ করল। যখন নবী ﷺ আনসারী বালকদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করলেন, তখন তার জন্য করেন নি, যেন তাকে দুর্বল মনে করলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি অমুক শিশুর জন্য ভাতা নির্ধারণ করেছেন, আমার জন্য করেন নাই, অথচ আমি তাকে আছাড় দিতে পারি। তিনি বললেন, তাকে পরাভূত কর। আমি তাকে পরাভূত করলাম। তখন নবী ﷺ তার জন্যও ভাতা নির্ধারণ করলেন। সুতরাং যখন বালিগ হওয়ার ভিত্তিতে নয়, বরং পরাভূত করার ভিত্তিতে তার ভাতা নির্ধারণ করা হলো তখন এই ইব্‌ন উমার (রা)-এর ব্যাপারেও অনুরূপ সম্ভাবনা রয়েছে যে, অনুমতি প্রদান ছিল শক্তির কারণে বালিগ হওয়ার কারণে নয় এবং ফিরিয়ে দেয়া ছিল দুর্বলতার কারণে, নাবালিগ হওয়ার কারণে নয়।

অতএব আমাদের উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর জন্য এই হাদীসটি দলীল হওয়া খণ্ডিত হয়ে গেল। কেননা এতে সেই বিষয়ের সম্ভাবনা রয়েছে যেদিকে ইমাম আবূ হানীফা (র) গিয়েছেন। যেহেতু ইমাম আবূ হানীফা (র) ওই বিষয়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন না যে, যখন বালক যুদ্ধোপযোগী হয়ে যাবে এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে তবে তাদের হিস্যা নির্ধারণ করা হবে, যদিও তারা বালিগ না হোক।

ইব্‌ন উমার (রা)-এর বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যা কিছু স্বয়ং তাঁর সূত্রে বর্ণিত, বারা ইব্‌ন 'আযিব (রা) থেকে এর পরিপন্থী ও বর্ণিত আছে ঃ

٤٧٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ عَرَضَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَابْنَ عُمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ فَاسْتَصْغَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اَجَازَنَا يَوْمَ اُحُدٍ -

৪৭৬৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযাযমা (র) ..... বারা ইব্‌ন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এবং ইব্‌ন উমার (রা) কে ডাকলেন। অতঃপর আমাদেরকে তিনি ছোট মনে করলেন। এরপর উহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে আমাদেরকে অনুমতি দিলেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইব্‌ন উমার (রা) কে উহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে চৌদ্দ বছর বয়সে (যুদ্ধের) অনুমতি দেন। আর এটা ইব্‌ন উমার (রা)-এর রিওয়ায়াতে বর্ণিত বিষয়ের পরিপন্থী।

ইমাম তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ ঃ বস্তুত এই হাদীসটি যখন কোন পক্ষেরই প্রমাণ হতে পারছেনা তখন আমরা যুক্তির আলোকে বিচার করলাম যেন আমরা ওই দুই অভিমত থেকে বিশুদ্ধ মতটিকে স্পষ্ট করতে সক্ষম হই, যার একটির দিকে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং অপরটির দিকে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) গিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে, নারী ঋতুমতী হলে আল্লাহ্ তা'আলা তার ইদ্দত তিন হায়য

(ঋতুস্রাব) সাব্যস্ত করেছেন। আর যদি স্বল্পবয়স কিংবা বার্ধক্যের কারণে ঋতুস্রাব না আসে তবে তার ইদ্দত তিন মাস সাব্যস্ত করেছেন। হায়যের স্থানে মাসকে রাখা হয়েছে। কোন সময় নারীর মাসের শুরু এবং শেষে ঋতুস্রাব আসে, এমনিভাবে তার একই মাসে দুই ঋতুস্রাব একত্রিত হয়ে যায়। আবার কখনো তার দুই হায়যের মাঝে দুইমাস কিংবা অধিক সময়কাল ব্যবধান হয়ে যায়। তবে সাধারণ নারীদের হিসাবে হায়যের স্থলাভিষিক্ত (তিনমাস) সাব্যস্ত করা হবে। কেননা সাধারণ নারীদের প্রত্যেক মাসে একবার হায়য আসে। সুতরাং বালকের ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে, স্বপ্নদোষের দ্বারা 'বুলূগ' সাব্যস্ত হবে, আর স্বপ্নদোষ না হলে এ ব্যাপারে সকল ফকীহ্ একমত যে, এর কোন স্থলাভিষিক্ত আছে। একদল আলিম বলেন যে, তা হলো পনের বছর বয়সে পৌঁছে যাওয়া। পক্ষান্তরে অপর একদল আলিম বলেন, তা হলো এর থেকে কিছুটা বেশি। সাধারণত যে বয়সে স্বপ্নদোষ হয় তাহলো পনের বছর বয়স। আর এ হিসাবে স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। কেননা সাধারণত বালকদের স্বপ্নদোষ এবং বালিকাদের ঋতুস্রাব এই বয়সেই হয়ে থাকে। এর থেকে কম অথবা অধিক বয়সকে নির্ধারণ করে নাই। কেননা তা বিশেষ অবস্থায় হয় এবং এ বিষয়ে আমরা খাস তথা বিশেষ অবস্থার হুকুমকে গ্রহণযোগ্য মনে করিনা; বরং আম তথা সাধারণ অবস্থার হুকুমকে গ্রহণযোগ্য মনে করি। যেমন হায়যের বিষয়ে সাধারণ অবস্থা ধরে নিয়ে স্থলাভিষিক্ত (তিন মাস) নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং এ পুরো বিষয়ে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমত বিশুদ্ধ কিয়াস বা যুক্তি দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয় নাই, এবং ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত বা মাযহাব খণ্ডিত হয়ে গিয়েছে।

এ বিষয়ে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) থেকেও ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর এই অভিমত অনুরূপ বর্ণিত আছে, যা ইমাম আবূ ইউসুফ (র) তাঁর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

٤٧٦٥ـ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ وَلاَ تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلاَّ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ اَىْ ثَمَانِى عَشَرَةَ سَنَةً وَمِثْلُهَا فِىْ سُوْرَةِ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ ـ

৪৭৬৫. রাওহ ইব্‌নুল ফারাজ (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

وَلاَ تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلاَّ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ ـ

অর্থাৎ ঃ এবং ইয়াতীম বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুপায়ে ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হবেনা (সূরা ১৭ আয়াত ঃ ৩৪) অর্থাৎ (বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার ব্যাখ্যায় বলেছেন) আঠার বছর না হওয়া পর্যন্ত। সূরা বানী ইসরাঈলেও অনুরূপ রয়েছে।

٤ـ بَابُ مَايُنْهٰى عَنْ قَتْلِهِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ فِى دَارِ الْحَرْبِ

৪. অনুচ্ছেদ ঃ দারুল হারব বা অমুসলিম এলাকায় নারী ও শিশু হত্যা নিষিদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গে

٤٧٦٦ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ اِلٰى اِبْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ فَكَتَبَ اِلَيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ لاَيَقْتُلُهُمْ ـ

Contents

৪৭৬৬. আবূ বাক্‌রা (র) .....ইক্‌রামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাজদা ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে পত্রযোগে শিশুদের হত্যা করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি তাকে (উত্তর) লিখলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে (শিশুদের) হত্যা করতেন না।

٤٧٦٧- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَ ثَنَا اَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِيْنَ اَحَدًا فَكَتَبَ اِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاَنَا حَاضِرٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ لاَيَقْتُلُ مِنْهُمْ اَحَدًا-

৪৭৬৭. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইয়াযীদ ইব্‌ন হুরমুয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাজদা ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে পত্রযোগে জিজ্ঞাসা করল যে, নবী ﷺ কি মুশরিকদের শিশুদেরকে হত্যা করতেন? ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাকে জানালেন এবং সে সময় আমিও উপস্থিত ছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের (শিশুদের) হত্যা করতেন না।

٤٧٦٨- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيْ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا بَعَثَ جُيُوْشَهُ قَالَ لاَتَقْتُلُوْا الْوِلْدَانَ -

৪৭৬৮. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন স্বীয় বাহিনী প্রেরণ করতেন, বলতেন,শিশুদের হত্যা করবেনা।

٤٧٦٩- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيْ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ ثَنَا نَافِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وُجِدَتْ اِمْرَأَةٌ مَقْتُوْلَةٌ فِيْ بَعْضِ الْمَغَازِيْ فَنَهَاهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ -

৪৭৬৯. ফাহাদ (র) ..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কোন এক গাযওয়ায় (অভিযানে) এক মহিলাকে নিহত অবস্থায় পেয়েছি। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদেরকে (সাহাবাহদেরকে) নারী ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেন।

٤٧٧٠- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عُمَرَ -

৪৭৭০. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... নাফি' (র) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু তিনি ইব্‌ন উমার (রা)-এর উল্লেখ করেন নাই।

٤٧٧١- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا غَسَّانُ قَالَ ثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৪৭৭১. ফাহাদ (র) ..... ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٧٧٢ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ يَنْهٰى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ـ

৪৭৭২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মায়মূন (র) ..... ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি নারী ও শিশু হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

٤٧٧٣ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىْ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ حِيْنَ بَعَثَ اِلٰى ابْنِ اَبِىْ الْحَقِيْقِ ـ

৪৭৭৩. ইউনুস (র) ..... ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক (র) স্বীয় চাচা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাঁকে ইব্‌ন আবিল হাকীক-এর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন তখন নারী ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

٤٧٧٤ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى الَّذِيْنَ قَتَلُوْا ابْنَ اَبِىْ الْحَقِيْقِ حِيْنَ خَرَجُوْا اِلَيْهِ عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَالنِّسْوَانِ.

৪৭৭৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) ..... কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ সমস্ত লোকদেরকে যারা 'ইব্‌ন আবিল হাকীক' কে হত্যা করেছে, যখন তারা তার উদ্দেশ্যে বের হয়েছে তখন শিশু ও নারীদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

٤٧٧٥ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَابِسٍ عَنْ اَبَانِ بْنِ تَغْلِبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً قَالَ لَهُمْ لاَ تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا وَلاَ امْرَأَةً ـ

৪৭৭৫. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... ইব্‌ন বুরায়দা (র) তৎ পিতা বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোন বাহিনীকে অভিযানে প্রেরণ করতেন তখন তাদেরকে বলতেন, শিশু ও নারীদের হত্যা করবেনা।

٤٧٧٦ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُذَيْفَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّىُّ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِىُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا بَعَثَ جَيْشًا كَانَ مِمَّا يُوْصِيْهِمْ بِهِ اَنْ لاَ تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا قَالَ اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّىُّ فِىْ حَدِيْثِهِ قَالَ عَلْقَمَةُ فَحَدَّثْتُ بِهِ مُقَاتِلَ بْنَ حَيَّانٍ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ مُسْلِمُ بْنُ هُشَيْمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৪৭৭৬. ইব্‌ন মারযূক (রা) ..... সুলায়মান ইব্‌ন বুরায়দা (র) তৎ পিতা বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোন বাহিনীকে অভিযানে প্রেরণ করতেন তখন তাদেরকে এই উপদেশও দিতেন যে,

কোন শিশুকে হত্যা করবেনা। আবূ বিশ্‌র রকী (র) স্বীয় রিওয়ায়াতে বলেন, আলকামা (র) বলেছেন, আমি এই হাদীসটি মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়্যান (র)-কে বর্ণনা করেছি। তিনি বলেছেন, মুসলিম ইব্‌ন হুশায়ম (র) নো'মান ইব্‌ন মুকাররিন (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে আমাকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٧٧٧ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ ح وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالاَ ثَنَا اللَّيْثُ قَالَ ثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ الْاَسْلَمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا بَعَثَ اَمِيْرًا عَلٰى جَيْشٍ اَوْ سَرِيَّةٍ كَانَ مِمَّا يُوْصِيْهِ بِهٖ اَنْ لاَّ تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا ـ

৪৭৭৭. ফাহাদ (র) ও রাওহ ইবনুল ফারাজ (র) ..... সুলায়মান ইব্‌ন বুরায়দা আসলামী (র) তৎ পিতা বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোন বড় কিংবা ছোট বাহিনীর আমীর নির্ধারণ করে প্রেরণ করতেন তখন তাকে এই উপদেশও দিতেন যে, কোন শিশুকে হত্যা করবেনা।

٤٧٧٨ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُمَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ قَالَ هُمَا لِمَنْ غَلَبَ ـ

৪৭৭৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নারী ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, এরা উভয়ে (নারী, শিশু) বিজয়ীর জন্য হবে।

٤٧٧٩ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَرَشِيُّ اَبِيْ الزِّنَادِ قَالَ حَدَّثَنِيْ الْمُرَقَّعُ بْنُ صَيْفِيٍّ عَنْ جَدِّهٖ رِبَاحِ بْنِ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزَاةٍ غَزَاهَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَلٰى مُقَدَّمَتِهٖ حَتّٰى لَحِقَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى نَاقَتِهٖ فَاَفْرَجُوْا عَنِ امْرَأَةٍ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهَا مَقْتُوْلَةً فَبَعَثَ اِلٰى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ يَنْهَاهُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ـ

৪৭৭৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মায়মূন (র) ..... মুরাক্‌কি 'ইব্‌ন সায়ফী (র) তৎ পিতামহ রিবাহ ইব্‌ন হানযালা কাতিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে এক গাযওয়ায় (অভিযানে) বের হলেন। খালিদ ইব্‌ন ওলীদ (রা) বাহিনীর অগ্রভাগে নিযুক্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর উটনীর উপর আরোহী অবস্থায় তাদের সঙ্গে এসে মিলিত হলেন। সাহাবাগণ এক নিহত মহিলাকে দেখছিলেন, তারা পথ করে দিলেন। তিনি খালিদ ইব্‌ন ওলীদ (রা) কে নারী ও শিশুদের হত্যা করতে নিসেধ করে পয়গাম পাঠালেন।

٤٧٨ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرِ الْعَقْدِيْ قَالَ ثَنَا الْمُغِيْرَةُ عَنْ اَبِيْ الزِّنَادِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ الْمُرَقَّعُ بْنُ صَيْفِيْ عَنْ جَدِّهٖ رِبَاحِ بْنِ رَبِيْعٍ اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ لاَ تَقْتُلُوْا ذُرِّيَّةً وَلاَ عَسِيْفًا ـ

৪৭৮০. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... মুরাক্কি ‘ইব্‌ন সায়ফী (র) তার পিতামহ রিবাহ্‌ ইব্‌ন রবী‘ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -এর সঙ্গে (অভিযানে) বের হলেন। অতঃপর তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি বলেছেন যে, শিশু ও ক্রীতদাসদের (শ্রমিকদের) হত্যা করনা।

٤٧٨١ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا الْمُغِيْرَةُ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৪৭৮১. রবী‘ আল-জীযী (র) ..... মুগীরা (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি স্বীয় ইসনাদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٧٨٢ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الْمُرَقَّعِ بْنِ صَيْفِىٍّ عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَرَّ بِامْرَأَةٍ لَهَا خَلْقٌ وَقَدْ اجْتَمَعُوْا عَلَيْهَا فَلَمَّا جَاءَ افْرَجُوْا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا كَانَتْ هٰذِهِ تُقَاتِلُ ثُمَّ اَتْبَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَالِدًا اَنْ لاَّ تَقْتُلَ امْرَأَةً وَلاَعَسِيْفًا ـ

৪৭৮২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... মুরাক্কি ‘ইব্‌ন সায়ফী (র) সূত্রে হান্‌যালা কাতিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম যে, তিনি এক (নিহত) মহিলার নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যাকে ঘিরে লোকজন একত্রিত ছিল। যখন তিনি এলেন তখন তারা পিছনে সরে গিয়ে জায়গা করে দিল। তিনি বললেন, এ তো লড়াই করছিলো না? অতঃপর তিনি খালিদ ইব্‌ন ওলীদ (রা) কে পয়গাম পাঠালেন যে, কোন নারী ও ক্রীতদাস (শ্রমিক ইত্যাদি) -কে হত্যা করবে না।

٤٧٨٣ـ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِىُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৪৭৮৩. হুসাইন ইব্‌ন নাসর (র) .....সুফ্‌ইয়ান (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি স্বীয় ইসনাদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন যে, দারুল হারব তথা অমুসলিম এলাকায় কোন নারী ও শিশুকে কোন অবস্থায় হত্যা করা জাইয নেই এবং তাদেরকে ছাড়া পুরুষদের হত্যা করার উদ্যোগ নেয়া বৈধ নয়; যখন শিশু বা নারীদের নিরাপত্তা রক্ষিত না হয়। যেমন হারবীরা যখন নিজেদের শিশুদেরকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করবে এবং মুসলমানগণ ওই সমস্ত শিশু ও নারীদের উপর তীর নিক্ষেপ করা ব্যতীত হারবীদের উপরে তীর নিক্ষেপ সম্ভব না হয়, তবে ওই সমস্ত আলিমদের মতে তাদের উপর তীর বর্ষণ করা হারাম। অনুরূপভাবে তারা যদি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে সেখানে শিশুদেরকে স্থাপন করে তবে সেই দুর্গে তাদের উপর তীর বর্ষণ করাও আমাদের উপর হারাম, যখন আমরা শংকিত হব যে, এই তীর তাদের শিশু ও নারীদের উপরে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা ঐ সমস্ত রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন, যা আমরা এই অনুচ্ছেদের শুরুতে উল্লেখ করেছি। পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এই সমস্ত রিওয়ায়াতের বিশুদ্ধতা ও মুতাওয়াতির হওয়ার উপর তাদের সাথে একমত পোষণ করে বলেছেন যে, নারী ও শিশুদেরকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করার নিষিদ্ধতা রয়েছে। তবে যখন অন্য শিশু বা নারীদেরকে রক্ষা করে তা সম্ভব না হয় তখন তাদেরকে হত্যা করা জায়িয। তারা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

٤٧٨٤- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يُبَيَّتُوْنَ لَيْلاً فَيُصَابُ مِنْ نِّسَائِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ فَقَالَ هُمْ مِنْهُمْ -

৪৭৮৪. ইউনুস (র) ..... সা'ব ইব্ন জাছ্ছামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে ঐ মুশরিকদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো, যারা রাতে তাদের ঘরে ঘুমায়। অতঃপর তাদের নারী ও শিশুরাও আক্রান্ত হয়। তিনি বললেন, তারা তাদের (মুশরিকদের) অন্তর্ভুক্ত।

٤٧٨٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِوبْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْطَاَتْ خَيْلُنَا اَوْلاَدًا مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُمْ مِنْ اٰبَائِهِمْ -

৪৭৮৫. ইব্ন মারযূক (র) ..... সা'ব ইব্ন জাছ্ছামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের অশ্বারোহী বাহিনী মুশরিকদের শিশুদের পদদলিত করে বসেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তারা তাদের পিতা-পিতামহদেরই শামিল।

٤٧٨٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ اَبِىْ رَبِيْعَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلدَّارُ مِنْ دُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ نَفْتَحُهَا فِى الْغَارَةِ فَنُصِيْبُ الْوِلْدَانَ تَحْتَ بُطُوْنِ الْخَيْلِ وَلاَ نَشْعُرُ فَقَالَ اِنَّهُمْ مِنْهُمْ -

৪৭৮৬. আবূ উমাইয়া (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে সা'ব ইব্ন জাছ্ছামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা অতর্কিত আক্রমণ করে মুশ্‌রিকদের কোন গৃহের উপর বিজয় লাভ করি এবং তাদের শিশুরা আমাদের ঘোড়ার পায়ের নিচে পদদলিত হয়, অথচ আমাদের (এ ব্যাপারে) খবরই থাকে না। তিনি বললেন, তারা তাদের মধ্যে শামিল।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাদেরকে অতর্কিত আক্রমণ থেকে নিষেধ করেন নাই এবং তাতে তাদের শিশু ও নারীদের পর্যন্তও পৌছাত যাদেরকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করা হারাম। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ঐ সমস্ত রিওয়ায়াতে বৈধতার কারণ সেটা নয়, যা তাদের হত্যা করার নিষিদ্ধতার কারণ এবং তা বিগত রিওয়ায়াতগুলোতে উল্লেখ রয়েছে। প্রথমোক্ত রিওয়ায়াতগুলোতে যে নিষিদ্ধতা রয়েছে তা হলো ইচ্ছাকৃত হত্যা। আর বৈধতার অবস্থা হলো মুশরিকদেরকে হত্যা করতে গিয়ে অনিবার্যভাবে এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা। বস্তুত এরূপ বিশ্লেষণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত এই সমস্ত হাদীস বিশুদ্ধ হয়ে পারস্পরিক বৈপরিত্য বিদ্যমান থাকবে না।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শত্রুর বিরুদ্ধে অতর্কিত আক্রমণ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি ওই সমস্ত লোকদের উপর আক্রমণ করেছেন। যেমনটি আমরা 'যুদ্ধের পূর্বে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা' শীর্ষক অনুচ্ছেদে অনেকগুলো রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছি, যেখানে তিনি তাদেরকে এ থেকে নিষেধ করেন নাই; অথচ তিনি জানতেন যে, এ

অবস্থায় তাদের শিশু ও নারীরা ধ্বংস থেকে রক্ষা পাবেনা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি তাদেরকে অনুমতি প্রদান করেছেন। কেননা তাদের সংকল্প তাদের (নারী ও শিশু) কে হত্যা করা ছিলো না। বস্তুত এ বিশ্লেষণটি ওই বিষয়বস্তুর অনুকূলবর্তী, যা আমি সা'ব (রা)-এর হাদীসের অধীনে উল্লেখ করেছি। এবং যুক্তি ও এর সপক্ষে প্রমাণ বহন করে ঃ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে বর্ণিত আছে, যার বাহু কেউ দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলে সে স্বীয় বাহু (তার মুখ থেকে) টেনে বের করল। ফলে তার সম্মুখস্থ দু'টি দাঁত উপড়ে যায়। তখন তার দিয়াত তিনি বাতিল করে দিলেন। এ বিষয়ে তাঁর থেকে মুতাওয়াতির রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে। তা থেকে কিছু হাদীস নিম্নরূপ ঃ

٤٧٨٧ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَهْبِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِى اِسْحَاقَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِى رِبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ عَمَّيْهِ سَلْمَةَ بْنِ اُمَيَّةَ وَيَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ قَالاَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ وَمَعَنَا صَاحِبُ لَنَا فَقَاتَلَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ فَجَبَذَهَا مِنْ فِيْهِ فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَاَتَى الرَّجُلُ النَّبِىَّ ﷺ يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ فَقَالَ يَنْطَلِقُ اَحَدُكُمْ اِلَى اَخِيْهِ فَيَعَضُّهُ عَضِيْضَ الْفَحْلِ ثُمَّ يَاْتِىْ يَطْلُبُ الْعَقْلَ لاَ عَقْلَ لَهَا فَاَبْطَلَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ـ

৪৭৮৭. ইব্ন আবী দাঊদ (র) .....সফওয়ান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সফওয়ান (র) সূত্রে তাঁর দুই চাচা সালমা ইব্ন উমাইয়া ও ইয়া'লা ইব্ন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তাঁরা বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে তাবুক অভিযানে বের হলাম, আমাদের সঙ্গে আমাদের সাথীও ছিল। সে এক মুসলমানের বাহু কামড়ে ধরল, সে তার বাহু ছাড়াল। ফলে তার সম্মুখস্থ দু'টি দাঁত উপড়ে গেল। ঐ ব্যক্তি নবী ﷺ-এর দরবারে হাযির হয়ে (দাঁতের) দিয়াত দাবি করতে লাগল। তিনি বললেন, তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের নিকট গিয়ে কামড়াবে? যেমন উট কামড়ে থাকে, অতঃপর এসে দিয়াত দাবি করে। ঐ দু'টির দিয়াত নেই এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ দু'টি (দাঁতের বিনিময়) বাতিল করে দিলেন।

٤٧٨٨ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا وَهْبُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رِبَاحٍ اَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ كَانَ لِىْ اَجِيْرُ فَقَاتَلَ اِنْسَانًا فَعَضَّ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ اِصْبَعَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَجَاءَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ قَالَ عَطَاءُ حَسِبْتُ اَنَّ صَفْوَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيَدَعُ يَدَهُ فِىْ فِيْكَ فَتَقْضَمُهَا كَقَضْمِ الْجَمَلِ ـ

৪৭৮৮. ইউনুস (র) ..... ইয়া'লা ইব্ন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একজন মযদুর ছিল, সে এক ব্যক্তির সঙ্গে দাঙ্গায় লিপ্ত হল এবং তাদের একজন অপরজনকে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল। সে তার অঙ্গুলী টেনে আনলে ওই ব্যক্তির (যে কামড়িয়েছে) সম্মুখস্থ দু'টি দাঁত উপড়ে যায়। সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরবারে (নালিশ নিয়ে) হাযির হলে তিনি তার দাঁতের রক্তপণ বাতিল করে দেন। আতা (র) বলেন,

আমার ধারণা সফওয়ান (র) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সে কি তার হাত তোমার মুখে ছেড়ে দিবে আর উটের ন্যায় তুমি তা কামড়াবে?

٤٧٨٩ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُوْ عَامِرِ الْعَقْدِيْ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ كَقَضْمِ الْبَكْرِ ـ

৪৭৮৯. ইব্ন মারযূক (র) ..... ইয়া'লা ইব্ন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, জওয়ান উটের ন্যায় কামড়াতে।

٤٧٩٠ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا حَبَّانُ قَالَ ثَنَا اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَجُلاً عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ ذِرَاعَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَا الَّذِىْ عَضَّهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرَدْتَ اَنْ تَقْضَمَ يَدَ اَخِيْكَ كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ فَاَبْطَلَهَا ـ

৪৭৯০. ইব্ন মারযুক (র) .....ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির বাহু দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে ধরলে সে তার বাহু টেনে আনে। ফলে যে কামড়িয়ে ধরেছে তার সম্মুখস্থ দাঁত দু'টি উপড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি চাচ্ছিলে তোমার ভাইয়ের হাত কামড়াবে, যেমনিভাবে উট কামড়ায়। তিনি এর বিনিময় বাতিল সাব্যস্ত করলেন।

٤٧٩١ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهُ ـ

৪৭৯১. আলী ইব্ন মা'বাদ (র) .....কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি স্বীয় ইসনাদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তির হাত কামড়ে ধরা হয়েছে যখন সে তার হাত টেনে বের করে নেবে যদিও এতে অন্যের দাঁত নষ্ট হয়, অথচ এছাড়া অন্য অবস্থায় কারো দাঁত উপড়ে ফেলার সংকল্প করাও তার উপর হারাম ছিল। এ বিষয়ে দাঁত ধ্বংস করার সংকল্প না করা এবং এর সংকল্প করা গোনাহ ও দিয়াত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে অভিন্ন নয়। অনুরূপভাবে প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যার কোন বস্তু নেয়ার ইখতিয়ার রয়েছে এবং তা নেয়ার জন্য অন্যের এরূপ ক্ষতি হবে যা ইচ্ছাকৃত (ক্ষতি) করাটা হারাম। এতদসত্ত্বেও ঐ ব্যক্তি নিজের জিনিস নিতে পারবে। যদিও এতে ঐ বস্তু না হয়ে যায় যা ইচ্ছাকৃত নষ্ট করা হারাম। অনুরূপভাবে শত্রুর (কাফিরদের) বিষয়টি যে আমাদেরকে তাদের সঙ্গে লড়াই করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এবং তাদের নারী ও শিশুদের হত্যা করা আমাদের উপর হারাম করা হয়েছে। সুতরাং যে জিনিস থেকে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে তার ইচ্ছা করা আমাদের জন্য হারাম। পক্ষান্তরে যা কিছু আমাদের জন্য জাইয তার ইচ্ছা করা জাইয। যদিও তাতে ঐ জিনিস নষ্ট হয়, যা নষ্ট করা আমাদের জন্য হারাম এবং এ বিষয়ে আমাদের উপর কোন জরিমানা আরোপিত হবেনা। আর এটা ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

٥- بَابُ الشَّيْخِ الْكَبِيْرِ هَلْ يُقْتَلُ فِيْ دَارِ الْحَرْبِ أَمْ لاَ

৫. অনুচ্ছেদ ঃ অতিবৃদ্ধ দারুল হারব-এর মধ্যে হত্যা করা যাবে কিনা?

٤٧٩٢- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ لَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ حُنَيْنٍ بَعَثَ اَبَا عَامِرٍ عَلٰى جَيْشٍ اِلٰى اَوْطَاسٍ فَلَقِىَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ فَقُتِلَ دُرَيْدُ وَهَزَمَ اللّٰهُ اَصْحَابَهُ -

৪৭৯২. ফাহাদ (র) .....আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুনায়ন অভিযান থেকে অবসর হলেন, তখন তিনি আবূ আমের (রা)-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী আওতাস অভিমুখে প্রেরণ করেন। অবশেষে দুরায়দ ইব্ন ছাম্মার সঙ্গে তাঁর মুকাবিলা হলে দুরায়দ নিহত হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা তার সঙ্গীদেরকে পরাজিত করেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম এই হাদীসের (বিষয়বস্তুর) দিকে গিয়ে বলেছেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে অত্যন্ত বৃদ্ধ (কাফির) ব্যক্তিকে হত্যা করতে দোষ নেই। তারা এ বিষয়ে এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন এবং দুরায়দ তখনকার দিনে যুদ্ধ করার পর্যায়ে ছিলোনা (অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিলো)। অধিকন্তু তারা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতও প্রমাণ হিসাবে পেশ করেছেন ঃ

٤٧٩٣- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ بَهْلُوْلَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ وَجَّهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قِبَلَ اَوْطَاسٍ فَاَدْرَكَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ رَبِيْعُ بْنُ رَفِيْعٍ فَاَخَذَ بِخِطَامِ جَمَلِهِ وَهُوَ يَظُنُّ اَنَّهُ اِمْرَأَةٌ فَاِذَا هُوَ شَيْخٌ كَبِيْرٌ قَالَ مَاذَا تُرِيْدُ مِنِّىْ قَالَ اَقْتُلُكَ ثُمَّ ضَرَبَهُ بِسَيْفِهِ قَالَ فَلَمْ يُغْنِ شَيْئًا قَالَ بِئْسَمَا سَلَّحَتْكَ اُمُّكَ خُذْ سَيْفِىْ هٰذَا مِنْ مُؤَخَّرِ رَحْلِىْ ثُمَّ اِضْرِبْ وَارْفَعْ عَنِ الْعِظَامِ وَارْفَعْ عَنِ الدِّمَاغِ فَاِنِّىْ كَذٰلِكَ كُنْتُ اَقْتُلُ الرِّجَالَ -

৪৭৯৩. ফাহাদ (র) .....মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আওতাস অভিমুখে সৈন্য প্রেরণ করেছেন। রবী 'ইব্ন রাফী' (র) দুরায়দ ইব্ন ছাম্মাকে পেয়ে তার উটের লাগাম ধরে ফেলেন এবং তিনি তাকে কোন মহিলা ধারণা করেছিলেন। পরে দেখলেন, সে অতিবৃদ্ধ। সে বলল, তুমি আমার নিকট কি চাচ্ছ? তিনি বললেন, আমি তোমাকে হত্যা করব। এতে তিনি তাকে নিজের তরবারি দিয়ে আঘাত হানলেন। রাবী বলেন, কিন্তু তা কোন কাজ করলনা। সে (দুরায়দ) বলল, তোমার মা তোমাকে হাতিয়ার ধরার কি খারাপ পদ্ধতি-ই না শিখিয়েছে। আমার হাওদার পিছনের দিক থেকে আমার তরবারি নিয়ে আঘাত হান। কিন্তু হাড় ও দিমাগ (মস্তিষ্ক) থেকে দূরে রাখবে। আমিও লোকদের কে অনুরূপভাবে হত্যা করতাম।

তারা বলেন, যখন দুরায়দকে হত্যা করা হলো, অথচ সে নিতান্ত বৃদ্ধ ছিলো, আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিলোনা। অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের এই আচরণকে অপসন্দ করেন নাই। এতে প্রতীয়মান হয় যে, দারুল হারব বা অমুসলিম এলাকায় অশীতিপর বৃদ্ধকে হত্যা করা যায় এবং তার হুকুম যুবকেদের অনুরূপ, নারীদের অনুরূপ নয়। পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এই বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, দারুল হারবে বৃদ্ধদের হত্যা করা জাইয নেই এবং তারা এ বিষয়ে নারী ও শিশুদের অনুরূপ। তারা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা

প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... ইব্‌ন বুরায়দা (র) তার পিতা বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোন বাহিনী প্রেরণ করতেন তখন (বিদায়ী উপদেশ হিসাবে) বলতেন, কোন নিতান্ত বুড়ো ব্যক্তিকে হত্যা করবেনা।

বস্তুত এই হাদীসে বুড়োদের হত্যা করার নিষিদ্ধতা ব্যক্ত হয়েছে। মুরাকা' ইব্‌ন সায়ফী (রা)-এর রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক নিহত মহিলাকে দেখলেন তখন বললেন, এতো যুদ্ধ করছিলোনা। এতে প্রমাণিত হয় যে, তাকেই হত্যা করা জাইয, যে কিনা যুদ্ধ করে। কিন্তু যখন দুরায়দ সংক্রান্ত এই হাদীস এবং অপরাপর হাদীসসমূহ, তাই এগুলোর অর্থ বিশুদ্ধায়ন আবশ্যক, যেন এই হাদীসসমূহ একটি অপরটিকে প্রত্যাখ্যান না করে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ থেকে দারুল হারবে বৃদ্ধদেরকে হত্যা করার নিষিদ্ধতা ঐ ক্ষেত্রে হবে, যারা যুদ্ধ করে না অথবা বুদ্ধি ইত্যাদি দ্বারা বাহিনীর সহযোগিতা করেনা। পক্ষান্তরে দুরায়দ সংক্রান্ত হাদীস এরূপ বৃদ্ধদের সম্পর্কে, যারা যুদ্ধে সহযোগিতা করেন, যেমন দুরায়দ করত। অতএব তাদের হত্যা করতে কোন অসুবিধা নেই, যদিও তারা যুদ্ধ করেনা। কেননা তাদের থেকে যে সহযোগিতা অর্জিত হয় তা অনেক লড়াই অপেক্ষা কঠোরতম। যোদ্ধার যুদ্ধ এরূপ সহযোগিতার দ্বারাই সঠিকভাবে পরিচালিত হয়। সুতরাং যখন বিষয়টি অনুরূপ তখন তাদেরকে হত্যা করা হবে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাণী এ বিষয়ের উপর দলীল, যা হানযালা (র)-এর ভাই রিবাহ (র)-এর রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নিহত মহিলার ব্যাপারে বলেছেন, এতো যুদ্ধ করতনা অর্থাৎ তাকে হত্যা করা উচিত হয়নি। কেননা সে যুদ্ধ করত না। যখন সে যুদ্ধ করবে তবে তাকে হত্যা করা হবে। কেননা যে কারণে তাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ ছিলো তা বিলুপ্ত হয়েছে। আর উল্লেখিত কারণে তাদের দুরায়দ ইব্‌ন ছাম্মাহকে হত্যা করা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, যদি নারী যুদ্ধের পরিকল্পনা প্রস্তুতকারিণী হয় তবে তাকে হত্যা করতে কোন দোষ নেই। যেমনি যুদ্ধসংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষ পরামর্শ বা অভিমত প্রদানকারী বৃদ্ধকে হত্যা করা বৈধ।

সুতরাং আমরা যা উল্লেখ করেছি এই সমস্ত হাদীসমূহের বিষয়বস্তুর বিশুদ্ধ করণ সেটাকে অপরিহার্য করে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আশ্রম তথা ইবাদতগাহসমূহে ইবাদতরতদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন ঃ

٤٧٩٤- حَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبَةَ الْاَشْهَلِىُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا بَعَثَ جُيُوْشَهُ قَالَ لَاتَقْتُلُوْا اَصْحَابَ الصَّوَامِعِ -

৪৭৯৪. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন বাহিনীসমূহ প্রেরণ করতেন তখন (বিদায়ী উপদেশ দান কালে) বলতেন, ইবাদতগাহসমূহে ইবাদতরতদের হত্যা করবেনা।

সুতরাং যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুন্নাত প্রচলিত যে, ইবাদতগাহসমূহে ইবাদতরতদের হত্যা করা যাবে না, যারা লোকদের থেকে পৃথক হয়ে নিজেদের (ইবাদতের জন্য) আটকিয়ে রেখেছে এবং তাদের এই বিচ্ছিন্নতার কারণে তাদের পক্ষ থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ হয়ে যায়। এটাও একথার প্রমাণ বহন করে যে, মুসলমানগণ যার থেকেই তারা আলাদা বা বিচ্ছিন্নতার কারণে নিরাপদ হয়ে যায়, চাই সে নারী বৃদ্ধা বা শিশু হোক, তাদের কে হত্যা করা হবে না। বস্তুত এটাই এই অনুচ্ছেদের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা। আর এটাই ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌নুল হাসান (র)-এর অভিমত এবং ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর উক্তির যুক্তি এটাই।

٦- بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ قَتِيْلاً فِيْ دَارِ الْحَرْبِ هَلْ يَكُوْنُ لَهُ سَلَبُهُ أَمْ لاَ

৬. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি দারুল হারবে (অমুসলিম এলাকায় শত্রু) কাউকে হত্যা করবে তাহলে নিহত ব্যক্তির অস্ত্র-সস্ত্র ও মাল-সামান সে পাবে কিনা?

٤٧٩٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيْ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ الْمَاجِشُوْنَ قَالَ ثَنَا صَالِحُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَعَلَ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ -

৪৭৯৫. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... সালিহ্ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (র) তৎ পিতা থেকে তিনি তার পিতামহ [আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)] থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিহতের অস্ত্র-সস্ত্র ও মাল-সামান হত্যাকারীর জন্য সাব্যস্ত করেছেন।

٤٧٩٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا اَلْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيْلٍ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنْتَدَبَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَاَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ الزُّبَيْرَ فَخَرَجَ اِلَيْهِ فَجَعَلَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ سَلَبَهُ -

৪৭৯৬. হাসান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মানসূর (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মুশরিক লড়ার জন্য আহ্বান করলে নবী ﷺ যুবাইর (রা) কে নির্দেশ দিলেন তার বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার জন্য। তিনি বেরিয়ে গিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলেন। অনন্তর নবী ﷺ তার অস্ত্র-সস্ত্র ও মাল-সামান যুবাইর (রা)-এর জন্য সাব্যস্ত করলেন।

٤٧٩٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو السَّكْسَكِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ وَعَوْفِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ -

৪৭৯৭. আবূ বাক্‌রা (র) .....খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) ও আওফ ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (নিহত ব্যক্তির) অস্ত্র-সস্ত্র ও মাল-সামান হত্যাকারীর জন্য ফয়সালা দিয়েছেন।

٤٧٩٨- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيِّ قُلْتُ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ يَوْمَ مَوْتِهٖ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ قَالَ بَلٰى -

৪৭৯৮. রবী' উল-মুআয্‌যিন (র) .....আওফ ইব্‌ন মালিক আল-আশ্‌জাঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মৃত্যুর দিন খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) কে বললাম, আপনি কি অবহিত আছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিহত শত্রুর মাল-সামানে খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ রাখেন নি? তিনি বললেন, হাঁ, আমি অবহিত আছি।

٤٧٩٩۔ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ كَثِيْرِ بْنِ اَفْلَحَ عَنْ اَبِيْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَفَلَ اَبَا قَتَادَةَ سَلَبَ قَتِيْلٍ قَتَلَهُ ـ

৪৭৯৯. ইউনুস (র) ..... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁকে ঐ নিহত ব্যক্তির অস্ত্র-সস্ত্র ও মাল-সামান 'নাফল' হিসাবে প্রদান করেছেন, যাকে তিনি হত্যা করেছিলেন।

٤٨٠٠۔ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّهُ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ كَثِيْرِ بْنِ اَفْلَحَ عَنْ اَبِيْ مُحَمَّدٍ مَوْلٰى اَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ اَنَّهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِيْنَ جَوْلَةٌ قَالَ فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَدْ عَلاَ رَجُلاً مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَدَرْتُ لَهُ حَتّٰى اَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلٰى حَبْلِ عَاتِقِهِ ضَرْبَةً حَتّٰى قَطَعْتُ حَبْلَ الدِّرْعِ فَاَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِيْ ضَمَّةً حَتّٰى وَجَدْتُ مِنْهَا رِيْحَ الْمَوْتِ ثُمَّ اَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَاَرْسَلَنِيْ فَلَقِيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رض فَقُلْتُ مَا بَالُ النَّاسِ فَقَالَ اَمْرُ اللّٰهِ ثُمَّ اِنَّ النَّاسَ رَجَعُوْا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ قَالَ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَّنْ يَشْهَدُ لِيْ ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ ذٰلِكَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ قَالَ ذٰلِكَ الثَّالِثَةَ فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَالُكَ يَا اَبَا قَتَادَةَ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ صَدَقَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَلَبُ ذٰلِكَ الْقَتِيْلِ عِنْدِيْ فَاَرْضِهِ مِنِّيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ لاَ هَاءَ اللّٰهُ اِذًا لاَ يَعْمِدُ اِلٰى اَسَدِ اللّٰهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللّٰهِ وَعَنْ رَسُوْلِهِ فَيُعْطِيْكَ سَلَبَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدَقَ فَاَعْطِهِ اِيَّاهُ فَقَالَ اَبُوْ قَتَادَةَ فَاَعْطَانِيْهِ فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِيْ بَنِيْ سَلِمَةَ فَاِنَّهُ لَاَوَّلُ مَالٍ تَاَثَّلْتُهُ فِي الْاِسْلاَمِ ـ

৪৮০০. ইউনুস (র) ..... আবূ কাতাদা ইব্‌ন রাবঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা গাযওয়া হুনায়নের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে বের হলাম। যখন আমরা পারস্পরিক মুকবিলায় অবতীর্ণ হলাম তখন মুসলমানদের (কিছুটা) ছুটাছুটি অবস্থা ছিল। বলেন, আমি এক মুশরিককে এক মুসলমানের উপর আক্রমণ করতে দেখে তার দিকে ফিরে গেলাম এবং পিছনের দিক থেকে এসে তার গর্দানে তরবারি দিয়ে আঘাত হানলাম এবং তার লৌহবর্মের শিকল কেটে দিলাম। অতঃপর সে আমার দিকে মনোনিবেশ করল এবং আমাকে অত্যন্ত কঠোরতার সাথে এমনভাবে ঝাপটে ধরল যে, এতে আমি মৃত্যুর ঘ্রাণ পাচ্ছিলাম। এরপর তার মৃত্যু এসে গেল, তখন সে আমাকে ছেড়ে দিল। আমি উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করলাম এবং লোকদের অবস্থা কি জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, যেমন আল্লাহ্‌র হুকুম। অতঃপর লোকেরা ফিরে এলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি (শত্রু) কাউকে হত্যা করবে আর এ বিষয়ে যদি তার প্রমাণ থাকে তবে তার (হত্যাকারীর) জন্য হবে নিহত ব্যক্তির অস্ত্র-সস্ত্র ও মাল-সামান। বললেন, আমি দাঁড়ালাম এবং বললাম, আমার সাক্ষ্য কে দিবে? এরপর বসে গেলাম, এর পর দ্বিতীয় বার বললাম তৃতীয় বারও সেই কথাটি বললাম। আমি এর পর দাঁড়িয়ে গেলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে আবূ কাতাদা! কি

ব্যাপার, আমি পুরো ঘটনা তাকে বিবৃত করলাম। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি সত্য বলেছেন এবং ঐ নিহত ব্যক্তির মাল-সামান আমার কাছে রয়েছে। তাকে আমার পক্ষ থেকে রাজি করিয়ে দিন ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আবূ বকর ছিদ্দিক (রা) বললেন, না আল্লাহ্র কসম! তিনি তা করবেননা যে, আল্লাহ্র এক সিংহ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে লড়েছেন আর তাঁর মাল-সামান তোমাকে প্রদান করবেন। রাসূলুল্লাহ্ﷺ বললেন, সে সত্য বলেছে, তুমি তাকে এগুলো দিয়ে দাও। আবূ কাতাদা (রা) বলেন, অনন্তর সে ঐ মাল-সামান আমাকে দিয়ে দিল। আমি লৌহবর্ম বিক্রয় করে তা দ্বারা বানূ সালমা (গোত্রে খেজুরের) একটি বাগান খরীদ করেছি এবং এটি আমার ইসলামে অর্জিত সর্বপ্রথম সম্পদ।

٤٨٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى جَعْفَرٍ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّهُ قَتَلَ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَنَفَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَلَبَهُ وَدِرْعَهُ فَبَاعَهُ بِخَمْسِ اَوَاقٍ -

৪৮০১. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) .....আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এক পৌত্তলিককে হত্যা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ﷺ তার মাল-সামান ও লৌহবর্ম নাফল হিসাবে দান করেছেন। অনন্তর তিনি সেটি (লৌহবর্ম) পাঁচ উকিয়া স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রয় করে দিয়েছেন। (এক উকিয়া দেড় আউন্স সমপরিমাণ)

٤٨٠٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً فَلَهُ سَلَبُهُ فَقَتَلَ اَبُوْ طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ عِشْرِيْنَ رَجُلاً فَاَخَذَ اَسْلاَبَهُمْ -

৪৮০২. আবূ বাকরা (র) ও ইব্ন মারযুক (র) .....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ﷺ গায্ওয়া হুনায়নের প্রাক্কালে বলেছেন, যে ব্যক্তি (শত্রু) কাউকে হত্যা করবে তার জন্য হবে তার অস্ত্র-সস্ত্র ও মাল-সামান। সেদিন আবূ তালহা (রা) বিশ জন (কাফির) কে হত্যা করেছেন এবং তাদের (সকলের) মাল-সামান নিয়েছেন।

٤٨٠٣- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَلَمَةُ بْنُ الْاَكْوَعِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هَوَازِنَ فَقَتَلْتُ رَجُلاً مِنْهُمْ ثُمَّ جِئْتُ بِجَمَلِهِ اَقُوْدُهُ عَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسِلاَحُهُ فَاسْتَقْبَلَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ فَقَالُوْا ابْنُ الْاَكْوَعِ فَقَالَ لَهُ سَلَبُهُ اَجْمَعُ -

৪৮০৩. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ..... সালমা ইব্ন আকওয়া' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর সঙ্গে হাওয়াযিন গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছি। আমি তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি। অতঃপর তার উট হাকিয়ে নিয়ে এসেছি, যার উপর এর হাওদাসহ অপরাপর সামানপত্র ছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাত হয়, তাঁর সঙ্গে লোকেরা (সাহাবাগণ) ছিল। তিনি বললেন, ওই ব্যক্তিকে কে হত্যা করেছে, সকলে বলল, ইব্ন আকওয়া' (রা)। তিনি বললেন, তার সমস্ত মাল-সামান তার (হত্যাকারীর) জন্য।

٤٨٠٤ـ حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَيْسٍ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَهُوَ فِىْ سَفَرٍ فَجَلَسَ يَتَحَدَّثُ عِنْدَ اَصْحَابِهٖ ثُمَّ انْسَلَّ فَقَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ اُطْلُبُوْهُ فَاقْتُلُوْهُ فَسَبَقْتُهُمْ اِلَيْهِ فَقَتَلْتُهُ وَاَخَذْتُ سَلَبَهُ فَنَفَلَنِىْ اِيَّاهُ ـ

৪৮০৪. ফাহাদ (র) ..... ইব্‌ন সালমা ইব্‌ন আকওয়া' (র) তৎ পিতা [(সালমা ইব্‌ন আকওয়া' রা)] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদার এক সফরে ছিলেন, তখন তাঁর নিকট মুশরিকদের এক গুপ্তচর এল এবং সাহাবাদের কাছে বসে আলোচনা করতে লাগল। অতঃপর সে কেটে পড়ল। নবী ﷺ বললেন, তাকে খুঁজে হত্যা করো। সা}মা ইব্‌ন আকওয়া (রা) বলেন, আমি সর্বপ্রথম তার কাছে পৌঁছলাম এবং তাকে হত্যা করে তার মাল-সামান হস্তগত করলাম। পরে তিনি (ﷺ) ওই মাল-সামানগুলো আমাকে 'নাফল' হিসাবে দিলেন।

পর্যালোচনা

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল 'আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি 'দারুল হারবে' (শত্রু) কাউকে হত্যা করলে তার অস্ত্র-শস্ত্র ও মাল-সামান তার (হত্যাকারীর) জন্য হবে। তারা এ বিষয়ে এই সমস্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। পক্ষান্তরে অপরাপর 'আলিমগণ এ বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন, যতক্ষণ না ইমাম এটা বলবেন যে, 'যে ব্যক্তি (শত্রু) কাউকে হত্যা করবে তার মাল-সামান তার (হত্যাকারীর) জন্য হবে' ততক্ষণ পর্যন্ত মাল-সামান হত্যাকারীর জন্য হবে না। যদি তিনি উৎসাহ দানের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে লোকদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করার নিমিত্ত এই বাক্যগুলো বলে থাকেন তবে সে জন্যই হবে, যেমন তিনি বলেছেন। আর যদি তিনি এ বিষয়ে কিছু না বলেন, তবে তা গনীমত হিসাবে সাব্যস্ত হবে এবং এর বিধান হবে গনীমতের বিধানুরূপ।

প্রথমোক্ত মতপোষণকারীগণ যে সমস্ত রিওয়ায়াত দ্বারা তাঁদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করেছেন এর জবাবে তাঁদের দলীল হলো যে, খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) ও আওফ ইব্‌ন মালিক (রা)-এর উক্তি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'সালাব' বা নিহত শত্রুর মাল-সামানের ফয়সালা হত্যাকারীর জন্য প্রদান করেছেন। এর উদ্দেশ্য সেটাও হতে পারে যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক নিহত ব্যক্তির মাল-সামান হত্যাকারী লাভ করবে, আবার দ্বিতীয় প্রকার রিওয়ায়াতগুলোতে উল্লেখিত বিষয়টিও উদ্দেশ্য হতে পারে। নিহত ব্যক্তির মাল-সামান যে হত্যাকারীকে দেয়া আবশ্যক নয়, এর সপক্ষে প্রমাণ বহনকারী কিছু রিওয়ায়াত নিম্নরূপ ঃ

٤٨٠٥ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِىْ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مَاجِشُوْنَ قَالَ حَدَّثَنِىْ صَالِحُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ اِنِّىْ لَقَائِمٌ يَوْمَ بَدْرٍ بَيْنَ غُلَامَيْنِ حَدِيْثَةٌ اَسْنَانُهُمَا تَمَنَّيْتُ لَوْ اَنِّىْ بَيْنَ اَضْلَعٍ مِنْهُمَا فَغَمَزَنِىْ اَحَدُهُمَا فَقَالَ يَا عَمِّ اَتَعْرِفُ اَبَا جَهْلٍ فَقُلْتُ مَا حَاجَتُكَ اِلَيْهِ ابْنَ اَخِىْ قَالَ اُخْبِرْتُ اَنَّهُ يَسُبُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَاَنْ رَاَيْتُهُ لَايُفَارِقُ سَوَادِىْ سَوَادَهُ حَتّٰى يَمُوْتَ الْاَعْجَلُ مِنَّا فَعَجِبْتُ لِذٰلِكَ فَغَمَزَنِى الْاٰخَرُ فَقَالَ مِثْلَهَا فَلَمْ اَنْشَبْ اَنْ نَظَرْتُ اِلٰى اَبِىْ جَهْلٍ يَتَرَجَّلُ فِىْ

النَّاسِ فَقُلْتُ اَلاَتَرَيَانِ هٰذَا صَاحِبُكُمُ الَّذِيْ تَسْأَلاَنِ عَنْهُ فَابْتَدَرَاهُ فَضَرَبَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتّٰى قَتَلاَهُ ثُمَّ اَتَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَاهُ فَقَالَ اَيُّكُمَا قَتَلَهُ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَنَا قَتَلْتُهُ فَقَالَ اَمَسَحْتُكُمَا سَيْفَيْكُمَا قَالاَ لاَ قَالَ فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ فَقَالَ كِلاَكُمَا قَتَلَهُ وَقَضٰى بِسَلَبِهٖ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوْحِ وَالرَّجُلاَنِ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوْحِ وَالْاٰخَرُ مُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ ـ

৪৮০৫. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমি অল্প বয়স্ক দুই বালকের মাঝে (যুদ্ধের কাতারে) দাঁড়িয়ে ছিলাম।। আমি আকাঙ্ক্ষা করছিলাম যে, তাদের স্থানে কোন ভালো যোদ্ধার মাঝে যদি হতাম। দু'জনের একজন আমাকে ইশারা করে জিজ্ঞাসা করল, চাচা, আপনি কি আবূ জাহ্‌লকে চিনেন? আমি বললাম, ভাতিজা! তার সাথে তোমার কি প্রয়োজন? সে বলল, আমাকে বলা হয়েছে, যে, সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে গালি-গালাজ করে। আল্লাহ্‌র কসম! যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ রয়েছে যদি আমি তাকে দেখি তবে আমার শরীর তার শরীর থেকে পৃথক হবে না যতক্ষণ না আমাদের থেকে যে তাড়াতাড়ি মৃত্যুবরণ করতে চায় মৃত্যুবরণ করে। [আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) বলেন] আমি তার কথায় বিস্মিত হলাম। অতঃপর দ্বিতীয় জন আমাকে ইশারা করে অনুরূপ কথা বলল। একটু পরেই আমি আবূ জাহ্‌লকে দেখলাম, সে লোকদের মাঝে টহল দিচ্ছে। আমি বললাম ঃ তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ! তোমাদের বাঞ্ছিত যার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসা করছিলে, এই সেই ব্যক্তি। তারা দু'জন দ্রুতবেগে তার দিকে অগ্রসর হলো এবং তরবারির আঘাতে তাকে হত্যা করলো। অতঃপর তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে হাযির হয়ে তাঁকে ঘটনা জানালো। তিনি বললেন, তোমাদের কে তাকে হত্যা করেছে? তাদের প্রত্যেকেই বলল, আমি তাকে হত্যা করেছি। তিনি বললেন, তোমরা কি তোমাদের তরবারি ছাফ করে ফেলেছ? তারা বলল, না। রাবী বলেন, তিনি তাদের উভয়ের তরবারি দেখে বললেন, তোমরা দু'জনেই তাকে হত্যা করেছ এবং তিনি তার অস্ত্র-সস্ত্র ও মাল-সামান মু'আয ইব্‌ন আমর ইব্‌ন 'জামু'হ (রা) কে দিলেন। আর এই দু'জনের (নাম) ছিল মু'আয ইব্‌ন আমর 'জামু'হ (রা) ও মু'আয ইব্‌ন আফ্‌রা (রা)।

তোমরা কি লক্ষ্য করছ না যে, এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ দু'জন (বালক)-কে বলেছেন, তোমরা দু'জনেই তাকে হত্যা করেছ। অতঃপর তাদের একজনের জন্য মাল-সামানের ফয়সালা প্রদান করেছেন, অপর জনের জন্য করেন নাই। এতে প্রমাণিত হয় যে, যদি হত্যাকারীকে হত্যা করার কারণে মাল-সামন দেয়া ওয়াজিব হত তবে ওই দু'জনের জন্য তার (নিহত ব্যক্তির) মাল-সামান ওয়াজিব হত এবং নবী ﷺ তাদের একজন থেকে তা নিয়ে অন্যজনকে প্রদান করতেন না।

তোমরা কি লক্ষ্য করছ না যে, ইমাম যদি ঘোষণা দেন যে, যে ব্যক্তি (শত্রু) কাউকে হত্যা করবে তবে নিহত ব্যক্তির মাল-সামান তার জন্য হবে। অতঃপর যদি দু'ব্যক্তি কাউকে হত্যা করে তবে তার মাল-সামান দু'জনেই অর্ধেক অর্ধেক করে লাভ করবে এবং ইমাম একজনকে বঞ্চিত করে সমস্ত মাল-সমান অপরজনকে প্রদান করতে পারবে না। কেননা এতে তাদের প্রত্যেকের অভিন্ন অধিকার রয়েছে। আর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তারা (দু'জন) ইমাম অপেক্ষা অধিক হক সংরক্ষণ করে।

যখন নবী ﷺ-এর এই অধিকার ছিলো যে, আবূ জাহ্‌লের মাল-সামান তার একজন হত্যাকারীকে প্রদান করবেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এতে তার ঐ দু'জন অপেক্ষা অধিক ইখতিয়ার ছিল। কেননা তিনি ঐ দিন (বদরের) এই ঘোষণা প্রদান করেন নাই যে, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করবে তার মাল-সামান সে লাভ করবে।

٤٨٠٦ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ اَبِى الزِّنَادِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ اَبِىْ سَلَّامٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى بَدْرٍ فَلَقِىَ الْعَدُوَّ فَلَمَّا هَزَمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى اتَّبَعَتْهُمْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَقْتُلُوْنَهُمْ وَاَحْدَقَتْ طَائِفَةٌ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاسْتَوْلَتْ طَائِفَةٌ بِالْعَسْكَرِ وَالنَّهْبِ فَلَمَّا نَفَى اللّٰهُ الْعَدُوَّ وَرَجَعَ الَّذِيْنَ طَلَبُوْهُمْ قَالُوْا لَنَا النَّفْلُ نَحْنُ طَلَبْنَا الْعَدُوَّوَبِنَا نَفَاهُمُ اللّٰهُ وَهَزَمَهُمْ وَقَالَ الَّذِيْنَ اَحْدَقُوْا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا اَنْتُمْ بِاَحَقَّ مِنَّا بَلْ هُوَ لَنَا نَحْنُ اَحْدَقْنَا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَايَنَالُ مِنْهُ الْعَدُوُّ غِرَّةً وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتَوْلَوْا عَلَى الْعَسْكَرِ وَالنَّهْبِ وَاللّٰهِ مَا اَنْتُمْ بِاَحَقَّ بِهٖ مِنَّا نَحْنُ حَوَيْنَاهُ وَاسْتَوْلَيْنَاهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِلٰى قَوْلِهٖ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ فَقَسَمَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَهُمْ عَنْ فَوَاقٍ ـ

৪৮০৬. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বদর অভিযানে বের হলেন এবং শত্রুর সঙ্গে তার মোকাবিলা হলো। যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে পরাজিত করলেন তখন মুসলমানদের একটি দল তাদেরকে হত্যা করার জন্য তাদের পিছনে ধাবিত হলো, আরেকটি দল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চতুষ্পার্শ্বে (তাঁর হিফাযতের জন্য বেষ্টন করে) ছিল। অন্য আরেকটি দল কাফির সৈন্যদের কাবুতে রাখতে এবং গনীমতের সম্পদ অর্জনে ব্যস্ত ছিল। যখন আল্লাহ্ তা'আলা শত্রু সৈন্যদের পরাস্ত করে দিলেন এবং তাদের পিছনে অনুসরণকারী দল ফিরে এলো তখন তারা বলল, 'নাফল' তথা গনীমতের মাল আমাদের জন্য হবে। কেননা আমরা শত্রু খুঁজেছি এবং আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের দ্বারা তাদেরকে বিদূরিত করে পরাস্ত করে দেন। যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হিফাযত করছিল তারা বলল, তোমরা আমাদর চেয়ে বেশি অধিকার রাখনা, বরং তা আমাদের জন্য। কেননা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে হিফাযত করছিলাম, যাতে কোনভাবেই শত্রু ধোঁকা দিয়ে তাঁর উপর আক্রমণ করতে সক্ষম না হয় এবং যারা শত্রু সৈন্যকে কাবু করেছে আর গনীমতের মাল অর্জন করেছে তারা বলল, আল্লাহর কসম! তোমরা আমাদের অপেক্ষা অধিক হকদার নও। আমরা তা একত্রিত করেছি এবং নিয়ন্ত্রণ করেছি। অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করলেন ঃ

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِلٰى قَوْلِهٖ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ـ

অর্থাৎ ঃ লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, বল, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ এবং রাসূলের ...... যদি তোমার মু'মিন হও পর্যন্ত। (সূরা ঃ ৮ আয়াত ঃ ১)

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা (গনীমতের মাল) তাদের মাঝে বরাবরভাবে বণ্টন করেছেন।

তোমরা কি লক্ষ্য করছ না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ বিষয়ে হত্যাকারীদেরকে অন্যদের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেন নাই। এতে প্রমাণিত হলো যে, নিহতের মাল-সামান হত্যাকারীর জন্য শুধু হত্যার কারণে ওয়াজিব

নয়। তবে হাঁ, যদি ইমাম মুসলমানদের কল্যাণের নিমিত্ত তাদেরকে তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে মাল-সম্পদ দেন তাহলে তা দিতে পারেন।

٤٨٠٧- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بُلْقَيْنِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِوَادِيْ الْقُرٰى فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَنِ الْمَغْنَمُ قَالَ لِلّٰهِ سَهْمٌ وَلِهٰؤُلَاءِ اَرْبَعَةُ اَسْهُمٍ فَقُلْتُ فَهَلْ اَحَدُ اَحَقُّ بِشَيْئٍ مِّنَ الْمَغْنَمِ مِنْ اَحَدٍ قَالَ لَا حَتّٰى السَّهْمَ يَاْخُذُهُ اَحَدُكُمْ مِنْ جَنْبِهِ فَلَيْسَ هُوَ بِاَحَقَّ بِهِ مِنْ اَخِيْهِ -

৪৮০৭. ফাহাদ (র) ..... বুলকাইনের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলাম, তখন তিনি 'ওয়াদিউল কুরা'তে অবস্থান করছিলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! গনীমত কার জন্য? তিনি বললেন, এক অংশ আল্লাহ্ তা'আলার জন্য এবং (অবশিষ্ট) চার অংশ ওই সমস্ত (মুজাহিদ) দের জন্য। আমি বললাম, গনীমতের সম্পদে কি কারো জন্য অন্যের অপেক্ষা অধিক অধিকার আছে? তিনি বললেন, না, এমন কি যদি তোমাদের কেউ নিহতের পার্শ্বদেশ বা শরীর থেকে বিদীর্ণ তীর বের করে আনে তবুও সে তার অন্য ভাই অপেক্ষা অধিক হকদার নয়।

٤٨٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ رَّجُلٍ مِّنْ بُلْقَيْنِ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

৪৮০৮. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... বুলকাইনের জনৈক ব্যক্তি সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ তোমরা কি লক্ষ্য করছ না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গনীমতের এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্ তা'আলার জন্য এবং অবশিষ্ট চার অংশ তাঁর সাহাবাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। আর তাতে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ যদি তোমাদের থেকে কেউ (কাফিরের) পার্শ্বদেশে তীর নিক্ষেপ করে তা সে টেনে বের করে তাহলে সে তার ভাই অপেক্ষা অধিক হকদার হবেনা।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ যুদ্ধে যা কিছু লাভ করে এবং যা কিছু অন্যে লাভ করে, যে যুদ্ধের প্রাক্কালে উপস্থিত ছিলো, তারা এ দু'জন এই সব সম্পদে অভিন্নরূপে অংশীদার।

যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন করে যে, তোমরা যা কিছু আবূ জাহ্লের মাল-সমান সম্পর্কে উল্লেখ করেছ এবং যা কিছু তোমরা উবাদা ইব্ন সামিত (রা)-এর হাদীসে উল্লেখ করেছে তা ছিলো বদর যুদ্ধের ঘটনা। আর এটা হত্যাকারীদের জন্য (নিহত ব্যক্তির) মাল-সামান নির্ধারিত হওয়ার পূর্বেকার ব্যাপার। অতঃপর হুনায়ন যুদ্ধের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (নিহত ব্যক্তির) মাল-সামান হত্যাকারীদের জন্য নির্ধারিত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (শত্রু) কাউকে হত্যা করবে তার অস্ত্র-শস্ত্র ও মাল-সামান ওর (হত্যাকারীর) জন্য হবে। সুতরাং এটা এর পূর্ববর্তী বিধানকে রহিত করে দিয়েছে।

তাকে (উত্তরে) বলা হবে যে, যা কিছু আমরা উল্লেখ করেছি তা পূর্ববর্তী বিধান রহিত হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করেনা, কেননা হুনায়ন যুদ্ধের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বক্তব্যের মর্ম এটাও হতে পারে যে, যে

ব্যক্তি ঐ যুদ্ধে (হুনায়ন) কাউকে হত্যা করবে, অন্য যুদ্ধে নয়। যেমন তিনি মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি হাতিয়ার ফেলে দিবে সে নিরাপদ" এর দ্বারা অন্য কোন যুদ্ধে হাতিয়ার ফেলে দেয়া উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং যখন এটা প্রমাণিত হলো যে, হুনায়ন যুদ্ধের পূর্বে নিহত ব্যক্তির মাল-সামান হত্যাকারীর জন্য ওয়াজিব হত না। অতঃপর হুনায়ন যুদ্ধের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এই বক্তব্য সম্মুখে এসেছে। এতে সম্ভাবনা রয়েছে যে, এই হুকুম পূর্ববর্তী হুকুমের জন্য রহিতকারী। আবার এটাও হতে পারে যে, এটা তার জন্য রহিতকারী হবে না, যতক্ষণ না আমরা নিশ্চিতরূপে অবহিত হব, ওটাকে রহিতকারী সাব্যস্ত করব না। ঐ অভিমত তার পূর্ববর্তী বিধানের জন্য নাসিখ বা রহিতকারী না হওয়ার উপর (নিম্নোক্ত) এই রিওয়ায়াতটিও প্রমাণ বহন করে ঃ

٤٨٠٩- يُوْنُسَ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ مَالِكٍ اَخَا اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَارَزَ مَرْزُبَانَ الزَّئرَةْ فَطَعَنَهُ طَعْنَةً فَكَسَرَ الْقَرْبُوْسَ وَخَلَصَتْ اِلَيْهِ فَقَتَلَهُ فَقَوَّمَ سَلَبَهُ ثَلاَثِيْنَ اَلْفًا فَلَمَّا صَلَّيْنَا الصُّبْحَ غَدَا عَلَيْنَا عُمَرُ فَقَالَ لِاَبِىْ طَلْحَةَ اِنَّا كُنَّا لاَنُخَمِّسُ الْاَسْلاَبَ وَاِنَّ سَلَبَ الْبَرَاءِ قَدْ بَلَغَ مَالاًوَلا اَرَانَا اِلاَّ خَامِسَيْهِ فَقَوَّمْنَاهُ ثَلاَثِيْنَ اَلْفًا فَدَفَعْنَا اِلٰى عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ سِتَّةَ اٰلاَفٍ فَهٰذَا عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ يَقُوْلُ اِنَّا كُنَّا لاَ نُخَمِّسُ الْاَسْلاَبَ ثُمَّ خَمَّسَ سَلَبَ الْبَرَاءِ -

৪৮০৯. ইউনুস (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর ভাই বারা ইব্‌ন মালিক (রা) যারারার হাকেমের সঙ্গে লড়াই করেছেন। তিনি তাকে বর্শা নিক্ষেপ করে ঘোড়ার গদির পিছনের বা সম্মুখের অংশ ভেঙ্গে গিয়ে ওই ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং তা তাকে হত্যা করে ফেলে। তার সালাব তথা মাল-সামানের মূল্য নির্ধারণ করেছে ত্রিশ হাজার। আমরা যখন ফজরের সালাত আদায় করেছি তখন আমাদের নিকট উমার (রা) এলেন এবং আবূ তালহা (রা)-কে বললেন যে, আমরা (নিহত ব্যক্তির) মাল-সামানের খুমুস বা পঞ্চমাংশ নেই না এবং বারা (রা) যে মাল-সামান লাভ করেছেন তা প্রচুর সম্পদ। আমরা এর শুধু পঞ্চমাংশ নিব। রাবী বলেন, আমরা ওই মালের মূল্য নির্ধারণ করেছি ত্রিশ হাজার। অনন্তর আমরা ছয় হাজার উমার (রা)-কে প্রদান করেছি। আর এই উমার (রা)-ই বলেন যে, আমরা (নিহতের) মাল-সামান থেকে খুমুস তথা পঞ্চমাংশ নিই না। অতঃপর বারা (রা)-এর মাল-সামানের পঞ্চমাংশ নিয়েছেন।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, তারা পঞ্চমাংশ নিতেন না; কিন্তু তাঁরা নিতে পারতেন। অধিকন্তু ঐ মাল-সামান সৈন্যবাহিনীকে ছেড়ে শুধু হত্যাকারীদেরকে প্রদান করা ওয়াজিব নয়। আর (এটাও হতে পারে যে,) উমার (রা) হুনায়ন যুদ্ধের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বক্তব্যের সময় উপস্থিত ছিলেন যখন তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (শত্রু) কাউকে হত্যা করবে তার অস্ত্র-শস্ত্র ও মাল-সামান ওই হত্যাকারীর জন্য হবে। তাঁর (উমার রা) মতে এই বক্তব্য শুধু ওই যুদ্ধের সাথে খাস ছিলো না।

আবূ তালহা (রা)ও হুনায়নযুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি যাদেরকে হত্যা করেছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের মাল-সামান তাঁর জন্য ফয়সালা প্রদাণ করেছেন। আর তাঁর মতে এটা আবশ্যক ছিল না। পক্ষান্তরে উমার (রা) মারযুবানের মাল-সামানে যে ফয়সালা প্রদান করেছেন তা এর পরিপন্থী। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) ও হুনায়ন যুদ্ধের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরবারে এবং বারা (রা)-এর ঘটনার দিন উমার (রা)-এর নিকটে উপস্থিত ছিলেন। আর তাঁর মতেও উমার (রা)-এর এই অভিমত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ওই বক্তব্যের পরিপন্থী

Contents

ছিলো। সুতরাং এরা হলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবা, যাঁরা তাঁর হুনায়ন যুদ্ধের প্রাক্কালীন বক্তব্য ঃ "যে ব্যক্তি (শত্রু) কাউকে হত্যা করবে তার জন্য হবে তার মাল-সামান" কে বদর যুদ্ধের প্রাক্কালীন পূর্ববর্তী বিধানের জন্য রহিতকারী সাব্যস্ত করেন নাই।

٤٨١٠ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَأَلَ مَكْحُوْلاً اَيُخَمَّسُ السَّلَبُ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ مَالِكٍ بَارَزَ رَجُلاً مِنْ عُظَمَاءِ فَارِسَ فَقَتَلَهُ فَاَخَذَ الْبَرَاءُ سَلَبَهُ فَكَتَبَ فِيْهِ اِلَى الْاَمِيْرِ اَنْ اَقْبِضْ اِلَيْكَ خُمُسَهُ وَادْفَعْ اِلَيْهِ مَابَقِىَ فَقَبَضَ الْاَمِيْرُ خُمُسَهُ ـ

৪৮১০. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন ছাওবান (র) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা (সাবিত র) তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি মাকহুল (র)-কে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, নিহতের মাল-সামান থেকে পঞ্চমাংশ কি বের হবে? তিনি বললেন, আমাকে আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, বারা ইব্‌ন মালিক (রা) পারসিক এক বড় বীরের সঙ্গে লড়লেন এবং তাকে হত্যা করলেন এবং বারা (রা) তার অস্ত্র-শস্ত্র ও মাল-সামান নিয়ে নিলেন। অতঃপর এ বিষয়ে উমার (রা)-কে লিখলেন। উমার (রা) আমীরকে লিখলেন যে, তুমি এর পঞ্চমাংশ নিয়ে নাও এবং অবশিষ্ট (অংশ) তাকে প্রদান কর। অনন্তর আমীর এর পঞ্চমাংশ হস্তগত করলেন।

দেখুন, মাকহুলের মত ব্যক্তিও নিহত ব্যক্তির মাল-সামানের বিষয়ে সেই মতামতই গ্রহণ করেছেন, যা আমরা উল্লেখ করেছি।

٤٨١١ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْاَنْفَالِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْفَرَسُ مِنَ النَّفْلِ ثُمَّ عَادَ لِمَسْأَلَتِهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذٰلِكَ اَيْضًا ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ الْاَنْفَالُ الَّتِىْ قَالَ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهِ مَاهِىَ قَالَ الْقَاسِمُ فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ حَتّٰى كَادَ يُخْرِجُهُ ـ

৪৮১১. ইউনুস (র) ..... কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জনৈক ব্যক্তিকে শুনেছি, সে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে গনীমত (এর সম্পদ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, অশ্ব গনীমতের মালের অন্তর্ভুক্ত। সে পুন একই প্রশ্ন করল এবং ইব্‌ন আব্বাস (রা) সেই জবাবই দিলেন। অতঃপর উক্ত ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন শরীফে যে আন্‌ফাল বা গনীমতের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন সেটি কি ? কাসিম (র) বলেন, সে তাঁকে অবিরত প্রশ্ন করেই যাচ্ছিল, এমন কি তিনি তাকে (মজলিস থেকে) বের করে দেয়ার উপক্রম করলেন।

٤٨١٢ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْاَنْفَالِ فَقَالَ السَّلَبُ وَالْفَرَسُ مِنَ الْاَنْفَالِ ـ

৪৮১২. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি ইব্‌ন আব্বাস (রা) কে গনীমতের সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, নিহত ব্যক্তির মাল-সামান ও অশ্ব গনীমতের অন্তর্ভুক্ত।

٤٨١٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ وَرَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالاَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ اَخْبَرَنِى الزُّهْرِىُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَهُ فَاَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ فَسَأَلَهُ عَنِ السَّلَبِ فَقَالَ السَّلَبُ مِنَ النَّفْلِ وَفِى النَّفْلِ الْخُمُسُ -

৪৮১৩. ইউনুস (র) ও রাবী আল-মুআয্যিন (র) ..... কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র) সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার তাঁর কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ইরাকী লোক এসে তাঁকে নিহত ব্যক্তির মাল-সমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, উক্ত মাল-সামান গনীমতের সম্পদের অন্তর্ভুক্ত এবং গনীমতের সম্পদে পঞ্চমাংশ (নির্ধারিত)।

বস্তুত ইনি হলেন ইব্ন আব্বাস (রা), তিনি নিহত ব্যক্তির মাল-সামানে পঞ্চমাংশ সাব্যস্ত করে ওটাকে গনীমতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অথচ তিনি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্পর্কে অবিহত রয়েছেন, যা আমরা এই অনুচ্ছেদের শুরুতে উল্লেখ করেছি যে, তিনি যুবাইর (রা) কর্তৃক নিহত বক্তির মাল-সামান তাঁকেই প্রদান করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর গাযওয়ায়ে বদরের পূর্ববর্তী আমল ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট রহিত নয়। আর তিনি যুবাইর (রা) কর্তৃক নিহত ব্যক্তির মাল-সামান তাঁকে প্রদান করাটা তাঁর সেই বক্তব্যের কারণে হয়েছে, যা পূর্বে তাঁরই সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, অথবা অন্য কোন কারণে প্রদান করেছেন। আর এটাই হলো হাদীসসমূহের মর্মাবলীর বিশুদ্ধকরণের দিক দিয়ে এই অনুচ্ছেদের বর্ণনা।

ইমাম তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক দলীল ও বিশ্লেষণ ঃ বস্তুত যুক্তির নিরিখে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশ্লেষণ হলো নিম্নরূপ ঃ আমরা লক্ষ্য করছি যে, যদি ইমাম কোন ছোট বাহিনী প্রেরণ করে অথচ তিনি দারুল হারবে অবস্থান করছেন। ইমাম এবং অবশিষ্ট সৈন্য বাহিনী ঐ ছোট বাহিনীর সঙ্গে যায়নি, বরং পিছনে রয়ে গিয়েছে। অতঃপর ঐ ছোটবাহিনী গনীমতের মাল নিয়ে এলো। তাহলে এই গনীমত তাদের এবং অবশিষ্ট সমস্ত সৈন্যবাহিনীর মাঝে বণ্টন হবে। যদিও তারা তাদের সঙ্গে লড়াইয়ে শরীক ছিলোনা এবং এই ছোট বাহিনী অবশিষ্ট সমস্ত সৈন্য বাহিনীর তুলনায় গনীমতের অধিক হকদার হবে না। যদিও যুদ্ধ তারাই করেছে এবং তাদের কারণেই গনীমত অর্জিত হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি ইমাম ঐ ছোট বাহিনী প্রেরণের প্রাক্কালে গনীমতের পঞ্চমাংশ তাদের জন্য নির্ধারণ করে দেন তবে তারা তাই লাভ করবে যা ইমাম তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। আর অবশিষ্ট সম্পদ তাদের এবং অবশিষ্ট সৈন্যবাহিনীর মাঝে বণ্টন হবে। সুতরাং এই বাহিনী অবশিষ্ট সৈন্যবাহিনী অপেক্ষা পৃথক শুধু এতটুকু সম্পদের অধিকারী হবে যা ইমাম তাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন।

অতএব এর উপরের যুক্তির দাবি হলো যে, দারুল হারবে যত সংখ্যক সৈন্যবাহিনী রয়েছে তাদের কেউই ঐ মাল-সামানের হকদার হবেনা, যা সে নিহতদের মাল-সামান ইত্যাদি থেকে অর্জন করেছ। বরং সে অবশিষ্ট সৈন্যবাহিনীর ন্যায় হকদার হবে। তবে হাঁ, যদি ইমাম তার জন্য তা থেকে কিছু নির্ধারণ করে দেয়, তবে তা সে ইমাম কর্তৃক নির্ধারণের কারণে লাভ করবে, অন্য কারণ নয়। এই অনুচ্ছেদ যৌক্তিক বিশ্লেষণ এটাই। আর ইমাম আবূ হানীফা (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমতও এটাই।

٤٨١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْهَرَوِىُّ قَالَ ثَنَا دُحَيْمٌ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا صَفْوَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَوْفٍ قَالَ الْوَلِيْدُ وَحَدَّثَنِى ثَوْرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ

مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرٍ عَنْ عَوْفٍ وَهُوَ ابْنُ مَالِكٍ اَنَّ مَدَدِيًّا رَافَقَهُمْ فِىْ غَزْوَةِ مُوْتَةَ وَاَنَّ رُوْمِيًّا كَانَ يَشُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَيَفْرِىْ بِهِمْ فَتَلَطَّفَ لَهُ ذٰلِكَ الْمَدَدِىْ فَقَعَدَ لَهُ تَحْتَ صَخْرَةٍ فَلَمَّا مَرَّ بِهٖ عَرْقَبَ فَرَسَهُ وَخَرَّ الرُّوْمِىُّ لِقَفَاهُ فَعَلَاهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ فَاَقْبَلَ بِفَرَسِهٖ وَسَرْجِهٖ وَلِجَامِهٖ وَمِنْطَقَتِهٖ وَسِلَاحِهٖ كُلُّ ذٰلِكَ مُذَهَّبٌ بِالذَّهَبِ وَالْجَوْهَرِ اِلٰى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ فَاَخَذَ مِنْهُ خَالِدٌ طَائِفَةً وَنَفَّلَهُ بَقِيَّتَهُ فَقُلْتُ يَا خَالِدُ مَا هٰذَا اَمَا تَعْلَمُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَفَّلَ الْقَاتِلَ السَّلَبَ كُلَّهُ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنِّىْ اسْتَكْثَرْتُهُ فَقُلْتُ اِنِّىْ وَاللّٰهِ لَاُعَرِّفَنَّكَهَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عَوْفٌ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَخْبَرْتُهُ خَبَرَهُ فَدَعَاهُ وَاَمَرَهُ اَنْ يَدْفَعَ اِلَى الْمَدَدِىْ بَقِيَّةَ سَلَبِهٖ فَوَلّٰى خَالِدٌ لِيَدْفَعَ سَلَبَهُ فَقُلْتُ كَيْفَ رَاَيْتَ يَا خَالِدُ اَوَلَمْ اَفِ لَكَ بِمَا وَعَدْتُكَ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ يَا خَالِدُ لَا تُعْطِهٖ وَاَقْبَلَ عَلَىَّ فَقَالَ هَلْ اَنْتُمْ تَارِكُوْا اُمَرَائِىْ لَكُمْ صَفْوَةُ اَمْرِهِمْ وَعَلَيْهِمْ كَدَرُهُ ـ

৪৮১৪. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান হারবী (র) ..... আওফ ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, গাযওয়া মওতার প্রাক্কালে এক সিপাহী তাদের সঙ্গী হয়েছিলো এবং এক রোমান যোদ্ধা মুসলমানদের উপরে আক্রমণ করছিলো এবং তাদের অনুসরণ করছিলো। ওই সিপাহী ঐ রোমান যোদ্ধার সঙ্গে কোমলতা প্রদর্শন করল এবং তার অপেক্ষায় সে এক প্রস্তর খণ্ডের নিচে বসে গেল। যখন সে সেখান দিয়ে অতিক্রম করল তখন সে তার অশ্বের পা কেটে দিল এবং রোমান ব্যক্তি চিৎপটাং হয়ে পড়ে গেল। সিপাহী তার উপর তরবারি উঁচু করল এবং তাকে হত্যা করল। অতঃপর সে তার অশ্ব, তরবারি, গদি, লাগাম, কোমরবন্ধনী ও হাতিয়ার নিয়ে খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-এর নিকট এল, আর এই সমস্ত আসবাবপত্র স্বর্ণ ও মুক্তা খচিত ছিলো। খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) তার থেকে কিছু সম্পদ গ্রহণ করলেন এবং অবশিষ্ট তাকে গনীমতরূপে দিয়ে দিলেন। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে খালিদ (রা)! এটা কি? আপনি কি অবহিত নন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হত্যাকারীকে নিহতের সমস্ত মাল-সামান প্রদান করেছেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি অবহিত আছি। কিন্তু আমি এটাকে অত্যন্ত বেশি মাল মনে করছি। তিনি বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমার কথাটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে অবশ্যই পেশ করব। আওফ (রা) বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হলাম তখন আমি তাঁকে তাঁর বিষয়টি সম্পর্কে সংবাদ দিলাম। তিনি খালিদ (রা)-কে ডেকে নির্দেশ দিলেন, সিপাহীর অবশিষ্ট মাল-সামানও তাকে প্রদান কর। অনন্তর খালিদ (রা) তার মাল-সামান প্রদানের নিমিত্ত ফিরে চললেন। আমি বললাম, হে খালিদ (রা)! তোমার কি অভিমত? আমি কি তোমার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করিনি? এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাগান্বিত হয়ে গেলেন এবং বললেন, হে খালিদ! তাকে দিবেনা এবং আমার দিকে ফিরে বললেন, তোমরা কি আমার (নিযুক্ত) আমীরদেরকে পরিত্যাগ করবে। তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট বস্তু এবং তাদের জন্য হবে ময়লা-আবর্জনা তথা খারাপ বস্তু।

তুমি কি লক্ষ্য করছ না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খালিদ (রা)-কে প্রথমে আদেশ করলেন দিয়ে দেয়ার জন্য তারপর আবার কোন কারণে আদেশ করলেন না দেয়ার জন্য। এতে প্রমাণিত হয় যে, ঐ মাল-সামান হত্যার

কারণে সিপাহীর জন্য ওয়াজিব হয় নাই। কেননা যদি তা হত্যার কারণে ওয়াজিব হত তাহলে অন্য কোন ব্যক্তির কথার কারণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা নিষেধ করতেন না। কিন্তু তিনি খালিদ (রা)-কে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তিনি তাকে মাল-সামান দিয়ে দেন। বস্তুত তাঁর (মাল-সামান) প্রদান করার অধিকার ছিলো এবং পরে তাকে দিতে নিষেধ করে দিয়েছেন। তাই তাঁর নিষেধ করারও অধিকার ছিলো। যেমন বারা ইব্‌ন মালিক (রা)-এর রিওয়ায়াতে আবূ তালহা (রা)-এর উদ্দেশ্যে উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর বক্তব্য। আমরা তা এই অনুচ্ছেদে ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, তিনি বলেছেন ঃ আমরা নিহতের মাল-সামানে পঞ্চমাংশ নেই না। কিন্তু বারা (রা)-এর অর্জিত মাল-সামান বিশাল পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিলো, আমরা এর পঞ্চমাংশ গ্রহণ করব। অনন্তর তিনি এর খুমুস (পঞ্চমাংশ) নিয়েছেন। উমার (রা) সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা নিহতের মাল-সামান থেকে পঞ্চামাংশ নিতেন না; কিন্তু তাদের এর পঞ্চমাংশ নেয়ার অধিকার রয়েছে। তাদের এর পঞ্চামাংশ না নেয়াটা ওই অধিকার বা ইখতিয়ারের কারণে ছিলো, এই জন্য নয় যে, তা (মাল-সামান) হত্যাকারীদের জন্য ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে। যেমন তাদের জন্য গনীমত থেকে হিস্যা ওয়াজিব হয়ে যায়। অনুরূপভাবে খালিদ (রা)-কে প্রথম দেয়ার আদেশ এবং পরে না দেয়ার আদেশ করার কারণ এই ছিলো। দুটোরই অধিকার তিনি রাখতেন। আমরা যা কিছু উল্লেখ করেছি তাতে এ বিষয়ের বিশুদ্ধ দলীল পাওয়া যাচ্ছে যে, এই কারণে বা এই দিক দিয়ে হত্যাকারীদের জন্য মাল-সামান ওয়াজিব হয় না।

٤٨١٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِيْ زَائِدَةَ قَالَ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِيْ هِنْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا فَذَهَبَ شُبَّانُ الرِّجَالِ وَجَلَسَتِ الشُّيُوْخُ تَحْتَ الرَّايَاتِ فَلَمَّا كَانَتِ الْغَنِيْمَةُ جَاءَتِ الشُّبَّانُ يَطْلُبُوْنَ نَفْلَهُمْ فَقَالَ الشُّيُوْخُ لاَ تَسْتَاْثِرُوْا عَلَيْنَا فَاِنَّا كُنَّا تَحْتَ الرَّايَاتِ وَلَوْ انْهَزَمْتُمْ كُنَّا رِدْءً لَّكُمْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ فَقَرَءَ حَتّٰى بَلَغَ كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوْنَ يَقُوْلُ اَطِيْعُوْنِيْ فِيْ هٰذَا الاَمْرِ كَمَا رَاَيْتُمْ عَاقِبَةَ اَمْرِيْ حَيْثُ خَرَجْتُمُوْا اَنْتُمْ كَارِهُوْنَ فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ بِمَا قَسَمَ -

৪৮১৫. আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আবী মারইয়াম (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এরূপ এরূপ করবে সে এই এই লাভ করবে। অনন্তর যুবকরা (রণাঙ্গনে) বেরিয়ে পড়ল এবং বৃদ্ধগণ পতাকার নিচে বসে রইলেন। যখন গনীমতের ব্যাপার এল তখন যুবকগণ নিজেদের 'নফল' অংশ চাচ্ছিলেন। বৃদ্ধগণ বললেন, আমাদের উপর তোমাদের প্রাধান্য হবে না। আমরা পতাকার নিচে অবস্থান করছিলাম, যদি তোমরা পরাস্ত হতে তবে আমরা তোমাদের জন্য চাদরের কাজ দিতাম। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেছেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ -

অর্থাৎ লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। (আয়াতের শেষ পর্যন্ত) তিনি তা তিলাওয়াত করে এ পর্যন্ত পৌছালেন ঃ

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ - وَإِنَّ فَرِيْقًا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوْنَ -

অর্থাৎ ঃ এটা এরূপ, যেমন তোমার প্রতিপালক তোমাকে ন্যায়ভাবে তোমার গৃহ থেকে বের করে দিয়েছিলেন অথচ বিশ্বাসীদের একদল এটা পসন্দ করে নাই। (সূরা ঃ ৮ আয়াত ঃ ৫) তিনি বললেন, এ বিষয়ে আমার আনুগত্য কর যেমন তোমরা আমার কাজের পরিণতি দেখছ, যখন বেরিয়েছিলে তখন অপসন্দ করছিলে। অতঃপর তিনি তাদের মাঝে গনীমতের সম্পদ সমানভাবে বণ্টন করলেন।

এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুবকদেরকে ঐ হিস্যা থেকে নিষেধ করেছেন, যা তাদের জন্য নির্ধারণ করেছিলেন। সুতরাং এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নিহতের মাল-সামান হত্যাকারীদের জন্য ওয়াজিব হবে না। তা নাহলে তিনি তাদেরকে তা থেকে নিষেধ করতেন না এবং যারা হত্যা করেছে মাল-সামানের সাথে তাদেরকে প্রাধান্য দিতেন। আর অন্যদেরকে যারা তাদের থেকে পিছনে রয়ে গিয়েছে ঐ মাল-সামান দিতেন না।

যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন করে যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ মাল-সামান তাদের জন্য নির্ধারণ করেছিলেন তখন না দেয়ায় কারণ কি?

তাকে (উত্তরে) বলা হবে যে, তিনি তাদের জন্য ঐ মাল-সামান এ কারণে নির্ধারণ করেছিলেন যে, তারা এরূপ কাজ করবে যাতে সমস্ত মুসলমানদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে আর তাদের পতাকা পরিত্যাগ করা, তা থেকে বেরিয়ে যাওয়া এবং এর সংরক্ষণকারীদের ধ্বংস করা মুসলমানদের কল্যাণ নয়। সুতরাং যখন তারা এ কাজ থেকে বের হয়ে গিয়েছে তখন তারা ঐ নির্ধারিত মালের উপযুক্ততার কারণ থেকে বের হয়ে গিয়েছে (অর্থাৎ তাদের উপযুক্ততার কারণ অবশিষ্ট রয়নি)। অতএব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের ঐ মাল থেকে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ্ সর্বাধিক জ্ঞাত।

٧- بَابُ سَهْمِ ذَوِى الْقُرْبٰى

৭. অনুচ্ছেদ ঃ আত্মীয়দের হিস্যা প্রসঙ্গ

٤٨١٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِىْ لَيْلٰى يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّ فَاطِمَةَ اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَشْكُوْ اِلَيْهِ اَثَرَ الرَّحٰى فِىْ يَدِهَا وَقَدْ بَلَغَهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَتَاهُ سَبْىٌ فَاَتَتْهُ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَلَمْ تَلْقَهُ وَلَقِيَتْهَا عَائِشَةُ فَاَخْبَرَهُ الْحَدِيْثَ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِىُّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ بِذٰلِكَ قَالَ فَاَتَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ اَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَا لِنَقُوْمَ فَقَالَ مَكَانَكُمَا فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتّٰى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلٰى صَدْرِىْ فَقَالَ اَلَا اَدُلُّكُمَا عَلٰى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا تُكَبِّرَانِ اللّٰهَ اَرْبَعًا وَّثَلَاثِيْنَ وَتُسَبِّحَا ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ وَتَحْمِدَا ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ اِذَا اَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَاِنَّهُ خَيْرٌ لَّكُمَا مِنْ خَادِمٍ -

৪৮১৬. সুলায়মান ইব্‌ন শু'আইব (র) ..... আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর হাতে (আটা পেষার) চাক্কির দাগ পড়ার অভিযোগ করলেন। কারণ তিনি খবর পেয়েছিলেন যে, নবী ﷺ -এর নিকট কয়েদী এসেছে। এজন্য তিনি তাঁর কাছে একজন

খাদিম চাইতে উপস্থিত হলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হলো না। তবে তিনি আয়েশা (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে তাকে ব্যাপারটি অবহিত করলেন। যখন নবী ﷺ এলেন তখন তিনি তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করলেন। বর্ণনাকারী (আলী রা) বলেন, অনন্তর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে এমন সময় আগমন করলেন, যখন আমরা আমাদের বিছানায় (ঘুমানোর জন্য) চলে গেছি। আমরা (তাঁকে দেখে) উঠতে লাগলাম, তিনি বললেন, তোমরা নিজ স্থানে অবস্থান কর। এরপর তিনি আমাদের মাঝে এসে বসে গেলেন এবং আমি তাঁর পা মুবারকের শীতলতা আমার বুকে অনুভব করলাম। তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এরূপ জিনিস বলব না, যা ঐ বস্তু অপেক্ষা উত্তম, যা তোমরা সওয়াল করেছ। যখন তোমরা বিছানায় যাবে তখন চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার তেত্রিশ বার সুবহানাল্লাহ এবং তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ পড়বে। এটা তোমাদের জন্য খাদিম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

٤٨١٧- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ ذَاتَ يَوْمٍ قَدْ جَاءَ اللّٰهُ اَبَاكَ بِسَعَةٍ وَّرَقِيْقٍ فَاْتِيْهِ فَاطْلُبِىْ مِنْهُ خَادِمًا فَاَتَتْهُ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ اُعْطِيْكُمَا وَاَدَعُ اَهْلَ الصُّفَّةِ يَطْوُوْنَ بُطُوْنَهُمْ وَلاَ اَجِدُ مَا اَنْفِقُ عَلَيْهِمْ وَلٰكِنْ اَبِيْعُهَا وَاُنْفِقُ عَلَيْهِمْ اَلاَ اَدُلُّكُمَا عَلٰى خَيْرٍ مِمَّا سَاَلْتُمَا عَلَّمَنِيْهِ جِبْرَئِيْلُ كَبِّرَا فِىْ دُبُرِكُلِّ صَلٰوةٍ عَشْرًا وَّسَبِّحَا عَشْرًا وَّاَحْمِدَا عَشْرًا وَّاِذَا اَوَيْتُمَا اِلٰى فِرَاشِكُمَا ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ مَافِىْ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ ـ

৪৮১৭. রাবী' আল-মুআয্যিন (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদা ফাতিমা (রা)-কে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার পিতাকে প্রচুর সম্পদ ও ক্রীতদাস দান করেছেন। তুমি তাঁর নিকট গিয়ে একটি খাদিম চাও। অনন্তর তিনি তাঁর নিকট এলেন এবং তা তাকে অবহিত করলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদেকে দিব আর সুফ্ফা অধিবাসীদেরকে পরিত্যাগ করব? (তা হবে না)। ক্ষুধার কারণে তাদের পেট খালি। আমার নিকট তাদের উপর খরচ করার জন্য কিছু নাই। কিন্তু আমি ওই ক্রীতদাসগুলো বিক্রয় করে তাদের উপর খরচ করব। আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের কাঙ্ক্ষিত বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জিনিস সম্পর্কে বলব না? যা জিবরাঈল (আ) আমাকে শিখিয়েছেন।-প্রত্যেক সালাতের পরে দশবার আল্লাহু আকবার দশবার সুবহানাল্লাহ এবং দশবার আলহামদুলিল্লাহ পড়বে। আর যখন তোমরা (ঘুমানোর জন্য) বিছানায় যাবে (তখনো তা পড়বে)। অতঃপর সুলায়মান (র)-এর রিওয়ায়াতের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٨١٨- حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَيَّاشُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الْفَضْلُ بْنُ حَسَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَكَمِ اَنَّ اُمَّهُ حَدَّثَتْهُ اَنَّهَا ذَهَبَتْ هِىَ وَاُمُّهَا حَتّٰى دَخَلَتْ عَلٰى فَاطِمَةَ فَخَرَجْنَ جَمِيْعًا فَاَتَيْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ اَقْبَلَ مِنْ بَعْضِ مَغَازِيْهِ وَمَعَهُ رَقِيْقٌ فَسَاَلْنَهُ اَنْ يَخْدِمَهُنَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَبَقَكُنَّ يَتَامٰى اَهْلِ بَدْرٍ ـ

৪৮১৮. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... ফযল ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাকাম (র) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর মা তাকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এবং তাঁর মা ফাতিমা (রা)-এর নিকট গেলেন। অতঃপর তারা সকলে একত্রে বেরিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তিনি কোন যুদ্ধ থেকে আগমন করছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে (কিছু) ক্রীতদাস ছিলো। ফাতিমা (রা) তাঁর কাছে একটি ক্রীতদাস প্রার্থনা করলেন। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের ইয়াতীম শিশুরা তোমার থেকে অগ্রগামী।

পর্যালোচনা

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল 'আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আত্মীয়দের জন্য খুমুস তথা পঞ্চমাংশ থেকে কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই এবং তাদের জন্য অন্যদের হিস্যা থেকে আলাদা কোন হিস্যা নেই। তারা বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য সেই হিস্যাই নির্ধারণ করেছেন যা তিনি নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণনা করেছেন ঃ

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ -

অর্থাৎ ঃ আরো জেন রাখ যে, যুদ্ধে যা তোমরা লাভ কর তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, দরিদ্রদের এবং পথচারীদের। (সূরা ঃ ৮ আয়াত ঃ ৪১)

এবং এই আয়াতে বর্ণনা করেছেন ঃ

مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ -

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ্ এই জনপদবাসীদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহ্‌র, তাঁর রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের এবং ইয়াতীমদের ও অভাবগ্রস্তদের। (সূরা ঃ ৫৯ আয়াত ঃ ৭)

আর এটা ঐ অবস্থায় প্রযোজ্য হবে, যখন তারা অভাবগ্রস্ত ও মুখাপেক্ষী হবে। আয়াতে তাদের (আত্মীয়দের)-কে ফকীর ও মিসকীনদের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করেছে। সুতরাং ফকীর, ইয়াতীম ও মিসকীন যেমন এই হুকুম থেকে বের হয়ে যায় যখন তাদের মাঝে উপযুক্ততার কারণ পাওয়া না যায় এবং তারা এর অধিকারী হবে না। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আত্মীয়বর্গ যাদেরকে তাদের সঙ্গে মিলিত করা হয়েছে। তাদেরকে তাদের অভাবগ্রস্ততার কারণে তাদের সঙ্গে মিলিত করা হয়েছে। আর যদি তারা মালদার (ধনী) হয় তবে এই হুকুম থেকে বেরিয়ে যাবে। অধিকন্তু তারা বলেন, যদি শুধু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আত্মীয়তার কারণে তাদের হিস্যা হত তবে তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা) ও তাদের অন্তর্ভুক্ত হতেন। কেননা তিনি বংশের দিক দিয়ে তাঁর অত্যন্ত নিকটবর্তী এবং সহানুভূতির জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর জন্য ওই কয়েদীদের মাঝে হিস্যা রাখেন নাই যার আমরা উল্লেখ করেছি এবং তাঁকে তাঁর পক্ষ থেকে কোন খাদিম (ক্রীতদাস) প্রদান করেন নাই। বরং তাঁকে আল্লাহ্‌র যিক্‌রের হাওলা করে দিয়েছেন। কেননা তিনি এ থেকে যা কিছু অর্জন করতেন, সাদাকা নেয়ার কারণে মিসকীনদের অন্তর্ভুক্ত হতেন। তাই তিনি দেখলেন যে, তার ঐ দরখাস্ত পরিত্যাগ করা এবং আল্লাহ্ তা'আলার যিক্‌র, তাসবীহ্ ও তাহলীলের দিকে মনোনিবেশ করাটা তা অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওফাতের পরে আবূ বকর (রা) ও উমার (রা) সমস্ত খমুস তথা পঞ্চমাংশ বণ্টন করে দিয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আত্মীয়তার কারণে এ বিষয়ে তাদের জন্য সাধারণ মুসলমানদের অধিকার

থেকে পৃথক কোন অধিকার মনে করেন নাই। এতে সাব্যস্ত হলো যে, তাঁদের উভয়ের নিকটও বিধান এটাই। আর যখন কোন সাহাবা তাদের বিরুদ্ধে এর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন নাই, তাহলে প্রমাণিত হলো যে, এতে সাহাবাদেরও অভিমত এটাই ছিলো। সুতরাং যখন আবূ বকর (রা), উমার (রা) ও সমস্ত সাহাবাদের এ বিষয়ে ইজমা বা ঐকমত্য সাব্যস্ত হলো, তখন এই অভিমত প্রমাণিত হয়ে গেল। এর উপর আমল করা এবং এর পরিপন্থীকে পরিত্যাগ করা ওয়াজিব হয়ে গেল।

অতঃপর এই আলী (রা) যখন খিলাফত লাভ করলেন তখন তিনিও লোকদেরকে এ বিষয়ের প্রতি উৎসাহিত করেছেন।

তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন ঃ

٤٨١٩ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ قَالَ سَأَلْتُ اَبَا جَعْفَرٍ فَقُلْتُ اَرَأَيْتَ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ حَيْثُ وَلِيَّ الْعِرَاقَ وَمَا وَلِّي مِنْ اُمُوْرِ النَّاسِ كَيْفَ صَنَعَ فِيْ سَهْمِ ذَوِى الْقُرْبٰى قَالَ سَلَكَ بِهِ وَاللّٰهِ سَبِيْلَ اَبِيْ بَكْرٍ رضـ وَعُمَرَ رضـ قُلْتُ وَكَيْفَ وَاَنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ مَا تَقُوْلُوْنَ قَالَ اِنَّهُ وَاللّٰهِ مَاكَانَ اَهْلُهُ يَصْدُرُوْنَ اِلاَّ عَنْ رَأْيِهِ قُلْتُ فَمَا مَنَعَهُ قَالَ كَرِهَ وَاللّٰهِ اَنْ يُدَّعٰى عَلَيْهِ خِلاَفُ اَبِيْ بَكْرٍ رضـ وَعُمَرَ رضـ ـ

৪৮১৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ জা'ফর (র)-কে প্রশ্ন করলাম, আপনি দেখেছেন যখন আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) ইরাকের প্রশাসক নিযুক্ত হলেন এবং লোকদের বিষয়াবলী তাঁর নিকট সোপর্দ হলো তখন তিনি আত্মীয়দের হিস্যা সংক্রান্ত ব্যাপারে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আবূ বকর (রা) ও উমার (রা) এর পথে চলেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কিভাবে হলো? অথচ তোমরা এ কথা বলছ। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! তাঁর সঙ্গীরা তো তাঁর কথা মান্য করে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে কিসে তাঁকে বিরত রেখেছে? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আলী (রা) এটা অপসন্দ করতেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে আবূ বকর (রা) ও উমার (রা)-এর বিরোধিতা করার দাবি করা হবে।

দেখুন আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) নিজেও এটাকে জারী রেখেছেন, যেমন আবূ বকর (রা) ও উমার (রা) (নিজ নিজ যুগে) জারী রেখেছেন। কেননা তিনি এটাকে ইনসাফপূর্ণ মনে করতেন। অন্যথায় অবশ্যই স্বীয় ইল্‌ম দ্বীন ও ফযীলতের প্রেক্ষিতে এটাকে নিজ অভিমতের দিকে ফিরিয়ে দিতেন। তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত দ্বারাও দলীল পেশ করেন ঃ

٤٨٢٠ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا اِبْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ قَالَ اَمَّا قَوْلُهُ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ فَهُوَ مِفْتَاحُ كَلاَمٍ لِلّٰهِ اَلدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ ـ

৪৮২০. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... কায়স ইব্‌ন মুসলিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র)-কে আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীর (ব্যাখা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি ঃ

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ ـ

অর্থাৎ ঃ আরো জেনে রাখ যে, যুদ্ধে যা তোমরা লাভ কর তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র। (সূরা ঃ ৮ আয়াত ঃ ৪১)

তিনি বললেন, তাঁর বাণী "এর এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র" এটা হলো শুধু বক্তব্যের ভূমিকা। অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাত আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। (একপঞ্চমাংশ) রাসূলের, তাঁর স্বজনদের, ইয়াতীম ও মিসকীনদের জন্য। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ওফাতের পরে লোকেরা (সাহাবগণ) মতবিরোধ করলেন। একদল বললেন যে, আত্মীয়দের হিস্যা খলীফার আত্মীয়তার কারণে। আরেকদল বললেন যে, নবী ﷺ -এর পরে তাঁর হিস্যা খলীফার জন্য হবে। অতঃপর তারা সকলে একমত হলেন যে, এই দু'হিস্যাকে অশ্ব ও আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদের প্রস্তুতিতে ব্যয় করবে। আবূ বকর (রা) ও উমার (রা)-এর খিলাফতের যুগে এ তরীকাই চালু ছিলো। তারা বলেন, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে, এটা সাহাবাদের সর্বসম্মত ফয়সালা এবং এই হিস্যা ঐ অশ্ব ও অস্ত্র-শস্ত্রের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, যা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ার জন্য মুসলমানদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ হবে। যদি তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আত্মীয়তার কারণে হত তাহলে তারা তা থেকে নিষেধ করতেন না এবং অন্য কোন খাতে ব্যয় করতেন না। আর এ বিষয়টি হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)-এর ন্যায় প্রজ্ঞাবান এবং তাদের মধ্যে অগ্রবর্তী আলিমের নিকট গোপন থাকত না।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) নাজদাকে উত্তর দিতে গিয়ে এই কথাটিই বলেছিলেন। যখন তিনি তার নিকট আত্মীয়দের হিস্যা সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসার জন্য তাঁকে লিখেছিলেন। এ বিষয়ে তারা নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন ঃ

٤٨٢١ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ قَالَ ثَنَا عَمِّيْ جُوَيْرِيَةُ بْنُ اَسْمَاءَ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ يَزِيْدَ بْنَ هُرْمُزَ حَدَّثَهُ اَنَّ نَجْدَةَ صَاحِبَ الْيَمَامَةِ كَتَبَ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبٰى فَكَتَبَ اِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَّهُ لَنَا وَقَدْ كَانَ دَعَانَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِيَنْكِحَ مِنْهُ اَيِّمَنَا وَيَقْضِيَ عَنْهُ مِنْ غَارِمِنَا فَاَبَيْنَا اِلاَّ اَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا كُلَّهُ وَرَاَيْنَا اَنَّهُ لَنَا ـ

৪৮২১. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত যে, ইয়াযীদ ইব্‌ন হুরমুয তাঁকে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়ামামার শাসকে নাজ্‌দা ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে পত্রযোগে আত্মীয়দের হিস্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। অনন্তর ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাকে (জবাবে) লিখলেন যে, এটা আমাদের জন্য। উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) আমাদেরকে ডেকে ছিলেন যে, তা দিয়ে তিনি আমাদের বংশের বিধবা নারীদের বিবাহ দিয়ে দিবেন এবং আমাদের করযদারদের করয আদায় করে দিবেন। এতে আমরা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলাম। তবে ঐ সমস্ত মাল আমাদেরকে দিয়ে দিবেন এবং আমরা মনে করতাম যে, ওটা আমাদের হক।

٤٨٢٢ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا اَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ ابْنُ عَامِرٍ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبٰى

اَلَّذِىْ ذَكَرَ اللّٰهُ وَفَرَضَ لَهُمْ فَكَتَبَ اِلَيْهِ وَاَنَا شَاهِدُ كُنَّا نَرى اَنَّهُمْ قَرَابَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَبٰى ذٰلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا ـ

৪৮২২. ইব্ন মারযূক (র) ..... ইয়াযীদ ইব্ন হুরমুয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাজ্দা ইব্ন 'আমির ইব্ন আব্বাস (রা)-কে পত্র লিখে আত্মীয়দের ওই হিস্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, যা আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখ করেছেন এবং তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। অনন্তর তিনি তাকে (জবাবে) লিখলেন এবং আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম যে, আমরা মত পোষণ করতাম, তারা হলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আত্মীয়-স্বজন। কিন্তু আমাদের কওম তা আমাদেরকে দিতে অস্বীকার করেছে।

দেখুন ইব্ন আব্বাস (রা) নিজেই বলছেন যে, তাদের কওম এই হিস্যা তাদের জন্য হওয়াটাকে অস্বীকার করেছে। কিন্তু তারা অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারীদের উপর অবিচার করেন নাই। এতে প্রমাণিত হয় যে, এখানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আত্মীয়তা থেকে যা কিছু উদ্দেশ্য তা সেটাই যা আমরা উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ দরিদ্রতা ও মুখাপেক্ষতার অবস্থায় (হিস্যা তাদের)। এগুলো সেই সমস্ত আলিমদের দলীলসমূহ, যাদের অভিমত হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্বজনদের জন্য খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ থেকে কোন হিস্যা নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে এবং তাঁর (ওফাতের) পরে তাদের জন্য এই হিস্যা ছিলো না।

পক্ষান্তরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে তাদের জন্য হিস্যা ছিলো আর তা ছিল এক পঞ্চমাংশের পঞ্চমাংশ এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অধিকার ছিল তাদের থেকে যাকে ইচ্ছা প্রদান করবেন। তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন ঃ

٤٨٢٣ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرِ بْنِ مَطْرٍ وَعَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ الْبَغْدَادِيَّانِ قَالاَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِىْ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ لَمَّا قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَوِى الْقُرْبٰى اَعْطٰى بَنِىْ هَاشِمٍ وَبَنِىْ الْمُطَّلِبِ وَلَمْ يُعْطِ بَنِىْ اُمَيَّةَ شَيْئًا وَبَنِىْ نَوفَلِ فَاَتَيْتُ اَنَا وَعُثْمَانُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰؤُلاَءِ بَنُوْ هَاشِمٍ فَضَّلَهُمُ اللّٰهُ بِكَ فَمَا بَالُنَا وَبَنِىْ الْمُطَّلِبِ وَاِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ فِى النَّسَبِ شَيْئٌ وَاحِدُ فَقَالَ اِنَّ بَنِىْ الْمُطَّلَبِ لَمْ يَفَارِقُوْنِىْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَلاَ فِى الْاِسْلاَمِ ـ

৪৮২৩. মুহাম্মদ ইব্ন বাহর ইব্ন মাতার বাগদাদী (র) ও আলী ইব্ন শায়বা বাগদাদী (র) ..... জুবাইর ইব্ন মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বজনদের হিস্যা বণ্টন করলেন তখন বানূ হাশিম ও বানূ মুত্তালিবকে প্রদান করেছেন কিন্তু বানূ উমাইয়া ও বানূ নাওফলকে কিছুই দিলেন না। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি এবং উসমান (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ওই বানূ হাশিমকে আল্লাহ্ তা'আলা আপনার কারণে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তা হলে আমাদের ও বানূ মুত্তালিবের অবস্থা কি ? অথচ আমরা ও তারা (বানূ হাশিম) বংশগত দিক দিয়ে এক ও অভিন্ন। তিনি বললেন, বানূ মুত্তালিব জাহিলী এবং ইসলামী যুগে আমার থেকে পৃথক হয়নি।

তাঁরা বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ হিস্যা কতক স্বজনকে প্রদান করেছেন এবং কিছু লোকদেরকে যারা একই রকম আত্মীয়তার অধিকারী ছিলো তাদেরকে বঞ্চিত করেছেন। এতে সাব্যস্ত হলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা

স্বজনদের জন্য যে হিস্যা নির্ধারণ করেছেন তা থেকে সমস্ত আত্মীয়বর্গ উদ্দেশ্য নয়। বরং তাদের থেকে কিছু বিশেষ স্বজন উদ্দেশ্য এবং এটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঠিক সিদ্ধান্তের উপর কার্যকর ছিল, তাদের মাঝে যাদেরকে ইচ্ছা তিনি প্রদান করবেন। যখন তাঁর ওফাত হয়ে গেল এবং তার অভিমত বা সিদ্ধান্ত বাকি রইল না। তাই ঐ স্বজনবর্গের যে হিস্যা নির্ধারণ করা হয়েছিল শেষ হয়ে গিয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজের জন্য গনীমতের সম্পদ থেকে কিছু নিখাদ-নির্মল হিস্যা রাখতেন। আর এটা তার (বাহ্যিক) হায়াত পর্যন্ত ছিল যে, তিনি গনীমতের মাল থেকে যা ইচ্ছা গ্রহণ করতেন। যখন তাঁর ওফাত হয়ে গেল তখন এই ধারাবাহিকতাও খতম হয়ে গেল। আর এটা ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

পক্ষান্তরে অপরাপর কতিপয় 'আলিম এ বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, যে আত্মীয়বর্গের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা হিস্যা নির্ধারণ করেছেন, তারা হলেন বানূ হাশিম ও বানূ মুত্তালিব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে এর থেকে যা কিছু প্রদান করেছেন তা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন এবং সে সময় তিনি তাদের ব্যতীত অন্যদেরকে অর্থাৎ বানূ উমাইয়া ও বানূ নওফলকে প্রদান করতে পারতেন না। কেননা তারা আয়াতের (হুকুমের) অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। বানূ হাশিম ও বানূ মুত্তালিব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে বিশেষ আত্মীয়তার অধীনে আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সুতরাং যখন তাঁরা (ফকীহগণ) এই মতবিরোধ করেছেন তখন প্রত্যেক দল ঐ মতামত গ্রহণ করেছেন, যা আমরা উল্লেখ করেছি এবং তারা নিজেদের মতামতের সপক্ষে ঐ দলীলসমূহ পেশ করেছেন যা আমরা বর্ণনা করেছি।

ইমাম তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক দলীল ও বিশ্লেষণ

বস্তুত আমাদের কর্তব্য হলো তা থেকে প্রত্যেকটি অভিমত এবং এর দলীলকে স্পষ্ট করে বর্ণনা করা, যেন আমরা এই মতামতগুলো থেকে বিশুদ্ধ অভিমতটি বের করতে সক্ষম হই। আমরা এ বিষয়ে গভীরভাবে মনোনিবেশ করে লক্ষ্য করেছি এবং ঐ দলের বক্তব্য দ্বারা আলোচনার সূচনা করছি, যারা আয়াতের মধ্যে আত্মীয়দের হিস্যাকে অস্বীকার করে। তারা প্রয়োজন এবং দরিদ্রতার কারণে তাদের হিস্যা সাব্যস্ত করেছে যেমন মিসকীন ও ইয়াতীমদের জন্য তাদের প্রয়োজন এবং দরিদ্রতার কারণে হিস্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। যখন তাদের সকলের থেকে দরিদ্রতা বিলুপ্ত হয়ে যাবে তখন তাদের থেকে তাদের সংশ্লিষ্ট অধিকারসমূহও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বণ্টনের প্রাক্কালে স্বজনবর্গের হিস্যা বণ্টন করেছেন এবং তা সকল বানূ হাশিম ও বানূ মুত্তালিবকে প্রদান করেছেন। তাঁদের মাঝে মালদার ধনীও অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ফকীরও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতে সাব্যস্ত হলো যে, যদি আত্মীয়তার পরিবর্তে দরিদ্রতাই হতো কারণ তাহলে ঐ হিস্যায় তাদের দরিদ্রদের সঙ্গে ধনীরা শরীক হত না এবং শুধু তাদের ফকীরদের উদ্দেশ্য করা হত, ধনীদের হিস্যা হত না। আর তিনি দরিদ্রদেরকেই দিতেন। যেমন ইয়াতীমদের ব্যাপারে করেছেন। ধনীদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, তিনি যা করেছেন তা তাদের আত্মীয়তার কারণেই করেছেন, তাদের দরিদ্রতার কারণে নয়।

পক্ষান্তরে ফাতিমা (রা)-এর ঘটনায় আমাদের মতে তাদের মাযহাবের সপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। কেননা যখন তিনি (খাদিম) সওয়াল করেছেন তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে এটা বলেন নাই যে, এতে তোমার হক বা অধিকার নেই। যদি বিষয়টি অনুরূপ হত তাহলে তিনি তাকে (ফাতিমা রা কে)ও অনুরূপ বর্ণনা করতেন যেমনটি ফযল ইব্ন আব্বাস (রা) ও রবী'আ ইব্ন হারিস (রা)-কে বর্ণনা করেছিলেন, যখন তারা সাদকার উপর আমিল বা তহসিলদার নিযুক্ত হতে চেয়েছিলেন, যেন এর দ্বারা কিছু একটা লাভ করতে পারেন। তিনি

তাদেরকে বললেন, এটা মানুষের ময়লা-আবর্জনা এবং এটা মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর আহলে বায়ত তথা পরিবারবর্গ কারো জন্য হালাল নয়।

আবার এটাও হতে পারে যে, তিনি সে সময় এই জন্য তাঁকে খাদিম দেন নাই, যেহেতু তখনো বণ্টন হয় নাই, যখন বণ্টন হয়েছে তখন তিনি তাঁকে এর থেকে তাঁর হক বা অধিকার প্রদান করেছেন এবং অন্যদেরকেও তাদের স্ব-স্ব হক প্রদান করেছেন। সুতরাং সে সময় প্রদান না করার কারণ ছিলো বণ্টন না করা। আর তিনি তো তাঁর জন্য আল্লাহ্র তাসবীহ, তাহমীদ ও তাহলীলের পথ বলে দিয়েছেন যে, তিনি সমস্ত বাক্যাবলীর দ্বারা তাঁর জন্য আল্লাহ্র দরগাহে সফলতা এবং তাঁর নৈকট্যতার আশা পোষণ করছিলেন। এটাও হতে পারে যে, তিনি তাঁকে বণ্টনের পরে এ থেকে গোলাম প্রদান করেছেন এবং হাদীসসমূহে কোন কিছু এর পরিপন্থী, তা আমাদের জানা নেই।

এরূপও হতে পারে যে, যদি তিনি তাঁকে গোলাম না দিয়ে থাকেন, সম্ভবত এজন্য যে, তাঁর সঙ্গে তো ফাতেমা (রা)-এর 'কারাবাত' বা আত্মীয়তা ছিলো না, বরং তার চেয়ে অর্ধেক নিকট সম্পর্ক ছিলো। কেননা সন্তানের ব্যাপারে এটা বলা হয় না যে, সে পিতার আত্মীয় বরং এই শব্দটি সন্তান ব্যতীত অন্যের জন্য ব্যবহৃত হয় যে সে তার অধিক নিকটবর্তী। তোমরা কি আল্লাহ্ তা'আলার এই বাণীর প্রতি লক্ষ্য করছ না।

قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ -

অর্থাৎ ঃ (লোকে কি ব্যয় করবে সে সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে) বল, যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজনের জন্য। (সূরা ঃ ২ আয়াত ঃ ২১৫) এখানে পিতামাতাকে আত্মীয়-স্বজন থেকে ভিন্ন সাব্যস্ত করেছেন। কেননা তারা আত্মীয়-স্বজন অপেক্ষাও অধিক নিকটবর্তী। তাই যেমনিভাবে সন্তানের আত্মীয়তা থেকে পিতা বেরিয়ে যায় অনুরূপভাবে সন্তানও পিতার আত্মীয়তা থেকে বেরিয়ে যায়।

ইমাম মুহাম্মদ ইব্নুল হাসান (র)ও ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে অনুরূপ কথা বলেছেন, যা আমরা উল্লেখ করেছি, যে বলে যে, আমি অমুকের আত্মীয়তার কারণে আমার সম্পদের এক তৃতীয়াংশের ওয়াসিয়্যাত করেছি। এতে তার পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা তারা আত্মীয়তা অপেক্ষাও অধিক নিকটবর্তী, আত্মীয় নয়। তারা সাংশ্লিষ্ট বিষয়ে এই আয়াত দ্বারাই প্রমাণ পেশ করেছেন, যা আমরা উল্লেখ করেছি।

বস্তুত এটি অন্য এক বিশ্লেষণ। সুতরাং যা কিছু আমরা উল্লেখ করেছি এর দ্বারা ঐ ভিত্তিতে ফাতিমা (রা)-এর রিওয়ায়াত থেকে আত্মীয়দের হিস্যা বিলুপ্তির উপর প্রমাণ পেশ করা খতম হয়ে গিয়েছে।

আর তারা যে আবূ বকর (রা) ও উমার (রা)-এর রিওয়ায়াতে তাঁদের উভয়ের আমল দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন এবং সাহাবাগণ যে তাদের বিরুদ্ধে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন নাই, বস্তুত এতে ইজ্‌তিহাদের অবকাশ ছিলো। তাঁরা এতে চিন্তা-ভাবনা করে নিজেদের ইজ্‌তিহাদ মুতাবিক ফয়সালা করেছেন এবং এর উপর আমল করেছেন। আর তাঁরা এর উপর ছাওয়াব ও বিনিময় লাভ করবেন। পক্ষান্তরে তাদের এ কথা বলা যে, সাহাবাদের কেউ তাদের পদক্ষেপ অস্বীকার করেন নাই। সুতরাং কারো জন্য এটা অস্বীকার করা কিভাবে জায়িয হতে পারে? যখন কিনা তাঁরা উভয়ে ছিলেন ন্যায়পরায়ণ ইমাম। এটা ছিলো তাদের এক অভিমত, যার উপর তারা আমল করেছেন। অতএব তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সেটাই করেছেন যা তাঁদেরকে শরীয়তের পক্ষ থেকে মুকাল্লাফ (বা আদিষ্ট) করা হয়েছিলো। তবে হাঁ! অন্য সাহাবাদের অভিমত তাদের পরিপন্থী ছিলো। কিন্তু তাঁরা এ বিষয়ে প্রদত্ত ফয়সালার ব্যাপারে তাঁদের উপর কঠোরতা করেন নাই। কেননা তাতে ভিন্ন অভিমতের অবকাশ ছিলো এবং ইজ্‌তিহাদেও সকলের অনুমতি ছিলো। অনন্তর আবূ বকর (রা) ও উমার

(রা) একটি অভিমত গ্রহণ করেছেন এবং ফয়সালা দিয়েছেন। পক্ষান্তরে তাদের বিরোধীগণ অন্য অভিমত গ্রহণ করেছেন যা তাঁদের ইজ্‌তিহাদের দাবি ছিলো, আর এই সব মনীষীগণ নিজেদের প্রত্যেক ইজ্‌তিহাদের বিনিময় ও ছাওয়াব লাভ করবেন। তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পুরা করেছেন, তাই তাঁরা একজন অন্যজনের বিরুদ্ধে তার বক্তব্যের প্রতি অস্বীকৃতিজ্ঞাপন করেন নাই। কেননা তার তো একটি অভিমত রয়েছে এবং তাঁদের কারো জন্যই তার বক্তব্যের সপক্ষে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজ্‌মা থেকে স্পষ্ট কোন কিছু (দলীল) নেই।

আর আবূ বকর (রা) ও উমার (রা)-এর অভিমতের বিরোধিতা করার প্রমাণ হলো ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বক্তব্য। তিনি বলেন, আমরা ধারণা করতাম যে, আমরাই রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর আত্মীয়-স্বজন। কিন্তু আমাদের কওম তা অস্বীকার করেছে। সুতরাং ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলছেন যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁদের কওম তাদের অভিমতের বিরোধিতা করেছে। উমার (রা) তাদেরকে আহ্বান জানালেন যে, তিনি ওই হিস্যা থেকে তাঁদের বিধবাদেরকে বিবাহ দিয়ে দিবেন এবং তাঁদের বস্ত্রহীনদের পোশাক পরিয়ে দিবেন। তিনি বলেন, আমরা শুধু ঐ কথাটি মেনে নিলাম যে, ঐ সমস্ত সম্পদ আমাদেরকে প্রদান করবে। এতে প্রমাণিত হলো যে, তারা আবূ বকর (রা)-এর পরে উমার (রা)-এর খিলাফতের যুগেও ওই বিষয়ের উপর কায়েম ছিলেন এবং তাঁরা আবূ বকর (রা) ও উমার (রা)-এর অভিমতের কারণে নিজেদের অভিমতকে পরিত্যাগ করেন নাই। অতএব আমরা যা উল্লেখ করেছি তাতে প্রমাণিত হলো যে, এ হুকুম আবূ বকর (রা), উমার (রা) ও অপরাপর সমস্ত সাহাবাদের নিকট মতবিরোধপূর্ণ এবং ইজ্‌তিহাদের অবকাশপূর্ণ ছিল।

তাদের একথা বলা যে, আলী (রা)-এর খিলাফতের যুগে বিষয়টি বহাল ছিলো, উক্ত নীতিতে তিনি কোনরূপ পরিবর্তন করেন নাই, যা আবূ বকর (রা) উমার (রা) প্রবর্তন করেছিলেন। তারা বলেন, এটা একথার দলীল যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলী (রা)-এর অভিমতও সেটা ছিলো যা ঐ দু'জনের ছিলো। কিন্তু এ বিষয়টি ঐরূপ নয় যেরূপ তারা উল্লেখ করেছেন। কেননা যা কিছু আবূ বকর (রা) ও উমার (রা)-এর নিকটে ছিলো তা আলী (রা)-এর নিয়ন্ত্রণে ছিলো না। কেননা যা কিছু তাঁদের লাভ হয়েছে তাঁরা স্বীয় মতামতের ভিত্তিতে যেখানে উপযোগী ও সঠিক মনে করেছেন ব্যয় করেছেন। অতঃপর যখন আলী (রা) খিলাফত লাভ করলেন তখন জানা নেই যে, তিনি কাউকে কয়েদী বানিয়েছেন কিংবা কোন শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেছেন। না তিনি এরূপ গনীমত লাভ করেছেন যাতে আল্লাহ্‌র জন্য খুমুস (এক পঞ্চমাংশ) ওয়াজিব হয়। কেননা তার পুরা খিলাফত যুগ ওই সমস্ত বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অতিবাহিত হয়েছে, যাদের থেকে না কোন কয়েদী বানানো হয়েছে না গনীমতের মাল অর্জিত হয়েছে। আলী (রা)-এর বক্তব্য প্রমাণ হতো তখন যখন তিনি কাউকে কয়েদী বানাতেন এবং গনীমতের মাল লাভ করতেন। আর তিনি তাতে ঐ আমল করতেন যা আবূ বকর (রা) ও উমার (রা) খুমুসের তথা পঞ্চমাংশের ব্যাপারে করেছেন। কিন্তু যখন তিনি কয়েদী বানান নাই এবং গনীমতের মাল লাভ করেন নাই তখন কোন ব্যক্তি এই বিষয়কে দলীল হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেনা যে, পূর্ব থেকে প্রচলিত আমলের মধ্যে পরিবর্তন করা হয়েছে। যদি তাঁর নিকট পূর্ব থেকে মালে গনীমত থেকে অবশিষ্ট কিছু মাল হত অতঃপর তিনি তা রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর আত্মীয়-স্বজনের উপর হারাম করতেন তখনো এটা এ বিষয়ে তাদের মাযহাবের সপক্ষে প্রমাণ হতনা। আর এটা কিভাবে প্রমাণ হবে যখন কিনা এই মাল তাঁর পর্যন্ত সে সময় পৌঁছেছে যখন পূর্বোক্ত ইমামের পক্ষ থেকে তাতে বিধান জারী হয়ে গিয়েছে। এখন আর তাঁর জন্য সেই বিধান বাতিল করার অধিকার নেই। যদিও তাঁর অভিমত ওটার পরিপন্থীও হয়। কিন্তু এই হুকুমের মাঝে আলিমদের মতবিরোধ রয়েছে। আর যদি এই বিষয়ে আলী (রা)-এর অভিমত আবূ বকর (রা) ও উমার (রা)-এর অভিমতের অনুকূলবর্তী হত তাহলে এখানে এর বিরোধী ব্যক্তি ইব্‌ন আব্বাস

(রা)-এর ওই বক্তব্যের অনুকূলে বলত যে, "আমরা আমাদের নিজেদেরকে রাসূলের আত্মীয়-স্বজন মনে করতাম। কিন্তু আমাদের কওম এ বিষয়ে আমাদের কথা মানে নি।" যে সসমস্ত লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জীবদ্দশায় এবং ওফাতের পরে তাঁর আত্মীয়-স্বজনের হিস্যা অস্বীকার করে এবং বলে যে, তাঁরা এ বিষয়ে অপরাপর ফকীরদের ন্যায়। এগুলো তাদের প্রমাণপঞ্জির জবাবসমূহ। সুতরাং এই মাযহাব বাতিল হয়ে গেল এবং অপর দুটি থেকে একটি মাযহাব সাব্যস্ত হলো।

তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ

আমরা ঐ ব্যক্তির অভিমত পর্যবেক্ষণ করার ইচ্ছা পোষণ করছি যে কি-না রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর (ওফাতের) পরে ওই হিস্যাকে খলীফার আত্মীয়-স্বজনের জন্য সাব্যস্ত করেছে। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হিস্যা খলীফার জন্য নির্ধারণ করেছে। এর জন্য কি কোন দলীল আছে? আমরা লক্ষ্য করছি যে, তাঁর (ﷺ) জন্য এক নিখাদ ও খালিস হিস্যা এবং খুমুস তথা পঞ্চমাংশের পঞ্চমাংশ দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে। অধিকন্তু গনীমতের সম্পদে অপরাপর মুসলমানের ন্যায় তাঁর হিস্যা ছিল। এর পর আমরা তাদের (ফকীহদের) কে এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করতে দেখছি যে, নিখাদ ও খালিস হিস্যা যেটি তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পরে কেউ পাবেনা এবং এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ -এর হুকুম তাঁর পরবর্তী ইমাম তথা শাসকদের থেকে ভিন্ন। এতে এটাও সাব্যস্ত হলো যে, পঞ্চমাংশের পঞ্চমাংশ-এর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হুকুম তাঁর পরবর্তী ইমাম বা শাসকদের থেকে ভিন্ন। এতে প্রমাণিত হলো যে, যা কিছু আমরা বর্ণনা করেছি তাতে তাঁর হুকুম তাঁর পরবর্তী শাসকদের হুকুমের পরিপন্থী। সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁর আত্মীয়-স্বজনের হুকুম ও তাঁরপরবর্তী ইমাম তথা শাসকদের আত্মীয়-স্বজনের হুকুম থেকে ভিন্নতর। অতএব বিগত দুই অভিমত থেকে একটি সাব্যস্ত হলো।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমরা লক্ষ্য করে নিম্নোক্ত আয়াতটি দেখেছি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنِ السَّبِيْلِ -

অর্থাৎ ঃ আরো জেনে রাখ যে, যুদ্ধে যা তোমরা লাভ কর তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্র রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, দরিদ্রদের এবং পথচারীদের। (সূরা ঃ ৮ আয়াত ঃ ৪১)

তাই যতক্ষণপর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জীবিত ছিলেন তাঁর হিস্যা বহাল ছিল। অতঃপর তাঁর ইন্তিকাল হয়ে গিয়েছে এবং তাঁর ইন্তিকালের সঙ্গেই এই হিস্যা খতম হয়ে গিয়েছে। পক্ষান্তরে ইয়াতীম, মিসকীন ও পথচারীদের হিস্যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ওফাতের পরেও অনুরূপভাবে বহাল ছিলো, যেমন এর পূর্বে ছিল।

অতঃপর তাঁরা (ফকীহগণ) আত্মীয়-স্বজনের হিস্যা সম্পর্কে মতবিরোধ করেছেন। একদল 'আলিম বলেছেন, তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ওফাতের পরেও তাদের জন্য হবে, যেমনটি তাঁর জীবদ্দশায় তাঁদের জন্য ছিল। পক্ষান্তরে অন্য একদল 'আলিম বলেন যে, তাঁর ইন্তিকালের কারণে তাঁদের থেকে তা খতম হয়ে গিয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সমস্ত আত্মীয়-স্বজনদেরকে 'রাসূলের স্বজনদের' তাঁর এই বাণীতে একত্রিত করেছেন, তাদের থেকে কাউকে নির্দিষ্ট করেন নাই। অতঃপর নবী ﷺ ওই হিস্যা বণ্টন করেছেন। তাদের থেকে বানূ হাশিম ও বানূ মুত্তালিবকে বিশেষভাবে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে বানূ উমাইয়া ও বানূ নওফলকে বঞ্চিত করেছেন। অথচ তাঁরা (গণনার দিক দিয়ে) ছিলেন স্বল্প সংখ্যক। আর যাদেরকে তিনি দান করেছেন তাদের মাঝে ধনীও ছিল এবং ফকীরও যাদেরকে বঞ্চিত করেছেন (দেন নাই) তাদেরও এই অবস্থা

ছিল (ধনী ও দরিদ্র)। এতে প্রমাণিত হল যে, ওই হিস্যা নবী ﷺ-এর জন্য ছিল। সুতরাং তিনি যে আত্মীয় স্বজনদেরকে দিতে চেয়েছেন দান করেছেন। তাই এরূপভাবে এর হুকুম তাঁর ঐ হিস্যার ন্যায় হয়ে গিয়েছে যা খালিসরূপে তাঁর জন্য ছিল। যেভাবে তাঁর ওফাতের দ্বারা ওই হিস্যা খতম হয়ে গিয়েছে তাঁর (ওফাতের) পরে কারো জন্য তা ওয়াজিব নয়, অনুরূপভাবে তাঁর ইন্তিকালে এই হিস্যাও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে এবং তাঁর পরে কারো জন্য তা ওয়াজিব নয়। ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত এটাই।

٨- بَابُ النَّفْلِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ قِتَالِ الْعَدُوِّ وَاِحْرَازِ الْغَنِيْمَةِ

৮. অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুর সঙ্গে লড়াই থেকে অবসর এবং গনীমতের সম্পদ একত্রিত করার পর নাফল বা গনীমতের হিস্যার অতিরিক্ত কিছু নেয়া প্রসঙ্গে

٤٨٢٤- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سُلَيْمٰنَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَفَلَ فِىْ بَدْأَتِهِ الرُّبُعَ وَفِىْ رَجْعَتِهِ الثُّلُثَ-

৪৮২৪. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... হাবীব ইব্‌ন মাসলামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আক্রমণের প্রথমভাগে এক-চতুর্থাংশ এবং ফিরতি হামলার ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশ নাফল বা অতিরিক্ত প্রদান করতেন।

পর্যালোচনা

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল 'আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন যে, গনীমতের সম্পদ একত্রিত করার পর এবং বণ্টনের পূর্বে ইমাম বা মুসলিম শাসনকর্তা যে পরিমাণ ইচ্ছা গনীমত প্রদান করতে পারেন। যেমন তাঁর এর পূর্বে প্রদান করার অধিকার রয়েছে। তাঁরা এ বিষয়ে (উল্লেখিত) এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এই বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, গনীমতের সম্পদ একত্রিত করার পর ইমাম শুধু মাত্র পঞ্চমাংশ প্রদান করতে পারেন, পঞ্চমাংশ ছাড়া প্রদান করতে পারেন না। কেননা এই সম্পদ জিহাদকারী বা যোদ্ধাদের মালিকানা, তাই এতে ইমামের কোন অধিকার নেই। তারা বলেন, সম্ভবত নবী ﷺ যা কিছু ফিরতি হামলার ক্ষেত্রে প্রদান করতেন, তা ছিল পঞ্চমাংশের এক-তৃতীয়াংশ এবং আক্রমণের প্রথম ভাগে চতুর্থাংশ প্রদান করার পর। সুতরাং এটা আমাদের অভিমত বা বক্তব্য থেকে বহির্ভূত নয়।

প্রথমোক্ত মত পোষণকারীগণ তাদেরকে উত্তর দিয়ে বলেছেন যে, হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আক্রমণের প্রথম ভাগে একচতুর্থাংশ এবং ফিরতি হামলার ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশ নাফল বা অতিরিক্ত প্রদান করতেন। প্রথমভাগে যে এক-চতুর্থাংশ প্রদান করতেন তা খুমুসের বা এক-পঞ্চমাংশের পূর্বে হত। অনুরূপভাবে যে এক-তৃতীয়াংশ তিনি ফিরতি হামলার ক্ষেত্রে প্রদান করতেন সেটাও খুমুস বের করার পূর্বে হবে, অন্যথায় এক তৃতীয়াংশ হিস্যা উল্লেখ করার কোন অর্থ হয় না।

তাদেরকে বলা হবে যে, এরূপ নয়, বরং এর বিশুদ্ধ মর্ম রয়েছে। তা এই যে, আক্রমণের শুরু ভাগে যে চতুর্থাংশের উল্লেখ রয়েছে এটা সেই মাল থেকে যা থেকে তাঁর জন্য নেয়াটা জায়িয ছিল। অনুরূপভাবে

ফিরতী হামলার ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশও সেই মাল থেকে হবে, যা থেকে তার জন্য নেয়া জায়িয ছিল। আর তা হালো খুমুস বা এক-পঞ্চমাংশ।

প্রথমোক্ত অভিমত পোষণকারীগণ বলেন, হাবীব (ইব্ন মাসলামা রা)-এর এই রিওয়ায়াত এরূপ শব্দাবলী দ্বারাও বর্ণিত আছে, যা আমাদের ঐ বক্তব্যের সপক্ষে প্রমাণ বহন করে। তারা নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন ঃ

٤٨٢٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْنُ ثَوْبَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَنْفَلُ فِى الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ وَفِى الرَّجْعَةِ اِلثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ ـ

৪৮২৫. আবূ উমাইয়া (র) ..... হাবীব ইব্ন মাসলামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আক্রমণের প্রথমভাগে এক-চতুর্থাংশ এবং ফিরতী হামলার ক্ষেত্রে খুমুস বা এক-পঞ্চমাংশ বের করার পর এক-তৃতীয়াংশ প্রদান করতেন।

٤٨٢٦- حَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ ـ

৪৮২৬. ইব্ন মারযূক (র) ..... হাবীব ইব্ন মাসলামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ বের করার পর এক-তৃতীয়াংশ প্রদান করতেন।

٤٨٢٧- حَدَّثَنَا فَهْدٌ وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَنْفَلُ فِى الْغَزْوِ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ وَيَنْفَلُ اِذَا قَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ ـ

৪৮২৭. ফাহাদ (র) ও আলী ইব্ন আবদুর রহমান (র) .....হাবীব ইব্ন মাসলামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুদ্ধের প্রাক্কালে (আক্রমণের প্রথম ভাগে) খুমুস বের করার পর এক-চতুর্থাংশ প্রদান করতেন এবং ফিরতি হামলার ক্ষেত্রে খুমুস বের করার পর এক-তৃতীয়াংশ প্রদান করতেন।

তাঁরা বলেন, আমরা যা কিছু উল্লেখ করেছি তা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফিরতি হামলার ক্ষেত্রে গনীমতের যে তৃতীয়াংশ প্রদান করতেন তা খুমুস বের করার পর তৃতীয়াংশ হত।

তাদেরকে বলা হবে যে, এতে এ কথারও সম্ভাবনা রয়েছে, যা আমরা উল্লেখ করেছি। তারা এ বিষয়ে এই নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

٤٨٢٨- حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اِبْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ اَبِيْ سَلاَمٍ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْفَلُهُمْ اِذَا خَرَجُوْا بَادِيِيْنَ الرُّبُعَ وَيَنْفَلُهُمْ اِذَا قَفَلُوْا الثُّلُثَ ـ

৪৮২৮. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... আবূ উমামা বাহিলী (রা) সূত্রে উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তারা আক্রমণের প্রথমভাগে বের হতেন তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে এক-চতুর্থাংশ প্রদান করতেন। আর যখন তারা প্রত্যাবর্তন করতেন তাদেরকে তৃতীয়াংশ প্রদান করতেন।

তাদেরকে বলা হবে যে, এই হাদীসেও সেই সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে, যা হাবীব ইব্ন মাসলামা (রা) এর হাদীসে (সম্ভাবনা) রয়েছে। যেটিকে মাকহূল (র) থেকে অধিকাংশ বর্ণনাকারীগণ মুরসাল হিসাবে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি আক্রমণের প্রথম ভাগে এক-চতুর্থাংশ এবং ফিরতি হামলার ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশ প্রদান করতেন।

হতে পারে যে, উবাদা (রা) তাঁর এই উক্তি যে, 'তিনি তাদেরকে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে এক-তৃতীয়াংশ প্রদান করতেন' দ্বারা এক যুদ্ধ থেকে অন্য যুদ্ধের দিকে প্রত্যাবর্তন করা উদ্দেশ্য নিয়েছেন। যদি বিষয়টি অনুরূপ হয় এবং গনীমতের যে তৃতীয়াংশ প্রদান করা হয়েছে তা দ্বারা খুমুস থেকে বের করার পূর্বের তৃতীয়াংশ উদ্দেশ্য হয় তাহলে আমাদের নিকট এটাও জায়িয আছে। কেননা এতে কাওমের কল্যাণকামিতার আশা করা যেতে পারে এবং তাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ার উৎসাহ দেয়া হয়। কিন্তু যখন লড়াই হবে না তখন গনীমতের মাল থেকে প্রদান করা জায়িয হবেনা। কেননা এতে মুসলমানদের কোন লাভ নেই।

প্রথমোক্ত মতপোষণকারীগণ তাঁদের মতের সপক্ষে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত দ্বারাও প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

٤٨٢٩ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ الْحَنَفِيُّ قَالاَ ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ اِيَاسِ بْنِ سَلْمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا قَرُبْنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اَمَرَنَا اَبُوْ بَكْرٍ فَشَنَنَّا الْغَارَةَ عَلَيْهِمْ فَنَفَّلَنِىْ اَبُوْ بَكْرٍ امْرَأَةً مِّنْ فَزَارَةَ اَتَيْتُ بِهَا مِنَ الْغَارَةِ فَقَدِمْتُ بِهَا الْمَدِيْنَةَ فَاسْتَوْهَبَهَا مِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَوَهَبْتُهَا لَهُ فَفَادٰى بِهَا اُنَاسًا مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

৪৮২৯. ইব্ন মারযূক (র) ..... ইয়াস ইব্ন সালামা ইব্ন আকওয়া (র) তৎপিতা (সালামা রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন মুশরিকদের নিকটবর্তী হলাম এবং আবূ বকর (রা) আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন তখন আমরা তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করলাম। অনন্তর আবূ বকর (রা) আমাকে ফাযারা গোত্রের জনৈক মহিলা গনীমত হিসাবে প্রদান করলেন, যাকে আমি গনীমতের সম্পদ থেকে নিয়ে এসেছিলাম। আমি তাকে মদীনায় নিয়ে এলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে তা হিবা করার নির্দেশ দিলেন। আমি ওই মহিলা তাঁকে হিবা করে দিলাম। অতঃপর তিনি কয়েকজন মুসলমানের বিনিময়ে তাকে (তার কওমকে) দিয়ে দিলেন।

বস্তুত অপরাপর আলিমগণ এই হাদীস দ্বারা প্রথমোক্ত মতপোষণকারী আলিমগণের বিরুদ্ধে এভাবে প্রমাণ পেশ করেছেন যে, এই হাদীসে একথা উল্লেখ নেই যে, আবূ বকর (রা) লড়াই খতম হওয়ার পূর্বে ওই মহিলা তাঁকে প্রদান করেছেন অথবা লড়াই শেষ হওয়ার পরে দিয়েছেন। সুতরাং এই হাদীস (তাদের সপক্ষে) দলীল হতে পারবেনা।

তারা নিজেদের মাযহাবের সপক্ষে নিম্নোক্ত এই হাদীস দ্বারাও প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

٤٨٣٠ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيْهَا ابْنُ عُمَرَ فَغَنَمُوْا غَنَائِمَ كَثِيْرَةً فَكَانَتْ غَنَائِمُهُمْ لِكُلِّ اِنْسَانٍ اِثْنَىْ عَشَرَ بَعِيْرًا وَنَفَلَ كُلُّ اِنْسَانٍ مِّنْهُمْ بَعِيْرًا بَعِيْرًا سِوٰى ذٰلِكَ ـ

৪৮৩০. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার একটি ছোট বাহিনী প্রেরণ করলেন এবং তাতে ইব্‌ন উমার (রা)ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা প্রচুর গনীমতের সম্পদ লাভ করলেন। অনন্তর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য গনীমত হিসাবে বারটি করে উট লাভ হয়েছে। অধিকন্তু তাছাড়া তাদের প্রত্যেককে একটি করে উট প্রদান করেছেন।

তারা বলেন, ইনি হলেন ইব্‌ন উমার (রা), যিনি বলছেন যে, তাঁরা নিজ নিজ হিস্যা থেকে অতিরিক্ত একটি একটি করে উট লাভ করেছেন। আর নবী ﷺ-এর প্রতিবাদ করেন নাই।

তাদেরকে বলা হবে যে, এই হাদীসে তোমাদের সপক্ষে কোন দলীল নাই। বরং এটা তোমাদের পক্ষে দলীল না হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে দলীল হওয়াটাই অধিক সংগত। কেননা এতে এরূপ রয়েছে যে, বারটি করে উট তাঁদের হিস্যায় এসেছে। অধিকন্তু তারা আরো অতিরিক্ত একটি করে উট পেয়েছেন।

এতে প্রমাণিত হয় যে, তারা এ থেকে যা কিছু লাভ করেছেন, তা তাদের হিস্যা অর্থাৎ খুমুস বা এক-পঞ্চমাংশ ব্যতীত ছিল। সুতরাং তোমাদের জন্য একথায় কোন দলীল নেই যে, নাফল তথা অতিরিক্ত খুমুস বা পঞ্চমাংশ ব্যতীত।

ইমাম তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ

সুতরাং যখন প্রথমোক্ত অভিমত পোষণকারীদের জন্য স্বীয় মাযহাবের সপক্ষে উপস্থাপিত রিওয়ায়াতসমূহে ওই বক্তব্যের সপক্ষে কোন দলীল নেই যা তাঁরা বলেন এবং যাতে তাদের বক্তব্য ওয়াজিব হয়। তাই আমরা ইচ্ছা পোষণ করছি যে, অপর অভিমত পোষণকারীগণ যে সমস্ত রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন তা পর্যবেক্ষণ করব। অনন্তর আমরা এ বিষয়ে লক্ষ্য করেছি এবং নিম্নোক্ত হাদীস পেয়েছি ঃ

٤٨٣١ـ فَاِذَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَدْحَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ سُلَيْمٰنَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ اَبِىْ سَلَامٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِىْ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخَذَ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَبَرَةً مِّنْ جَنْبِ بَعِيْرٍ ثُمَّ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهُ لَايَحِلُّ لِىْ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اِلاَّ الْخُمُسَ وَالْخُمُسُ مَرْدُوْدٌ فِيْكُمْ فَاَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمَخِيْطَ قَالَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكْرَهُ الْاَنْفَالَ وَقَالَ لِيَرُدَّ قَوِىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى ضَعِيْفِهِمْ ـ

৪৮৩১. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... আবূ উমামা বাহিলী (রা) সূত্রে উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গাযওয়া হুনায়নের প্রাক্কালে উটের পার্শ্বদেশ থেকে একটি পশম নিয়ে বললেন, হে লোক সকল! যা কিছু আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে গনীমতের সম্পদ দান করেছেন তা থেকে আমার জন্য খুমুস বা

পঞ্চমাংশ ব্যতীত কিছুই হালাল নয় এবং খুমুসও তোমাদের মাঝে প্রত্যাবর্তিত হয়। সুতরাং তোমরা সুতা এবং সুঁই আদায় করে দাও (অর্থাৎ তোমাদের নিকট যদি গনীমত থেকে এতটুকু পরিমাণও বিদ্যমান থাকে জমা করে দাও)। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গনীমতের সম্পদকে পসন্দ করতেন না। এবং তিনি বলেছেন, শক্তিশালী তথা ধনাঢ্য মু'মিনগণ তাঁদের দুর্বলদের দিকে ফিরিয়ে দেয়া বাঞ্ছনীয়।

তোমরা কি লক্ষ্য করছনা যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যা কিছু আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে গনীমতের সম্পদ দান করেছেন তা থেকে আমার জন্য শুধু খুমুস বা পঞ্চমাংশ হালাল। এটা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, গনীমত থেকে খুমুস ব্যতীত মুজাহিদদের জন্য, তাতে ইমাম বা শাসনকর্তার হুকুম জারী হবেনা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ﷺ গনীমতের সম্পদ (নেয়াটা) অপসন্দ করেছেন। এবং তিনি বলেছেন, শক্তিশালী তথা মালদার মুসলমানগণ তাদের দুর্বলদের দিকে ফিরিয়ে দিবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে যে গনীমতের মাল দান করেছেন তাতে শক্তিশালীদের তাদের শক্তির কারণে দুর্বলদের উপরে তাদের দুর্বলতার কারণে কোনরূপ শ্রেষ্ঠত্ব নেই। বরং এ বিষয়ে তারা সকলে অভিন্ন ও বরাবর। আবার এটাও অসম্ভব যে, রাসূলুল্লাহ্ﷺ অপসন্দ করা সত্ত্বেও গনীমতের মাল থেকে নিতেন। সুতরাং যে মাল নেয়াটা অপসন্দনীয় ছিলনা তা খুমুস থেকে ছিল। এতে প্রমাণিত হল যে, এই হাদীসে উবাদা (রা) যে অতিরিক্ত গনীমতের মাল রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর জন্য বর্ণনা করেছেন, তা খুমুস থেকে ছিল।

রাসূলুল্লাহ্ﷺ থেকে এই মাযহাবের বিশুদ্ধতার উপর প্রমাণ বহনকারী হাদীসও বর্ণিত আছে ঃ

٤٨٣٢ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلْبٍ عَنْ اَبِىْ الْجُوَيْرِيَةِ عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيْدَ السَّلَمِىْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَنَفْلَ اِلاَّ بَعْدَ الْخُمُسِ ـ

৪৮৩২. ইব্ন আবী দাউদ (র) ..... মা'ন ইব্ন ইয়াযীদ সালামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, নাফল বা অতিরিক্ত মাল খুমুসের পরেই হয়।

আমাদের মতে তাঁর উক্তি 'খুমুসের পর'-এর মর্মার্থ হল আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত যে, খুমুস আলাদা করে দেয়ার পর। আর যখন (বণ্টনের পর) খুমুস আলাদা হয়ে যাবে তখন মুজাহিদদের হিস্যা আলাদা হয়ে যাবে, আর তা হলো পাঁচ ভাগের চার ভাগ, এখন ইমাম যে নফল প্রদানের ইচ্ছা করেছেন তা ঐ খুমুস বা পঞ্চমাংশ থেকে হত, পাঁচভাগের চারভাগ থেকে নয়, যা কিনা মুজাহিদদের অধিকার।

এ বিষয়বস্তুর সপক্ষে নিম্নোক্ত হাদীসও প্রমাণ বহন করে ঃ

٤٨٣٣ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ مَعَ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ فِىْ غَزَاةٍ غَزَاهَا فَاَصَابُوْا سَبْيًا فَاَرَادَ عُبَيْدُ اللّٰهِ اَنْ يُّعْطِىَ اَنَسًا مِنَ السَّبْىِ قَبْلَ اَنْ يَقْسِمَ فَقَالَ اَنَسُ لاَ وَلٰكِنْ اَقْسِمْ ثُمَّ اَعْطِنِىْ مِنَ الْخُمُسِ قَالَ فَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ لاَ اِلاَّ مِنْ جَمِيْعِ الْغَنَائِمِ فَاَبَى اَنَسُ اَنْ يَّقْبَلَ مِنْهُ وَاَبَى عُبَيْدُ اللّٰهِ اَنْ يُّعْطِيَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئًا ـ

৪৮৩৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... ইব্‌ন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) এক গায্‌ওয়ায় উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবী বাক্‌রা (রা)-এর সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা কিছু কয়েদী লাভ করলেন। উবায়দুল্লাহ (রা) ইচ্ছা করলেন যে, বণ্টনের পূর্বে তা থেকে কিছু কয়েদী আনাস (রা) কে প্রদান করবেন। আনাস (রা) বললেন, এটা হতে পারে না। বরং তুমি প্রথমে বণ্টন কর অতঃপর আমাকে খুমুস থেকে প্রদান কর। রাবী বলেন, উবায়দুল্লাহ্ (রা) বললেন, না আমি পুরো মালে গনীমত থেকে প্রদান করব। কিন্তু আনাস (রা) তা থেকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। এবং উবায়দুল্লাহ (রা) খুমুস থেকে কিছু প্রদান করতে অস্বীকার করলেন।

٤٨٣٤ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسٍ نَحْوَهُ ـ

৪৮৩৪. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আনাস (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

এই আনাস (রা) খুমুস ব্যতীত নাফল বা অতিরিক্ত সম্পদ গ্রহণ করেন নাই।

জাবালা ইব্‌ন আম্‌র (রা) থেকেও অনুরূপ (রিওয়ায়াত) বর্ণিত আছে ঃ

٤٨٣٥ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ ابْنِ لَهِيْعَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ سُلَيْمٰنَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُمْ كَانُوْا مَعَ مُعَاوِيَةَ ابْنِ خَدِيْجٍ فِيْ غَزْوَةِ الْمَغْرِبِ فَنَفَلَ النَّاسَ وَمَعَنَا اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَرُدُّوْا ذٰلِكَ غَيْرَ جَبَلَةَ بْنِ عَمْرٍو ـ

৪৮৩৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা মাগরিব তথা পাশ্চাত্যের যুদ্ধে মুআ'বিয়া ইব্‌ন খাদীজ (র)-এর সঙ্গে ছিলেন। তিনি লোকদেরকে গনীমতের মাল প্রদান করেছেন। আমাদের সঙ্গে কিছু সংখ্যক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহবাও ছিলেন। জাবালা ইব্‌ন আমর (রা) ব্যতীত তা কেউ প্রত্যাখ্যান করেন নাই।

٤٨٣٦ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَبِيْ عِمْرَانَ قَالَ سَاَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ النَّفْلِ فِي الْغَزْوِ فَقَالَ لَمْ اَرَ اَحَدًا صَنَعَهُ غَيْرَ ابْنِ خَدِيْجٍ نَفَّلَنَا بِافْرِيْقِيَّةَ النِّصْفَ بَعْدَ الْخُمُسِ وَمَعَنَا مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ اُنَاسٌ كَثِيْرٌ فَاَبٰى جَبَلَةُ بْنُ عَمْرٍو اَنْ يَّاْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا ـ

৪৮৩৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... খালিদ ইব্‌ন আবী ইমরান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র)-কে গাযওয়ায় (জিহাদে) নাফল প্রদানের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, আমি ইব্‌ন খাদীজ (রা) ব্যতীত কাউকে এরূপ করতে দেখিনি। তিনি আমাদেরকে আফ্রিকায় (রণাঙ্গনে) খুমুস (বের করার) পর অর্ধেক মাল প্রদান করেছেন এবং আমাদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রথম সারির মুহাজির সাহাবাগণের অনেকেই ছিলেন। জাবালা ইব্‌ন আমর (রা) এ থেকে কোন কিছু নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন।

যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন উত্থাপন করে বলে যে, এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, জাবালা ইব্‌ন আমর (রা) ব্যতীত অপরাপর সাহাবাগণ তা গ্রহণ করেছেন।

তাকে (উত্তরে) বলা হবে যে, তুমি সত্য ও সঠিক কথাটি-ই বলেছ। আমরা একথা অস্বীকার করছিনা যে, এতে লোকেরা তথা সাহাবাগণ মতবিরোধ করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ খুমুস বের করার পূর্বে ইমাম তথা শাসনকর্তার জন্য কাউকে নাফল প্রদান করা জায়িয সাব্যস্ত করেছেন এবং কতকের মতে তা জায়িয নেই। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাহাবাগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। আমরা তো শুধু এটি বলতে চাচ্ছি যে, অপরাপর সাহাবাগণ যাদের উল্লেখ আমরা করেছি এর সাথে সাথে আনাস (রা) ও জাবালা (রা) এর রিওয়ায়াতও আমাদের বক্তব্যের সপক্ষে খবর দিচ্ছে।

যদি কেউ বলে যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকেও বর্ণিত আছে। এবং সে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছে ঃ

٤٨٣٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ قَوْمِهٖ يُقَالُ لَهُ بِشْرُ بْنُ عَلْقَمَةَ قَالَ بَارَزْتُ رَجُلاً يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ فَقَتَلْتُهُ فَبَلَغَ سَلَبُهُ اِثْنَى عَشَرَ اَلْفًا فَنَفَلَنِيْهِ سَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ-

৪৮৩৭. ইউনুস (র) ..... আসওয়াদ ইব্‌ন কায়স (র) স্বীয় কাওমের এক ব্যক্তি, যাকে বিশ্‌র ইব্‌ন আলকামা বলা হত, থেকে রিওয়ায়াত করেন। তিনি বলেন, আমি কাদেসিয়্যার যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তির সঙ্গে মুকাবিলা করলাম এবং তাকে হত্যা করলাম। তার মাল-সামান বার হাজারের মূল্যে পৌঁছলো। অনন্তর সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা) ঐ মাল-সামান নাফল তথা অতিরিক্ত হিসাবে আমাকে প্রদান করলেন।

তাকে (উত্তরে) বলা হবে যে, সম্ভবত সা'দ (রা) যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে এই মাল-সামান তাঁকে প্রদান করেছেন। যদি বিষয়টি এরূপই হয় তাহলে এটাও আমাদের অভিমত। পক্ষান্তরে যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পরে দিয়ে থাকলে সম্ভাবনা রয়েছে যে, তা খুমুস থেকে দিয়েছেন। আর যদি তিনি খুমুস ছাড়া দিয়ে থাকেন তাহলে এটাও বিরোধপূর্ণ ব্যাপার। সুতরাং এই হাদীসে কোন দলের জন্যই প্রমাণ হবে না। কারণ তাতে ঐ বিষয়বস্তুরও সম্ভাবনা রয়েছে যা বিরোধীদলের উদ্দেশ্য।

এখন এর পরে অপরিহার্য হলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশ্লেষণ করা, যেন যৌক্তিকভাবে এর হুকুম কিরূপ তা জানতে সক্ষম হই। এতে মূলনীতি হলো যে, যদি ইমাম যুদ্ধের প্রাক্কালে ঘোষণা করে যে, যে ব্যক্তি (শত্রু) কাউকে হত্যা করবে তবে তার জন্য হবে নিহত ব্যক্তির অস্ত্র-শস্ত্র ও মাল-সামান। তবে এটা জায়িয। আর যদি তিনি বলেন, যে ব্যক্তি (শত্রু) কাউকে হত্যা করবে তবে সে এ পরিমাণ দিরহাম পাবে, এটাও জায়িয। যদি তিনি বলেন যে, যে ব্যক্তি (শত্রু) কাউকে হত্যা করবে তবে সে আমাদের অর্জিত গনীমতের মাল থেকে দশমাংশ পাবে, তবে এটা জায়িয নয়। কেননা এটা যদি জায়িয হত তাহলে সমস্ত গনীমতের মাল যোদ্ধাদের জন্য হত এবং তাতে আল্লাহ্ তা'আলার হক তথা খুমুস বাতিল হয়ে যেত। সুতরাং যুদ্ধের পূর্বে নাফল সেই মাল থেকেই হবে যা নাফল গ্রহণকারী তার তরবারি দ্বারা লাভ করেছে অথবা তার আমলের কারণে তার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যা কিছু অন্যের লাভ হয় তা তার জন্য সাব্যস্ত করা হবেনা। তবে তার হুকুম যদি ইজারার হুকুম হয় তাহলে ভিন্ন কথা। সুতরাং ইজারা যেমন জায়িয হয় তাও জায়িয হবে। অনুরূপভাবে ইমামের বক্তব্য "যে ব্যক্তি (শত্রু) কাউকে হত্যা করবে তার জন্য হবে দশ দিরহাম," এটা জায়িয।

যৌক্তিকভাবে একথাটি অধিকতর সংগত যে, গনীমতের সম্পদ একত্রিত করার পর অন্যদের অর্জিত মাল থেকে প্রদান করা জায়িয হয়। এতে তাদের বক্তব্য অসার হয়ে গেল যারা গনীমত একত্রিত করার পর নাফল প্রদান করা জায়িয সাব্যস্ত করেন। সুতরাং এই হুকুম আমরা ওই বস্তুর দিকে ফিরিয়ে দিব, যা সে স্বয়ং অর্জন করেছে। কারণ ইমাম তাকে নাফল প্রদানের পূর্বে ইমামের খুমুসের মধ্যে আল্লাহ্র হক এবং পাঁচ ভাগের চার ভাগে মুজাহিদদের হক ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে। সুতরাং আমরা যদি নাফল প্রদান করা জায়িয সাব্যস্ত করি তাহলে তাদের হক ওয়াজিব হওয়ার পরে বাতিল হওয়া অনিবার্য হবে। নাফল শুধু ঐ বস্তুর মধ্যে প্রযোজ্য হবে, যা শত্রুর মালিকানা থেকে বেরিয়ে নাফল গ্রহণকারীর মালিকানায় আসে এবং যা ইতোপূর্বে শত্রুর মালিকানা থেকে বেরিয়ে (সাধারণ) মুসলমানদের মালিকানায় এসে গিয়েছে, তাতে নাফল নেই। কেননা তা মুসলমানদের মাল। এতে সাব্যস্ত হলো যে, গনীমতের মাল একত্রিত করার পর তাতে নাফল নেই। যেমন আমরা এই অনুচ্ছেদে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। আর এটা ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

٩- بَابُ الْمَدَدِ يَقْدِمُوْنَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْقِتَالِ فِيْ دَارِ الْحَرْبِ بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ الْقِتَالُ قَبْلَ قُفُوْلِ الْعَسْكَرِ هَلْ يُسْهَمُ لَهُمْ اَمْ لاَ

৯. অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধ সমাপ্তির পরে বাহিনী প্রত্যাবর্তনের পূর্বে দারুল হারবে সহযোগিতার জন্য আগতরা গনীমতের হিস্যা পাবে কি না

٤٨٣٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيْدِ الزُّبَيْدِيْ عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ عَنْبَسَةَ بْنَ سَعِيْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ اَبَانَ بْنَ سَعِيْدٍ عَلٰى سَرِيَّةٍ مِّنَ الْمَدِيْنَةِ قِبَلَ نَجْدٍ فَقَدِمَ اَبَانُ وَاَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخَيْبَرَ بَعْدَ مَا فَتَحْنَا وَاِنَّ حُزُمَ خَيْلِهِمْ لَلِيْفُ فَقَالَ اَبَانُ اِقْسِمْ لَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لاَ نَقْسِمْ لَهُمْ شَيْئًا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ قَالَ اَبَانُ اَنْتَ بِهَا يَا وَبَرُ تُحَدِّرُ عَلَيْنَا مِنْ رَأْسِ ضَالٍ نَجْدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِجْلِسْ يَا اَبَانُ فَلَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ شَيْئًا -

৪৮৩৮. ইউনুস (র) ..... ইব্ন শিহাব যুহরী (র) থেকে বর্ণিত যে, আম্বাসা ইব্ন সাঈদ (র) তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা) কে শুনেছেন, তিনি সাঈদ ইব্ন আ'স (রা) কে বর্ণনা করছেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, নবী ﷺ আবান ইব্ন সাঈদ (রা)-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী মদীনা থেকে নজদ অভিমুখে প্রেরণ করলেন। অনন্তর আমরা খায়বারের উপর বিজয় লাভ করার পর আবান (রা) ও তাঁর সঙ্গীগণ নবী ﷺ-এর দরবারে সেই স্থানে উপস্থিত হলেন। তাঁদের ঘোড়ার লাগাম খেজুরের ছাল দ্বারা তৈরী ছিলো। আবান (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমাদের জন্যও বণ্টন করুন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র নবী! তাঁদের জন্য কোন হিস্যা দিবেন না। আবান (রা) বললেন, আমি নজ্দ প্রতিনিধিদের উপহার নিয়ে এসেছি। অনন্তর নবী ﷺ বললেন, হে আবান! বস এবং তিনি তাদেরকে কোন হিস্যা দিলেন না।

পর্যালোচনা

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল 'আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন যে, গনীমতের সম্পদ থেকে হিস্যা শুধু তারাই পাবে, যারা সংশ্লিষ্ট ঘটনায় উপস্থিত থাকবে। পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, গনীমতের মাল সেই সমস্ত লোকদের জন্য বণ্টন হবে, যারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে এবং যারা অনুপস্থিত কিন্তু যুদ্ধ সামগ্রীতে রয়েছে, তাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যে বের হওয়ার সংকল্প করেছে কিন্তু ইমামের সঙ্গে মিলিত হতে পারে নাই এবং যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে। তবে সে ইমামের দারুল হারব থেকে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে সেখানে তাঁর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়েছে। তাকে হিস্যা দেয়া হবে। তারা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

٤٨٣٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عِيسَى بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا كُلَيْبُ بْنُ وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ هَانِى بْنُ قَيْسٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا اِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ شَهِدَ عُثْمَانُ بَدْرًا فَقَالَ لاَ وَلٰكِنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ اِنَّ عُثْمَانَ انْطَلَقَ فِىْ حَاجَةِ اللّٰهِ وَحَاجَةِ رَسُوْلِهِ فَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمٍ وَلَمْ يَضْرِبْ لِاَحَدٍ غَابَ غَيْرَهُ -

৪৮৩৯. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... হাবীব ইব্‌ন আবী মুলায়কা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমার (রা)-এর পাশে বসা ছিলাম। এমন সময় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, উসমান (রা) কি গাযওয়া বদরে উপস্থিত ছিলেন? তিনি বললেন, না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বদরের দিন বলেছেন, উসমান (রা) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রয়োজনে চলে গিয়েছেন। অনন্তর তিনি তাঁর জন্য হিস্যা নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য নির্ধারণ করেন নাই।

٤٨٤٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو الْاَزْدِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الْفَزَارِىُّ عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ اِلَى هُنَا -

৪৮৪০. আবূ উমাইয়া (র) .....কুলাইব ইব্‌ন ওয়াঈল (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি নিজস্ব সনদে এ পর্যন্ত অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

তুমি কি দেখতে পাচ্ছনা যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উসমান (রা)-এর জন্য বদরের গনীমত থেকে হিস্যা নির্ধারণ করেছেন। অথচ তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। কেননা তিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রয়োজনে অনুপস্থিত ছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে উপস্থিত গণ্য করেছেন। অনুরূপভাবে প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে ইমামের পক্ষ হতে মুসলমানদের কোন কাজে নিযুক্ত থাকার কারণে যুদ্ধ থেকে অনুপস্থিত থাকে, যেমন দারুল হারবের অন্য কোন দিকে অন্য লোকদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করা। অতঃপর সেই ব্যক্তি যাওয়ার পরে ইমামের গনীমতের মাল অর্জিত হওয়া। অথবা সেই সমস্ত লোকদের থেকে যারা দারুল হারবে তাঁর সঙ্গে রয়েছে কাউকে দারুল ইসলামে প্রেরণ করা, যেন অস্ত্র-শস্ত্র ও সৈন্যবাহিনী দ্বারা সাহায্য নিতে পারে। অতঃপর সেই লোক ইমামের গনীমতের মাল অর্জন করা পর্যন্ত ফিরে না আসা। এ ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি তাতে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং সে উপস্থিত লোকদের ন্যায় হবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি যুদ্ধে যাওয়ার সংকল্প করে কিন্তু তাকে ফিরিয়ে

মুসলমানদের কোন কাজে ব্যস্ত করে দেয়া হয়, তবে সেও ওই যুদ্ধে উপস্থিত লোকদের ন্যায় গণ্য হবে। আমাদের মতে আল্লাহ্ সর্বাধিক জ্ঞাত এ কারণেই নবী ﷺ উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) কে বদরের গনীমত থেকে ঐ কারণে হিস্যা দিয়েছেন। যদি এটা না হত তাহলে তাঁকে হিস্যা দিতেন না, যেমন অন্য অনুপস্থিতদেরকে দেন নাই। কেননা যদি বদরের গনীমতের মাল শুধু উপস্থিতদের জন্য ওয়াজিব হত, অনুপস্থিত (সাহাবাদের) জন্য না হত তাহলে ওই অবস্থায় নবী ﷺ তাঁর ব্যতীত অন্যদের জন্য হিস্যা নির্ধারণ করতেন না। কিন্তু এটা তাদের জন্যও ওয়াজিব হয়েছে, যারা এই গাযওয়ায় হাজির ছিল এবং ওই সমস্ত লোকদের জন্যও (ওয়াজিব হয়েছে) যারা নিজেদেরকে এর জন্য পেশ করেছে, কিন্তু ইমাম তাকে ফিরিয়ে মুসলমানদের অন্য কোন কাজে ব্যস্ত করে দিয়েছেন। এখন সেও উপস্থিতদের ন্যায় হিস্যার অংশীদার হবে। পক্ষান্তরে আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীস আমাদের নিকট– আল্লাহ্ সর্বাধিকজ্ঞাত– নবী ﷺ খায়বার অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতির পূর্বে আবান (রা) কে নজ্‌দ অভিমুখে প্রেরণ করেন। অতঃপর তিনি খায়বার অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার কর্মসূচী গ্রহণ করলেন। সুতরাং আবান (রা) খায়বারে অনুপস্থিত থাকাটা এজন্য ছিলোনা যে, তিনি এ দিকে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। অতঃপর নবী ﷺ তাঁকে অন্য কোন দিকে ব্যস্ত করে দিয়েছেন যে, এখন তাকে উপস্থিতদের মাঝে গণ্য করা হবে।

অতএব এই দুই হাদীস হলো মূলনীতি। সুতরাং যে ব্যক্তি শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা জিহাদের জন্য ইমামের সঙ্গে যেতে চায় কিন্তু ইমাম তাকে মুসলমানদের অন্য কোন কাজের কারণে ফিরিয়ে দেয় এবং সে উক্ত কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, অতঃপর ইমাম গনীমতের মাল অর্জন করে তাহলে সে ওই ব্যক্তির ন্যায় হবে, যে কিনা ইমামের সঙ্গে উপস্থিত থেকেছে এবং সে-ও যুদ্ধে উপস্থিতদের ন্যায় হিস্যা লাভ করবে। পক্ষান্তরে ঐ ব্যক্তি যে ব্যক্তিগত কাজে অথবা মুসলমানদের কাজে ব্যস্ত থেকেছে, কিন্তু ঐ যুদ্ধের পূর্বে তাতে ব্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো। অতঃপর ইমাম শত্রুর বিরুদ্ধে কর্মসূচী গ্রহণ করে মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়েছে। এবং গনীমতের মাল লাভ করেছে। তাহলে গনীমতের সম্পদে তার কোন হিস্যা হবেনা। আর এ ব্যক্তি যুদ্ধে শরীক এবং ঐ সমস্ত লোকদের মাঝে হবে যাদেরকে হুকুমগতভাবে তাতে শরীক সাব্যস্ত করা হয়েছে।

প্রথমোক্ত মতপোষণকারীগণ তাদের মাযহাবের অনুকূলে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত দ্বারাও প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

٤٨٤١ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ اَنَّ اَهْلَ الْبَصْرَةِ غَزَوْا نِهَاوَنْدَ وَاَمَدَّهُمْ اَهْلُ الْكُوْفَةِ فَظَفَرُوْا فَاَرَادَ اَهْلُ الْبَصْرَةِ اَنْ لاَّ يَقْسِمُوْا لاَهْلِ الْكُوْفَةِ وَكَانَ عَمَّارُ عَلٰى اَهْلِ الْكُوْفَةِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى عَطَارِدٍ اَيُّهَا الْاَجْدَعُ تُرِيْدُ اَنْ تُشَارِكَنَا فِىْ غَنَائِمِنَا فَقَالَ خَيْرُ اُذُنِىْ سَبَبْتُ قَالَ فَكَتَبَ فِىْ ذٰلِكَ اِلٰى عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ اَنَّ الْغَنِيْمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ ـ

৪৮৪১. সুলায়মান ইব্ন শু'আইব (র) ..... কায়স ইব্ন মুসলিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তারিক ইব্ন শিহাব (র) কে বলতে শুনেছি যে, বসরা অধিবাসীরা নিহাওয়ান্দ করেছে কুফাবাসীরা তাদের সাহায্য করলো। অতঃপর তারা বিজয় লাভ করলো। বসরা অধিবাসীরা চাচ্ছিলো যে, কুফাবাসীদেরকে হিস্যা দিবেনা, আর আম্মার (রা) কুফাবাসীদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। উতারিদ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বলল, হে কানকাটা! তুমি কি আমাদের সঙ্গে গনীমতের মালে শরীক হতে চাচ্ছ? তিনি বললেন, ভালকথা, আমার কান

স্বতিসত্ত্বর উত্থিত হবে। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি এ বিষয়ে উমার (রা) কে লিখলেন। উমার (রা) তাঁকে (উত্তর) লিখলেন যে, যে ব্যক্তি যুদ্ধে শরীক হবে গনীমত (শুধু) সেই পাবে।

তারা বলেন, এ ঘটনায় স্বয়ং উমার (রা) সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, গনীমত শুধু সেই পাবে, যে যুদ্ধে শরীক হয়েছে। সুতরাং এটা আমাদের বক্তব্যের অনুকূলে।

তাদেরকে (উত্তরে) বলা হবে যে, হতে পারে নিহাওয়ান্দ বিজিত হয়ে দারুল ইসলাম হয়ে গিয়েছিলো এবং গনীমতের মাল একত্রিত করে কুফাবাসীরা আগমন করার পূর্বে তা বণ্টন হয়ে গিয়েছিলো। যদি বিষয়টি অনুরূপ হয় তাহলে আমরা তো এটাই বলি যে, এ অবস্থায় গনীমত ঐ সমস্ত লোকেরা পাবে, যারা সংশ্লিষ্ট ঘটনায় শরীক হয়েছে। আর যদি উক্ত হাদীসে উল্লেখিত উমার (রা)-এর লিখিত (ফরমান) সে প্রশ্নের উত্তর হয় তাহলে এতেও কোনরূপ মতবিরোধ নেই। আর যদি ব্যাপার এটা হয় যে, যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর ওই সমস্তলোকদের 'দারুশ শিরক' (পৌত্তলিক রাষ্ট্র) থেকে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে কুফাবাসীরা সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলো এবং উমার (রা) লিখেছেন যে, গনীমত তারা পাবে, যারা যুদ্ধে শরীক হবে। তাহলে জবাব এই যে, এখানে প্রমাণিত হয় যে, কুফাবাসীগণ নিজ হিস্যা দাবি করেছিলো এবং তাদের মধ্যে আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা)সহ নবী ﷺ-এর অপরাপর সাহাবাগণ বিদ্যমান ছিলেন, যাদের মতামত উমার (রা)-এর অভিমতের সমতুল্য। অতএব এ দুই অভিমত থেকে কোনটিই ততক্ষণ পর্যন্ত অপরটি অপেক্ষা অধিকতর সংগত হবেনা যতক্ষণ না এর পক্ষে কুরআন অথবা সুন্নাত অথবা বিশুদ্ধ যুক্তি দ্বারা প্রমাণ অর্জিত না হয়।

ইমাম তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ ও বিশ্লেষণ

সুতরাং আমরা এ বিষয়ে লক্ষ্য করে ঐ সমস্ত ছোট বাহিনীগুলোকে দেখছি, যা দারুল হারব থেকেই দারুল হারবের অন্য কোন দিকে প্রেরিত হয়। অতঃপর তারা গনীমতের মাল নিয়ে আসে। তবে সেটা তাদের এবং তাদের অপরাপর সঙ্গীদের মাঝে সমানভাবে বণ্টন হবে। আর এ বিষয়ে ঐ বাহিনীর সঙ্গে যারা বের হয়েছে এবং যারা বের হয়নি অভিন্ন। কেননা তারাও নিজেদেরকে অনুরূপভাবে পেশ করেছে যেমন অংশগ্রহণ কারীগণ পেশ করেছে। সুতরাং এ ব্যাপারে তাদের কতকের কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হবেনা। যদিও তাদের লড়াইসমূহ ভিন্নতর। তাই যুক্তির দাবি এটাই যে, অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি নিজেকে পেশ করে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় হবে যে যুদ্ধে শরীক হয়ে নিজেকে নিজে পেশ করে। সে এ বিষয়ে যুদ্ধে শরীক হওয়ার অনুরূপ হবে। কিন্তু শর্ত হলো সেই সমস্ত শর্তসমূহ পাওয়া যেতে হবে, যা আমরা এই অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

١٠- بَابُ الْاَرْضِ تُفْتَتَحُ كَيْفَ يَنْبَغِيْ لِلْاِمَامِ اَنْ يَفْعَلَ فِيْهَا

১০. অনুচ্ছেদ ঃ বিজিত ভূমিতে ইমাম বা মুসলিম সরকার প্রধান কি কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করবেন

٤٨٤٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ لَوْلَا اَنْ يَكُوْنَ النَّاسُ بَيَانًا لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ مَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيَّ قَرْيَةً اِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْبَرَ -

৪৮৪২. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) ..... উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি পরবর্তীদের ধারণা না হত যে, তাদের জন্য কিছুই নেই, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা আমার উপর যে জনপদই বিজিত করে

দিতেন আমি তা বণ্টন করে দিতাম, যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বার (জনপদ) কে বণ্টন করে দিয়েছেন।

٤٨٤٣ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ ـ

৪৮৪৩. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (রা) ..... যায়দ ইব্ন আসলাম (র) তৎ পিতা (আসলাম র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) কে বলতে শুনেছি। অতঃপর তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

পর্যালোচনা

একদল 'আলিম এই দিকে গিয়েছেন যে, যদি ইমাম কোন এলাকা যুদ্ধের মাধ্যমে জয় করেন তবে তার উপর ওয়াজিব হলো সেটাকেও গনীমতের সম্পদের ন্যায় বণ্টন করে দেয়া। তার জন্য ওই এলাকা আটকিয়ে রাখার অধিকার নেই, যেমন তার জন্য গনীমতের সম্পদ আটকিয়ে রাখার অধিকার নেই। তাঁরা এ বিষয়ে (উল্লেখিত) এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, ইমামের এ ব্যাপারে ইখতিয়ার রয়েছে, যদি ইচ্ছা করেন তবে এর এক পঞ্চমাংশ নিয়ে অবশিষ্ট চার হিস্যা বণ্টন করে দিবেন। আর যদি চান তো খারাজী জমির ন্যায় ছেড়ে দিবেন এবং তা বণ্টন করবেন না।

٤٨٤٤ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ اَبِي حَنِيْفَةَ وَسُفْيَانَ بِذٰلِكَ وَهُوَ قَوْلُ اَبِي يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ ـ

৪৮৪৪. মুহাম্মাদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... (আবদুল্লাহ্) ইব্ন মুবারক (র) সূত্রে আবূ হানীফা (র) ও সুফিয়ান সওরী (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত এটাই।

এ বিষয়ে তাঁদের দলীল যে সমস্ত হাদীস, তার কয়েকটি হাদীস নিম্নরূপ ঃ

٤٨٤٥ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَ بْنُ زَكَرِيَّا عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَعْطَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ ثُمَّ اَرْسَلَ ابْنَ رَوَاحَةَ فَقَاسَمَهُمْ ـ

৪৮৪৫. রাবী' আল-মু'আয্যিন (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ খায়বার (এলাকা) কে অর্ধাংশের ভিত্তিতে প্রদান করেছেন। অতঃপর ইব্ন রাওয়াহা (রা) কে প্রেরণ করেছেন। তিনি তাদের মাঝে তা বণ্টন করে দিয়েছেন।

٤٨٤٦ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَامَلَ اَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنَ الزَّرْعِ ـ

৪৮৪৬. মুহাম্মদ ইব্ন আমর (র) ..... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ খায়বারের বছর খায়বার অধিবাসীদের সঙ্গে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকের ভিত্তিতে বর্গাচুক্তি করেছেন।

٤٨٤٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابْنُ عَوَانِ الزِّيَادِ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَفَاءَ اللّٰهُ خَيْبَرَ فَاَقَرَّهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَمَا كَانُوْا وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَبَعَثَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَصَهَا عَلَيْهِمْ -

৪৮৪৭. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা খায়বারকে গনীমত হিসাবে দান করেছেন। অনন্তর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে পূর্বের অবস্থায় বহাল রাখলেন আর তা (খায়বারকে) তাঁর এবং তাদের মাঝে বরাবর রাখলেন অতঃপর আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) কে প্রেরণ করলেন। তিনি তা অনুমান করে তাদের মধ্যে বণ্টন করলেন।

٤٨٤٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ ثُمَّ ذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৪৮৪৮. আবু উমাইয়া (র) ..... ইবরাহীম ইব্‌ন তাহমান (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি স্বীয় ইসনাদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

আমরা যা কিছু উল্লেখ করেছি এতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বার (এলাকা) কে পরিপূর্ণরূপে বণ্টন করেন নাই, বরং এর এক অংশ বা হিস্যা ঐ ভাবে বণ্টন করেছিলেন, যা উমার (রা) প্রথমোক্ত হাদীসে প্রমাণরূপে প্রয়োগ করেছেন। আর আরেক অংশ বণ্টন ব্যতীত ছেড়ে দিয়েছিলেন। যেমন ইব্‌ন আব্বাস (রা), ইব্‌ন উমার (রা) ও জাবির (রা) থেকে এই অপর রিওয়ায়াতগুলোতে বর্ণিত আছে। তা থেকে তিনি শিক্ এবং বুতাত বস্তী (অথবা দুর্গ) কে বণ্টন করেছিলেন এবং অবশিষ্টকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এতে আমরা জানতে পারলাম যে, তিনি বণ্টন করেছিলেন। আর বণ্টন করার অধিকার তাঁর ছিলো এবং তিনি কিছু অংশ ছেড়ে দিয়েছিলেন আর ছেড়ে দেয়ারও তার ইখ্‌তিয়ার ছিলো।

এতে সাব্যস্ত হলো যে, বিজিত ভূমির ব্যাপারে বিধান এরূপই যে, এ বিষয়ে ইমামের অধিকার রয়েছে। যদি মুসলমানদের কল্যাণ লক্ষ্য করেন তবে তা বণ্টন করে দিবেন। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বারের কিছু হিস্যা বণ্টন করে দিলেন। আর যদি বণ্টন না করার মধ্যে মুসলমানদের কল্যাণ মনে করেন তবে বণ্টন পরিত্যাগ করবেন যেমন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছু হিস্যা ছেড়ে দিয়েছিলেন। চিন্তা-ভাবনার পরে যেটি মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর মনে করবে সেটির উপর আমল করবে। উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) ইরাকের ভূমিতে এই পদ্ধতিই অবলম্বন করেছিলেন। তিনি তা মুসলমানদের জন্য খারাজী জমি হিসাবে ছেড়ে দিয়েছিলেন যেন পরবর্তীতে আগত লোকেরাও এর দ্বারা অনুরূপ লাভ ভোগ করতে পারে যেমন তাঁর যুগের মুসলমানগণ এর দ্বারা লাভ ভোগ করছে।

যদি কেউ বলে যে, হতে পারে উমার (রা) ইরাক ভূমিতে এই কার্যক্রম ঐ কারণে গ্রহণ করেন নাই, যা তোমরা বর্ণনা করেছ; বরং সমস্ত মুসলমানগণ এতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলো। তাদের সন্তুষ্টির প্রমাণ হলো যে, তিনি তাদের উপর জিযইয়া নির্ধারণ করেছিলেন। এটা দু অবস্থা থেকে মুক্ত নয়, হয়তো তিনি তাদের উপর মুসলমানদের জন্য জিযইয়া এ জন্য নির্ধারণ করেছিলেন যে, তারা তাদের ক্রীতদাস। অথবা এভাবে নির্ধারণ করেছিলেন যেভাবে স্বাধীন মানুষের উপর জিযইয়া নির্ধারণ করা হয়। যেন এর দ্বারা তাদের জীবনের নিরাপত্তা বিধান করা যায়। আমরা লক্ষ্য করছি যে, তিনি তাদের নারী, বৃদ্ধ, অক্ষম (যারা পক্ষাঘাতগ্রস্ত

ছিলো) এবং তাদের শিশুদের ছেড়ে দিয়েছেন (তাদের উপর জিয্ইয়া-নির্ধারণ করেন নাই)। যদিও তারা কতক বালিকা বা প্রাপ্ত বয়স্কদের অপেক্ষা অধিক রোজগারে সক্ষম ছিলো। কিন্তু যাদের আমরা উল্লেখ করেছি তাদের কারো উপরই কোন কিছু নির্ধারণ করেন নাই। এতে প্রমাণিত হয় যে, অবশিষ্ট লোকদের উপর যা কিছু ওয়াজিব করেছেন তা তাদের মালিকানার কারণে নয়, বরং যিম্মী হওয়ার কারণে ছিলো এবং ইতোপূর্বে সমগ্র বিজিত ভূমি তাদের থেকে নেয়া তাদের ইজারার উপর দলীল। কেননা উমার (রা) এরূপ করেছেন। অতঃপর আমরা লক্ষ্য করছি যে, তিনি জমির উপর বিভিন্ন জিনিস নির্ধারণ করেছেন। আঙ্গুরের জমিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন, গমের জমিতেও নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু খেজুরকে ছেড়ে দিয়েছেন। তা থেকে কিছুই নেননি। এখন এটা দু অবস্থা থেকে মুক্ত নয়, হয়ত যে সমস্ত লোকদের হুরমত তথা প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তারা নিজেদের ফলাদির মালিক হয়েছে, কিন্তু জমি মুসলমানদের মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে। অথবা তিনি তাদের উপর এভাবে নির্ধারণ করেছেন যেভাবে তাদের উপর খারাজ আরোপ করেছেন। যতক্ষণ না খারাজ নেয়া ব্যতীত মালিক হবে, খারাজ ওয়াজিব হবেনা। আর যদি আমরা ওটাকে এভাবে প্রয়োগ করি যে, উমার (রা) উৎপন্নের বিনিময়ে তাদেরকে খেজুর ও আঙ্গুরের ফলাদির মালিক বানিয়ে দিয়েছিলেন। এটা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে যে, তিনি কয়েক বছরের বিক্রয় এবং যে বস্তুর তুমি মালিক নও তার বেচা-কেনা থেকে নিষেধ করেছেন। কিন্তু এটি পাওয়া যাওয়া অসম্ভব, বরং আমাদের নিকট বিষয় হলো যে, তিনি তাদের ওই জমির মালিক বানিয়ে দিয়েছিলেন, যা প্রথমে বিনিময়ের ভিত্তিতে দিয়েছিলেন যে, এখন এটা তাদের খারাজী মালিকানা হবে এবং যা কিছু তাদের খারাজী মালিকানা হবে এবং যা কিছু তাদের উপর ওয়াজিব হয়েছে এর হুকুম এটাই। সকলে তার এই ফয়সালাকে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং তিনি তাদের থেকে যা কিছু নিয়েছিলেন, তা থেকে তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তারা তা গ্রহণ করে নিয়েছেন। সুতরাং তারা তা গ্রহণ করা, তাদের পক্ষ থেকে তাঁর এই কাজের প্রতি অনুমতি ছিলো।

তারা বলেন, আমরা এই জন্যই ইরাকীদেরকে তাদের ভূমির মালিক সাব্যস্ত করেছি। এবং পূর্বোক্ত কারণে তাদেরকে মুক্ত সাব্যস্ত করেছি। এই সব কিছু ঐ লোকদের অনুমতি সাপেক্ষে হয়েছে, যারা ঐ ভূমিকে গনীমত হিসাবে লাভ করেছে। তাদের সম্মতি না হলে এটা জায়িয হতনা এবং তারা তাদের মালিকানায় থাকত। তারা বলেন, অনুরূপভাবে আমরা বলি যে, যে ভূমি যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হয় তার হুকুম হলো যে, এটাকেও অপরাপর সম্পদের ন্যায় বণ্টন করা হবে। এর এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্র জন্য এবং চার হিস্যা ঐ সমস্ত লোকদের (মুজাহিদদের) জন্য হবে, যারা তা জয় করেছে, ইমাম তাদেরকে এ থেকে নিষেধ করতে পারবেনা। তবে এরা সন্তুষ্টচিত্তে এটা ছেড়ে দিলে ভিন্ন কথা। যেমন ইরাকের ভূমি বিজেতাগণ সন্তুষ্টচিত্তে উমার (রা)-এর জন্য ছেড়ে দিয়ে ছিলেন, যা আমরা উল্লেখ করেছি।

তাদের বিরুদ্ধে অপরাপর 'আলিমদের দলীল হলো যে, আমরা অবহিত আছি যে, যদি ইরাকের ভূমি তারা যেমন বলছে তেমন হতো তাহলে তাতে আল্লাহ্র জন্য এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হত যা আল্লাহ্ তা'আলা এবং ঐ সমস্ত লোকদের মাঝে হত, যাদের জন্য আল্লাহ্ তা সাব্যস্ত করেছেন। অথচ আমরা জানি যে, ইমামের জন্য এক-পঞ্চমাংশ কিংবা তা থেকে কোন কিছু যিম্মীদেরকে প্রদান করা জায়িয নেই। অথচ ইরাকের যে সমস্ত লোকদেরকে উমার (রা) বহাল রেখেছিলেন, তারা যিম্মী হয়ে গিয়েছিলো। এবং ইরাকের সমগ্র এলাকা তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিলো।

এতে প্রমাণিত হলো যে, উমার (রা)-এর এই আমল এই কারণে ছিলো না, যা তারা উল্লেখ করেছেন। বরং এর কারণ এটা ছিলো যে, তাতে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য খুমুস বা এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হয় নাই। অনুরূপভাবে যা কিছু তাদের দাস-দাসীদের ব্যাপারে করেছেন, তিনি তাদের উপর এভাবে ইহসান বা অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদেরকে তাদের ভূখণ্ডে বহাল রেখেছেন এবং তাদের থেকে দাসত্ব বিলুপ্ত করে দিয়েছেন। আর তাদের সত্তার উপর এবং ভূমির উপর খারাজ আবশ্যক করেছেন। এভাবে তারা নিজেদের ভূমির মালিক হয়ে গিয়েছে এবং তাদের সত্তা থেকে দাসত্ব বিদূরিত হয়েছে।

এটা প্রমাণ বহন করে যে, যে ভূখণ্ডকে ইমাম যুদ্ধ দ্বারা জয় করেন তাতে তিনি এই আমল করতে পারেন। তিনি তাদেরকে মুসলমানদের গোলাম বাঁদী হওয়া এবং তাদের ভূমিকে মুসলমানদের মালিকানা থেকে সংরক্ষণ করে তাদের উপর খারাজ নির্ধারণ করতে পারেন। যেমন উমার (রা) সাহাবাদের উপস্থিতিতে এরূপ করেছেন। এ বিষয়ে উমার (রা) আল্লাহ্ তা'আলার (নিম্নোক্ত) এই বাণী দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ -

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ্ এই জনপদবাসীদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের এবং ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের (সূরা ঃ ৫৯ আয়াত ৭)

অতঃপর বলেছেন ঃ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهٰجِرِيْنَ অর্থাৎ ঃ "এই সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য।" এখানে তাদেরকেও তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ -

অর্থাৎ ঃ মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এ নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে। এর দ্বারা আনসার উদ্দেশ্য নিয়েছেন এবং এদেরকেও তাদের মধ্যে শামিল করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ অর্থাৎ ঃ "যারা তাদের পরে এসেছে"। বস্তুত এভাবে তাদের পরে আগত সমস্ত মু'মিনদেরকে এতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইমামের এ ব্যাপারে অধিকার রয়েছে এবং তিনি সেই সমস্ত লোকদেরকে যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা এই সূরাতে উল্লেখ করেছেন, যাকে সংগত মনে করেন প্রদান করবেন। আমরা যা কিছু উল্লেখ করেছি তাতে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম সুফইয়ান সওরী (র)-এর মাযহাব সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত এটাই।

যদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন প্রমাণ উপস্থাপনকারী (নিম্নোক্ত) এই রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করে ঃ

٤٨٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ قَالَ لَمَّا وَفَدَ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فِيْ اُنَاسٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ عُمَرُ لِجَرِيْرٍ يَاجَرِيْرُ وَاللّٰهِ لَوْ لَا اَنِّيْ قَاسِمُ مَسْئُوْلٌ لَكُنْتُمْ عَلٰى مَاقَسَمْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ اَرٰى اَنْ اَرُدَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَرَدَّهُ وَكَانَ رُبْعُ السَّوَادِ لِبَجِيْلَةَ فَاَخَذَهُ مِنْهُمْ وَاَعْطَاهُمْ ثَمَانِيْنَ دِيْنَارًا -

৪৮৪৯. মুহাম্মাদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... কায়স ইব্ন আবী হাযিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) ও আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) অপরাপর কিছু সংখ্যক মুসলমানদের সঙ্গে উমার ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন তখন উমার (রা) জারীর (রা)-কে বললেন, হে জারীর! আল্লাহ্‌র কসম, যদি আমি এরূপ বন্টনকারী না হতাম, যাকে জবাবদিহি করতে হবে, তাহলে তোমরা সেটার উপরই বহাল থাকতে, যা আমি তোমাদের জন্য বণ্টন করেছি। কিন্তু আমি মনে করছি যে, তা মুসলমানদেরকে ফিরিয়ে দিব। অনন্তর তিনি তা ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং ইরাকের এক-চতুর্থাংশ বাজীলা বাসীদের জন্য ছিলো। তিনি তাদের থেকে তা নিয়ে তাদেরকে আশি দীনার প্রদান করেছেন।

٤٨٥٠- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْاَصْفَهَانِيْ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ قَدْ اَعْطٰى لِلْبَجِيْلَةِ رُبُعَ السَّوَادِ فَاَخَذْنَاهُ ثَلَاثَ سِنِيْنَ فَوَفَدَ بَعْدَ ذٰلِكَ جَرِيْرٌ اِلٰى عُمَرَ وَمَعَهُ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهِ لَوْلَا اَنِّيْ قَاسِمٌ مَسْئُوْلٌ لَتَرَكْتُكُمْ عَلٰى مَا كُنْتُ اَعْطَيْتُكُمْ فَارٰى اَنْ تَرُدَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَفَعَلَ قَالَ فَاَجَازَنِيْ عُمَرُ بِثَمَانِيْنَ دِيْنَارًا -

৪৮৫০. ফাহাদ (র) .....জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) বাজীলাবাসীদেরকে ইরাকের এক-চতুর্থাংশ প্রদান করেছিলেন। অতঃপর আমরা তাঁর থেকে তা তিন বছরের জন্য রেখেছিলাম। পরবর্তীতে জারীর (রা) উমার (রা)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন, আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা)ও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। উমার (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি যদি এরূপ বণ্টনকারী না হতাম যাকে জবাবদিহি করতে হবে, তাহলে আমি তোমাদেরকে সেই জিনিসের উপর ছেড়ে দিতাম, যা তোমাদেরকে প্রদান করেছি। কিন্তু আমার নিকট ভাল মনে হচ্ছে, তা মুসলমানদেরকে ফিরিয়ে দেয়া। তারপর তিনি তাই করলেন। রাবী বলেন, উমার (রা) আমাকে আশি দীনার (প্রদান) করেছিলেন।

এঁরা বলেন, এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উমার (রা) ইরাকের ভূমিকে লোকদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। অতঃপর তাদেরকে বখশিশ দিয়ে তা মুসলমানদের দিকে ফিরিয়ে দেয়ার উপর সম্মত করেছিলেন।

ঐ প্রমাণ উপস্থাপনকারীকে উত্তরে বলা হবে যে, বাহ্যিকভাবে এই হাদীস ঐ বিষয়ের পক্ষে প্রমাণ বহন করেনা, যা তোমরা উল্লেখ করেছে। কিন্তু হতে পারে উমার (রা)-এর এই কার্যক্রম ইরাকের কোন একদলের ব্যাপারে করেছিলেন এবং তা বাজীলা গোত্রের জন্য নির্ধারণ করেছিলেন। অতঃপর তাদের থেকে মুসলমানদের জন্য নিয়ে তাদেরকে মুসলমানদের সম্পদ থেকে বদলা হিসাবে প্রদান করেছিলেন। এরা শুধু একদল ছিলো যাদেরকে উমার (রা) বদলা হিসাবে প্রদান করে মুসলমানদের জন্য এই আমল বা কার্যক্রম চালু করেছিলেন। আর ইরাকের অবশিষ্ট অংশের হুকুম সেটাই, যা আমরা ইতোপূর্বে এই অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছি। যদি এই বিষয়টি না হত তাহলে ইরাকের ভূমি উশরী ভূমি হত, খারাজী ভূমি হত না।

যদি তারা এ বিষয়ে (নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা) এই প্রমাণ পেশ করে ঃ

٤٨٥١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُوْ بْنُ عَوَانٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ قَالَ جَاءَتْ اِمْرَاَةٌ مِنْ بَجِيْلَةَ اِلٰى عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَتْ اِنَّ

قَوْمِيْ رَضُوْا مِنْكَ مِنَ السَّوَادِ بِمَا لَمْ أَرْضَ وَلَسْتُ أَرْضَى حَتَّى تَمْلاَ كَفِّيْ ذَهَبًا أَوْ جَمَلِيْ طَعَامًا أَوْ كَلاَمًا هٰذَا مَعْنَاهُ فَفَعَلَ ذٰلِكَ بِهَا عُمَرُ رض۔

৪৮৫১. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... কায়স ইব্‌ন আবী হাযিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাজীলা গোত্রের এক মহিলা উমার (রা)-এর দরবারে এসে বলল, আমার কওম ইরাকের ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে সম্মত হয়েছে, আমি তাতে রাজী নই এবং আমি ততক্ষণ পর্যন্ত রাজী হবনা যতক্ষণ না আমার হাতের তালুকে সোনা দ্বারা অথবা আমার উটকে শস্য দ্বারা ভরে দিবে। অথবা সে এ ধরনের কথা বলেছে। অনন্তর উমার (রা) তার সঙ্গে তাই করলেন।

তাদেরকে (উত্তর) বলা হবে যে, এটাও আমাদের নিকট– আল্লাহ্ সর্বাধিক জ্ঞাত– শুধু ঐ অংশের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যা উমার (রা) বাজীলা গোত্রকে প্রদান করেছিলেন। এবং তারা এর মালিক হয়ে গিয়েছিলো। অতঃপর তিনি তাদের সম্মতিতে তা ফেরৎ নেয়ার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু ঐ মহিলার হক তো সন্তুষ্টচিত্ততা ছাড়া লুপ্ত হতো না। তাই উমার (রা) তার চাহিদা পূর্ণ করে দিলেন। ফলে সে সন্তুষ্ট চিত্তে তার হস্তগত জমি ছেড়ে দিয়েছিলো যেমন তার কওমের অন্যান্যরা করেছিলো। আর আমাদের মতে হাদীসের নীতিতে এটাই হলো এই অনুচ্ছেদের বিশ্লেষণ এবং যৌক্তিকভাবে অনুরূপ যেমনটি আমরা বর্ণনা করেছি। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম সুফইয়ান (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে মিশরের ভূমি সম্পর্কেও অনুরূপ বর্ণিত আছে, যা নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতে ব্যক্ত হয়েছে ঃ

٤٨٥٢۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ السَّكُوْنِيْ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ لَمَّا فَتَحَ عَمْرُوْبْنُ الْعَاصِ أَرْضَ مِصْرَ جَمَعَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاسْتَشَارَهُمْ فِيْ قِسْمَةِ أَرْضِهَا بَيْنَ مَنْ شَهِدَهَا كَمَا قَسَمَ بَيْنَهُمْ غَنَائِمَهُمْ وَكَمَا قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْبَرَ بَيْنَ مَنْ عَهِدَهَا أَوْ يُوْقِفُهَا حَتّٰى رَاجَعَ فِيْ ذٰلِكَ رَأْيَ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَالَ نَفَرٌ مِّنْهُمْ فِيْهِمْ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَ اللّٰهِ مَاذَاكَ إِلَيْكَ وَلاَ إِلٰى عُمَرَ إِنَّمَا هِيَ أَرْضٌ فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَأَوْجَفْنَا عَلَيْهَا خَيْلَنَا وَرِجَالَنَا وَحَوَيْنَا مَا فِيْهَا فَمَا قِسْمَتُهَا بِأَحَقَّ مِنْ قِسْمَةِ أَمْوَالِهَا وَ قَالَ نَفَرٌ مِّنْهُمْ لاَ نَقْسِمُهَا حَتّٰى نُرَاجِعَ رَأْيَ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْهَا فَاتَّفَقَ رَأْيُهُمْ عَلٰى أَنْ يَكْتُبُوْا إِلٰى عُمَرَ فِيْ ذٰلِكَ وَيُخْبِرُوْهُ فِيْ كِتَابِهِمْ إِلَيْهِ بِمَقَالَتِهِمْ فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ عُمَرُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ وَصَلَ إِلَيَّ مَا كَانَ مِنْ إِجْمَاعِكُمْ عَلٰى أَنْ تَغْتَصِبُوْا عَطَايَا الْمُسْلِمِيْنَ وَمُؤَنَ مَنْ يَغْزُوْ أَهْلَ الْعَدُوِّ وَأَهْلَ الْكُفْرِ وَإِنِّيْ إِنْ قَسَمْتُهَا بَيْنَكُمْ لَمْ يَكُنْ لِمَنْ بَعْدَ كُمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مَادَّةٌ يَقْوَوْنَ بِهِ عَلٰى عَدُوِّكُمْ وَلَوْ لاَ مَا أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَأَدْفَعُ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ

مَؤُنَهِمْ وَاَجْرِىْ عَلٰى ضُعَفَائِهِمْ وَاَهْلِ الدِّيْوَانِ مِنْهُمْ لَقَسَمْتُهَا بَيْنَكُمْ فَاَوْقِفُوْهَا فَيْئًا عَلٰى مَنْ بَقِىَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى يَنْقَرِضَ اٰخِرُ عِصَابَةٍ تَغْزُوْا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ -

৪৮৫২. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন আবী মারইয়াম (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন আ'স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমর ইবনুল 'আস্ (রা) মিশর-ভূখণ্ড জয় করলেন তখন তিনি নিজের সঙ্গে থাকা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সমস্ত সাহাবাদের একত্রিত করে তাদের থেকে পরামর্শ নিলেন যে, মিশরের ঐ ভূমিকে ওই সমস্ত লোকদের মাঝে বণ্টন করা হবে, যারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে, যেমন তিনি তাদের মাঝে গনীমতের সম্পদ বণ্টন করেছেন এবং যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ খায়বারের ভূমি ঐ সমস্ত লোকদের মাঝে বণ্টন করেছেন, যারা সেখানে উপস্থিত ছিল। অথবা সেটাকে সেভাবেই ছেড়ে দেয়া হবে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমীরুল মু'মিনীন-এর অভিমত জ্ঞাত হবে। তাঁদের কিছু সংখ্যক যাঁদের মধ্যে যুবাইর ইব্নুল আওয়াম (রা) ও ছিলেন, বললেন, আল্লাহ্র কসম! এটা আপনার এবং (আমীরুল মু'মিনীন) উমার (রা)-এর ইখতিয়ারে নেই। এটা সেই ভূমি, যা আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের হাতে জয় করেছেন। আমরা এর উপর আমাদের অশ্ববাহিনী ও লোকদেরকে দৌড়ায়েছি এবং এর মাঝে যা কিছু রয়েছে তা আমরা নিয়ন্ত্রণ করেছি। সুতরাং আপনার জন্য সেটা বণ্টন করা সম্পদ বণ্টন করা অপেক্ষা অধিক জরুরী। আবার তাদের কেউ কেউ বললেন যে, আমরা এ বিষয়ে আমীরুল মু'মিনীনের অভিমত না জেনে তা কিছুতেই বণ্টন করবো না। তারপর তারা একমত হলেন যে, তাঁরা সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে উমার (রা) কে লিখবেন এবং তাঁকে তাঁদের অভিমত সম্পর্কে অবহিত করবেন। উমার (রা) তাঁদেরকে লিখলেন ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম (দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে)

হাম্দ ও সালাতের পর– আমার নিকট তোমাদের পক্ষ থেকে এই মর্মে সংবাদ পৌঁছেছে যে, তোমরা ঐকমত্য পোষণ করেছ যে, তোমরা মুসলমানদের উপহারসমূহ, শত্রু ও কাফিরদের মুকাবিলায় লড়াইকারীদের মেহনত ও পরিশ্রমকে ছিনতাই করবে। আমি যদি তা তোমাদের মাঝে বণ্টন করে দেই তাহলে তোমাদের পরবর্তী মুসলমানদের জন্য এরূপ কোন বস্তু অবশিষ্ট থাকবে না, যা দ্বারা তারা তোমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে শক্তি অর্জনে সক্ষম হবে। যদি তোমাদেরকে আল্লাহ্র রাহে উৎসাহিত করা, মুসলমানদের থেকে তাদের বোঝা বিদূরিত করা এবং তাদের দুর্বল ও রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের উপর জারী করা না হত, তাহলে আমি তা তোমাদের মাঝে বণ্টন করে দিতাম। সুতরাং তা অবশিষ্ট মুসলমানদের জন্য গনীমত হিসাবে রেখে দাও, যতক্ষণ না মুসলমানদের আখেরী বা সর্বশেষ দল জিহাদ করে খতম হয়ে যায়।

ওয়াস্সালামু আলাইকুম

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এই হাদীসে বিজিত ভূমি সম্পর্কে ঐ বিধানই বর্ণিত হয়েছে, যা আমরা উল্লেখ করেছি। অধিকন্তু এর বিধান অবশিষ্ট সেই সমস্ত সম্পদ থেকে পৃথক যা শত্রু থেকে গনীমত হিসাবে লাভ হয়েছে। **যদি কোন প্রশ্নকারী বলে যে,** এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, সাহাবা কিরাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি খায়বারকে ঐ সমস্ত লোকদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন, যারা সেখানে হাযির ছিলো। সুতরাং খায়বারের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আমল ঐ সমস্ত লোকদের প্রমাণকে অস্বীকার করছে যারা ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম সুফইয়ান (সওরী) এবং তাদের অনুসারীদের মতাদর্শকে অনুসরণ করছে যে, বিজিত ভূমি মুসলমানদের প্রয়োজনে ছেড়ে দেয়া হবে।

তাকে (উত্তরে) বলা হবে যে, এই হাদীসটি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খায়বার সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ বিষয় তুলে ধরেনি। কিন্তু অন্য হাদীসে এর বিশদ বিবরণ রয়েছে ঃ

٤٨٥٣ـ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمٰنَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ سُفْيَانُ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْبَرَ نِصْفَيْنِ نِصْفًا لِنَوَائِبِهِ وَحَاجَاتِهِ وَنِصْفًا بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ عَلٰى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا ـ

৪৮৫৩. রাবী' ইব্‌ন সুলায়মান আল-মুআয্‌যিন (র) ..... সাহাল ইব্‌ন আবী হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বারকে সমান দু'ভাগে ভাগ করেছেন। অর্ধেক নিজের প্রয়োজনে এবং অবশিষ্ট অর্ধেক মুসলমানদের মাঝে আঠার ভাগে ভাগ করে দিয়েছেন।

এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খায়বার সর্ম্পকীয় সিদ্ধান্তের বর্ণনা ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি এর অর্ধেক নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য রেখেছেন এবং বাকি অর্ধেক তাতে অংশগ্রহণকারী (মুজাহিদ) দের জন্য রেখেছেন। এর যে হিস্যা ওয়াকফ করেছেন (নিজের জন্য রেখেছেন) সেটাই তিনি ইয়াহুদীদেরকে চাষাবাদের জন্য প্রদান করেছেন। যেমন ইব্‌ন উমার (রা) ও জাবির (রা)-এর রিওয়ায়াতের অধীনে আমরা উল্লেখ করেছি। এবং এটা সেই হিস্যা, যা উমার (রা) তাঁর আমলে ইয়াহুদীদেরকে খায়াবার থেকে উৎখাতকালে মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করেছিলেন। এ আলোচনা ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম সুফইয়ান (সওরী র)-এর এই মাযহাবকে সুদৃঢ় করে যে, যদি ইমাম বা মুসলিম সরকার প্রধান ইচ্ছা পোষণ করেন তবে ওই সমস্ত (বিজিত) ভূমিগুলোকে ওয়াকফ করে দিবে, বণ্টন করবেনা।

١١ـ بَابُ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ اِلَى الْقِتَالِ عَلٰى دَابَّةٍ مِّنَ الْمَغْنَمِ

১১. অনুচ্ছেদ ঃ অনিবার্য কারণে গনীমতের জন্তুর উপর আরোহণ করে লড়াই করা

٤٨٥٤ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ ابْنِ مَرْزُوْقٍ التُّجِيْبِىْ عَنْ حَنَشِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رُوَيْفَعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ عَامَ خَيْبَرَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يَأْخُذْ دَابَّةً مِنَ الْمَغَانِمِ فَيَرْكَبَهَا حَتّٰى اِذَا اَنْقَضَهَا رَدَّهَا فِى الْمَغَانِمِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يَلْبِسُ ثَوْبًا مِنَ الْمَغَانِمِ حَتّٰى اِذَا اَخْلَقَهُ رَدَّهَا فِى الْمَغَانِمِ ـ

৪৮৫৪. ইউনুস (র) ..... রুওয়ায়ফা ইব্‌ন সাবিত (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি খায়বারের বছর বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও আখিরাতের দিবসে ঈমান রাখে সে যেন গনীমতের সম্পদ থেকে জন্তু নিয়ে তাতে আরোহণ না করে। অতঃপর সেটাকে ত্রুটিযুক্ত করে গনীমতের সম্পদে ফিরিয়ে দিবে। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও আখিরাত দিবসে ঈমান রাখে সে যেন গনীমতের মাল থেকে কোন কাপড় পরিধান না করে। অতঃপর তা পুরাতন করে গনীমতের সম্পদে ফিরিয়ে দিবে।

٤٨٥٥ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يَحْيٰى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ سَلِيْمٍ التُّجِيْبِىْ عَنْ حَنَشٍ عَنْ رُوَيْفَعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৪৮৫৫. ইউনুস (র) ..... রুওয়াফা' ইব্‌ন সাবিত (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম আওযাঈসহ একদল আলিম এই মত প্রকাশ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি গনীমতের সম্পদ থেকে হাতিয়ার বা অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের প্রাক্কালে তা দ্বারা লড়তে কোনরূপ অসুবিধা নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রয়োজন হয়। কিন্তু তা ফেরৎ দেয়ার জন্য লড়াই শেষ হওয়ার অপেক্ষা করবে না, যে দারুল হারবে দীর্ঘ সময় অবস্থান করার কারণে ঐ (হাতিয়ার) ধ্বংস হয়ে যাবে কিংবা এর মূল্য হ্রাস পাবে। তাঁরা এ বিষয়ে (উল্লেখিত) এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও অন্যতম। সুলায়মান ইব্‌ন শু'আইব (র) তার পিতা থেকে এবং তিনি ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন। তাঁরা বলেছেন যে, কোন ব্যক্তি প্রয়োজনবশত ইমামের অনুমতি ব্যতীত গনীমতের সম্পদ থেকে হাতিয়ার নিয়ে যুদ্ধে শরীক হলে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তা গনীমতের মালে ফিরিয়ে দিবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, নবী ﷺ-এর এ হাদীস যা দ্বারা ইমাম আওযাঈ (র) প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, আমাদের পর্যন্ত (তা) পৌঁছেছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাদীসের কয়েকটি মর্ম ও বিশ্লেষণ রয়েছে এবং এর এরূপ ব্যাখ্যা রয়েছে, যা কেবল মাত্র সে-ই হৃদয়ঙ্গম করতে পারো আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়ে থাকে সাহায্য করেন। আমাদের মতে এই হাদীসের উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তি বিনা প্রয়োজনে গনীমতের মাল থেকে জন্তু কিংবা কাপড় নিয়ে নেয় (এবং তা ব্যবহার করে) অথবা খিয়ানত করে। পক্ষান্তরে মুসলমান দারুল হারবে সওয়ারিহীন হয়ে পড়ে এবং অন্য মুসলমানদের কাছে গনীমত ব্যতীত কোন অতিরিক্ত জন্তু না থাকে আর সে পদব্রজে চলতেও সক্ষম নয় তাহলে মুসলমানদের জন্য তাকে ছেড়ে দেয়া জায়িয নেই এবং এর উপর আরোহণ করতে কোন অসুবিধা নেই। অন্য মুসলমানগণ (এটা) পসন্দ করুক অথবা না করুক। অনুরূপ অবস্থা (হুকুম) কাপড়েরও। হাতিয়ার তথা অস্ত্র-শস্ত্রেরও একই অবস্থা। বরং এই অবস্থা তো নিতান্ত-ই স্পষ্ট ও প্রকাশমান।

তুমি কি দেখতে পাচ্ছনা যে, যদি মুসলমান কওমের তরবারি ভেঙ্গে যায় অথবা তাদের কাছে না থাকে এবং মুসলমানদের থেকে তারা কোন কিছু না পায় তাহলে এতে কোন অসুবিধা নেই যে, তারা গনীমতের সম্পদ থেকে তরবারি নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা দারুল হারবে অবস্থান করবে। তোমরা লক্ষ্য করছনা যে, যদি তারা প্রচণ্ড যুদ্ধের প্রাক্কালে ওই সমস্ত (তরবারি)-র মুখাপেক্ষী না হয় এবং তার দু'দিন পর এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে যে, শত্রুবাহিনী তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে বসবে তখন কি তারা অনুরূপভাবে হাতিয়ার বা অস্ত্র-শস্ত্র ব্যতীত শত্রুর মুকাবিলায় দাঁড়ায়ে থাকবে? তারা কি করবে, তারা কি এই রায়কে প্রাধান্য দিবে, যাতে মুসলামনদের যুদ্ধ নীতি বিপর্যস্ত হয়। আর এটা কিভাবে হতে পারে যে, ওটা যুদ্ধের প্রাক্কালে তো হালাল তথা বৈধ হবে, কিন্তু এর পরে হারাম হবে। সুলায়মান ইব্‌ন শু'আইব (র) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবী আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খায়বারের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। তখন আমাদের একটি দল গনীমতের খাদ্য থেকে নিজেদের প্রয়োজনকে পুরা করত। সুতরাং যখন খাদ্য অর্জন করা তা ভক্ষণ করা এবং মুসলমানদের প্রয়োজনের জন্য তা খরছ করতে কোন অসুবিধা নেই, অনুরূপভাবে জন্তু, হাতিয়ার ও কাপড়সমূহ নিয়ে প্রয়োজনের অধীনে তা ব্যবহার করতেও কোনরূপ অসুবিধা নেই। (বস্তুত এই বিষয়বস্তু এই জন্য উদ্দেশ্য করা হয়েছে) যেন ইব্‌ন আবী আওফা (রা)-এর হাদীস থেকে যা কিছু উদ্দেশ্য, রুওয়ায়ফা' (রা)-এর হাদীস

থেকে এর পরিপন্থী বিষয়বস্তু উদ্দেশ্য নেয়া না হয় এবং তা পারস্পরিক সাংঘর্ষিক না হয়। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত ও মাযহাব এবং আমরাও এটা গ্রহণ করি।

١٢- بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِيْ دَارِ الْحَرْبِ وَعِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ

১২. অনুচ্ছেদ ঃ যে দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণ করল এবং তার চারজনের অধিক স্ত্রী ছিলো

٤٨٥٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى السَّامِيُّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا -

৪৮৫৬. আহমদ ইব্ন দাউদ (র) ..... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, গায়লান ইব্ন সালামা (ছাকাফী রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁর অধিকারে দশ জন স্ত্রী ছিলো। তখন নবী ﷺ তাকে বললেন, এদের থেকে চারজনকে বাছাই করে নাও।

পর্যালোচনা

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন যে, যখন কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার কাছে চারজনের অধিক স্ত্রী থাকে যাদেরকে সে মুশরিক অবস্থায় দারুল হারবে বিবাহ করেছে, তবে সে তাদের থেকে চার জনকে বাছাই করে নিজের কাছে রেখে অবশিষ্টদেরকে পৃথক করে দিবে। তাদের নিকট এটা বরাবর এবং সমান যে, সে তাদেরকে একই আকদে বিবাহ করে থাকুক অথবা ভিন্ন ভিন্ন আকদে বিবাহ করুক। এই অভিমত পোষণকারীদের মাঝে ইমাম মুহাম্মদ ইব্নুল হাসান (র) অন্যতম। পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, যদি সে তাদেরকে একই আকদে বিবাহ করে থাকে তাহলে তাদের সকলের বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে, এবং তার ও তাদের (স্ত্রীদের) মাঝে পৃথক করে দেয়া হবে। আর যদি সে তাদের ভিন্ন ভিন্ন আকদে বিবাহ করে থাকে তাহলে তাদের থেকে প্রথম চারজনের বিবাহ বহাল এবং সাব্যস্ত হয়ে যাবে। তার ও অবশিষ্ট স্ত্রীদের মাঝে পৃথক করে দেয়া হবে। এই অভিমত যারা পোষণ করেছেন তাদের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র) অন্যতম।

এ বিষয়ে তাদের দলীল হলো যে, (উল্লেখিত) এই হাদীসটি 'মুনকাতি'। এটা এরূপ নয় যেভাবে আবদুল আ'লা ও তাঁর বসরার অধিবাসী সাথীগণ মা'মার (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। বরং এর মূল ভিত্তি হলো সেটি, যা আমাদের (ইমাম তাহাবী র)-কে ইউনুস (র) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে ইব্ন ওহাব খবর দিয়েছেন যে, মালিক (র) ইব্ন শিহাব (র) থেকে রিওয়ায়াত করে তাঁকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের কাছে এই বিষয়টি পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছাকীফ গোত্রের এক নওমুসলিমকে যার চার জনের অধিক স্ত্রী ছিলো, বলেছিলেন যে,এদের থেকে চারজনকে বাছাই করে রাখ এবং বাকিদেরকে পৃথক করে দাও।

٤٨٥٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ قَالَ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৪৮৫৭. আহমদ ইব্‌ন দাঊদ মক্কী (র) ..... ইব্‌ন শিহাব (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٨٥٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৪৮৫৮. আহমদ (র) ..... ইব্‌ন শিহাব (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

সুতরাং এই হাদীসের ভিত্তি হলো এটাই, যা মালিক (র) ইমাম যুহরী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং যা আবদুর রাজ্জাক (র) ও ইব্‌ন উয়ায়না (র) মা'মার (র) থেকে আর তিনি ইমাম যুহরী (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। আকীল (র) ও যুহরী (র) থেকে ওটাকে রিওয়ায়াত করেছেন, যা ওই স্থানের উপর প্রমাণ বহন করে যেখান থেকে যুহরী (র) এই হাদীস গ্রহণ করেছেন।

٤٨٥٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ مَرْزُوْقٍ وَابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَقِيْلُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ بَلَغَنِيْ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ سُوَيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِغَيْلاَنَ بْنِ سَلْمَةَ الثَّقَفِيِّ حِيْنَ اَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشَرُ نِسْوَةٍ خُذْمِنْهُنَّ اَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ -

৪৮৫৯. নাসর ইব্‌ন মারযূক (র) ও ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) .....ইব্‌ন শিহাব (যুহরী) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে উসমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবী সুওয়ায়দ (র) থেকে এই বিষয়টি পৌঁছেছে যে, যখন গায়লান ইব্‌ন সালামা ছাকাফী (রা) ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তাঁর ছিলো দশজন স্ত্রী, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাদের থেকে চারজনকে বাছাই করে নাও এবং অবশিষ্টদেরকে পৃথক করে দাও।

আকীল (র) যুহ্‌রী (র) থেকে রিওয়ায়াত করে এতে স্পষ্টত বর্ণনা করছেন যে, এই হাদীসটির উৎস কি, কোথা থেকে এসেছে এটি। তিনি এটিকে ঐ ব্যক্তি থেকে গ্রহণ করেছেন, যার পর্যন্ত এই রিওয়ায়াতটি উসমান ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) থেকে পৌঁছেছে এবং তিনি নবী ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। এটা অসম্ভব যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যুহরী (র)-এর নিকট সালিম (র) তাঁর পিতা (ইব্‌ন উমার রা)-এর সূত্রে কোন রিওয়ায়াত বিদ্যমান থাকবে, আর তিনি তার দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করা ব্যতীত ওই রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করবেন, যা তাঁর পর্যন্ত উসমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ সুওয়ায়দ সূত্রে নবী ﷺ থেকে পৌঁছেছে। কিন্তু এই হাদীসে রাবী মা'মার (র) এসেছেন। কেননা তাঁর নিকট গায়লান (র)-এর ঘটনা সম্পর্কীয় যুহরী (র) থেকে বর্ণিত দু'টি হাদীস আছে। এর একটি হলো উল্লেখিত এই হাদীস এবং দ্বিতীয়টি হলো সালিম (র) তার পিতা (ইব্‌ন উমার রা) থেকে বর্ণিত যে, গায়লান ইব্‌ন সালামা (রা) তার স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছিলেন এবং নিজের সম্পদ বণ্টন করেছিলেন। উমার (রা) বিষয়টি জানতে পেরে তাকে তার স্ত্রীদের এবং সম্পদসমূহ ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিলেন। আর বললেন, যদি তুমি এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ কর তাহলে আমি তোমার কবরে এমন ভাবে প্রস্তর নিক্ষেপ করব, যেভাবে জাহিলী যুগে আবূ রিগালের[১] কবরে প্রস্তর নিক্ষেপ করা হত। এই হাদীসে মা'মার (র) থেকে ভুল হয়েছে। তিনি এই হাদীসের সনদকে যাতে উমার (রা)-এর বক্তব্য ছিলো, ওই

---

১. জাহিলী যুগের ছামূদ কওমের এক অভিশপ্ত ব্যক্তি, যে কিনা

হাদীসের সনদ বানিয়ে দিয়েছেন, যাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বক্তব্য ছিলো। সুতরাং সনদের দিক দিয়ে এই হাদীসটি বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে।

অতঃপর যদি ওই রিওয়ায়াতটি সাব্যস্তও হয়, যা আবদুল আ'লা মা'মার (র) সুত্রে যুহ্রী (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তখনো তাতে আমাদের নিকট ইমাম আবূ হানীফা (র)-ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মাযহাবের উপর কোন রূপ দলীল নেই। কেননা গায়লানের বিবাহ জাহিলী যুগে সংঘটিত হয়েছিলো, যা সাঈদ ইব্ন আবী আরূবা (র) মা'মার (র) সূত্রে এই হাদীসে বর্ণনা করেছেন ঃ

٤٨٦. حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ هَارُوْنَ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي عَرُوْبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ وَزَادَ أَنَّهُ كَانَ تَزَوَّجَهُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ -

৪৮৬০. খাল্লাদ ইব্ন মুহাম্মদ ওয়াসিতী (র) .....সাঈদ ইব্ন আবী আরূবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি মা'মার (র) থেকে তিনি যুহরী (র) থেকে তিনি সালিম (র) থেকে তিনি স্বীয় পিতা (ইব্ন উমার রা) থেকে তিনি নবী ﷺ থেকে আহমদ ইব্ন দাউদ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি এটি অতিরিক্ত বলেছেন যে, তিনি তাদের (ওই মহিলা) কে জাহিলী যুগে বিবাহ করেছেন।

সুতরাং গায়লান (রা) ইসলাম গ্রহণের আগে যে বহু সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন, তা তখনকার সমাজে বৈধ ছিলো এবং তার বিবাহ বিশুদ্ধ বলে সাব্যস্ত ছিলো। সে সময় এক মহিলার সঙ্গে বিবাহ সাব্যস্ত হওয়াটা দশ মহিলার সঙ্গে সাব্যস্ত হওয়ার অনুরূপ ছিলো। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা অপর বিধান প্রবর্তন করলেন আর সেটা হলো চারের অধিক স্ত্রী গ্রহণ হারাম হওয়া। সুতরাং হারাম হওয়ার এই বিধান গায়লান (রা)-এর বিবাহের উপর আপতিত হয়েছে। নবী ﷺ এই কারণে তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তুমি তোমার স্ত্রীদের থেকে এত সংখ্যা পরিমাণ বাছাই করে রাখ যাকে আল্লাহ্ তা'আলা জায়িয সাব্যস্ত করেছেন এবং বাকিদেরকে পৃথক করে দাও। আর তাকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় সাব্যস্ত করেছেন, যার চারজন স্ত্রী রয়েছে। অতঃপর সে তাদের একজনকে তালাক দিয়ে দিলো। এর হুকুম হলো তাদের থেকে কাউকে (তালাকের জন্য) বাছাই করে তাকে তালাক দিয়ে দিবে এবং অন্য স্ত্রীদেরকে রেখে দিবে। এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এটাই বলেন।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একই আকদে চারের অধিক মহিলার সঙ্গে বিবাহ হারাম হওয়ার পরে দশজন মহিলাকে বিবাহ করবে, তাদের সঙ্গে তার সে আকদ ফাসিদ। অতএব তা দ্বারা তার বিবাহ সাব্যস্ত হবেনা। তোমরা কি লক্ষ্য করছ না যে, যদি কোন ব্যক্তি দারুল হারবে মুশরিক অবস্থায় তার কোন মাহরাম আত্মীয়া মহিলাকে বিবাহ করে, অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে সে তার অধীনে বা বিবাহে থাকবেনা যদিও তার এই বিবাহ দারুল হারবে এবং মুশরিক অবস্থায় সংঘটিত হয়েছে। যখন এই অবস্থায় এর হুকুম মুসলিম নারীদের বিবাহের হুকুমের দিকে ফিরান হয় যা দারুল ইসলামে করা হয়, তাহলে সে দারুল হারবে এবং মুশরিক অবস্থায় যেই দশজন মহিলাকে বিবাহ করেছে ওটাকেও মুসলিমদের বিবাহ অনুরূপ হুকুম দেয়া হবে। যদি সে একই আকদে বিবাহ করে থাকে তাহলে তাদের বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। আর ভিন্ন ভিন্ন আকদে হলে তাদের প্রথম চারজনের বিবাহ জায়িয হবে এবং বাকিদের বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে।

যদি কেউ বলে যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র) নিজেদের অভিমত পরিত্যাগ করেছেন। এবং তা এভাবে যে, তারা উভয়ে ওই হারবী ব্যক্তির ব্যাপারে বলেছেন, যে বন্দী হয়েছে এবং তার চার জন স্ত্রী ছিলো, যারা তার সঙ্গেই বন্দী হয়েছে, তবে তাদের সকলের বিবাহ ফাসিদ বা বাতিল হয়ে যাবে এবং তার ও তাদের মাঝে পৃথক করে দেয়া হবে। ওই প্রশ্নকারী বলে যে, তারা উভয়ে গায়লানের হাদীসকে যার উপর প্রয়োগ করেছেন সেই হিসাবে তাকে তাদের থেকে দু'জন মহিলাকে বাছাই করার ইখতিয়ার প্রদান করা হলো সমীচীন। সুতরাং সে তাদেরকে রেখে দিবে এবং বাকি দু'জনকে পৃথক করে দিবে। কেননা চারজনের সকলের বিবাহ বিশুদ্ধ ও সাব্যস্ত ছিলো। এখন তার উপর দাসত্ব আপতিত হয়েছে, যার দ্বারা দু'জন মহিলার অধিক তার উপর হারাম হয়ে গিয়েছে। যেমন যখন চার জনের অধিক মহিলা হারাম হওয়ার আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান আপতিত হয়েছে তখন রাসূলুল্লাহ্ গায়লানকে তার স্ত্রীদের থেকে চারজনকে বাছাই করে গ্রহণ করতে এবং বাকিদেরকে পৃথক করার নির্দেশ দিয়েছেন।

তাকে (উত্তরে) বলা হবে যে, যা কিছু তোমরা উল্লেখ করেছ, এর কারণে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র) স্বীয় মূলনীতি যে পরিত্যাগ করেন নাই। বরং তাঁরা সেই বিষয়টিই গ্রহণ করেছেন যা তোমাদের উপর গোপন রয়েছে।

আর এটা এজন্য যে, যে সময় সে চারজন মহিলাকে বিবাহ করেছে সে সময় গোলাম তথা ক্রীতদাসের উপরে দু'জন মহিলার অধিক বিবাহ করা হারাম হয়ে গিয়েছিলো। যখন সে দারুল হারবে হারবী হওয়া হিসাবে দু'য়ের অধিক মহিলা বিবাহ করেছে। অতঃপর সে বন্দী হয়ে গিয়েছে এবং তার সঙ্গে ঐ দু'জন মহিলাও বন্দী হয়ে গিয়েছে। তাহলে এর হুকুম ঐ তাহরীম তথা নিষিদ্ধতার দিকে ফিরে যাবে, যা তার বিবাহের পূর্বে মওজুদ ছিলো। যেন সে গোলাম হওয়ার পরে একই আকদে তাদের (মহিলা) কে বিবাহ করেছে। এ বিষয়ে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় হবে; যে ছোট দুই শিশুকে বিবাহ করলো আর কোন মহিলা ওই দুই শিশুকে একত্রে দুধ পান করালো, তাহলে তারা উভয়ে তার থেকে পৃথক হয়ে যাবে। তাকে এ কথার হুকুম করা যাবেনা যে, তাদের থেকে একজনকে বাছাই করে রেখে দাও এবং অপরজনকে পৃথক করে দাও। কেননা দুধ পানের কারণে হুরমত বা নিষিদ্ধতা তাদের দুজনের সঙ্গে তার বিবাহ করার পর আপতিত হয়েছে। অনুরূপভাবে যে দাসত্ব ঐ বিবাহের পরে আপতিত হয়েছে যা আমরা উল্লেখ করেছি, তাই এর হুকুম এই দুধপানের হুকুমের ন্যায় হবে যা আমরা উল্লেখ করেছি। আর এই দু'টি (অবস্থা) ঐ অবস্থা থেকে ভিন্ন, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে গায়লান ইব্‌ন সালামার ব্যাপারে ঘটেছে। কেননা গায়লানের বিবাহের পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে চারজন মহিলার অধিক-এর সঙ্গে বিবাহের নিষিদ্ধতা আসে নাই, যাতে তার বিবাহের হুকুম সেদিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। বরং বিবাহের নিষিদ্ধতা ঐ সময় আপতিত হয়েছে যখন বিবাহ পূর্ণাঙ্গরূপে সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো। সুতরাং এখন যা কিছু তার উপর হারাম হবে এর সম্পৃক্ততা বিবাহের পরে সৃষ্ট হুকুমের দিকে হবে। তাই তাকে ইখতিয়ার দেয়া অপরিহার্য হবে, যেমন তার জন্য ঐ তালাকের মধ্যে ইখতিয়ার পাওয়া যাওয়া ওয়াজিব যা আমরা বর্ণনা করেছি।

তারা যদি নিম্নোক্ত এই হাদীস দ্বারাও প্রমাণ পেশ করে ঃ

٤٨٦١ـ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ السَّمَرْدَلِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ اَسْلَمْتُ وَعِنْدِيْ ثَمَانِيْ نِسْوَةٌ فَاَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اِخْتَارَ مِنْهُنَّ اَرْبَعًا ـ

৪৮৬১. সালিহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... হারিস ইব্‌ন কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (যখন) ইসলাম গ্রহণ করি (তখন) আমার অধীনে আটজন স্ত্রী ছিলো। রাসূলুল্লাহ্ﷺআমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি যেন তাদের থেকে চারজনকে বাছাই করে গ্রহণ করি।

٤٨٦٢- حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا مُغِيْرَةُ عَنْ بَعْضِ وَلَدِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ -

৪৮৬২. সালিহ (র) ..... হারিস ইব্‌ন কায়স (রা)-এর কোন ছেলের সুত্রে নবীﷺথেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

তাকে বলা হবে যে, এতে সেই সম্ভাবনাও বিদ্যমান রয়েছে, যা আমরা গায়লান (রা)-এর হাদীসের অধীনে বর্ণনা করেছি। আবার এটাও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর বাণী যে, "তাদের থেকে চারজনকে বাছাই করে গ্রহণ কর" দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন, তাদের থেকে চারজনকে বাছাই করে বিবাহ করে নাও। বস্তুত এই হাদীসে এই দুই অর্থের কোনটির সপক্ষেই প্রমাণ নেই।

যদি তারা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করে ঃ

٤٨٦٣- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْاَسْوَدِ وَحَسَّانُ بْنُ غَالِبٍ قَالاَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِيْ وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوْزِ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَسْلَمْتُ وَعِنْدِيْ اُخْتَانِ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ طَلِّقْ اِحْدٰهُمَا -

৪৮৬৩. রবী' আল-জীযী (র) ..... যাহ্‌হাক ইব্‌ন ফায়রূয দায়লামী (র) তৎ পিতা ফায়রূয দায়লামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি তখন আমার অধীনে দুই বোন ছিলো, অনন্তর আমি রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, তাদের একজনকে তালাক দিয়ে দাও।

٤٨٦٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعِيْنٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَيُّوْبَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِيْ وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوْزَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَسْلَمْتُ وَعِنْدِيْ اُخْتَانِ فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ طَلِّقْ اِحْدٰهُمَا -

৪৮৬৪. আলী ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... ফায়রূয দায়লামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি তখন আমার অধীনে দুই বোন ছিলো। অনন্তর আমি নবীﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে (বিষয়টি সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তাদের থেকে যাকে ইচ্ছা তালাক দিয়ে দাও।

তাদেরকে (উত্তরে) বলা হবে যে, এই হাদীসটি ইখতিয়ারকে ওয়াজিব বা অপরিহার্য করে, যেমন তোমরা উল্লেখ করেছ। এবং এই হাদীসটি হারিস ইব্‌ন কায়স (রা)-এর হাদীস অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট। কিন্তু হতে পারে রাসূলুল্লাহ্ﷺতাকে এই জন্য ইখতিয়ার প্রদান করেছেন যে, তার বিবাহ জাহিলী যুগে আল্লাহ্ তা'আলা চার জনের অধিক মহিলাকে বিবাহ করা হারাম করার পূর্বে হয়েছিলো। সুতরাং এই হাদীসের বিষয়বস্তু গায়লান ইব্‌ন সালমার হাদীসের বিষয়বস্তু অভিন্ন। বস্তুত যা কিছু আমরা এই অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছি তা দ্বারা

ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মাযহাব সাব্যস্ত হয়েছে এবং ইমাম মুহাম্মদ ইব্নুল হাসান (র)-এর মাযহাব বাতিল হয়ে গিয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র) যে অভিমত পোষণ করেছেন কতক পূর্ববর্তী মনীষীদের অভিমত এটাই ঃ

٤٨٦٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ قَالَ ثَنَا غُنْدُرٌ وَعَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ يَأْخُذُ الْاُوْلٰى وَالثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ وَالرَّابِعَةَ -

৪৮৬৫. আহমদ ইব্ন দাউদ (র) .....কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও চতুর্থা মহিলা বা স্ত্রীকে গ্রহণ কর।

١٣- بَابُ الْحَرْبِيَّةِ تُسْلِمُ فِيْ دَارِ الْحَرْبِ فَتَخْرُجُ اِلٰى دَارِ الْاِسْلَامِ ثُمَّ يَخْرُجُ زَوْجُهَا بَعْدَ ذٰلِكَ مُسْلِمًا

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ কোন অমুসলিম মহিলা দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণের পর দারুল ইসলামে চলে আসা অতঃপর তার স্বামী মুসলমান হয়ে আসা প্রসঙ্গ

٤٨٦٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَهْبِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ اِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَدَّ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلٰى اَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَلَى النِّكَاحِ الْاَوَّلِ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِيْنَ -

৪৮৬৬. ইব্ন আবীদ দাঊদ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর কন্যা যায়নাব (রা) কে তিন বছর পর তাঁর স্বামী আবুল আস্ ইবনুর রাবী'-এর কাছে (ইসলাম গ্রহণের পর) প্রথম বিয়ের উপরই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

٤٨٦٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَلْوَهْبِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ رَدَّ النَّبِيُّ ﷺ عِكْرِمَةَ بْنِ اَبِيْ جَهْلٍ اُمَّ حَكِيْمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ بَعْدَ اَشْهُرٍ اَوْ قَرِيْبٍ مِّنْ سَنَةٍ -

৪৮৬৭. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... আবূ বকর ইব্ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ উম্মু হাকীম বিন্ত হারিস ইব্ন হিশামকে কয়েক মাস অথবা প্রায় এক বছর পরে ইকরামা ইব্ন আবূ জাহ্ল (র)-এর কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন যে, যখন কোন মহিলা দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণ করে এবং মুসলমান অবস্থায় আমাদের কাছে আসে অতঃপর তার স্বামী আসে এবং সে তাকে ইদ্দত অবস্থায় পায়, তবে উক্ত অবস্থায় সে তার স্ত্রী হিসাবে বিবেচিত হবে। আর যদি উদ্দতের ভিতরে পর্যন্ত না পায়, তাহলে তার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। তাঁরা এ বিষয়ে উল্লেখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন।

পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, দুইও অবস্থায় তার ঐ মহিলার সাথে কোন সম্পর্ক থাকবেনা। তাদের মতে দারুল হারব থেকে তার বেরিয়ে আসার কারণে ইসমত বা পবিত্রতা বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে, যা তার ও তার স্বামীর মাঝে বিদ্যমান ছিলো। আর ঐ মহিলা (স্ত্রী) তার থেকে পৃথক হয়ে যাবে।

এ বিষয়ে তারা নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

٤٨٦٨ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى الْحِمَّانِيْ قَالَ ثَنَا حَفْصٌ يَعْنِيْ ابْنَ غِيَاثٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَدَّ زَيْنَبَ عَلٰى اَبِيْ الْعَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيْدٍ ـ

৪৮৬৮. ফাহাদ (র) .....আম্‌র ইব্‌ন শু'আয়ব তৎ পিতা ও তৎ পিতামহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (তাঁর কন্যা) যায়নাব (রা)-কে স্বামী আবুল 'আস (রা)-এর কাছে (ইসলাম গ্রহণের পর) নতুনভাবে বিয়ে দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

٤٨٦٩ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى قَالَ ثَنَا حَفْصٌ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ ـ

৪৮৬৯. ফাহাদ (র) .....শা'বী (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

তাঁরা বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা)-এর এই হাদীসের বিষয়বস্তু ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর হাদীসের বিষয়বস্তুর পরিপন্থী।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র (রা) এ বিষয়ে আমির শা'বী (র)-এর প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর গাযওয়া সম্পর্কে তাঁর ছিলো সম্যক জ্ঞান। তাঁরা বলেন, এই হাদীসটি কতিপয় কারণে বিপক্ষ হাদীসের তুলনায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য, যে কারণগুলো আমরা অতিসত্তর এই অনুচ্ছেদে বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ্।

প্রথমোক্ত মত পোষণকারীদের বিরুদ্ধে তাদের একটি প্রমাণ হলো নিম্নরূপ ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক যায়নাব (রা)-কে আবুল 'আস (রা)-এর কাছে প্রথম বিয়ের উপরই ফিরিয়ে দেয়ার যে উল্লেখ রয়েছে, তাতে একথার কোন প্রমাণ নেই যে, তিনি তাকে ইদ্দত বাকি থাকার কারণে তার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এটাও স্পষ্ট ছিলো না যে, তখন ঐ মুশরিক নারীর বিধান কি ছিলো যে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তার স্বামী মুশরিক থেকে গিয়েছে, সে কি তার থেকে পৃথক হয়ে যাবে, না পূর্বের ন্যায় সে তার স্ত্রীই বহাল থাকবে? বস্তুত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়াত প্রথমোক্ত মত পোষণকারীদের সপক্ষে প্রমাণ তখন হত, যখন তাতে এটা বিদ্যামান থাকত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে আবুল 'আস (রা)-এর কাছে এই জন্য ফিরিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি তাকে ইদ্দতের মাঝে পেয়েছেন।

সুতরাং যখন আমাদের জন্য এই বিষয়টি স্পষ্ট নয় যে, তিনি তাকে কি কারণে বা কি জন্য ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। হতে পারে তিনি ইদ্দতের মাঝে ছিলেন এবং এই কারণেও ফিরিয়ে দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যে, তখনকার সময় ইসলাম গ্রহণ তাকে তার থেকে পৃথক করত না এবং পূর্বোক্ত বিধানকেও তার থেকে দূরীভূত করত না।

٤٨٧ـ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مِنْ أَيْنَ جَاءَ اخْتِلاَفُهُمْ فِيْ زَيْنَبَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ رَدَّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَىَ أَبِيْ الْعَاصِ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ رَدَّهَا بِنِكَاحٍ جَدِيْدٍ أَتَرٰى كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَا قَالَ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَمْ يَجِئْ اخْتِلاَفُهُمْ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَ إِنَّمَا جَاءَ اخْتِلاَفُهُمْ أَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ أَنْ تَرْجِعَ الْمُؤْمِنَاتُ إِلَى الْكُفَّارِ فِيْ سُوْرَةِ الْمُمْتَحِنَةِ بَعْدَ مَا كَانَ ذٰلِكَ جَائِزًا حَلاَلاً فَعَلِمَ ذٰلِكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو ثُمَّ رَاٰى أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ رَدَّ زَيْنَبَ عَلٰى أَبِيْ الْعَاصِ بَعْدَ مَا كَانَ عَلِمَ حُرْمَتَهَا عَلَيْهِ بِتَحْرِيْمِ اللّٰهِ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَى الْكُفَّارِ فَلَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ عِنْدَهُ إِلاَّ بِنِكَاحٍ جَدِيْدٍ فَقَالَ رَدَّهَا عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِنِكَاحٍ جَدِيْدٍ وَلَمْ يَعْلَمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا بِتَحْرِيْمِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَى الْكُفَّارِ حَتّٰى عَلِمَ بِرَدِّ النَّبِيِّ ﷺ زَيْنَبَ عَلٰى أَبِيْ الْعَاصِ فَقَالَ رَدَّهَا عَلَيْهِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بَيْنَ إِسْلاَمِهِ وَإِسْلاَمِهَا فَسْخٌ لِلنِّكَاحِ الَّذِيْ كَانَ بَيْنَهُمَا ـ

৪৮৭০. আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন আবদা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ (র) .....আবূ তাওবা ইব্ন রাবী' ইব্ন নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ ইব্নুল হাসান (র) কে এই মর্মে জিজ্ঞাসা করলাম যে, যায়নাব (রা)-এর ব্যাপারে মতবিরোধ কোথা থেকে সৃষ্টি হয়েছে? কতক আলিম বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ﷺ তাকে (যায়নাব রা) আবূল আস (রা)-এর কাছে প্রথম বিয়ের উপরই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। আবার কতক আলিম বলেছেন যে, তাঁকে নতুনভাবে বিয়ে দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছনা যে, তাদের প্রত্যেক দলই সেই কথাই বলছে, যা তারা নবীﷺ থেকে শুনেছে। ইমাম মুহাম্মদ ইব্নুল হাসান (র) বলেছেন, তাদের মাঝে মতবিরোধ এইজন্য সৃষ্টি হয়নি, বরং তাঁদের মতবিরোধের কারণ হলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আল-মুমতাহিনায় ঈমানদার নারীদেরকে কাফিরদের কাছে প্রত্যাবর্তন করাকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন, যা প্রথমে বৈধ ছিলো। আব্দুল্লাহ ইব্ন আম্‌র (রা)-এর এই বিষয়টি জানা ছিলো। অতঃপর তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ﷺ যায়নাব (রা) কে (তাঁর স্বামী) আবুল 'আস (রা)-এর কাছে (ইসলাম গ্রহণের পর) ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে তাঁর ধারণা ছিলো যে, এই বিষয়টি জায়িয নেই। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদার নারীদেরকে কাফিরদের কাছে প্রত্যাবর্তন করাকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। তাই তাঁর মতে এটা ছিলো নতুন বিয়ের দ্বারা প্রত্যাবর্তন। এ জন্যই তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ﷺ তাঁকে (যায়নাব রা) নতুনভাবে বিয়ে দিয়ে তাঁর কাছে (ইসলাম গ্রহণের পর) ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর এই বিষয়টি জানা ছিলনা যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদার নারীদেরকে কাফিরদের কাছে প্রত্যাবর্তন করাকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। পরে যখন তিনি নবীﷺ কর্তৃক যায়নাব (রা)-কে আবুল 'আস (রা)-এর কাছে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে জানলেন তখন তিনি বললেন যে, তিনি তাঁকে প্রথম বিয়ের উপরই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কেননা তাঁর মতে আবুল 'আস (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ এবং যায়নাব (রা)-এর ইসলামের মাঝে তাদের উভয়ের সংঘটিত বিয়ে বাতিল হয়নি।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, এই কারণেই তাদের মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে, ঐ কারণে নয় যে, তারা নবী ﷺ থেকে যায়নাব (রা)-কে আবুল 'আস (রা)-এর কাছে ফিরিয়ে দেয়ার কথা শুনে বলেছেন যে, তিনি প্রথম বিয়ের উপরই অথবা নতুনভাবে বিয়ে দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ মুহাম্মদ (র) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কতইনা চমৎকার কথা বলেছেন। আর এই বিশুদ্ধ বক্তব্যের ভিত্তিতে এই অনুচ্ছেদের রিওয়ায়াতসমূহের বিশুদ্ধকরণ নীতিমালায় আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা)-এর অভিমতের বিশুদ্ধতা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

বস্তুত এ বিষয়ে দলীল হলো আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর অভিমত ঐ খ্রিস্টান নারীর ব্যাপারে, যে দারুল ইসলামে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তার স্বামী হলো কাফির, যা নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ

٤٨٧١- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ الْيَهُوْدِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ تَكُوْنُ تَحْتَ النَّصْرَانِيْ اَوِ الْيَهُوْدِيِّ فَمُسْلِمُ هِيَ قَالَ يُفْرَقُ بَيْنَهُمَا اَلاِسْلاَمُ يَعْلُوْ وَلاَ يُعْلَى -

৪৮৭১. রাওহ ইব্নুল ফারাজ (র) ..... ইকরামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে ঐ ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান নারীর ব্যাপারে রিওয়ায়াত করেন, যে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানকে বিবাহ করে, তার পর ইসলাম গ্রহণ করে। তিনি বলেন, তাদের দু'জনের মাঝে পৃথক করে দেয়া হবে। কেননা ইসলাম উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন অন্য কোন দীন তদপেক্ষা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নয়।

٤٨٧٢- وَحَدَّثَنَا ابْنِ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُو دَاوُدَ قَالَ ثَنَا قَيْسُ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِيْ عَنْ عِكْرِمَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَقُلْ اَلاِسْلاَمُ يَعْلُوْ وَلاَ يُعْلَى -

৪৮৭২. ইব্ন মারযুক (র) ..... আব্বাস (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি "ইসলাম উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, অন্য কোন দ্বীন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নয়" (বাক্যটি) উল্লেখ করেন নাই।

এটা কি তাঁর মতে জায়িয হবে যে, যখন খ্রিস্টান নারী দারুল ইসলামে ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার স্বামী খ্রিস্টান থেকে যায়, তখন কি সে তার থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং তার স্বামীর ইসলাম গ্রহণের অপেক্ষা করা হবেনা যতক্ষণ না সে ইদ্দত থেকে বেরিয়ে আসে। আর ঐ হারবী নারী যে কিতাবী নয়, সে যখন দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণ করার পর আমাদের কাছে চলে আসে তবে তার স্বামীকে তার সঙ্গে মিলিত করার জন্য এ বিষয়ে অপেক্ষা করা হবে যে, উক্ত নারীর (স্ত্রীর) ইদ্দত খতম হওয়ার আগে আগে সে (স্বামী) ইসলাম গ্রহণ করবে। বস্তুত এটা অসম্ভব, কেননা যখন তার দারুল ইসলামে ইসলাম গ্রহণ করাটা তাকে তার খ্রিস্টান যিম্মী স্বামী থেকে পৃথক করে দেয়, তাহলে দারুল হারবে তার ইসলাম গ্রহণ করা এবং পরে তার দারুল ইসলামের বেরিয়ে আসা যখন কিনা সে তার মুশরিক স্বামীকে দারুল হারবে ছেড়ে এসেছে, এ অবস্থায় সে তার থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া তো আরো অনিবার্য।

ইব্ন আব্বাস (রা)-এর এই অভিমত দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, তিনি মনে করতেন, স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণ দ্বারাই 'ইছমত (দাম্পত্য সম্পর্ক) ছিন্ন হয়েছে; তার ইদ্দত খতম হওয়ার কারণে নয়। সুতরাং এটা অসম্ভব যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক যায়নাব (রা)-কে প্রথম বিয়ের উপরই আবুল 'আস (রা)-এর কাছে ফিরিয়ে দেয়া সম্বলিত বিধানকে ছেড়ে দিয়েছেন, যা কিনা তাঁর নিকট প্রতিষ্ঠিত এবং তিনি এর পরিপন্থীগ্রহণ করেছেন। এটা কেবল তখন হতে পারে যখন তাঁর নিকট এই হুকুমটি রহিত বলে সাব্যস্ত হবে। রিওয়ায়াতসমূহের আলোকে এটাই হলো এই অনুচ্ছেদের বিশ্লেষণ।

তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ

যুক্তির নিরিখে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বর্ণনা হলো নিম্নরূপ ঃ আমরা লক্ষ্য করছি যে, যখন কোন নারী ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার স্বামী কাফিরই থেকে যায়, সেক্ষেত্রে নতুনভাবে তাকে বিবাহ করা বৈধ হয় না। কেননা সে হলো মুসলিম, আর সে কাফির। সুতরাং আমরা চাচ্ছি যে, ওই অবস্থার বিধান অবগত হওয়া, যা বিয়ের উপর আপতিত হয় এবং তা এরূপ অবস্থা, যার বর্তমানে বিয়ে করা জায়িয নেই। আমরা দেখছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা দুধ বোনদেরকে হারাম করেছেন। কোন ব্যক্তি যদি এরূপ কোন বালিকাকে বিয়ে করে যার সঙ্গে তার দুধ সম্পর্কীয় আত্মীয়তা স্থাপিত না থাকে, অতঃপর ঐ বালিকাকে ঐ ব্যক্তির (স্বামীর) মা দুধ পান করায়, তবে এতে সে তার উপর হারাম হয়ে যাবে এবং বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে। আর বিয়ের উপর আপতিত দুগ্ধপান বিয়ের পূর্বে পাওয়া যাওয়া দুগ্ধপানের অনুরূপ বিবেচিত হবে। বস্তুত এরূপ প্রচুর দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেগুলো উল্লেখ করলে গ্রন্থের কলেবর দীর্ঘতর হয়ে যাবে। এবং এরূপ কতিপয় বস্তু রয়েছে যে, যদি তা বিয়ের পূর্বে হয় অথবা বিয়ের উপর আপতিত হয় তবে তাতে এর বিধান পরিবর্তিত হয়ে যায়।

তা থেকে একটি বিষয় হলো নিম্নরূপ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ঐ নারীর সঙ্গে বিয়ে সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম সাব্যস্ত করেছেন, যে তার স্বামীর ইদ্দতের মধ্যে রয়েছে এবং মুসলমানগণ এ বিষয়ে একমত যে, বাতিল বিয়ের কারণে কৃতসহবাসের ইদ্দতও বিয়েকে নিষেধ করে, যেমন তা সঠিক বিয়ের কারণে (ইদ্দতের মাঝে) নিষিদ্ধ। যদি কোন নারীর সঙ্গে সন্দেহ জনিত কারণে সহবাস করা হয় এবং তার স্বামীও বিদ্যমান রয়েছে তাহলে এতে তার উপর ইদ্দত ওয়াজিব হবে। কিন্তু সে তার স্বামী থেকে পৃথক হবেনা এবং এই ইদ্দত ঐ ইদ্দতের ন্যায় হবেনা, যা বিয়ের পূর্বে পাওয়া যায়। তাই এতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী হুকুমের মাঝে পার্থক্য করা হবে।[১]

বস্তুত আমরা ইচ্ছা করছি ঐ নারীর বিধান সম্পর্কে জানতে, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তার স্বামী কাফির থেকে গিয়েছে। সে কি এতে তার থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং এতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীর বিধান অভিন্ন হবে? যেমনটি দুগ্ধ পানের ব্যাপারে রয়েছে, যা আমরা উল্লেখ করেছি। না কি তার ইসলাম গ্রহণের কারণে সে তার থেকে পৃথক হবে না? এবং তার সদ্য ইসলাম গ্রহণকে বিয়ের পূর্ববর্তী ইসলামের ন্যায় সাব্যস্ত করা হবে না। যেমন ইদ্দতের বিষয়টি আমরা উল্লেখ করেছি যে, তাতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীর বিধান ভিন্নতর। তাই আমরা এতে গভীরভাবে লক্ষ্য করেছি এবং বিয়ের উপর আপতিত ইদ্দতকে এরূপ পেয়েছি যে, যে সময় উক্ত ইদ্দত ওয়াজিব হয় ঐ সময়ও এবং তার পরেও তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ওয়াজিব হয়না। আর যেই দুগ্ধ পানের কথা আমরা উল্লেখ করেছি তাতে 'অবিলম্বে' বিচ্ছেদ ওয়াজিব হয়ে যায় আর যে ইসলাম গ্রহণ বিয়ের পরে আপতিত হয় এ ব্যাপারে সকলের (ফকীহদের) ঐকমত্য যে, এতে বিচ্ছেদ ওয়াজিব হয়ে যায়। একদল আলিম বলেন যে, নারীর (স্ত্রীর) ইসলাম গ্রহণ করতেই বিচ্ছেদ ওয়াজিব হয়ে যায়। আর এটা ইব্ন আব্বাস (রা) এর অভিমত। অপর এক দল আলিম বলেন যে, যতক্ষণ না স্বামীর কাছে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত পেশ করা হবে এবং সে অস্বীকার করবে তাদের মাঝে বিচ্ছেদ হবেনা। সুতরাং তখন গিয়ে তাদের মাঝে পৃথক করে দেয়া হবে কিংবা ওই স্বামী ইসলামকে গ্রহণ করে নিবে। তাহলে সে অনুরূপভাবে তার স্ত্রী বহাল থাকবে। আর এটা হলো উমার ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর অভিমত। অন্য আরেক দল আলিম বলেন যে, যতক্ষণ না সে তাকে,

---

১. অর্থাৎ যখন বিয়ে বর্তমান থাকা অবস্থায় ইদ্দত অতিবাহিত করে তবে সে বিয়ে অবশিষ্ট থাকবে। আর এটা হলো পূর্ববর্তী। পক্ষান্তরে ইদ্দতের মাঝে বিয়ে করতে চাইলে এটা জায়িয নেই। আর এটা হলো পরবর্তী —অনুবাদক।

দারুল হিজরত থেকে বের করে দিবে সে তার স্ত্রীই থাকবে। আর এটা হলো আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)-এর অভিমত। অতি সত্তর এই সমস্ত রিওয়ায়াতসমূহের ইসনাদ এই অনুচ্ছেদের শেষে আসতেছে ইনসাআল্লাহু তা'আলা।

সুতরাং যখন সাব্যস্ত হলো যে, স্ত্রীর বিয়ের পরে ইসলাম গ্রহণ করা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদকে অনিবার্য করে, যে কোন অবস্থায়ই হোকনা কেন, তাই প্রমাণিত হলো যে, এর হুকুম ইদ্দতের হুকুম অপেক্ষা দুগ্ধ পানের হুকুমের সঙ্গে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ। যখন স্তন্যপানের কারণে বিচ্ছেদ ওয়াজিব হয়ে যায়, তখনই দুগ্ধপান পাওয়া যায় এবং এর দ্বারা নারীর ইদ্দত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করা হবেনা। অনুরূপভাবে ইসলাম গ্রহণকরার বিধানও এটাই হবে।

যৌক্তিকভাবে এই অনুচ্ছেদের বিশ্লেষণ হলো এটা যে, নারী ইসলাম গ্রহণ করতেই স্বীয় স্বামী থেকে পৃথক হয়ে যায়, চাই সে দারুল ইসলামে অবস্থান করুক, অথবা দারুল হারবে। ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এটার বিরোধিতা করে বলেছেন যে, যদি দারুল হারবের অধিবাসী হারবী নারী দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার স্বামী কাফিরই থেকে যায় তবে যতক্ষণনা তার তিন হায়য (ঋতুস্রাব) আসে অথবা সে দারুল ইসলামের দিকে বেরিয়ে আসে, সে তার স্ত্রী হিসাবে বহাল থাকবে। এই দু'টোর কোন একটি পাওয়া গেলেই সে তার স্বামী থেকে পৃথক হয়ে যাবে। তাঁরা বলেন, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যুক্তি এটাই যে, ইসলাম গ্রহণ করতেই সে তার স্বামী থেকে পৃথক হয়ে যাবে। তারা বলেন, যখন সে (নারী) ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার স্বামী দারুল ইসলামে অবস্থান করে তবে সে পূর্বের ন্যায় তার স্ত্রী থাকবে যতক্ষণ না কাজী (বিচারক) তার স্বামীর উপর ইসলাম (এর দাওয়াত) পেশ করে এবং সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে সে তার স্ত্রী বহাল থাকবে অথবা সে (ইসলাম) অস্বীকার করবে তখন তাদের মাঝে পৃথক করে দেয়া হবে। অধিকন্তু তাঁরা বলেন, এ বিষয়ে কিয়াস এটাই যে, ওই নারী (স্ত্রী) ইসলাম গ্রহণ করা মাত্র তার থেকে পৃথক হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা উমার (রা) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতকে অনুসরণ করেছি।

তারা নিম্নোক্তরূপে উল্লেখ করেছেন ঃ

٤٨٧٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بِشْرِ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ الضَّرِيْرُ عَنْ أَبِيْ اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيْ عَنِ السَّفَّاحِ عَنْ دَاوُدَ بْنُ كُرْدُوْسٍ قَالَ كَانَ رَجُلُ ثَنَا مِنْ بَنِيْ تَغْلَبَ نَصْرَانِيْ تَحْتَهُ اِمْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ فَاَسْلَمَتْ فَرُفِعَتْ اِلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ اَسْلِمْ وَاِلاَّ فَرَقْتُ بَيْنَكُمَا فَقَالَ لَهُ لَمْ اَدَعْ هٰذَا اِلاَّ اسْتِحْيَاءً مِنَ الْعَرَبِ اَنْ يَقُوْلُوْا اِنَّهُ اَسْلَمَ عَلٰى بِضْعِ اِمْرَأَةٍ قَالَ فَفَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا ـ

৪৮৭৩. আবূ বিশ্র আর-রকী (র) ..... দাঊদ ইব্ন কুরদূস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের বনূ তাগলিবের জনৈক খ্রিস্টান ব্যক্তির অধীনে এক খ্রিস্টান নারী (স্ত্রী) হিসাবে ছিল। সে (নারী) ইসলাম গ্রহণ করে। অনন্তর বিষয়টি উমার (রা)-এর দরবারে পেশ করা হলে তিনি তাকে বললেন, ইসলাম গ্রহণ কর অন্যথায় আমি তোমাদেরকে আলগ করে দিব। সে তাঁকে বলল, আমি এটাকে পরিত্যাগ করতাম না (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করতাম) কিন্তু আমার আরবদের থেকে লজ্জা হয়, তারা বলবে যে, এ স্বীয় স্ত্রীর যৌনাঙ্গের জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর উমার (রা) তাদেরকে আলগ করে দিলেন।

٤٨٧٤ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا هِلاَلُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ ثَنَا اَبُوْ يُوْسُفُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِىُّ عَنِ السَّفَّاحِ عَنْ كُرْدُوْسِ بْنِ دَاوُدَ التَّغْلِبِىِّ عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ ـ

৪৮৭৪. আবূ বাকরা (র) ..... কুরদূস ইব্‌ন দাঊদ তাগলিবী (র) উমার (রা) সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

বস্তুত তারা ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে যার স্ত্রী দারুল ইসলামে ইসলাম গ্রহণ করেছে, উমার (রা) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতের অনুসরণ করেছেন। আর যার স্ত্রী দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণ করেছে তার জন্য তারা একটি সময় নির্ধারণ করছেন যে, যদি সে ঐ সময়ে ইসলাম গ্রহণ করে তবে তো ভাল, অন্যথায় তার ও তার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। আর এ নির্ধারিত সময়টি হবে ইসলাম পেশ করার বছর, যা তার দারুল ইসলামে উপস্থিতির ক্ষেত্রে করা হতো এবং এই ওয়াক্ত হলো ইদ্দত অতিক্রান্ত করা। তবে উক্ত মহিলা যদি এর পূর্বে দারুল ইসলামের দিকে বেরিয়ে যায় তাহলে এতে তার থেকে ওই সময় খতম হয়ে যাবে এবং এর দ্বারা তাদের মাঝে পৃথকীকরণ ওয়াজিব হবে। আমরা এ বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়াতকে অনুসরণ করি যে, স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করা মাত্র পৃথকীকরণ ওয়াজিব হবে।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলী (রা) থেকে নিম্নরূপ বর্ণিত আছে ঃ

٤٨٧٥ـ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ عَلِيًّا قَالَ هُوَ اَحَقُّ بِنِكَاحِهَا مَا كَانَتْ فِىْ دَارِ هِجْرَتِهَا ـ

৪৮৭৫. নাসর ইব্‌ন মারযূক (র) .....সাঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত যে, আলী (রা) বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার দারুল হিজরত (দারুল হারব)-এ রয়েছে, তার স্বামী তার সঙ্গে বিয়ের অধিকতর অধিকার রাখে।

ইমাম যুহরী (র) ও কাতাদা (র) থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক যায়নাব (রা) কে আবুল 'আস (রা)-এর কাছে (ইসলাম গ্রহণের পর) ফিরিয়ে দেয়ার বিষয়ে বর্ণিত আছে যে, এটা মানসূখ বা রহিত হয়ে গিয়েছে। তবে এর নাসিখ বা রহিতকারী সম্পর্কে তারা উভয়ে মতবিরোধ করেছেন।

٤٨٧٦ـ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدَّبُ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ اَنَّ اَبَا الْعَاصِ بْنَ رَبِيْعَةَ اُخِذَ اَسِيْرًا يَوْمَ بَدْرٍ فَاُتِىَ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ فَرَدَّ عَلَيْهِ ابْنَتَهُ قَالَ الزُّهْرِىُّ وَكَانَ هٰذَا قَبْلَ اَنْ يُنْزَلَ الْفَرَائِضُ يَعْنِىْ اِبْنَةَ النَّبِىِّ ﷺ وَرَدَّهَا عَلٰى زَوْجِهَا ـ

৪৮৭৬. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-মুআদ্দাব (র) ..... যুহরী (র) থেকে বর্ণিত যে, আবূল আস ইব্‌ন রবী'আকে বদরের দিন বন্দীরূপে পাকড়াও করা হয়, তাকে নবী ﷺ-এর দরবারে পেশ করা হলে তিনি তাঁর কন্যা (যায়নাব রা) কে তার কাছে ফিরিয়ে দিলেন। যুহ্‌রী (র) বলেন, এটা অর্থাৎ নবী ﷺ-এর কন্যা এবং তাঁকে তাঁর স্বামীর কাছে ফিরিয়ে দেয়াটা ফরয আহকাম নাযিল হওয়ার পূর্বে ছিলো।

٤٨٧٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ ثَنَا عَلِيٌّ قَالَ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَدَّ عَلٰى اَبِيْ الْعَاصِ ابْنَتَهُ قَالَ قَتَادَةُ كَانَ هٰذَا قَبْلَ اَنْ تَنْزِلَ سُوْرَةُ بَرَاءَةَ -

৪৮৭৭. উবায়দুল্লাহ (র) ..... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কন্যা (যায়নাব রা)-কে স্বামী আবূল 'আস (রা)-এর কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কাতাদা (র) বলেন, এটা সূরা বারাআত নাযিল হওয়ার পূর্বের ঘটনা।

١٤- بَابُ الْفِدَاءِ

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া

٤٨٧٨- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيْ قَالَ ثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ اِيَاسِ بْنِ سَلْمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ نَفَلَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ امْرَأَةً مِنْ فَزَارَةَ اَتَيْتُ بِهَا مِنَ الْغَارَةِ فَقَدِمْتُ بِهَا الْمَدِيْنَةَ فَاسْتَوْهَبَهَا مِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَفَادٰى بِهَا اُنَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

৪৮৭৮. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) .....ইয়াস ইব্ন সালামা ইব্ন আকওয়া' (র) তার পিতা (সালামা ইব্ন আকওয়া' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বকর (রা) আমাকে ফাযারা গোত্রের এক মহিলাকে নাফল তথা গনীমত হিসাবে প্রদান করেন, যা আমি (যুদ্ধের) লুটতরাজ থেকে নিয়ে এসেছিলাম। আমি তাকে নিয়ে মদীনায় এলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে আমার কাছে হিবা হিসাবে তলব করলেন। পরে তিনি তার বিনময়ে কয়েকজন মুসলিমকে ছাড়িয়ে আনলেন।

٤٨٧٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا عُمَيْرُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا عِكْرَمَةُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَزَادَ كَانُوْا اُسَارٰى بِمَكَّةَ -

৪৮৭৯. আবূ বাক্রা (র) .....ইকরামা (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি নিজস্ব সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিনি এটি বৃদ্ধি করেছন যে, তারা (ঐ মুসলিমগণ) মক্কাতে বন্দী ছিল।

٤٨٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَادٰى بِرَجُلٍ مِنَ الْعَدُوِّ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

৪৮৮০. ইউনুস ইব্ন আবদুল 'আলা (র) ..... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একজন শত্রুর (কাফিরের) বিনিময়ে দুজন মুসলমানকে ছাড়িয়ে এনেছিলেন।

٤٨٨١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ اَبِيْ الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَدٰى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ بِرَجُلٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ بَنِيْ عَقِيْلٍ -

৪৮৮১. আহমদ ইব্‌ন দাউদ (র) ..... ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বনূ আকীল গোত্রের একজন মুশরিকের বিনিময়ে দুইজন মুসলমানকে ছাড়িয়ে এনেছিলেন।

٤٨٨٢ـ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ الْوَدَّاكِ جَبْرُ بْنُ نَوْفٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ اَصَبْنَا سَبْئِيًا فَاَرَدْنَا نَفَادِيْ بِهِنَّ فَسَاَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الرَّجُلُ يَكُوْنُ لَهُ الاَمَةُ فَيُصِيْبُ مِنْهَا فَيَعْزِلُ عَنْهَا مَخَافَةَ اَنَّ تَعْلِقَ مِنْهُ فَقَالَ افْعَلُوْا مَا بَدَالَكُمْ فَمَا يَقْضِيُ مِنْ اَمْرٍ يَكُنْ وَاِنْ كَرِهْتُمْ

৪৮৮২. সালিহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে-বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কিছু সংখ্যক লোককে বন্দী করলাম এবং আমরা তাদের বিনিময়ে নিজেদের কয়েদীদেরকে মুক্ত করতে ইচ্ছা পোষণ করলাম। আমরা নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তির কাছে দাসী রয়েছে, সে তার সঙ্গে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আশংকায় 'আযল' করতে পারবে? তিনি বললেন, যা ইচ্ছা করতে পারবে। আল্লাহ্ তা'আলা যে কোজের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা সংঘটিত হবেই, যদিও তোমরা অপসন্দ কর।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন যে, কোন হারবী পুরুষ বা নারী যদি মুসলমানদের হস্তগত হয় তাদের বিনিময়ে মুশরিকদের হাতে বন্দী মুসলমানদেরকে ছাড়িয়ে আনতে কোন অসুবিধা নেই। তারা এ বিষয়ে উল্লেখিত এই সমস্ত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। বস্তুত এ অভিমত যারা পোষণ করেছেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র) তাদের অন্যতম। পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ ঐ সমস্ত লোকদের বিনিময়ে মুসলমানদের ছাড়িয়ে আনতে অপসন্দ করেছেন, যারা মুসলমানদের মালিকানায় চলে এসেছে। কেননা এখন মুসলমানদের মালিকানায় চলে আসার কারণে সে যিম্মী হয়ে গিয়েছে। সুতরাং যিম্মী আখ্যা পাওয়ার পর তাকে হারবীর দিকে ফিরিয়ে দেয়া মাকরূহ বা অপসন্দনীয়।

তারা বলেন, এই সমস্ত রিওয়ায়াতে যে ফিদয়ার উল্লেখ রয়েছে, তা সেই সময়কার কথা, যখন হারবীদের থেকে ইসলাম গ্রহণকারীদেরকে ফিদয়া হিসাবে মুশরিকদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হত, যেন তারা মুসলিম বন্দীদেরকে মুসলমানদের কাছে ফিরিয়ে দেয়। যেমনটি রাসূলুল্লাহ্ মক্কাবাসী (কাফির) দের সঙ্গে এই শর্তে চুক্তি করেছিলেন যে, তাদের থেকে যে আপনার নিকট আসবে তাকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দিবে, যদিও সে মুসলমান হোকনা কেন। এটা সমস্ত রিওয়ায়াত দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, বিষয়টি অনুরূপই ছিলো, সে সমস্ত রিওয়ায়াত থেকে একটি হলো নিম্নরূপ ঃ

٤٨٨٣ـ مُحَمَّدُ بْنِ خُزَيْمَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارِكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِيْ الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ اَسَرَتْ ثَقِيْفُ رَجُلَيْنِ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَسَرَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً مِّنْ بَنِيْ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُوْثَقٌ فَاَقْبَلَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عَلٰى مَا اُحْتُبِسَ قَالَ بِجَرِيْرَةِ حُلَفَائِكَ ثُمَّ مَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَنَادَاهُ فَاَقْبَلَ اِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الاَسِيْرُ اِنِّيْ مُسْلِمٌ

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ قُلْتَهَا وَاَنْتَ تَمْلِكُ اَمْرَكَ اَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ ثُمَّ مَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَنَادَاهُ اَيْضًا فَاَقْبَلَ فَقَالَ اِنِّىْ جَائِعٌ فَاَطْعِمْنِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْفُذُكَ حَاجَتَكَ ثُمَّ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ فَادَاهُ بِالرَّجُلَيْنِ الَّذِيْنَ كَانَتْ ثَقِيْفُ اَسَرَتْهُمَا ـ

৪৮৮৩. মুহাম্মাদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... আবূল মুহাল্লাব (র) সূত্রে ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ছাকীফ গোত্র সাহাবাদের থেকে দু'জনকে বন্দী করে এবং সাহাবাগণ বনূ আমের ইব্ন সা'সা-গোত্রের এক ব্যক্তিকে বন্দী করেন। নবী ﷺ তার কাছে দিয়ে অতিক্রম করেন, তখন সে বাঁধা ছিল। তিনি তার দিকে মনোনিবেশ করেন। তখন সে বলল, আমাকে কেন বন্দী করা হয়েছে? তিনি বললেন, তোমার মিত্রদের অপরাধের কারণে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চলে গেলেন। সে তাঁকে ডাকল, তিনি তার দিকে মনোনিবেশ করলেন। কয়েদী তাঁকে বলল, আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি যদি এ কথাটি সেই সময় বলতে যখন তুমি নিজের ব্যাপারে স্বাধীন ছিলে তবে পরিপূর্ণরূপে সফলতা পেতে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাশরীফ নিয়ে গেলেন, আবারও সে তাঁকে আহবান করল এবং তিনি মনোনিবেশ করলেন। সে বলল, আমি ক্ষুধার্ত, আমাকে আহার করান। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি তোমার প্রয়োজন পুরা করব। এরপর নবী ﷺ একে ঐ দুই ব্যক্তির (সাহাবার) বিনিময়ে প্রদান করলেন, যাদেরকে বনূ ছকীফ গোত্র বন্দী করেছিলো।

٤٨٨٤ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ اَبِىْ الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَتِ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِّنْ بَنِىْ عَقِيْلٍ اُسِرَ فَاُخِذَتِ الْعَضْبَاءُ مِنْهُ فَاُتِىَ بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ عَلٰى مَاتَاْخُذُوْنِىْ وَتَاْخُذُوْنَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ وَقَدْ اَسْلَمْتُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَخْذُكَ بِجَرِيْرَةِ حُلَفَائِكَ وَكَانَتْ ثَقِيْفُ قَدْ اَسَرَتْ رَجُلَيْنِ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى حِمَارٍ عَلَيْهِ قَطِيْفَةٌ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ! اِنِّىْ جَائِعٌ فَاَطْعِمْنِىْ وَظَمْاٰنُ فَاَسْقِنِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ حَاجَتُكَ ثُمَّ اِنَّ الرَّجُلَ فُدِىَ بِرَجُلٍ وَحَبَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعَضْبَاءَ لِرَحْلِهِ ـ

৪৮৮৪. ফাহাদ (র) ..... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আযবা উষ্ট্রী বনূ আকীল গোত্রের জনৈক ব্যক্তির ছিলো, যাকে বন্দী করা হয়েছিলো। তার থেকে সেই উষ্ট্রী নিয়ে নেয়া হয়ছিলো এবং সেই ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরবারে নেয়া হয়। সে বলল, হে মুহাম্মদ! ﷺ আপনারা আমাকে কি জন্য পাকড়াও করেছেন, এবং সেই উষ্ট্রীকেও পাকড়াও করেছেন, যা কনা সমস্ত হাজীদের অপেক্ষা অগ্রগামী ছিলো। অথচ আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, আমি তোমাকে তোমার মিত্রদের অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছি। আর বনূ ছাকীফ গোত্র দু'জন সাহাবীকে বন্দী করেছিলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি গাধার উপর সওয়ার ছিলেন এবং তাঁর উপর একটি নক্শা করা চাদর ছিলো। সে বলল, হে মুহাম্মদ ﷺ ! আমি ক্ষুধার্ত, আহার করান, আমি পিপাসিত, পানি পান করান। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এটা তোমার প্রয়োজন (যা পূর্ণ করা হবে) অতঃপর তিনি তার বিনিময়ে আরেক ব্যক্তি (সাহাবী)-কে ছাড়িয়ে আনেন এবং আযবা উষ্ট্রীকে নিজের সওয়ারীর জন্য রেখেছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এই হাদীসটি ব্যাখ্যাকারী, কারণ এতে ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) খবর দিয়েছেন যে, নবী ﷺ ঐ ব্যক্তির ইসলামের স্বীকারোক্তি প্রদান করা সত্ত্বেও তাকে বন্দী সাহাবী বিনিময়ে প্রদান করেছেন এবং তাঁরা (ফকীহগণ) একমত যে, এটা রহিত হয়ে গিয়েছে। আর ইমাম বা সরকার প্রধানের এই অধিকার নেই যে, তিনি হারবীদের থেকে অর্জিত সেই সমস্ত বন্দীদের যারা মুসলমান হয়ে যায় (তাদেরকে) মুসলমান বন্দীদের বিনিময়ে প্রদান করা এবং আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ لاَ تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ। "তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফিরিয়ে দিওনা" আয়াতটি কোন মুসলমানকে কাফিরদের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার কার্যক্রমকে রহিত করে দিয়েছে।

যখন এতে সাব্যস্ত হলো এবং এটাও সাব্যস্ত হলো যে, যে ব্যক্তি যিম্মী হয়ে আমাদের কাছে আসে তাকে কাফিরদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া যাবেনা। আবার এটাও সাব্যস্ত হয়েছে যে, ইসলামের কারণে যেমন (মানুষের) জান ও মালের নিরাপত্তা অর্জিত হয়, অনুরূপভাবে কারো সঙ্গে নিরাপত্তা চুক্তি ও ঐ সমস্ত বস্তুগুলোকে নিরাপদ করে দেয়। আমাদের উপর ওয়াজিব হলো যে, যাদের সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছে তাদের চুক্তি ভঙ্গ করা এবং তাদেরকে দারুল হারবের দিকে যেতে বারণ করা। যেমন মুসলমানদেরকে ইসলাম পরিত্যাগ করা এবং দারুল হারবের দিকে যেতে বারণ করা হয়। আর আমরা যে হারবীদেরকে অর্জন (বন্দী) করে তাদের মালিক হয়ে যাই এবং আমাদের মালিককানার দরুন তারা যিম্মী হয়ে যায়। আমরা যদি তাদেরকে আযাদ বা মুক্ত করে দেই তাহলে এর পরে তারা হারবীগণ্য হয় না। এবং আমাদের জন্য জায়িয আছে যে, আমরা তাদের থেকে জিয্ইয়া নিয়ে নিজেদের দিকে আহবান করা যেমন আমরা অপরাপর সমস্ত যিম্মীদেরকে নিজেদের কাছে নিয়ে নেই। এখন এই সকল বিষয়ে তাদের হিফাযত আমাদের দায়িত্বে বর্তাবে, যাতে আমরা যিম্মীদের হিফাযত করি। আর এটা আমাদের উপর হারাম. যে কাফির গোলাম আমাদের দারুল ইসলামে ভূমিষ্ট হয়েছে এবং যিম্মী হয়ে গেছে আমরা তাদেরকে ফিদয়া রূপে প্রদান করা। তাই এর উপর যুক্তির দাবি হলো যে অনুরূপভাবে এই হারবীকে যাকে আমরা বন্দী করেছি এবং সে আমাদের যিম্মায় (দায়িত্বে) চলে এসেছে তারও অনুরূপ অবস্থা হওয়াটাই বাঞ্ছনীয় যে, এখন তার উপর আমাদের মালিকানা সাব্যস্ত হয়েগেছে তাকে ফিদ্য়া হিসাবে প্রদান করা এবং মুশরিকদের নিয়ন্ত্রণে দেয়া জায়িয নেই, আমাদের উপর তা হারাম। আর এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত।

١٥- بَابُ مَا اَحْرَزَ الْمُشْرِكُوْنَ مِنْ اَمْوَالِ الْمُسْلِمِيْنَ هَلْ يَمْلِكُوْنَهُ اَمْ لاَ

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকরা মুসলমানদের যে সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করেছে তারা কি সেটার মালিক হয়ে যায়?

٤٨٨٥- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِىْ الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَال كَانَتِ الْعَضْبَاءُ مِنْ سَوَابِقِ الحْاجِّ فَاَغَارَ الْمُشْرِكُوْنَ عَلٰى سَرَحِ الْمَدِيْنَةِ فَذَهَبُوْا بِهٖ وَفِيْهِ الْعَضْبَاءُ وَاَسَرُوْا وَامْرَأَةً مِنَ الْمَسْلِمِيْنَ وَكَانُوْا اذا نَزَلُوْا يُرْسِلُوْنَ ابِلَهُمْ فِىْ اَفْلَتِهِمْ فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةِ قَامَتِ الْمَرْأَةُ وَقَدْ نُوِّمُوْا فَجَعَلَتْ لاَ تَضَعُ يَدَهَا عَلٰى بَعِيْرٍ اِلاَّ رَغَا حَتّٰى اِذَا اَتَتْ عَلَى الْعَضْبَا فَاَتَتْ عَلٰى نَاقَةٍ ذَلُوْلٍ فَرَكِبَتْهَا وَتَوَجَّهَتْ

قَبْلَ الْمَدِيْنَةِ وَنَذَرَتْ لَئِنْ نَجَاهُ اللّٰهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا فَلَمَّا قَدِمَتْ عُرِفَتِ النَّاقَةُ فَأَتَوْا بِهَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ الْمَرْأَةُ بِنَذْرِهَا فَقَالَ بِئْسَ مَا جَزَيْتَهَا لَوْ وَفَيْتَهَا لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللّٰهِ وَلاَ فِيْمَا يَمْلِكُ ابْنُ اٰدَمَ ـ

৪৮৮৫. ফাহাদ (র) .....ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আযাবা উষ্ট্রী সমস্ত হাজীদের সঙ্গে গমনকারী ছিলো। মুশরিকরা মদীনার চারণ ভূমিতে অতর্কিত আক্রমণ করে (লুটতরাজ করে) তা তারা নিয়ে গিয়েছিলো। তাতে আযাবাও অন্তর্ভুক্ত ছিলো এবং তারা এক মুসলিম নারীকেও বন্দী করেছিলো। তাদের অভ্যাস ছিলো যখন তারা কোন স্থানে অবতরণ করত তখন তারা নিজেদের উটগুলোকে তাদের ময়দানে ছেড়ে দিত। এক রাতে যখন মুশরিকরা ঘুমিয়ে পড়েছিলো, ঐ (মুসলিম) নারী উঠলো। সে যেই উটের উপরই হাত রাখত তা চিৎকার করত। অবশেষে সে আয্‌বা উষ্ট্রীর কাছে এলো। সে এর উপর আরোহণ করে মদীনা অভিমুখে ছুটলো এবং মান্নত করল যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাকে রক্ষা করে তবে সে উক্ত উষ্ট্রীকে নহর তথা জবাহ করবে। যখন সে মদীনায় এসে পৌঁছাল তখন উষ্ট্রীটিকে চেনা গেলো। অতঃপর সাহাবাগণ ঐ মহিলাকে নবী ﷺ-এর দরবারে নিয়ে এলেন। সে তাঁকে তার মান্নতের ব্যাপারে অবহিত করল, তিনি বললেন, যদি তুমি মান্নত পূর্ণ কর তাহলে একে তুমি কত নিকৃষ্ট বদলা-ই না দিলে। স্মরণ রেখো আল্লাহ্‌র নাফরমানী এবং বনী আদম (মানুষ) যার মালিক নয় তাতে মান্নত পুরা করা হয় না।

পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন যে, মুসলিমদের সম্পদ থেকে যা কিছু হারবীদের থেকে গনীমত হিসাবে অর্জিত হয়েছে তা বণ্টনের পূর্বে অথবা পরে উভয় অবস্থায় মুসলিমদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হবে। কেননা তাঁদের উক্তি অনুযায়ী হারবীগণ মুসলমানদের থেকে যে সম্পদ অর্জন করে তারা এর মালিকানা লাভ করেনা। তারা বলেন, নবী ﷺ কর্তৃক ঐ মহিলাকে যে কিনা আয্‌বা (উষ্ট্রী) পাকড়াও করেছিলো, এটা বলা যে, "মানুষ যে বস্তুর মালিক নয়, তাতে মান্নত পূর্ণ করা হয়না।" এটা এ কথার দলীল যে, সে তা হারবীদের থেকে নেয়ার পর মালিক হয় নাই। এবং হারবীগণের নবী ﷺ-এর পক্ষ থেকে এর মালিকানা লাভ হয় নাই।

পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, মুশরিকগণ মুসলমানদের যে সম্পদ দখল করে নিয়ে যায় এবং দারুল হারবে তা সংরক্ষণ করে তারা এর মালিক হয়ে যায় এবং এর থেকে মুসলমানদের মালিকানা দূরীভূত হয়ে যায়। সুতরাং যখন মুসলমানগণ তাদের বিরুদ্ধে অশ্ব পরিচালনা (আক্রমণ) করে এবং তাদের থেকে তা ফেরৎ নিয়ে নেয় এরপর বণ্টনের পূর্বে যদি এর মালিক এসে যায় তবে কোনরূপ বিনিময় ব্যতীত সে তা নিয়ে নিবে। আর যদি সে বণ্টনের পরে আসে তবে তা মূল্য দিয়ে গ্রহণ করবে।

বস্তুত প্রথমোক্ত হাদীসে তাদের প্রমাণ হলো যে, নবী ﷺ-এর বাণী "মালিকানাহীন বস্তুতে মানুষের মান্নত নির্ভরযোগ্য নয়"–এটা মহিলার জন্য উষ্ট্রীর মালিকানা লাভের পূর্বের ব্যাপার। কেননা সে এ কথাটি দারুল হারবে বলেছিলো এবং সমস্ত লোকেরা বলে যে, যে ব্যক্তি দারুল হারববাসী (হারবী) দের থেকে কোন কিছু নিবে এবং তা নিয়ে দারুল ইসলামে স্থানান্তরিত না হয় তাহলে সে এর সংরক্ষণকারী এবং মালিক হবেনা। ঐ বস্তুর উপর তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে না যতক্ষণ না সে তা নিয়ে দারুল ইসলামের দিকে বেরিয়ে

আসবে। যখন সে এরূপ করবে তখন সেটা গনীমতের সম্পদ হিসাবে সে লাভ করবে এবং সে এর মালিকানা লাভ করবে। এ জন্যই নবী ﷺ ঐ মহিলাকে ঐ কথা বলেছেন। কেননা সে এর মালিক হওয়ার পূর্বে মান্নত করেছিলো। আর এটাই হলো বক্ষমান হাদীসের বিশ্লেষণ। এবং এতে এ বিষয়ের কোন প্রমাণ নেই যে, নবী ﷺ থেকে এই উষ্ট্রীটি নেয়ার পরে মুশরিকরা এর মালিকানা লাভ করেছে কিনা এবং এ কথারও কোন দলীল নেই যে, হারবীগণ মুসলমানদের যে সম্পদ দখল করে তারা এর মালিক হয় কিনা। এই হাদীসে এ কথার দলীল রয়েছে যা নিম্নরূপ ঃ

٤٨٨٦۔ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ التَّيْمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ طَرْفَةَ الطَّائِيْ اَنَّ رَجُلاً اَصْحَابَ لَهُ الْعَدُوُّ بَعِيْرًا فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَجَاءَ بِهِ فَعَرَفَهُ صَاحِبُهُ فَخَاصَمَهُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ اَعْطَيْتَهُ ثَمَنَهُ الَّذِيْ اشْتَرَاهُ بِهِ وَهُوَ لَكَ وَاِلاَّ فَهُوَ لَهُ ۔

৪৮৮৬. আহমদ ইব্‌ন দাঊদ (র) ..... তামীম ইব্‌ন তরফা আল-তাঈ (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তির একটি উট শত্রুরা নিয়ে গেলো। অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি তাদের থেকে তা খরীদ করে ফেলে। অনন্তর সে তা নিয়ে আসে। উটের মালিক তা চিনে ফেলে। সে তার মুকাদ্দামা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে পেশ করলে তিনি বললেন, যদি তুমি ইচ্ছা কর তবে ঐ ব্যক্তিকে এর এ পরিমাণ মূল্য প্রদান কর, যা দিয়ে সে তা খরীদ করেছে এবং এই উট তোমার হবে। অন্যথায় তা তার হবে।

٤٨٨٧۔ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصِ الْاَصْبَهَانِيْ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ طَرْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ۔

৪৮৮৭. আবূ বাক্‌রা (র) ..... তামীম ইব্‌ন তরফা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

বস্তুত এটাই হলো এই অনুচ্ছেদে বিধানগত বিশ্লেষণ যা বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই বিষয়টি-ই পূর্ববর্তী মনীষীদের একদল থেকে বর্ণিত আছে। এ বিষয়ে তাদের থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতসমূহ থেকে একটি হলো নিম্নরূপ ঃ

٤٨٨٨۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِيْمَا اَحْرَزَ الْمُشْرِكُوْنَ فَاَصَابَهُ الْمُسْلِمُوْنَ فَعَرَفَهُ صَاحِبُهُ قَالَ اِنْ اَدْرَكَهُ قَبْلَ اَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ لَهُ وَاِنْ جَرَتْ فِيْهِ السِّهَامُ فَلاَ شَيْئَ لَهُ ۔

৪৮৮৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... কাবীসা ইব্‌ন যুওয়াইব (র) থেকে বর্ণিত যে, উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) ঐ বস্তুর ব্যাপারে যা মুশরিকরা দখল করেছিলো, অতঃপর মুসলমানগণ তা পুনর্দখল করলো এরপর এর মালিক তা চিনতে পারলো, বলেছেন, যদি সে বণ্টনের পূর্বে তা পেয়ে যায় তবে তা তার জন্য হবে। আর যদি তাতে হিস্যা বা অংশ জারী হয়ে যায় তবে তার জন্য কিছুই হবেনা।

٤٨٨٩- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا اَزْهَرُ بْنُ اَلسَّمَّانُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَاَبَا عُبَيْدَةَ قَالاَ ذٰلِكَ -

৪৮৮৯. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ..... রাজা ইব্ন হায়ওয়া (র) থেকে বর্ণিত যে, উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) ও আবূ উবায়দা (রা) এটা তথা অনুরূপ বলেছেন।

٤٨٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ ابْنِ لَهِيْعَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَهُ -

৪৮৯০. মুহাম্মাদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٨٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ اِذَا اَصَابَ الْمُشْرِكُوْنَ السَّبْيَ لِلْمُسْلِمِيْنَ فَاَصَابَهُ الْمُسْلِمُوْنَ فَقَدَرَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ قَبْلَ اَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ لَهُ وَاِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ الَّذِيْ اَخَذَ بِهِ -

৪৮৯১. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মুসলমানদের সম্পদ মুশরিকরা লাভ করে, অতঃপর তা মুসলমানদের অর্জিত হয় এবং বণ্টনের পূর্বে এর মালিক তার নাগাল পায় তবে তা তারই হবে। আর যদি বণ্টনের পরে এর নাগাল পায় তাহলে যে মূল্যে সে তা নিয়েছিলো ঐ মূল্য আদায় করে গ্রহণ করার অধিকতর উপযোগী।

٤٨٩٢- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَسَدِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ اَنَّ غُلَامًا لِابْنِ عُمَرَ رضـ اَبَقَ اِلَى الْعَدُوِّ وَظَهَرَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَيْهِ فَرَدَّهُ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَكُنْ قَسَمَ -

৪৮৯২. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন ইউনুস (র) ..... নাফি' (র) সূত্রে ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর (ইব্ন উমার রা-এর) এক গোলাম শত্রুদের দিকে পলায়ন করেছিলো এবং মুসলমানগণ তার উপর জয়লাভ করেছিলো। অনন্তর নবী ﷺ তা ফেরৎ দিয়েছিলেন, এমন অবস্থায় তখনো তা বণ্টন হয় নাই।

٤٨٩٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ عَنْ اَيُّوْبَ وَحَبِيْبٍ وَهِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ اَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنَ الْعَدُوِّ فَوَطِيَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ فَجَاءَ صَاحِبُهَا فَخَاصَمَهُ اِلٰى شُرَيْحٍ فَقَالَ الْمُسْلِمُ اَحَقُّ اَنْ يَرُدَّ عَلٰى اَخِيْهِ بِالثَّمَنِ قَالَ فَاِنَّهَا قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ فَقَالَ اَعْتِقْهَا قَضَاءَ الْاَمِيْرِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -

৪৮৯৩. আহমদ ইব্ন দাঊদ (র) ..... মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি দুশমন (কাফির) থেকে একটি দাসী খরীদ করলো এবং তার সঙ্গে সহবাস করলো। অতঃপর তার থেকে বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হলো। অনন্তর

তার মালিক (কাজী) শুরায়হ-এর কাছে মুকাদ্দমা নিয়ে গেল। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বললেন, মুসলমানদের জন্য অধিকতর সংগত হলো মূল্য নিয়ে তা তাদের ভাইয়ের কাছে ফিরিয়ে দেয়া। সে বলল, তার থেকে বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তিনি বললেন, তাকে আযাদ (মুক্ত) করে দাও এবং এটা উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর ফায়সালা।

٤٨٩٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ ابْنِ اِبْرَاهِيْمَ وَعَامِرٍ قَالَ قَتَادَةُ عَنْ عُمَرَ اَنَّهُمْ قَالُوْا فِيْمَا اَصَابَ الْمُشْرِكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَدْ اَصَابَهُ الْمُسْلِمُوْنَ بَعْدُ قَالُوْا اِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ قَبْلَ اَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ اَحَقُّ بِهٖ -

৪৮৯৪. আহমদ ইব্‌ন দাঊদ (র) ..... কাতাদা (রা) সূত্রে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তারা সকলে বলেছেন যে, মুসলমানদের যে সম্পদ মুশরিকরা নিয়ে যায়, অতঃপর তা মুসলমানগণ দখল করে, তাঁরা বলেছেন অনন্তর যদি এর মালিক বণ্টনের পূর্বে এসে যায় তবে সে এর অধিক হকদার।

٤٨٩٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ اَصَابُوْا فَرَسًا لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَاَصَابَهُ الْمُسْلِمُوْنَ بَعْدُ فَاَخَذَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَبْلَ اَنْ يُقْسَمَ الْمَقَاسِمُ وَلَمْ يَذْكُرْ نَافِعُ هُنَا قَبْلَ اَنْ يُقْسَمَ الْمَقَاسِمُ اِلاَّ اَنَّ الْحُكْمَ بَعْدَ مَا يَقَعُ الْمَقَاسِمُ بِخِلاَفِ ذٰلِكَ عِنْدَهُ -

৪৮৯৫. আহমদ (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, মুশরিকরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা)-এর ঘোড়া নিয়ে গেলো। অতঃপর মুসলমানগণ তা পুনর্দখল করলো। অনন্তর আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) বণ্টনের পূর্বে তা নিয়ে গেলেন। নাফি' (র) এখানে এটা উল্লেখ করেন নাই যে, তিনি বণ্টনের পূর্বে নিয়ে গেছেন। তবে তাঁর নিকট বণ্টনের পরে এটার হুকুম এর পরিপন্থী।

٤٨٩٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَلاَّسٍ اَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ مَنِ اشْتَرٰى مَا اَحْرَزَ الْعَدُوُّ فَهُوَ جَائِزُ -

৪৮৯৬. আহমদ ইব্‌ন দাঊদ (র) .....খাল্লাস (র) থেকে বর্ণিত যে, আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) বলেছেন, শত্রু (কাফির) কোন বস্তু কাবু করার পরে তা খরীদ করা জায়িয।

٤٨٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَالْحَسَنِ قَالاَ مَا اَحْرَزَ الْمُشْرِكُوْنَ فَهُوَ فِيْ الْمُسْلِمِيْنَ لاَ يُرَدُّ مِنْهُ شَيْئُ -

৪৮৯৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... যুহ্‌রী (র) ও হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, যে বস্তু মুশরিকরা কাবু করে নিয়েছে তা মুসলমানদের জন্য গনীমত। তা থেকে কিছুই ফিরিয়ে দেয়া হবেনা।

বস্তুত এই সকল মনীষীগণ যাঁদের থেকে আমরা এই সমস্ত হাদীস রিওয়ায়াত করেছি, তাতে ঐ বস্তুর বা সম্পদের মাঝে মুশরিকদের মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে, যা তারা মুসলমানদের থেকে নিজেদের দখলে নিয়ে গেছে। কিন্তু এ বিষয়ে পরবর্তীতে বিরোধ হলো যে, হাসান (র) ও যুহ্‌রী (র) বলেন যে, মুশ্‌রিকরা

মুসলমানদের যে সম্পদের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে, অতঃপর মুসলমানগণ এর উপর নিজেদের দখল কায়েম করেছে, তাহলে এখন আর এর উপর এর মালিকের কোন হক নেই। পক্ষান্তরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজী শুরায়হ (র), মুজাহিদ (র), ইব্রাহীম (র) ও আমের (র) এবং তাদের পূর্ববর্তী সাহাবাদের থেকে উমার (রা), আলী (রা), আবূ উবায়দা (রা) ও ইব্ন উমার (রা) ওবায়দ ইব্ন সাবিত (রা) তাদের দু'জনের (যুহরী র. ও হাসান র)-বিরোধিতা করেছেন। তারা নিজেদের অভিমতকে নবী ﷺ-এর এই বাণী দ্বারা সুদৃঢ় করেছেন, যা আমরা তামীম ইব্ন তরফা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, হাদীসে রিওয়ায়াত করেছি। বস্তুত আমরা যে মত গ্রহণ করেছি তা থেকে এটা অধিকতর সংগত। যদিও কিয়াস ও যুক্তি ঐ দু'দলের মতামতের পরিপন্থী। আর তা হলো এভাবে যে, আমরা লক্ষ্য করছি, মুসলমানগণ হারবী (কাফির)-দেরকে বন্দী করে এবং তাদের সম্পদ দখল করে তারা সম্পদের মালিক হয়ে যায়। যেমন তারা তাদের গর্দানের মালিক হয়।

পক্ষান্তরে মুশরিকরা যখন মুসলমানদেরকে বন্দী করে তখন তারা তাদের গর্দানের মালিক হয় না। তাই এর উপর ভিত্তি করে যুক্তির দাবি হলো যে, তারা তাদের সম্পদের মালিকও হবেনা। এবং মুসলমানদের সম্পদের হুকুম সেটাই হবে না যা তাদের গর্দানের হুকুম রয়েছে। যেমন মুশরিকদের সম্পদের হুকুম তাদের গর্দানের হুকুমের ন্যায় অভিন্ন। কিন্তু আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর পরবর্তী মুসলমানদের হুকুমের কারণে তা ছেড়ে দিয়েছি। যখন এ বিষয়ে তাদের ফয়সালা সাব্যস্ত হয়ে গেল তাই আমরা বিরোধপূর্ণ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছি। অর্থাৎ যখন মুসলমানগণ তা নাগাল পেয়ে মুশরিকদের দখল থেকে নিজেদের দখলে নিয়ে আসে এবং অতঃপর বণ্টনের পরে এর মালিক এসে যায় তবে সে মূল্য দিয়ে নিতে পারবে, যেমনটি ঐ সমস্ত কতিপয় আলিমগণ বলেছেন, যাদের থেকে আমরা এই অনুচ্ছেদে রিওয়ায়াত করেছি। অথবা সে মূল্য দিয়ে কিংবা মূল্য ব্যতীত কোন ভাবেই গ্রহণ করতে পারবেনা, যেমনটি ঐ সমস্ত কতিপয় আলিমগণ বলেছেন, যাদের থেকে আমরা এই অনুচ্ছেদে রিওয়ায়াত করেছি।

সুতরাং আমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে লক্ষ্য করেছি যে, নবী ﷺ হারবীদের থেকে উট ক্রেতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন যে, এর মালিক মূল্য দিয়ে এটা নিতে পারবে। অথচ হারবী কাফিরদের থেকে ওই উটের ক্রেতা এর মালিক হয়ে গিয়েছিলো। যেমনভাবে গনীমত থেকে হিস্যা লাভকারী ওই হিস্যার মালিক বনে যায়। তাই এর উপর ভিত্তি করে যুক্তির দাবি হলো যে, যখন ইমাম বা সরকার প্রধান গনীমতের সম্পদ বণ্টন করে দেয় এবং তা থেকে কোন বস্তু কোন ব্যক্তির দখলে চলে আসে অথচ এটা অন্যের হাত থেকে দখলে গিয়েছিলো, তবে ঐ দখলী বস্তুর হুকুম অনুরূপই হবে। আর যা কিছু তার হাত থেকে কারো দখলে গিয়েছিলো এখন ওই ব্যক্তি থেকে যার হিস্যায় এসেছে মূল্য দিয়ে নিতে পারবে। যেমনিভাবে সে ক্রেতাকে মূল্য দিয়ে নিতে পারে, যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমতে।

١٦- بَابُ مِيْرَاثِ الْمُرْتَدِّ لِمَنْ هُوَ

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ মুরতাদ বা ইসলাম ত্যাগকারীর মীরাছ কে পাবে

٤٨٩٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلاَ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ -

৪৮৯৮. ইউনুস (র) ..... উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ মুসলিম কোন কাফিরের এবং কাফির কোন মুসলিমের ওয়ারিছ হবেনা।

٤٨٩٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْسُفُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرُ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৪৮৯৯. ইউনুস (র) ..... ইব্ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি নিজস্ব সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٩٠٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْروبْنِ عُثْمَانَ عَنْ اُسَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ -

৪৯০০. ইউনুস (র) ..... উসামা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ মুসলিম কাফিরের ওয়ারিছ হবে না।

পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল বিশেষজ্ঞ আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন যে, মুরতাদ সে অবস্থায় নিহত হলে বা মারা গেলে তার সম্পদ মুসলমানদের বায়তুলমালে জমা হবে। তারা এ বিষয়ে (উল্লেখিত) এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, তার মীরাছ তথা তার সম্পদ মুসলিম ওয়ারিছগণ পাবে।

প্রথমোক্ত অভিমত পোষণকারীদের বিরুদ্ধে তাদের প্রমাণ হলো যে, নবী ﷺ এই হাদীসে স্পষ্ট বলেননি যে, 'কাফির' দ্বারা কোন্ কাফির উদ্দেশ্য হতে পারে, সে এরূপ কাফির, যে কিনা কোন মিল্লাতের (ধর্মের) সাথে সম্পৃক্ত এবং এটাও হতে পারে যে, সাধারণ কাফির উদ্দেশ্য। চাই সে কোন মিল্লাতের সাথে সম্পৃক্ত হোক বা না হোক। সুতরাং যখন এটার সম্ভাবনা রয়েছে তাহলে কোন দলীল ব্যতীত ওটাকে কোন এক নির্দিষ্ট অর্থের দিকে ফিরান জায়িয নেই। আমরা লক্ষ্য করছি যে, এরূপ কোন রিওয়ায়াত আছে কি-না যা তাঁর (সা.-এর) উর্দ্দিষ্ট অর্থের উপর প্রমাণ বহন করে। নিম্নের রিওয়ায়াতটি লক্ষ্যণীয় ঃ

٤٩٠١- حَدَّثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسَى قَالَ ثَنَا هُشَيْمُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْروبْنِ عُثْمَانَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَتَوَارَثُ اَهْلُ مِلَّتَيْنِ لاَيَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَيَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ -

৪৯০১. রাবী' আল-মুআয্যিন (র) .....উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুসলিম কাফিরের ওয়ারিছ হবে না এবং না কাফির মুসলিমের ওয়ারিছ হবে।

তাই যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এই রিওয়ায়াতটি এসেছে যা আমরা উল্লেখ করেছি, এতে আমরা জানতে পেরেছি যে, তিনি ধর্মাবলম্বী কাফির উদ্দেশ্য নিয়েছেন। পক্ষান্তরে আমরা দেখছি যে, মুরতাদ হওয়া কোন মিল্লাত বা ধর্ম নয়। এবং আমরা তাদের (ফকীহদের) কে এ বিষয়ে একমতও দেখছি যে, মুরতাদরা একে অপরের তথা পারস্পরিক ওয়ারিছ হবে না। কেননা মুরতাদ হওয়া কোন ধর্ম নয়। এতে সাব্যস্ত হলো যে, তাদের মীরাছের হুকুম মুসলমানদের মীরাছের হুকুমের ন্যায় অভিন্ন।

যদি কোন প্রশ্ন উত্থাপনকারী বলে যে, তোমরা তাদেরকে মুসলমানদের ওয়ারিছ মনে করনা। অনুরূপভাবে মুসলমানরাও তাদের ওয়ারিছ হবেনা।

তাকে (উত্তরে) বলা হবে যে, এতে তোমাদের উল্লেখিত বক্তব্যের সপক্ষে কোন দলীল নেই। কেননা আমরা লক্ষ্য করছি যে, যদি কোন ব্যক্তি নিজের কোন আমলের কারণে মীরাছ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় তবে সে তার মুরিছ (যার থেকে মীরাছ পাওয়া যায়) হওয়ার ব্যাপারে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

তা থেকে নিম্নোক্ত বিষয়টিও আমরা লক্ষ্য করছি ঃ হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছ হবেনা। এবং আমরা দেখছি যে, যদি কোন ব্যক্তি কাউকে জখম বা আহত করে, অতঃপর জখমকারী ব্যক্তি মারা যায়; এরপরে আহত ব্যক্তি ঐ জখমের কারণে মারা যায়। এবং জখমকারী ব্যক্তি ঐ আহত ব্যক্তির পিতা তবে সে তার ওয়ারিছ হয়ে যাবে। নিহত ব্যক্তি স্বীয় হত্যাকারীর ওয়ারিছ হয়ে যায়। এবং হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছ হবে না। কেননা হত্যাকারীকে তার হত্যা করার শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। আর এ কারণেই সে নিহতের মীরাছ থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে নিহত ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির মীরাছ থেকে বঞ্চিত হবে না যে তাকে এরূপ জখম করেছে, যে জখমের কারণে সে মারা গেছে। কেননা সে কোন কর্ম করে নাই। অনুরূপভাবে মুরতাদকে তার কর্মের শাস্তি প্রদান করতে গিয়ে অন্যের মীরাছ থেকে তাকে বঞ্চিত রাখা হবে। কিন্তু অন্যদেরকে তার মীরাছ থেকে মাহরূম করা হবে না। কেননা অন্যরা এরূপ কর্ম করে নাই যার শাস্তি তাকে প্রদান করা হবে। এতে ঐ সমস্ত আলিমদের অভিমত সাব্যস্ত হলো যারা মুরতাদের মুসলিম ওয়ারিছদেরকে তার মীরাছ প্রদান করার অভিমত পোষণ করেন।

এ বিষয়ে পূর্ববর্তী মনীষীদের এক দল থেকে রিওয়ায়াতসমূহ বর্ণিত আছে ঃ

٤٩٠٢- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ الاِصْبَهَانِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيْ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّهُ جَعَلَ مِيْرَاثَ الْمُسْتَوْرِدِ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

৪৯০২. ফাহাদ (র) ..... আবূ আমর শায়বানী (র) সূত্রে আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মুসতাওরিদের মীরাছ তার মুসলিম ওয়ারিছদের জন্য সাব্যস্ত করেছেন।

٤٩٠٣- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ الاَبْرَصِ اَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِلْمُسْتَوْرِدِ عَلَى دِيْنِ مَنْ اَنْتَ قَالَ عَلَى دِيْنِ عِيْسَى قَالَ عَلِيٌّ وَاَنَا عَلَى دِيْنِ عِيْسَى فَمَنْ رَبُّكَ فَزَعَمَ الْقَوْمُ اَنَّهُ قَالَ اِنَّهُ رَبُّهُ فَقَالَ اُقْتُلُوْهُ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَالِهِ -

৪৯০৩. ফাহাদ (র) ..... ইব্ন উবায়দ ইব্ন আবরাস (র) থেকে বর্ণিত যে, আলী (রা) মুসতাওরিদকে বললেন, তুমি কোন্ দ্বীনের উপর রয়েছ? সে বলল, আমি ঈসা (আ)-এর দ্বীনের উপর। আলী (রা) বললেন, আমিও ঈসা (আ)-এর দ্বীনের উপর আছি। (অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন) তোমার রব (প্রতিপালক) কে? লোকদের ধারণা যে, সে বলেছে, তিনিই (ঈসা আ) তার রব। অনন্তর তিনি বললেন, তাকে হত্যা কর। কিন্তু তিনি তার সম্পদ স্পর্শ করেন নাই।

٤٩٠٤- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ جُمَيْعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ اِذَا مَاتَ الْمُرْتَدُّ وَرِثَهُ وَلَدُهُ -

৪৯০৪. ফাহাদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মুরতাদ মারা যাবে তার সন্তানেরা তার ওয়ারিছ হবে।

٤٩٠٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارِكِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ مِيْرَاثُهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

৪৯০৫. আলী ইব্‌ন যায়দ (র) ..... হাকাম ইব্‌ন উতায়বা (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেছেনঃ তার (মুরতাদ) মীরাছ তার মুসলিম ওয়ারিছরা পাবে।

٤٩٠٦- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا شَرِيْكُ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ مِيْرَاثِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ هُوَ لأَهْلِهِ -

৪৯০৬. ফাহাদ (র) ..... মূসা ইব্‌ন আবী কাসীর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (র) কে মুরতাদের মীরাছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, তা তার পরিজন (ওয়ারিছ) দের জন্য।

٤٩٠٧- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيْدُ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْمُرْتَدِّيْنَ فَقَالَ نَرِثُهُمْ وَلاَ يَرِثُوْنَنَا -

৪৯০৭. ফাহাদ (র) ..... মূসা ইব্‌ন আবী কাসীর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (র) কে মুরতাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন ঃ আমরা তাদের ওয়ারিছ হব, কিন্তু তারা আমাদের ওয়ারিছ হবেনা।

٤٩٠٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ -

৪৯০৮. আলী ইব্‌ন যায়দ (র)..... সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٩٠٩- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوْسَى بْنِ الصَّبَّاحِ وَقَالَ مَرَّةً عَنْ اَبِىْ الصَّبَّاحِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ -

৪৯০৯. ইব্‌ন মারযুক (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٩١٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرِ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ اَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ فِيْ الْمُرْتَدِّ يُلْحَقُ بِدَارِ الْحَرْبِ قَالَ مَالُهُ بَيْنَ وَلَدِهِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى كِتَابِ اللّٰهِ -

৪৯১০. আবূ বিশ্‌র রকী (র) ..... আশ্‌আছ (র) সূত্রে হাসান (রা) থেকে প্রথমে দারুল হরবে চলে যাওয়া মুরতাদ সম্পর্কে নকল করেন যে, কুরআন মুতাবিক তার সম্পদ তার মুসলিম সন্তানদের মাঝে বণ্টন করা হবে।

٤٩١١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ الْحَسَنَ قَالَ مِيْرَاثُهُ لِوَارِثِهِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِذَا ارْتَدَّ عَنِ الْاِسْلاَمِ -

৪৯১১. আলী ইব্‌ন যায়দ (র) ..... কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হাসান (রা) বলেছেন ঃ যখন সে (মুরতাদ) ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার মীরাছ তার মুসলিম ওয়ারিছগণ পাবে।

বস্তুত এই সকল মনীষীগণ, আমরা যাদের উল্লেখ করেছি তাঁরা মুরতাদের মীরাছ তার মুসলিম ওয়ারিছদের জন্য সাব্যস্ত করেন এবং তাদের এই অভিমতকে যুক্তি দ্বারা সুদৃঢ় করা যায়। আর তা এভাবে যে, আমরা লক্ষ্য করছি তাঁরা (ফকীহগণ) সকলে একমত যে, মুরতাদ তার ধর্ম ত্যাগের পূর্বে তার জান ও মাল নিরাপদ থাকে। অতঃপর মুরতাদ হওয়ার কারণে তার জীবন থেকে পূর্ববর্তী নিরাপত্তা বিলুপ্ত হয়ে তার রক্ত মুবাহ তথা বৈধ হয়ে যায়। আর তার সম্পদ ধর্ম ত্যাগ অবস্থায় পূর্ববর্তী নিরাপত্তার সাথে নিরাপদ থাকে। আমরা দেখছি যে, হারবী কাফিরদের জান ও মালের হুকুম বরাবর ও অভিন্ন হয়। তাদেরকে হত্যা করা হোক অথবা হত্যা করা না হোক, তাদের সম্পদ হত্যার কারণে নয় বরং কুফরীর কারণে হালাল হয়। পক্ষান্তরে মুরতাদের সম্পদ তার কুফরীর কারণে হালাল হয়না। সুতরাং যখন সাব্যস্ত হলো যে, তার সম্পদ কুফরীর কারণে হালাল হয়না, এতে প্রমাণিত হলো যে, তা তার হত্যার কারণেও হালাল হবেনা।

আমরা আরো লক্ষ্য করছি যে, হারবী (কাফির)-দের সম্পদ গনীমত হয়ে যাওয়ার কারণে হালাল হয়ে যায় এবং এতে এর মালিকানা অর্জিত হয়। আমরা আরো লক্ষ্য করছি যে, তাদের সে সম্পদ আমাদের দেশে এসে যায়, আমরা ওটার মালিক হয়ে যাই। এবং ওটাকে আমাদের দেশে গনীমত বানিয়ে নেই। যদিও আমরা তাদেরকে হত্যা করি নাই। যখন মুরতাদের সম্পদ তার ধর্ম ত্যাগের কারণে গনীমতের সম্পদ রূপে বিবেচিত হয়না, তাহলে যুক্তির দাবি হলো যে, তার রক্ত প্রবাহিত করার কারণেও তার সম্পদ গনীমত বিবেচিত হবেনা। সুতরাং যখন সাব্যস্ত হলো যে, তার সম্পদ গনীমতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাহলে এটা দুই অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। হয়তো ঐ সমস্ত ওয়ারিছগণ তার মীরাছ পাবে, যারা তার মুসলিম অবস্থায় মারা যাওয়ার কারণে ওয়ারিছ হয়, অথবা সাধারণ মুসলমানদের জন্য হবে। যদি তা তার মুসলিম ওয়ারিছগণ পায় তবে সেই কথাই প্রযোজ্য যা আমরা বলেছি। আর যদি সাধারণ মুসলমানরা তার ওয়ারিছ হয় তাহলেও মুসলমান মুরতাদের ওয়ারিছ হয়ে গেল।

যখন মুরতাদ ঐ ব্যক্তির ন্যায় যার মীরাছ তার মুসলিম ওয়ারিছরা পায় এবং সে মুরতাদ হওয়ার কারণে উক্ত হুকুম থেকে বের হয়না, তাহলে তার ওয়ারিছগণ সেই সমস্ত লোকেরা হবে যারা ঐ অবস্থায় ওয়ারিছ হয়ে থাকে যখন সে মুসলিম অবস্থায় মারা যায়। অন্য লোকেরা ওয়ারিছ হবে না। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত। মুরতাদ দারুল হারবে চলে যাওয়ার কারণে তার মালিকানা এ জন্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। কেননা সে অধিকারের ভিত্তিতে আমাদের দেশ থেকে বেরিয়ে দারুল হারবে চলে গেছে। অথচ আমাদের দেশে আমাদের সঙ্গে লড়ার কারণে তার রক্ত মুবাহ (বৈধ) ছিলো। এর দলীল হলো যে, যদি কোন হারবী কাফির আমাদের দেশে আগমন করে; অতঃপর দারুল হারবের দিকে ফিরে যায় এবং এখানে সম্পদ ছেড়ে যায়, এতদসত্ত্বেও তার মালিকানা বিলুপ্ত হবে না। কেননা সে দারুল হারবের উপযোগী হয়ে বের হয় নাই। কারণ সে দারুল হারবে প্রবেশ করা পর্যন্ত আমাদের নিরাপত্তায় রয়েছে।

١٧- بَابُ اِحْيَاءِ الْاَرْضِ الْمَيْتَةِ

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ পতিত ও অনাবাদী জমি আবাদ করা

٤٩١٢- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِىْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَاطَ حَائِطًا عَلٰى اَرْضٍ فَهِىَ لَهُ ـ

৪৯১২. ফাহাদ (র) .....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন (সরকারী) জমির পাশে প্রাচীর নির্মাণ করবে সেটি তার হবে।

٤٩١٣ـ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحْيٰى اَرْضًا مَوَاتًا مِنْ اَرْضٍ فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ ـ

৪৯১৩. সালিহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... কাসীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর পিতামহ (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যদি অনাবাদী ভূমি আবাদ করে তবে সেটি তার। যালিমের ঘামের তথা যালিম মালিকের কোন হক নেই।

٤٩١٤ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَاطَ عَلٰى شَيْئٍ فَهُوَ لَهُ ـ

৪৯১৪. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) .....সামুরা ইব্‌ন জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যদি কোন বস্তুর (ভূমির) পাশে প্রাচীর টেনে নেয় তবে সেটি তার হবে।

পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ কতিপয় আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন যে, কেউ যদি কোন অনাবাদী ভূমি আবাদ করে তবে সেটি তার হবে। এ বিষয়ে সরকার তাকে অনুমতি প্রদান করুক অথবা না করুক। সরকার এটা তার জন্য নির্দিষ্ট করুক অথবা না করুক। তাঁরা এ বিষয়ে (উল্লেখিত) এই সমস্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। এই অভিমত পোষণকারীদের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) অন্যতম এবং তাঁরা বলেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন কেউ যদি অনাবাদী ভূমি আবাদ করে তবে সেটি তার জন্য হবে। এখানে তিনি তা আবাদ করার ইখতিয়ার প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রদান করেছেন যে তা পছন্দ করে। সুতরাং এতে সরকারের ইখতিয়ার নেই। এঁরা বলেন, এর সপক্ষে যৌক্তিক প্রমাণাদীও প্রমাণ বহন করে।

তোমরা কি লক্ষ্য করছ না যে, সমুদ্র এবং নদীর পানি থেকে যদি কেউ কিছু পানি গ্রহণ করে তবে সে তা নেয়ার দ্বারা এর মালিক হয়ে যায়। যদিও সরকার তাকে তা নেয়ার হুকুম করে না থাকুক এবং তার জন্য নির্ধারণ না করে থাকুক। অনুরূপভাবে কেউ যদি শিকার করে তা তার জন্য হবে। আর সে এ বিষয়ে সরকার কর্তৃক মুবাহ বা বৈধ সাব্যস্ত করণ এবং মালিক বানানোর মুখাপেক্ষী হয়না। বরং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকার ও সাধারণ জনগণ সমান। এঁরা বলেন, অনুরূপভাবে মালিকানাহীন অনাবাদী ভূমির হুকুমও এটা যে, তা মালিকানাহীন পাখির ন্যায়, যে ব্যক্তি তা পাকড়াও করবে তা শুধু পাকড়াওয়ের কারণে তার জন্য হবে এবং সরকার কর্তৃক হুকুম প্রদান বা মালিক বানানোর মুখাপেক্ষী হয় না। যেমন সে পানি ও শিকারের ব্যাপারে মুখাপেক্ষী হয়না, যা আমরা উল্লেখ করেছি।

পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা বলেন, জমি সরকারের হুকুমে আবাদ করা যেতে পারে আর এটা আবাদকারীর জন্যই হবে

এবং সরকার ওই জমিকে তার জন্য নির্দিষ্ট করবে। তারা বলেন, এ ব্যাপারে যা কিছু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে তা আমাদের বক্তব্যকে খণ্ডন করে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই হাদীসে যে আবাদ করার ভিত্তিতে ঐ জমিকে আবাদকারীর জন্য নির্ধারণ করেছেন, এটাকে স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন নাই যে, তা কি? হতে পারে যে, এর দ্বারা ঐ জমি উদ্দেশ্য, যা সরকারের নির্দেশে আবাদ করা হয়েছে। সুতরাং তাঁর বাণী ঃ "কেউ যদি অনাবাদী জমি আবাদ করে তবে সেটা তার জন্য হবে"-এর মর্ম হবে যে, আবাদ করার শর্তাবলী মুতাবিক আবাদ করলে সেটা তার জন্য হবে। আর এর শর্তাবলী থেকে একটি হলো এটা কারো অধীনে না থাকা বা কারো হস্তক্ষেপমুক্ত হওয়া, এতে তার জন্য সরকারের অনুমোদন এবং সরকার কর্তৃক ঐ ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেয়া। তাই হতে পারে হাদীসের মর্মার্থ এটাই। আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর ব্যাখ্যা মুতাবিক হয়েছে। তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ব্যাপারে নিশ্চয়তার সাথে কিছুই বলা যেতে পারেনা যে, তিনি এর দ্বারা অমুক মর্ম উদ্দেশ্য নিয়েছেন। যতক্ষণ না আমাদের তাঁর পক্ষ থেকে অবগতি অর্জিত হয়। অথবা তাঁর পরবর্তীদের এ বিষয়ে ঐকমত্য হয় যে, তিনি অমুক অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

আমরা যখন এই হাদীসে কোন এক দলের জন্যও প্রমাণ পাইনি, তাই আমরা অপরাপর হাদীস দেখলাম যে, তাতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সপক্ষে প্রমাণ বহনকারী কিছু আছে কিনা। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতটি লক্ষ্যণীয় ঃ

٤٩١٥۔ فَاِذَا يُوْنُسُ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَحِمًى اِلاَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۔

৪৯১৫. ইউনুস (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে সা'ব ইব্ন জাচ্ছামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ব্যতীত কারো জন্য চারণভূমি নেই।

٤٩١٦۔ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالاَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ اَبِى رَبِيْعَةَ عَنِ الزُّهْرِىْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جُثَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَرَّمَ الْبَقِيْعَ وَقَالَ لاَحِمًى اِلاَّ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ ۔

৪৯১৬. ইয়াযীদ (র) ও ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে সা'ব জাচ্ছামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ জান্নাতুল বাকীকে হারাম (পবিত্র) সাব্যস্ত করেছেন এবং বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ব্যতীত কারো জন্য চারণ ভূমি নেই।

٤٩١٧۔ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اَبِى حَمْزَةَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَحِمًى اِلاَّ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ ۔

৪৯১৭. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ব্যতীত কারো জন্য চারণ ভূমি নেই।

বস্তুত যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ব্যতীত কারো জন্য কোন চারণ ভূমি নেই, এবং চারণ ভূমি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ ভূমি, যা সংরক্ষণ করা হয়েছে (সংরক্ষিত ভূমি)। এতে প্রমাণিত হয় যে, ভূমিসমূহের ইখতিয়ার সরকারের, অন্যদের নয়। আর এর হুকুম শিকারের হুকুমের পরিপন্থী।

প্রথমোক্ত রিওয়ায়াতে যে বিষয়টির সম্ভাবনা রয়েছে আমরা তা বর্ণনা করেছি। আর আমাদের জন্য অধিকতর সংগত বিষয় হলো এটাকে এরূপ অর্থে প্রয়োগ করা, যা এই দ্বিতীয় রিওয়ায়াত পরিপন্থী না হয়।

বস্তুত ইমাম আবূ হানীফা (র) এর সপক্ষে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে বস্তুটি যৌক্তিকভাবে পাওয়া যায় যে, অনাবাদী ভূমি, নদীর পানি এবং শিকারের মাঝে পার্থক্য করা হয়। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সরকারের জন্য কাউকে শিকার অথবা নদীর পানির মালিক বানানো জায়িয নেই এবং আমরা লক্ষ্য করছি যে, যদি সরকার কাউকে অনাবাদী জমির মালিক বানিয়ে দেয়, অতঃপর তা অন্য আরেক ব্যক্তিকে মালিক বানায় তবে এটা জায়িয। অনুরূপভাবে যদি সরকার মুসলিম কল্যাণে তা বিক্রয়ের প্রয়োজনিয়তা অনুভব করে তবে তার জন্য তা বিক্রি করা জায়িয। পক্ষান্তরে নদীর পানি এবং স্থল ও জলের শিকারের ব্যাপারে এটা জায়িয নেই। সুতরাং যখন জমির ব্যাপারে এই ইখতিয়ার সরকারের জন্য রয়েছে, এতে প্রমাণিত হয় যে, ঐ জমিসমূহের হুকুম সরকারের ইখতিয়ারে রয়েছে। আর এই জমিসমূহ তার নিয়ন্ত্রণে মুসলমানদের ঐ অপরাপর সম্পদের ন্যায়, যা সরকারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এগুলোকে নির্দিষ্টভাবে কেউ রদ করতে পারে না এবং না কেউ এগুলো নিয়ে মালিক হতে পারে, যতক্ষণ না সরকার মুসলমানদের কল্যাণকে সামনে রেখে তাকে মালিক বানিয়ে দেয়। তাই যখন সরকার শিকার এবং পানিকে বিক্রি করতে পারে না, না কাউকে এগুলোর মালিক বানাতে পারে। এই দুই বস্তুর ব্যাপারে সরকার অপরাপর সাধারণ লোকদের মত এবং এই দুই বস্তু লাভ করার দ্বারা এগুলোর মালিকানা অপরিহার্য হয়ে যায়, এতে সরকারের কোন ভূমিকা থাকেনা। বস্তুত আমরা রিওয়ায়াতসমূহের যে মর্ম বর্ণনা করেছি এবং যে সমস্ত প্রমাণাদী উল্লেখ করেছি এতে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাব সাব্যস্ত হয়ে গেছে।

কেউ যদি এ বিষয়ে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করে ঃ

٤٩١٨ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا وَ يُوْنُسَ بْنَ يَزِيْدَ اَخْبَرَاهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَنْ اَحْيٰى اَرْضًا مَيْتَةً فَهِىَ لَهُ وَذٰلِكَ رِجَالاً كَانُوْا يَتَحَجَّرُوْنَ مِنَ الْاَرْضِ ـ

৪৯১৮. ইউনুস (র) ..... সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) তৎ পিতা (আবদুল্লাহ্ রা) থেকে বর্ণিত যে, উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলেছেন ঃ কেউ যদি অনাবাদী ভূমি আবাদ করে সেটি তার। তিনি এটা এজন্য বলেছেন যে, লোকেরা ভূমিকে (আশে-পাশে পাথর লাগিয়ে প্রাচীর নির্মাণ করে) অধিগ্রহণ করত।

٤٩١٩ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِى الْوَزِيْرِ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىْ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ ـ

৪৯১৯. আবূ বাক্‌রা (র) .....উমার (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

তাকে (উত্তরে) বলা হবে যে, এতে তোমার জন্য কোন প্রমাণ নেই। আমাদের মতে এর মর্মার্থ সেটাই যা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ঐ হাদীসের অধীনে উল্লেখ করেছি, যাতে তিনি বলেছেন ঃ "যে কেউ অনাবাদী ভূমি আবাদ করবে সেটি তার হবে"। এই হাদীস ব্যতীতও উমার (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে, যা প্রমাণ বহন করে যে, এই হাদীসের সেই মর্মই উদ্দেশ্য যা আমরা উল্লেখ করেছি।

٤٩٢. حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اِلَى عُمَرَ فَقَالَ اِنَّ بِاَرْضِ الْبَصْرَةِ اَرْضًا لاَ تَضُرُّ بِاَحَدِ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَيْسَتْ مِنْ اَرْضِ الْخَرَاجِ فَاِنْ شِئْتَ اَنْ تَقْطَعَنِيْهَا اَتَّخِذُهَا قَضِيْبًا وَزَيْتُوْنًا وَنَخْلاً فِيْ نَخْيْلِيْ فَاَفْعَلُ فَكَانَ اَوَّلَ مَنِ افْتَلَى الْفَلاَيَا بِاَرْضِ الْبَصْرَةِ قَالَ فَكَتَبَ عُمَرُ اِلَى اَبِيْ مُوْسَى الاَشْعَرِيْ اِنْ كَانَتْ حِمًى فَاقْطَعْهُ اِيَّاهُ ـ

৪৯২০. আবূ বিশর রকী (র) ..... মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ আবদুল্লাহ্ নামক বস্‌রা অধিবাসী এক ব্যক্তি উমার (রা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল, বসরা ভূখণ্ডে এরূপ একটি ভূমি আছে, যা মুসলমানদের কারো জন্য ক্ষতিকর নয় এবং সেটা খিরাজী ভূমিও নয়। আপনি যদি ইচ্ছা করেন সেটি আমাকে নির্ধারণ বা বন্দোবস্ত করে দিন। তাতে আমি শাক-সব্জি যায়তুন ও খেজুর লাগান (বাগান করব)। সে ছিলো প্রথম ব্যক্তি যে বস্‌রা ভূখণ্ডে বনভূমি (অনাবাদী ভূমি) বন্দোবস্ত নিয়েছিলো। রাবী বলেন, অনন্তর উমার (রা) (গভর্ণর) আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-কে এই মর্মে লিখলেন যে, যদি সেই স্থান চারণভূমি হয় তবে সেটি সে ব্যক্তিকে বন্দোবস্ত দিয়ে দাও।

তুমি কি লক্ষ্য করছনা যে, উমার (রা) ঐ ব্যক্তির জন্য ওটা (বনভূমি) নেয়া এবং মালিক হওয়া খলীফা তথা সরকার কর্তৃক বণ্টন ব্যতীত জায়িয সাব্যস্ত করেন নাই। যদি এটা না হত তাহলে তিনি তাকে বলতেন, আমার বণ্টনের তোমার কি প্রয়োজন। কেননা আমার অনুমতি ব্যতীতও ওটা তুমি আবাদ করতে পার এবং তুমি ওটার মালিক হতে পারো। এতে প্রমাণিত হয় যে, উমার (রা)-এর নিকট এটা তারই জন্য হবে যাকে সরকার তাতে অনুমতি প্রদান করবে এবং মালিক বানিয়ে দিবে। নিম্নোক্ত হাদীসও এর উপর প্রমাণ বহন করে ঃ

٤٩٢١ـ حَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَزْهَرُ السَّمَّانُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَنَا رِقَابُ الْاَرْضِ ـ

৪৯২১. ইব্ন মারযূক (র) .....মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) বলেছেন যে, ভূমির মালিকানা আমাদের (সরকারের) নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ ওটা একথার প্রমাণ বহন করে যে, সমস্ত ভূমিসমূহের মালিকানা মুসলিম সরকারের। তাঁদের নিয়ন্ত্রণ থেকে এই ভূমিসমূহ কেবল মাত্র তখনই মুক্ত হবে যখন তাঁরা নিজেদের সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত মুতাবিক তাদের শহর আবাদ করা এবং এর কল্যাণের জন্য সমর্পণ করবে। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত।

١٨ـ بَابُ اِنْزَاءِ الْحَمِيْرِ عَلَى الْخَيْلِ

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ গাধার মাধ্যমে ঘোটকীর প্রজনন

٤٩٢٢ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِىْ الْخَيْرِ عَنْ اَبِىْ رَزِيْنٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ اُهْدِيَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَغْلَةٌ فَرَكِبَهَا فَقَالَ عَلِىٌّ لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيْرَ عَلَى الْخَيْلِ لَكَانَ لَنَا مِثْلُ هٰذِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ الَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ ـ

৪৯২২. রাবী' আল-মুআয্যিন (র) ..... আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য একটি খচ্চর হাদিয়া হিসাবে পেশ করা হয় এবং তাতে তিনি আরোহণ করেন। সাহাবী আলী (রা) বললেন, যদি আমরা গাধার মাধ্যমে ঘোটকীর প্রজনন ঘটাতাম তবে আমাদের জন্যও অনুরূপ (খচ্চর) হত। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এই কাজ তারা করে যারা অজ্ঞ।

٤٩٢٣ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا شَرِيْكُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَلِىٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ ـ

৪৯২৩. ফাহাদ (র) .....আলী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٩٢٤ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَبِىْ جَهْضَمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا اخْتَصَّنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَئٍ دُوْنَ النَّاسِ اِلاَّ بِثَلاَثٍ اِسْبَاغِ الْوُضُوْءِ وَاَنْ لاَ نَاْكُلَ الصَّدَقَةَ وَاَنْ لاَ نَنْزِىَ الْحُمُرَ عَلَى الْخَيْلِ ـ

৪৯২৪. রাবী' আল-মুআয্যিন (র) .....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে অপরাপর লোকদের থেকে তিনটি বিষয় ছাড়া খাস কোন হুকুম করেননি। আর তা হলো, তিনি আমাদেরকে পূর্ণভাবে অযু করতে নির্দেশ দিয়েছেন, সাদাকা না খেতে হুকুম করেছেন এবং গাধার মাধ্যমে ঘোটকীর প্রজনন ঘটাতে নিষেধ করেছেন।

পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

একদল বিশেষজ্ঞ আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন যে, তারা গাধার মাধ্যমে ঘোটকীর প্রজনন ঘটানোকে অপছন্দনীয় মনে করেন এবং তারা এটাকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন, এর থেকে বাধা প্রদান করেছেন। তারা এই সমস্ত (উল্লেখিত) হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। পক্ষান্তরে অপরাপর বিশেষজ্ঞ আলিমগণ এ বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করেছেন এবং তাঁরা এতে কোন অসুবিধা মনে করেন না। এ ব্যাপারে তাদের প্রমাণ হলো যে, যদি এ কাজ অপছন্দনীয় হত তবে খচ্চরের উপর আরোহণ করাটাও অপছন্দনীয় হত। কেননা যদি লোকদের খচ্চর এবং এর উপর আরোহণের আগ্রহ না থাকত তাহলে গাধার মাধ্যমে ঘোটকীর প্রজনন ঘটানো হতনা।

তুমি কি লক্ষ্য করছনা যে, যখন মানুষকে খাসী করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে, এতে খাসী লোকদের (গোলামদের) গ্রহণ করা অপছন্দনীয় হয়ে গেছে। কেননা তাদের গ্রহণ করাতে লোকদের খাসী করার প্রতি আগ্রহ হত। এজন্য যে, যখন লোকেরা তাদেরকে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে তখন ফাসিক ও পাপাচারীরা তাদেরকে খাসী করতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে।

٤٩٢٥- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْقَوَارِيْرِيُّ قَالَ ثَنَا عُفَيْفُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عِيْسَى الذَّهْبِيْ قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بِخَصِيٍّ فَكَرِهَ أَنْ يَبْتَاعَهُ وَقَالَ مَاكُنْتُ لأُعِيْنَ عَلَى الْاخْصَاءِ -

৪৯২৫. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... আলা ইব্ন ঈসা যাহাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র)-এর কাছে একজন খাসী করা (গোলাম)-কে উপস্থিত করা হলে তিনি তাকে ক্রয় করা অপছন্দ করলেন এবং বললেন, আমি খাসী করা (কাজের)-র উপর সহযোগিতা করবনা।

তাই যে বস্তুর উপার্জনকে পরিত্যাগ করা দ্বারা কতক গোনাহ্গারদেরকে তাদের গোনাহের কারণে পরিত্যাগ করা আবশ্যক হয়, তার অর্জন সংগত নয়। সুতরাং যখন খচ্চর রাখা এবং এর উপর সওয়ার হওয়া বৈধতার ব্যাপারে ঐক্যমত রয়েছে এতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথমোক্ত রিওয়ায়াতে তিনি তা দ্বারা হারাম করার ইচ্ছা পোষণ করেন নাই; বরং এর দ্বারা তিনি অন্য কোন অর্থের ইচ্ছা করেছেন।

খচ্চরের উপর আরোহণের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতসমূহ থেকে কিছু রিওয়ায়াত নিম্নরূপ ঃ

٤٩٢٦- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْقَوَارِيْرِيُّ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيْ اسْحَاقَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ يَا أَبَا عُمَارَةَ وَلَّيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ مَاوَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلٰكِنْ وَلَّى سَرْعَانُ النَّاسِ تَلَقَّتْهُمْ هَوَازِنُ بِالنَّبْلِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَأَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ اَخَذَ بِلِجَامِهَا وَهُوَ يَقُوْلُ اَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ -

৪৯২৬. ইব্ন আবী দাঊদ (র) .....আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি বারা (রা) কে বলল, হে আবূ উমারা! আপনারা কি যুদ্ধে (রাসূল সা-কে রেখে) পলায়ন করেছিলেন? তিনি (উত্তরে) বললেন, না, আল্লাহ্র কছম! রাসূলুল্লাহ্ কখনও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন নাই। বরং কিছু সংখ্যক তাড়াহুড়াকারী লোক পৃষ্ঠপ্রদর্শন বা পলায়ন করেছিলো। হাওয়াযিন গোত্রের শত্রুরা তা নিয়ে তাদের সম্মুখীন হয়েছিলো। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি তাঁর সাদা খচ্চরের উপর আরোহিত ছিলেন এবং আবূ সুফইয়ান ইব্ন হারিস (রা) এর লাগাম ধারণ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বলছিলেন ঃ আমি নবী-ই মিথ্যা নয়, আমি আবদুল মুত্তালিবের পুত্র নিশ্চয়।

٤٩٢٧- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا أَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

Contents

৩৯২৭. ফাহাদ (র) ..... আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি নিজস্ব সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٩٢٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ مِثْلَهُ -

৪৯২৮. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... বারা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٩٢٩- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اَبَاهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَلَزِمْتُ اَنَا وَاَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ نُفَارِقْهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى بَغْلَةٍ لَّهُ بَيْضَاءَ اَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَاثَةَ الْجُذَامِىُّ -

৪৯২৯. ফাহাদ (র) ..... কাসীর ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) বলেন, আমি গায্‌ওয়া হুনায়নের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। আমি এবং আবূ সুফইয়ান ইব্‌ন হারিস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে সার্বক্ষণিক অবস্থান করেছি, তাঁর থেকে আমরা পৃথক হইনি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাদা খচ্চরের উপর সওয়ার ছিলেন, যা ফারওয়া ইব্‌ন নাফ্‌ফাসা জুযামী (রা) তাঁকে হাদিয়া হিসাবে দিয়ে ছিলেন।

٤٩٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ اَبِيْهِ نَحْوَهُ -

৪৯৩০. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... কাসীর ইব্‌ন আব্বাস (রা) তার পিতা (আব্বাস রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٩٣١- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى بَغْلَتِهِ -

৪৯৩১. আলী ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... কাসিম ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেছেন ঃ আমি গায্‌ওয়া হুনায়নের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম এবং তিনি তাঁর খচ্চরের উপর সওয়ার ছিলেন।

٤٩٣٢- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمٰنَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ عَنْ اُمِّهِ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلٰى بَغْلَتِهِ -

৪৯৩২. ফাহাদ (র) ..... সূলায়মান ইব্ন আমর ইব্ন আহওয়াস তাঁর মাতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কুরবানীর দিন জামরাতুল আকাবার কাছে দেখেছি। তিনি স্বীয় খচ্চরের উপর সওয়ার ছিলেন।

٤٩٣٣ـ حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ اَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاهُمْ وَهُوَ رَاكِبُ عَلٰى بَغْلَتِهِ ـ

৪৯৩৩. ফাহাদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন বিশ্র (র) তার পিতা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের কাছে এসেছিলেন এবং তিনি স্বীয় খচ্চরের উপর সওয়ার ছিলেন।

٤٩٣٤ـ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِىْ اِيَاسٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ قَالَ ثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِىْ وَحُمَيْدُ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى بَغْلَتِهِ شَهْبَاءَ فَمَرَّ عَلٰى حَائِطٍ لِبَنِىْ النَّجَّارِ فَاِذَا قَبْرُ يُعَذَّبُ صَاحِبُهُ فَحَاصَتِ الْبَغْلَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ لاَ اَنْ لاَّ تَدَافَنُوْا لَدَعَوْتُ اللّٰهَ يُسْمِعُكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ ـ

৪৯৩৪. নাসর ইব্ন মারযূক (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বীয় খচ্চর শাহ্বা'র উপর আরোহী ছিলেন। অনন্তর তিনি বানূ নাজ্জার গোত্রের এক বাগানের কাছে দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। সেখানে একটি কবর ছিলো এবং কবরস্থ ব্যক্তির আযাব হচ্ছিলো। খচ্চরটি লাফাচ্ছিলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমার যদি এই আশংকা না হত যে, তোমরা (মৃতদেরকে) দাফন করা ছেড়ে দিবে তবে আমি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করতাম যে, তিনি যেন তোমাদেরকে কবরের আযাব শুনায়ে দেন।

٤٩٣٥ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّافِعِىُّ قَالَ ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ ثَنَا فَائِدُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ رَاٰى بَغْلَةَ النَّبِىِّ ﷺ شَهْبَاءَ وَكَانَتْ عِنْدَ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ ـ

৪৯৩৫. আহমদ ইব্ন দাউদ (র) ..... উবায়দুল্লাহ ইব্ন আলী ইব্ন আবী রাফি' (র) তৎ পিতা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ-এর খচ্চর শাহ্বাকে দেখেছেন। এবং সেটা (তখন) আলী ইব্ন হুসাইন (র)-এর কাছে ছিলো।

٤٩٣٦ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِيَاسُ بْنُ سَلْمَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُنَيْنًا فَذَكَرَ حَدِيْثًا طَوِيْلاً فِيْهِ فَمَرَرْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُنْهَزِمًا وَهُوَ عَلٰى بَغْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ ـ

৪৯৩৬. আবূ বাক্রা (র) ..... ইয়াস ইব্ন সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা হুনায়নের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। অতঃপর তিনি এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে এটাও রয়েছে যে, আমি পরাস্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। (দেখেছি) তিনি তাঁর শাহবা খচ্চরের উপর (সওয়ার) ছিলেন।

٤٩٣٧ـ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا اَبْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِلاَلٍ عَنْ اَسْلَمَ بْنَ اَبِىْ عِمْرَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ رَكِبَ رَسُوْلُ ﷺ بَغْلَتَهُ فَاتْبَعْتُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْثَ ـ

৪৯৩৭. বাহর ইব্‌ন নাসর (র) .....উকবা ইব্‌ন আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর খচ্চরের উপর সওয়ার হলেন আমি তাঁর পিছনে হলাম। অতঃপর তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

বস্তুত খচ্চরের উপর আরোহণের বৈধতা নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে তাওয়াতুরের সাথে (মুতাওয়াতির) হাদীসসমূহ বর্ণিত আছে।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) থেকেও (হাদীস) বর্ণিত আছে, যা নিম্নরূপ ঃ

٤٩٣٨ـ حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَشْوَعٍ عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًا أُتِىَ بِبَغْلَةٍ يَوْمَ الْاَضْحٰى فَرَكِبَهَا فَلَمْ يَزَلْ يُكَبِّرُ حَتّٰى اَتَى الْجَبَانَةَ ـ

৪৯৩৮. ফাহাদ (র) .....হানাশ ইব্‌ন মু'তামির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা) কে দেখেছি কুরবানীর দিন তাঁর কাছে খচ্চর নিয়ে আসা হলো আর তিনি তাতে আরোহণ করলেন এবং তিনি বালুকাময় প্রান্তর পর্যন্ত অবিরত তাকবীর বলে যাচ্ছিলেন।

٤٩٣٩ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرِ الرَّقِّىُّ قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلٰى بَغْلَةٍ بَيْنَمَاءَ يُرِيْدُ الصَّلٰوةَ فَجَاءَ رَجُلُ فَاَخَذَ بِخِطَامِ بَغْلَتِهِ فَسَأَلَهُ عَنْ يَوْمِ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ فَقَالَ هُوَ يَوْمُكَ هٰذَا خَلِّ سَبِيْلَهَا ـ

৪৯৩৯. আবূ বিশর রকী (র) .....আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি কুরবানীর দিন তাঁর সাদা খচ্চরে আরোহণ করে সালাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। অনন্তর জনৈক ব্যক্তি এসে তাঁর খচ্চরের লাগাম টেনে ধরে হজ্জে আকবারের দিন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, তা হলো তোমার আজকের এই দিন। এর (খচ্চর) পথ ছেড়ে দাও।

যদি কোন প্রশ্ন উথাপনকারী বলে যে, নবী ﷺ-এর বাণী اِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ (বস্তুত এই কাজ ঐ লোকেরা করে যারা অজ্ঞ)-এর মর্ম কি?

তাকে (উত্তরে) বলা হবে যে, আলিমগণ এর মর্ম এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, ঘোড়াকে বাঁধা, অর্জন করা এবং এটাকে ঘাস প্রদানে ছাওয়াব রয়েছে। পক্ষান্তরে খচ্চরের ব্যাপারে এটা নেই। সুতরাং নবী ﷺ বলেছেন যে, ঘোটকের মাধ্যমে ঘোটকীর প্রজনন করা চাই যেন এ দুটো থেকে ঐ বস্তু অর্জিত হয় যাতে ছাওয়াব রয়েছে। পক্ষান্তরে গাধার মাধ্যমে গোটকীর প্রজনন ঐ সমস্ত লোকেরা করে থাকে যারা অজ্ঞ। কেননা এতদুভয় থেকে খচ্চর সৃষ্টি হয় যাতে কোন ছাওয়াব নেই। তারা (তাদের অজ্ঞতার কারণে) তা থেকে ঐ বাচ্চার অর্জন ছেড়ে

দেওয়ার প্রতিপালনে রয়েছে ছাওয়াব এবং তারা এরূপ জন্তু অর্জন করে যার প্রতিপালনে কোন ছাওয়াব নেই। নবী ﷺ থেকে ঘোড়া বেঁধে রাখার ছাওয়াব সম্পর্কীয় বর্ণিত কিছু রিওয়ায়াত নিম্নরূপ ঃ

٤٩٤. حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ هِشَامُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْخَيْلِ فَقَالَ هِىَ لِثَلَاثَةٍ لِرَجُلٍ اَجْرٌ وَّلِرَجُلٍ سَتْرٌ وَلِرَجُلٍ وِزْرٌ فَاَمَّا مَنْ رَبَطَهَا عُدَّةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَانَّهُ لَوْطَوَّلَ لَهَا فِىْ مَرَجٍ خَصِيْبٍ اَوْرَوْضَةٍ خَصِيْبَةٍ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ عَدَدَ مَا اَكَلَتْ حَسَنَاتٍ وَعَدَدَ اَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ وَلَوْ انْقَطَعَ طُوْلُهَا ذٰلِكَ فَاعْتَلَّتْ شَرَفًا اَوْ شَرَفَيْنِ كَتَبَ اللّٰهُ عَدَدَ اٰثَارِهَا حَسَنَاتٍ وَلَوْ مَرَّتْ بِنَهْرٍ عِجَاجٍ لَايُرِيْدُ السَّقْىَ بِهِ فَشَرِبَتْ مِنْهُ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ عَدَدَ مَاشَرِبَتْ حَسَنَاتٍ وَمَنِ ارْتَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا شَرِبَتْ ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّٰهِ فِىْ رِقَابِهَا وَظُهُوْرِهَا كَانَتْ لَهُ سَتْرًا مِّنَ النَّارِ وَمَنْ ارْتَبَطَهَا فَخْرًا وَّرِيَاءً وَنَوَاءً عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ كَانَتْ لَهُ بُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوْ فَالْحُمْرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَمْ يَنْزِلْ عَلَىَّ فِى الْحُمُرِ شَىْءٌ اِلاَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ الْفَاذَّةُ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ ـ

৪৯৪০. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ঘোড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ ঘোড়া হলো তিন রকমের লোকের। একজনের জন্য তা ছাওয়াবের উপায়। আর একজনের হলো তা পর্দা স্বরূপ। আরেক জনের জন্য হলো তা পাপের কারণ। যে ব্যক্তি একে আল্লাহ্র পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে লালন-পালন করে এবং প্রস্তুত রাখে এবং এটাকে যদি দীর্ঘকাল পর্যন্ত সবুজ-শ্যামল চারণভূমি অথবা সবুজ বাগিচায় ঘুরিয়ে বেড়ায় তবে যে পরিমাণ ওটা খাবে এবং যে পরিমাণ মলত্যাগ করবে সে অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য নেকীসমূহ লিখে দিবেন। যদি ওটা অধীক সময় (চারণ ভূমিতে) বিচরণ না করে বরং এক দুই টিলায় বিচরণ করে তবে এর পায়ের চিহ্ন অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য নেকী লিখে দিবেন। যদি তা হাঙ্গামা বা মহড়া হিসাবে নদীর কাছে দিয়ে অতিক্রম করে এবং পানি পান করানোর ইচ্ছা না হয় কিন্তু তা থেকে পান করে নেয় তবে যে পরিমাণ ওটা পান করবে আল্লাহ্ তা'আলা সেই অনুযায়ী ঐ ব্যক্তির জন্য নেকী বা ছাওয়াব লিখে দিবেন। যে ব্যক্তি একে ধনাঢ্যতা বা মুখাপেক্ষীহীনতার নিমিত্ত এবং (ভিক্ষা-বৃত্তি থেকে) বাঁচার জন্য লালন-পালন করে অতঃপর ওটার গর্দান ও পিঠে আল্লাহ তা'আলার হক ভুলে যায় না তাহলে এটা তার জন্য জাহান্নাম থেকে পর্দা বা অন্তরায় হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একে সুখ্যাতি, রিয়াকারী ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতার জন্য লালন-পালন করে তবে সেটা কিয়ামত দিবসে তার জন্য বোঝা হবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! গাধার বিধান কি? তিনি বললেন, গাধার ব্যাপারে আমার প্রতি এই অনন্য একটি আয়াত ব্যতীত কিছু অবতীর্ণ হয়নিঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ ـ

অর্থাৎ ঃ কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তা দেখবে। (সূরা ঃ ৯৯ আয়াত ঃ ৭-৮)।

٤٩٤١- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُوبْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِنَحْوِ ذٰلِكَ اَيْضًا ـ

৪৯৪১. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٩٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِىْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ

৪৯৪২. মুহাম্মদ ইব্ন আমর (র) .....ইব্ন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (আল্লাহ্ তা'আলা) কিয়ামত পর্যন্তের জন্য ঘোড়ার কপালে কল্যাণ বেঁধে দিয়েছেন।

٤٩٤٣- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৪৯৪৩. ফাহাদ (র) .....ইব্ন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٩٤٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৪৯৪৪. ইব্ন আবী দাঊদ (র) .....ইব্ন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٩٤٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلْمَةَ الْقَعْنَبِىْ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৪৯৪৫. ইব্ন মারযূক (র) .....ইব্ন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٩٤٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ سَعِيْدَ الْمُقْبَرِىَّ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِيْمَانًا بِاللّٰهِ وَتَصْدِيْقًا بِوُعُوْدِ اللّٰهِ كَانَ شَبْعُهُ وَرَيُّهُ وَرَوْثُهُ حَسَنَاتٍ فِىْ مِيْزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

৪৯৪৬. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার উপর ঈমান রেখে এবং আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতিসমূহের সত্যায়ন করে, আল্লাহ্র পথে (জিহাদের জন্য) ঘোড়া (বেঁধে) রাখে তবে এর পেট ভরে আহার করা, (পানীয় দ্বারা) তৃপ্ত হওয়া এবং এর পায়খানা কিয়ামতের দিবসে তার মীযানের পাল্লায় নেকী হিসাবে বিবেচিত হবে।

٤٩٤٧- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُتْبَةُ بْنُ اَبِىْ حَكِيْمٍ عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْمَهْرِىِّ عَنْ اَبِى الْمُصَبِّحِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْخَيْلُ فِىْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ وَالنَّيْلُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَلِّدُوْهَا وَلاَ تُقَلِّدُوْهَا الْاَوْتَارَ ـ

৪৯৪৭. ফাহাদ (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, (আল্লাহ্ তা'আলা) কিয়ামত পর্যন্তের জন্য ঘোড়ার কপালে কল্যাণ ও ছাওয়াব বেঁধে রেখেছেন। এগুলোর গলায় মালা পরাও; কিন্তু ধনুকের ছিলা দিয়ে মালা পরাবেনা।

٤٩٤٨ـ حَدَّثَنَا اَبُوْبِشْرٍ الرَّقِّىُّ قَالَ ثَنَا اَلْفِرْيَابِىْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِىْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَلْاَجْرُ وَالْغَنِيْمَةُ ـ

৪৯৪৮. আবূ বিশর রকী (র) ..... জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ (আল্লাহ তা'আলা) কিয়ামত পর্যন্তের জন্য ঘোড়ার কপালে কল্যাণ তথা ছাওয়াব ও গনীমত বেঁধে রেখেছেন।

٤٩٤٩ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِىُّ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُوْنُسَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৪৯৪৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... ইউনুস (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি স্বীয় ইসনাদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٩٥٠ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ يُحَدِّثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ زِيَادُ بْنُ نُعَيْمٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا كَبْشَةَ صَاحِبَ النَّبِىِّ ﷺ يَقُوْلُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَلْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِىْ نَوَاصِيْهَا الْبِرُّ وَاَهْلُهَا مُعَانُوْنَ عَلَيْهَا وَالْمُنْفِقُ عَلَيْهَا كَالْبَاسِطِ يَدَيْهِ بِالصَّدَقَةِ ـ

৪৯৫০. ইউনুস (র) ..... যিয়াদ ইব্‌ন নুয়াইম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সাহাবী আবূ কাবশা (রা) কে নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন ঃ (আল্লাহ্ তা'আলা) কিয়ামত পর্যন্তের জন্য ঘোড়ার কপালে কল্যাণ বেঁধে দিয়েছেন। এগুলোর মালিক এর কারণে কষ্ট-ক্লেশ বহন করে। এগুলোর জন্য ব্যয়কারী হলো সাদাকা করার জন্য হাত প্রসারিতকারীর ন্যায়।

٤٩٥١ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ اِدْرِيْسَ وَابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِىْ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْخَيْرُ مَعْقُوْدٌ فِىْ نَوَاصِى الْخَيْلِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِمَّ ذٰلِكَ قَالَ الْاَجْرُ وَالْغَنِيْمَةُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَزَادَ فِيْهِ ابْنُ اِدْرِيْسَ وَالْاِبِلُ عِزٌّ لِاَهْلِهَا وَالْغَنَمُ بَرَكَةٌ ـ

৪৯৫১. ফাহাদ (র) ..... উরওয়া বারেকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ (আল্লাহ্ তা'আলা ঘোড়ার কপালে কল্যাণ বেঁধে দিয়েছেন। প্রশ্ন করা হল ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা কিভাবে? বললেন, তাহলো কিয়ামত পর্যন্তের জন্য ছাওয়াব ও গনীমত। এতে ইব্‌ন ইদ্রিস (র) "এবং উট এর মালিকের জন্য ইজ্জত ও বকরী বরকতের উপায়" (বাক্যটি) অতিরিক্ত রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٩٥٢۔ حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ ثَنَا فِطْرُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ قَالَ وَقَفَ عَلَيْنَا عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ وَنَحْنُ فِيْ مَجْلِسِنَا فَحَدَّثَنَا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلْخَيْرُ مَعْقُوْدٌ فِيْ نَوَاصِى الْخَيْلِ اَبَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۔

৪৯৫২. ফাহাদ (র) ..... আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার উরওয়া বারেকী (রা) আমাদের কাছে এসে থামলেন। আর আমরা আমাদের এক মজলিসে ছিলাম। অনন্তর তিনি আমাদের হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত সর্বদার জন্য ঘোড়ার কপালে কল্যাণ বেঁধে দিয়েছেন।

٤٩٥٣۔ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ۔

৪৯৫৩. ইব্ন মারযূক (র) ..... উরওয়া (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٩٥٤۔ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ الْوَحَاظِيْ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ وَزَادَ الْاَجْرَ وَالْغَنِيْمَةَ ۔

৪৯৫৪. ইব্ন আবী দাঊদ ওয়াহাযী (র) ..... উরওয়া বারেকী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি ছাওয়াব ও গনীমত শব্দটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

٤٩٥٥۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَالِمٍ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سُلَيْمٰنَ الْاَنْفُسُ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجَرَشِيُّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَلْمَةُ بْنُ قَيْسٍ السَّكُوْنِيْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاَهْلُهَا مُعَانُوْنَ عَلَيْهَا ۔

৪৯৫৫. মুহাম্মদ ইব্ন হামীদ (র) ..... সালামা ইব্ন কায়স সাকনী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্তের জন্য ঘোড়ার কপালে কল্যাণ বেঁধে দিয়েছেন। যদি এর মালিক এর জন্য কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করতে থাকে।

যদি কেউ বলে যে, নবী ﷺ কর্তৃক শুধু বানূ হাশিমকে গাধার মাধ্যমে ঘোটকীর প্রজনন নিষিদ্ধ করার মর্ম কি?

তাকে (উত্তরে) বলা হবে, কারণ এই যে ঃ

٤٩٥٦۔ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الْحَوْضِيْ قَالَ ثَنَا الْمَرَجِّيْ هُوَ ابْنُ رَجَاءٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ جَهْضَمٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ مَا اخْتَصَّنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ بِثَلاَثٍ اَنْ لاَ نَاْكُلَ الصَّدَقَةَ وَاَنْ نُسَبِّغَ الْوَضُوْءَ وَاَنْ لاَّ نَنْزِيَّ حِمَارًا عَلٰى فَرَسٍ

قَالَ فَلَقِيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْحَسَنِ وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ كَانَتِ الْخَيْلُ قَلِيْلَةً فِي بَنِي هَاشِمٍ فَاَحَبَّ اَنْ تَكْثُرَ فِيْهِمْ ـ

৪৯৫৬. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিনটি বিষয় ছাড়া আমাদেরকে কোন বিশেষ হুকুম করেননি। আর তা হল, তিনি আমাদেরকে সাদাকা খেতে নিষেধ করেছেন, পূর্ণভাবে অযূ করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং গাধার মাধ্যমে ঘোটকীর প্রজনন ঘটাতে নিষেধ করেছেন। রাবী বলেন, অতঃপর আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করলাম এবং তিনি বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করছিলেন। আমি তাঁকে বিষয়টি বললে তিনি বললেন, তিনি (ইব্‌ন আব্বাস রা) সত্য বলেছেন। বস্তুত বানূ হাশিম গোত্রে ঘোড়ার স্বল্পতা ছিলো। আর তিনি ﷺ তাঁদের মাঝে এর আধিক্য পসন্দ করেছেন। তাই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান (রা) তার ব্যাখ্যা দ্বারা এ কথাটিই বর্ণনা করেছেন, যার কারণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শুধু বানূ হাশিমকে গাধার মাধ্যমে ঘোটকীর প্রজনন ঘটাতে নিষেধ করেছেন।

অধিকন্তু এই কাজ হারাম নয়, তাদের কাছে ঘোড়ার স্বল্পতা এর কারণ ছিলো। যখন তাদের মাঝে ঘোড়ার প্রাচুর্যের মাধ্যমে এই কারণ দূর হলো তখন তারা এ বিষয়ে অপরাপর লোকদের ন্যায় হয়ে গেলেন। আর নবী ﷺ শুধু তাদেরকে এ কাজ থেকে নিষেধ করায় প্রমাণিত হয় যে, অন্যদের জন্য এ কাজ বৈধ। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘোড়া বেঁধে রাখার ব্যাপারে ছাওয়াব ও বিনিময়ের উল্লেখ করেছেন, যেমন আমরা বর্ণনা করেছি। পক্ষান্তরে তাঁকে যখন গাধা প্রতিপালনের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলো তখন তিনি এতে কোন ছাওয়াবের কথা বলেননি। সুতরাং যখন খচ্চর ঘোড়ার বিপরীত তখন সেগুলো গাধার অনুরূপ হবে। তাই যে ব্যক্তি জন্তুর ঐ বাচ্চা গ্রহণ পরিত্যাগ করে যেগুলোর প্রতিপালনে ছাওয়াব রয়েছে এবং ঐ বাচ্চা গ্রহণ করে যাতে ছাওয়াব নেই তবে তারা অজ্ঞ লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং আমরা যা কিছু উল্লেখ করেছি তাতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, বানূ হাশিম এবং অন্যদের জন্য খচ্চরসমূহ সৃষ্টি করা বৈধ, যদিও ঘোড়াসমূহ পয়দা করা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর এটা ইমাম আবূ হানীফা (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

١٩ـ كِتَابُ وُجُوْهِ الْفَيْءِ وَخُمُسِ الْغَنَائِمِ

১৯. অধ্যায় ঃ ফাই ও গনীমতের খুমুস বা এক পঞ্চমাংশের প্রকারভেদ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ـ

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ্ এই জনপদবাসীদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহ্‌র, তাঁর রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের এবং ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের। (সূরা ঃ ৫৯ আয়াত ঃ ৭)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ـ

অর্থাৎ ঃ আরও জেনে রাখ যে, যুদ্ধে যা তোমরা লাভ কর তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্র, রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, দরিদ্রদের এবং পথচারীদের। (সূরা ঃ ৮ আয়াত ঃ ৪১)

পর্যালোচনাও বিশ্লেষণ

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ আল্লাহ্ প্রথমোক্ত আয়াতে যা কিছু উল্লেখ করেছেন এটা মুশরিকদের ঐ সম্পদের ব্যাপারে, যার উপর মুসলমানগণ মুশরিকদের সঙ্গে সন্ধি করেছে এবং ঐ সম্পদের ব্যাপারে যা তাদের থেকে তাদের জানের জিয্ইয়া হিসাবে গ্রহণ করেছে প্রভৃতি সম্পদ সংক্রান্ত বিষয়ে। আর দ্বিতীয় আয়াতে যা কিছু উল্লেখ করেছেন, সেটা হলো ঐ সম্পদের পঞ্চমাংশ, যার উপর তারা তাদের তরবারী দ্বারা বিজয় লাভ করেছে। অথবা তা হলো ভূগর্ভস্থ সম্পদ, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ-এর পবিত্র যবানে পঞ্চমাংশ সাব্যস্ত করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর থেকে মুতাওয়াতির হাদীসসমূহ বর্ণিত আছে ঃ

٤٩٥٧۔ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ اَبِىْ سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ فِىْ الرِّكَازِ الْخُمْسُ۔

৪৯৫৭. ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ ভূগর্ভস্থ সম্পদে খুমুস বা পঞ্চমাংশ রয়েছে।

٤٩٥٨۔ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ اَمَعَهُ اَبُوْ سَلْمَةَ فَقَالَ اِنْ كَانَ مَعَهُ فَهُوَ مَعَهُ۔

৪৯৫৮. ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। কোন প্রশ্নকারী তাকে (সুফইয়ান র) জিজ্ঞাসা করল, হে আবূ মুহাম্মদ! তাঁর সঙ্গে কি আবূ সালামা (র) ও ছিলেন? তিনি বললেন, যদি তিনি তাঁর সঙ্গে থেকে থাকেন তো থেকেছেন [নতুবা সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র.) একাই নির্ভরযোগ্য]।

সুতরাং সমস্ত ফাই এবং গনীমতে পঞ্চমাংশের অভিন্ন হুকুম। অতঃপর আলিমগণ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ফাই সম্পর্কীয় আয়াতে فَلِلّٰه এবং গনীমত সম্পর্কীয় আয়াতে فَاَنَّ لِلّٰه -এর ব্যাখ্যাতে বিরোধ করেছেন। কতক আলিম বলেছেন, এর দ্বারা ফাই -এর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য এক হিস্যা ওয়াজিব, অনুরূপভাবে গনীমতের এক পঞ্চমাংশেও। তারা এই হিস্যাটিকে কা'বা শরীফের উপর ব্যয় করার জন্য নির্ধারণ করেছেন। তারা এ বিষয়টি আবুল আলিয়া (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

٤٩٥٩۔ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنِىْ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ اَبِى جَعْفَرِ الرَّازِىْ عَنِ الرَّبِيْعِ عَنْ اَبِىْ الْعَالِيَةِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُؤْتٰى بِالْغَنِيْمَةِ فَيَضْرِبُ بِيَدِه فَمَا وَقَعَ فِيْهَا مِنْ شَىْءٍ جَعَلَهُ لِلْكَعْبَةِ وَهُوَ سَهْمُ بَيْتِ اللّٰهِ ثُمَّ يَقْسِمُ مَابَقِىَ عَلٰى خَمْسَةٍ فَيَكُوْنُ

لِلنَّبِىِّ ﷺ وَلِذِىْ الْقُرْبٰى سَهْمٌ وَلِلْيَتَامٰى سَهْمٌ وَلِلْمَسَاكِيْنِ سَهْمٌ وَلاِبْنِ السَّبِيْلِ سَهْمٌ قَالَ وَالَّذِىْ جَعَلَهُ لِلْكَعْبَةِ هُوَ السَّهْمُ الَّذِىْ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ـ

৪৯৫৯. আলী ইব্ন আবদুল আযীয (র) ..... আবুল আলিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ﷺ -এর কাছে গনীমতের সম্পদ নিয়ে আসা হত। তিনি তাতে হাত রাখতেন, যা কিছু তাতে আসত তা কা'বা শরীফের জন্য নির্ধারণ করতেন এবং সেটা বায়তুল্লাহ্ শরীফের অংশ হত। এরপর যা কিছু অবশিষ্ট থাকত তা পাঁচ (ভাগে) ভাগ করতেন ঃ নবী ﷺ-এর জন্য এক হিস্যা, তাঁর স্বজনদের জন্য এক হিস্যা, ইয়াতীমদের জন্য এক হিস্যা, দরিদ্রদের জন্য এক হিস্যা এবং পথচারীদের জন্য এক হিস্যা হত। তিনি (আবুল আলিয়া র) বলেন, কা'বা শরীফের জন্য সেই হিস্যাটিই নির্ধারণ করতেন, যা আল্লাহ্ তা'আলার হিস্যা হত।

পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এই মত গ্রহণ করেছেন যে, এতে আল্লাহ্ তা'আলা যা কিছু আপন সত্তার দিকে সম্বন্ধ করেছেন তা তো শুধু বাক্যের সূচনা করার জন্য। আল্লাহ্ তা'আলা এর সাথে ফাই এবং গনীমতের খুমুস তথা পঞ্চমাংশের বণ্টনের হুকুমের সূচনা করেছেন। তাঁরা বলেন, অনুরূপভাবে যা কিছু রাসূলুল্লাহ্ﷺ -এর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে এর হুকুমও এটাই। তাঁরা এই বিষয়টি ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

٤٩٦٠ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِىْ وَمُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ بْنِ رَاشِدِ الْبَصْرِىْ وَعَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ الْكُوْفِىْ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتِ الْغَنِيْمَةُ تُقْسَمُ عَلٰى خَمْسَةِ اَخْمَاسٍ فَاَرْبَعَةٌ مِنْهَا لِمَنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا وَخُمُسٌ وَّاحِدٌ يُقْسَمُ عَلٰى اَرْبَعَةٍ فَرُبُعٌ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِذِى الْقُرْبٰى يَعْنِىْ قَرَابَةَ النَّبِىِّ ﷺ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئًا وَّالرُّبُعُ الثَّانِىْ لِلْيَتَامٰى وَالرُّبُعُ الثَّالِثُ لِلْمَسَاكِيْنِ وَالرُّبُعُ الرَّابِعُ لاِبْنِ السَّبِيْلِ وَهُوَ الضَّيْفُ الْفَقِيْرُ الَّذِىْ يَنْزِلُ بِالْمُسْلِمِيْنَ ـ

৪৯৬০. মুহাম্মাদ ইব্ন হাজ্জাজ ইব্ন সুলায়মান আল-হায্রামী (র), মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা ইব্ন রাশিদ আল-বসরী (র) ও আলী ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন মুগীরা আল-কুফী (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, গনীমতের সম্পদ পাঁচ ভাগে ভাগ করা হত। এর থেকে চার হিস্যা জিহাদকারী তথা মুজাহিদদের জন্য হত এবং পঞ্চমাংশ চার ভাগ হত। এক হিস্যা আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর রাসূলﷺ ও তাঁর স্বজনদের জন্য হত। বস্তুত যে হিস্যা আল্লাহ্ ও রাসূলের জন্য হত সেটাই নবী ﷺ-এর স্বজনদের জন্য হত। এবং নবীﷺ খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ থেকে কিছু গ্রহণ করতেন না। দ্বিতীয় হিস্যাই ইয়াতীমদের জন্য, তৃতীয় হিস্যা দরিদ্রদের জন্য এবং চতুর্থ হিস্যা পথচারী বা মুসাফিরদের জন্য হত। আর পথচারী মুসাফির দ্বারা ঐ সমস্ত দুর্বল ফকীর লোক উদ্দেশ্য, যারা মুসলমানদের কাছে এসে অবস্থান করে।

অন্য আরেক দল আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ -এর মর্ম হলো বাক্যের সূচনা বা সূত্রপাত। এবং তাঁর বাণী ঃ وَلِلرَّسُوْلِ দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর জন্য হিস্যা ওয়াজিব

হয়। অনুরূপভাবে গনীমতের পঞ্চমাংশের ব্যাপারে যা কিছু তাঁর দিকে উল্লেখ হয়েছে, তা দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। তাঁরা এ বিষয়টি হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবী তালিব (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেনঃ

٤٩٦١ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُذَيْفَةَ مُوْسَى بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيْ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ اَلْاٰيَةَ قَالَ اَمَّا قَوْلُهُ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ فَهُوَ مِفْتَاحُ كَلَامِ اللّٰهِ فِيْ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِيْ الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَاخْتَلَفَ النَّاسُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ قَائِلُ سَهْمُ ذَوِى الْقُرْبٰى لِقَرَابَةِ الْخَلِيْفَةِ وَقَالَ قَائِلُ سَهْمُ النَّبِيِّ ﷺ لِلْخَلِيْفَةِ مِنْ بَعْدِهٖ ثُمَّ اَجْمَعَ رَأْيُهُمْ عَلٰى اَنْ جَعَلُوْا هٰذَيْنِ السَّهْمَيْنِ فِىْ الْخَيْلِ وَالْعَامِلِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكَانَ ذٰلِكَ فِىْ اِمَارَةِ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ـ

৪৯৬১. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... কায়স ইব্‌ন মুসলিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র)-কে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

وَاَعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ اَلْاٰيَةَ ـ

(অর্থাৎ ঃ আরও জেনে রাখ যে, যুদ্ধে যা তোমরা লাভ কর তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র .....)-এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ বাণীটি দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ্ তা'আলার কালামের ভূমিকা (এরপর) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, রাসূলের স্বজনগণ, ইয়াতীম, দরিদ্র, ও পথচারী মুসাফিরদের হিস্যা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওফাতের পরে এ বিষয়ে সাহাবাদের মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। কেউ বলেছেন, স্বজনদের হিস্যা হলো খলীফার স্বজনদের জন্য। কেউ বলেছেন, নবী ﷺ-এর ওফাতের পরে তাঁর হিস্যা তাঁর পরবর্তী খলীফার জন্য। অতঃপর এ বিষয়ে সকলের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, তাঁরা সকলে এই দুই হিস্যাকে ঘোড়া তথা অস্ত্র-শস্ত্র ও আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের প্রস্তুতির জন্য নির্ধারণ করেছেন। আর এটা আবূ বকর (রা) ও উমার (রা)-এর খিলাফতের যুগে ছিলো।

যখন তাঁদের (ফকীহ্‌দের) মাঝে ফাই এবং গনীমতের খুমুস বা পঞ্চমাংশের বণ্টনের উপর এই মতবিরোধ হয়েছে এবং তাদের প্রত্যেক দল সেই কথাই বলেছেন যা আমরা উল্লেখ করেছি। সুতরাং আমাদের জন্য অপরিহার্য হলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা যেন তাদের অভিমতসমূহ থেকে বিশুদ্ধতম অভিমতটি বের করতে সক্ষম হই। তাই আমরা তাদের অভিমতকে নিরীক্ষণ করেছি যারা এটাকে ছয় ভাগে ভাগ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা এর যেই হিস্যা নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন তা আল্লাহ্ তা'আলার হকের ক্ষেত্রে ব্যয় করা হবে। যেমন তারা উল্লেখ করেছে যে, তাঁদের এ বক্তব্যের কি কোন স্বতন্ত্র অর্থ আছে? আমরা লক্ষ্য করেছি যে, এই উম্মত (মুহাম্মদী) ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত উম্মতের উপর গনীমত হারাম ছিলো। অতঃপর

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর খাস রহমতে এবং আসানী সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এই উম্মতের জন্য তা হালাল সাব্যস্ত করেছেন। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-থেকে রিওয়ায়াতসমূহ বর্ণিত আছে ঃ

٤٩٦٢- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُذَيْفَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَعْمَشَ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ لَمْ تَحِلَّ الْغَنِيْمَةُ لاَحَدٍ سُوْدِ الرُّؤُسِ قَبْلَنَا كَانَتِ الْغَنِيْمَةُ تَنْزِلُ النَّارُ فَتَأْكُلُهَا فَنَزَلَتْ لَوْ لاَ كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْ الْكِتَابِ السَّابِقِ -

৪৯৬২. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের পূর্বে কোন কালো মাথা বিশিষ্ট জাতির জন্য গনীমত (-এর সম্পদ) হালাল ছিলনা। আসমান থেকে আগুন আসত এবং গনীমতের মাল জ্বালিয়ে দিত। পরে আয়াত নাযিল হলো ঃ

لَوْ لاَ كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ (فِيْ الْكِتَابِ السَّابِقِ) -

অর্থাৎ ঃ পূর্ববর্তী কিতাবে আল্লাহ্র পূর্ব বিধান না থাকলে (তোমরা যা গ্রহণ করেছ তজ্জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি) আপতিত হত। (সূরা ঃ ৮ আয়াত ঃ ৬৮)

٤٩٦٣- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفُ الْفِرْيَابِيْ قَالَ ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمْ تَحِلَّ الْغَنِيْمَةُ لِقَوْمٍ سُوْدِ الرُّؤُسِ قَبْلَكُمْ كَانَتْ تَنْزِلُ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتَأْكُلُهَا حَتّٰى كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ فَوَقَعُوْا فِيْ الْغَنَائِمِ فَاخْتُلِفَ بِهِمْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَوْلاَ كِتَابٌ مِنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا اَخَذْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّبًا ثُمَّ اَنَّ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اخْتَلَفُوْا فِيْ الاَنْفَالِ فَانْتَزَعَهَا اللّٰهُ مِنْهُمْ ثُمَّ جَعَلَهَا لِرَسُوْلِهِ ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الاَنْفَالِ قُلِ الاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ -

৪৯৬৩. হুসাইন ইব্ন নাস্র (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের পূর্বে কোন কালো মাথা (চুল) বিশিষ্ট জাতির জন্য গনীমত (এর সম্পদ) হালাল ছিল না, আকাশ থেকে আগুন এসে তা জ্বালিয়ে দিত। অবশেষে বদর (যুদ্ধের) দিন এলো এবং মুসলমানগণ গনীমতের সম্পদে পড়ে গেল এবং তাদের মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেল। আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করলেন ঃ

لَوْ كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا اَخَذْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ - فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّبًا -

অর্থাৎ ঃ যদি আল্লাহ্র পূর্ব বিধান না থাকতো তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ তজ্জন্য তোমাদের উপর মহা শাস্তি আপতিত হত। (সূরা ঃ ৮ আয়াত ঃ ৬৮)

অতঃপর সাহাবাগণ নফল বা গনীমত সম্পর্কে মতবিরোধ করেছেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তা তাদের থেকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়ে আয়াত অবতীর্ণ করেছেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ـ

অর্থাৎ ঃ লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে; বল, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ এবং রাসূলের (সূরা ঃ ৮ আয়াত ১)

٤٩٦٤ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْنُ اَبِى الزِّنَادِ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِىْ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى بَدْرٍ فَلَقِىَ الْعَدُوَّ فَلَمَّا هَزَمَهُمُ اللّٰهُ اتَّبَعَتْهُمْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَقْتُلُوْنَهُمْ وَاَحْدَقَتْ طَائِفَةٌ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاسْتَوْلَتْ طَائِفَةٌ بِالْعَسْكَرِ وَالنُّهْبِ فَلَمَّا نَفَى اللّٰهُ الْعَدُوَّ وَرَجَعَ الَّذِيْنَ طَلَبُوْهُمْ قَالُوْا لَنَا النَّفْلُ نَحْنُ طَلَبْنَا الْعَدُوَّ وَبِنَا نَفَاهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهَزَمَهُمْ وَقَالَ الَّذِيْنَ اَحْدَقُوْا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا اَنْتُمْ بِاَحَقَّ مِنَّا نَحْنُ اَحْدَقْنَا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَا يَنَالُ الْعَدُوُّ مِنْهُ غِرَّةً وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتَوْلَوْا عَلَى الْعَسْكَرِ وَالنُّهْبِ وَاللّٰهِ مَا اَنْتُمْ اَحَقُّ بِهِ مِنَّا نَحْنُ حَوَيْنَاهُ وَاسْتَوْلَيْنَاهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِلٰى قَوْلِهِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ فَقَسَمَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَهُمْ عَنْ فَوَاقٍ ـ

৪৯৬৪. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) ..... উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বদরের (যুদ্ধের) উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং শত্রুর (কাফির) সাথে মুকাবিলা করলেন। যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (কাফিরদের) কে পরাস্ত করলেন তখন মুসলমানদের একটি দল তাদের পিছনে অনুসরণ করে চললো এবং তাদেরকে হত্যা করে চললো। পক্ষান্তরে অপর একটি দল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে হিফাযত বা নিরাপত্তা দিচ্ছিলো। আরেকটি দল শত্রুবাহিনীর উপর বিজয়ী হলো এবং তাদেরকে লুট করতে লাগল। যখন আল্লাহ্ তা'আলা শত্রু (বাহিনী) কে পরাস্ত করে দিলেন এবং তাদের পিছনে অনুসরণকারী দল ফিরে এলো তখন তারা বলতে লাগল, গনীমতের মাল আমাদের। কেননা শত্রুর পিছনে আমরা (ধাওয়া) করেছি এবং আমাদের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে দূর করেছেন ও পরাস্ত করেছেন। যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হিফাযতে নিযুক্ত ছিলো তারা বলল, তোমরা আমাদের থেকে অধিক হকদার নও। আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে নিরাপত্তা দিয়েছি, যেন শত্রুবাহিনী প্রতারিত করে তাঁর উপর আক্রমণ করতে না পারে। আর যারা শত্রুর উপর বিজয়ী হলো এবং লুট করলো তারা বলতে লাগল, আল্লাহ্র কছম! তোমরা আমাদের অপেক্ষা এর অধিক হকদার নও। আমরা এই গনীমতের মালকে ঘিরে ফেলেছি এবং অর্জন করেছি। এই প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করেছেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِلٰى قَوْلِهِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ـ

অর্থাৎ ঃ লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গনীমত) সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, বল, 'যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ এবং রাসূলের; যদি তোমরা মু'মিন হও পর্যন্ত (সূরা ঃ ৮ আয়াত ১)।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের মাঝে তা বরাবরভাবে বণ্টন করেছেন।

٤٩٦٥- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ يَحْيَى قَالَ ثَنَا اَبُوْ النَّضْرِ قَالَ ثَنَا الْاَشْجَعِيُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ اَبِيْ رَبِيْعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ اَبِيْ سَلَامٍ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ عُبَادَةَ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَقَسَمَهَا النَّبِيُّ ﷺ عَنْ فَوَاقٍ بَيْنَهُمْ وَنَزَلَ الْقُرْاٰنُ يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ اِنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِيْ غَيْرِ هٰذَا الْمَعْنٰى -

৪৯৬৫. মালিক ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... আবূ উমামা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিনি উবাদা (রা)-এর উল্লেখ করেন নাই। তবে তিনি এটা বলেছেন যে, নবী ﷺ তাদের মাঝে তা বরাবর করে বণ্টন করেছেন এবং কুরআন শরীফের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ -

অর্থাৎ ঃ লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গনীমত) সম্বন্ধে প্রশ্ন করে; বল, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্‌র এবং রাসূলের। আয়াতের শেষ পর্যন্ত। অন্য একদল আলিম বলেছেন যে, এই আয়াতটি অন্য অর্থে অবতীর্ণ হয়েছে।

٤٩٦٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ فِيْ قَوْلِهِ يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ قَالَ مَانَدَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِلَى الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ مِّنْ دَابَّةٍ وَّنَحْوِ ذٰلِكَ فَهُوَ نَفْلُ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ وَالدَّلِيْلُ عَلٰى صِحَّةِ هٰذَا التَّاوِيْلِ مَارُوِيَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ اَمْرِ اَبِيْ بَكْرَةَ -

৪৯৬৬. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন উসমান (র) ..... আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার এই বাণী ঃ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ সম্পর্কে বলেছেন, এটা হলো মুশরিকদের জন্তু লড়াই ব্যতীত পলায়ন করে মুসলমানদের দিকে ছুটে চলে আসা। অথবা অনুরূপ কোন অবস্থা হওয়া। তো এটা নবী ﷺ-এর জন্য নফল হিসাবে গণ্য হবে। আর তিনি বলেছেন, এই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের বিশুদ্ধতার সপক্ষে প্রমাণ হলো আবূ বাক্‌রা (রা)-এর বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াত ঃ

٤٩٦٧- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ ثَنَا اَبِيْ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ مَنْ خَرَجَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الطَّائِفِ اَعْتَقَهُ فَكَانَ اَبُوْ بَكْرَةَ مِنْهُمْ فَهُوَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৪৯৬৭. ফাহাদ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তায়িফ অভিযানের দিন যে কেউ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে চলে এসেছে তিনি তাকে আযাদ করে দিয়েছেন। আবূ বাক্‌রা (রা) ও তাদের মধ্যে থেকে (একজন) ছিলেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আযাদ করা গোলাম ছিলেন।

٤٩٦٨ـ حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ الْخَلِيْلِ الْكُوْفِيْ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَعْتَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الطَّائِفِ مَنْ خَرَجَ اِلَيْهِ مِنْ عَبِيْدِ الطَّائِفِ فَكَانَ مِمَّنْ عُتِقَ يَوْمَئِذٍ اَبُوْ بَكْرَةَ وَغَيْرُهُ فَكَانُوْا مَوَالِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ـ

৪৯৬৮. ফাহাদ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তায়িফ অভিযানের দিন সেখানকার যে গোলাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসেছে তিনি তাকে আযাদ করে দিয়েছেন। সেইদিন যারা আযাদ হয়েছিলো আবূ বাক্‌রা (রা) তাদের অন্যতম এবং অন্যরাও ছিলো, এরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আযাদ করা গোলাম ছিলো।

٤٩٦٩ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ صَالِحِ الْاَزْدِيْ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ اٰدَمَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُهَلْهَلٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنِ الشَّبَاكِ عَنِ الشَّعْبِيْ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيْفٍ قَالَ سَأَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَرُدَّ اِلَيْنَا اَبَا بَكْرَةَ فَابٰى عَلَيْنَا وَقَالَ هُوَ طَلِيْقُ اللّٰهِ وَطَلِيْقُ رَسُوْلِهِ ـ

৪৯৬৯. আহমদ ইব্‌ন দাউদ ইব্‌ন মূসা (র) ..... শা'বী (র) সূত্রে ছাকীফ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এই মর্মে আবেদন করলাম যে, আবূ বাক্‌রাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিন। তিনি এতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন এবং বললেন, সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আযাদকৃত।

তোমরা কি লক্ষ্য করছনা যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বাক্‌রা (রা) সহ তাঁর কাছে তায়িফ থেকে আগত অপরাপর গোলামদেরকে এরূপভাবে আযাদ করেছেন যে, এতে তারা তাঁর আযাদ করা গোলাম হয়ে গেছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, তাদেরকে আযাদ করার পূর্বেই তাঁর জন্য তাদের মালিকানা অর্জিত হয়েছিলো, তার সঙ্গে অবশিষ্ট মুসলমানদের (মালিকানা) অর্জিত ছিলোনা, যখন তারা লড়াই ব্যতীত ধৃত হয়, যেমন ঐ সমস্ত সম্পদ যার উপর ঘোড়া এবং সওয়ারী দৌড়ান হয়নি। তবে এটা শুধু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য নির্ধারিত, তাঁর সঙ্গে অপরাপর মুসলমানদের এতে কোন অংশ বা মালিকানা নেই। একদল আলিম বলেন যে, সংশ্লিষ্ট আয়াতে এই দুই অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে ঃ

٤٩٧٠ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِيْ زَائِدَةَ قَالَ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِيْ هِنْدٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ فَعَلَ كَذَا وَ كَذَا فَذَهَبَ شُبَّانُ الرِّجَالِ وَجَلَسَ شُيُوْخٌ تَحْتَ الرَّايَاتِ فَلَمَّا كَانَتِ الْغَنِيْمَةُ جَاءَ الشُّبَّانُ يَطْلُبُوْنَ نَفْلَهُمْ فَقَالَ الشُّيُوْخُ لَاتَسْتَاثِرُوْا عَلَيْنَا فَاِنَّا كُنَّا تَحْتَ الرَّايَاتِ وَلَوْ اِنْهَزَمْتُمْ كُنَّا رِدْءً لَكُمْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ

وَجَلَّ يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ فَقَرَءَ حَتّٰى بَلَغَ كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوْنَ يَقُوْلُ اَطِيْعُوْا فِيْ هٰذَا الاَمْرِ كَمَا رَأَيْتُمْ عَاقِبَةَ اَمْرِيْ حَيْثُ خَرَجْتُمْ وَاَنْتُمْ كَارِهُوْنَ فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ اَفَلاَ تَرٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ قَسَمَهُ كُلَّهُ بَيْنَهُمْ كَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ وَكَانَ مَا اَضَافَهُ اللّٰهُ اِلٰى نَفْسِهِ عَلٰى سَبِيْلِ الْفَرْضِ وَمَا اَضَافَهُ اِلٰى رَسُوْلِهِ عَلٰى سَبِيْلِ التَّمْلِيْكِ وَقَدْ رُوِيَ فِيْ ذٰلِكَ وَجْهُ اٰخَرُ اَيْضًا ـ

৪৯৭০. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন আবী মারইয়াম (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন বদর অভিযানের দিন হলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি এরূপ এরূপ করবে সে এই এই পুরস্কার পাবে। সুতরাং যুবক সাহাবাহগণ (যুদ্ধে) চলে গেলেন এবং বৃদ্ধগণ পতাকার নিচে অবস্থান করলেন। যখন গনীমতের মালের বিষয় এলো তখন যুবকগণ এসে তাদের অতিরিক্ত হিস্যা চাইতে লাগলেন। বৃদ্ধগণ বললেন, আমাদের উপর তোমাদের প্রাধান্য নেই। আমরা পতাকার নিচে ছিলাম, যদি তোমরা পরাস্ত হতে তবে আমরা তোমাদের জন্য আশ্রয় ছিলাম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ (লোকেরা তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে) তিনি এই আয়াত পড়লেন এবং পড়তে পড়তে ঐ স্থান পর্যন্ত পৌঁছালেন ঃ

كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوْنَ ـ

অর্থাৎ ঃ এটা এইরূপ যেমন তোমার প্রতিপালক তোমাকে ন্যায়ভাবে তোমার গৃহ থেকে বের করে দিয়েছিলেন অথচ বিশ্বাসীদের একদল এটা পসন্দ করে নাই। (সূরা ঃ ৮ আয়াত ৫) তিনি বলছিলেন, এই বিষয়ে আনুগত্য কর যেমনটি তোমরা আমার কাজের পরিণতি দেখছিলে যে, যখন তোমরা (গৃহ থেকে) বের হয়েছিলে তখন তো অপসন্দ করছিলে। সুতরাং তিনি তাদের মাঝে (গনীমতের মাল) বরাবর করে বণ্টন করলেন। তোমরা দেখছনা যে, যখনই আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ অবতীর্ণ করলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গনীমতের সমস্ত মাল তাদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন। আর যা কিছু আল্লাহ্ তা'আলা নিজের দিকে সম্বন্ধ করেছেন তা হলো ফরয এবং স্বীয় রাসূলের দিকে যা সম্বন্ধ করেছেন তা মালিক বানানো হিসাবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্য একটি মর্মও বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

٤٩٧١ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهَبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ نَزَلَتْ فِيَّ اَرْبَعُ اٰيَاتٍ اَصَبْتُ سَيْفًا يَوْمَ بَدْرٍ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَفِّلْنِيْهِ فَقَالَ ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ اَخَذْتَهُ ثُمَّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَفِّلْنِيْهِ فَقَالَ ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ اَخَذْتَهُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَفِّلْنِيْهِ فَقَالَ ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ اَخَذْتَهُ اَتَجْعَلُ كَمَنْ لاَغْنِيَّ لَهُ اَوْ قَالَ وَجُعِلَ كَمَنْ لاَغْنِيَّ لَهُ اَلشَّكُّ مِنْ اِبْنِ مَرْزُوْقٍ قَالَ وَنَزَلَ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ ـ

৪৯৭১. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) .....মুস্‌আ'ব ইব্ন সা'দ (র) তার পিতা (সা'দ রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার প্রসঙ্গে চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আমি বদরের (অভিযানের) দিন একটি তরবারি পেলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটি আমাকে নফল হিসাবে প্রদান করুন। তিনি বললেন, এটি যেখান থেকে নিয়েছ সেখানেই রেখে দাও। এরপর বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটি আমাকে নফল হিসাবে প্রদান করুন। তিনি বললেন, এটি যেখান থেকে নিয়েছ সেখানে রেখে দাও। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এটি আমাকে দিন। তিনি বললেন, এটি যেখান থেকে তুমি নিয়েছ সেখানে রেখে দাও। তোমাকে কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় সাব্যস্ত করা হবে, যে মালদার নয় অথবা বলেছেন ঐ ব্যক্তির ন্যায় সাব্যস্ত করা হবে যার মালদারি অর্জিত নেই। (এখানে) ইব্ন মারযূক (র)-এর সন্দেহ রয়েছে। বলেন, এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ اِلَى اٰخِرَ الْاٰيَةِ ـ

বিশ্লেষণ

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এই সমস্ত রিওয়ায়াতসমূহে গনীমতের মাল হালাল হওয়ার যে উল্লেখ রেয়েছে, এটা শুরুতে আল্লাহ্ তা'আলা এবং রাসূলুল্লাহ্-এর জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা যা কিছু নিজের দিকে সম্বন্ধ করেছেন, এর এই মর্ম নয় যে, যা কিছু আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারে ব্যয় করা হবে তা হুবহু তারই ব্যাপারে ব্যয় করা হবে অন্য কোন দিকে ফিরানো জাইয হবে না এবং এটাকে হুবহু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হিস্যার দিকে ফিরানো হবে এবং একে দুই হিস্যায় বণ্টন করে দুই স্থানে ব্যয় করা হবে (এমনটি নয়)। বরং এই সমস্ত মাল একই খাতে ব্যয় করা হবে। অর্থাৎ এটাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হিস্যা সাব্যস্ত করা হবে। অতঃপর তিনি এর সাথে না তাঁর সাহাবাদেরকে প্রাধান্য দিবেন এবং না কতককে ছেড়ে অন্য কতকের জন্য নির্দিষ্ট করবেন। বরং তাদের সকলকে ব্যাপকভাবে প্রদান করবেন। এবং তাদের মাঝে বরাবর করে বণ্টন করবেন। এর থেকে আল্লাহ্‌র জন্য পঞ্চমাংশ বের করবেনা। কেননা খুমুস বা পঞ্চমাংশের আয়াত 'মালে ফাই'-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে এবং তখন পর্যন্ত তাঁর উপর গনীমতের মালের ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। বস্তুত যা কিছু আমরা উল্লেখ করেছি এতে প্রমাণিত হয় যে, যখন গনীমত সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হলো আর এটা সেই আয়াত যার ব্যাখ্যাতে মতবিরোধ রয়েছে, যেমন আমরা উল্লেখ করেছি যে, যা কিছু আল্লাহ্ তা'আলা গনীমত থেকে নিজের দিকে সম্বন্ধ করেছেন তা থেকে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য এরূপ হিস্যা সাব্যস্ত হয়না যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হিস্যার পরিপন্থী। বরং আল্লাহ্ তা'আলার হিস্যা ঐ সমস্ত পদ্ধতিতে বা লোকদের উপর বণ্টন হওয়া বাঞ্ছনীয় যাদের আমরা উল্লেখ করেছি। এতে সেই সমস্ত লোকদের অভিমত বাতিল হয়ে গিয়েছে, যাদের মতে গনীমতকে ছয় হিস্যায় বণ্টন করা হয়।

অতঃপর আমরা ঐ সমস্ত লোকদের অভিমতের দিকে ফিরে যাব, যাদের মতে গনীমতকে চার হিস্যায় বণ্টন করা হবে। তারা এ বিষয়ে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন, যাকে আমরা এই অধ্যায়ের শুরুতে নকল করেছি। যদিও এই হাদীসটি 'মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন) এবং এরূপ রিওয়ায়াত প্রমাণিত হয়না। কিন্তু হাদীস বিশেষজ্ঞ একদল আলিম বলেন যে, এটা (হাদীসটি) সহীহ্ বা বিশুদ্ধ এবং আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) যদিও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) কে দেখেন নাই, কিন্তু তিনি এই রিওয়ায়াতটি মুজাহিদ (র) ও ইব্ন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম ইকরামা থেকে গ্রহণ করেছেন।

٤٩٧٢ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ فَهْمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّ رَجُلاً رَحَلَ اِلَى مِصْرَ فَانْصَرَفَ مِنْهَا بِكِتَابِ التَّاوِيْلِ لِمُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ مَا رَأَيْتُ رِحْلَتَهُ

ذَهَبَتْ بَاطِلَةَ فَوَجَدْنَا مَا اُضِيْفَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالتَّحِيَّةُ فِيْ اٰيَةِ الاَنْفَالِ قَدْ كَانَ التَّمْلِيْكُ لاَ عَلٰى مَاسِوَاهُ فَقَدْ كَانَ فِيْ هٰذَا حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ تُغْنِيْنَا عَنِ الْاِحْتِجَاجِ بِمَاسِوَاهَا عَلٰى اَهْلِ هٰذَا الْقَوْلِ وَلٰكِنَّا نُرِيْدُ فِى الْاِحْتِجَاجِ ـ

৪৯৭২. আলী ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন ফাহ্‌ম (র) তিনি বলেন, আমি আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) কে শুনেছি, তিনি বলতেন ঃ যদি কেউ মিশর গিয়ে মু'আবিয়া ইব্‌ন সালিহ (র)-এর গ্রন্থ 'কিতাবুত তাবীল' নিয়ে আসে তবে আমি তার এই সফরকে অনর্থক মনে করিনা।

সুতরাং আমরা এরূপ পেয়েছি যে, 'আনফালের' আয়াতে যা কিছু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত তা কেবল মালিক বানাবার জন্য, অন্য কোন মর্ম নয়। এতে অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে, যা আমাদেরকে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অন্য কোন প্রমাণ উপস্থাপন করা থেকে নির্মুখাপেক্ষী করে দেয়। কিন্তু আমরা তাদের বিরুদ্ধে আরো অতিরিক্ত প্রমাণ পেশ করতে চাচ্ছি। তাই আমরা বলছি যে, যে দুই আয়াত আমরা এই অধ্যায়ের শুরুতে উল্লেখ করেছি তা ব্যতীত অন্য আয়াতসমূহেও আল্লাহ্ তা'আলা 'মালে ফাই-এর কিছু হিস্যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। তা দ্বারা উদ্দেশ্য মালিক বানান। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّ لاَ رِكَابٍ ـ

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ্ ইয়াহুদীদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে যে ফাই (সম্পদ) দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ কর নাই (সূরা ঃ ৫৯ আয়াত ৬)।

٤٩٧٣ـ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ وَاَبُوْ اُمَيَّةَ قَالاَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسِ النَّصْرِيِّ قَالَ اَرْسَلَ اِلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اِنَّهُ قَدْ حَضَرَ الْمَدِيْنَةَ اَهْلُ اَبْيَاتٍ قَوْمِكَ وَقَدْ اَمَرْنَا لَهُمْ بِرَضْخٍ فَاَقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ فَبَيْنَا اَنَا كَذَالِكَ اِذْجَاءَهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ فَقَالَ هٰذَا عُثْمَانُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَسَعْدُ وَالزُّبَيْرُ وَطَلْحَةُ يَسْتَأْذِنُوْنَ عَلَيْكَ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُمْ ثُمَّ مَكَثْنَا سَاعَةً فَقَالَ هٰذَا الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ يَسْتَأْذِنَانِ عَلَيْكَ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُمَا فَدَخَلَ الْعَبَّاسُ قَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ بَيْنِيْ وَبَيْنَ هٰذَا الرَّجُلِ وَهُمَا حِيْنَئِذٍ فِيْمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَمْوَالِ بَنِى النَّضِيْرِ فَقَالَ الْقَوْمُ اقْضِ بَيْنَهُمْ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَرِحْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهٖ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنْشُدُكُمُ اللّٰهَ الَّذِيْ بِاِذْنِهٖ تَقُوْمُ السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ قَالُوْا قَدْ قَالَ ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ لَهُمَا مِثْلَ ذٰلِكَ فَقَالاَ نَعَمْ قَالَ فَاِنِّيْ سَاُخْبِرُكُمْ عَنْ هٰذَا الْفَيْءِ اِنَّ اللّٰهَ خَصَّ نَبِيَّهُ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهٖ غَيْرَهُ فَقَالَ مَا اَفَا اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلاَ رِكَابٍ فَوَاللّٰهِ مَا احْتَازَهَا دُوْنَكُمْ وَلاَ اسْتَتَرَبِهَا عَلَيْكُمْ وَلَقَدْ قَسَمَهَا بَيْنَكُمْ وَبَثَّهَا

فِيكُمْ حَتَّى بَقِىَ مِنْهَا هٰذَا الْمَالُ وَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهُ عَلٰى اَهْلِهِ رِزْقَ سَنَةٍ ثُمَّ يَجْمَعُ مَابَقِىَ مَجْمَعُ مَالِ اللّٰهِ اَفَلاَ تَرٰى اَنَّ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ هُوَ عَلٰى فَىٍّ يَمْلِكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دُوْنَ سَائِرِ النَّاسِ لَيْسَ عَلٰى مِفْتَاحِ الْكَلاَمِ الَّذِىْ لاَيَجِبُ لَهُ بِهِ مِلْكٌ فَكَذٰلِكَ مَا اَضَافَهُ اِلَيْهِ اَيْضًا فِىْ اٰيَةِ الْفَىْءِ وَفِىْ اٰيَةِ الْغَنِيْمَةِ اللَّتَيْنِ قَدَّمْنَا ذِكْرَهُمَا فِىْ صَدْرِ هٰذَا الْكِتَابِ هُوَ عَلَى التَّمْلِيْكِ مِنْهُ لَيْسَ عَلٰى اِفْتِتَاحِ الْكَلاَمِ الَّذِىْ لاَ يَجِبُ لَهُ بِهِ مِتْكٌ ـ

৪৯৭৩. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ও আবূ উমাইয়া (র) ..... মালিক ইব্ন আউস নাস্রী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, আপনার কাওমের কিছু পরিবার মদীনায় এসেছে। আমরা তাদেরকে দান করার নির্দেশ দিয়েছি। তাই আপনি তাদের মাঝে বণ্টন করে দিন। (রাবী বলেন) আমরা ঐ অবস্থায় ছিলাম যে, তাঁর প্রহরী ইয়ারফা এল এবং বলল, উসমান (রা), আবদুর রহমান ইব্ন সা'দ (রা), যুবাইর (রা) ও তালহা (রা) আপনার নিকট আমার জন্য তাঁরা অনুমতি প্রার্থনা করছেন। বললেন, তাঁদেরকে অনুমতি প্রদান কর। অতঃপর আমরা কিছুক্ষণ অবস্থান করলাম এবং সে (প্রহরী) বলল, এই যে আব্বাস (র) ও আলী (রা) আপনার কাছে আসার জন্য অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন, তাঁদেরকে অনুমতি দাও। অনন্তর আব্বাস (রা) প্রবেশ করে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার ও এই ব্যক্তির (আলী রা) মাঝে মীমাংসা করে দিন। তাঁরা উভয়ে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে বানূ নযীরের যে মালে ফাই দিয়েছিলেন, সে ব্যাপারে বিবাদ করছিলেন। উপস্থিত লোকেরা (সাহাবাগণ) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! তাঁদের উভয়ের মাঝে মীমাংসা করে দিন এবং তাদের প্রত্যেককে অপরের থেকে শান্তির ব্যবস্থা করুন। উমার (রা) বললেন, আমি তোমাদেরকে ঐ সত্তার কছম দিচ্ছি, যার হুকুমে আসমান ও যমীন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তোমরা কি অবহিত আছ যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমরা (নবীগণ) মীরাছ রেখে যাইনা, আমরা যা ছেড়ে যাই, তা হলো সাদাকা। তাঁরা সকলে বললেন, হ্যাঁ, তিনি তা বলেছেন। অতঃপর তিনি তাদের দু'জনকে অনুরূপ বললেন। তাঁরাও বললেন, হাঁ, তিনি (রা) বললেন, আমি অতিসত্বর তোমাদেরকে এই মালে ফাই সম্পর্কে অবহিত করব। অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে বিশেষভাবে একটি বস্তু দান করেছেন যা অন্য কাউকে দেন নাই। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّ لاَ رِكَابٍ ـ

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ্ ইয়াহুদীদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে যে ফাই (সম্পদ) দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ কর নাই (সূরা ঃ ৫৯ আয়াত ঃ ৬)।

আল্লাহ্র কছম! তিনি (ﷺ) এই মাল তোমরা ব্যতীত কারো জন্য উঠিয়ে রাখেন নাই এবং না তোমাদের উপর কাউকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি তা তোমাদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছেন এবং ছড়িয়ে দিয়েছেন। অবশেষে তা থেকে এই মাল অবশিষ্ট রয়ে গেছে। তিনি তা থেকে আপন পরিবারবর্গের বছরের ব্যয় নির্বাহ করতেন। এরপর বাকি মালকে আল্লাহ্র মাল সাব্যস্ত করে একত্রিত করতেন। তোমরা কি লক্ষ্য করছ না যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ -"আল্লাহ্ ইয়াহুদীদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে (মালে) ফাই দিয়েছেন" এটা সেই মালে ফাই সম্পর্কে, যার মালিকানা শুধু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য অর্জিত, অন্য লোকদের জন্য নয়। আর এটা কালাম বা বাক্যের সূচনার জন্য নয় যে, এর সাথে তাঁর জন্য

মালিকানা ওয়াজিব হবেনা। অনুরূপভাবে আয়াতে ফাই ও আয়াতে গনীমত যা আমরা পূর্বে এই অধ্যায়ের শুরুতে উল্লেখ করেছি, তাতেও তাঁর দিকে সম্বন্ধ হয়েছে তাঁকে মালিক বানানোর হিসাবে। নিছক কালামের সূচনা হিসাবে নয়, যার কারণে তাঁর জন্য এর মালিকানা ওয়াজিব হয়না।

সুতরাং যা কিছু আমরা উল্লেখ করেছি তাতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, ফাই এবং গনীমতের পঞ্চমাংশ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে পাঁচটি খাতে ব্যয়িত হত, না এর থেকে অধিকের উপর, না কমের উপর (ব্যয়িত হত)।

আলী ইব্ন আব্দুল আযীয (র) আমাকে (তাহাবী র-কে) লিখেছেন, তিনি নিজস্ব সনদে রিওয়ায়াত করেন নাফি' (র) থেকে এবং তিনি ইব্ন উমার (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেন। তিনি বলেন, আমি দেখেছি গনীমতের মালসমূহ পাঁচ হিস্যায় বণ্টিত হত। অতঃপর তাদের থেকে প্রত্যেকেই হিস্যা পেত। যা কিছু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেতেন তা তাঁরই জন্য হত, অন্য কারো জন্য একত্রিত করা হত না।

অতঃপর আমাকে (ইমাম তাহাবী র) এই হাদীসটি-ই ইয়াহ্ইয়া উসমান (র) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমার পিতা ও সাঈদ ইব্ন উফাইর (র) আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। এর পর তিনি তাঁদের উভয় থেকে নিজস্ব সনদে (হাদীসের) মূল শব্দ সহকারে রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

٤٩٧٤- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَافٍ قَالَ ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ مِمَّا اَصَابَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَهُوَ لَهُ وَيُقْسَمُ الْبَقِيَّةُ بَيْنَهُمْ.

৪৯৭৪. ইয়াযীদ ইব্ন সিনাফ (র) ..... ইব্ন লাহিয়া (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি নিজস্ব সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা পেতেন তা তাঁরই জন্য হত এবং অবশিষ্ট তাদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া হত।

আর এই বিষয়টিই ইয়াহইয়া ইব্ন জায্যার (র) ও আতা ইব্ন আবী রিবাহ (র) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

٤٩٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِيْ عَائِشَةَ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ يَقُوْلُ سَهْمُ النَّبِيِّ ﷺ خُمُسُ الْخُمُسِ -

৪৯৭৫. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... মূসা ইব্ন আবী আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন জায্যার (র) কে শুনেছি, তিনি বলতেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিস্যা হলো পঞ্চমাংশের পঞ্চমাংশ।

٤٩٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا ابْنُ يُوْسُفَ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِيْ سُلَيْمٰنَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ خُمُسُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَخُمُسُ الرَّسُوْلِ وَاحِدٌ ثُمَّ تَكَلَّمُوْا فِيْ تَاْوِيْلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِذِي الْقُرْبٰى مِنْهُمْ -

৪৯৭৬. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার এক পঞ্চমাংশ ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক পঞ্চমাংশ অভিন্ন বস্তু।

অতঃপর তাঁরা (হাদীস বিশেষজ্ঞগণ) আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী ঃ وَلِذِى الْقُرْبٰى مِنْهُمْ (এবং তাদের থেকে স্বজনদের জন্য)-এর বিশ্লেষণে মতবিরোধ করেছেন ঃ তাদের কতক আলিম বলেছেন যে, এর দ্বারা বানূ হাশিম উদ্দেশ্য, যাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা সাদাকা হারাম করেছেন। এরা ব্যতীত রাসূলুল্লাহ্ -এর অপরাপর স্বজনবর্গ উদ্দেশ্য নয়। ঐ বানূ হাশিমের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মালে ফাই এবং গনীমতের এক পঞ্চমাংশ থেকে হিস্যা নির্ধারণ করেছেন। এটা ঐ সাদাকার বদলা (স্বরূপ) যা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর হারাম করেছেন। কতক আলিম বলেছেন যে, এর দ্বারা বিশেষভাবে বানূ হাশিম ও বানূ মুত্তালিব উদ্দেশ্য। এরা ব্যতীত রাসূলুল্লাহ্ -এর অপরাপর স্বজনবর্গ উদ্দেশ্য নয়। আবার কিছু সংখ্যক আলিম বলেন, এর দ্বারা ঐ সকল কুরায়শ বংশীয় লোক উদ্দেশ্য, যারা ওই বানূ হাশিমের সঙ্গে কুরায়শের প্রপিতামহের উপর গিয়ে মিলিত হয়ে যায়। এতে তাঁর ঐ সমস্ত স্বজনবর্গ অন্তর্ভুক্ত নয়, যারা তাদের মায়েদের দিকদিয়ে তাঁর আত্মীয়; কিন্তু কুরায়শ (বংশীয়) নয়। তবে তাদের সকলকে দান করা তাঁর উপর ওয়াজিব ছিলোনা। বরং তিনি তাদের থেকে যাকে দান করা সংগত মনে করতেন তাকে দান করা ওয়াজিব ছিলো, অন্যদেরকে নয়। আরেক দল আলিম বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাঁর সেই সমস্ত স্বজনবর্গ, যারা তাঁর বাপ-দাদা তথা পূর্বপুরুষের পক্ষ থেকে কুরায়শের আখেরী পিতা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখে। এবং তাঁর মায়েদের দিক থেকে ঐ কবীলার আখেরী মা পর্যন্ত, যে কবীলার সাথে তার সম্পৃক্ততা। তবে তাদের সকলকে দেয়াটাও তাঁর উপর ওয়াজিব ছিলো না। বরং তিনি তাদের থেকে যাকে সংগত মনে করতেন দান করতেন।

বস্তুত তাদের প্রত্যেক দল নিজ নিজ মতের সপক্ষে প্রমাণ পেশ করেছেন, যা আমরা এই অধ্যায়ে অতিসত্বর বর্ণনা করব এবং এর সাথে সাথে আমরা সেই বিষয়টিও বর্ণনা করব, যা তাদের মাযহাব থেকে আবশ্যক হয়, ইনশা-আল্লাহ্ তা'আলা। প্রথমোক্ত অভিমত পোষণকারীগণ যারা এটাকে শুধু বানূ হাশিমের জন্য নির্ধারণ করেন, তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নরূপ প্রমাণ পেশ করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর সাদাকা হারাম হওয়ার ব্যাপারে তাদেরকেই খাস বা নির্দিষ্ট করেছেন। কিন্তু আমাদের মতে তাদের এই বক্তব্য বাতিল। কেননা রাসূলুল্লাহ্ যখন বানূ হাশিমের উপর সাদাকা হারাম করেছেন। তো যেভাবে তাদের উপর হারাম করেছেন অনুরূপভাবে তাদের গোলামদের উপরও হারাম করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর থেকে মুতাওয়াতির রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে।

٤٩٧٧ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْمِقْسَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اُسْتُعْمِلَ اَرْقَمُ بْنُ اَرْقَمَ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَاَسْتَتْبَعَ اَبَا رَافِعٍ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَا اَبَا رَافِعٍ اِنَّ الصَّدَقَةَ حَرَامٌ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ وَاَنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ اَنْفُسِهِمْ ـ

৪৯৭৭. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আরকাম ইব্ন আরকাম (রা) কে সাদাকা (উসূলের) উপর আমিল নিয়োগ করা হলে তিনি তাঁর নিজের সঙ্গে আবূ রাফি' (রা)-কে নিয়ে যেতে চাইলেন। তিনি নবী -এর দরবারে হাযির হলেন এবং তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, হে আবূ রাফি'! মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর সাদাকা হারাম এবং কাওমের গোলাম তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

٤٩٧٨- حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ وَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْنِ اَبِيْ رَافِعٍ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً مِّنْ بَنِيْ مَخْزُوْمٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ لاَبِيْ رَافِعٍ اَصْحَبْنِيْ كَيْمَا تُصِيْبُ مِنْهَا فَقَالَ حَتّٰى اَسْتَاْذِنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اِنَّ اٰلَ مُحَمَّدٍ لاَيَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ وَاَنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ اَنْفُسِهِمْ -

৪৯৭৮. বাক্কার ইব্ন কুতায়বা (র) ও ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) ..... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম ইব্ন আবী রাফি' (র) তার পিতা (আবূ রাফি' র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বানূ মাখযুমের এক ব্যক্তিকে সাদাকা উসূল করার জন্য প্রেরণ করেন। এতে সে বলল, হে আবূ রাফি'! আপনিও আমার সঙ্গে চলুন, যেন আপনারও এর থেকে কিছু অর্জিত হয়। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অনুমতি ব্যতীত যেতে পারব না। অনন্তর তিনি নবী ﷺ-এর দরবারে হাযির হলেন এবং এই বিষয়টি তাঁকে বললেন। তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবারবর্গের জন্য সাদাকা হালাল নয় এবং কোন কাওমের গোলাম তাদের মধ্যে গণ্য হয়।

٤٩٧٩- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى اُمِّ كُلْثُوْمٍ اِبْنَةِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَالَتْ اِنَّ مَوْلَى لَنَا يُقَالُ لَهُ هُرْمُزْ اَوْ كَيْسَانَ اَخْبَرَ اَنَّهُ مَرَّ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَدَعَانِيْ فَقَالَ يَا اَبَا فُلاَنٍ اِنَّا اَهْلُ بَيْتٍ قَدْ نُهِيْنَا اَنْ نَاْكُلَ الصَّدَقَةَ وَاِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَلاَ تَاْكُلِ الصَّدَقَةَ -

৪৯৭৯. রবী' ইব্ন সুলায়মান আল-মুআয্যিন (র) ..... আতা ইব্ন সায়িব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-এর কন্যা উম্মু কুলসুম (র)-এর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, আমাদের এক আযাদকৃত গোলাম হুরমুয অথবা (বলেছেন) কায়সান সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছ দিয়ে অতিক্রম করেছেন। বলেন, তিনি আমাকে ডেকে বললেন, হে অমুক! আমার আহলে বায়তকে সাদাকা থেকে (খেতে) নিষেধ করা হয়েছে এবং কাওমের গোলাম তাদের মধ্য থেকে গণ্য হয়। সুতরাং তুমিও সাদাকা খাবে না।

বস্তুত যখন সাদাকা হারাম হওয়ার ব্যাপারে বানূ হাশিমের মধ্যে তাদের গোলামরাও অন্তর্ভুক্ত। আর এ বিষয়ে মুসলমানদের ঐক্যমত যে, স্বজনদের হিস্যায় তাদের সঙ্গে তাদের গোলামরা শামিল নয়। সুতরাং এতে ঐ সমস্ত লোকদের অভিমতের অসারতা সাব্যস্ত হয়ে গেল যারা বলে যে, আয়াতে ফাই ও গনীমতের পঞ্চমাংশের আয়াতে স্বজনদের হিস্যা তাদের উপর সাদাকা হারাম হওয়ার বদলায় রাখা হয়েছে।

অধিকন্তু এই অভিমতটি অন্য আরেকটি দিক দিয়েও বাতিল হয়ে যায়। তা এভাবে যে, আমরা লক্ষ্য করছি যে, যদি সাদাকা বানূ হাশিমের জন্যও হালাল হত যেমন অপরাপর সমস্ত মুসলমানের জন্য হালাল, তাহলে তাদের ধনীদের উপর তা হারাম হত, যেমন অন্য মুসলমান ধনীদের উপর হারাম। এবং আমরা লক্ষ্য করছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বজনদের হিস্যায় সকল বানূ হাশিমকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর তাদের মাঝে আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) ও শামিল। অথচ তিনি জাহিলী এবং ইসলামী সকল যুগে মালদার বা ধনী

ছিলেন। তোমরা লক্ষ্য করছ না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কাছে থেকে দুই বছরের যাকাত আগাম উসূল করে নিয়েছেন। যখন আমরা দেখেছি যে, তাঁর ধনাঢ্যতা তাঁকে স্বজদের হিস্যা থেকে বঞ্চিত করে নাই। অথচ এই ধনাঢ্যতা আল্লাহ্ কর্তৃক বানূ হাশিমের উপর সাদাকা হারাম হওয়ার পূর্বেও তাঁদের জন্য সাদাকাকে হারাম করত। এতে প্রমাণিত হয় যে, যাদের জন্য স্বজনদের এই হিস্যা নির্ধারণ করা হয়েছে তা সাদাকা হারাম হওয়ার বদলে নির্ধারণ করা হয়নি। যারা এই অভিমত পোষণ করেছেন যে, এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে উল্লেখিত দু'টি আয়াতে যে স্বজনদের উল্লেখ রয়েছে, তারা হলো শুধু বানূ হাশিম ও বানূল মুত্তালিব বিশেষভাবে। কেননা তারা এই বিষয়ে তাদের অভিমতের সপক্ষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত জুবাইর ইব্‌ন মুত্ইম (রা)-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

٤٩٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنِ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَحْرِ بْنِ مَطَرِ الْبَغْدَادِيَّانِ قَالاَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ لَمَّا قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَوِى الْقُرْبٰى بِهِ اَعْطٰى بَنِيْ هَاشِمٍ وَبَنِيْ الْمُطَّلِبِ وَلَمْ يُعْطِ بَنِيْ اُمَيَّةَ شَيْئًا فَاَتَيْتُ اَنَا وَعُثْمَانُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰؤُلاَءِ بَنُوْ هَاشِمٍ فَضَّلَهُمُ اللّٰهُ بِكَ فَمَا بَالُنَا وَبَنِيْ الْمُطَّلِبِ وَاِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ فِيْ النَّسَبِ شَيْئٌ وَّاحِدٌ فَقَالَ اِنَّ بَنِيْ الْمُطَّلِبِ لَمْ يُفَارِقُوْنِيْ فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْاِسْلَامِ -

৪৯৮০. আলী ইব্‌ন শায়বা বাগদাদী (র) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাহার ইব্‌ন মাতার বাগদাদী (র) ..... জুবাইর ইব্‌ন মুত্ইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বজনদের হিস্যা বণ্টন করেছেন, তখন বানূ হাশিম ও বানূল মুত্তালিবকেই দিয়েছেন, বানূ উমাইয়াকে কিছুই দেন নাই। অনন্তর আমি এবং উসামান (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে এলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ওরা হলেন বানূ হাশিম, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা আপনার কারণে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। কিন্তু আমাদের এবং বানূল মুত্তালিবের অবস্থা কি? তারা এবং আমরা তো বংশগতভাবে অভিন্ন। তিনি বললেন, বস্তুত বানূল মুত্তালিব জাহিলী ও ইসলামী যুগে (কখনো) আমার থেকে পৃথক হয়নি।

তাঁরা বলেন, যখন আমরা দেখছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বজনদেরকে দান করার নির্দেশ মুতাবিক বানূ হাশিম ও বানূল মুত্তালিব উভয়কে প্রদান করেছেন এবং তাদের উপরস্থদেরকে বঞ্চিত করেছেন, তাদেরকে কিছুই দেন নাই। এতে প্রমাণিত হয় যে, তাদের উপরস্থগণ তাঁর স্বজনদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আমাদের মতে এই অভিমতটিও বাতিল, কেননা আমরা তাঁকে দেখছি, তিনি বানূ উমাইয়া ও বানূ নওফলকে মাহরূম করেছেন, তাদেরকে কিছুই দেন নাই। কেননা তারা স্বজন (দের অন্তর্ভুক্ত) ছিলোনা। অথচ কিভাবে তারা স্বজন(-দের অন্তর্ভুক্ত) হবেনা, যখন তাদের স্থান সেটি-ই, যা বানূ মুত্তালিবের। সুতরাং যখন গনীমত প্রদান না করা সত্ত্বেও বানূ উমাইয়া ও বানূ নওফল নবী ﷺ-এর স্বজন থেকে বের হয়নি, তাহলে তাদের উপরস্থ কুরায়শের যত শাখাগোত্রই রয়েছে, তিনি তাদেরকে দান না করার কারণে তাঁর স্বজনদের অন্তর্ভুক্তি থেকে বের হবে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বজনদের হিস্যা থেকে সেই সমস্ত লোকদেরকে দান করেছেন যারা না বানূ হাশিম ছিলো না বানূ মুত্তালিব। বরং তারা কুরায়শের ঐ গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো, যারা তাঁর সঙ্গে ঐ খান্দানে গিয়ে মিলিত হত যারা বানূ উমাইয়া ও বানূ নওফলের পিতৃব্যদের অপেক্ষা দূরবর্তী খান্দান। আর তিনি হলেন যুবাইর ইব্‌ন আওয়াম (রা)।

٤٩٨١- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُمَحِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ بِاَرْبَعَةِ اَسْهُمٍ سَهْمٌ لِلزُّبَيْرِ وَسَهْمٌ لِذِىْ الْقُرْبٰى لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اُمِّ الزُّبَيْرِ وَسَهْمَيْنِ لِلْفَرَسِ -

৪৯৮১. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) ..... ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (র) তার পিতামহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বার অভিযানের বছর যুবাইর ইব্‌ন আওয়াম (রা)-এর জন্য চার হিস্যা নির্ধারণ করেছেন। এক হিস্যা যুবাইর (রা)-এর জন্য, এক হিস্যা স্বজনের জন্য যে কিনা তার মাতা সফিয়্যা বিন্‌ত আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর জন্য। আর দুই হিস্যা ঘোড়ার জন্য।

٤٩٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ الْبَغْدَادِىْ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ دَاوُدَ الزُّبَيْرِىْ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَعْطَى الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ يَوْمَ خَيْبَرَ اَرْبَعَةَ اَسْهُمٍ سَهْمًا لَهُ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ وَسَهْمَيْنِ لِلْفَرَسِ وَسَهْمًا لِذِى الْقُرْبٰى -

৪৯৮২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন দাঊদ বাগদাদী (র) ..... যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ খায়বার অভিযানের দিন যুবাইর ইব্‌ন আওয়াম (রা) কে চার হিস্যা দান করেছেন। সাধারণ মুসলমানদের সঙ্গে এক হিস্যা তাঁকে, দুই হিস্যা ঘোড়ার জন্য এবং এক হিস্যা স্বজনের জন্য (সফিয়্যা রা-কে)।

٤٩٨٣- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَنْصَارِىْ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِىْ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ الزُّبَيْرُ يُضْرَبُ لَهُ فِى الْغَنَمِ بِاَرْبَعَةِ اَسْهُمٍ سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهٖ وَسَهْمَا لِذِىْ الْقُرْبٰى -

৪৯৮৩. হুসাইন ইব্‌ন আবদুর রহমান আনসারী (র) ..... হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র) তার পিতা (উরওয়া র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুবাইর (রা)-এর জন্য গনীমতের মালে চার হিস্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। দুই হিস্যা তার ঘোড়ার জন্য এবং দুই হিস্যা স্বজনদের (সফিয়্যা রা এর জন্য)।

যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুবাইর (রা) কে নিজের সঙ্গে স্বজন বা আত্মীয়তার কারণে স্বজনদের হিস্যা থেকে প্রদান করেছেন, অথচ যুবাইর (রা) না বানূ হাশিম থেকে না বানূ মুত্তালিব থেকে ছিলেন এবং তাঁকে দান করে তিনি বানূ হাশিম ও বানূ মুত্তালিব এবং তারা ব্যতীত অপরাপর স্বজনদের ন্যায় তাকে সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্বজনদের দ্বারা বানূ হাশিম, বানূ মুত্তালিব ও তারা ব্যতীত তাঁর অপরাপর আত্মীয়বর্গ উদ্দেশ্য।

কোন প্রশ্নকারী যদি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলে যে, যুবাইর (রা) যদিও বানূ হাশিম থেকে ছিলেন না, কিন্তু তাঁর মা তো ঐ বানূ হাশিম থেকে এবং তিনি হলেন সফিয়্যা বিন্‌ত আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিম। এই জন্যই

রাসূলুল্লাহ্ﷺ তাঁকে যা কিছু দান করার দান করেছেন। তাই তিনি (যুবাইর রা) তাঁর মায়ের কারণে বানূ হাশিমের অপরাপর সদস্যদের ন্যায় হয়ে গেছেন।

তাকে (উত্তরে) বলা হবে যে, তাহলে তো তিনি যুবাইর (রা) এর মত অন্যান্য অহাশিমীদেরকেও প্রদান করতেন, যাদের মায়েরা বানূ হাশিম থেকে ছিলেন। এবং তারা মায়ের দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর সাথে যুবাইর (রা) অপেক্ষা অধিকতর নিকটবর্তী ছিলো। তাদের থেকে আবুল 'আস ইব্ন রবী (রা)-এর কন্যা উমামা (রা) অন্যতম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ﷺ তাঁকে মাহরূম রেখেছেন এবং স্বজনদের হিস্যা থেকে তাঁকে কিছুই দেন নাই। কেননা এই মাল বানূ উমাইয়ার উপর হারাম ছিলো এবং তিনি বানূ উমাইয়ার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি তাঁকে তাঁর হাশিমী মা অর্থাৎ যায়নাব বিন্ত রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর কারণে কিছুই দেন নাই। অনুরূপভাবে যা'দা ইব্ন হুবায়রা মাখ্যুমী (রা) কে মাহরূম করেছেন এবং তাকে কিছুই দেন নাই। অথচ তাঁর মা উম্মু হানী বিন্ত আবী তালিব ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ইব্ন হাশিম তথা হাশিমী ছিলেন। তাঁর মা হাশিমী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে কিছুই দেন নাই।

বস্তুত এটা প্রমাণ বহন করে যে, রাসূলুল্লাহ্ﷺ যে যুবাইর ইব্ন আওয়াম (রা) কে স্বজনদের হিস্যা থেকে দিয়েছেন, তা তাঁর মাতৃ আত্মীয়তার কারণে ছিলোনা, বরং অন্য কোন কারণে ছিলো। আমরা যা কিছু উল্লেখ করেছি এতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর স্বজনবর্গ হলো বানূ হাশিম ও বানূ মুত্তালিব এবং তাঁরা ব্যতীত ঐ সমস্ত লোকেরাও তাঁর স্বজন যারা যদিও বানূ হাশিম ও বানূ মুত্তালিবের সাথে সম্পৃক্ত নয়। আল্লাহ্ তা'আলা (এই আয়াত ব্যতীত) অন্য আয়াতে তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ("তোমার নিকট আত্মীয় বর্গকে সতর্ক করে দাও")

বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ﷺ এই ভয় প্রদর্শনের সাথে বিশেষভাবে শুধু বানূ হাশিম ও বানূ মুত্তালিবের ইচ্ছা পোষণ করেন নাই। বরং তিনি তাঁর কাওমের সেই সমস্ত লোকদেরকেও ভয় প্রদর্শন করেছেন, যারা তাঁর সঙ্গে দূরবর্তী আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখত এবং তাঁর বানূ উমাইয়া ও বানূ নওফলের সঙ্গে (দূরবর্তী) সম্পর্ক ছিলো।

٤٩٨٤ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَصْبَهَانِىْ قَالَ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوْسِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عُبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَمَّا نَزَلَتْ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَلِىُّ اجْمَعْ لِىْ بَنِىْ هَاشِمٍ وَهُمْ اَرْبَعُوْنَ رَجُلاً اَوْ اَرْبَعُوْنَ الاَّ رَجُلاً ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْثَ ـ

৪৯৮৪. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইসবাহানী (র) ..... উব্বাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন ঃ যখন وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ (এবং তোমার নিকট আত্মীয়-স্বজনদেরকে সতর্ক করে দাও) এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, তখন রাসূলুল্লাহ্ﷺ আমাকে বললেন, হে আলী! বানূ হাশিমকে আমার কাছে একত্রিত কর এবং তারা চল্লিশ অথবা উনচল্লিশ জন পুরুষ ছিলো। অতঃপর তিনি পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি বিশেষভাবে শুধু বানূ হাশিমকে ভয় পদর্শনের ইচ্ছা পোষণ করেছেন।

٤٩٨٥ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَصْبَهَانِىْ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا سَلْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اِجْمَعْ لِىْ بَنِى الْمُطَّلِبِ ـ

৪৯৮৫. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইস্বাহানী (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে আলী (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি এতে বলেছেন, বানূ মুত্তালিবকে আমার কাছে ডেকে আন।

٤٩٨٦ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مُوسٰى قَالَ ثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِىْ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِىْ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ وَزُهَيْرِ بْنِ عَمْرٍو قَالاَ لَمَّا نَزَلَتْ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ اِنْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى رَضْفَةٍ مِّنْ جَبَلٍ فَعَلاَ اَعْلاَهَا ثُمَّ قَالَ يَابَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ اِنِّىْ نَذِيْرٌ ـ

৪৯৮৬. আহমদ ইব্ন দাঊদ ইব্ন মূসা (র) ..... কাবীসা ইব্ন মুখারিক (রা) ও যুহাইর ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন ঃ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الاَقْرَبِيْنَ যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক পাহাড়ের উত্তপ্ত অংশে চলে গেলেন এবং এর চূড়ায় আরোহণ করেন। অতঃপর বললেন, হে বানূ আব্দ মানাফ! আমি সতর্ককারী।

এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি বানূ আব্দ মানাফকে ঐ সমস্ত লোকদের মধ্যে শামিল করেছেন, যারা তাঁর সাথে আত্মীয়তার দিক দিয়ে তাদের অপেক্ষা অধিকতর নিকটবর্তী ছিলো।

٤٩٨٧ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْاَسْوَدِ وَحَسَّانُ بْنُ غَالِبٍ قَالاَ ثَنَا ضَمَّامُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنِ ابْنِ وَرْدَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ يَابَنِىْ هَاشِمٍ يَا بَنِىْ قُصَىٍّ يَا بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ اَنَا النَّذِيْرُ وَالْمَوْتُ الْمُغِيْرُ وَالسَّاعَةُ الْمَوْعِدُ ـ

৪৯৮৭. রবী' ইব্ন সুলায়মান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ হে বানূ হাশিম! হে বানূ কুসাই! হে বানূ আব্দ মানাফ! আমি ভয় প্রদর্শনকারী আর মৃত্যু হানাদানকারী এবং কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি অবশ্যম্ভাবী। এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি সেই সমস্ত লোকদের সঙ্গে বানূ কুসাইকে আহবান করেছেন যারা তাঁর সাথে তাদের অপেক্ষা অধিকতর (আত্মীয়তার দিক দিয়ে) নিকটবর্তী ছিলো।

٤٩٨٨ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ وَعَفَّانُ عَنْ اَبِىْ عَوَانَةَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوسٰى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ قَامَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ نَادٰى يَا بَنِىْ كَعْبِ بْنِ لُوَىٍّ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِىْ عَبْدِ

مُنَافٍ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِىْ هَاشِمٍ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِىْ الْمُطَّلِبِ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا فَاطِمَةُ ابْنَةُ مُحَمَّدٍ اَنْقِذِىْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَاِنِّىْ لاَ اَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا غَيْرَ اَنَّ لَكُمْ رَحْمًا سَاَبُلُّهَا بِبَلاَلِهَا ـ

৪৯৮৮. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ। যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন আল্লাহ্র নবী ﷺ দাঁড়ালেন এবং এই বলে আহবান জানালেন, হে কা'ব ইব্ন লুওয়াই-এর সন্তানেরা! তোমরা নিজেদেরকে (জাহান্নামের) আগুন থেকে রক্ষা কর। হে আব্দ মানাফের সন্তানেরা! তোমরা নিজেদেরকে আগুন থেকে রক্ষা কর। হে বানূ হাশিম! তোমরা নিজেদেরকে আগুন থেকে রক্ষা কর। হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানেরা! তোমরা নিজেদেরকে আগুন থেকে রক্ষা কর। হে ফাতিমা বিন্ত মুহাম্মদ! তুমি নিজেকে আগুন থেকে রক্ষা কর। নিশ্চয় আমি তোমার জন্য কোন কিছুর মালিক নই। তবে হাঁ, তোমাদের জন্য আছে আত্মীয়তা, এর সিক্ততায় অবশ্যই এটাকে সিক্ত করব।

এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি কা'ব ইব্ন লুওয়াই-এর সন্তানদেরকে সেই সমস্তদের সাথে ভয় পদর্শন করেছেন যারা তাঁর সাথে তাদের অপেক্ষা অধিকতর নিকটবর্তী ছিলো। এবং এই হাদীসে এটাও ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি তাদের সকলকে আত্মীয় সাব্যস্ত করেছেন।

٤٩٨٩ـ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ صَعِدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِىْ يَا بَنِىْ عَدِىٍّ يَا بَنِىْ فُلاَنٍ لِبُطُوْنِ قُرَيْشٍ حَتّٰى اجْتَمَعُوْا فَجَعَلَ الرَّجُلُ اِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يَخْرُجَ اَرْسَلَ رَسُوْلاً لِيَنْظُرَ وَجَاءَ اَبُوْ لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ فَاجْتَمَعُوْا فَقَالَ اَرَأَيْتُمْ لَوْ اَخْبَرْتُكُمْ اَنَّ خَيْلاً بِالْوَادِىْ تُرِيْدُ اَنْ تُغِيْرَ عَلَيْكُمْ اَكُنْتُمْ مُصَدِّقِىَّ قَالُوْا نَعَمْ مَاجَرَّبْنَا عَلَيْكَ اِلاَّصِدْقًا قَالَ فَاِنِّىْ نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ـ

৪৯৮৯. ফাহাদ ইব্ন সুলায়মান (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাফা (পাহাড়ের) উপর আরোহণ করেন এবং এই বলে আহ্বান করতে লাগলেন, হে বানূ আদী! হে অমুকের সন্তানেরা, কুরায়শের সমস্ত শাখা গোত্র (অধিবাসীদের) কে আহবান করলেন। অবশেষে সকলে একত্রিত হয়ে গেল। এমন কি যে ব্যক্তি আসতে পারে নাই সে স্বীয় প্রতিনিধি পাঠিয়ে দিয়েছে, যেন সে (অবস্থা) পর্যবেক্ষণ করতে পারে। আবূ লাহ্বও এলো এবং সমস্ত কুরায়শ এলো। তারা একত্রিত হলো। অনন্তর তিনি বললেন, বল দেখি তোমাদের অভিমত কি? আমি যদি তোমাদেরকে সংবাদ দেই যে, এই উপত্যকায় একটি বাহিনী অবস্থান করছে, যারা তোমাদের উপর আক্রমণ করতে চাচ্ছে। তোমরা কি (এ বিষয়ে) আমাকে সত্যায়ন করবে? তারা বলল, হাঁ! আমরা আপনাকে সর্বদা সত্য পেয়েছি। তিনি বললেন, তাহলে আমি তোমাদেরকে আগত কঠোর শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করছি।

এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি কুরায়শের সমস্ত গোত্রগুলোকে আহবান করেছেন।

٤٩٩٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ ثَنَا سَلَامَةُ بْنُ رَوْحٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ الزُّهْرِىُّ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَاَبُوْ سَلْمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ اُنْزِلَ عَلَيْهِ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوْا اَنْفُسَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ لَاأُغْنِىْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَا بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ اشْتَرُوْا اَنْفُسَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ لَا اُغْنِىْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا اُغْنِىْ عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَا صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ لَا اُغْنِىْ عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَا فَاطِمَةُ ابْنَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ لَا اُغْنِىْ عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا -

৪৯৯০. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপর وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন তিনি বললেন, হে কুরায়শ দল! আল্লাহ্ তা'আলা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা কর। আমি তাঁর (আযাব) থেকে তোমাদেরকে কিছুই করতে পারবনা। হে আব্‌দ মানাফ এর সন্তানেরা! আল্লাহ্ তা'আলা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা কর। আমি তাঁর (আযাব) থেকে তোমাদেরকে কিছুই করতে পারব না। হে আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব। আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র (আযাব) থেকে বাঁচাতে পায়ব না। হে আল্লাহ্‌র রাসূলের ফুফু সাফিয়্যা! আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র (আযাব) থেকে রক্ষা করতে পারব না। হে আল্লাহ্‌র রাসূলের কন্যা ফাতিমা! আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র (আযাব) থেকে বাঁচাতে পারব না।

٤٩٩١- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ وَاَبُوْ سَلْمَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ يَا صَفِيَّةُ يَا فَاطِمَةُ-

৪৯৯১. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, অতঃপর তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি এতে হে সফিয়্যা! হে ফাতিমা! বলেছেন।

বস্তুত যখন আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে নির্দেশ দিয়েছেন তার নিকটবর্তী স্বজনদেরকে সতর্ক করার জন্য, তখন তিনি কুরায়শের নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সকলকে সতর্ক করেছেন। এটা প্রমাণ করে যে, তারা সকলেই তার আত্মীয়-স্বজন। অন্যথায় তিনি তাদের থেকে শুধু তাঁর স্বজনবর্গকে ভয় প্রদর্শনের সংকল্প করতেন এবং যারা তার স্বজন ছিলো না তাদেরকে ছেড়ে দিতেন, এবং তাদেরকে সতর্ক করতেন না। যেমন তিনি সেই সমস্ত লোকদেরকে সতর্ক করেননি যাদের তাঁর সঙ্গে সম্পৃক্ততা ছিলো, কিন্তু তাদের পিতা অকুরায়শী ছিলো।

যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন উত্থাপন করে বলে যে, তিনি সমস্ত কুরায়শ (বংশীয়দের) কে একত্রিত করেছেন এবং তাদেরকে সতর্ক করেছেন। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, আপনি আপনার নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনকে সতর্ক করুন। আর কুরায়শ অপেক্ষা অধিকতর নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজন তাঁর কেউ ছিলো না। এই জন্য তিনি সকল কুরায়শকে আহ্বান করেছেন। কেননা তারা সকলে তাঁর এই গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো, যা অন্যান্য গোত্রগুলো অপেক্ষা তাঁর অধিকতর নিকটবর্তী ছিলো।

তাকে উত্তরে বলা হবে যে, যদি এই বিষয়টি অনুরূপ হত যেভাবে তুমি বলছ, তাহলে ঐ অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْقُرْبٰى (এক বচন শব্দ দিয়ে) বলতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এমনটি বলেননি এবং তাঁকে وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ (বহু বচন শব্দ দিয়ে) বলেছেন। আর তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, এই গোত্রের সমস্ত লোক তাঁর অধিকতর নিকটবর্তী। সুতরাং এতে সেই সমস্ত লোকদের অভিমত বাতিল হয়ে গেল যারা শুধু বানূ হাশিম ও বানূ মুত্তালিবকে তাঁর আত্মীয়-স্বজন সাব্যস্ত করে। বস্তুত এই প্রমাণ যা আমরা উল্লেখ করেছি এবং যার দ্বারা আমরা প্রমাণ পেশ করতে প্রয়াস পেয়েছি, এতে সেই সমস্ত লোকদের আর প্রমাণ পেশ করার প্রয়োজনিয়তা অবশিষ্ট থাকেনি, যারা বলে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আত্মীয়-স্বজন হলো সমস্ত কুরায়শ।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে قُلْ لاَّ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى (অর্থাৎ ঃ বল, আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট থেকে আত্মীয়ের সোহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাইনা। (সূরা ঃ ৪২ আয়াত ঃ ২৩)

আল্লাহ্ তা'আলার এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, যা অনুরূপ অর্থের উপর প্রমাণ বহন করে ঃ

٤٩٩٢ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِىُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِىْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا فِىْ قَوْلِهٖ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ لاَ اَسْاَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِىْ الْقُرْبٰى قَالَ اَنْ يَّصِلُوْا قَرَابَتِىْ وَلاَ يُكَذِّبُوْنِىْ ـ

৪৯৯২. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন আবী মারয়াম (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী قُلْ لاَّ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى (অর্থাৎ ঃ বল, আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট থেকে আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাইনা ঃ সূরা ঃ ৪২ আয়াত ঃ ২৩) এর তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে। তিনি (সা) বলেন, আমার আত্মীয়দের সাথে বন্ধনকে সুদৃঢ় কর এবং আমাকে মিথ্যারোপ করনা।

এই বিষয়বস্তু সমস্ত কুরায়শকে সম্বোধনের অবস্থায় প্রযোজ্য। এতে প্রমাণিত হয় যে, সমস্ত কুরায়শ তাঁর আত্মীয়। এই বিষয়ে ইক্রামা (র) থেকেও অনুরূপ বিষয়বস্তু বর্ণিত আছে, যা এর উপর প্রমাণ বহন করে ঃ

٤٩٩٣ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِىْ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ الْبَجَلِىُّ قَالَ سَأَلْتُ عِكْرَمَةَ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ لاَ اَسْاَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِىْ الْقُرْبٰى قَالَ كَانَتْ قَرَابَاتُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ بُطُوْنِ قُرَيْشٍ كُلِّهَا فَكَانُوْا اَشَدَّ النَّاسِ لَهُ اَذًى فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْهِمْ قُلْ لاَّ اَسْئَالُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرَ اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِىْ الْقُرْبٰى ـ

৪৯৯৩. ইব্ন আবী মারয়াম (র) ..... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়্যূব বাজালী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি قُلْ لاَّ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى আল্লাহ্ তা'আলার এই আয়াত সম্পর্কে ইকরামা (র) কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, কুরায়শের সমস্ত শাখা গোত্রগুলো নবী ﷺ-এর আত্মীয় ছিলো এবং তাঁকে কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে লোকদের মধ্যে তারা ছিলো কঠোরতম। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত

আয়াত অবতীর্ণ করেছেন ঃ قُلْ لاَّ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا الاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى (অর্থাৎ ঃ বল, আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট থেকে আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাইনা– (সূরা ৪২ আয়াত ঃ ২৩)।

٤٩٩٤ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ فَرُّوْخٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ اَتٰى رَجُلُ عِكْرِمَةَ فَقَالَ يَا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ لاَّ اَسْئَالُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا الاَّ الْمَوَدَّةَ فِيْ الْقُرْبٰى قَالَ اَسَبَاءِيٌّ اَنْتَ قَالَ لَسْتُ بِسَبَائِيٍّ وَلٰكِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اَعْلَمَ قَالَ اِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ اَنْ تَعْلَمَ فَانَّهُ لَمْ يَكُنْ حَيٌّ مِنْ اَحْيَاءِ قُرَيْشٍ اِلاَّ وَقَدْ عَرَقَ فِيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ كَانَتْ قُرَيْشُ يَصِلُوْنَ اَرْحَامَهُمْ مِنْ قَبْلِهِ فَمَا عَدَا اِنْجَاءَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ فَدَعَاهُمْ اِلَى الْاِسْلاَمِ فَقَطَعُوْهُ وَمَنَعُوْهُ وَحَرَمُوْهُ فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ لاَ اَسْئَالُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا الاَّ الْمَوَدَّةَ فِيْ الْقُرْبٰى اَنْ تَصِلُوْنِيْ لِمَا كُنْتُمْ تَصِلُوْنَ بِهِ قَرَابَتَكُمْ قَبْلُ ـ

৪৯৯৪. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... হাবীব ইব্‌ন যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইকরামা (র)-এর কাছে বলল, হে আবূ আবদুল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ قُلْ لاَّ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا الاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى এর মর্ম কি? তিনি বললেন, তুমি কি সাবাঈ ? সে বলল, আমি সাবাঈ নই। কিন্তু আমি জানতে চাচ্ছি। তিনি বললেন, তুমি যদি জানতে চাও তাহলে (জেনে রাখবে) কুরায়শের প্রতিটি গোত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর শিকড় ছিলো। তাঁর (আগমনের) পূর্বে কুরায়শরা নিজেদের এবং অন্যদের সকলের সাথে আত্মীয়তার বন্ধনকে সুদৃঢ় করত। যখন আল্লাহ্‌র নবী ﷺ আগমন করলেন এবং তিনি তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালেন, তখন তারা তাঁর থেকে (আত্মীয়তার) বন্ধনকে ছিন্ন করল, তাঁকে প্রতিরোধ করল এবং বঞ্চিত করল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ قُلْ لاَّ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا الاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى তিনি তাদেরকে বললেন, আমার সঙ্গে অনুরূপ আত্মীয়তার বন্ধনকে সুদৃঢ় কর, যেমনিভাবে তোমরা আমার (আগমনের) পূর্বে স্বীয় আত্মীয়দের সাথে করতে।

মুজাহিদ (র) থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বর্ণিত আছে, যা এই মর্মের উপর প্রমাণ বহন করে ঃ

٤٩٩٥ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِىْ قَالَ ثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِيْ قَوْلِهِ قُلْ لاَّ اَسْاَكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا الاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى اَنْ تَتَّبِعُوْنِيْ وَ تُصَدِّقُوْنِيْ وَتَصِلُوْا رَحْمِيْ ـ

৪৯৯৫. ইব্‌ন আবী মারয়াম (র) ..... মুজাহিদ (র) থেকে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ قُلْ لاَّ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا الاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى -এর তাফ্‌সীর প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে। [তিনি (সা) বলেন] আমার আনুগত্য কর, আমার সত্যায়ন কর এবং আমার সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনকে সুদৃঢ় কর।

বস্তুত আমরা যা কিছু আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা), ইকরামা (রা) ও মুজাহিদ (র) থেকে এই (উল্লেখিত) আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি, তা প্রমাণ করে যে, সমস্ত কুরায়শ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আত্মীয়-স্বজন। আর এ বিষয়বস্তু আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ -এর উল্লেখিত

তাফসীরের অনুকূলবর্তী। তবে এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হাসান বসরী (র) থেকে এর পরিপন্থী তাফসীর বর্ণিত আছে ঃ

٤٩٩٦ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمَ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِسْحَاقَ الْحَضْرَمِىُّ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ زَاذَانَ عَنِ الْحَسَنِ فِىْ قَوْلِهٖ قُلْ لاَّ اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى قَالَ التَّقَرُّبُ اِلَى اللّٰهِ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ ـ

৪৯৯৬. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... হাসান বসরী (র) থেকে আল্লাহ্‌র বাণী ঃ قُلْ لاَّ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, এই আয়াত দ্বারা সৎ কর্মের সাথে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করা উদ্দেশ্য।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এই মত গ্রহণ করেছে যে, কুরায়শ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আত্মীয়-স্বজন, অধিকন্তু ঐ সমস্তলোকেরাও তাঁর আত্মীয়ের মধ্যে বিবেচিত, যারা তাঁর মায়েদের দিক থেকে তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনকে দৃঢ় করে। আর এই ধারারবাহিকতা তাঁর মায়ের গোত্রের দিক থেকে তাঁর প্রপিতামহ পর্যন্ত উপনীত হয়। উক্ত ব্যক্তি স্বীয় মাযহাব বা মতাদর্শের সপক্ষে যৌক্তিকভাবেও প্রমাণ পেশ করেছে। সে বলেছে যে, আমি দেখছি, এক ব্যক্তির পিতা-মাতার দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধ অর্জিত হয়। যদি সে তাদের দু'জনের পুত্র হয় তাহলে তার এই সম্বন্ধে ভিন্নতা তাকে তাদের থেকে হওয়াটাকে রোধ করেনা। অতঃপর আমরা দেখছি যে, তাদের উভয়ের সঙ্গে তার নৈকট্য বা আত্মীয়তা অর্জিত হয়। তার সে পিতার আত্মীয়তার কারণে তার আত্মীয়দের থেকে গণ্য হবে এবং মায়ের দিক থেকে আত্মীয়তার কারণে তার আত্মীয়দের থেকে গণ্য হবে। তুমি কি দেখছনা যে, সে পিতার পক্ষ থেকে স্বীয় ভাইদের ওয়ারীসও হয় এবং মায়ের পক্ষ থেকে ভাইদের ওয়ারীসও হয়। অনুরূপভাবে তার পিতার পক্ষ থেকে ভাই এবং মায়ের পক্ষ থেকে ভাই তার ওয়ারীস হয়। যদিও ওই দলগুলোর মীরাস একটি অপরটির পরিপন্থী। কিন্তু এই ভিন্নতা আত্মীয়তার ব্যাপারে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না। তাই যখন মায়ের আত্মীয় তারও আত্মীয় হলো, যেমন পিতার আত্মীয় তার আত্মীয় হয়, তার পিতার আত্মীয়রা যে বস্তুর হকদার বা যোগ্য হবে, তার মায়ের আত্মীয়রাও আত্মীয়তার কারণে অনুরূপ যোগ্য বিবেচিত হবে।

আলিমগণ এরূপ বিষয়ে আলোচনার অবতারণা করেছেন যে, এক ব্যক্তি কারো আত্মীয়ের জন্য এক তৃতীয়াংশ সম্পদের ওয়াসীয়ত করে। তবে এ ব্যাপারে তাঁরা কয়েকটি মতামত ব্যক্ত করেছেন, যা আমরা অতিসত্ত্বর আমাদের এই গ্রন্থে বর্ণনা করব এবং প্রত্যেক মতপোষণকারীর মাযহাবের উপর (সপক্ষে) এর প্রমাণও পেশ করার প্রয়াস পাব, যার কারণে সে এই মাযহাব গ্রহণ করেছে ইনশাআল্লাহ্ তা'আলা।

ইমাম আবূ হানীফা (র) বলতেন, এই মাল ওই অমুক (যার আত্মীয়দের জন্য ওয়াসিয়ত করা হয়েছে) ব্যক্তির ঐ মাহরাম আত্মীয় লাভ করবে, যার জন্য তার মাতা-পিতার পক্ষ থেকে আত্মীয়তা অর্জিত রয়েছে। তবে যার উপর পিতার পক্ষ থেকে আত্মীয়তা অর্জিত রয়েছে তাকে সেই সমস্ত লোকদের উপর অগ্রবর্তী রাখা হবে, যে মায়ের পক্ষ থেকে তার আত্মীয়। এর বিশ্লেষণ হলো যে, উদাহরণত তার চাচা এবং মামা রয়েছে। তবে পিতার পক্ষ থেকে চাচার আত্মীয়তা অনুরূপ, যেরূপ মায়ের পক্ষ থেকে মামার আত্মীয়তা রয়েছে। সুতরাং এখানে চাচাকে মামার উপর প্রধান্য দিয়ে ওয়াসিয়তকে তার জন্য নির্ধারণ করা হবে। যুফার ইব্‌ন হুযায়ল (র) বলতেন যে, এই ওয়াসিয়ত প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে, যে পিতার পক্ষ থেকে অথবা মায়ের পক্ষ থেকে নিকটাত্মীয়, দূরবর্তী আত্মীয় উদ্দেশ্য নয়। এতে ওয়াসিয়তকৃত ব্যক্তি তার মাহরাম আত্মীয় এবং

এরা ব্যতীত অন্য অ-মাহরাম আত্মীয় উভয় সমান। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ সমস্ত লোক, যে ওয়াসিয়কৃত ব্যক্তি সে এবং তার প্র-পিতামহ এক হবে, যখন থেকে হিজরত হয়েছে, চাই মায়ের পক্ষ থেকে হোক কিংবা পিতার পক্ষ থেকে হোক। অধিকন্তু এতে দূরবর্তী আত্মীয় এবং নিকটস্থ, মাহরাম এবং অ-মাহরাম (সকলে) সমান। এঁরা (এ দু'ইমাম) পিতার পক্ষ থেকে আত্মীয়কে মায়ের পক্ষ থেকে আত্মীয়ের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেননি। পক্ষান্তরে অপরাপর আমিগণ এ বিষয়ে এই মত গ্রহণ করেছেন যে, যেই ওয়াসিয়তের কথা আমরা উল্লেখ করেছি, এটা প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, যে কিনা ওয়াসিয়তকৃত ব্যক্তির সঙ্গে তৃতীয় পুরুষ এবং এর থেকে অধঃস্তন আত্মীয়ের মধ্যে শরীক হবে। এ বিষয়ে অন্য আরেকদল আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন যে, এই ওয়াসিয়ত প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে, যে ওই ওয়াসীয়তকৃত ব্যক্তির সঙ্গে চতুর্থ পুরুষ (পরদাদা) এবং তার অধঃস্তন আত্মীয়ের মধ্যে শরীক হবে। অন্য কিছু সংখ্যক আলিমগণ বলেছেন যে, সেই ওয়াসিয়তের বিষয়ে আমরা উল্লেখ করেছি, তাতে ঐ সমস্ত লোক অন্তর্ভুক্ত, যারা ঐ ওয়াসিয়তকৃত ব্যক্তির সঙ্গে ইসলাম কিংবা জাহিলী যুগে এক পিতার আত্মীয়তার মধ্যে রয়েছে এবং স্বীয় পিতাদের কিংবা মাতাদের সঙ্গে তার দিকে ফিরে যায়, হয়তো পিতার দিক থেকে নয়ত মাতার দিক থেকে। অবশেষে সে তার সঙ্গে মিলিত হয়ে যাবে, এ আত্মীয়তার দ্বারা উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হবে এবং এর দ্বারা সাক্ষ্যসমূহ কায়েম হবে। পক্ষান্তরে যে মতের দিকে ইমাম আবূ হানীফা (র) গিয়েছেন, যা আমরা এই অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছি, সেটা আমাদের মতে সঠিক নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আত্মীয়দের হিস্যা বণ্টন করে বানূ হাশিম এবং বানূ মুত্তালিবকে প্রদান করেছেন। অথচ তাদের অধিকাংশ মাহরাম আত্মীয় ছিলোনা।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবূ তালহা (রা) কে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, সে ঐ মাল থেকে যা সে তাঁর কাছে নিয়ে এসেছে, এর থেকে যেন কিছু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্য নির্ধারণ করে দেয়। এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে হুকুম দিয়েছেন যে, সে যেন (অবশিষ্ট মাল) তাঁর আত্মীয়দেরকে প্রদান করেন। তাই আবূ তালহা (রা) তা উবায় ইব্ন কা'ব (রা) এবং হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা)-এর জন্য নির্ধারণ করেছেন। অথচ হাস্সান (রা)-এর সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা তৃতীয় পুরুষ (প্র-পিতামহ) থেকে শুরু হয়। পক্ষান্তরে উবায় ইব্ন কা'ব (রা)-এর সঙ্গে তার আত্মীয়তা সপ্তম পুরুষে গিয়ে মিলিত হয় এবং তারা তাঁর মাহরাম আত্মীয় ছিলো না।

বস্তুত এ বিষয়ে যে রিওয়ায়াতসমূহ এসেছে, তা থেকে কিছু রিওয়ায়াত নিম্নরূপ ঃ

٤٩٩٧ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَال ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ الْوَهَبِىْ قَالَ ثَنَا الْمَاجِشُوْنَ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ لَنْ تَنَالُوْ الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ جَاءَ اَبُوْ طَلْحَةَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ وَكَانَ دَارُ ابْنِ جَعْفَرَ وَالدَّارُ الَّتِىْ تَلِيْهَا قَصْرُ حُدَيْلَةَ حَوَائِطُ قَالَ وَكَانَ قَصْرُ حُدَيْلَةَ حَائِطًا لِاَبِىْ طَلْحَةَ فِيْهَا بِيْرُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَدْخُلُهَا فَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا وَيَاْكُلُ ثَمَرَهَا فَجَاءَهُ اَبُوْ طَلْحَةَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ فَاِنَّ اَحَبَّ اَمْوَالِىْ اِلَىَّ هٰذِهِ الْبِيْرُ فَهِىَ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ اَرْجُوْ بِرَّهُ وَذُخْرَهُ اِجْعَلْهُ

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ حَيْثُ اَرَاكَ اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَخٍ يَا اَبَا طَلْحَةَ مَالٌ رَابِحٌ قَدْ قَبِلْنَاهُ مِنْكَ وَرَدَدْنَاهُ عَلَيْكَ فَاجْعَلْهُ فِيْ الْاَقْرَبِيْنَ قَالَ فَتَصَدَّقَ اَبُوْ طَلْحَةَ عَلٰى ذَوِىْ رِحْمِهِ فَكَانَ مِنْهُمْ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ فَبَاعَ حَسَّانُ نَصِيْبَهُ مِنْ مُعَايَةَ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّ حَسَّانًا يَبِيْعُ صَدَقَةَ اَبِىْ طَلْحَةَ فَقَالَ لَا اَبِيْعُ صَاعًا بِصَاعٍ مِّنْ دِرْهَمٍ ـ

৪৯৯৭. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এই (নিম্নোক্ত) আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ (অর্থাৎ ঃ তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পূণ্য লাভ করবে না। (সূরা ঃ ৩ আয়াত ৯৩) তখন আবূ তালহা (রা) এলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বারের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। রাবী বলেন, ইব্‌ন জা'ফর (রা)-এর গৃহ এবং সেই গৃহের সাথে 'কাস্‌র হুদায়লা' মিলিত ছিলো, সেটি বাগান ছিলো। রাবী বলেন, 'কাস্‌র হুদায়লা' আবূ তালহা (রা)-এর বাগান ছিলো এবং এতে একটি কূপ ছিলো। নবী ﷺ সেখানে তাশরীফ নিয়ে যেতেন, এর পানি পান করতেন, এর ফল খেতেন। আবূ তালহা (রা) তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বারে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় সম্পদ হলো এই কূপটি। এটা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর জন্য। আমি এর ছাওয়াব ও পুঁজির আশা পোষণ করছি। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যেখানে সংগত মনে করেন সেখানে এটাকে ব্যয় করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, বাহ্! বাহ্! হে আবূ তালহা! এটা লাভজনক সম্পদ, আমরা এটা তোমার থেকে গ্রহণ করলাম এবং তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম। সুতরাং এটা তোমার আত্মীয়দের মাঝে ব্যয় কর। রাবী বলেন, অনন্তর আবূ তালহা (রা) (ঐ সম্পদ) তাঁর রেহম সম্পর্কীয় মাহরাম আত্মীয়দেরকে সাদাকা করে দিলেন। তাদের মধ্যে উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা) ও হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, হাস্‌সান (রা) নিজের হিস্যা মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে বিক্রি করে দিলেন। তাঁকে (মুআবিয়া রা. কে) বলা হলো যে, হাস্‌সান (রা) আবূ তালহা (রা) এর সাদাকা বিক্রি করছেন। তখন তিনি বললেন, আমি কি এক সা' খেজুরকে এক সা' দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করবনা?

٤٩٩٨ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ ثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ قَالَ اَوْ قَالَ مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا جَاءَ اَبُوْ طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَائِطِىْ الَّذِىْ بِمَكَانٍ كَذَا وَكَذَا لَواسْتَطَعْتُ اَنْ اُسِرَّهُ لَمْ اُعْلِنْهُ قَالَ اجْعَلْهُ فِىْ فُقَرَاءِ قَرَابَتِكَ وَفُقَرَاءِ اَهْلِكَ.

৪৯৯৮. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) .....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ এই আয়াত অবতীর্ণ হয় অথবা বলেছেন, যখন مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا (অর্থাৎ কে আছ, যে আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দিবে) এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তখন আবূ তালহা (রা) এলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার বাগান যা অমুক অমুক স্থানে রয়েছে, আমি যদি

গোপন করতে পারতাম, তাহলে ঘোষণা করতামনা। তিনি বললেন, তা তোমার দরিদ্র আত্মীয়দের এবং দরিদ্র পরিজনদেরকে দিয়ে দাও।

٤٩٩٩- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ ثَنَا اَبِىْ عَنْ ثُمَامَةَ قَالَ قَالَ اَنَسُ كَانَتْ لِاَبِىْ طَلْحَةَ اَرْضُ فَجَعَلَهَا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَجَاءَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِجْعَلْهَا فِىْ فُقَرَاءِ قَرَابَتِكَ فَجَعَلَهَا لِحَسَّانٍ وَاُبَىٍّ قَالَ اَبِىْ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ وَكَانَا اَقْرَبَ اِلَيْهِ مِنِّىْ -

৪৯৯৯. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... সুমামা (র) থেকে বর্ণিত। আনাস (রা) বলেন, আবূ তালহা (রা) এর একটি যমীন ছিলো, তিনি এটি আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এর পর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, এটা তোমার দরিদ্র আত্মীয়দেরকে দান কর। অনন্তর তিনি তা হাস্‌সান (রা) ও উবায় (ইব্‌ন কা'ব রা) কে প্রদান করেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (র) বলেন, আমার পিতা সুমামা (র) থেকে এবং তিনি আনাস (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, এঁরা দু'জন (হাস্‌সান রা ও উবায় ইব্‌ন কা'ব রা) আমার অপেক্ষা তাঁর অধিক নিকটাত্মীয় ছিলো।

٥٠٠٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَكْثَرَ الْاَنْصَارِ بِالْمَدِيْنَةِ مَالاً مِّنْ نَخْلٍ وَكَانَ اَحَبُّ اَمْوَالِهِ اِلَيْهِ حَائِطَ حُدَيْلَةَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ قَالَ اَنَسُ فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ قَامَ اَبُوْ طَلْحَةَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ فِىْ كِتَابِهِ لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَاِنَّ اَحَبَّ الْاَمْوَالِ اِلَىَّ الْحَائِطُ فَاِنَّهَا صَدَقَةٌ اَرْجُوْ بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَيْثُ شِئْتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَخْ ذٰلِكَ مَالُ رَابِحُ بَخْ ذٰلِكَ مَالُ رَابِحُ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيْهِ وَاَنَا اَرٰى اَنْ تَجْعَلَهَا فِى الْاَقْرَبِيْنَ فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَسَمَهَا اَبُوْ طَلْحَةَ فِىْ اَقَارِبِهِ وَبَنِىْ عَمِّهِ -

৫০০০. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) ..... ইসহাক ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবী তালহা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেছেন যে, আবূ তালহা (রা) খেজুরের দিক দিয়ে মদীনার আনসারদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী ছিলেন এবং তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ ছিলো হুদায়লার বাগান। আর সেটা ছিলো মসজিদের (নববীর) সম্মুখে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং সেখান থেকে উত্তম পানি পান করতেন। আনাস (রা) বলেন, যখন لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন আবূ তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরবারে গিয়ে

বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ তা'আলা আপন কিতাবে বলছেন لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ এবং আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় সম্পদ হলো (এই) বাগান। তবে এটা সাদাকা। আমি আল্লাহ্র কাছে এর ছাওয়াব ও পূঁজি আশা করছি। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যেখানে ইচ্ছা ওটাকে ব্যবহার (ব্যয়) করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, বাহ, এটাতো লাভজনক সম্পদ। বাহ্! এটাতো লাভজনক সম্পদ। বস্তুত এ সম্পর্কে তুমি যা বলেছ আমি তা শুনেছি। কিন্তু আমার মতে তুমি তা নিজের নিকটাত্মীয়দেরকে দিয়ে দাও। আবূ তালহা (রা) বললেন, আমি তাই করব ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অনন্তর আবূ তালহা (রা) তা নিজের নিকটাত্মীয়দের ও চাচাত ভাইদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ ইনি হলেন আবূ তালহা (রা) যিনি ওই বাগান উবায় (ইব্ন কা'ব রা) ও হাস্সান (ইব্ন সাবিত রা)-এর মাঝে বণ্টন করে দিয়েছেন। অথচ তিনি ও উবায় (রা) তাঁদের সপ্তম পুরুষে গিয়ে মিলিত হয়েছেন। কেননা আবূ তালহা (রা)-এর নাম হলো যায়দ ইব্ন সাহ্ল এবং তাঁর বংশ তালিকা হলো নিম্নরূপঃ যায়দ ইব্ন সাহ্ল ইব্ন আসওয়াদ ইব্ন হারাম ইব্ন আমর ইব্ন যায়দ মানাত ইব্ন আদী ইব্ন আমার ইব্ন মালিক ইব্ন নায্যার এবং হাস্সান (রা)-এর বংশ তালিকা হলো ঃ হাসসান ইব্ন সাবিত ইব্ন মুনযির ইব্ন হারাম ইব্ন আমার ইব্ন যায়দ মানাত ইব্ন আদী ইব্ন আমর ইব্ন মালিক ইব্ন নায্যার। আর তাঁরা উভয়ে তাঁর (আবূ তালহা রা) এর মাহরাম আত্মীয় ছিলোনা।

বস্তুত এটা সেই সমস্তলোকদের অভিমত বাতিল হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করে, যাদের মতে নিকট আত্মীয়তা শুধু তাদের সাথে হয়, যারা কারো মাহরাম আত্মীয়। পক্ষান্তরে যুফার ইব্ন হুযায়ল যে মত পোষণ করেছেন এবং আমরা যা তাঁরই সূত্রে এই অনুচ্ছেদে (অংশে) নকল করেছি, সেটিও বাতিল। কেননা আমরা লক্ষ্য করেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন বানূ হাশিম ও বানূ মুত্তালিবকে আত্মীয়-স্বজনদের হিস্যা প্রদান করেছেন তখন সমভাবে যারা তাঁর নিকটাত্মীয় ছিলো, তাদেরও দিয়েছেন এবং দূরবর্তী আত্মীয়দেরও দিয়েছেন। কেননা তারা সকলেই তাঁর আত্মীয় ছিলো। সুতরাং যদি নিকটাত্মীয়রা দূরবর্তীদের জন্য প্রতিবন্ধক হয় তাহলে তিনি নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে দূরবর্তীদেরকে প্রদান করতেন না। কেননা আল্লাহ তা'আলা আত্মীয়দেরকে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি আল্লাহ্ তা'আলার হুকমের বিরোধিতা করতে না। আর এই আবূ তালহা (রা), যিনি স্বীয় দানে উবায় ইব্ন কা'ব (রা) ও হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা)-কে একত্রিত করেছেন, অথচ তাদের একজন অপরজন অপেক্ষা তাঁর অধিক নিকটবর্তী ছিলো। যদিও তাঁরা উভয়ে তাঁর আত্মীয়দের থেকে ছিলেন। আর তিনি তা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হুকুমের বিরোধিতা করেন নাই। যেমন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বানূ হাশিমের সাথে সাথে বানূ মুত্তালিবকেও প্রদান করে আত্মীয়দেরকে দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্র নির্দেশের বিরোধিতা করেন নাই।

আর যারা বলে যে, কারো নিকটাত্মীয় হলো তারা, যারা তার সঙ্গে চতুর্থ পুরুষ থেকে নিম্ন পুরুষ পর্যন্ত একত্রিত হয়েছে, তাদের অভিমতও বাতিল। কেননা তাদের উল্লেখকৃত প্রমাণ হলো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বজনদের হিস্যা বানূ মুত্তালিবকে দিয়েছেন এবং তারা চতুর্থ পুরুষে গিয়ে তাঁর সাথে শরীক ছিলো। এবং তিনি পঞ্চম পুরুষ কিংবা এর উপরের পুরুষের সঙ্গে শরীকদেরকে দেন নাই। অথচ আমরা লক্ষ্য করছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বানূ উমাইয়া ও বানূ নওফলকে বঞ্চিত করেছেন, তাদেরকে কিছুই দেন নাই। কেননা তারা তার আত্মীয়দের থেকে ছিলোনা। অনুরূপভাবে এই সম্ভাবনাও আছে যে, যখন তিনি তাদের উপরস্থদেরকে বঞ্চিত রেখেছেন, এর কারণ এটা নয় যে, তারা তাঁর আত্মীয় ছিলোনা। অথচ এই আবূ তালহা (রা) আল্লাহ্ তা'আলা ও নবী ﷺ-এর হুকুমে নিজের কতক এরূপ দরিদ্র আত্মীয়দেরকে প্রদান করেছেন, যারা সপ্তম পুরুষে গিয়ে

তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়। বস্তুত এই কাজে আবূ তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নির্দেশের বিরোধিতা করেন নাই। এবং না তিনি তাঁর এই কাজের উপর অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন। যারা এই মত পোষণ করে যে, কোন ব্যক্তির নিকটাত্মীয় হলো তারা, যারা তার সাথে তৃতীয় পুরুষ থেকে নীচে পর্যন্ত একত্রিত হয়। তারা বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন স্বজনদের হিস্যা বণ্টন করেছেন তখন সমস্ত বানূ হাশিমকে দিয়েছেন এবং তারা তাঁর সঙ্গে তৃতীয় পুরুষে গিয়ে শরীক। তাই তাঁর সঙ্গে তাদের আত্মীয়তা অর্জিত ছিলো। আর বানূ মুত্তালিবকে দিয়েছেন, কেননা তারা তাঁর মিত্র ছিলো। তাদেরকে আত্মীয়তার কারণে দেয়া হলে আত্মীয়তার দিক থেকে তাদের সমতুল্য বানূ উমাইয়া ও বানূ নাওফলকেও প্রদান করতেন। বস্তুত আমাদের মতে এই অভিমতটিও বাতিল। কেননা যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বানূ মুত্তালিবকে মিত্রতার কারণে প্রদান করতেন, আত্মীয়তার কারণে প্রদান না করতেন, তবে তো তাঁর সমস্ত মিত্রদেরকে প্রদান করতেন। বানূ খুযা'আও (গোত্র) তাঁর মিত্র ছিলো। আমর ইব্ন সালিম খুযাই তাঁর সম্মুখে মৈত্রী চুক্তির কবিতাগুলো আবৃত্তি করেছিলো ঃ

٥٠٠١ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ لَمَّا وَادَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَهْلَ مَكَّةَ وَكَانَتْ خُزَاعَةُ حُلَفَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَتْ بَنُوْ بَكْرٍ حُلَفَاءَ قُرَيْشٍ فَدَخَلَتْ خُزَاعَةُ فِيْ صُلْحِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَدَخَلَتْ بَنُوْ بَكْرٍ فِيْ صُلْحِ قُرَيْشٍ فَكَانَ بَيْنَ خُزَاعَةَ وَبَيْنَ بَكْرٍ بَعْدُ قِتَالٌ فَاَمَدَّتْهُمْ قُرَيْشُ بِسَلَاحٍ وَّطَعَامٍ وَّظَلَّلُوْا عَلَيْهِمْ وَظَهَرَتْ بَنُوْ بَكْرٍ عَلٰى خُزَاعَةَ فَقَتَلُوْا فِيْهِمْ فَقَدِمَ وَافِدُ خُزَاعَةَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَ بِمَا صَنَعَ الْقَوْمُ وَدَعَاهُ اِلَى النُّصْرَةِ وَاَنْشَدَ فِيْ ذٰلِكَ :

لَاهُمَّ اِنِّيْ نَاشِدُ مُحَمَّدًا حِلْفَ اَبِيْنَا وَاَبِيْهِ الْاَتْلَدَا وَالِدًا كُنَّا وَكُنْتَ وَلَدًا اِنَّ قُرَيْشًا اَخْلَفُوْكَ الْمَوْعِدَا وَزَعَمُوْا اَنْ لَّسْتُ اَدْعُوْ اَحَدًا وَنَقَضُوْا مِيْثَاقَكَ الْمُوَكَّدًا ـ وَجَعَلُوْ اِلٰى بِكْدَاءٍ تَرَحَّدًا وَهُمْ اَذَلُّ وَاَقَلُّ عَدَدًا ـ وَهُمْ اَتَوْنَا بِالْوَتِيْرِ هُجَّدًا نَتْلُوْ الْقُرْاٰنَ رُكَّعًا وَّسُجَّدًا ثَمَّةَ اَسْلَمْنَا وَلَمْ نَنْزِعْ يَدًا فَانْصُرْ رَسُوْلَ اللّٰهِ نَصْرًا عَتِدًا ـ وَابْعَثْ جُنُوْدَ اللّٰهِ تَاْتِيْ مَدَدًا ـ فِيْ فَيْلَقٍ كَالْبَحْرِ يَاْتِيْ مُزْبِدًا فِيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَدْ تَجَرَّدًا ـ اِنْ سِيْمَ خَسْفًا وَجْهُهُ تَرَدَّدًا ـ

قَالَ حَمَّادٌ وَهٰذَا الشِّعْرُ بَعْضُهُ عَنْ اَيُّوْبَ وَبَعْضُهُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ حَازِمٍ وَاَكْثَرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ ـ

৫০০১. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) .....ইকরামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কাবাসীদের সঙ্গে সন্ধি করেছেন এবং খুযা'আ (গোত্র) জাহিলী যুগে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মিত্র ছিলো। পক্ষান্তরে বানূ বকর ছিলো কুরায়শের মিত্র। তাই খুযা'আ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এবং বানূ বকর কুরায়শের সন্ধিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। অতঃপর খুযা'আ এবং বানূ বকরের মাঝে যুদ্ধ হয়। কুরায়শ অস্ত্র-শস্ত্র ও খাদ্যদ্রব্য দ্বারা তাদের (বানূ বকর) সহযোগিতা করে এবং তাদেরকে ছত্রছায়া দান করে। এভাবে বানূ বকর খুযা'আর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে এবং তারা তাদের মাঝে হত্যাযজ্ঞ চালায়। অনন্তর খুযা'আ গোত্রের প্রতিনিধি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয় এবং শত্রুর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করে এবং তাঁর কাছে সাহায্যের আবেদন জানায়। আর সে এ ব্যাপারে (নিম্নের) এই কবিতাগুলো আবৃত্তি করে ঃ

* হে আল্লাহ্! আমি মুহাম্মদ-কে আমাদের পিতা এবং তাঁর পিতামহের মাঝে স্বীরকৃত চুক্তি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।
* আমরা পিতা ছিলাম (বয়সে বড় ছিলাম) এবং আপনি সন্তান ছিলেন।
  অবশ্যই কুরায়শরা তোমার সঙ্গে চুক্তির বিরোধিতা করেছে।
* এবং তারা ধারণা করেছে যে, আমি কাউকে ডাকবনা!
  তারা তোমার সঙ্গে কৃত মজবুত ও সুদৃঢ় অঙ্গীকারকে ভেঙ্গে দিয়েছে।
* তারা কাদাতে (মক্কার উঁচু ভূমি) আমার জন্য ঘাঁটি প্রস্তুত করে রেখেছে।
  তারা নিতান্ত-ই দুর্বল এবং স্বল্প সংখ্যক।
* তারা আমাদের উপর 'ওয়াতীর' জায়গা থেকে শেষ প্রহরে এসেছে।
  (যখন) আমরা ঐ জায়গায় রুকূ-সিজদাতে কুরআন তিলাওয়াত করছিলাম।
* আমরা শান্তি ও নিরাপত্তা গ্রহণ করেছি এবং হাত গুটিয়ে নেইনি!
  হে আল্লাহ্! আল্লাহ্র রাসূলকে অত্যন্ত শক্তিশালী সাহায্য কর।
* এবং সাহায্যের জন্য খোদায়ী বাহিনী প্রেরণ কর!
  এরূপ বিশাল বাহিনী যা সমুদ্রের ন্যায় বুদবুদ সৃষ্টি করে।
* তাদের মাঝে রয়েছে আল্লাহ্র রাসূল কোষমুক্ত তরবারি নিয়ে।
* যদি অপমান ও অপদস্থতা আসে তবে যেন
* তাঁর নূরানী চেহারা থেকে পৃথক থাকে।

হাম্মাদ (র) বলেন, এ থেকে কিছু কবিতা আইয়ুব (র) থেকে, কিছু ইয়াযীদ ইব্ন হাযিম (র) থেকে এবং অধিকাংশ (কবিতা) মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত।

٥٠٠٢- حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَنَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ بَهْلُوْلٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَغَيْرِهِ نَحْوَهُ غَيْرَ اَنَّهُ ذَكَرَ اَنَّ الْمُنَاشِدَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِهٰذَا الشِّعْرِ عَمْرُوْ بْنُ سَالِمٍ-

৫০০২. ফাহাদ ইব্ন সুলায়মান (র) ..... যুহ্রী (র) প্রমুখ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্-এর সম্মুখে এই কবিতাগুলো আবৃত্তিকারী ছিলেন আমর ইব্ন সালিম।

সুতরাং যখন রাসূলুল্লাহ্ নিজের এবং খুযা'আর মাঝে সংঘটিত মৈত্রী চুক্তির কারণে তাদেরকে স্বজনদের হিস্যায় অন্তর্ভুক্ত করেন নাই, তাই এটা অসম্ভব যে, বানূ মুত্তালিবকে মৈত্রী চুক্তির কারণে প্রদান করবেন। তাহলে তো বানূ হাশিমের আযাদকৃত গোলামদেরকেও প্রদান করতেন, অথচ দেন নাই। বস্তুত আমাদের মতে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ ইব্নুল হাসান (র) যে মত প্রকাশ করেছেন, এই সকল অভিমত অপেক্ষা উত্তম। কেননা আমরা লক্ষ্য করছি যে, আমাদের এই যুগে লোকেরা আব্বাস (রা)-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয়। অনুরূপভাবে আলী (রা)-এর আওলাদ, জা'ফর (রা)-এর আওলাদ, আকীল এর আওলাদ, যুবাইর (রা) ও তালহা (রা) এর আওলাদ– এদের সকলের আওলাদ নিজেদের সর্বোচ্চ পূর্বপুরুষের দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয়। বলা হয়ে থাকে বানূ আব্বাস! বানূ আলী এবং অনুরূপভাবে আমরা যাদের উল্লেখ করেছি তাদের আওলাদগণও এমন কি এটা (সর্বোচ্চ পূর্ব পুরুষ অভিন্ন হওয়া) তাদেরকে একত্রিত করে এবং তারা নিজেদের পূর্বপুরুষের কারণে পৃথক পৃথক হয়ে থাকে। যেমন ভিন্ন ভিন্ন কবীলাসমূহের আওলাদগণ।

যদি কোন প্রশ্নকারী বলে যে, আমরা লক্ষ্য করছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন স্বজনদের হিস্যা বণ্টন করেছেন তখন সেই সমস্ত লোকদেরকে দিয়েছেন, যারা তাঁর সঙ্গে জাহিলী যুগে পিতা বা পূর্বপুরুষের মধ্যে শরীক ছিলো। তাই ওই পিতার আওলাদ তাঁর স্বজন ছিলো। অনুরূপভাবে আবূ তালহা (রা) যাদেরকে দিয়েছেন এবং আমরা তাদের উল্লেখ করেছি তাদেরও এই অবস্থা ছিলো যে, তাঁকে ও তাদেরকে জাহিলী যুগের পিতা শরীক করত। তাহলে আপনারা এটা কেন বলছেন যে, কোন ব্যক্তির আত্মীয়তায় সেই সমস্ত লোকেরা অন্তর্ভুক্ত, যাদের সঙ্গে সে ইসলামী যুগে সর্বোচ্চ পূর্বপুরুষের সঙ্গে একত্রিত বা শরীক হয়।

তাকে উত্তরে বলা হবে যে, আমরা আমাদের এই গ্রন্থে প্রথমে (অধ্যায়ের শুরুতে) উল্লেখ করেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কতক স্বজনকে দিয়েছেন, এবং কতককে দেননি। অথচ তারা সকলেই তাঁর সঙ্গে একই গোত্রভুক্ত এবং সেই গোত্রের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়। এমনকি তাদের সকলকে বলা হয়ে থাকে কুরায়শী। এবং তাদেরকে কুরায়শ পরবর্তীদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয় না যে, তাদেরকে কিনানী বলা হবে। সুতরাং তারা সকলে এক গোত্রের লোক হলো, এক পিতার আওলাদ এবং একই আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ এবং বাকি লোকদের থেকে পৃথক হয়ে গেল, এমনভাবে যে, তাদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত হবে না। অনুরূপভাবে যে পিতা ইসলামী যুগে সম্মুখে এসেছে সে জ্ঞাতি বা গোত্র হয়েছে ইসলামী যুগে তার আওলাদ তার দিকে সম্বন্ধযুক্ত হবে। সে এবং তার আওলাদ সকলে এক কাবীলার দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয় যারা ইসলামের পূর্বে হয়েছে এবং তারা সকলে ঐ কবীলার সাথে সম্পৃক্ত। আমাদের মতে এই অনুচ্ছেদে এটাই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অভিমত। আমরা আল্লাহ্র কাছেই তাওফীক চাচ্ছি।

অতঃপর আমরা ঐ মাল সম্পর্কে আলোচনা করবো, যা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর স্বজনদেরকে প্রদান করেছেন। আমরা লক্ষ্য করছি যে, এ বিষয়ে আলিমদের মতবিরোধ রয়েছে। কতিপয়ের মতে তিনি তাদেরকে সেই হক প্রদান করেছেন, যা আল্লাহ্ তা'আলা ফাই এবং গনীমতের আয়াতে উল্লেখপূর্বক তাদের জন্য ওয়াজিব করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই ইখতিয়ার ছিলোনা যে, তিনি তাদের থেকে এই হক রোধ করবেন বা তাদেরকে ছেড়ে অন্যদেরকে প্রদান করবেন। তাদের জন্য সমস্ত ফাই -এর পঞ্চমাংশ থেকে এবং সমস্ত মালে গনীমতের পঞ্চমাংশের পঞ্চমাংশ থেকে নির্ধারিত রয়েছে। যেমন গনীমতের পাঁচ হিস্যার চার হিস্যা মুজাহিদদের থেকে রোধ করা অথবা তাদেরকে ছেড়ে অন্যদেরকে প্রদান করার ইখতিয়ার তাঁর ছিলোনা।

পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আত্মীয়দের জন্য ফাই এবং গনীমতের খুমুসের (পঞ্চমাংশ) মধ্যে যে হক ওয়াজিব হয়েছে, তা এই দুই আয়াতের কারণে নয়, যা আমি এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে উল্লেখ করেছি। আল্লাহ্ তা'আলা এই দুই আয়াতে ঐ হককে তাকীদরূপে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তাদের জন্য ফাই এবং গনীমতের খুমুসে তেমনই ওয়াজিব হয়েছে যেমন ঐ অপরাপর দরিদ্র মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব, যাদের মাঝে ও রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক বিদ্যমান নেই। আর এই অভিমত উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

٣٠٠٥- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ يَعْقُوْبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَنْ عَمِّهِ اَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ هٰذَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فِي الْفَيْئِ وَالْمَغْنَمِ :

اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اَنْزَلَ الْقُرْاٰنَ عَلٰى مُحَمَّدٍ ﷺ بَصَائِرَ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ فَشَرَعَ فِيْهِ الدِّيْنَ وَاَبْهَجَ بِهِ السَّبِيْلَ وَصَرَّفَ بِهِ الْقَوْلَ وَبَيَّنَ مَا يُوْتٰى مِمَّا يُنَالُ بِهٖ مِنْ رِضْوَانِهٖ وَمَا

يَنْتَهِيْ عَنْهُ مِنْ مَنَاهِيْهِ وَمَسَاخِطِهِ ثُمَّ اَحَلَّ حَلاَلَهُ الَّذِيْ وَسَّعَ بِهِ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَجَعَلَهُ مَرْغُوْبًا عَنْهُ مَسْخُوْطًا عَلٰى اَهْلِهِ وَجَعَلَ مِمَّا رَحِمَ بِهِ هٰذِهِ الْاُمَّةَ وَوَسَّعَ بِهِ عَلَيْهِمْ مَا اَحَلَّ مِنَ الْمَغْنَمِ وَبَسَطَ مِنْهُ وَلَمْ يَحْظُرْهُ عَلَيْهِمْ كَمَا اُبْتُلِيَ بِهِ اَهْلُ النُّبُوَّةِ وَالْكِتَابِ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَهُمْ فَكَانَ مِنْ ذٰلِكَ مَا نَفَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِخَاصَّةٍ دُوْنَ النَّاسِ مِمَّا غَنَمَهُ مِنْ اَمْوَالِ بَنِيْ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرِ اِذْ يَقُوْلُ اللّٰهُ حِيْنَئِذٍ مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلاَرِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ ـ

فَكَانَتْ تِلْكَ الْاَمْوَالُ خَالِصَةً لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَجِبْ فِيْهَا خُمُسٌ وَلاَمَغْنَمٌ لِيُوَلِّيَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَمْرَهُ وَاَخْتَارَ اَهْلَ الْحَاجَةِ بِهَا السَّابِقَةَ عَلٰى مَا يُلْهِمُهُ مِنْ ذٰلِكَ وَيَأْذَنُ لَهُ بِهِ فَلَمْ يَضْرِبْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يَخْتَرْهَا لِنَفْسِهِ وَلاَ لاَقَارِبِهِ وَلَمْ يُخَصِّصْ بِهٰذَا مِنْهُمْ بِفَرْضٍ وَّلاَسَهْمَانٍ وَلٰكِنْ اٰثَرَ بِاَوْسَعِهَا وَاَكْثَرِهَا اَهْلَ الْحَقِّ وَالْقِدَمَةِ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّ يَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اُوْلٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ وَقَسَمَ اللّٰهُ طَوَائِفَ مِنْهَا فِيْ اَهْلِ الْحَاجَةِ مِنَ الْاَنْصَارِ وَحَبَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرِيْقًا مِّنْهَا لِنَائِبَتِهِ وَحَقِّهِ وَمَا يَعْرُوْهُ غَيْرَ مُقْتَقِدٍ شَيْئًا مِّنْهَا وَلاَمُتَاَثِّرٍ بِهِ وَلاَمُرِيْدٍ اَنْ يُّوْتِيَهُ اَحَدًا بَعْدَهُ فَجَعَلَهُ صَدَقَةً لاَيُرَاثُ لاَحَدٍ فِيْهِ هَادَةً فِي الدُّنْيَا وَمُحَقِّرَةً لَهَا وَاٰثِرَةً لِمَا عِنْدَ اللّٰهِ فَهٰذَا الَّذِيْ لَمْ يُوْجَفْ فِيْهِ خَيْلٌ وَّلاَ رِكَابٌ وَّمِنَ الْاَنْفَالِ الَّتِيْ اٰثَرَ اللّٰهُ بِهَا رَسُوْلَهُ وَلَمْ يَجْعَلْ لاَحَدٍ فِيْهَا مِثْلَ الَّتِيْ جَعَلَ لَهُ مِنَ الْغَنَمِ الَّذِيْ فِيْهِ اِخْتِلاَفُ مَنِ اخْتَلَفَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَيْلاَ يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ثُمَّ قَالَ وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُو اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ فَاَمَّا قَوْلُهُ فَلِلّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى غَنِيٌّ عَنِ الدُّنْيَا وَاَهْلِهَا وَكُلِّ مَا فِيْهَا وَلَهُ ذٰلِكَ كُلُّهُ وَلٰكِنَّهُ يَقُوْلُ اِجْعَلُوْهُ فِيْ سَبِيْلِهِ الَّتِيْ اَمَرَ بِهَا وَقَوْلُهُ وَلِلرَّسُوْلِ فَاِنَّ الرَّسُوْلَ لَمْ يَكُنْ لَّهُ حَظٌّ فِي الْمَغْنَمِ اِلاَّ كَحَظِّ الْعَامَّةِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَلٰكِنَّهُ يَقُوْلُ اِلَى الرَّسُوْلِ قِسْمَتُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ وَالْحُكُوْمَةُ فِيْهِ فَاَمَّا قَوْلُهُ وَلِذِ الْقُرْبٰى فَقَدْ ظَنَّ جَهَلَةٌ مِّنَ النَّاسِ اَنَّ لِذِيْ قُرْبٰى مُحَمَّدٍ ﷺ سَهْمًا مَّفْرُوْضًا مِّنَ الْمَغْنَمِ قَطَعَ عَنْهُمْ وَلَمْ يُوْتِهِ اِيَّاهُمْ وَلَوْ كَانَ كَذٰلِكَ لَبَيَّنَهُ كَمَا بَيَّنَ فَرَائِضَ الْمَوَارِيْثِ فِي النِّصْفِ وَالرُّبُعِ وَالسُّدُسِ

وَالثُّمُنِ وَلَمْ مَا نَقَصَ حَظَّهُمْ مِنْ ذٰلِكَ غِنَاءً كَانَ عِنْدَ اَحَدِهِمْ اَوْ فَقْرًا كَمَا لاَيَقْطَعُ ذٰلِكَ حَظًّا الْوَرَثَةِ مِنْ سِهَامِهِمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ نَفَلَ لَهُمْ فِيْ ذٰلِكَ شَيْئًا مِّنَ الْمَغْنَمِ مِّنَ الْعِقَارِ وَالسَّبِيِّ وَالْمَوَاشِيْ وَالْعُرُوْضِ وَالصَّامِتِ وَلٰكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيْ شَيْئٍ مِّنْ ذٰلِكَ فَرْضٌ يَعْلَمُ وَلاَ اَثَرٌ يُقْتَدٰى بِهٖ حَتّٰى قَبَضَ اللّٰهُ نَبِيَّهُ ﷺ اِلاَّ اَنَّهُ قَدْ قَسَمَ فِيْهِمْ قِسْمًا يَوْمَ خَيْبَرَ لَمْ يَعُمَّ بِذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ عَامَّتَهُمْ وَلَمْ يُخَصِّصْ قَرِيْبًا دُوْنَ اٰخَرَ اَحْوَجَ مِنْهُ لَقَدْ اَعْطٰى يَوْمَئِذٍ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ قَرَابَةٌ وَذَالِكَ لَمَّا شَكَوْا اِلَيْهِ مِنَ الْحَاجَةِ وَمَا كَانَ مِنْهُمْ فِيْ جَنْبِهٖ مِنْ قَوْمِهِمْ وَمَا خَلَّصَ اِلٰى خُلَفَائِهِمْ ذٰلِكَ فَلَمْ يَفْضُلْهُمْ عَلَيْهِمْ لِقَرَابَتِهِمْ وَلَوْ كَانَ لِذِيْ الْقُرْبٰى حَقٌّ كَمَا ظَنَّ اُوْلٰئِكَ لَكَانَ اَخْوَالُهُ ذَوِىْ قُرْبٰى وَاَخْوَالُ اَبِيْهِ وَجَدِّهٖ وَكُلُّ مَنْ ضَرَبَهُ بِرَحْمٍ فَاِنَّهَا الْقُرْبٰى كُلُّهَا وَكَمَا لَوْ كَانَ ذٰلِكَ كَمَا ظَنُّوْا لَاَعْطَاهُمْ اِيَّاهُ اَبُوْ بَكْرٍ رض وَعُمَرُ بَعْدَ مَا وَسَعَ الْفَيْئُ وَكَثُرَ وَاَبُوْ الْحَسَنِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مَلَكَ مَا مَلَكَ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَائِلُ اَفَلاَ عَلَّمَهُمْ مِنْ ذٰلِكَ اَمْرًا يُعْمَلُ بِهٖ فِيْهِمْ وَيُعْرَفُ بَعْدَهُ وَلَوْ كَانَ ذٰلِكَ كَمَا زَعَمُوْا كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى كَيْلاَ يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ فَاِنَّ مِنْ ذَوِىْ قَرَابَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَمَنْ كَانَ غَنِيًّا وَكَانَ فِيْ سِعَةٍ يَوْمَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ وَبَعْدَ ذٰلِكَ فَلَوْكَانَ ذٰلِكَ السَّهْمُ جَائِزًا لَّهُ وَلَهُمْ كَانَتْ تِلْكَ دُوْلَةً بَلْ كَانَتْ مِيْرَاثًا لِقَرَابَتِهٖ لاَيَحِلُّ لاَحَدٍ قَطْعُهَا وَلاَ نَقْضُهَا وَلٰكِنَّهُ يَقُوْلُ لِذِىْ قُرْبٰى بِحَقِّهِمْ وَقَرَابَتِهِمْ فِى الْحَاجَةِ وَالْحَقِّ اللاَّزِمِ لِحَقِّ الْمُسْلِمِيْنَ مَسْكَنَتُهُ وَحَاجَتُهُ فَاِذَا اسْتَغْنَى فَلاَ حَقَّ لَهُ وَالْيَتِيْمُ فِيْ يُتْمِهٖ وَاِنْ كَانَ الْيَتِيْمُ وَرَثَ عَنْ وَارِثِهٖ فَلاَ حَقَّ لَهُ وَابْنُ السَّبِيْلِ فِيْ سَفَرِهٖ وَصَيْرُوْرَتِهٖ اِنْ كَانَ كَبِيْرَ الْمَالِ مُوْسَعًا عَلَيْهِ فَلاَ حَقَّ لَهُ فِيْهِ وَرُدَّ ذٰلِكَ الْحَقَّ اِلٰى اَهْلِ الْحَاجَةِ وَبَعَثَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ بَعَثَ وَذَكَرَ الْيَتِيْمَ ذَالْمَقْرَبَةِ وَالْمِسْكِيْنَ ذَالْمَتْرَبَةِ هٰؤُلاَءِ هٰكَذَا لَمْ يَكُنْ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ صَالِحٌ مِّنْ مَضٰى لِيَدْعُوْا حَقًّا فَرَضَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِذِىْ قَرَابَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَيَقُوْمُوْنَ لَهُمْ بِحَقِّ اللّٰهِ فِيْهِ كَمَا قَالَ اَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَحْكَامُ الْقُرْاٰنِ وَلَقَدْ عَلٰى ذٰلِكَ اَمْضَوْا اَعْطَايَا وَضَعَهَا فِيْ اَفْيَاءِ النَّاسِ وَاِنَّ بَعْضَ مَنْ اَعْطٰى مِنْ تِلْكَ الْعَطَايَا لِمَنْ هُوَ عَلٰى غَيْرِ دِيْنِ الْاِسْلاَمِ فَاَمْضَوْا ذٰلِكَ لَهُمْ فَمَنْ زَعَمَ غَيْرَ هٰذَا كَانَ مُفْتَرِيًا مُتَقَوِّلاً عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُوْلِ وَصَالِحِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا غَيْرَ الْحَقِّ ـ

وَاَمَّا قَوْلُ مَنْ يَّقُوْلُ فِيْ الْخُمُسِ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَهُ فَرَائِضَ مَعْلُوْمَةً فِيْهَا حَقٌّ مَنْ سَمّٰى فَاِنَّ الْخُمُسَ فِيْ هٰذَ الْاَمْرِ بْنِ بِمَنْزِلَةِ الْمَغْنَمِ وَقَدْ اٰتَى اللّٰهُ نَبِيَّهُ ﷺ سَبْيًا فَاَخَذَ مِنْهُ اُنَاسًا

وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَقَدْ أَرَأَتْهُ يَدَيْهَا مِنْ مَحَلِّ الرَّحٰى فَوَكَّلَهَا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالتَّسْبِيْحِ فَهٰذِهِ ادَّعَتْ حَقًّا لِقَرَابَتِهِ وَلَوْ كَانَ هٰذَا الْخُمُسُ وَالْفَيْءُ عَلٰى مَاظَنَّ مَنْ يَقُوْلُ هٰذَا الْقَوْلَ كَانَ ذٰلِكَ حَيْفًا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَاعْتِرَامًا لِمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَمَا عَطَلَ قَسَمُ ذٰلِكَ فِيْمَنْ يَدَّعِيْ فِيْهِ بِالْقَرَابَةِ وَالنَّسَبِ وَالْوِرَاثَةِ وَلَدَخَلَتْ فِيْهِ سَهْمَانِ الْعَصْبَةِ وَالنِّسَاءِ اُمَّهَاتِ الْاَوْلَادِ وَيَرٰى مَنْ تَفَقَّهَ فِي الدِّيْنِ اَنَّ ذٰلِكَ غَيْرُ مُوَافِقٍ يَقُوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ ﷺ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ وَقَوْلُ الْاَنْبِيَاءِ لِقَوْمِهِمْ مِثْلُ ذٰلِكَ وَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيَدَّعِيَ مَا لَيْسَ لَهُ وَلَا لِيَدَعَ حَظًّا وَّلَا قِسْمًا لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ اللّٰهُ لَهُمْ وَامْتَنَّ عَلَيْهِمْ فِيْهِ وَلَا لِيَحْرِمَهُمْ اِيَّاهُ وَلَقَدْ سَأَلَهُ نِسَاءُ بَنِيْ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ الْفِكَاكَ وَتَخْلِيَةَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ سَبَايَا هُمْ بَعْدَ مَا كَانُوْا فَيْأً فَكَكَهُمْ وَاَطْلَقَهُمْ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُسْأَلُ مِنْ اَنْعَامِهِمْ شَجَرَةً بِرِدَائِهِ فَظَنَّ اَنَّهُمْ نَزَعُوْهُ عَنْهُ لَوْ كَانَ عَدَدُ شَجَرِتِهَامَةَ نَعْمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ وَمَا اَنَا بِاَحَقَّ بِهِ مِنْكُمْ بِقَدْرِ وَبَرَةِ بَعِيْرٍ اَخُذُهَا مِنْ كَاهِلِ الْبَعِيْرِ اِلَّا الْخُمُسَ فَاِنَّهُ مَرْدُوْدٌ فِيْكُمْ ـ

৫০০৩. রাওহ ইব্‌নুল ফারাজ (র) ..... মালিক ইব্‌ন আনাস (র)-এর চাচা সুহায়ল ইব্‌ন মালিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাই ও গনীমতের সম্পদ সম্পর্কে এটা হলো উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) এর ফরমান। বলেন, হাম্‌দ (প্রশংসা ও সালাতের দরূদের পর) আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনকে মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর এইরূপে অবতীর্ণ করেছেন যে, তা মু'মিনদের জন্য জ্ঞান ও রহমতের কারণ। এতে দ্বীনকে প্রকাশ করেছেন, পথ নির্ধারণ করেছেন এবং এতে বিভিন্নরকমের আলোচনা করেছেন। তাতে ঐ সমস্ত বস্তু দান করার বর্ণনা রয়েছে যাতে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জিত হয় এবং এর দ্বারা তাঁর নিষেধকৃত ও অসন্তুষ্টিপূর্ণ বস্তুসমূহ থেকে বিরত থাকা যায়। অতঃপর কতক বস্তকে হালাল করে তাতে প্রশস্ততা প্রদান করেছেন এবং কিছু জিনিসকে হারাম করে তা থেকে ঘৃণা সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলো যারা করে তাদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। বস্তুত যা দ্বারা তিনি এই উম্মতের উপর করুণা করেছেন এবং প্রাচুর্য দান করেছেন তার অন্যতম হলো তাদের জন্য গনীমতের মাল হালাল করা এর ব্যাপারে প্রশস্ততা দান করা এবং তাদের উপর তা হারাম না করা وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ অর্থাৎ ঃ আল্লাহ্ ইয়াহুদীদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে যে ফায় দিয়েছেন তার জন্য তোমরা অশ্বে-কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ কর নাই; আল্লাহ্ তো যার উপর ইচ্ছা তাঁর রাসূলদেরকে কর্তৃত্ব দান করেন; আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান (সূরা ঃ ৫৯ আয়াত ঃ ৬)

বস্তুত ওই সম্পদসমূহ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য খাস বা নির্দিষ্ট ছিলো। তাতে খুমুস বা পঞ্চমাংশ ওয়াজিব ছিল না এবং না এটা মালে গনীমত ছিলো যে, যেমন তাদের পূর্ববর্তী নবুয়তপ্রাপ্ত আম্বিয়া (আ) ও কিতাবধারী আহলে কিতাবকে এ দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছে। তা থেকে ঐ মাল (ও একটি) যা বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য (ইয়াহুদী গোত্র) বানূ কুরায়যা ও বানু নযীরের সম্পদ থেকে ফাই হিসাবে দান করেছেন, এটা তাঁর জন্যই নির্ধারিত ছিলো, অন্য লোকদের জন্য ছিলো না। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তখন বলেছেন ঃ

وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلاَ رِكَابٍ وَّ لٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ -

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে এর ইখ্তিয়ার দিতেন। আর তিনি আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্দেশ প্রদান এবং অনুমতি দ্বারা তাতে পূর্বে অভাবীদেরকে নির্ধারণ করতেন। তাই রাসূলুল্লাহ্ﷺ তা বণ্টন করেন নাই এবং নিজের জন্য বা নিজের স্বজনদের জন্য তা ইখতিয়ার করেন নাই। আর না তাদের থেকে কাউকে নির্ধারিত হিস্যার সাথে খাস করেছেন। বরং তার অধিকাংশ মালের বিষয়ে হকদার ও প্রাচীন মুহাজিরদেরকে প্রাধান্য দিয়েছেন, যাদেরকে নিজ ঘর-বাড়ি ও সম্পত্তি থেকে উৎখাত করা হয়েছে। তাঁরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (দ্বীনের) সাহায্য করে। তাঁরাই তো সত্যাশ্রয়ী। আল্লাহ্ তা'আলা এর হিস্যা আনাসরদের মধ্যে থেকে অভাবগ্রস্ত লোকদের মাঝে বণ্টন করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ﷺ তা থেকে কিছু নিজের প্রয়োজন ও হকের জন্য রেখেছেন এবং ওই মাল যা তাঁর কাছে এভাবেই হত যে, তিনি তাতে কোন বস্তুকে হারানো অবর্তমান পেতেন না, না এর সাথে কাউকে প্রাধান্য দিতেন। আর না এর পরে কাউকে দেয়ার ইচ্ছা করতেন, তা তিনি সাদাকা হিসাবে নির্ধারণ করতেন। এতে কারো জন্য মীরাছ লাভ হত না। দুনিয়াতে বদান্যতা করে, দুনিয়াকে তুচ্ছ মনে করে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে যা কিছু আছে তাকে প্রাধান্য দিতেন। এটা সেই মাল যার জন্য অশ্ব কিংবা উষ্ট্র পরিচালনা করা হয় নাই এবং ঐ মালে গনীমত যার বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তার রাসূলকে প্রাধান্য দিয়েছেন; তাতে কারো জন্য ঐ গনীমতের মালের ন্যায় হিস্যা নির্ধারণ করেন নাই, যাতে মতবিরোধকারীগণ আল্লাহ্ তা'আলার এই বাণীতে মতবিরোধ করেছে ঃ

مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى لِلْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ - كَيْلاَ يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ -

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ্ এই জনপদবাসীদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহ্র, তাঁর রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের এবং ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না থাকে। (সূরা ঃ ৫৯ আয়াত ৭)

অতঃপর আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا - وَاتَّقُوْا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ -

অর্থাৎ ঃ রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর; আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর। (সূরা ঃ ৫৯ আয়াত ৭)

বস্তুত আল্লাহ্র বাণী فَلِلّٰهِ ("আল্লাহ্র জন্য") আল্লাহ্ তা'আলাতো দুনিয়া, দুনিয়াবাসী এবং যা কিছু এতে রয়েছে সব কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী। এই সব কিছু তাঁর মালিকানা। কিন্তু তিনি বলছেন যে, তা তাঁর পথে ব্যয় কর যার হুকুম তিনি করেছেন। আল্লাহ্র বাণী ঃ وَلِلرَّسُوْلِ ("রাসূলের জন্য") বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর জন্য মালে গনীমতের হিস্যা সাধারণ মুসলমানদের হিস্যার ন্যায় ছিলো। কিন্তু এর মর্ম হলো ঃ রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর জন্য এর বণ্টন, ব্যবহার ও সিদ্ধান্তের ইখতিয়ার ছিলো। আল্লাহ্র বাণী ঃ وَلِذِى الْقُرْبٰى ("স্বজনদের জন্য")-এর ব্যাপারে জাহিল লোকদের ধারণা হলো যে, মুহাম্মদﷺ-এর স্বজনদের জন্য গনীমতের নির্ধারিত হিস্যা রয়েছে এবং তিনি তাদের থেকে তা দূর করে দিয়েছেন, তাদেরকে দান করেন নাই। আসলে বিষয়টি

যদি এরূপ হত তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তা বর্ণনা করে দিতেন। যেমন মীরাছের নির্ধারিত হিস্যার বিষয়ে অর্ধেক, চতুর্থাংশ, ষষ্ঠাংশ এবং অষ্টমাংশ বর্ণনা করেছেন এবং তাদের হিস্যা এর থেকে কম হত না, তাদের থেকে কেউ ধনী হত কিংবা দরিদ্র। যেমন ওয়ারীসদের হিস্যা তাদের থেকে বাধা দেয়া হত না। বরং রাসূলুল্লাহ্ﷺ তাদেরকে মালে গনীমত থেকে কিছু মাল যমীন, কয়েদী, গবাদি পশু, সামান ও সোনা-রৌপ্য দিয়েছেন। কিন্তু তা থেকে কিছুই ফরয ছিলোনা যা জানা যায় এবং না সুন্নাত যার অনুসরণ করা হয়।

অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীﷺ-কে উঠিয়ে নিয়ে যান (ইন্তিকাল হয়ে যায়)। তবে তিনি তাদের মাঝে খায়বার অভিযানের দিন এরূপ বন্টন করেছেন যে, ঐদিন তাদেরকে সাধারণভাবে দান করেন নাই এবং না এরূপ স্বজনকে খাস করেছে যে অন্যের অপেক্ষা অধিক মুখাপেক্ষী ছিলো। সেদিন তিনি ঐ সমস্ত লোকদেরকেও প্রদান করেছেন যাদের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ছিলোনা। আর এটা তখনকার ঘটনা যখন তারা তাঁর দরবারে প্রয়োজনের অভিযোগ করেছিলো। তাঁর সঙ্গে তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক বিদ্যমান ছিলোনা এবং না তারা তাঁর মিত্র ছিলো। তিনি তাদেরকে আত্মীয়তার কারণে অন্যান্যদের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দেন নাই। যদি আত্মীয়তার হক বা অধিকার হত যেমনটি ঐ সমস্তলোকদের ধারণা, তাহলে তাঁর মামা তাঁর পিতা ও পিতামহের মামা এবং তাঁর সমস্ত মাহরাম আত্মীয়-স্বজনদের অন্তর্ভুক্ত হত। কেননা এরা সকলে তাঁর স্বজন ছিলো। আর যদি এই বিষয়টি ঐরূপ হত যেরূপ এরা ধারণা করে, তবে ফাই সম্পদ অধিক হওয়ার পর আবূ বকর (রা) ও উমার (রা) তাদেরকে প্রদান করতেন। যখন আবুল হাসান (আলী রা) খলীফা হলেন তখন এ ব্যাপারে তাঁর বিরুদ্ধে কোন প্রশ্নকারীও ছিলো না। তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ঐ সমস্ত (স্বজন)দেরকে কেন সেই কথা অবহিত করিয়ে দিলেন না, যার উপর তাদের জন্য আমল করা হত এবং পরবর্তীতে (তা) প্রসিদ্ধ হয়ে যেত। অধিকন্তু যদি এই বিষয়টি তাদের ধারণা অনুরূপ হতো, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ বলতেন না ঃ كَيْلَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ "যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না থাকে"। কেননা কুরআন অবতরণের যুগে এবং তার পরবর্তীতেও রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর আত্মীয়দের মাঝে ধনাঢ্য লোকও বর্তমান ছিলো। যদি এই হিস্যা তাঁর এবং তাদের জন্য জায়িয হত, তবে এটা তাদের মাঝে আবর্তণকারী সম্পদ বিবেচিত হত। অধিকন্তু তাঁর আত্মীয়তার কারণে উত্তরাধিকারী সম্পদ হয়ে যেত; কারো জন্য তা রহিত করা বৈধ হত না। কিন্তু তিনি বলছেন যে, আত্মীয়দের হক তাদের আত্মীয়তার কারণে প্রয়োজনের সময় রয়েছে এবং অপরিহার্য হক দরিদ্রতা ও প্রয়োজনের সময় মুসলমানদের হকের অনুরূপ। সুতরাং যখন সে মুখাপেক্ষী না থাকে তবে তার কোন হক নেই এবং 'ইয়াতীমের' হক ইয়াতীম অবস্থায় রয়েছে। যদি সে তার ওয়ারিস থেকে হিস্যা পায় তবে এখন তার কোন হক নেই। 'পথচারীদের হক' সফরের অবস্থায় রয়েছে। যদি সে অধিক মালদার হয় এবং তার কাছে সম্পদের প্রশস্ততা বিদ্যমান থাকে, তবে এতে তার কোন হক নেই বরং এই হক মুখাপেক্ষীদের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা নবীদেরকে প্রেরণ করেছেন, আত্মীয় ইয়াতীমদের উল্লেখ করেছেন, এবং ঐ মিসকীনের উল্লেখ করেছেন, যে কিনা মুখাপেক্ষী, তাদের সকলের হুকুম এটাই। নবীﷺ সফল সালেহীন (পূর্ব সূরী পূণ্যবান মনীষী)-দের থেকে কেউ তাঁর স্বজনদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত হককে পরিত্যাগকারী ছিলেন না। বরং তাঁরা সকলে এতে তাদের জন্য নির্ধারিত আল্লাহ্র হক আদায় করতেন, যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ "এবং সালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর" ইত্যাদি কুরআনের বিধানাবলীর উপর তারা আমল করত। নিশ্চয় তারা ঐ সমস্ত দানসমূহকে অব্যাহত রেখেছেন যা লোকদের মালে গনীমতে রাখা ছিলো

যাদেরকে ঐ দানসমূহ থেকে প্রদান করা হয়েছে তাদের থেকে কতক তারাও ছিলো যারা দীনে ইসলামের উপর ছিলো না। তাই তাঁরা তাদের জন্য তা অব্যাহত রেখেছে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এর পরিপন্থী অভিমত পোষণ করে সে আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর রাসূল এবং তাঁর অনুসরণকারী পূণ্যবান মুসলমানদের উপর মিথ্যারোপ করে ও নাহক কথা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত করে। আর যে ব্যক্তি খুমুস সম্পর্কে বলে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যাদের উল্লেখ করেছেন তাদের হিস্যা নির্ধারণ করেছেন। তাই এই বিষয়ে খুমুস গনীমতের ন্যায়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ -কে কয়েদী দান করেছেন, তাদের থেকে কিছু সাহাবাহদেরকেও দিয়েছেন। পক্ষান্তরে আপন কন্যা (ফাতিমা রা) কে দেন নাই। অথচ তিনি তাঁকে নিজের যাঁতা পেষার দাগপূর্ণ হাত দেখিয়েছেন, তিনি তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলার যিক্র ও তাসবীহ-এর উপর তাওয়াক্কুল করার নির্দেশ প্রদান করেন। অথচ তিনি (ফাতিমা রা) আত্মীয়তার হক চেয়েছিলেন। যেভাবে ঐ সমস্ত লোকেরা ধারণা করেছে যদি এই খুমুস ও ফাই অনুরূপ হত তবে এটা মুসলমানদের উপর সীমা লংঘন হতো এবং আল্লাহ্ তা'আলা যা গনীমত হিসাবে দান করেছেন তার পরিপন্থী হতো। আর এর হিস্যা তাদের থেকে দূর করা হতো না, যারা এ বিষয়ে আত্মীয়তা, নসব ও উত্তরাধিকারের দাবী করে, এবং এতে আসাবা[১] এবং উম্মুল ওয়ালাদ-এর (এই দুই) হিস্যা অন্তর্ভূক্ত হতো। বস্তুত দ্বীন সম্পর্কে যার জ্ঞান রয়েছে সে অনুধাবন করতে সক্ষম যে, এটা আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর অনুকূলবর্তী নয়, যা তিনি তাঁর নবী ﷺ-কে বলেছেন ঃ

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ..... وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّ مَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ -

অর্থাৎ ঃ বল, আমি তোমাদের নিকট যে প্রতিদান চাই তা তোমাদের জন্যই .... এবং আমি এর উপর তোমাদের থেকে কোন প্রতিদান চাইনা; এবং যারা মিথ্যা দাবি করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সূরা ঃ ৩৮ আয়াত ৮৬)

অপরাপর নবীগণও নিজেদের কাওমকে অনুরূপ বলেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ ছিলেন না যে, যা কিছু তাঁর জন্য হতনা তা দাবি করতেন। এবং না তিনি নিজের অথবা অন্যের হিস্যা ছেড়ে দিতেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের উপর ইহ্সান বা অনুগ্রহ করেছেন। অনুরূপভাবে তিনি তাদের বঞ্চিতকারীও ছিলেন না। বানূ সা'দ ইব্ন বকর এর নারীরা তাঁর কাছে নিজেদের কয়েদী মুক্ত করার এবং তাদেরকে মুসলমানদের থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আবেদন করেছিলো। অথচ তা মালে ফাই হয়ে গিয়েছিলো। অনন্তর তিনি তাদেরকে রেহাই দিয়ে মুক্ত করে দিয়েছেন। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট তাঁর চাদর মুবারক ধরে ঐ সমস্ত জন্তু চাওয়া হচ্ছিলো যা গাছের কাছে বিদ্যমান ছিলো এবং তিনি ধারণা করেছেন যে, তারা তাঁর নিকট থেকে চাদর নিয়ে গেছে। তখন তিনি বলেছেন, যদি তিহামার (হিজায) গাছের সংখ্যা পরিমাণ জন্তু হত, তবে আমি তাও তোমাদের মাঝে বণ্টন করে দিতাম। আমি খুমুস বা পঞ্চমাংশ ব্যতীত উটের স্কন্ধের উপরস্থ অংশের পশম সমানও তোমাদের অপেক্ষা অধিক অধিকার রাখিনা এবং সেই খুমুসও তোমাদের মাঝে ফিরিয়ে দেয়া হয়।

---

১. মৃত ব্যক্তির নিকট পুরুষ আত্মীয়, যাদের সাধারণত নির্দিষ্ট কোন অংশ নেই, কিন্তু যাবিল ফুরূয বা কুরআনে যাদের নির্দিষ্ট অংশের বিবরণ এসেছে তাদের অংশ প্রাপ্তির পর আসাবাগণই আত্মীয়তার নৈকট্যের ক্রম অনুসারে অবশিষ্ট সমুদয় সম্পত্তির ওয়ারিস হয়।

বস্তুত এটা সেই স্থানের বর্ণনা, যেখানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে এবং স্বীয় ইনসাফপূর্ণ ফয়সালার ভিত্তিতে ফাইকে রেখেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে বা এ বিষয়ে দীন থেকে বেরিয়ে যাবে এবং যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নামকরণ করেছেন তা ব্যতীত নামকরণ করে তবে এতে সে হবে মিথ্যারোপকারী, নিতান্ত মিথ্যাবাদী এবং আল্লাহ্ তা'আলার বাণীকে তার স্থান থেকে পরিবর্তনকারী। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এ বিষয়ে তার অনুসরণ করবে সে মিথ্যারোপকারী এবং ঐ আমলের দিকে গমনকারী হবে, যে দিকে আহলে কিতাবের সেই সমস্ত গোমরাহ লোকেরা গিয়েছে যারা তাদের নবীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা দাবী উত্থাপন করত।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ অপর কিছু সংখ্যক আলিম বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা খুমুস সম্পর্কীয় বিষয়ের ইখতিয়ার স্বীয় নবী ﷺ-কে দিয়েছেন, যেন তিনি নিজ আত্মীয়বর্গদের থেকে যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন। চাই সে ধনী হোক কিংবা দরিদ্র। কিন্তু এর সাথে সাথে এরা ব্যতীত সেই সমস্ত লোকদেরকেও প্রদান করবেন যাদেরকে খুমুস থেকে প্রদান করার নির্দেশ দিয়েছেন। যা খুমুস সম্পর্কীয় আয়াত দ্বারা প্রকাশিত হয়। এই জন্য ফাই সম্পর্কীয় আয়াতেও তাঁকে এর হুকুম দিয়েছেন। বস্তুত যখন তারা এ বিষয়ে এই মতবিরোধ করেছেন, যা আমরা বর্ণনা করেছি, তাই আমাদের জন্য এতে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে, যেন আমরা তাদের সেই অভিমতগুলো থেকে বিশুদ্ধতম অভিমতটি বের করতে সক্ষম হই। তাই আমরা ঐ ব্যক্তির অভিমতকে গভীরভাবে লক্ষ্য করেছি যে বলে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজ আত্মীয়-স্বজনদের থেকে যাদেরকে যা কিছু প্রদান করেছেন তা তাদের জন্য ওয়াজিব ছিলো। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা গনীমত সম্পর্কীয় আয়াত এবং আয়াতে ফাই এর মধ্যে তাদেরকে উল্লেখ করেন নাই। অতএব আমরা এই অভিমতকে বাতিল রূপে পেয়েছি। কেননা আমরা লক্ষ্য করছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কতক আত্মীয়কে প্রদান করেছেন এবং কতককে প্রদান করেন নাই। গনীমতের আয়াত এবং ফাই-এর আয়াতে তাদের দিকে যে বস্তুর সম্বন্ধ করা হয়েছে যদি তা তাদের জন্য ফরয হিসাবে হত তাহলে সেই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের থেকে কাউকেও বঞ্চিত করতেন না এবং যা কিছু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন তাদের সকলকে প্রদান করতেন। এমন কি তিনি তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্র নির্দেশ থেকে সামান্যও বাহিরে যেতেন না।

সে কি দেখছে না যে, যদি কোন ব্যক্তি অন্য কারো আত্মীয়দের জন্য স্বীয় সম্পদের তৃতীয়াংশের ওসিয়ত করে এবং তারা এটা জানে যে, যাকে তার ওসিয়তের তত্ত্বাবধায়ক করা হয়েছে তার জন্য জায়িয নেই যে, সে কতক আত্মীয়কে তৃতীয়াংশ প্রদান করবে এবং অন্যদেরকে বঞ্চিত করবে। বরং তাদের জন্য যে তৃতীয়াংশের ওসিয়ত করা হয়েছে তা তাদের সকলকে প্রদান করতে হবে এবং সে তা তাদের মাঝে সমানভাবে বণ্টন করবে। অন্যথায় সে আদেশ লঙ্ঘনকারী বলে গণ্য হবে। এ বিষয়ে আল্লাহ্র আশ্রয় চাই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বীয় কাজে আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমের বিরোধিতাকারী এবং তাঁর হুকুমকে পরিত্যাগকারী হবেন। (এটা কস্মিনকালেও হবেনা) সুতরাং যখন তিনি সকল আত্মীয়দেরকে প্রদান করেন নাই তবে এটা অসম্ভব যে, তিনি নিজ আত্মীয়দের সম্পর্কীয় আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত (বিধান) কে নিষেধ করবেন। কেননা যদি তাদের সকলের জন্য কোন হিস্যা নির্ধারিত হত, তবে তা সেই অমুক ওসীয়তকৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের ন্যায় হত যাদের জন্য সম্পদের তৃতীয়াংশের ওসিয়ত করা হয়েছিলো। তবে সেখানে ওসিয়তকারীর জন্য জায়িয নেই যে, তাদের থেকে কতককে না দেয়া এবং কোন একজনকে অপরের উপর প্রাধান্য দেয়া। সুতরাং এতে এই অভিমত বাতিল হয়ে গেল।

অতঃপর আমরা সেই সমস্ত লোকদের অভিমতকে পর্যবেক্ষণ করেছি, যারা বলে যে, গনীমত আয়াতে এবং ফাইয়ের আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আত্মীয়দের জন্য কোন কিছুই ওয়াজিব নয়। বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উল্লেখ শুধু তাকীদ বা গুরুত্বারোপের জন্য করেছেন। অর্থাৎ তাদেরকে তাদের আত্মীয়তা এবং প্রয়োজন ও দরিদ্রতার কারণে দেয়া হবে। বস্তুত আমরা এই অভিমতকেও বাতিল পেয়েছি। কেননা বিষয়াদি এমন হলে তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বানূ হাশিমের ধনাঢ্যদেরকে প্রদান করতেন না, যাদের মাঝে আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) ও অন্তর্ভুক্ত। তিনি তাদের জাহিলী এবং ইসলামী উভয় যুগে ধনী ছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আত্মীয়দেরকে যা কিছু প্রদান করেছেন তা তাদের দরিদ্রতার কারণে ছিলো না, বরং অন্য কারণে ছিলো। পক্ষান্তরে যদি তিনি তাদেরকে দরিদ্রতার কারণে প্রদান করতেন, তবে যা কিছু প্রদান করতেন তা সাদাকা হত; অথচ সাদাকা তাদের উপর হারাম।

٥٠٠٤- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ اَبِىْ الْجَوْزَاءِ السَّعْدِىِّ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَا تَحْفَظُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَذْكُرُ اَنِّىْ اَخَذْتُ تَمْرَةً مِّنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلْتُهَافِىْ فِىَّ فَاَخْرَجَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَلْقَاهَا فِىْ التَّمْرِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا كَانَ عَلَيْكَ فِىْ هٰذِهِ التَّمْرَةِ لِهٰذَا الصَّبِىِّ فَقَالَ اِنَّا اٰلُ مُحَمَّدٍ لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ -

৫০০৪. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) .....আবূল জাওযা আল-সা'দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসান ইব্ন আলী (রা) কে এই মর্মে জিজ্ঞাসা করেছি যে, আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কি বিষয় স্মৃতিতে সংরক্ষণ করেছেন? তিনি বললেন, আমার স্মরণ আছে যে, আমি সাদাকার খেজুরসমূহ থেকে একটি খেজুর নিয়ে তা স্বীয় মুখে ঢেলে দিলাম। অনন্তর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা (মুখ থেকে) বের করে খেজুরসমূহের মধ্যে ঢেলে দিলেন। জনৈক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই শিশুর জন্য এ খেজুরের মধ্যে আপনার উপর কোন অসুবিধা ছিলোনা। তিনি বললেন, আমরা আলে মুহাম্মদ ﷺ-এর (পরিবারের) জন্য সাদাকা হালাল নয়।

٥٠٠٥- حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَمَّارَةَ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ فِىْ اٰخِرِهِ وَلاَ لاَحَدٍ مِنْ اَهْلِهِ -

৫০০৫. বাক্কার ইব্ন কুতায়বা (র) ও ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) ..... রবী'আ ইব্ন সিনান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসান (রা) কে জিজ্ঞাসা করেছি। অতঃপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এর শেষে বলেছেন ঃ এবং তাঁর পরিবারের কারো জন্য না।

٥٠٠٦- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سَلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا حَمَّادُ وَسَعِيْدُ اِبْنَا زَيْدٍ عَنْ اَبِىْ جَهْضَمٍ مُوْسَى بْنِ سَالِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَالَ مَا اخْتَصَّنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَيْئٍ دُوْنَ النَّاسِ اِلاَّ بِثَلاَثٍ اِسْبَاغِ الْوُضُوْءِ وَاَنْ لاَّ نَاْكُلَ الصَّدَقَةَ وَاَنْ لاَ نَنْزِىَ الْحُمُرَ عَلَى الْخَيْلِ -

৫০০৬. রবী' ইব্‌ন সুলায়মান আল-মুআয্‌যিন (র) ..... উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে তিনটি বিষয় ছাড়া কোন বিষয়ে খাস কোন হুকুম করেননি। আর তা হল, আমরা অযূ পূর্ণভাবে করব, সাদাকা খাবনা এবং গাধার মাধ্যমে ঘোটকীর প্রজনন ঘটাবনা।

٥٠٠٧۔ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الْحَوْضِىُّ قَالَ ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ اَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا تَمْرَةً مِّنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَاَدْخَلَهَا فِىْ فِيْهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ كَخْ كَخْ اَلْقِهَا اَلْقِهَا اَمَا عَلِمْتَ اَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ـ

৫০০৭. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) .....আবদুর রহমান ইব্‌ন যিয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসান ইব্‌ন আলী (রা) সাদাকার খেজুরসমূহ থেকে একটি খেজুর নিয়ে তা মুখে পুরে দিলেন। এতে নবী ﷺ তাঁকে বললেন, কাখ্! কাখ্! (শিশুদেরকে ধমক দেয়ার জন্য বলা হয়।) তা ফেলে দাও, ফেলে দাও। তুমি কি জানো না যে, আমরা সাদাকা খাইনা।

٥٠٠٨۔ حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِىُّ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ اِبِلِ سَائِمَةٍ فِىْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ ابْنَةُ لَبُوْنٍ مَنْ اَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ اَجْرُهَا مَنْ مَعَهَا فَاَنَا اٰخُذُهَا مِنْهُ وَشَطْرَ اِبِلِهٖ عَزْمَةٌ مِّنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لاَيَحِلُّ لاَحَدٍ مِنْهَا شَيْئٌ ـ

৫০০৮. বাক্কার ইব্‌ন কুতায়বা (র) ও ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... বাহ্‌য ইব্‌ন হাকীম (র) তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর পিতামহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে শুনেছি, তিনি মুক্ত মাঠে বিচরণকারী উটের (যাকাত) সম্পর্কে বলতেন, প্রত্যেক চল্লিশ উটের মধ্যে একটি বিন্‌ত লাবূন (অর্থাৎ তৃতীয় বর্ষে পদার্পণকারী উটনী) ওয়াজিব হবে। যে ব্যক্তি ছাওয়াব অর্জনের জন্য প্রদান করবে তার জন্য এর ছাওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি তা বাধা দিবে তবে আমি স্বয়ং তার থেকে তা নিয়ে নিব। পক্ষান্তরে তার উটের হিস্যা আমাদের প্রতিপালকের দৃঢ় সিদ্ধান্তাবলী তথা ফরযসমূহ থেকে একটি সিদ্ধান্ত (ফরয) আমাদের কারো জন্য এর থেকে কিছুই হালাল নয়।

٥٠٠٩۔ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مَرْوَانَ الضَّرِيْرُ ح وَحَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِىْ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ قَالاَ ثَنَا مَعْرُوْفُ بْنُ وَاصِلِ السَّعْدِىْ قَالَ سَمِعْتُ حَفْصَةَ فِىْ سَنَةِ تِسْعِيْنَ قَالَ ابْنُ اَبِىْ دَاؤُدَ فِىْ حَدِيْثِهٖ ابْنَةَ طَلْقٍ تَقُوْلُ ثَنَا رَشِيْدُ بْنُ مَالِكٍ وَاَبُوْ عُمَيْرٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَاُتِىَ بِطَبَقٍ عَلَيْهِ تَمْرٌ فَقَالَ اَصَدَقَةٌ اَمْ هَدِيَّةٌ فَقَالَ بَلْ صَدَقَةٌ قَالَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَىِ الْقَوْمِ وَالْحَسَنُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاَخَذَ الصَّبِىُّ تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِىْ فِيْهِ

اَدْخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِصْبَعَهُ وَجَعَلَ يَتَرَفَّقُ بِهِ فَاَخْرَجَهَا فَقَذَفَهَا ثُمَّ قَالَ اِنَّا اٰلَ مُحَمَّدٍ لاَنَاْكُلُ الصَّدَقَةَ ـ

৫০০৯. আলী ইব্ন মা'বাদ (র) ও ইব্রাহীম ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... মারূফ ইব্ন ওয়াসিল সা'দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নব্বই হিজরীতে হাফসা (র) থেকে শুনেছি। ইব্ন আবী দাঊদ (র) তার হাদীসে বলেছেন, (হাফসা র হলেন) তাল্ক (র) -এর কন্যা। তিনি বলেন, আমাকে রশীদ ইব্ন মালিক (র) ও আবূ উমায়র (র) বর্ণনা করেছেন। তারা বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম, অনন্তর খেজুরের একটি থালা (ট্রে তাঁর সম্মুখে) আনা হল। তিনি বললেন, এটি কি সাদাকা না হাদিয়া? (উপস্থিত কারী) বলল, বরং এটি সাদাকা। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি তা লোকদের সম্মুখে রেখে দিলেন। হাসান (রা) তাঁর সম্মুখে ছিলেন। শিশুটি (হাসান রা) একটি খেজুর নিয়ে তা মুখে পুরে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর অঙ্গুলী তাঁর মুখে ঢুকিয়ে তা বের করে এনে ফেলে দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমরা মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিবার সাদাকা খাইনা।

٥٠١٠ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيْمٍ الْاَوْدِيْ قَالَ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسٰى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بَيْتَ الصَّدَقَةِ فَتَنَاوَلَ الْحَسَنُ تَمْرَةً فَاَخْرَجَهَا مِنْ فِيْهِ وَقَالَ اِنَّا اَهْلُ بَيْتٍ لاَتَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ ـ

৫০১০. আলী ইব্ন আবদুর রহমান (র) .....আবদুর রহমান ইব্ন আবী লায়লা (র) তার পিতা (আবূ লায়লা র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর সঙ্গে সাদাকা (রাখার) কামরায় প্রবেশ করলাম। হাসান (রা) একটি খেজুর নিয়ে মুখে ঢেলে দিলেন, অনন্তর তিনি তাঁর মুখ থেকে তা বের করে ফেললেন এবং বললেন, আমাদের আহলে বায়তের জন্য সাদাকা হালাল নয়।

٥٠١١ـ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمٰنَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ الْاَصْبَهَانِيْ قَالَ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اِنَّا اَهْلُ بَيْتٍ لاَ يَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ وَ لَمْ يَشُكَّ ـ

৫০১১. ফাহাদ ইব্ন সুলায়মান (র) ..... শরীক (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি নিজস্ব সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি (এরূপ নকল করেছেন যে, তিনি) বলেছেন, আমরা আহলে বায়ত; আমাদের জন্য সাদাকা হালাল নয় এবং কোনরূপ সন্দেহ ব্যতীত তিনি এটা বর্ণনা করেছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ সে ব্যক্তি কি লক্ষ করছেনা যে, যে সাদাকা অ-হাশিমী সমস্ত দরিদ্রদের দরিদ্রতার কারণে হালাল, তা বানূ হাশিম (হাশিমী)-এর জন্য অনুরূপভাবে হালাল নয়। অনুরূপভাবে মালে ফাই এবং মালে গনীমতও যদি তাদেরকে দরিদ্রতার কারণে দেয়া হত, তবে তা তাদের জন্য হালাল হত না। বস্তুত এই অভিমত পোষণকারীগণ তাদের অভিমতের সপক্ষে যে প্রমাণ পেশ করেছেন তা হল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক ফাতিমা (রা) কে তাসবীহ পড়ার নির্দেশ প্রদান। যখন তিনি কয়েদী আগমনের প্রাক্কালে তাঁর কাছে একটি খাদেমের আবেদন করেছিলেন, তখন তিনি তাঁকে তাসবীহ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং কয়েদীদের থেকে কোন গোলাম তাঁকে দেন নাই।

ওই প্রমাণ উপস্থাপনকারী এই বিষয়ে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত পেশ করেছেন ঃ

٥٠١٢ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى يُحَدِّثُ عَنْ عَلِىٍّ اَنَّ فَاطِمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَشْكُوْ اِلَيْهِ اَثَرَ الرَّحٰى فِىْ يَدَيْهَا وَبَلَغَهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَتَاهُ سَبِىٌّ فَاَتَتْهُ سَأَلَهُ خَادِمًا فَلَمْ تَلْقَهُ وَلَقِيَتْهَا عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَاَخْبَرَتْهَا اَلْحَدِيْثَ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِىَّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ بِذٰلِكَ قَالَ فَاَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ اَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَاهُ اَنْ نَقُوْمَ فَقَالَ اَلاَ اَدُلُّكُمَا عَلٰى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا تُكَبِّرَانِ اللّٰهَ اَرْبَعًا وَّثَلٰثِيْنَ وَتُسَبِّحَانِ اللّٰهَ ثَلاَثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَتُحَمِّدَانِ اللّٰهَ ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ اِذَا اَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَاِنَّهُ خَيْرٌ لَّكُمَا مِنْ خَادِمٍ ـ

৫০১২. সুলায়মান ইব্‌ন শুআইব (র) ..... হাকাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুর রহমান ইব্‌ন আবী লায়লা (র) কে শুনেছি। তিনি আলী (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিজের হাতে চাক্কী পেষণের দাগ সম্পর্কে অভিযোগ করেন। তাঁর নিকট এ খবর পৌঁছেছিলো যে, নবী ﷺ -এর কাছে কিছু কয়েদী এসেছে। তাই তিনি তাঁর কাছে খাদেমের জন্য আবেদন করতে হাযির হয়েছেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা হলো না, বরং আয়েশা (রা) এর সঙ্গে দেখা হলো। অনন্তর তিনি তাঁকে পূর্ণ ঘটনা অবহিত করলেন। যখন নবী ﷺ এলেন তখন আয়েশা (রা) তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করলেন। রাবী (আলী রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে আগমন করলেন যখন আমরা শুয়ে পড়েছি। আমরা উঠতে লাগলাম, তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে সেই বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তুর বিষয়ে বলব না, যা তোমরা দু'জনে আবেদন করেছ? তা হল, যখন তোমরা শোতে যাবে তখন চৌত্রিশ বার আল্লাহু আকবার, তেত্রিশ বার সুবহাল্লাহ্ এবং তেত্রিশ বার আল্লাহামদু লিল্লাহ পড়বে। এটা তোমাদের জন্য খাদেম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

٥٠١٣ـ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمٰنَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ ذَاتَ يَوْمٍ قَدْ جَاءَ اللّٰهُ اَبَاكَ بِسَعَةٍ مِّنْ رَقِيْقٍ فَاَسْتَخْدِمِيْهِ فَاَتَتْهُ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ وَاللّٰهِ لاُعْطِيْكَهَا وَاَدَعُ اَهْلَ الصُّفَّةِ يَطْوُوْنَ بُطُوْنَهُمْ وَلاَ اَجِدُ مَا اُنْفِقُ عَلَيْهِمْ وَلٰكِنْ اَبِيْعُهَا وَ اَنْفِقُ عَلَيْهِمْ اَلاَ اَدُلُّكُمَا عَلٰى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا عَلَّمَنِيْهِ جِبْرِيْلُ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ كَبِّرَا فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ عَشَرًا وَاَحْمِدَا عَشَرًا وَسَبِّحَا عَشَرًا فَاِذَا اَوَيْتُمَا اِلٰى فِرَاشِكُمَا ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ مَاذَكَرَ فِىْ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ بْنِ شُعَيْبٍ ـ

৫০১৩. রবী' ইব্‌ন সুলায়মান আল-মুআয্‌যিন (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদিন ফাতিমা (রা) কে বললেন, তোমার পিতাকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রচুর গোলাম দিয়েছেন। তুমি তাঁর থেকে একটি গোলাম (খাদিম) চেয়ে আন। তিনি তাঁর কাছে গেলেন এবং তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলেন। এতে তিনি বললেন,

আল্লাহ্র কসম! আমি আসহাবে সুফ্ফা (বা সুফ্ফাবাসীদেরকে) ছেড়ে তোমাদেরকে দিবনা। (ক্ষুধার কারণে) তাদের পেটে ভাঁজ পড়ে গিয়েছে এবং আমার কাছে তাদের জন্য খরছ করার কিছু নেই। কিন্তু আমি ঐ গোলামগুলো বিক্রি করে তাদের জন্য খরচ করব। আমি কি তোমাদেরকে এরূপ বস্তু সম্পর্কে বলব না, যা ঐ বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যার আবেদন তোমরা দুজনে করেছ। এটা জিবরাঈল (আ) আমাকে শিখিয়েছেন। প্রত্যেক (ফরয) সালাতের পরে দশবার আল্লাহু আকবার, দশবার আলহামদুলিল্লাহ এবং দশবার সুবহানাল্লাহ্ পড়বে। আর যখন শোতে যাবে (তখনও পড়বে) অতঃপর তিনি সুলায়মান ইব্ন শু'আইব (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী বলেন ঃ যদি কোন প্রশ্নকারী বলে যে, সেই ব্যক্তি কি লক্ষ্য করে না যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (স্বীয় কন্যা) ফাতিমা (রা) কে কয়েদীদের থেকে কোন খাদিম দেন নাই। যদি গনীমতের আয়াত এবং ফাইয়ের আয়াতে আত্মীয়দের উল্লেখের কারণে তাতে তাঁর হক হত তবে তিনি তাঁকে এর থেকে নিষেধ করতেন না এবং অন্যদেরকে তাঁর উপর প্রধান্য দিতেন না। তোমরা কি লক্ষ্য করছ না যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্র কসম! আমি আহলে সুফ্ফা (বা সুফ্ফা বাসীদের)-কে ছেড়ে তোমাদেরকে দিব না। ক্ষুধার কারণে তাদের পেটে প্যাঁচ পড়ে গেছে এবং আমার কাছেও এরূপ কোন কিছু নেই যা তাদের উপর খরচ করব।

তাকে (উত্তরে) বলা হবে যে, তিনি তাঁকে (গোলাম) না দেয়ার ব্যাপারে এ কথার সম্ভাবনাও বিদ্যমান রয়েছে যে, তিনি তাঁর আত্মীয় ছিলেন না। কেননা তিনি তো আত্মীয় অপেক্ষা অধিকতর নিকটবর্তী ছিলেন। কেননা আওলাদের ব্যাপারে এটা বলা হয় না (জায়িয নেই) যে, সে তার পিতার নিকটাত্মীয়। আত্মীয়তা তো আওলাদের পরে আরম্ভ হয়। সে কি আল্লাহ্ তা'আলার এই বাণীর প্রতি লক্ষ্য করছেনা, যা তিনি তাঁর কিতাবে (গ্রন্থ) বলেছেন ঃ قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ

অর্থাৎ ঃ বল, যা কিছু তোমরা উত্তম বস্তু থেকে ব্যয় কর তা মাতা-পিতার জন্য এবং নিকটাত্মীয়-স্বজনের জন্য। (সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ২১৫)

বস্তুত এখানে মাতা-পিতাকে আত্মীয়-স্বজন থেকে ভিন্ন সাব্যস্ত করেছেন। তাই যেমনিভাবে মাতা-পিতা আওলাদের আত্মীয়তা থেকে বর্হিভূত, অনুরূপভাবে তাদের আওলাদও তাদের আত্মীয়তা বর্হিভূত। ইমাম মুহাম্মদ ইব্নুল হাসান (র) ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে বলেন যে, অমুকের আত্মীয়দের জন্য সম্পদের তৃতীয়াংশের ওসিয়ত করে, ঐ (অমুক) ব্যক্তির মামা পিতা ও আওলাদ তাতে অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা তারাতো আত্মীয় অপেক্ষা অধিকতর নিকটবর্তী। সুতরাং সম্ভাবনা রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমা (রা)-এর আবেদনের প্রেক্ষীতে এই (উল্লেখিত) কারণে (গোলাম) প্রদান করেন নাই।

যদি কোন প্রশ্নকারী বলে যে, তাঁর থেকে ফাতিমা (রা) ব্যতীত অন্য বানূ হাশিমের ব্যাপারেও অনুরূপ বর্ণিত আছে ঃ যেমন নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত ঃ

٥٠١٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَيَّاشُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِوبْنِ اُمِّ الْحَكِيْمِ اَنَّ اُمَّهُ حَدَّثَتْهُ اَنَّهَا ذَهَبَتْ هِىَ وَاُمُّهَا حَتّٰى دَخَلَتَا عَلٰى فَاطِمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَخَرَجْنَ جَمِيْعًا فَاَتَيْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ اَقْبَلَ مِنْ بَعْضِ مَغَازِيْهِ وَمَعَهُ رَفِيْقٌ فَسَأَلْنَهُ اَنْ يَخْدِمَهُنَّ فَقَالَ سَبَقَكُنَّ يَتَامٰى اَهْلِ بَدْرٍ-

৫০১৪. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... আমর ইব্‌ন হাকীম (র) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর মা তাঁকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এবং তাঁর মা (আমর ইব্‌ন হাকীমের মাতামহী) ফাতিমা (রা)-এর কাছে গেলেন, অতঃপর তাঁরা সকলে সেখান থেকে বেরিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তখন তিনি কোন গায্‌ওয়া (অভিযান) থেকে ফিরে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কিছু গোলাম ছিলো। ফাতিমা (রা) তাঁর কাছে তাদের সকলের জন্য গোলামের নিবেদন করেন। তিনি বললেন, বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের ইয়াতীমরা তোমাদের অপেক্ষা অক্ষম পরাভূত।

٥٠١٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ أَمْلَى عَلَيْنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عُقْبَةَ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ أُمِّ الْحَكِيمِ أَوْ ضُبَاعَةَ ابْنَتَيِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَدَّثَهُ عَنْ إِحْدَاهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ أَصَابَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ سَبْيًا فَذَهَبْتُ أَنَا وَأُخْتِي فَاطِمَةُ ابْنَةُ النَّبِيِّ ﷺ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَحْنُ فِيهِ وَسَأَلْنَا أَنْ يُعْطِيَنَا شَيْئًا مِّنَ السَّبْيِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَبَقَكُنَّ يَتَامَى بَدْرٍ وَلٰكِنْ سَأَدُلُّكُنَّ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَّكُنَّ تُكَبِّرْنَ اللّٰهَ عَلَى إِثْرِ كُلِّ صَلٰوةٍ ثَلَاثًا وَّثَلٰثِيْنَ تَكْبِيرَةً وَّثَلَاثًا وَّثَلٰثِيْنَ تَسْبِيحَةً وَثَلَاثًا وَّثَلٰثِيْنَ تَحْمِيدَةً وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاحِدَةً قَالَ عَيَّاشٌ وَهُمَا ابْنَتَا عَمِّ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ -

৫০১৫. ইয়াহইয়া ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন সালিহ (র) ..... যুবাইর ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব এর কন্যা উম্মু হাকীম অথবা যাবাআর পুত্র তাদের একজন থেকে রিওয়ায়াত করে তাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে কিছু কয়েদী এলো তো আমি এবং আমার বোন অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কন্যা ফাতিমা (রা) তাঁর দরবারে গেলাম এবং আমরা তাঁর কাছে নিজ অবস্থার অভিযোগ করলাম। আমরা তাঁর নিকট আমাদেকে কিছু কয়েদী (গোলাম) দেয়ার আবেদন করলাম। নবী ﷺ বললেন, বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের ইয়াতীমরা তোমাদের অপেক্ষা অগ্রণী। কিন্তু আমি অতিসত্বর তোমাদেরকে এর থেকে শ্রেষ্ঠ বস্তুর কথা বলব। তা হল, প্রত্যেক (ফরয) সালাতের পরে তেত্রিশবার আল্লাহু আকবার, তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ্ এবং একবার لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ পড়বে। আইয়াশ (র) বলেন, তারা দুজন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চাচাত বোন ছিলেন।

٥٠١٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ ثَنَا صَبْغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَلَا أَدْرِي مَا اسْمُ الرَّجُلِ وَلَا اسْمُ أَبِيهِ -

৫০১৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন উসমান (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ওহাব (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি নিজস্ব সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি বলেছেন যে, আমার ঐ ব্যক্তির (রাবীর) নাম এবং তার পিতার নাম জানা নেই।

তাকে বলা হবে যে, এটা তোমার সপক্ষে ঐসমস্ত লোকদের বিরুদ্ধে দলীল হতে পারবেনা, যারা আত্মীয়-স্বজনের হিস্যা ওয়াজিব সাব্যস্ত করে। কেননা সে এটাকে ঐ সমস্ত লোকদের জন্য ওয়াজিব সাব্যস্ত

করে যাদেরকে নবী ﷺ প্রাধান্য দেয়া সংগত মনে করেন। হতে পারে যে, তিনি এর সাথে তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে বদরে অংশগ্রহণকারীদের ইয়াতীম এবং ঐ দুর্বল লোকদেরকে প্রাধান্য দিয়েছেন যারা নিজেদের দুর্বলতার কারণে সুফ্‌ফাবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন। সুতরাং যখন আমাদের প্রমাণাদী দ্বারা দুই অভিমতের প্রত্যেকটি খণ্ডিত হয়ে গেল। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির অভিমতও যে আত্মীয়দের জন্য একই হিস্যা সাব্যস্ত করে। আর তাদের মতে তা হল শুধু মাত্র বানূ হাশিম ও বানূ মুত্তালিবের জন্য তাদের থেকে অন্যদের দিকে অতিক্রম করবেনা এবং ঐ ব্যক্তির অভিমতও (খণ্ডিত হয়ে গেছে) যে গনীমতের খুমুস এবং মালে ফাই'য়ের মধ্যে তাদের হিস্যা তাদের দরিদ্রতা ও প্রয়োজনের কারণে সাব্যস্ত করে। তাই দ্বিতীয় অভিমত প্রমাণিত হয়ে গেল। তা হল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য ইখতিয়ার ছিলো যে, এর সাথে তাদের থেকে যাকে ইচ্ছা খাস করবেন এবং যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করবেন।

যদি এর সপক্ষে প্রমাণ চাওয়া হয় তাহলে বলবো যে, আমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এই গ্রন্থে ইতিপূর্বে প্রমাণাদি উল্লেখ করেছি। এখন সেগুলো আর পুনঃ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তবে আমরা এর বিশ্লেষণের জন্য কিছুটা সংযোজন করছি ঃ

٥٠١٧- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ قَالَ ثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ اَسْمَاءَ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيْ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ قَالَ اجْتَمَعَ رَبِيْعَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالاَ لَوْ بَعَثْنَا هٰذَيْنِ الْغُلاَمَيْنِ لِيْ وَالْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَاَدَّيَا مَا يُؤَدِّي النَّاسُ وَاَصَابَا مَا يَصِيْبُ النَّاسُ قَالَ فَبَيْنَا هُمَا فِيْ ذٰلِكَ جَاءَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ وَوَقَفَ عَلَيْهِمَا فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ لاَ تَفْعَلاَ فَوَ اللّٰهِ مَا هُوَ بِفَاعِلٍ فَقَالاَ مَا يَمْنَعُكَ هٰذَا اِلاَّ نَفَاسَةٌ عَلَيْنَا فَوَ اللّٰهِ لَقَدْ نِلْتَ صَهْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَا نَفِسْنَا عَلَيْكَ فَقَالَ عَلِيٌّ اَنَا اَبُوْ حَسَنٍ اَرْسِلاَ هُمَا فَانْطَلَقَا وَاضْطَجَعَ فَلَمَّاصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ سَبَقْنَاهُ اِلَى الْحُجْرَةِ فَقُمْنَا عِنْدَهَا حَتّٰى جَاءَ فَاَخَذَ بِاٰذَانِنَا فَقَالَ اَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَانِ ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ فَتَوَاكَلْنَا الْكَلاَمَ ثُمَّ تَكَلَّمَ اَحَدُنَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْتَ اَبَرُّ النَّاسِ وَاَوْصَلُ النَّاسِ وَبَلَغْنَا النِّكَاحَ وَقَدْ جِئْنَاكَ لِتُؤَمِّرَنَا عَلٰى بَعْضِ الصَّدَقَاتِ فَنُؤَدِّيْ اِلَيْكَ كَمَا يُؤَدُّوْنَ وَنُصِيْبُ كَمَا يُصِيْبُوْنَ فَسَكَتَ حَتّٰى اَرَدْنَا اَنْ نُكَلِّمَهُ وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْمِعُ اِلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ اَنْ لاَّ تُكَلِّمَاهُ فَقَالَ اِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِيْ لاٰلِ مُحَمَّدٍ اِنَّمَا هِيَ اَوْسَاخُ النَّاسِ اُدْعُوْا لِيْ مَحْمِيَةَ وَكَانَ عَلَى الْخُمُسِ وَ نَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَجَاءَاهُ فَقَالَ مَحْمِيَّةَ اَنْكِحْ هٰذَا الْغُلاَمَ ابْنَتَكَ لِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ فَاَنْكَحَهُ وَقَالَ لِنَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ اَنْكِحْ هٰذَا الْغُلاَمَ ابْنَتَكَ فَاَنْكَحَنِيْ فَقَالَ لِمَحْمِيَّةَ اَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا -

৫০১৭. ইবরাহীম ইব্ন আবী দাউদ (র) ..... মালিক ইব্ন আনাস (র) সূত্রে যুহ্রী (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নাওফল ইব্ন হারিস (র) তাকে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল মুত্তালিব ইব্ন রবী'আ ইব্ন হারিস (র) তাঁকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রবী'আ ইব্ন হারিস (রা) ও আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) একত্রিত হয়ে বললেন, যদি আমরা এই দুই বালককে অর্থাৎ আমাকে এবং ফুযায়ল ইব্ন আব্বাসকে সাদাকা উসূল করার জন্য প্রেরণ করতাম, তাহ্লে যা কিছু লোকেরা প্রদান করে এরাও প্রদান করবে এবং যা কিছু লোকেরা অর্জন করে এরাও অর্জন করবে। রাবী বলেন, তারা দুজনে ঐ অবস্থায়ই ছিলেন যে, আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) এলেন এবং তাদের দুজনের নিকট দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁরা তাঁকে বিষয়টি বললেন। আলী (রা) বললেন, তোমরা এমনটি করনা। আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ করবেন না। তারা দুজনে বললেন, আপনি কৃপণতার কারণে এর থেকে নিষেধ করছেন। আল্লাহ্র কসম! আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জামাতার আসন পেয়েছেন। কিন্তু আমরা আপনার সঙ্গে কৃপণতা করছিনা। আলী (রা) বললেন, আমি আবূ হাসান! (আমি সৌন্দর্যের মালিক, হিংসা করছিনা)। তাদের দুজনকে প্রেরণ করুন। অনন্তর তারা উভয়ে চলে গেলেন এবং তিনি শুয়ে পড়লেন। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুহরের সালাত আদায় করার পর আমরা তাঁর পূর্বেই হুজরাতে পৌঁছে গেলাম এবং সেখানে দাঁড়িয়ে গেলাম। অতঃপর তিনি এলেন এবং আমাদের দুজনের কান ধরে বললেন, যা কিছু তোমাদের অন্তরে রয়েছে ব্যক্ত করে দাও। এরপর তিনি ভিতরে চলে গেলেন এবং আমরাও তাঁর সঙ্গে ভিতরে গেলাম। তিনি তখন যায়নাব বিন্ত জাহশ (রা)-এর কাছে অবস্থান করছিলেন। আমরা একে অপরকে কথা বলার জন্য উকিল বানালাম। অতঃপর আমাদের থেকে একজন কথা বলল, সে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নেক বা পূণ্য সম্পাদনকারী এবং অধিকতর আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী। আমরা বিবাহের বয়সে পৌঁছে গেছি। আমরা আপনার দরবারে এই জন্য উপস্থিত হয়েছি যে, আপনি আমাদেরকে সাদাকা (উসূল করার) জন্য নিযুক্ত করবেন, যেন আমরাও অপরাপর লোকদের ন্যায় আপনার পর্যন্ত মাল পৌঁছাতে পারি এবং অন্যান্যদের ন্যায় আমরাও যেন উপকৃত হতে পারে। তিনি চুপ রইলেন, এমনকি আমরা পুনঃ তাঁর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করলাম। আর যায়নাব (রা) পর্দার পিছন থেকে আমাদেরকে তার সঙ্গে কথা না বলার জন্য ইংগিত করছিলেন। তিনি বললেন, আলে মুহাম্মদ তথা মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবারের জন্য সাদাকা হালাল নয়। এটা তো লোকদের আবর্জনা। 'মাহ্মিয়্যা' (রা)-কে আমার নিকট ডেকে আন, তিনি খুমুস (আদায়ের)-এর উপর নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন এবং নাওফল ইব্ন হারিস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) কেও ডাক। যখন তাঁরা এলেন তখন তিনি মাহ্মিয়্যা (রা) কে বললেন, এই বালক তথা ফজল ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সাথে তোমার কন্যার বিবাহ দিয়ে দাও। তিনি তার সাথে বিবাহ দিয়ে দিলেন। নাওফল ইব্ন হারিস (রা) কে বললেন, এই বালক তথা আবদুল মুত্তালিব ইব্ন রবী'আ (রা) এর সঙ্গে তোমার কন্যার বিবাহ দিয়ে দাও। অনন্তর তিনি আমার সঙ্গে বিবাহ দিলেন। অতঃপর মাহ্মিয়্যা (রা)-কে বললেন, তাদের এই দুজনের খুমুস থেকে এই পরিমাণ মাহর পরিশোধ করে দাও।

সে (প্রশ্নকারী) কি লক্ষ্য করছেনা যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাহ্মিয়্যা (রা)-কে খুমুস থেকে তাদের দুজনের মাহর পরিশোধ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এরপরে বানূ হাশিম ও বানূ মুত্তালিবের সংখ্যা অনুপাতে খুমুসকে বণ্টন করেন নাই। যার দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তাদের থেকে প্রত্যেকের কতটুকু পরিমাণ রয়েছে। এটা এই কথার প্রমাণ বহন করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঐ দুই আয়াতে যা আমরা এই অধ্যায়ের শুরুতে উল্লেখ করেছি আত্মীয়দের যে হিস্যা বর্ণনা করেছেন তা আত্মীয়তার কারণে, কোন নির্দিষ্ট কাওম বা দলের জন্য নয়।

যদি এমনটি হত তাহলে ঐ অবস্থায় তাদের মাঝে বরাবরী করা জরুরী হত এবং ঐ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা আহলে বায়ত থেকে পৃথক করে 'মাহ্মিয়্যা (রা)-এর নিকট রাখতেন না। আর তিনি তা তাদের সকলকে প্রদান করতেন। যেমন তিনি গনীমতের চার হিস্যাকে এর হকদারদের থেকে আটক করে রাখেন নাই এবং তাদের থেকে আটক করে এর উপর কোন সংরক্ষণকারী নির্ধারণ করেন নাই। তাই নবী ﷺ কর্তৃক গনীমতের খুমুসের উপর কাউকে নির্ধারণ করা এরপর তাঁর হুকুমে তা কাউকে দান করা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, এর ইখতিয়ার তাঁর জন্য অর্জিত ছিলো যে, আত্মীয়দের থেকে তিনি যাকে সংগত মনে করেন প্রদান করবেন। যদি আত্মীয়দের নির্দিষ্ট হিস্যা হত, তবে তিনি এক আত্মীয়ের হিস্যা অন্য জনকে প্রদান করতেন না, যদিও তারা নিকটাত্মীয় হোক না কেন। তিনি নিশ্চিতরূপে ফযল ইব্ন আব্বাস (রা) আবদুল মুত্তালিব ইব্ন রবী'আ ইব্ন হারিস (রা) এবং তারা ব্যতীত অপরাপরদের হক আটক করতেন না। বরং তাদের থেকে প্রত্যেকের হক তাকে প্রদান করতেন। আর ঐ অবস্থায় ফযল ইব্ন আব্বাস (রা) ও আবদুল মুত্তালিব ইব্ন রবী'আ (রা) এই বিষয়ে মুখাপেক্ষী হতেন না যে, তাদের পক্ষ থেকে কোন বস্তু মাহর হিসাবে পরিশোধ করা হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতের দ্বারা তা তাদের দুজনের জন্য নির্ধারণ করেছেন। বস্তুত যা কিছু আমরা উল্লেখ করেছি তা ঐ বস্তুর খণ্ডনের উপর বিশুদ্ধ দলীল ও সুদৃঢ় প্রমাণ যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁর আত্মীয়দের জন্য যে পন্থা অবলম্বন করেছেন যে, কতককে প্রদান করেছেন এবং অন্য কতককে প্রদান করেন নাই। অথচ তাদের থেকে কতক অপর কতকদের অপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী ছিলো না। এর কারণ শুধু এটাই ছিলো যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এ বিষয়েই ইখতিয়ার ছিলো যে, তাদের থেকে যাকে ইচ্ছা অগ্রবর্তী করবেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরেকটি দলীলও বিদ্যমান আছে– যা নিম্নরূপ ঃ

٥٠١٨ـ فَهَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنُ يَحْيَى قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُبْنُ سَلْمَةَ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بِلْقِيْنَ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِوَادِى الْقُرٰى فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَنِ الْمَغْنَمُ فَقَالَ لِلّٰهِ سَهْمٌ وَّلِهٰؤُلاَءِ اَرْبَعَةُ اَسْهُمٍ قُلْتُ فَهَلْ اَحَدٌ اَحَقُّ بِشَيْءٍ مِّنَ الْمَغْنَمِ مِنْ اَحَدٍ قَالَ لاَحَتّٰى السَّهْمَ يَأْخُذُهُ اَحَدُكُمْ مِّنْ اَخِيْهِ فَلَيْسَ بِاَحَقَّ بِهِ مِنْ اَخِيْهِ ـ

৫০১৮. ফাহাদ ইব্ন সুলায়মান ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) .....'বিলকীন'-এর জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার নবী ﷺ -এর দরবারে হাযির হলাম। তিনি তখন 'ওয়াদিউল কুরা' নামক স্থানে ছিলেন। বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! গনীমতের মাল কার জন্য? তিনি বললেন, আল্লাহ্র জন্য এক হিস্যা এবং ঐ সমস্তলোকদের জন্য চার হিস্যা। বললাম, কোন ব্যক্তি কি অপরের অপেক্ষা গনীমতের মালে অধিক হকদার হয়? তিনি বললেন, না, যতক্ষণ না তোমাদের থেকে কেউ আপন ভাই থেকে হিস্যা নিবে। তাই সে নিজ ভাই অপেক্ষা অধিকতর হকদার নয়।

٥٠١٩ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ شَقِيْقٍ عَنْ رَّجُلٍ مِنْ بِلْقِيْنَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৫০১৯. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) .....বিলকীন এর জনৈক ব্যক্তির সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٠٢٠- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَنَ الْمُرَادِيُّ قَالَ ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوْسَى قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنِ الْقَوْمُ أَوْ مَنِ الْوَفْدُ قَالُوْا رَبِيْعَةُ قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَادِمِيْنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا لَا نَسْتَطِيْعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِأَصْلٍ فَصْلٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَّرَاءَنَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ قَالَ أَتَدْرُوْنَ مَا الْإِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَحْدَهُ قَالَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَإِقَامُ الصَّلٰوةِ وَإِيْتَاءُ الزَّكٰوةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَأَنْ يُعْطُوْا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ -

৫০২০. রাবী' ইব্ন সুলায়মান আল-মুরাদী (র) ..... আবূ হামযা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে বসা ছিলাম। তিনি বললেন, যখন আবদে কায়স গোত্রের প্রতিনিধিদল নবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হল তখন তিনি বললেন, কোন কাওম অথবা (বলেছেন) কোন্ প্রতিনিধি দল (এসেছে)? তারা বলল, 'রবীআ'। তিনি বললেন, মারহাবা, কাওম বা প্রতিনিধি দলের আগমন মুবারক হোক। না অপমান হবে, না লজ্জিত। তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আপনার নিকট শুধু পবিত্র মাস (রজব, যিলকাদ, যিল হজ্জ ও মুহাররম) গুলোতে আসতে পারি (বাকি মাসগুলোতে লড়াইয়ের আশংকা বিদ্যমান থাকে)। আপনি আমাদেরকে সিদ্ধান্তমূলক মৌলিক বিষয়গুলো নির্দেশ করুন (বা বলে দিন) যাতে করে এর দ্বারা আমরা পিছনে থেকে যাওয়া লোকদেরকে সংবাদ দিতে পারি এবং এতে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তিনি বললেন, তোমরা কি অবহিত রয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলার তাওহীদের উপর ঈমান কি বস্তু? তারা বলল, আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল উত্তমরূপে জ্ঞাত আছেন। তিনি বললেন, এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ (উপাস্য) নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্র রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমযানের সিয়াম ব্রত পালন করা এবং গনীমতের মালের খুমুস বা পঞ্চমাংশ প্রদান করা।

٥٠٢١- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا أَسَدُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَعُلِمَ أَنَّهُ قَدْ أَضَافَ الْخُمُسَ مِنَ الْغَنِيْمَةِ إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يُضِفْ إِلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهَا وَأَنَّ مَا سِوَاهُ مِنْهَا لِقَوْمٍ بِغَيْرِ أَعْيَانِهِمْ يَضَعُهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْهِمْ عَلَى مَا يَرَى وَلَوْ كَانَ لِذِي الْقُرْبَى الْمَعْلُوْمِ عَدَدُهُمْ لَمْ يَكُنْ كَذٰلِكَ -

৫০২১. রাবী' আল মুআয্যিন (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদে কায়স গোত্রের প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলো। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, মালে গনীমতের খুমুস বা পঞ্চমাংশকে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে সম্বন্ধ করেছেন, আর এর বাকি চার হিস্যাকে তাঁর দিকে সম্বন্ধ

করেন নাই। খুমুস ব্যতীত অন্য বস্তুকে কাওমের জন্য অনির্দিষ্টরূপে রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যাকে ইচ্ছা প্রদান করবেন। যদি এটা আত্মীয়দের জ্ঞাত সংখ্যার জন্য হত তবে এরূপ হত না।

সে ব্যক্তি কি লক্ষ্য করছেনা যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুমুস গ্রহণ করতেন যেন তা যেখানে সংগত মনে করেন ব্যয় করতে পারেন। আর এরপরে যা বাকি থাকে তা বিভিন্ন হিস্যায় বণ্টন করে দিতে পারেন। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যা কিছু তিনি বিভিন্ন হিস্যায় বণ্টন করতেন তা নির্দিষ্ট কাওমের জন্য ছিলো, তা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা কারো জন্য বৈধ ছিলোনা। পক্ষান্তরে যা তিনি গ্রহণ করতেন এবং শুধু নিজস্ব বিবেচনায় বণ্টন করতেন সেটাই ছিলো ঐ মাল, যা কোন নির্দিষ্ট কাওমের জন্য ছিলো না। তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দিকে ফিরান হত। তিনি যেখানে সমীচীন মনে করতেন ব্যয় করতেন। অতঃপর হাদীস বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে আলোচনা করেছেন যে, যা কিছু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার জীবদ্দশায় তাঁর আত্মীয়দেরকে প্রদান করতেন, তাঁর ﷺ ইন্তিকালের পর এর বিধান কি হবে। কতিপয় লোকেরা (আলিমগণ) বলেছে যে, তাঁর ইন্তেকারের পরে তা তাঁর আত্মীয়দের থেকে পরবর্তী খলীফার আত্মীয়দের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। পক্ষান্তরে অপর একদল লোক (আলিম) বলেছে যে, তা শুধু বানূ হাশিম এবং বানূ মুত্তালিবের জন্য হবে। আরেকদল লোক বলেছে যে, নবী ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় নিজ ইখতিয়ারে যা কিছু আত্মীয়দেরকে প্রদান করতেন, তার ইন্তিকালে তাদের থেকে সেই হিস্যা খতম হয়ে গিয়েছে। সুতরাং আমরা এই সমস্ত অভিমতগুলোর প্রতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি, যেন তা থেকে বিশুদ্ধতম অভিমতটি বের করতে সক্ষম হই। তাই আমরা লক্ষ্য করছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জীবদ্দশায় গনীমতের মালে তাঁর জন্য একটি নির্বাচিত হিস্যা হত, এ ব্যাপারে আলিমদের মাঝে কোন মতবিরোধ নেই। বস্তুত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁর থেকে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে ঃ

٥٠٢٢- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمٰنَ الْمُرَادِيْ قَالَ ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْ حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا اِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هٰذَا الْحَيُّ مِنْ مُضَرَ وَاِنَّا لاَ نَسْتَطِيْعُ اَنْ نَأْتِيَكَ اِلاَّ فِيْ الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِاَمْرٍ نَأْخُذُبِهِ وَنُحَدِّثُ بِهِ مَنْ بَعْدَنَا قَالَ اٰمُرُكُمْ بِاَرْبَعٍ وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ شَهَادَةِ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنْ تُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَتُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَتُعْطُوْا سَهْمَ اللّٰهِ مِنَ الْغَنَائِمِ وَالصَّفِيْ وَاَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ ـ

৫০২২. রাবী' ইব্ন সুলায়মান আল-মুরাদী (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলে, আবদে কায়স গোত্রের প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলো। তারা বলল, আপনার এবং আমাদের মাঝে এই 'মুযার' কবীলা অন্তরায় এবং আমরা আপনার নিকট পবিত্র মাসগুলো ব্যতীত আগমন করার শক্তি রাখিনা। আপনি আমাদেরকে এরূপ কোন বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করুন, যা আমরা গ্রহণ করে নিব এবং আমাদের পিছনে থেকে যাওয়া লোকদেরকেও বর্ণনা করব। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে চারটি বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করছি এবং চারটি বস্তু থেকে নিষেধ করছি ঃ এই কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা ও গনীমতের মালে আল্লাহ্র হিস্যা এবং নির্বাচিত হিস্যা বের করা। আর তোমাদেরকে সবুজ কলস, লাউয়ের খোল, খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডে গর্ত করে নির্মিত (কাঠের) পাত্র ও আলকাতরা লাগান পাত্র (ব্যবহার) থেকে নিষেধ করছি।

٥٠٢٣ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ بْنُ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىْ قَالَ ثَنَا اِبْنُ اَبِىْ الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَنَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا الْفِقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ ـ

৫০২৩. আহমদ ইব্‌ন দাঊদ ইব্‌ন মূসা (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বদর যুদ্ধের দিন যুলফিকার তরবারিটি নফল বা অতিরিক্ত হিসাবে নিয়েছেন।

٥٠٢٤ـ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ يَحْيَى الْهَمَدَانِىْ قَالَ اَبُوْ النَّضْرِ قَالَ ثَنَا الْاَشْجَعِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ سَأَلْتُ الشَّعْبِىَّ عَنْ سَهْمِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كَانَ سَهْمُ النَّبِىِّ ﷺ كَسَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَكَانَ الصَّفِىُّ يَصْفِىْ بِهِ اِنْ شَاءَ عَبْدًا وَاِنْ شَاءَ اَمَةً وَاِنْ شَاءَ فَرَسًا ـ

৫০২৪. মালিক ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া হামদানী (র) ..... মুতার্‌রিফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শা'বী (র) কে নবী ﷺ-এর হিস্যা এবং নির্বাচিত হিস্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, নবী ﷺ-এর হিস্যা একজন সাধারণ মুসলমানের হিস্যার অনুরূপ হত এবং নির্বাচিত হিস্যা যেটা হত তিনি সেটা স্বয়ং নির্বাচত করতেন, গোলাম কিংবা দাসী অথবা ঘোড়া যেটা ইচ্ছা গ্রহণ করতেন।

٥٠٢٥ـ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ تَنَفَّلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَيْفَهُ ذَا الْفِقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ الَّذِىْ رَاٰى فِيْهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ اُحُدٍ ـ

৫০২৫. রাওহ ইব্‌নুল ফারাজ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর তরবারি 'যুলফিকার' বদরের দিন নফল বা অতিরিক্ত হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং এটা সেই তরবারি যার সম্পর্কে তিনি গাযওয়া উহুদের দিন স্বপ্ন দেখেছিলেন।

٥٠٢٦ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِىْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ فِيْمَا يَحْتَجُّ بِهِ كَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثُ صَفَايَا بَنِىْ النَّضِيْرِ وَخَيْبَرَ وَفَدَكَ فَاَمَّا بَنُوْ النَّضِيْرِ فَكَانَتْ حُبْسًا لِنَوَائِبِهِ وَاَمَّا فَدَكَ فَكَانَتْ حُبْسًا لِاَبْنَاءِ السَّبِيْلِ وَاَمَّا خَيْبَرَ فَجَزَّأَهَا ثَلَاثَةَ اَجْزَاءٍ فَقَسَمَ مِنْهَا جُزْءًا مِّنْ بَيْنِ الْمُسْلِمِيْنَ وَحَبَسَ جُزْءً لِلنَّفَقَةِ فَمَا فَضَلَ عَنْ اَهْلِهِ رَدَّهُ اِلٰى فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ ـ

৫০২৬. ইউনুস (র) ..... মালিক ইব্‌ন আউস (র) থেকে বর্ণিত যে, উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য তিনটি নির্বাচিত সম্পদ ছিলো। অর্থাৎ বানূ নযীর ও খায়বার (এর মাল) এবং ফিদাক (-এর বাগান)। বানূ নযীর (থেকে অর্জিত সম্পদ) কে তিনি তিন হিস্যায় বণ্টন করেছেন। এর এক হিস্যা মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছেন, এক হিস্যা নিজের ব্যয় নির্বাহের জন্য রেখেছেন এবং যা কিছু স্বীয় পরিবারের ব্যয় থেকে অতিরিক্ত হত তা দরিদ্র মুহাজিরদেরকে প্রদান করতেন।

٥٠٢٧- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ يَحْيَى الْهَمْدَانِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ اَبِي الْعَلاَءِ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا مَعَ مُطَرِّفٍ بِاَعْلَى الْمِرْبَدِ فِي سُوْقِ الْاِبِلِ اِذَا اَتَى عَلَيْنَا اَعْرَابِيٌّ مَعَهُ قِطْعَةُ اَدِيْمٍ اَوْقِطْعَةُ جِرَابٍ شَكَّ الْجُرَيْرِيُّ فَقَالَ هَلْ فِيْكُمْ مَّنْ يَّقْرَأُ فَقُلْتُ اَنَا اَقْرَأُ قَالَ هَا فَاقْرَأْهُ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَهُ لَنَا فَاِذَا فِيْهِ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ لِبَنِي زُهَيْرِ بْنِ اُقَيْشٍ حَيٌّ مِّنْ عُكَلٍ اِنَّهُمْ اِنْ شَهِدُوْا اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَفَارَقُوْا الْمُشْرِكِيْنَ وَاَقَرُّوْا بِالْخُمُسِ فِي غَنَائِمِهِمْ وَسَهْمِ النَّبِيِّ ﷺ وَصَفِيِّهِ فَاِنَّهُمْ اٰمِنُوْنَ بِاَمَانِ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا تُحَدِّثُنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَذْهَبَ عَنْهُ وَحَرُ الصَّدْرِ فَلْيَصُمْ شَهْرًا وَثَلاَثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ اَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَلاَ اَرَاكُمْ تَرَوْنِي اَنِّيْ اُكَذِّبُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَحَدَّثْتُكُمُ الْيَوْمَ حَدِيْثًا فَاَخَذَهَا ثُمَّ انْطَلَقَ -

৫০২৭. মালিক ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া হামদানী (র) ..... আবুল 'আলা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুতাররিফ (র)-এর সঙ্গে উটের বাজারে মিরবাদ-এর উঁচু অংশে ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ আমাদের কাছে এক বেদুইন এল। তার কাছে চামড়া অথবা তরবারির কোষের একটি টুকরা ছিলো। জারিরী (র) সন্দেহ করেছেন। সে বলল, তোমাদের মাঝে কেউ পড়ুয়া আছে? (আবুল আলা' বলেন) আমি বললাম, আমি পড়ছি (পড়ুয়া)। সে বলল, এটা নেও এবং পাঠ কর। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওটা আমাদের জন্য লিখেছেন। তাতে (এরূপ লিখিত) ছিলোঃ নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর পক্ষ থেকে বানূ যুহায়র ইব্‌ন কায়স-এর উদ্দেশ্যে, যারা উকুল গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো। তারা সাক্ষ্য দিয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্‌র রাসূল, তারা মুশরিকদের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে। তারা স্বীয় গনীমতের মালে খুমুস, নবী ﷺ -এর হিস্যা এবং তাঁর নির্বাচিত মালের স্বীকারোক্তি করেছে। তারা আল্লাহ্‌র নিরাপত্তায় নিরাপদ। তাদের (উপস্থিতদের) থেকে কেউ তাকে বলল, তুমি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কোন হাদীস শুনেছ, যা আমাদেরকে বর্ণনা করবে। সে বলল, হাঁ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তির এটা পসন্দ হয় যে, তার বক্ষ থেকে কৃপণতা বিদূরিত হয় সে যেন ছবরের মাস (রমযানের পূর্ণাঙ্গ) এবং প্রতি মাসে তিনটি সিয়াম পালন করে। কাওমের জনৈক ব্যক্তি বলল, তুমি কি এটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছ? সে বলল, আমার ধারণা মতে তোমরা আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর মিথ্যারোপকারী মনে করছ। আজকে আমি তোমাদেরকে কোন হাদীস শুনাব না। অতঃপর সে চলে গেল।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এ বিষয়ে তাঁদের (ফকীহদের) সকলের ঐকমত্য যে, নবী ﷺ -এর পরে এই হিস্যা খলীফার জন্য হবেনা (পাবেনা) এবং তিনি (খলীফা) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নবী ﷺ -এর অনুরূপ নয়। সুতরাং যখন খলীফা এই সম্পদের মধ্যে যা অপরাপর মুজাহিদদের ব্যতীত শুধু তাঁর সাথে খাস, তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। তাহলে এটা অধিকতর সংগত যে, নবী (সা)-এর আত্মীয়দের তাঁর জীবদ্দশায় যা কিছু গনীমত ও মালে ফাই থেকে লাভ হত তাতে খলীফার আত্মীয়দের স্থলাভিষিক্ততা লাভ হবেনা। অতএব এর দ্বারা ঐ ব্যক্তির অভিমত বাতিল হয়ে গেল, যে ব্যক্তি বলে যে, নবী ﷺ -এর ইন্তিকালের পরে তাঁর

আত্মীয়দের হিস্যা খলীফার আত্মীয়দের জন্য হবে। অতঃপর আমরা এই অভিমত ব্যতীত লোকদের অপরাপর অভিমতগুলোর দিকে ফিরে যাচ্ছি, যা আমরা এই অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছি। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অবশিষ্ট আত্মীয়দের ছেড়ে তা (শুধু) বানূ হাশিম ও বানূ মুত্তালিবের সাথে নির্দিষ্ট করেছে, বস্তুত আমরা ইতিপূর্বে আমাদের এই গ্রন্থে তার বক্তব্যের অসারতা বর্ণনা করেছি। তাই পুনঃ তা এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি বলে যে, এই সম্পদ নবী ﷺ -এর ঐ সমস্ত আত্মীয়দের জন্য, যারা দরিদ্র, ধনাঢ্যদের জন্য নয় এবং সে তাদেরকে অপরাপর মুসলমান দরিদ্রদের অনুরূপ সাব্যস্ত করেছে। ইতিপূর্বে আমরা এই গ্রন্থে তার বক্তব্যের অসারতাও বর্ণনা করেছি। তাই পুনঃ তা এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। এখন সেই সমস্ত লোকদের বক্তব্য রয়ে গেছে যারা বলে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য ইখতিয়ার ছিলো যে, তাঁর ওই আত্মীয়-স্বজনদের থেকে যাকে সংগত মনে করেন প্রদান করবেন। যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রদান করবেন তাদের থেকে কেউ হকদার হবেনা। অধিকন্তু তাঁর জন্য এই অধিকারও ছিলো যে, মালে গনীমত থেকে নিজের জন্য যা কিছু ইচ্ছা করেন নির্বাচিত করবেন। এটা তাঁর ইন্তিকালের পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তাঁর ওফাতের পরে কারো জন্য ওয়াজিব নয়। সুতরাং যুক্তির দাবি হলো এটাই যে, তাঁর জন্য তাঁর জীবদ্দশায় ইখতিয়ার ছিলো নিজের আত্মীয়দের থেকে যাকে ইচ্ছা প্রদান করবেন এবং অন্যদেরকে পরিত্যাগ করবেন। তাঁর ইন্তিকালের পরে এই অধিকার কারো জন্য অর্জিত হবেনা। সুতরাং যখন তাঁর ইন্তিকালের পরে কারো জন্য সেই ইখতিয়ার হওয়াটা বাতিল হয়ে গেল, তাহলে তাঁর ওফাতের পরে ওই হিস্যা তাঁর কোন আত্মীয়ের জন্য হওয়াটাও বাতিল হয়ে গেল।

যদি কোন প্রশ্নকারী বলে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) এ বিষয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে অস্বীকৃতি (বিরোধ) জ্ঞাপন করেছেন। অতঃপর সে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত উল্লেখ করে ঃ

٥٠٢٨ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنَ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمِّىْ جُوَيْرِيَةُ بْنُ اَسْمَاءَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ هُرْمُزَ حَدَّثَهُ اَنَّ نَجْدَةَ صَاحِبَ الْيَمَامَةِ كَتَبَ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذَوِى الْقُرْبٰى فَكَتَبَ اِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ لَنَا وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دَعَانَا لِيُنْكِحَ مِنْهُ اَيِّمَنَا وَيَقْضِىْ مِنْهُ غَارِمَنَا فَاَبَيْنَا اِلاَّ اَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا كُلَّهُ وَرَأَيْنَا اَنَّهُ لَنَا ـ

৫০২৮. ইবরাহীম ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... ইয়াযীদ ইব্ন হুরমুয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, ইয়ামামার অধিপতি নাজ্দা ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকটাত্মীয়-স্বজনের হিস্যা জ্ঞাত হওয়ার জন্য পত্র লিখলেন। ইব্ন আব্বাস (রা) তাকে (উত্তরে) লিখলেন যে, ঐ (হিস্যা) আমাদের জন্য ছিলো। উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) আমাদেরকে ডাকলেন যেন তিনি ঐ মাল দ্বারা আমাদের বিধবাদেরকে বিবাহ দিতে এবং আমাদের করযসমূহ পরিশোধ করতে পারেন। আমরা এই দাবি ছাড়া আর সব কিছু প্রত্যাখ্যান করলাম যে, তা সবটুকু আমাদেরকে প্রদান করা হোক, আমরা মনে করলাম যে, তা আমাদের হক।

٥٠٢٩ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ

ذَوِى الْقُرْبَى الَّذِيْنَ ذَكَرَهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَفَرَضَ لَهُمْ فَكَتَبَ اِلَيْهِ وَاَنَا شَاهِدٌ كِتَابَهُ اَنَّهُمْ قَرَابَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَبٰى ذٰلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا ـ

৫০২৯. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইয়াযীদ ইব্‌ন হুরমুয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাজদা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট পত্রের মাধ্যমে ঐ সমস্ত আত্মীয়-স্বজনদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, যাদের আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখ করেছেন এবং তাদের হিস্যা নির্ধারণ করেছেন। তিনি তাকে লিখলেন এবং আমি তাঁর পত্রের সাক্ষী যে, তারাই রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর আত্মীয়-স্বজন। কিন্তু আমাদের কাওম এটাকে আমাদের উপর অস্বীকার করেছে (মেনে নেয়নি)।

তাকে উত্তরে বলা হবে, আমরা ওই বিষয়টিকে প্রত্যাখান করি না যে, আমাদের উপরোল্লেখিত মতাদর্শের উপর আমাদের বিরোধিতা করা হয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর অভিমত হলো যে, আত্মীয়দের হিস্যা বা হক সাব্যস্তকৃত এবং তা নবীﷺ-এর জীবদ্দশায়ও এবং তার ইন্তিকালের পরেও বানূ হাশিমের জন্য। আর তিনি এটাও বলেছেন যে, তাঁর কাওম তাঁর এ কথা অস্বীকার করেছে। তাদের (অস্বীকারকারী) মধ্যে উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) এবং এ ব্যাপারে তার অনুসরণকারী অপরাপরগণও। সুতরাং যা কিছু আমরা উল্লেখ করেছি তা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর অভিমতের পরিপন্থী।

٥٠٣٠ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بِشْرٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنِ ابْنِ حَمَمَةَ قَالَ وَقَعَتْ جَرَّةٌ فِيْهَا وَرِقٌ مِنْ دِيْرِخَرْبٍ فَاَتَيْتُ بِهَا عَلِيَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اَقْسِمْهَا عَلٰى خَمْسَةِ اَخْمَاسٍ فَخُذْ اَرْبَعَةً وَهَاتِ خُمُسًا فَلَمَّا اَدْبَرْتُ قَالَ اَفِىْ نَاحِيَتِكَ مَسَاكِيْنُ فُقَرَاءُ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَخُذْهُ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ ـ

৫০৩০. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) ..... ইব্‌ন হামীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রৌপ্যপূর্ণ একটি কলস পতিত ছিলো, আমি এটা নিয়ে আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা)-এর দরবারে হাযির হলাম। তিনি বললেন, এটা পাঁচ ভাগে ভাগ করে চার ভাগ নিয়ে নাও এবং পঞ্চমাংশ আমার কাছে নিয়ে আস। যখন আমি পিছনে ফিরে (রওয়ানা) হলাম, তিনি বললেন, তোমার প্রতিবেশীদের মাঝে কোন ফকীর-মিসকীন আছে? আমি বললাম! জী, হাঁ! তিনি বললেন, তাহলে এটা নাও এবং তাদের মাঝে বণ্টন করে দাও।

সে কি লক্ষ্য করছেনা, আলী (রা) তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, ভূগর্ভে প্রাপ্ত ধনের খুমুস থেকে তার প্রতিবেশী ফকীরদের মাঝে বণ্টন করে দিতে এবং তিনি এতে রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর আত্মীয়বর্গের জন্য কিছুই ওয়াজিব করেন নাই। সুতরাং এটা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর অভিমতের পরিপন্থী।

٥٠٣١ـ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا اَزْهَرُ بْنُ سَعْدِ السَّمَّانِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُمَيْرُ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ اَبِىْ اُمَيَّةَ اَللّٰهُمَّ اَوْ حَدَّثَ الْقَوْمَ وَاَنَا فِيْهِمْ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ قَالَ اَرْسَلَ اِلَىَّ عُمَرُ ظُهْرًا فَاَتَيْتُهُ فَلَمَّا انْتَهَيْتُ اِلَى الْبَابِ سَمِعْتُ نَحِيْبًا شَدِيْدًا فَقُلْتُ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اعْتَرٰى عُمَرَ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَدَخَلْتُ

حَتّٰى جِئْتُ فَوَقَعَتْ يَدِىْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لاَبَأْسَ بِكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَالَ اَعْجَبَكَ مَا رَأَيْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَا اِنَّ الْخِطَابَ عَلَى اللّٰهِ لَوْكَرَسْنَا عَلَيْهِ كَانَ حَذَا اِلٰى صَاحِبِىْ قَبْلِىْ قَالَ ثُمَّ قَالَ اِجْلِسْ بِنَا نَتَفَكَّرُ فَكَتَبْنَا الْمُحِقِّيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكَتَبْنَا اَزْوَاجَ النَّبِىِّ ﷺ وَمِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَاَصَابَ الْمُحِقِّيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَرْبَعَةَ الاَفٍ وَّاَصَابَ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِنَّ وَمِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ اَلْفًا حَتّٰى وَزَعْنَ الْمَالَ اَفَلاَ تَرٰى اَنَّ عُمَرَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ قَدْ سَوَّيَابَيْنَ الْمُحِقِّيْنَ وَبَيْنَ اَهْلِ الدَّرَجَةِ الَّتِىْ بَعْدَهُمْ وَلَمْ يُدْخِلْ فِىْ ذٰلِكَ ذَوِىْ قُرْبٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِقَرَابَتِهِمْ كَمَا اَدْخَلاَ الاِسْتِحْقَاقَ بِاسْتِحْقَاقِهِمْ ـ

৫০৩১. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ..... উমায়র ইব্ন ইস্হাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞাত আছেন) আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমাইয়া (র) আমাকে অথবা কাওমকে বর্ণনা করেছেন এবং আমিও তাদের মাঝে ছিলাম— বলেন, আমাকে আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাকে উমার (রা) যুহ্রের ওয়াক্তে ডেকে পাঠালেন, আমি তাঁর দরবারে উপস্থিত হলাম। যখন আমি দরোজা পর্যন্ত পৌঁছলাম তখন আমি (ভিতর থেকে) অত্যন্ত জোরালো আওয়াজে ক্রন্দনের শব্দ শুনলাম। এতে আমি "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন" পড়লাম। বললাম, এটা কি, আমার সরদার আমীরুল মু'মিনীন উমার (রা)? আমি ভিতরে গেলাম এবং তাঁর নিকটে পৌঁছলাম। আমার হাত তাঁর উপর লাগল। আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার কোনরূপ পরোয়া নেই। তিনি বললেন, যা কিছু তুমি প্রত্যক্ষ করেছ এতে তুমি আশ্চার্যবোধ করেছ? আমি বললাম, জী হাঁ! বললেন, দেখ, যদি আমরা আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমের উপর কঠোরভাবে আমল করি তাহলে আমার পূর্ববর্তী সাথী (আবূ বকর রা) -এর বরাবরী তথা সমান সমান হয়ে যাবে। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি বললেন, আমার কাছে বস, আমরা চিন্তা-ভাবনা করব। অনন্তর আমরা ঐ সমস্ত লোকদের নাম লিখলাম, যারা আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় হকদার এবং নবী ﷺ -এর স্ত্রীদের নাম এবং অন্যান্যদের নামও লিখলাম। যারা আল্লাহ্র রাস্তায় হকদার তারা পেলো চার হাজার। পক্ষান্তরে উম্মাহাতুল মু'মিনীন ও অপরাপর লোকেরা পেলেন এক হাজার। অতঃপর আমরা মাল বণ্টন করে দিলাম। তোমরা কি লক্ষ্য করছ না যে, উমার (রা) ও আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) হকদারদের এবং তাদের পরবর্তী স্বজনদের মাঝে অভিন্নতা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আত্মীয়-স্বজনদেরকে আত্মীয়তার কারণে অন্তর্ভুক্ত করেন নাই, যেমন হকদারদেরকে তাদের হকদার হওয়ার কারণে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

٥٠٣٢ـ حَدَّثَنَا اَيْضًا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ رِجَاءَ الْهَاشِمِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مَعْشَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلٰى غُفْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَوَلِّىَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَدِمَ عَلَيْهِ مَالٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنِىْ وَلْيَأْخُذْ فَاَتٰى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ وَعَدَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَاهُ مَالٌ مِّنَ الْبَحْرَيْنِ اَعْطَانِىْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِلاَ كَفَيْهِ قَالَ خُذْ بِيَدِكَ فَاَخَذَ بِيَدِهٖ

فَوَجَدَهَا خَمْسَمِائَةٍ فَقَالَ أُعْدُدْ اِلَيْهَا اَلْفًا ثُمَّ اَعْطٰى مَنْ كَانَ وَعَدَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ مَابَقِىَ فَاَصَابَ كُلُّ اِنْسَانٍ مِّنْهُمْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ جَاءَهُ مَالٌ كَثِيْرٌ اَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ فَقَسَمَهُ بَيْنَ النَّاسِ فَاَصَابَ كُلُّ اِنْسَانٍ عِشْرُوْنَ دِرْهَمًا وَفَضَلَ مِنَ الْمَالِ فَضْلٌ فَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَضَلَ فَضْلٌ وَلَكُمْ قَدَمٌ يُّعَالِجُوْنَ لَكُمْ وَيَعْمَلُوْنَ لَكُمْ فَاِنْ شِئْتُمْ رَضَخْنَالَهُمْ فَرَضَخَ لَهُمْ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَقِيْلَ يَاخَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَوْ فَضَّلْتَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارَ بِفَضْلِهِمْ قَالَ اِنَّمَا اُجُوْرُهُمْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ مَا هٰذَا مَغَانِمُ وَالْاُسْوَةُ فِىْ الْمَغَانِمِ اَفْضَلُ مِنَ الْاَثْرَةِ فَلَمَّا تَوَفّٰى اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاَسْتَخْلَفَ عُمَرُ فُتِحَتْ عَلَيْهِ الْفُتُوْحُ وَجَاءَهُمْ مَالٌ اَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ كَانَ لِاَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِىْ هٰذَا الْمَالِ رَأْىٌ وَلِىْ رَأْىٌ اٰخَرُ رَأٰى اَبُوْ بَكْرٍ اَنْ يُّقْسَمَ بِالسَّوِيَّةِ وَرَأَيْتُ اَنْ اُفَضِّلُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارَ وَلَا اَجْعَلُ مَنْ قَاتَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَمَنْ قَاتَلَ مَعَهُ فَفَضَّلَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارَ فَجَعَلَ لِمَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْهُمْ خَمْسَ الاَفٍ وَمَنْ كَانَ لَهُ اِسْلَامٌ مَعَ اِسْلَامِهِمْ اِلَّا اَنَّهُ لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا اَرْبَعَةَ الاَفٍ اَرْبَعَةَ اٰلَافٍ وَلِلنَّاسِ عَلٰى قَدْرِ اِسْلَامِهِمْ وَمَنَازِلِهِمْ وَفَرَضَ لِاَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ اِثْنَىْ عَشَرَ اَلْفًا لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ اِلَّا صَفِيَّةَ وَجُوَيْرِيَةَ فَرَضَ لَهُمَا سِتَّةَ اٰلَافٍ فَاَبَتَا اَنْ تَأْخُذَا فَقَالَ اِنَّمَا فُرِضَتْ لَكُنَّ بِالْهِجْرَةِ فَقَالَتَا اِنَّمَا فُرِضَتْ لَهُنَّ لِمَكَانِهِنَّ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَنَا مِثْلُ مَكَانِهِنَّ فَاَبْصَرَ ذٰلِكَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَجَعَلَهُنَّ سَوَاءً وَفَرَضَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اِثْنَىْ عَشَرَ اَلْفًا لِقَرَابَتِهِ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفَرَضَ لِنَفْسِهِ خَمْسَةَ اٰلَافٍ اَلْحَقَهُمَا بِاَبِيْهِمَا لِقَرَابَتِهِمَا مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفَرَضَ لِاُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَرْبَعَةَ اٰلَافٍ وَفَرَضَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا ثَلَاثَةَ اٰلَافٍ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا بِاَىِّ شَىْءٍ زِدْتَهُ عَلَىَّ فَمَا كَانَ لِاَبِيْهِ مِنَ الْفَضْلِ مَا لَمْ يَكُنْ لَكَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْفَضْلِ مَالَمْ يَكُنْ لِىْ فَقَالَ اِنَّ اَبَاهُ كَانَ اَحَبَّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَبِيْكَ فَكَانَ هُوَ اَحَبَّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْكَ وَفَرَضَ لِاَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا اَلْفَيْنِ اَلْفَيْنِ فَمَرَّ بِهِ عُمَرُ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ فَقَالَ زِدْهُ اَلْفًا يَا غُلَامُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَحْشٍ لِاَىِّ شَىْءٍ زِدْتَهُ عَلَىَّ وَاللّٰهِ مَا كَانَ لِاَبِيْهِ مِنَ الْفَضْلِ مَالَمْ يَكُنْ لِاٰبَائِنَا قَالَ فَرَضْتُ لِاَبِىْ سَلَمَةَ اَلْفَيْنِ وَزِدْتُهُ لِاُمِّ سَلَمَةَ اَلْفًا فَلَوْ كَانَتْ لَكَ اُمٌّ مِثْلُ اُمِّ سَلَمَةَ زِدْتُكَ اَلْفًا وَفَرَضَ لِاَهْلِ مَكَّةَ

ثَمَانِىَ مِائَةً فِىْ الشَّرَفِ مِنْهُمْ ثُمَّ النَّاسَ عَلٰى قَدْرِ مَنَازِلِهِمْ وَفَرَضَ لِعُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرٍو ثَمَانَ مِائَةٍ وَفَرَضَ لِلنَّضَرِ بْنِ اَنَسٍ فِى الْفَىِّ دِرْهَمٌ فَقَالَ لَهُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ جَاءَكَ ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرٍو نَسَبَهُ اِلٰى جَدِّهِ فَفَرَضْتَ لَهُ ثَمَانِىَ مِائَةٍ وَّجَاءَكَ هَنَبَةُ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَفَرَضْتَ لَهُ فِىْ اَلْفَيْنِ فَقَالَ اَبِىْ لَقِيْتُ اَبَا هٰذَا يَوْمَ اُحُدٍ فَسَأَلَنِىْ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ مَا اُرَاهُ اِلاَّ قَدْ قَتَلَ فَسَلَّ سَيْفَهُ وَكَسَرَ غِمْدَهُ وَقَالَ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُتِلَ فَاِنَّ اللّٰهَ حَىٌّ لاَيَمُوْتُ وَقَاتَلَ حَتّٰى قُتِلَ وَهٰذَا يَرْعِى الْغَنَمَ بِمَكَّةَ اَفَتَرَانِىْ اَجْعَلُهُمَا سَوَاءً قَالَ فَعَمِلَ عُمَرُ عُمَرَهُ كُلَّهُ بِهٰذَا حَتّٰى اِذَا كَانَ فِىْ اٰخِرِ السَّنَةِ الَّتِىْ قُتِلَ فِيْهَا سَنَةَ ثَلاَثٍ وَّعِشْرِيْنَ حَجَّ فَقَالَ اُنَاسٌ مَّنَ النَّاسِ لَوْ مَاتَ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ قُمْنَا اِلٰى فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ فَبَايَعْنَاهُ قَالَ اَبُوْ مَعْشَرٍ يَعْنُوْنَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الْمَدِيْنَةَ خَطَبَ فَقَالَ فِىْ خُطْبَتِهٖ رَأٰى اَبُوْ بَكْرٍ فِىْ هٰذَا الْمَالِ رَأْيًا رَاٰى اَنْ بَقْسِمَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَرَأَيْتُ اَنْ اُفَضِّلَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارَ بِفَضْلِهِمْ فَاِنْ عِشْتُ هٰذِهِ السَّنَةَ اَرْجِعُ اِلٰى رَأْىِ اَبِىْ بَكْرٍ فَهُوَ خَيْرٌ مِّنْ رَائِىْ اَفَلاَ تَرٰى اَنَّ اَبَا بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَمَّا قَسَمَ سَوَّى بَيْنَ النَّاسِ جَمِيْعًا فَلَمْ يُقَدِّمْ ذَوِىْ قُرْبٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى مَنْ سِوَاهُمْ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ سَهْمًا فِىْ ذٰلِكَ الْمَالِ اَبَانَهُمْ بِهٖ عَنِ النَّاسِ -

৫০৩২. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র) .....গুফ্‌রা-এর আযাদকৃত গোলাম উমার ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইন্তিকাল হল এবং আবূ বকর (রা) খলীফা মনোনীত হলেন, তখন তাঁর কাছে বাহরাইন থেকে সম্পদ এলো। তিনি বললেন, যে কারো সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওয়াদা করেছেন বা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সে যেন আমার কাছে আসে এবং (ওয়াদা অনুযায়ী) নিয়ে যায়। সুতরাং জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) এলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, যখন তাঁর কাছে বাহরাইন থেকে মাল আসবে তবে তিনি আমাকে এই পরিমাণ, এই পরিমাণ ও এই পরিমাণ প্রদান করবেন। এভাবে তিনি হাত মিলিত করে তিনবার বললেন। তখন তিনি বললেন, নিজ হাতে নাও, তিনি নিজ হাতে নিলেন তো তা পাঁচশত পেলেন। বললেন, এর সঙ্গে (আরো) এক হাজার গুণে নাও। অতঃপর যার যার সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওয়াদা ছিলো তাকে প্রদান করলেন। এরপর অবশিষ্ট মালকে লোকদের তথা সাহাবাদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন। তাদের প্রত্যেকে দশ দিরহাম করে পেলেন। যখন আগামী বছর হলো তখন তাঁর কাছে পূর্বের চেয়েও বেশি মাল এলো। তিনি তা সাহাবাদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন। প্রত্যেক বিশ দিরহাম করে পেলেন, এবং কিছু মাল বেঁচে গেলো। তিনি বললেন, হে লোকেরা! কিছু মাল বেঁচে গেছে। তোমাদের থেকে কিছু লোক অগ্রবর্তী রয়েছে, তারা তোমাদের জন্য মেহনত এবং কাজকর্ম করে, যদি তোমরা চাও তাহলে আমরা তাদেরকে (অতিরিক্ত) দিয়ে দিই। অনন্তর তিনি তাদেরকে পাঁচ দিরহাম পাঁচ দিরহাম করে প্রদান করলেন। বলা হলো, হে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খলীফা! যদি আপনি মুহাজির ও আনসারদেরকে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে অধিক প্রদান করতেন (তো উত্তম ছিলো)। তিনি বললেন, তাঁদের ছাওয়াব ও

প্রতিদান আল্লাহ্ তা'আলার উপর। এটা গনীমতের মাল, আর গনীমতের সম্পদে (কাউকে) প্রাধান্য দেয়া অপেক্ষা সমতা বিধান করা উত্তম।

যখন আবূ বকর (রা)-এর ইন্তিকাল হলো এবং উমার (রা) খলীফা হলেন তখন তাঁর উপর বিপুল বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল। এতে করে মুসলমানদের কাছে তদপেক্ষা অধিক সম্পদ এল। তিনি বললেন, এই মাল সম্পর্কে আবূ বকর (রা)-এর এক অভিমত ছিলো। কিন্তু আমার অভিমত আরেকটি। আবূ বকর (রা)-এর অভিমত ছিলো যে, তা সমানভাবে বণ্টন করা হবে। পক্ষান্তরে আমার অভিমত হলো যে, আমি (এতে) মুহাজির ও আনসারদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করব। যে ব্যক্তি (কুফরী অবস্থায়) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, তাকে সেই ব্যক্তির ন্যায় সাব্যস্ত করব না, যে কিনা তাঁর সঙ্গে মিলে (কাফিরদের বিরুদ্ধে) লড়াই করেছে। অনন্তর তিনি মুহাজির ও আনসারদেরকে প্রাধান্য দিলেন। তাদের থেকে যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে তাদের পাঁচ পাঁচ হাজার এবং যারা তাদের সঙ্গেই ইসলাম গ্রহণ করেছে কিন্তু বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নাই তাদেরকে চার চার হাজার প্রদান করলেন। অপরাপরদেরকে তাদের ইসলাম গ্রহণ এবং মর্যাদা অনুযায়ী প্রদান করলেন। নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণ তথা উম্মুল মু'মিনীনদের থেকে প্রত্যেকের জন্য বার হাজার নির্ধারণ করলেন। তবে সফিয়্যা (রা) ও জুওয়াইরিয়্যা (রা)-এর জন্য ছয় ছয় হাজার নির্ধারণ করলেন। কিন্তু তারা দু'জনে তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করছেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের জন্য হিজরতের কারণে নির্ধারণ করেছি। তাঁরা বললেন, উম্মুল মু'মিনীনদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কারণে নির্ধারিত হয়েছে এবং আমাদের জন্যও তাদের সমান মর্যাদা রয়েছে। উমার (রা) বিষয়টি বুঝলেন এবং তাদের সকলের হিস্যা বরাবর করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে আত্মীয়তার কারণে আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর জন্য বার হাজার নির্ধারণ করলেন। আর নিজের জন্য পাঁচ হাজার নির্ধারণ করলেন। আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা)-এর জন্যও পাঁচ হাজার নির্ধারণ করলেন। তবে কোন সময় অতিরিক্তও প্রদান করেছেন। হাসান (রা) ও হুসাইন (রা)-এর জন্য পাঁচ পাঁচ হাজার নির্ধারণ করলেন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে আত্মীয়তার কারণে এঁদের দুজনকে তাঁদের পিতার সঙ্গে যুক্ত করলেন। উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-এর জন্য চার হাজার নির্ধারণ করলেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা)-এর জন্য তিন হাজার নির্ধারণ করলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) তাঁকে বললেন, আপনি কি কারণে তাঁকে আমার থেকে অধিক প্রদান করেছেন, তাঁর পিতার আপনার অনুরূপ শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং আমাদের চেয়ে তাঁর বাড়তি শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

উমার (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে তোমার পিতা অপেক্ষা তাঁর পিতা অধিকতর প্রিয় ছিলেন। এবং তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট তোমার চেয়ে অধিকতর প্রিয় ছিলেন। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুহাজির ও আনসারদের সন্তানদের জন্য দুই দুই হাজার নির্ধারণ করলেন। আমর ইব্‌ন আবী সালামা (রা) সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি বললেন, হে গোলাম! (বণ্টন কারীকে বললেন) তাঁকে এক হাজার বেশী দিয়ে দাও। মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহাশ (রা) বললেন, আপনি তাকে কি কারণে আমার চেয়ে অধিক প্রদান করেছেন? আল্লাহ্‌র কসম, তাঁর পিতা আমাদের বাপ-দাদা অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী নয়। তিনি বললেন, আমি আবূ সালামার জন্য দুই হাজার নির্ধারণ করেছি এবং উম্মু সালামা (রা)-এর কারণে তাঁকে এক হাজার বেশী প্রদান করেছি। যদি তোমার মা-ও উম্মু সালামা (রা)-এর ন্যায় হত তাহলে আমি তোমাকেও এক হাজার বেশি প্রদান করতাম। মক্কাবাসীদের জন্য তাঁদের সম্মানের কারণে আটশত নির্ধারণ করলেন। অতঃপর অপরাপর লোকদেরকে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী প্রদান করলেন। উসমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আম্‌র (রা)-এর জন্য আটশত নির্ধারণ করলেন। নযর ইব্‌ন আনাস (রা)-এর জন্য দুই

হাজার নির্ধারণ করলেন। তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (রা) তাঁকে বললেন, আপনার কাছে উসমান ইব্‌ন আম্‌র (রা)-এর পুত্র এসেছে (তাঁকে তাঁর পিতামহের দিকে সম্বন্ধ করেছেন) তো আপনি তাঁর জন্য আটশত নির্ধারণ করেছেন। আপনার কাছে আনসারের একজন দুর্বল ব্যক্তি এসেছে, আপনি তার জন্য দুই হাজার নির্ধারণ করেছেন। তিনি বললেন, আমি উহুদ যুদ্ধের দিন তার পিতার দেখা পেলাম। সে আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। আমি বললাম, আমার ধারণা তিনি শহীদ হয়ে গেছেন। অনন্তর সে তরবারি বের করে এর কোষ ভেঙ্গে দিয়ে বলল, যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শহীদ হয়ে যান তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তো জীবিত, তাঁর মৃত্যু হবেনা এবং লড়াই করতে করতে অবশেষে সে শহীদ হয়ে গেলো। আর এই ব্যক্তি মক্কাতে বকরী চরাত। তাই তোমার কি ধারণা, আমি তাদের দু'জনকে সমান করে দিব। রাবী বলেন, উমার (রা) তাঁর পুরা জীবন এর উপর আমল করেছেন।

অতঃপর ঐ বছরের শেষে যে বছর তাঁকে শহীদ করা হয় অর্থাৎ তেইশ হিজরীতে তিনি হজ্জ করলেন। কতিপয় লোক বলল, যদি আমীরুল মু'মিনীন (রা) ইন্তিকাল করেন তবে আমরা অমুক ইব্‌ন অমুকের দিকে উঠে যাব এবং তাঁর বায়আত করব। আবূ মা'শার (র) বলেন, তাদের উদ্দেশ্য ছিলো তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (রা)। যখন উমার (রা) মদীনা গেলেন তখন তিনি ভাষণ দিলেন এবং তিনি তাঁর ভাষণে বললেন, এই মালে আবূ বকর (রা)-এর এক অভিমত ছিলো, তাঁর ধারণা ছিলো লোকদের মাঝে সমানভাবে বণ্টন করে দেয়া। এবং আমার অভিমত ছিলো যে, আমি মুহাজির ও আনসারদেরকে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে প্রাধান্য দিব। আমি যদি এ বছর জীবিত থাকি তাহলে আবূ বকর (রা)-এর অভিমতের দিকে ফিরে যাব এবং তা আমার অভিমত অপেক্ষা উত্তম। তোমরা কি লক্ষ করছ না যে, আবূ বকর (রা) যখন লোকদের মাঝে সমানভাবে বণ্টন করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্বজনদেরকে অন্যদের উপর অগ্রবর্তী করেন নাই, আর তাদের জন্য ওই সম্পদের মধ্যে এরূপ হিস্যা নির্ধারণ করেন নাই, যার কারণে তারা অন্য লোকদের অপেক্ষা বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত হয়। এটা একথার প্রমাণ বহন করে যে, আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইন্তিকালের পরে তাঁর স্বজনদের জন্য মালে ফাইয়ের মধ্যে শুধু ঐ হক মনে করতেন, যা তিনি (তারা ব্যতীত) অন্যদের ন্যায় গ্রহণ করতেন। অতঃপর এই উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) যখন তিনি হুকুমত লাভ করলেন এবং তিনি লোকদের তথা সাহাবাদের মাঝে মর্যাদার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানকে সমীচীন মনে করলেন, তখন তিনিও স্বজনদের জন্য এরূপ হিস্যা নির্ধারণ করেন নাই, যার কারণে তাদের অন্যান্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয়। বরং তিনি তাদেরকে এবং অবশিষ্ট সমস্ত লোকদেরকে অভিন্ন রেখেছেন এবং তাদের মাঝে শুধু মর্যাদার দিক দিয়ে ঐ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা আত্মীয়তার কারণে তাদের অর্জিত হত, যদি স্বজনদের কোন প্রতিষ্ঠিত হিস্যা হত। বস্তুত এটা আমাদের ঐ মতেরই প্রমাণ যে, উমার (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের কারণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর তাঁর স্বজনদের হিস্যা উঠে গেছে।

٥٠٢٣ـ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ هِلاَلٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا اِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَجَاءَهُ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَخْتَصِمَانِ قَالَ الْعَبَّاسُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ بَيْنِىْ وَبَيْنَ هٰذَا الْكَذَا الْكَذَا قَالَ حَمَّادُ اَنَا اُكَنِّىْ عَنِ الْكَلاَمِ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا اِنَّ رَسُوْلَ

اللّٰه ﷺ لَمَّا تَوَفّٰى وَوَلّٰى اَبُوْ بَكْرٍ صَدَقَتَهُ فَقَوِىَ عَلَيْهَا وَاَدّٰى فِيْهَا الْاَمَانَةَ فَزَعَمَ هٰذَا اَنَّهُ خَانَ وَفَجَرَ وَكَلِمَةً قَالَهَا اَيُّوْبُ قَالَ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّهُ مَا خَانَ وَلاَ فَجَرَ وَلاَ كَذَا قَالَ حَمَّادُ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ مَالِكٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ اَنَّهُ قَالَ لَقَدْ كَانَ فِيْهَا رَاشِدًا تَابِعًا لِلْحَقِّ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى حَدِيْثِ اَيُّوْبَ فَلَمَّا تَوَفّٰى اَبُوْ بَكْرٍ رضـ وَلِّيْتُهَا بَعْدَهُ فَقَوِيْتُ عَلَيْهَا فَاَدَّيْتُ فِيْهَا الْاَمَانَةَ وَزَعَمَ هٰذَا اَنِّىْ خُنْتُ وَلاَ فَجَرْتُ وَلاَ تِيْلَكَ الْكَلِمَةَ وَفِىْ حَدِيْثِ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِىِّ وَلَقَدْ كُنْتُ فِيْهَا رَاشِدًا تَابِعًا لِلْحَقِّ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى حَدِيْثِ عِكْرِمَةَ ثُمَّ اَتَيَانِىْ فَقَالاَ ادْفَعْ اِلَيْنَا صَدَقَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَدَفَعْتُهَا اِلَيْهِمَا فَقَالَ هٰذَا لِهٰذَا اَعْطِنِىْ نَصِيْبِىْ مِنْ ابْنِ اَخِىْ وَقَالَ هٰذَا لِهٰذَا اَعْطِنِىْ نَصِيْبِىْ مِنْ اِمْرَاَتِىْ مِنْ اَبِيْهَا وَقَدْ عَلِمَ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ لاَنُوْرِثُ مَا تَرَكَ صَدَقَةٌ وَفِىْ حَدِيْثِ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِىِّ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّا لاَنُوْرِثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى حَدِيْثِ عِكْرِمَةَ ثُمَّ تَلاَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا الْاٰيَةَ فَهٰذِهِ لِهٰؤُلاَءِ ثُمَّ تَلاَ وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِىْ الْقُرْبٰى اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ ثُمَّ قَالَ وَهٰذِهِ لِهٰؤُلاَءِ وَفِىْ حَدِيْثِ عَمْرٍو وَعَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلاَ رِكَابٍ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ فَكَانَتْ هٰذِهِ خَاصَّةً لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا لَمْ يُوْجِفُ الْمُسْلِمُوْنَ فِيْهِ خَيْلاً وَّلاَ رِكَابًا فَكَانَ يَاْخُذُ مِنْ ذٰلِكَ قُوْتَهُ وَقُوْتَ اَهْلِهِ وَيَجْعَلُ بَقِيَّةَ الْمَالِ لِاَهْلِهِ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى حَدِيْثِ اَيُّوْبَ ثُمَّ تَلاَ مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ ثُمَّ لِفُقَرَاءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ حَتّٰى بَلَغَ اُوْلٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ فَهٰؤُلاَءِ الْمُهَاجِرُوْنَ ثُمَّ قَرَءَ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى بَلَغَ حَمَّادُ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ قَالَ فَهٰؤُلاَءِ الْاَنْصَارُ قَالَ ثُمَّ قَرَاَ وَالَّذِيْنَ جَاؤُا مِنْ بَعْدِهِمْ حَتّٰى بَلَغَ رَوُفٌ رَّحِيْمٌ فَهٰذِهِ الْاٰيَةُ اِسْتَوْعَبَتِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَمْ يَبْقَ اَحَدٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلاَّ لَهُ حَقٌّ اِلاَّ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ رَقِيْكُمْ فَاِنْ اَعِشْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمْ يَبْقَ اَحَدٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلاَّ سَاَتِيْهِ حَقَّهُ حَتّٰى رَاعِىْ الثَّلَثَةِ يَاْتِيْهِ حَظُّهُ اَوْ قَالَ حَقُّهُ قَالَ فَهٰذَا عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَدْ تَلاَ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ ثُمَّ قَالَ وَهٰذِهِ لِهٰؤُلاَءِ ـ

৫০৩৩. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র) .....মালিক ইব্‌ন আউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় আলী (রা) ও আব্বাস (রা) বিবাদ করতে করতে তাঁর নিকট

এলেন। আব্বাস (রা) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার এবং এর মাঝে যা এরূপ (ব্যাপার) রয়েছে ফয়সালা করে দিন। বর্ণনাকারী হাম্মাদ (র) বলেন, আমি ইশারা হিসাবে কথা বলছি। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্র কসম! আমি অবশ্যই তোমাদের মাঝে ফয়সালা করে দিব। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইন্তেকাল হয় তখন আবূ বকর (রা) তাঁর সাদাকার নিয়ন্ত্রক হন এবং তিনি এর উপর সুদৃঢ় থেকেছেন। তিনি তাতে আমানতকে রক্ষা করেছেন। এই ব্যক্তি ধারণা করেছে যে, তিনি খিয়ানত করেছেন এবং পাপ করেছেন। (বর্ণনাকারী) আয়্যূব (র) এই কথাটি রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা জানেন, তিনি না খিয়ানত করেছেন না পাপ না (অন্য) কিছু। হাম্মাদ (র) বলেন, আমাকে আমর ইব্ন দীনার (র) মালিক এবং অন্য কতিপয় লোকের সূত্রে যুহরী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিতরূপে ন্যায়পরায়ণ এবং সত্যের অনুসারী ছিলেন। অতঃপর হাম্মাদ (র) আয়্যূব (র) বর্ণিত হাদীসের দিকে ফিরে গেছেন। (উমার রা বলেন) যখন আবু বকর (রা)-এর ইন্তেকাল হল তখন তাঁর পরে নিয়ন্ত্রণভার আমার কাছে এল। আমি এর উপর সুদৃঢ় থেকেছি এবং তাতে আমানত রক্ষা করেছি। এই ব্যক্তি ধারণা করছে যে, আমি খিয়ানত করেছি এবং পাপ করেছি। আল্লাহ্ তা'আলা জানেন, না আমি এ বিষয়ে খিয়ানত করেছি না পাপ না ঐ কথা বলেছি। যুহরী (র) সূত্রে আম্র (র)-এর হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেছেন, আমি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সঠিক ও ন্যায়পরায়ণ এবং সত্যের অনুসারী ছিলাম। অতঃপর তিনি ইকরামা (র)-এর হাদীসের দিকে ফিরে গেছেন। বলেন, এরপর তারা দু'জনে (আলী রা ও আব্বাস রা) আমার নিকট এসে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাদাকা আমাদেরকে প্রদান করুন। অনন্তর আমি তা তাঁদের দু'জনকে প্রদান করেছি। এখন এ (আব্বাস রা) তাঁকে (আলী রা)-কে বলছেন, আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের পক্ষ থেকে আমার অংশ আমাকে প্রদান করুন। এবং এ (আলী রা) তাঁকে (আব্বাস রা) বলছেন, আমার স্ত্রীর তাঁর পিতার পক্ষ থেকে অংশ আমাকে প্রদান করুন। অথচ এ জানে যে, নবী ﷺ-এর ওয়ারিস বা উত্তরাধিকার নেই। তিনি যা কিছু ছেড়ে গেছেন তা হল সাদাকা। ইমাম যুহরী (র) সূত্রে আমর (র)-এর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে শুনেছি, তিনি বলতেন ঃ আমাদের (নবীদের) উত্তরাধিকার বা ওয়ারিস হয়না। যা কিছু আমরা ছেড়ে যাই তা সাদাকারূপে বিবেচিত হয়। অতঃপর তিনি ইকরামা (র)-এর হাদীসের দিকে ফিরে গেছেন। অনন্তর উমার (রা) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا - الْاٰيَةَ -

অর্থাৎ ঃ সাদাকা তা কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, শেষ পর্যন্ত। (সূরা ঃ ৯ আয়াত ৬০) সুতরাং এই সাদাকাসমূহ ওই সমস্ত লোকদের জন্য। এর পর তিনি তিলাওয়াত করেন ঃ

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ -

অর্থাৎ ঃ আরও জেনে রাখ যে, যুদ্ধে যা তোমরা লাভ কর তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্র রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের; (আয়াতের শেষ পর্যন্ত সূরা ঃ ৮ আয়াত ঃ ৪১) অতঃপর বললেন, এটা সেই সমস্ত লোকদের জন্য (যা উল্লেখ হয়েছে)। যুহরী (র) থেকে আমর (রা)-এর রিওয়ায়াতে ব্যক্ত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ

مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّ لَا رِكَابٍ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ -

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ্ ইয়াহুদীদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে যে ফায় দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ কর নাই শেষ পর্যন্ত। (সূরা ঃ ৫৯ আয়াত ৬)

সুতরাং এটা, যার উপর মুসলমানগণ ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করে নাই রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর জন্য খাস। তিনি তা থেকে নিজের খোরাক বা আহার্য এবং নিজের পরিজনের খোরাক গ্রহণ করতেন। অতঃপর অবশিষ্ট মাল আপন পরিবারের জন্য রেখে দিতেন। এরপর তিনি (রাবী) আয়্যূব (র)-এর হাদীসের দিকে ফিরে গেছেন। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ - ثُمَّ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ حَتّٰى بَلَغَ اُولٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ فَهٰؤُلَاءِ الْمُهَاجِرُوْنَ - ثُمَّ قَرَءَ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى بَلَغَ حَمَّادُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ - قَالَ فَهٰؤُلَاءِ الْاَنْصَارُ قَالَ ثُمَّ قَرَءَ وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ حَتّٰى بَلَغَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ -

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ্ এই জনপদবাসীদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহ্র, তাঁর রাসূলের স্বজনদের, আয়াতের শেষ পর্যন্ত। (সূরা ঃ ৫৯ আয়াত ৭)।

অতঃপর এই সম্পদ ওই সমস্ত অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণের জন্য, যারা নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি থেকে উৎখাত হয়েছে, "তারাই তো সত্যাশ্রয়ী" পর্যন্ত। এরা হলেন মুহাজিরগণ। বলেন, অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন ঃ মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে। এর পর হাম্মাদ (র) "তারাই সফলকাম" পর্যন্ত পৌছান। (সূরা ঃ ৫৯ আয়াত ঃ ৯) বলেন, এরা হলেন আনসারগণ। বলেন, তিনি তিলাওয়াত করেন ঃ "যারা তাদের পরে এসেছে" "তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু" পর্যন্ত (সূরা ঃ ৫৯ আয়াত ১০)

বস্তুত এই আয়াত সমস্ত মুসলমানদেরকে বেষ্টন করে নিয়েছে। কোন মুসলমান অবশিষ্ট থাকেনি, যে তার হক্ পায়নি। তবে তোমাদের সেই সমস্ত গোলাম যার মালিক তারা, আমি যদি আগামী বছর বেঁচে থাকি ইন্শাআল্লাহ্ তবে মুসলমানদের কেউ অবশিষ্ট থাকবেনা, যাকে আমি তার হক প্রদান না করব। এমন কি বকরী পালের রাখালও তার অংশ, বা বলেছেন, তার হক লাভ করবে। বস্তুত এই উমার (রা) যিনি এই হাদীসের প্রেক্ষীতে নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেছেন ঃ

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ -

অর্থাৎ ঃ আরও জেনে রাখ যে, যুদ্ধে যা তোমরা লাভ কর তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্র, রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের .... শেষ পর্যন্ত। (সূরা ঃ ৮ আয়াত ৪১) অতঃপর তিনি বললেন, এটা সেই সমস্ত (উল্লেখিত) লোকদের জন্য।

এটা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, তার মতে স্বজনদের হিস্যা নবী ﷺ-এর ওফাতের পরেও সাব্যস্ত থাকবে, যেমন তাঁর জীবদ্দশায় তাদের জন্য ছিলো।

তাকে উত্তরে বলা হবে যে, এখানে তোমার সপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। কিভাবে থাকতে পারে, অথচ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) নাজদার প্রশ্নের জবাবে লিখেছেন যে, উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) আমাদেরকে ডেকেছেন, যেন তিনি সেই মাল থেকে আমাদের বিধবাদেরকে বিবাহ দিতে পারেন এবং বস্ত্রহীনদেরকে তা থেকে বস্ত্র দিতে পারেন; কিন্তু আমরা সমস্ত মাল আমাদেরকে প্রদানের দাবিতে অনড় ছিলাম। কিন্তু তিনি তা

প্রত্যাখ্যান করেছেন। তো এই আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) খবর দিচ্ছেন যে, উমার (রা) স্বজনদের হিস্যা তাদেরকে প্রদান করতে অস্বীকার করেছেন। কেননা তাঁর মতে এটা তাদের হক ছিলোনা। তাহলে কিভাবে মালিক ইব্ন আউস (রা)-এর তাঁর থেকে রিওয়ায়াতের আলোকে তা ব্যতীত অন্য কিছুর ধারণা করা যেতে পারে? বরং মালিক ইব্ন আউস (র) তাঁর থেকে এই হাদীসে যা কিছু রিওয়ায়াত করেছেন যে, এটা তাদের জন্য। এর মর্মার্থ হল যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, সে সময়ে আ তাদের হিস্যা ছিলো। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হিস্যা তাঁর দিকে সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার মর্মও এটাই যে, সেটা তার জীবদ্দশায় এবং তাঁর ইন্তিকালের পরেও তাঁর জন্য ছিলোনা। বরং তাঁর জীবদ্দশায় তো সেটা অব্যাহত ছিলো, কিন্তু তাঁর ইন্তিকালের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে যা কিছু তাঁর স্বনজদের সাথে সম্বন্ধযুক্ত সেটাও তাঁর জীবদ্দশায় তাদের জন্য ছিলো, তিনি তাদের থেকে যাকে ইচ্ছা প্রদান করতেন। তাঁর ইন্তিকালের দ্বারা সেই হিস্যা উঠে গিয়েছে। তাই যেমনিভাবে উমার (রা)-এর বক্তব্য যে, "এটা তাদের জন্য" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হিস্যা সেই সময় পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে যখন ঐ বক্তব্য প্রদানকারী এই বক্তব্য প্রদান করেছে। অনুরূপভাবে তাঁর ওই বক্তব্য দ্বারা যে, "এই মাল সেই সমস্ত লোকদের জন্য" অপরিহার্য নয় যে, ঐ বক্তব্য পর্যন্ত স্বজনদের হিস্যা বাকি থাকবে। সুতরাং উমার (রা) থেকে মালিক ইব্ন আউস (র)-এর এই রিওয়ায়াত ঐ হাদীসের পরিপন্থী, যা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) স্বজনদের হিস্যা সংক্রান্ত ব্যাপারে উমার (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٠٣٤ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنِ الْكَلْبِيْ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اُمِّ هَانِيْ اَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ يَا اَبَا بَكْرٍ مَنْ يَرِثُكَ اِذَا مِتَّ قَالَ وَلَدِيْ وَاَهْلِيْ قَالَتْ فَمَالَكَ تَرِثُ النَّبِيَّ ﷺ دُوْنِيْ قَالَ يَا ابْنَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَاوَرِثْتُ دَارًا وَّلَاذَهَبًا وَّلَاغُلَامًا قَالَتْ وَلَاسَهْمَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِيْ جَعَلَهُ لَنَا وَصَافِيَتَنَا الَّتِيْ بِيَدِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَاهِيَ طَعْمَةُ اَطْعَمَنِيْهَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَاِذَا مِتُّ كَانَتْ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

৫০৩৪. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... উম্মুহানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, ফাতিমা (র) বলেছেন, হে আবূ বকর (রা)! আপনার ইন্তিকালের পর আপনার ওয়ারিছ বা উত্তরাধিকারী কে হবে? তিনি বললেন, আমার আওলাদ এবং আমার স্ত্রী। তিনি বললেন, তাহলে এর কারণ কি যে, নবী ﷺ-এর মীরাস আমাকে বাদ দিয়ে আপনি নিচ্ছেন? তিনি বললেন, হে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কন্যা! আমি তোমার পিতা থেকে কোন বাড়ি, সোনা এবং গোলামের ওয়ারিস হই নাই। তিনি বললেন, এবং আপনি ওই হিস্যার ওয়ারিসও হন নাই, যা আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন এবং আমাদের সেই নির্বাচিত মাল যা কিনা আপনার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। অনন্তর আবূ বকর (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, এই হিস্যা আহার্য যা আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আহার করিয়েছেন। যখন আমি ইন্তিকাল করব তখন এটা মুসলমানদের মাঝে বণ্টন হবে।

٥٠٣٥ـ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ ثَنَا حَامِدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اُمِّ هَانِيْ اَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لِاَبِيْ بَكْرٍ مَنْ يَرِثُكَ

اِذَا مِتَّ قَالَ وَلَدِىْ وَاَهْلِىْ قَالَتْ فَمَا لَكَ تَرِثُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دُوْنَنَا قَالَ يَا ابْنَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ مَا وَرِثَ اَبُوْكَ دَارًا وَّلاَ مَالاً وَّلاَ غُلاَمًا وَّلاَ ذَهَبًا وَّلاَ فِضَّةً قَالَتْ فَدَكَ اَلَّتِىْ جَعَلَهَا اللّٰهُ لَنَا وَصَافِيَتَنَا اَلَّتِىْ بِيَدِكَ لَنَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا طَعْمَةٌ اَطْعَمَنِيْهَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَاِذَامِتُّ فَهِىَ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

৫০৩৫. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ..... উম্মু হানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, ফাতিমা (রা) আবূ বকর (রা) কে বললেন, যখন আপনি ইন্তিকাল করবেন তখন আপনার ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী কে হবে? তিনি বললেন, আমার আওলাদ এবং স্ত্রী। তিনি বললেন, তাহলে এর কারণ কি যে, আমাদের বাদ দিয়ে আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওয়ারিস হয়েছেন? তিনি বললেন, হে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কন্যা! তোমার পিতা কোন বাড়ি, সম্পদ, গোলাম এবং সোনা-রূপা মীরাছ হিসাবে ছেড়ে যাননি। তিনি বললেন, ফিদাক (-এর বাগান) যা আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন এবং আমাদের সেই নির্বাচিত মাল, যা আপনার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, সেটা আমাদের। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, এটা আহার্য যা আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আহার করিয়েছেন। আমি যখন ইন্তিকাল করব তখন সেটা মুসলমানদের মাঝে বন্টন হবে।

সে (প্রশ্নকারী) কি লক্ষ্য করছে না যে, আবূ বকর (রা) এই হাদীসে নবী ﷺ থেকে নকল করে বলছেন যে, তিনি যা কিছু তাঁর স্বজনদেরকে দান করতেন সেটা আহার্য ছিলো যা আল্লাহ্ তা'আলা তাকে আহার করিয়েছেন। এবং তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে এর মালিক বানিয়েছেন। অতঃপর তাঁর ইন্তিকালের দ্বারা তা তাঁর স্বনজদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন। বস্তুত আমরা এই অধ্যায়ের শুরুতে হাসান ইব্ন মুহাম্মদ আলী ইব্ন আবী তালিব (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছি। তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওফাতের অব্যবহিত পর (সংশ্লিষ্ট বিষয়ে) সাহাবাগণ মতবিরোধ করেছেন। কেউ বলেছেন, স্বজনদের হিস্যা খলীফার আত্মীয়দের জন্য। কেউ বলেছেন, নবী ﷺ-এর হিস্যা তাঁর পরবর্তী খলীফার জন্য ছিলো। অতঃপর তাঁরা সকলে ঐকমত্যভাবে এই দুই হিস্যাকে সৈন্য বাহিনী এবং আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের প্রস্তুতিতে ব্যয় করেছেন। আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতের যুগে এরূপ হয়েছে। তাই যখন তাঁদের মতবিরোধের পর তারা ঐকমত্য পোষণ করেছেন, তখন তাদের ইজমা প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত হবে। তারা যে বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তা হলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর গনীমতের মাল এবং মালে ফাই থেকে স্বজনদের হিস্যা বাতিল হওয়া।

যদি কোন প্রশ্নকারী বলে যে, তোমরা যা কিছু আলী (রা) থেকে রিওয়ায়ত করেছ, তিনি তো আবূ বকর (রা) ও উমার (রা)-এর অনুসরণে ঐ বিষয়কে অপসন্দ করে করেছেন; যেন তাঁর বিরুদ্ধে ঐ দু'জনের বিরোধিতার অভিযোগ উত্থাপিত না হয়।

আর সে (প্রশ্নকারী) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছ ঃ

٥٠٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ قَالَ سَأَلْتُ اَبَا جَعْفَرٍ قُلْتُ اَرَأَيْتَ عَلِيَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَيْثُ وَلِّىَ الْعِرَاقَ وَمَا وَلِّىَ مِنْ اَمْرِ النَّاسِ كَيْفَ صَنَعَ فِىْ سَهْمِ ذَوِى الْقُرْبٰى قَالَ سَلَكَ بِهٖ وَاللّٰهِ

سَبِيْلَ اَبِى بَكْرٍ وَّعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قُلْتُ وَكَيْفَ وَاَنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ مَاتَقُوْلُوْنَ قَالَ اَمَا وَاللّٰهِ مَاكَانَ اَهْلُهُ يَصْدُرُوْنَ الاَّ عَنْ رَأْيِهِ قُلْتُ فَمَا مَنَعَهُ قَالَ كَرِهَ وَاللّٰهِ اَنْ يُّدَّعٰى عَلَيْهِ خِلاَفُ اَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ

৫০৩৬. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ জা'ফর (র) কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আমাকে বলুন, যখন আলী (রা) ইরাকের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং লোকদের (বিভিন্ন) বিষয়াবলী তাঁর কাছে সোপর্দ হলো, তখন তিনি স্বজনদের হিস্যা সংক্রান্ত বিষয়ে কি পন্থা অবলম্বন করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! তিনি (সংশ্লিষ্ট বিষয়ে) আবূ বকর (রা) ও উমার (রা) কে অনুসরণ করেছেন। আমি বললাম, এটা কিভাবে সম্ভব, যখন কিনা তোমরা (স্বজনদের অধিকারের) কথা বলছ? তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! তাঁর সাথী তো শুধু তার অভিমত অনুযায়ী চলত। আমি বললাম, তাকে কিসে নিষেধ করেছে? বললেন, আল্লাহ্র কসম! তিনি এটাকে অপসন্দ করেছেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে আবূ বকর (রা)-এর বিরোধিতার অভিযোগ উত্থাপিত হোক।

তাকে উত্তরে বলা হবে, মুহাম্মদ ইব্ন আলী (র) আলী (রা)-এর পক্ষ থেকে আবূ বকর (রা) ও উমার (রা)-এর বিরোধিতা পরিত্যাগ করার ব্যাপারে এই ব্যাখ্যা করেছেন। নতুবা বাস্তবরূপে তাঁর অভিমত তাঁদের দু'জনের অভিমতের পরিপন্থী ছিলো। আমাদের মতে আলী (রা)-এর ব্যাপারে এই ধারণা বৈধ নয় এবং এরূপ ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে এমন ধারণা করা যায় না। সুতরাং আলী (রা)-এর ব্যাপারে এই ধারণা কিভাবে করা যাবে? পক্ষান্তরে আলী (রা) অনেক বিষয়ে আবূ বকর (রা) ও উমার (রা)-এর বিরোধিতা করেছেন। এবং অন্য কিছু বিষয়ে শুধু উমার (রা)-এর বিরোধিতা করেছেন। সেগুলো থেকে উম্মু ওয়ালাদ (সন্তান বিশিষ্ট দাসী) বিক্রি করাকে তিনি জায়িয মনে করতেন। পক্ষান্তরে উমার (রা) তাদের বিক্রিকে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে আলী (রা) সাহাবাদের মাঝে ভাতার ব্যাপারে সমতা বিধানের পক্ষে ছিলেন। অপর পক্ষে উমার (রা) তাদের অগ্রবর্তিতার ভিত্তিতে এক-কে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করতেন। আর নিশ্চিতরূপে আলী (রা) আল্লাহ্র ব্যাপারে সম্যকভাবে জ্ঞাত ছিলেন যে, তিনি জ্ঞাতসারে কোন বিষয়কে হক মনে করে এর পরিপন্থী কাজ করবেন। কিন্তু তিনি স্বজনদের হিস্যা সংক্রান্ত ব্যাপারে সেই হুকুমই জারী করেছেন, যা তার মতে হক ও ইনসাফপূর্ণ ছিলো। সুতরাং তিনি এ বিষয়ে আবূ বকর (রা) ও উমার (রা)-এর বিরোধিতা করেন নাই। আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) আবূ বকর (রা) ও উমার (রা)-এর জীবদ্দশায় তাদের সাথে কয়েকটি বিষয়ে বিরোধিতা করতেন। কিন্তু তাঁর এই বিরোধিতা দোষণীয় মনে করা হয়নি এবং না তারা দু'জনে তাঁকে এ থেকে নিষেধ করতেন। আর না তাঁরা তার উপর জবাবদিহিতা গ্রহণ করেছেন। অতঃপর এটা কিভাবে হতে পারে যে, অন্যের ইমাম হওয়া অবস্থায় তিনি বিরোধিতা করবেন, আর যখন তিনি স্বয়ং ইমাম হবেন তখন সেটাকে পরিত্যাগ করবেন? এটা আমাদের মতে অসম্ভব।

٥٠٣٧ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ ثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عِيْسٰى بْنِ عَاصِمٍ عَنْ زَاذَانَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَلِىٍّ فَتَذَاكَرْنَا الْخِيَارَ اَمَّا اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَدْ سَأَلَنِىْ عَنْهُ فَقُلْتُ اِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِىَ وَاحِدَةٌ وَهِىَ اَحَقُّ بِهَا وَاِنْ اِخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ فَقَالَ عُمَرُ لَيْسَ كَذَالِكَ وَلٰكِنَّهَا اِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِىَ وَاحِدَةٌ

وَّهُوَ اَحَقُّ بِهَا وَاِنْ اِخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلاَ شَيْئَ فَلَمْ اَسْتَطِعْ اِلاَّ مُتَابَعَةَ اَمِيْرِالْمُؤْمِنِيْنَ فَلَمَّا اُلَ الْاَمْرُ اِلَيَّ عَرَفْتُ اَنِّيْ مَسْئُوْلُ عَنِ الْفُرُوْجِ فَاَخَذْتُ بِمَا كُنْتُ اَرٰى فَقَالَ بَعْضُ اَصْحَابِهِ رَأْيٌ رَأَيْتَهُ تَابَعَكَ عَلَيْهِ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ رَأْيٍ اِنْفَرَدْتُ بِهِ فَقَالَ اَمَا وَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلَ اِلٰى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَخَالَفَنِيْ وَاِيَّاهُ فَقَالَ اِذَا اخْتَرَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ وَّهُوَ اَحَقُّ بِهَا وَاِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ -

৫০৩৭. সুলায়মান ইব্‌ন শু'আইব (র) ..... জাযান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আলী (রা)-এর কাছে ছিলাম, আমরা (স্ত্রীকে তালাকের) ইখতিয়ার প্রদানের ব্যাপারে পরস্পরে আলোচনা করলাম, তিনি বললেন, আমীরুল মু'মিনীন উমার (রা) আমাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন। তো আমি বললাম, যদি সে তার স্বামীকে ইখতিয়ার করে তবে এক তালাক (রেজঈ) হবে এবং সেই (স্বামী) তার অধিকতর হকদার হবে। পক্ষান্তরে যদি সে নিজেকে ইখতিয়ার করে তবে এক তালাকে বায়েন হবে। তিনি বললেন, এরূপ নয়, বরং যদি সে নিজেকে ইখতিয়ার করে তবে এক তালাক হবে এবং ঐ স্বামী তার অধিকতর হকদার হবে (অর্থাৎ প্রত্যাবর্তন করবে)। আর যদি সে তার স্বামীকে ইখতিয়ার করে তবে কোন তালাক হবে না। তাই আমার জন্য আমীরুল মু'মিনীন (রা)-এর অনুসরণ ব্যতীত কোন উপয় ছিলো না। যখন (খিলাফতের) ব্যাপার আমার নিকট সোপর্দ হলো (আমার খিলাফত লাভ হলো), তখন আমি জানতে পারলাম যে, আমি নারীদের লজ্জাস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হব। তখন আমি আমার নিজস্ব অভিমতের উপর আমল করলাম। সে সময় তাঁর কতক সাথী বলল যে, যদি আমীরুল মু'মিনীন আপনার অভিমতের উপর চলত তবে আমার কাছে এটা সেই বস্তু থেকে অধিকতর প্রিয় ছিলো যে, আপনি আপনার নিজস্ব অভিমতের উপর একা। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, উমার (রা) যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) কে ডেকে পাঠালেন। তিনি আমার এবং তাঁর বিরোধিতা করে বললেন, যদি সে তার স্বামীকে ইখতিয়ার করে তবে এক তালাক হবে, আর উক্ত স্বামী ঐ স্ত্রীর অধিকতর হকদার হবে। পক্ষান্তরে সে যদি নিজেকে ইখতিয়ার করে তবে তিন তালাক হবে, যতক্ষণ না দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে বিবাহ ও সঙ্গম করবে, তার জন্য হালাল হবে না।

সে (প্রশ্নকারী) কি লক্ষ্য করছে না যে, আলী (রা) এই হাদীসে খবর দিয়েছেন যে, যখন হুকুমত তথা খিলাফতের দায়িত্বভার তার কাছে সোপর্দ হয়েছে এবং তিনি জ্ঞাত হয়েছেন যে, নারীদের লজ্জাস্থান সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবেন তখন তিনি নিজস্ব মতামতের উপর আমল করেছেন। তিনি যে বিষয়ে উমার (রা)-এর বিরোধিতা করেছেন তাতে তাঁর তাকলীদ বা অনুসরণ করাকে জায়িয মনে করেন নাই। অনুরূপভাবে যখন তিনি খিলাফত লাভ করেন তখন এটা তার জন্য অসম্ভব ছিলো যে, আল্লাহ্‌র মা'রিফত ও জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যে মাল সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন, তিনি সেই মালকে অহকদারদের জন্য জায়িয সাব্যস্ত করবেন এবং হকদারদের থেকে তা নিষেধ করবেন। বরং স্বজনদের হিস্যার ব্যাপারে তাঁর অভিমত আবূ বকর (রা) ও উমার (রা)-এর অভিমতের অনুরূপ ছিলো। সুতরাং তিনি এর উপরই বিধান প্রবর্তন করেছেন। এছাড়া অন্য কিছুর উপর নয়। ইমাম আবূ হানীফা (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর প্রসিদ্ধ মাযহাব এটাই যে, নবী ﷺ-এর ওফাতের দ্বারা স্বজনদের হিস্যা উঠে গিয়েছে। গনীমতসমূহের খুমুস বা পঞ্চমাংশ এবং সমস্ত মালে ফাই তিন হিস্যায় অর্থাৎ ইয়াতীম, মিসকীন ও পথচারী মুসাফিরদের জন্য বণ্টন হবে।

অনুরূপভাবে ঃ

٥٠٣٨ـ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الرَّبِيْعِ اللُّؤْلُئِىُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَهٰكَذَا يُعْرَفُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فِىْ جَمِيْعِ مَارُوِىَ عَنْهُ فِىْ ذٰلِكَ مِنْ رَأْيِهٖ وَمِمَّا حَكَاهُ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمَا فَاَمَّا اَصْحَابُ الْاِمْلَاءِ فَاِنَّ جَعْفَرَ بْنَ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ اَمْلٰى عَلَيْنَا اَبُوْ يُوْسُفَ فِىْ رَمْضَانَ فِىْ سَنَةِ اِحْدٰى وَثَمَانِيْنَ وَمِائَةٍ قَالَ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَهٰذَا فِيْمَا بَلَغَنَا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ فِيْمَا اَصَابَ مِنْ عَسَاكِرِ اَهْلِ الشِّرْكِ مِنَ الْغَنَائِمِ وَالْخُمُسِ مِنْهَا عَلٰى مَا سَمَّى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِىْ كِتَابِهٖ اَرْبَعَةُ اَخْمَاسِهَا بَيْنَ الْجُنْدِ الَّذِىْ اَصَابُوْا ذٰلِكَ لِلْفَرَسِ سَهْمًا وَّ لِلرَّجُلِ سَهْمًا عَلٰى مَا جَاءَ مِنَ الْاَحَادِيْثِ وَالْاٰثَارِ وَقَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ لِلرَّجُلِ سَهْمٌ وَلِلْفَرَسِ سَهْمٌ وَالْخُمُسُ يُقْسَمُ عَلٰى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ خُمُسُ اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ وَاحِدٌ وَخُمُسُ ذَوِى الْقُرْبٰى لِكُلِّ صِنْفٍ سَمَّاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِىْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ خُمُسُ الْخُمُسِ ـ

৫০৩৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাস ইব্‌ন রাবী' লু'লাঈ (র) ..... ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) সূত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে নকল করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌নুল হাসান (র) থেকে যে সমস্ত রিওয়ায়াতে তাঁর অভিমত উল্লেখিত হয়েছে তা থেকেও এটাই বুঝা যায়। এমনিভাবে তিনি যা কিছু ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে নকল করেছেন সেটাও এরূপই। থাকল হাদীস লিখক মুহাদ্দিসগণ। জা'ফর ইব্‌ন আহমদ (র) বলেন, আমাদেরকে বিশর ইব্‌ন ওলীদ (র) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) একশত একাশি (১৮১) হিজরীর রমযান মাসে লিখেছেন। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ـ

অর্থাৎ ঃ আরও জেনে রাখ যে, যুদ্ধে যা তোমরা লাভ কর তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র, রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, দরিদ্রদের এবং পথচারী (মুসাফির)দের। (সূরা ঃ ৮ আয়াত ৪১) তিনি এই আয়াতের ব্যাপারে বলেছেন যে, এটা ঐ বস্তুর ব্যাপারে, যা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞাত আছেন যে, মুশরিকদের বাহিনী থেকে যে মাল গনীমত হিসাবে অর্জিত হয় তার থেকে খুমুস হবে। যেমনটি আল্লাহ্ তা'আলা তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন। চার হিস্যা ঐ বাহিনীর মাঝে বণ্টন হবে, যারা তা অর্জন করেছে। এক হিস্যা অশ্বের, এক হিস্যা (মুজাহিদ) ব্যক্তির জন্য হবে, যা হাদীসসমূহে এসেছে। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, (মুজাহিদ) ব্যক্তির জন্য এক হিস্যা এবং অশ্বের জন্য এক হিস্যা হবে। আর খুমুসকে

পাঁচ ভাগে ভাগ করা হবে। আল্লাহ্ ও রাসূলুল্লাহ্ -এর পঞ্চমাংশ একই হবে। তার স্বজনদের জন্য হবে পঞ্চমাংশ। আল্লাহ্ তা'আলা ঐ আয়াতে যাদের উল্লেখ করেছেন তাদের থেকে প্রত্যেক প্রকারের লোকদের জন্য পঞ্চমাংশ হবে।

সুতরাং এই রিওয়ায়াতে স্বজনদের হিস্যা সাব্যস্ত করণ ব্যক্ত হয়েছে। এরা বলেন, এক মাসআলায় ইমাম আবূ ইউসুফ (র) আমাদের লিখিয়েছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেছেন, যখন (মুসলিম) রাষ্ট্র প্রধান মুশরিকদের কোন শহরের উপর বিজয় লাভ করে তখন তিনি ইখতিয়ার প্রাপ্ত হবেন। যা কিছু মুসলমানদের জন্য উত্তম এবং কল্যাণকর মনে করবেন সম্পাদন করবেন। পক্ষান্তরে যদি সমীচীন মনে করেন যে, ভূমি এবং আসবাব সামগ্রীকে পাঁচ ভাগে বন্টন করবেন, তাহলে চার হিস্যা সেই সমস্ত (মুজাহিদ) বাহিনীর মাঝে বণ্টন করবেন, যারা তাঁর সঙ্গে তা জয় করেছে। আর পঞ্চমাংশকে তিন ভাগে ভাগ করে ফকীর, মিসকীন ও পথচারী মুসাফিরদেরকে প্রদান করবেন। আর যদি ভূমিকে অনুরূপভাবে এর মালিকদের কাছে ছেড়ে দিতে চান, এবং এর অধিবাসীদের সেখানে বহাল রেখে যিম্মী সাব্যস্ত করে তাদের উপর জিয্ইয়া এবং ভূমির উপর কর নির্ধারণ করতে ইচ্ছা করেন করতে পারেন। যেমনটি উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) ইরাকবাসীদের সঙ্গে করেছেন। তাঁর (সরকার প্রধানের) জন্য এর অনুমতি রয়েছে।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এই রিওয়ায়াতে স্বজনদের হিস্যার বিলুপ্তি ব্যক্ত হয়েছে। তাদের থেকে এই অভিমত-ই প্রসিদ্ধ। ফাই এবং গনীমতের খুমুসের বিষয়ে যার উপর এই দুই রিওয়ায়াত একমত তা হলো যে, যখন এ দু'টি অর্জিত হবে তখন গনীমতের খুমুস সেই সমস্ত লোকদের প্রদান করা হবে যাদের এতে হক রয়েছে। যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি। কিন্তু মালে ফাই থেকে সর্বাগ্রে পুলসমূহ মেরামত করবে, মসজিদ নির্মাণ করবে, কাজী বা বিচারকদের ভাতা, সৈন্য বাহিনীর ভাতা এবং প্রতিনিধি দলগুলোর ব্যয় নির্বাহ করবে। অতঃপর এর অবশিষ্ট মাল সেই সমস্ত লোকদের মাঝে সমানভাবে বণ্টন করা হবে যাদেরকে খুমুস দেয়া হয়। বস্তুত এটা মালে ফাই এবং গনীমতের খুমুসের সেই সমস্ত পদ্ধতি, যা রাসূলুল্লাহ্ -এর যুগে তাঁর ওফাত পর্যন্ত প্রচলিত ছিলো। আর তাঁর ওফাতের পর কিয়ামত পর্যন্ত এরই উপর আমল হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা আমাদের যথাযথ সামর্থ্য অনুযায়ী এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছি এবং আল্লাহ্র কাছেই তাওফীক প্রার্থনা করছি। সুফইয়ান ছাওরী (র)-এর রিওয়ায়াত নিম্নরূপ ঃ

٥٠٣٩ـ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ يَحْيَى قَالَ ثَنَا اَبُوْ النَّضْرِ قَالَ ثَنَا الْاَشْجَعِيْ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ سَهْمُ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْخُمُسِ هُوَ خُمُسُ الْخُمُسِ وَمَا بَقِيَ فَلِهٰذِهِ الطَّبَقَاتِ الَّتِيْ سَمَّى اللّٰهُ وَالْاَرْبَعَةُ الاَخْمَاسُ لِمَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ ـ

৫০৩৯. মালিক ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আশজাঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে সুফইয়ান (ছাওরী র) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী -এর হিস্যা বা অংশ খুমুস থেকে এবং তা হল পঞ্চমাংশের পঞ্চমাংশ। আর যা অবশিষ্ট রয়েছে তা সেই সমস্ত লোকদের জন্য, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে চার অংশ মুজাহিদদের জন্য, যে কিনা এর উপর যুদ্ধ করেছে।

٢٠- كِتَابُ الْحُجَّةِ فِيْ فَتْحِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ عَنْوَةً

২০. অধ্যায় ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক মক্কা বলপূর্বক বিজয় করার প্রমাণ

বিশ্লেষণ

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের পূর্বে মক্কাবাসীদের সঙ্গে সন্ধি করেছেন, অতঃপর তা জয় করেছেন। একদল আলিম বলেছেন যে, মক্কাবাসীগণ বিশ্বাসঘাতকতা এবং সন্ধি ভঙ্গ করার পর তিনি তা জয় করেছেন। এটা দারুল হারব (শত্রু এলাকা) ছিলো, তাঁর মাঝে এবং মক্কা বাসীদের মাঝে না সন্ধি ছিলো না কোন চুক্তি না কোন অঙ্গীকার। এই অভিমত যারা পোষণ করেছেন তাদের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আওযাঈ (র), ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র), ইমাম সুফইয়ান ইব্ন সাঈদ ছওরী (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ ইব্নুল হাসান (র) অন্যতম। পক্ষান্তরে অপর একদল আলিম বলেন, তিনি তা সন্ধি সূত্রে জয় করেছেন। অতঃপর এই দল আলিমদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতের সপক্ষে হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করতে প্রয়াস পেয়েছেন, যা আমরা এই গ্রন্থে অতিসত্বর বর্ণনা করব। অধিকন্তু প্রত্যেকের দলীলের বিশুদ্ধতা কিংবা অসারতা বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহু তা'আলা।

বস্তুত যারা এই মত গ্রহণ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওটা (মক্কা)-কে সন্ধি সূত্রে জয় করেছেন তাদের প্রমাণ হলো যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং মক্কাবাসীদের মাঝে সন্ধি হয়ে গিয়েছিলো এবং প্রত্যেক দল অপর দল থেকে নিরাপদ হয়ে গিয়েছিলো। অতঃপর এ ব্যাপারে মক্কাবাসীদের থেকে এরূপ কিছু সংঘটিত হয় নাই, যা চুক্তিভঙ্গকে অপরিহার্য করে তুলে। তবে বানূ নাফাসা যারা কিনা মক্কাবাসীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলোনা, তারা খোযা'আ গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং এ ব্যাপারে কুরায়শের কিছু লোক তাদের সাহায্য করে। পক্ষান্তরে অবশিষ্ট মক্কাবাসীরা তাদের চুক্তির উপর বহাল থাকে এবং তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছিলো তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে রেখেছিলো। সুতরাং বানূ নাফাসা এবং তাদের অনুসরণকারীরা উক্ত চুক্তি থেকে বেরিয়ে যায়, যখন কিনা অবশিষ্ট মক্কাবাসী এই চুক্তির উপর বহাল থাকে যা তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে করেছিলো।

এরা বলেন, এর দলীল হলো যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা মুকাররমা জয় করেছেন তখন তিনি তাতে মালে ফায় বণ্টন করেন নাই এবং না কাউকে গোলাম বানিয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে এ বিষয়ে তাদের বিরোধীদের দলীল হলো যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম ইকরামা (র) ও মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন শিহাব যুহরী (র) যাদের দু'জনের উপর যুদ্ধ বিষয়ক অধিকাংশ হাদীসসমূহের ভিত্তি। তাদের থেকে এরূপ রিওয়ায়াত বর্ণিত যাতে প্রতীয়মান হয় যে, মক্কাবাসীরা নিজেদের কৃতকর্মের কারণে ঐ সন্ধি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলো, যা তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সম্পাদন করেছিলো।

٥٠٤٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ لَمَّا وَادَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَهْلَ مَكَّةَ وَكَانَتْ خُزَاعَةُ حُلَفَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَتْ بَنُوْ بَكْرٍ حُلَفَاءَ قُرَيْشٍ فَدَخَلَتْ خُزَاعَةُ فِيْ صُلْحِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَدَخَلَتْ بَنُوْ بَكْرٍ فِيْ صُلْحِ قُرَيْشٍ فَكَانَ بَيْنَ خُزَاعَةَ وَبَيْنَ بَنِيْ بَكْرٍ بَعْدُ قِتَالٌ فَاَمَدَّهُمْ قُرَيْشٌ

بِسِلاَحٍ وَّطَعَامٍ وَظَلَّلُوْا عَلَيْهِمْ وَظَهَرَتْ بَنُوْ بَكْرٍ عَلٰى خُزَاعَةَ فَقَتَلُوْا فِيْهِمْ فَخَافَتْ قُرَيْشُ اَنْ يَّكُوْنُوْا عَلٰى قَوْمٍ قَدْ نَقَضُوْا فَقَالُوْا لاَبِىْ سُفْيَانَ اذْ هَبْ اِلٰى مُحَمَّدٍ فَجَدِّدِ الْحَلْفَ وَاَصْلِحْ بَيْنَ النَّاسِ وَاَنْ لَيْسَ فِىْ قَوْمٍ ظَلَّلُوْا عَلٰى قَوْمٍ وَاَمَدُّوْاهُمْ بِسِلاَحٍ وَّطَعَامٍ مَا اَنْ يَّكُوْنُوْا نَقَضُوْا فَانْطَلَقَ اَبُوْ سُفْيَانَ وَسَارَ حَتّٰى قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ جَاءَكُمْ اَبُوْ سُفْيَانَ وَسَيَرْجِعُ رَاضِيًا بِغَيْرِ حَاجَةٍ فَاَتٰى اَبَا بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ اَجِدِّدِ الْحَلْفَ وَاَصْلِحْ بَيْنَ النَّاسِ اَوْ بَيْنَ قَوْمِكَ قَالَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَلْاَمْرُ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَاِلٰى رَسُوْلِهِ وَقَدْ قَالَ فِيْمَا قَالَ لَهُ بِاَنْ لَيْسَ فِىْ قَوْمٍ ظَلَّلُوْا عَلٰى قَوْمٍ وَاَمَدُّوْهُمْ بِسِلاَحٍ وَّطَعَامٍ مَا اَنْ يَّكُوْنُوْا نَقَضُوْا قَالَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَلْاَمْرُ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاِلٰى رَسُوْلِهِ قَالَ ثُمَّ اَتٰى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَذَكَرَ لَهُ نَحْوًا مِمَّا ذَكَرَ لاَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنْقَضْتُمْ فَمَا كَانَ مِنْهُ جَدِيْدًا فَاَبْلاَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَا كَانَ مِنْهُ شَدِيْدًا اَوْ قَالَ مَتِيْنًا فَقَطَعَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَقَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ وَمَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ شَاهِدَ عُسْرَةٍ ثُمَّ اَتٰى فَاطِمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقَالَ لَهَا يَا فَاطِمَةُ هَلْ لَّكِ فِىْ اَمْرٍ لِتَسُوْدِيْنَ فِيْهِ نِسَاءَ قَوْمِكَ ثُمَّ ذَكَرَ لَهَا نَحْوًا مِمَّا قَالَ لاَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ لَهَا فَتُجَدِّدِيْنَ الْحَلْفَ وَتُصْلِحِيْنَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَتْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا لَيْسَ الْاَمْرُ اِلاَّ اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهِ قَالَ ثُمَّ اَتٰى عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ نَحْوًا مِمَّا قَالَ لاَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رَجُلاً اَضَلَّ اَنْتَ سَيِّدُ النَّاسِ فَاَجِدَّ الْحَلْفَ وَاَصْلِحْ بَيْنَ النَّاسِ فَضَرَبَ اَبُوْ سُفْيَانَ اِحْدٰى رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرٰى وَقَالَ قَدْ اَخَذْتُ بَيْنَ النَّاسِ بَعْضَهُمْ مِّنْ بَعْضٍ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ حَتّٰى قَدِمَ قَالُوْا وَاللّٰهِ مَا اَتَيْتَنَا بِحَرْبٍ فَيُحْذَرَ وَلاَ اَتَيْتَنَا بِصُلْحٍ فَيَاْمَنَ اِرْجِعْ اِرْجِعِ قَالَ وَقَدِمَ وَفْدُ خُزَاعَةَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَهُ بِمَا صَنَعَ الْقَوْمُ وَدَعَاهُ بِالنُّصْرَةِ وَاَنْشَدَ فِىْ ذٰلِكَ لاَهُمَّ اِنِّىْ نَاشِدُ مُحَمَّدًا + حِلْفَ اَبِيْنَا وَاَبِيْهِ الاَّ تَلِدَا + وَالِدًا كُنَّا وَكُنْتَ وَلَدًا + اِنَّ قُرَيْشًا اَخْلَفُوْكَ الْمَوْعِدَا + وَنَقَضُوْا مِيْثَاقَكَ الْمُؤَكَّدَا + وَجَعَلُوْا لِىْ بِكَدَاءٍ رَصَدَا ۔ وَزَعَمُوْا اَنْ لَسْتُ اَدْعُوْ اَحَدًا + وَهُمْ اَذَلُّ وَاَقَلُّ عَدَدَا + وَهُمْ اَتَوْنَا بِالْوَتِيْرِ هُجَّدًا + نَتْلُوْا الْقُرْاٰنَ رُكَّعًا وَّسُجَدًا ۔ ثَمَّةَ اَسْلَمْنَا وَلَمْ نَنْزَعْ يَدًا + فَانْصُرْ رَسُوْلَ اللّٰهِ نَصْرًا عَتِدًا + وَابْعَثْ جُنُوْدَ اللّٰهِ تَاْتِىْ مَدَدًا + فِىْ فَيْلَقٍ كَالْبَحْرِ يَاْتِىْ مَزْبَدًا + فِيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَدْ تَجَرَّدَا +

اِنْ سِيْمَ خَسْفًا وَجْهُهُ تَرَدَّدَا + قَالَ حَمَّادُ هذَا الشِّعْرُ بَعْضُهُ عَنْ اَيُّوْبَ وَبَعْضُهُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ حَازِمٍ وَاَكْثَرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى حَدِيْثِ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ مَا قَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَتَانِيْ وَلَمْ اَشْهَدْ بِبَطْحَاءِ مَكَّةَ + رِجَالُ بَنِيْ كَعْبٍ تَحُذُّ رِقَابُهَا + وَصَفَوَاتُ عُوْدُ حُزَّ مِنْ وَدْقِ اَسْنَةَ + فَذَاكَ اَوَانُ الْحَرْبِ حَانَ غِضَابُهَا + فَيَا لَيْتَ شَعْرِيْ هَلْ بَنَا لَزَمْرَةَ + سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو حَوْلَهَا وَعِقَابُهَا + قَالَ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالرَّحِيْلِ فَارْتَحَلُوْا فَسَارُوْا حَتّٰى نَزَلُوْا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ قَالَ وَجَاءَ اَبُوْ سُفْيَانَ حَتّٰى نَزَلَ لَيْلاً فَرَاٰى الْعَسْكَرَ وَالنِّيْرَانَ فَقَالَ مَا هٰذَا قِيْلَ هذِهِ تَمِيْمُ + اُمْحِلَتْ بِلاَدُهَا فَانْتَجْعَتْ بِلاَدَكُمْ قَالَ هٰؤُلاَءِ وَاللّٰهِ اَكْثَرُ مِنْ اَهْلِ مِنَا اَوْ مِثْلَ اَهْلِ مِنَا فَلَمَّا عَلِمَ اَنَّهُ النَّبِيُّ ﷺ تَنَكَّرَ وَقَالَ دُلُّوْنِيْ عَلَى الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَاَتَى الْعَبَّاسَ فَاَخْبَرَهُ الْخَبَرَ وَ انْطَلَقَ بِهٖ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَتٰى بِهٖ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ قُبَّةٍ لَّهُ فَقَالَ يَا اَبَا سُفْيَانَ اِسْلِمْ تَسْلَمْ قَالَ وَ كَيْفَ اَصْنَعُ بِاللاَّتِ وَالْعُزّٰى قَالَ اَيُّوْبُ فَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ الْخَلِيْلِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُوَ خَارِجٌ مِّنَ التِّيْهِ مَا قُلْتُهَا اَبَدًا قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ مَنْ هٰذَا قَالُوْا عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاَسْلَمَ اَبُوْ سُفْيَانَ فَانْطَلَقَ بِهٖ الْعَبَّاسُ فَلَمَّا اَصْبَحُوْا ثَارَ النَّاسُ لِطُهُوْرِهِمْ قَالَ فَقَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ يَا اَبَا الْفَضْلِ مَا لِلنَّاسِ اُمِرُوْا فِيْ شَيْءٍ قَالَ فَقَالَ لاَوَلٰكِنَّهُمْ قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ فَاَمَرَهُ فَتَوَضَّأَ وَانْطَلَقَ بِهٖ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّلٰوةَ كَبَّرَ فَكَبَّرَ النَّاسُ ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعُوْا ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعُوْا فَقَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ مَا رَاَيْتُ كَالْيَوْمِ طَاعَةَ قَوْمٍ جَمِيْعِهِمْ مِنْ هٰهُنَا وَهٰهُنَا وَلاَ فَارِسِ الاَكَارِمَ وَلاَ الرُّوْمَ ذَاتَ الْفُرُوْسِ بِاَطْوَعَ مِنْهُمْ قَالَ حَمَّادُ وَزَعَمَ يَزِيْدُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ يَا اَبَا الْفَضْلِ اَصْبَحَ وَاللّٰهِ ابْنُ اَخِيْكَ عَظِيْمُ الْمَلِكِ قَالَ لَيْسَ بِمَلِكٍ وَّلٰكِنَّهَا نُبُوْةٌ قَالَ اَوْ ذَاكَ اَوْذَاكَ قَالَ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى حَدِيْثِ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ فَقَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ وَاصَبَاحَ قُرَيْشٍ قَالَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! لَوْ اَذِنْتَ لِيْ فَاَتَيْتُ اَهْلَ مَكَّةَ فَدَعَوْتُهُمْ وَاَمِنْتُهُمْ وَجَعَلْتُ لاَبِيْ سُفْيَانَ شَيْئًا يُذْكَرُ بِهٖ قَالَ فَانْطَلَقَ فَرَكِبَ بَغْلَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الشَّهْبَاءَ وَانْطَلَقَ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رُدُّوْا عَلَيَّ اَبِيْ رُدُّوْا عَلَيَّ اَبِيْ اِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ اَبِيْهِ اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يَفْعَلَ بِكَ قُرَيْشٌ كَمَا فَعَلَتْ ثَقِيْفُ بِعُرْوَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ دَعَاهُمْ اِلَى اللّٰهِ فَقَتَلُوْهُ اَمَا وَاللّٰهِ لَئِنْ رَكِبُوْهَا مِنْهُ لاَضْرِمَتُهَا عَلَيْهِمْ

نَارًا قَالَ فَانْطَلَقَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا اَهْلَ مَكَّةَ اَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا فَقَدِ اسْتَبْطَنْتُمْ بَاَشْهَبَ بَازِلٍ قَالَ وَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ الزُّبَيْرَ مِنْ قِبَلِ اَعْلٰى مَكَّةَ وَبَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ مِنْ قِبَلِ اَسْفَلِ مَكَّةَ قَالَ فَقَالَ لَهُمْ هٰذَا الزُّبَيْرُ مِنْ قِبَلِ اَعْلٰى مَكَّةَ وَهٰذَا خَالِدُ مِنْ قِبَلِ اَسْفَلِ مَكَّةَ وَمَا خَالِدُ وَخُزَاعَةَ مُجَدَّعَةُ الْاَنُوْفِ ثُمَّ قَالَ مَنْ اَلْقٰى سِلاَحَهُ فَهُوَ اٰمِنٌ وَمَنْ اَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ اٰمِنٌ وَّمَنْ دَخَلَ دَارَ اَبِىْ سُفْيَانَ فَهُوَ اٰمِنٌ ثُمَّ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ فَتَرَامُوْا بِشَىْءٍ مِّنَ اللَّيْلِ ثُمَّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَاَمِنَ النَّاسُ اِلاَّ خُزَاعَةَ عَنْ بَنِىْ بَكْرٍ وَّذَكَرَ اَرْبَعَةَ مَقِيْسَ بْنَ صَبَابَةَ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ سَرْحٍ وَابْنَ خَطَلٍ وَمَارَةَ مَوْلاَةُ بَنِىْ هَاشِمٍ قَالَ حَمَّادُ سَبَارَةَ فِىْ حَدِيْثِ اَيُّوْبَ اَوْفِىْ حَدِيْثِ غَيْرِهِ قَالَ فَقَاتَلَهُمْ خُزَاعَةُ اِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَلاَ تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَكَثُوْا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ ﷺ اِلٰى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ قَالَ خُزَاعَةُ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ ـ

৫০৪০. ইবরাহীম ইব্ন মারযূক (র) ..... ইকরামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কাবাসীদের সঙ্গে সন্ধি করলেন এমন অবস্থায় যে, খোযা'আ গোত্র জাহিলী যুগে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মিত্র ছিলো। পক্ষান্তরে বানূ বকর কুরায়শের মিত্র ছিলো, অনন্তর খোযা'আ গোত্র রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সন্ধিতে এবং বানূ বকর কুরায়শের সন্ধিতে শামিল হয়ে যায়। অতঃপর খোযা'আ গোত্র এবং বানূ বকরের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কুরায়শরা অস্ত্র ও খাদ্যসামগ্রী দ্বারা তাদের সাহায্য করে এবং তাদের উপর ছায়া বিস্তার করে রেখেছিলো। অনন্তর বানূ বকর খোযা'আ গোত্রের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে। তারা তাদেরকে হত্যা করে। কুরায়শরা চুক্তি ভঙ্গকারী কাওমের সঙ্গ দেয়ার কারণে শংকিত হয়ে পড়ল। তারা আবূ সুফইয়ান (তাদের নেতা) কে বলল, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গিয়ে চুক্তির নবায়ন করুন এবং লোকদের মাঝে সন্ধি স্থাপন করুন এবং বলুন যে, যদি কিছু লোকে তাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও খাদ্যসামগ্রী দ্বারা সাহায্য করে থাকে এবং তাদেরকে ছত্রচ্ছায়া দিয়ে থাকে তো এটা তাদের চুক্তি ভঙ্গ করা নয়। অনন্তর আবূ সুফইয়ান (সেখান থেকে) চললেন এবং ছফর করে মদীনা পৌঁছান। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আবূ সুফইয়ান তোমাদের নিকট এসেছে। কিন্তু সে উদ্দেশ্য হাছিল করা ছাড়াই সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যাবে। সে আবূ বকর (রা)-এর নিকট এসে বলল, হে আবূ বকর! চুক্তির নবায়ন করুন, লোকদের মাঝে অথবা (বলেছে) আপন কাওমের মাঝে সন্ধি করিয়ে দিন। রাবী বলেন, আবূ বকর (রা) বললেন, সংশ্লিষ্ট বিষয় আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলের হাতে (নিয়ন্ত্রণে) রয়েছে। সে এরই মধ্যে এটাও বললো যে, যদি কিছু লোকে তাদের উপর ছায়া বিস্তার করে থাকে এবং অস্ত্র ও খাদ্য দ্বারা তাদের সাহায্য করে থাকে, তো এর দ্বারা তারা চুক্তি ভঙ্গ করে নাই। রাবী বলেন, আবূ বকর (রা) বললেন, বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের হাতে (নিয়ন্ত্রণে) রয়েছে। বলেন, অতঃপর সে উমার ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকেও সেই কথাই বলল, যা আবূ বকর (রা) কে বলেছিলো। উমার (রা) বললেন, তোমরা চুক্তি ভঙ্গ করেছ, যে অঙ্গীকার নতুন ছিলো আল্লাহ্ তা'আলা সেটাকে পুরাতন

করে দিয়েছেন এবং যেটা এর চেয়ে কঠোর ছিলো অথবা বলেছেন সুদৃঢ় ছিলো আল্লাহ্ তা'আলা তা ভেঙ্গে দিয়েছেন। আবূ সুফইয়ান বলল, আজকের মত কোন কঠোর দিন আমি দেখিনি। অতঃপর সে ফাতিমা (রা)-এর নিকট এসে বলল, হে ফাতিমা! তুমি কি কোন বিষয়ে তোমার কাওমের নারীদের নেতৃত্ব প্রদান করবে। এরপর তাঁকে সে সেই কথাই বলল, যা আবূ বকর (রা)-কে বলেছিলো। অনন্তর তাঁকে বলল, চুক্তির নবায়ন করিয়ে দিন এবং লোকদের মাঝে সন্ধি করিয়ে দিন। তিনি (রা) বললেন, বিষয়টি শুধু আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের ইখতিয়ারাধীন। রাবী বলেন, এরপর সে আলী (রা)-এর নিকট এল এবং তাকে সেই কথাই বলল, যা আবূ বকর (রা)-কে বলেছিলো। আলী (রা) বললেন, আমি আজকের ন্যায় (কোন দিন) অত্যন্ত মিশুক ব্যক্তি দেখিনি। তুমি মানুষের নেতা, তুমিই চুক্তি নবায়ন কর এবং মানুষের মাঝে সন্ধি করাও। আবূ সুফইয়ান এক পা অপর পায়ের উপর মেরে বলল, আমি লোকদের একজনকে অপরজনের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছি। বলেন, অতঃপর সে বিদায় নিয়ে মক্কা চলে গেলো। লোকেরা বলল, আল্লাহ্র কছম! তো তুমি যুদ্ধের সংবাদ নিয়ে এসেছ যে এর থেকে রক্ষা পাওয়া যেত, না সন্ধির পয়গাম নিয়ে এসেছ যে এর দ্বারা নিরাপদ হওয়া যেত। ফিরে যাও, ফিরে যাও। বলেন, খোযা'আ গোত্রের প্রতিনিধি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হল এবং সে তাঁকে কাওমের সংবাদ শুনাল। আর তাঁর কাছে সাহায্যের আবেদন জানাল এবং এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত কবিতাগুলো আবৃত্তি করল ঃ

* হে আল্লাহ্! আমি মুহাম্মদ ﷺ-কে আমাদের পিতা এবং তাঁর পিতামহের মাঝে স্থিরকৃত চুক্তি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।
* আমরা পিতা ছিলাম (বয়সে বড় ছিলাম) এবং আপনি ছিলেন সন্তান। অবশ্যই কুরায়শরা তোমার সঙ্গে চুক্তির বিরোধিতা করেছে।
* তারা তোমার সঙ্গে কৃত মজবুত ও সুদৃঢ় অঙ্গীকার ভেঙ্গে দিয়েছে। তারা 'কাদা'তে (মক্কার উঁচু ভূমি) আমার জন্য ঘাঁটি প্রস্তুত করে রেখেছে।
* এবং তারা ধারণা করেছে যে, আমি কাউকে ডাকব না! তারা নিতান্ত-ই দুর্বল এবং স্বল্পসংখ্যক।
* তারা আমাদের উপর 'ওয়াতীর' জায়গা থেকে শেষ প্রহরে আক্রমণ করেছে। যখন আমরা ঐ জায়গায় রুকু-সিজদাতে কুরআন তিলাওয়াতে রত ছিলাম।
* আমরা সেখানে সন্ধি করেছি (শান্তি ও নিরাপত্তা থেকে), হাত গুটিয়ে নেই নি। হে আল্লাহ্! আল্লাহ্র রাসূলকে বলিষ্ঠ সাহায্য কর।
* এবং সাহায্যের জন্য খোদায়ী বাহিনী প্রেরণ কর। এরূপ সুবিশাল বাহিনী, যা সমুদ্রের ন্যায় বুদবুদ সৃষ্টি করে।
* তাদের মাঝে রয়েছেন আল্লাহ্র রাসূল কোষমুক্ত তরবারি নিয়ে। যদি অপমান ও অপদস্থতা নেমে আসে তবে যেন তা পৃথক থাকে তাঁর নূরানী (আলকোজ্জ্বল) চেহারা থেকে।

হাম্মাদ (র) বলেন, এ থেকে কিছু কবিতা আয়্যুব (র) থেকে, কিছু ইয়াযীদ ইব্ন হাযিম (র) থেকে এবং এর অধিকাংশ (কবিতা) মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি (রাবী) ইকরামা (র) থেকে বর্ণিত আয়্যুব (র)-এর হাদীসের দিকে ফিরে গেলেন এবং যা কিছু হাস্‌সান ইব্ন সাবিত (রা) বলেছেন সেটা বর্ণনা করেছেন ঃ

* আমার নিকট মক্কা মুকাররমার ময়দানে বানূ কা'ব -এর লোকেরা এসেছে, যাদের গর্দান সমূহ কর্তন করা হচ্ছিলো, কিন্তু আমি উপস্থিত ছিলাম না।

* এবং হুফওয়ান নামক এরূপ এক কাঠ দ্বারা যা এর শিকড়ের দিক থেকে কর্তিত। সুতরাং এটা যুদ্ধের সময়, যা কিনা কঠিন সময় এসে গিয়েছে।

* হায় আফসোস! আমি জ্ঞাত হতাম যে, আমার সাহায্যে উদ্যামতা এবং বদলা নেয়ার অনুভূতি সুহায়ল ইব্‌ন আমর পেত।

রাবী বলেন, অনন্তর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যাত্রা করার নির্দেশ দিলেন। সাহাবাগণ রওয়ানা হলেন এবং চললেন, এবং মাররুয্‌যাহরান নামক স্থানে অবতরণ করেন। বলেন, আবূ সুফইয়ান উপস্থিত হলো এবং এক রাত সেখানে অবতরণ করল। আগুন এবং বাহিনী দেখে বলল, এটা কি? কেউ বলল, এটা তামীম গোত্র, যাদের শহর দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছে এবং তারা জীবিকার অন্বেষায় তোমাদের এলাকায় এসেছে। বলল, আল্লাহ্‌র কসম! এরা তো মিনাবাসীদের অপেক্ষা অধিক অথবা মিনাবাসীদের অনুরূপ। বস্তুত যখন সে জানতে পারল যে, ইনি তো নবী ﷺ তখন অবস্থা খারাপ হয়ে গেল এবং বলল, আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর ব্যাপারে আমাকে পথপ্রদর্শন কর। অতঃপর সে আব্বাস (রা)-এর নিকট এসে তাঁকে ঘটনা অবহিত করল। তিনি তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তখন তিনি তাঁর একটি শিবিরে অবস্থান করছিলেন। তিনি বললেন, হে আবূ সুফইয়ান! ইসলাম গ্রহণ করে (ঈমান আন) বেঁচে যাবে। সে বলল, লাত এবং উয্‌যা'র ব্যাপারে কি করব? আয়্যূব (র) বলেন, আবুল খলীল (র) সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (র) সূত্রে আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, উমার (রা) বলেছেন এবং তিনি ময়দান থেকে বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন, তুমি এই কথা কখনো বলনি। আবূ সুফইয়ান জিজ্ঞাসা করল, এ কে? লোকেরা বলল (ইনি হলেন) উমার (রা)।

অনন্তর আবূ সুফইয়ান ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করল। আব্বাস (রা) তাঁকে নিয়ে চললেন। যখন সকাল হল লোকেরা (সাহাবগণ) তাদের পবিত্রতা তথা উযূ'র জন্য দৌড়াল। বলেন, আবূ সুফইয়ান (রা) বললেন, হে আবুল ফযল! (আব্বাস রা) লোকদের কি হল, তারা কি কোন হুকুম প্রাপ্ত হয়েছে। তিনি বললেন, না; বরং তারা সালাতের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তিনি আবূ সুফইয়ান (রা) কে হুকুম করলেন। অনন্তর তিনি উযূ করলেন এবং তিনি তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরবারে নিয়ে গেলেন। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত আরম্ভকালে 'আল্লাহু আকবার' বললেন, তখন সাহাবগণও 'আল্লাহু আকবার' বললেন, এরপর তিনি রুকূ' করেন, তারাও রুকূ' করেন। এর পর (রুকূ' থেকে) মাথা উত্তোলন করেন, তারাও উত্তোলন করেন। (সালাত শেষে) আবূ সুফইয়ান (রা) বললেন, আজকের ন্যায় কোন কাওমকে সমবেতভাবে এখান থেকে সেখান পর্যন্ত (স্বীয় নেতার) আনুগত্য করতে দেখিনি। বড় বড় সম্মানিত ইরানীদের এবং ঘোড়াওয়ালা রোমানদেরকে তাদের অপেক্ষা অধিক আনুগত্যশীল দেখিনি। হাম্মাদ (র) বলেন, ইয়াযীদ ইব্‌ন হাযিম (র) ইকরামার (র) সূত্রে রিওয়ায়াত করে বলেছেন যে, আবূ সুফইয়ান (রা) বলেছেন, হে আবুল ফযল! (আব্বাস রা এর উপনাম) আল্লাহ্‌র কসম, তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র তো অনেক বড় বাদ্‌শা হয়ে গেছে। তিনি বললেন, এটা বাদশাহী নয়, বরং নবুওয়াত। তিনি বললেন, চল এটাই সঠিক, চল এটাই সঠিক। বলেন, অতঃপর তিনি (রাবী) ইকরামা (র) সূত্রে বর্ণিত আয়্যূব (র)-এর হাদীসের দিকে ফিরে গেলেন। তিনি বলেন, আবূ সুফইয়ান (রা) বললেন, কুরায়শদের প্রভাতের উপর আক্ষেপ। বর্ণনাকারী বলেন, আব্বাস (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যদি আমাকে অনুমতি প্রদান করতেন তাহলে আমি মক্কাবাসীদের নিকট গিয়ে তাদেরকে আহ্‌বান জানাব এবং তাদেরকে নিরাপত্তার সুসংবাদ শুনাব। আপনি আবূ সুফইয়ান (রা)-এর জন্য এরূপ কিছু সাব্যস্ত করুন, যা স্মরণীয় হয়ে থাকে। বলেন, অতঃপর আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাদা খচ্চরের উপর আরোহণ করে চললেন। বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমার পিতাকে আমার দিকে ফিরিয়ে দাও, আমার

পিতাকে আমার দিকে ফিরিয়ে দাও। নিশ্চয়, মানুষের চাচা তার পিতার অনুরূপ হয়। আমার আশংকা হচ্ছে যে, কুরায়শরা তোমার সঙ্গে অনুরূপ আচরণ করবে, যা ছাকীফ গোত্র উরওয়া ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর সঙ্গে করেছিলো। তিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহবান করেছিলেন। তারা (ছাকীফ গোত্র) তাকে শহীদ করে দিয়েছে। শুনে রাখ, আল্লাহ্‌র কসম! যদি তারাও সেই চালবাজি তথা আচরণ প্রদর্শন করে তবে আমি তাদের উপর অগ্নি বর্ষণ করব।

বলেন, এরপর আব্বাস (রা) চললেন এবং বললেন, হে মক্কাবাসী! ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপত্তা লাভ করবে। তোমরা এ উপত্যকায় মুশকিল ও কঠিন বিষয়ে ফেঁসে গেছ। বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুবাইর (রা) কে মক্কার উঁচু এলাকা দিয়ে এবং খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) কে মক্কার নিচু এলাকা দিয়ে প্রেরণ করলেন। বলেন, আব্বাস (রা) তাদেরকে বললেন, এ হলো যুবাইর (রা), যিনি মক্কার উঁচু এলাকা দিয়ে এসেছেন এবং এ হলো খালিদ (রা), যিনি মক্কার নিচু এলাকা দিয়ে এসেছেন। খালিদ (রা) এবং খোযা'আ গোত্রকে চিন? তারা নাক কর্তনকারী। অতঃপর বললেন, যে ব্যক্তি অস্ত্র ফেলে দিবে সে নিরাপদ, যে ব্যক্তি স্বীয় দরোজা বন্ধ করে দিবে সে নিরাপদ এবং যে ব্যক্তি আবূ সুফইয়ান (রা)-এর গৃহে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। এরপর নবী ﷺ তাশরীফ আনলেন। তারা পরস্পরে কিছু তীর নিক্ষেপ করল। অনন্তর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের উপর বিজয় লাভ করেন। লোকদের নিরাপত্তা লাভ হল। কিন্তু খোযা'আ এবং বানূ বকর গোত্রদ্বয়ের যুদ্ধ অব্যাহত থাকল। আর চার ব্যক্তির উল্লেখ করলেন ঃ মাকীস ইব্‌ন যাবাবা, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবী সার্‌হ, ইব্‌ন খাতাল এবং বানূ হাশিমের আযাদকৃত দাসী সারাহ। হাম্মাদ (র) আয়্যূব (র)-এর হাদীসে অথবা অন্য কারো হাদীসে তার নাম সাবারা বর্ণনা করেছেন। বলেন, খোযা'আ গোত্র দ্বীপ্রহর পর্যন্ত তাদের সঙ্গে লড়াই করছিলো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করেছেন ঃ

اَلاَ تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَكَثُوْا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ اِلٰى قَوْلِهٖ عَزَّ وَجَلَّ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

অর্থাৎ ঃ তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে ও রাসূলের বহিষ্করণের জন্য সংকল্প করেছে ...... ও মু'মিনদের চিত্ত প্রশান্ত করবেন পর্যন্ত। সূরা ঃ ৯ আয়াত ঃ ১৩-১৪ বলেন, এর দ্বারা কবীলা খোযা'আ উদ্দেশ্য। এবং ওদের অন্তরের ক্ষোভ দুর করবেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হন, আল্লাই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

٥٠٤١ـ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمٰنَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ بَهْلُوْلَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اسْحَاقَ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابِ الزُّهْرِىْ وَغَيْرُهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ صَالَحَ قُرَيْشًا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلٰى اَنَّهُ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّدْخُلَ فِىْ عَقْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَهْدِهٖ دَخَلَ فِيْهِ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَدْخُلَ فِىْ عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ دَخَلَ فِيْهِ فَتَوَاثَبَتْ خُزَاعَةُ وَبَنُوْ كَعْبٍ وَغَيْرُهُمْ مَعَهُمْ فَقَالُوْا نَحْنُ فِىْ عَقْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَهْدِهٖ وَتَوَاثَبَتْ بَنُوْ بَكْرٍ فَقَالُوْا نَحْنُ فِىْ عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ وَقَامَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْوَفَاءِ بِذَالِكَ سَنَةً وَّبَعْضَ سَنَةٍ ثُمَّ اِنَّ بَنِىْ بَكْرٍ عَدَوْا عَلٰى خُزَاعَةَ عَلٰى مَالَهُمْ بِاَسْفَلِ مَكَّةَ فَقَالَ لَهُ الزُّبَيْرُ بَيَّتُوْهُمْ فِيْهِ فَاَصَابُوْا

مِنْهُمْ رَجُلاً وَتَجَا وَزَاَلْقَوْمُ فَاقْتَتَلُوْا وَرَفَدَتْ قُرَيْشُ بَنِىْ بَكْرٍ بِالسِّلاَحِ وَقَاتَلَ مَعَهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ بِالنَّبْلِ مُسْتَخْفِيًا حَتّٰى جَاوَزُوْا خُزَاعَةَ اِلَى الْحَرَمِ وَقَائِدُ بَنِىْ بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ نَوْفَلُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فَلَمَّا انْتَهَوْا اِلَى الْحَرَمِ قَالَتْ بَنُوْ بَكْرٍ يَانَوْفَلُ اَلْهُلْكَ اَلْهُلْكَ اِنَّا قَدْ دَخَلْنَا الْحَرَمَ فَقَالَ كَلِمَةً عَظِيْمَةً لاَ اِلٰهَ الْيَوْمَ يَا بَنِىْ بَكْرٍ اَصِيْبُوْا اَثَارَكُمْ قَدْ كَانَتْ خُزَاعَةُ اَصَابَتْ قَبْلَ الْاِسْلاَمِ نَفَرًا ثَلاَثَةً وَ هُمْ مُتَحَرِّفُوْنَ دُوَيْبًا وَكُلْثُوْمًا وَسُلَيْمَنَ بْنَ الاَسْوَدَ بْنِ زُرَيْقِ بْنِ يَعْمُرَ فَلَعَمْرِىْ يَا بَنِىْ بَكْرٍ اِنَّكُمْ تُشْرِفُوْنَ فِى الْحَرَمِ اَفَلاَ تُصِيْبُوْنَ ثَارَكُمْ فِيْهِ قَالَ وَقَدْ كَانُوْا اَصَابُوْا مِنْهُمْ رَجُلاً لَيْلَةَ بَيَّتُوْهُمْ بِالْوَتِيْرِ وَمَعَهُ رَجُلٌ مِّنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهُ مُنْبِهٌ رَجُلاً مُفْرَدًا فَخَرَجَ هُوَ وَتَمِيْمٌ فَقَالَ مُنْبِهٌ يَاتَمِيْمُ اَلِحْ بِنَفْسِكَ فَاَمَّا اَنَا فَوَ اللّٰهِ اِنِّى لَمَيِّتٌ قَتَلُوْنِىْ اَوْلَمْ يَقْتُلُوْنِىْ فَانْطَلَقَ تَمِيْمٌ فَاَدْرَكَ مُنْبِهًا فَقَتَلُوْهُ وَاَفْلَتَ تَمِيْمٌ فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ لِحَقَ اِلٰى دَارِ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ وَدَارِ رَافِعٍ مَوْلَى لَهُمْ وَخَرَجَ عَمْرُو بْنُ سَالِمٍ حِيْنَ قَدِمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ فَوَقَفَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ عَمْرُو ثَمَّ : لاَهُمَّ اِنِّىْ نَاشِدُ مُحَمَّدًا + حِلْفَ اَبِيْنَا وَاَبِيْهِ الاَّ تَلَدًا + وَالِدًاكُنَّا وَكُنْتَ وَلَدًا + ثُمَّةَ اَسْلَمْنَا فَلَمْ نَنْزِعْ يَدًا + فَانْصُرْ رَسُوْلَ اللّٰهِ نَصْرًا عَتِدًا + وَادْعُ عِبَادَ اللّٰهِ يَاتُوْا مَدَدًا + فِيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَدْ تَجَرَّدًا + اِنْ سِيْمَ خَسْفًا وَجْهَهُ تَرَبَّدًا + فِىْ فَيْلَقٍ كَالْبَحْرِ يَاتِىْ مُزَبِّدًا + اِنَّ قُرَيْشًا اَخْلَفُوْكَ الْمَوْعِدًا + وَنَقَضُوْا مِيْثَاقَكَ الْمُوَكَّدًا + وَجَعَلُوْا لِىْ فِىْ كَدَاءٍ رَصَدًا + وَزَعَمُوْا اَنْ لَسْتُ اَدْعُوْا اَحَدًا + وَهُمْ اَذَلُّ وَاَقَلُّ عَدَدًا + هُمْ بَيَّتُوْنَا بِالْوَتِيْرِ هُجَّدًا + فَقَتَلُوْنَا رُكَّعًا وَ سُجَّدًا + قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ نَصَرْتَ بَنِىْ كَعْبٍ ثُمَّ خَرَجَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ فِىْ نَفَرٍ مِنْ خُزَاعَةَ حَتّٰى قَدِمُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ فَاَخْبَرُوْهُ بِمَا أُصِيْبَ مِنْهُمْ وَقَدْ رَجَعُوْا وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَاَنَّكُمْ بِاَبِىْ سُفْيَانَ قَدْ قَدِمَ لِيَزِيْدَ فِى الْعَهْدِ وَيَزِيْدَ فِى الْمُدَّةِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوًا مِمَّا فِىْ حَدِيْثِ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ فِىْ طَلَبِ اَبِىْ سُفْيَانَ الْجَوَابَ مِنْ اَبِىْ بَكْرٍ وَمِنْ عُمَرَ وَمِنْ عَلِىٍّ وَمِنْ فَاطِمَةَ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ وَجَوَابُ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ لَهُ بِمَا اَجَابَهُ فِىْ ذٰلِكَ عَلٰى مَافِىْ حَدِيْثِ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ خَبَرَ اَبِىْ سُفْيَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَلاَ اَمَانَ الْعَبَّاسِ اِيَّاهُ وَلاَ اِسْلاَمَهُ وَلاَبَقِيَّةَ الْحَدِيْثِ ـ

৫০৪১. ফাহাদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) ..... ইব্‌ন ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন শিহাব যুহরী (র) প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুদায়বিয়ার বছর কুরায়শের সঙ্গে এ মর্মে সন্ধি করেছেন যে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অঙ্গীকারে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করে সে যেন তাতে প্রবেশ করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কুরায়শের অঙ্গীকারে প্রবেশ করতে চায় সে যেন তাতে

প্রবশে করে। সুতরাং খোযা'আ ও বানূ কা'ব ইত্যাদি গোত্র ঝাপিয়ে পড়ল এবং তাদের সঙ্গে অন্য কিছু লোক তারা বলল, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অঙ্গীকারে প্রবেশ করেছি। অপর পক্ষে বানূ বকর তাড়াতাড়ি করে বলল, আমরা কুরায়শের অঙ্গীকারে প্রবেশ করছি। কুরায়শরা এক বছরের কিছু বেশি এই ওয়াদার উপর বহাল ছিলো। অতঃপর বানূ বকর মক্কার নিচ দিক দিয়ে খোযাআ গোত্রের মাল লুট করে নিলো। যুবাইর (রা) তাকে বললেন, ওই সময়ই (রাতে) তাদের উপর আক্রমণ কর এবং তারা তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। আর কাওম সম্মুখে অগ্রসর হলো এবং তারা পরস্পরে যুদ্ধ করল। কুরায়শরা বানূ বকরকে অস্ত্র দ্বারা সাহায্য করল এবং গোপনে তাদের সঙ্গে তীর দিয়ে লড়াই করল। অবশেষে তারা হারামের দিকে খোযা'আ কবীলা অপেক্ষা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে গেলো। সেই দিন বানূ বকরের নেতৃত্ব নওফল ইব্ন মুআবিয়া'র হাতে ছিলো। যখন তারা হারামে পৌঁছাল, বানূ বকর বলল, হে নওফল! ধ্বংস, ধ্বংস। অবশ্যই আমরা হারামে প্রবেশ করে ফেলেছি। তখন সে একটি গুরুতর কথা বলল যে, আজ এর কোন মা'বুদ নেই, হে বানূ বকর! তোমরা নিজেদের বদলা নাও। খোযা'আ কবীলা ইসলামের পূর্বে তিন ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলো এবং তারা যুদ্ধ থেকে আলাদা ছিলো। (তাদের নাম ছিলো এই ঃ) দুওয়াইব, কুলসূম ও সুলায়মান ইব্ন আসওয়াদ ইব্ন যুরাইক ইব্ন ইয়া'মুর। আমার বয়সের কসম, হে বানূ বকর! তোমরা হারামে পৌঁছে গিয়েছ, তোমরা কি এতে তোমাদের বদলা নিবেনা। রাবী বলেন, তারা রাতে তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলো। তারা ওয়াতীর নামক জায়গায় তাদের বিরুদ্ধে রাতে অতর্কিত আক্রমণ করল। তার সঙ্গে তার কাওমের এক ব্যক্তি ছিলো, যাকে 'মুনইয়া' বলা হত, সে একা ছিলো। সে এবং তামীম বের হল। মুনইয়া বলল, হে তামীম! তুমি তোমার জীবনের প্রতি সদয় হও। আল্লাহ্র কসম, আমি তো মরেই গিয়েছি, তারা আমাকে হত্যা করুক অথবা না করুক। তামীম চল্ল এবং সে মুনইয়াকে এই অবস্থায় পেল যে, লোকেরা তাকে হত্যা করে ফেলেছিলো। তামীম রক্ষা পেল। সে যখন মক্কাতে গেল তখন বুদাইল ইব্ন ওয়ারাকা এবং তাদের গোলাম রাফি'-এর বাড়িতে গিয়ে মিলিত হল। আর আমর ইব্ন সালিম বেরিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলো। সে দাঁড়িয়ে গেল, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে বসা ছিলেন। অনন্তর আমর সেখানে এই কবিতা গুচ্ছ আবৃত্তি করে ঃ

* হে আল্লাহ্! আমি মুহাম্মদ ﷺ-কে আমাদের পিতা এবং তাঁর পিতামহের মাঝে স্থিরকৃত চুক্তি স্মরণ করে দিচ্ছি।
* আমরা পিতা ছিলাম (বয়সে বড় ছিলাম) এবং আপনি ছিলেন সন্তান।
  আমরা সেখানে সন্ধি করেছি (শান্তি ও নিরাপত্তা), তা থেকে হাত ঘুটিয়ে নেইনি।
* হে আল্লাহ্! আল্লাহ্র রাসূলকে বলিষ্ঠ সাহায্য কর। আপনি আল্লাহ্র বান্দাদেরকে আহবান করুন সাহায্যের জন্য, তারা এগিয়ে আসবে।
* তাদের মাঝে রয়েছেন আল্লাহ্র রাসূল কোষ মুক্ত তরবারি নিয়ে। যদি অপমান ও অপদস্ততা নেমে আসে তবে যেন তা পৃথক থাকে তাঁর নূরানী (আলকোজ্জ্বল) চেহারা থেকে (তিনি নিরাপদ থাকবেন)।
* এরূপ সু-বিশাল বাহিনী, যা সমুদ্রের ন্যায় বুদবুদ সৃষ্টি করে। অবশ্যই কুরায়শরা তোমার সঙ্গে কৃত চুক্তির বিরোধিতা করেছে।
* তারা তোমার সঙ্গে কৃত মজবুত ও সুদৃঢ় অঙ্গীকারকে ভেঙ্গে দিয়েছে। তারা 'কাদা'তে (মক্কার উঁচু এলাকা) আমার জন্য ঘাঁটি প্রস্তুত করে রেখেছে।
* এবং তারা ধারণা করেছে যে, আমি কাউকে ডাকব না। তারা নিতান্ত-ই দুর্বল এবং স্বল্প সংখ্যক।
* তারা আমাদের বিরুদ্ধে ওয়াতীর জায়গা থেকে শেষ প্রহরে আক্রমণ করেছে। তারা আমাদেরকে রুকু-সিজদা অবস্থায় হত্যা করেছে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, বানূ কা'ব-এর বিজয় সূচিত হয়েছে। অতঃপর বুদায়ল ইব্ন ওয়ারাকা কবীলা খোযা আ'র কতিপয় ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলো এবং যা কিছু তাদের উপর ঘটেছে তা তাঁকে অবহিত করে তারা ফিরে আসে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, বোধ হয় তোমরা আবূ সুফইয়ান-এর সঙ্গে মিলিত হবে। যে এই জন্য এসেছে যে, চুক্তি এবং মেয়াদ বৃদ্ধি করবে। অতঃপর অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আয়্যুব (র) ইকরামা (র) থেকে বর্ণিত হাদীসে আবূ সুফইয়ান কর্তৃক আবূ বকর (রা), উমার (রা), আলী (রা) ও ফাতিমা (র) থেকে জবাব প্রত্যাশায় এবং তাঁকে তাঁদের প্রত্যেকের জবাব যা তাঁরা তাকে দিয়েছেন, যা ইকরামা (র) সূত্রে আয়্যুব (র)-এর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে। তবে তিনি আব্বাস (রা)-এর সঙ্গে আবূ সুফইয়ানের আলোচনা এবং আব্বাস (রা) কর্তৃক তাকে নিরাপত্তা প্রদান, অধিকন্তু তার ইসলাম গ্রহণের বিষয় উল্লেখ করেন নাই, না তিনি অবশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এই দুই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং মক্কাবাসীদের মাঝে যে সন্ধি সংঘটিত হয়েছিলো তাতে কবীলা খোযা'আ তাঁর সন্ধিতে শামিল হলো। এর কারণ হল সেই পুরাতন চুক্তি যা তাঁর এবং তাদের মাঝে স্থাপিত হয়েছিলো। বানূ বকর ঐ চুক্তির কারণে যা তাদের এবং কুরায়শের মাঝে স্থাপিত হয়েছিলো, কুরায়শের সন্ধিতে শামিল হলো। সুতরাং সন্ধির ব্যাপারে এদের প্রত্যেক দলের মিত্রদের হুকুম তার অনুরূপ হয়ে গিয়েছিলো অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মিত্রের হুকুম তাঁর হুকুমের অনুরূপ এবং কুরায়শের মিত্রের হুকুম তাদের হুকুমের অনুরূপ হয়ে গিয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মিত্রদের এবং কুরায়শদের মিত্রদের মাঝে যুদ্ধ হলো। তাই এটা কুরায়শদের মিত্রদের পক্ষ থেকে ওই সন্ধিকে ভঙ্গ করা ছিলো যাতে তারা শামিল হয়ে গিয়েছিলো এবং ওই চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়া ছিলো। এতে করে তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর সাহাবাদের বিরুদ্ধে লড়াইকারী সাব্যস্ত হলো। অতঃপর কুরায়শরা তাদের মিত্রদের সাহায্য করে কবীলা খোযাআ'র বিরুদ্ধে লড়াই করলো। ফলে তাঁদের কিছু লোক নিহত হলো। অথচ সন্ধি তাদেরকে এ থেকে বাধা দিচ্ছিলো। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তারা যা কিছু করেছে তা চুক্তি ভঙ্গ এবং কৃত সন্ধি থেকে বেরিয়ে যাওয়া ছিলো। তাই এভাবে কুরায়শরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর সাহাবাদের বিরুদ্ধে লড়াইকারী ছিলো।

পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ বলেন যে, যা কিছু তোমরা উল্লেখ করেছ সেটা কিরূপে সম্ভব, যখন কিনা তোমরা রিওয়ায়াত করেছ যে, আবূ সুফইয়ান মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়েছে। আর এই উপস্থিতি বানূ বকর এবং কবীলা খোযাআ'র মাঝে লড়াই-এর পরে হয়েছে এবং কুরায়শরা ইতিপূর্বে বানূ বকরের সাহায্য করে ফেলেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তার (আবূ সুফইয়ান-এর) অবস্থা সম্পর্কে জানা ছিলো। এতদসত্ত্বেও নাতো তিনি তার সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেছেন না তাঁকে বাধা দিয়েছেন। এটা প্রমাণ বহন করে যে, সে তাঁর কাছে তাঁর নিরাপত্তায় ছিলো। বানূ বকর এবং খোযা'আর মাঝে সংঘটিত যুদ্ধের কারণে ওই নিরাপত্তা থেকে বের হয়ে যায়নি। আর কুরায়শরা খাদ্যসামগ্রী অস্ত্রশস্ত্র এবং ছত্রচ্ছায়া প্রদানের দ্বারা বানূ বকরের যে সাহায্য করেছে, তাতেও সেই সন্ধি ভঙ্গ হয়নি, যা তাদের ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মাঝে স্থাপিত হয়েছিলো এবং না সে এর থেকে বের হয়ে গিয়েছে।

তাদের বিরুদ্ধে অপরাপর আলিমদের দলীল হলো যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক আবূ সুফইয়ানকে বাধা প্রদান না করার কারণ এটা ছিলো না যে, তাঁর ও মক্কাবাসীদের মাঝে সন্ধি অবশিষ্ট ছিলো। বরং তিনি তাকে এই জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন যে, সে প্রথমোক্ত সন্ধি ব্যতীত দ্বিতীয় সন্ধির জন্য মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে তাঁর দরবারে প্রতিনিধি হিসাবে এসেছিলো। কেননা প্রথমোক্ত সন্ধি ভেঙ্গে গিয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হত্যা ইত্যাদি দ্বারা তাকে প্রতিরোধ করেন নাই। বরং দূতদের ব্যাপারে (সাধারণ) নিয়ম হলো তাদেরকে হত্যা না করা।

অতঃপর এ বিষয়ে তাঁর থেকে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত আছে ঃ

٥٠٤٢ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ وَائِلٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ مُعَيْزٍ السَّعْدِى قَالَ خَرَجْتُ اَسْتَبِقُ فَرَسًا لِيْ بِالشَّجَرِ فَمَرَرْتُ عَلٰى مَسْجِدٍ مِّنْ مَسَاجِدِ بَنِيْ حَنِيْفَةَ فَسَمِعْتُهُمْ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ مُسَيْلَمَةَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَرَجَعْتُ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ فَذَكَرْتُ لَهُ اَمْرَهُمْ فَبَعَثَ الشُّرَطَ فَاَخَذُوْهُمْ وَجِيْءَ بِهِمْ اِلَيْهِ فَتَابُوْا وَرَجَعُوْا عَمَّا قَالُوْا وَقَالُوْا لاَ نَعُوْدُ فَخَلّٰى سَبِيْلَهُمْ وَقَدِمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ النَّوَاحَةَ فَضَرَبَ عُنُقَهُ فَقَالَ النَّاسُ اَخَذْتَ قَوْمًا فِيْ اَمْرٍ وَاحِدٍ فَخَلَّيْتَ سَبِيْلَ بَعْضِهِمْ وَقَتَلْتَ بَعْضَهُمْ فَقَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جَالِسًا فَجَاءَهُ ابْنُ النَّوَاحَةِ وَرَجُلٌ مَّعَهُ يُقَالُ لَهُ ابْنُ وَثَّالِ بْنِ حَجْرٍ وَافِدَيْنِ مِنْ عِنْدِ مُسَيْلَمَةَ فَقَالَ لَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَشْهَدَانِ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالاَ اَتَشْهَدُ اَنْتَ اَنَّ مُسَيْلَمَةَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالَ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهِ لَوْ كُنْتُ قَاتِلاً وَفْدًا لَقَتَلْتُكُمَا فَلِذٰلِكَ قَتَلْتُ هٰذَا ـ

৫০৪২. আবূ গাস্সান (র) ..... ইব্ন মুয়াইয সা'দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার ঘোড়াকে বৃক্ষের সাথে বাঁধার জন্য সম্মুখে অগ্রসর হলাম। অনন্তর আমি বানূ হানীফার একটি মসজিদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলাম। আমি শুনলাম, তারা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মুসায়লামা আল্লাহ্র রাসূল। আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট ফিরে গেলাম এবং তাঁকে তাদের বিষয়ে অবহিত করলাম। তিনি কিছু সিপাহী পাঠালেন। তারা তাদেরকে পাকড়াও করে এবং তাদেরকে তাঁর দরবারে উপস্থিত করা হয়। তারা তাওবা করে নিজেদের উক্তি থেকে ফিরে আসে এবং বলে, আমরা আগামীতে এরূপ কথা পুনঃ বলবনা। অনন্তর তিনি তাদেরকে ছেড়ে দিলেন। অতঃপর তাদের থেকে এক ব্যক্তি এল, যাকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন নাওয়াহা বলা হত। তিনি তার গর্দান উড়িয়ে দিলেন। লোকেরা বলল, আপনি এক কাওমকে এক অভিন্ন বিষয়ে পাকড়াও করে তাদের কতককে ছেড়ে দিলেন এবং কতককে হত্যা করলেন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় তাঁর কাছে ইব্ন নাওয়াহা এবং তার সঙ্গে অন্য এক ব্যক্তি আসে, যাকে ওয়াস্সাল ইব্ন হাজার বলা হত। এরা দুজন মুসায়লামার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের উভয়কে বললেন, তোমরা কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আমি আল্লাহ্র রাসূল। তারা বল্ল, আপনি কি সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুসায়লামা আল্লাহ্র রাসূল। তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছি। বস্তুত আমি যদি কোন দূতকে হত্যা করতাম তবে তোমাদের দু'জনকে হত্যা করতাম। (আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ রা বলেন) আমি একে এ জন্যই হত্যা করেছি। [কেননা এ মুসায়লামা-কে রাসূল মেনে রাসূল ﷺ এর নবুওয়তকে অস্বীকার করে হারবী কাফির হয়ে গিয়েছিলো]।

٥٠٤٣ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ اَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا رَافِعٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ اَقْبَلَ بِكِتَابٍ مِنْ قُرَيْشٍ اِلٰى

رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أُلْقِيَ فِيْ قَلْبِيْ الْاِسْلَامُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنِّيْ وَاللّٰهِ لَا اَرْجِعُ اِلَيْهِمْ اَبَدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا اَنِّيْ لَا اَخْنِسُ بِالْعَهْدِ وَلَا اَحْبِسُ الْبُرُدَ وَلٰكِنْ اِرْجِعْ فَاِنْ كَانَ فِيْ قَلْبِكَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِكَ الْاٰنَ فَارْجِعْ قَالَ فَرَجَعْتُ ثُمَّ اَقْبَلْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَسْلَمْتُ قَالَ بُكَيْرُ وَاَخْبَرَنِيْ اَنَّ اَبَا رَافِعٍ كَانَ قِبْطِيًّا ـ

৫০৪৩. ইউনুস (র) ..... হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ রাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ রাফি' (রা) তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, সে কুরায়শদের পত্র নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলো। বলেন, আমি যখন নবী ﷺ-কে দেখলাম তখন আমার অন্তরে ইসলাম ঢেলে দেয়া হলো, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র কসম, আমি তাদের দিকে কস্মিন কালেও ফিরে যাবনা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি বিশ্বাস ঘাতকতা করিনা এবং না দূতদেরকে বাধা প্রদান করি। এই জন্য তুমি ফিরে যাও। যদি তোমার হৃদয়ে সেই অবস্থা সৃষ্টি হয় যা এখন বিদ্যমান, তবে পুনঃ চলে এস। বলেন, এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দিকে মনোনিবেশ করলাম এবং ইসলাম গ্রহণ করলাম। বুকায়র (র) বলেন, আমাকে হাসান (র) সংবাদ দিয়েছেন যে, আবূ রাফি' (র) কিব্‌তী বংশীয় লোক ছিলেন।

٥٠٤٤ ـ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمٰنَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ جَاءَهُ رَسُوْلُ مُسَيْلَمَةَ بِكِتَابِهِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَهُمَا وَاَنْتُمَا تَقُوْلَانِ مِثْلَ مَا يَقُوْلُ فَقَالَا نَعَمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا لَوْ لَا اَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ اَعْنَاقَكُمَا ـ

৫০৪৪. ফাহাদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) ..... মাসলামা ইব্‌ন নুআঈম (র) তৎ পিতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট ছিলাম, যখন তার কাছে মুসায়লামার দূত তার পত্র বহন করে নিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ দুই দূতকে বলছিলেন, তোমরাও কি সেই কথা বলছ, যা সে (মুসায়লামা) বলে? তারা বল্‌ল, জ্বী হাঁ! অনন্তর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যদি দূতদেরকে হত্যা না করার নিয়ম না হত তবে আমি তোমাদের দু'জনের গর্দান উড়িয়ে দিতাম।

ঐ কথার সপক্ষে দলীল হলো যে, বানূ বকর এবং খোযা'আর মাঝে লড়াই হওয়া এবং কুরায়শ কর্তৃক তাদের সাহায্য করার কারণে মক্কাবাসীদের থেকে সন্ধি বাতিল হয়ে গেছে। আবূ সুফইয়ান কর্তৃক চুক্তির নবায়ন করা এবং সন্ধির দৃঢ়তা তলব করা যখন মক্কাবাসীরা তার কাছে এটা দাবি করেছিলো। যদি সন্ধি খতম না হয়ে যেত তবে তাদের এটার প্রয়োজন ছিলো না এবং যখন আবূ বকর (রা), উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা), আলী (রা) ও রাসূল কন্যা ফাতিমা (রা)-কে আবূ সুফইয়ান সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যা সওয়াল করার সওয়াল করেছে তাহলে তাঁরা জিজ্ঞাসা করতেন যে, তোমার এরং মক্কাবাসীদের এর প্রয়োজনীয়তা কি, তারা তো সকলে সন্ধি এবং নিরাপত্তার মধ্যে রয়েছে। এখন আর তাদের এছাড়া অন্য কোন সন্ধির প্রয়োজন নেই।

অতঃপর এই আমর ইব্‌ন সালিম কবীলা খোযা'আর একজন, যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ওই (কবিতা গুচ্ছের উপর ভিত্তি) অঙ্গীকার শুনাচ্ছেন যা আমরা ইকরামা (র) ও যুহরী (র)-এর রিওয়ায়াতে উল্লেখ করেছি এবং তিনি এ ব্যাপারে তাঁর কাছে সাহায্য চেয়েছেন। ওই সমস্ত কবিতা গুচ্ছের অধীনে তিনি তাকে বলছেন ঃ

অবশ্যই কুরায়শরা তোমার সঙ্গে কৃত চুক্তির বিরোধিতা করছে।

তারা তোমার সঙ্গে কৃত মজবুত ও সুদৃঢ় অঙ্গীকার ভেঙ্গে দিয়েছে।

আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার এ কথা অস্বীকার করেন নাই। অতঃপর আমর ইব্ন সালিম তাঁকে ওই কথা স্পষ্ট করে বিবৃত করেন, যার কারণে তাঁর সঙ্গে কুরায়শদের কৃত অঙ্গীকার ভেঙ্গে গিয়েছে। তিনি বলছেন ঃ

তারা রাতের শেষ প্রহরে (অন্ধকারে) 'ওয়াতীর' জায়গায় আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছে। এবং তারা আমাদেরকে রুকু-সিজ্দারত অবস্থায় হত্যা করেছে।

তিনি এ বিষয়ে কুরায়শদের ব্যতীত বানূ নাফাসা প্রমুখ কাউকে উল্লেখ করেন নাই। অতঃপর হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) তার ঐ কবিতায় এর উল্লেখ করেছেন, যা আমরা তাঁর সূত্রে ইকরামা (র)-এর রিওয়ায়াতে নকল করেছি। এর বিষয়বস্তু সেটাই, যা আমর ইব্ন সালিম ঐ কবিতায় বিকৃত করেছেন যা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সম্মুখে আবৃত্তি করেছেন।

বস্তুত এতে প্রমাণিত হয় যে, বানূ কা'ব-এর লোকদের যে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে, তা কুরায়শ কর্তৃক ঐ চুক্তিভঙ্গের কারণে পোহাতে হয়েছে, যা তারা মক্কা উপত্যকায় সম্পাদন করেছিলো। তুমি কি লক্ষ্য করছনা যে, তিনি (আমর ইব্ন সালিম) বলছেন ঃ

বানূ কা'ব-এর কিছু লোক যাদের গর্দান কর্তিত হয়েছে, মক্কা উপত্যকায় আমার নিকট এসেছে এবং সেখানে উপস্থিত ছিলাম না। অতঃপর তিনি কয়েদীদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন যা আমরা উল্লেখ করেছি। তাদের মধ্যে কুরায়শ এবং তাদের কিছু লোক ছিলো। তিনি বলেন ঃ

আফসোস, আমি জানতে পারতাম, (কতই ভাল হত) যে, আমার সাহায্যের উদ্যামতা, বদলা নেয়ার অনুভূতি সুহায়ল ইব্ন আমর (যদি) পেত। আর এই সুহায়ল ইব্ন আমর সেই সমস্ত লোকদের অন্যতম, যাদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সন্ধি করেছিলেন।

থাকল এ বিষয় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের পর মাল বন্টন করেন নাই, এবং কাউকে গোলামও বানান নাই এবং ভূমিকে গনীমতও সাব্যস্ত করেন নাই। সুতরাং তিনি সেই সমস্ত লোকদেরকে কিভাবে গোলাম বানাবেন যাদের উপর তাদের জান-মালের বিষয়ে ইহ্সান করেছিলেন।

নবী ﷺ কর্তৃক তাতে হস্তক্ষেপ না করার ব্যাপারে আলিমগণ মতবিরোধ করেছেন। কতিপয়ের মতে তিনি ওটা (মক্কা) কে বলপূর্বক বিজয় করেছেন। তারা বলেন, তিনি তাদের উপর ইহ্সান করে ওটাকে ওভাবে ছেড়ে দিয়েছেন। যেমন তাদের জান ও অপরাপর মালসমূহের ব্যাপারে ইহ্সান করেছেন। এই মতামত পোষণকারীদের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) অন্যতম। কেননা তাঁর মাযহাব হলো যে, মক্কার ভূমিতে মালিকানা জারী হবে, যেভাবে অপরাপর সমগ্র ভূমিতে মালিকানা জারি হয়। পক্ষান্তরে অপরাপর কতক আলিম বলেন যে, মক্কার ভূমি সেই সমস্ত ভুমিসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়, যার উপর গনীমত প্রবর্তিত হয়। কেননা তাদের মতে মক্কার ভূমিতে মালিকানা জারি হতে পারে না, বা কেউ মালিক হতে পারে না। এই মতের অনুসারীদের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম সুফইয়ান সওরী (র) অন্যতম।

বস্তুত আমরা এই অনুচ্ছেদে (বিষয়ে) ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র) তাদের দু'জনের মাযহাবের উপর তাদের রিওয়ায়াতকৃত রিওয়ায়াতসমূহকে 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়ে নকল করেছি। আহকাম বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত বিভিন্ন রিওয়ায়াতের বিষয়বস্তু ও মর্ম স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছি। এখানে সেগুলো পুনঃ বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই।

অতঃপর আলোচনা সেই বিষয়কে সাব্যস্ত করার দিকে ফিরে গেছে যে, মক্কা মুকাররমা বলপূর্বক বিজিত হয়েছে। **যদি তোমরা এটা বল যে,** যুহরী (র) ও ইক্‌রামা (র)-এর যে দুই রিওয়ায়াত আমরা উল্লেখ করেছি তা 'মুন্‌কাতি' বা বিচ্ছিন্ন (সনদসূত্রে বর্ণিত)।

তোমাদেরকে (উত্তরে) বলা হবে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে, যা আমাদের বর্ণনাকৃত বিষয়ের সপক্ষে প্রমাণ বহন করে ঃ

٥٠٤٥- حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَحْيٰى قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ بُهْلُوْلٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ الزُّهْرِىُّ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَضٰى لِسَفْرَةٍ وَخَرَجَ لِعَشَرٍ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ فَصَامَ وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِالْكُدَيْدِ اَفْطَرَ ثُمَّ مَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى نَزَلَ مَرَّ الظَّهْرَانِ فِىْ عَشَرِ اٰلاَفٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَسَمِعَتْ سُلَيْمٌ وَمُزَيْنَةُ فَلَمَّا نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ الظَّهْرَانِ وَقَدْ عَمِيَتِ الْاَخْبَارُ عَلٰى قُرَيْشٍ فَلاَ يَأْتِيْهِمْ خَبَرٌ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ يَدْرُوْنَ مَا هُوَ فَاعِلٌ وَخَرَجَ فِىْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ اَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَحَكِيْمُ بْنُ حِزَامٍ وَبُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ يَنْظُرُوْنَ هَلْ يَجِدُوْنَ خَبَرًا اَوْ يَسْمَعُوْنَهُ فَلَمَّا نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ الظَّهْرَانِ قَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قُلْتُ وَاَصَبَاحَ قُرَيْشٍ لَئِنْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ عُنْوَةً قَبْلَ اَنْ يَأْتُوْهُ فَيَسْتَأْمِنُوْهُ اِنَّهُ لَهَلاَكُ قُرَيْشٍ اِلٰى اٰخِرِ الدَّهْرِ قَالَ فَجَلَسْتُ عَلٰى بَغْلَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْبَيْضَاءَ فَخَرَجْتُ عَلَيْهَا حَتّٰى دَخَلْتُ الْاَرَاكَ فَلَقِىَ بَعْضَ الْحَطَّابَةِ اَوْ صَاحِبَ لَبَنٍ اَوْذَا حَاجَةٍ يَأْتِيْهِمْ يُخْبِرُهُمْ بِمَكَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِيَخْرُجُوْا اِلَيْهِ قَالَ فَاِنِّىْ لَاَسِيْرُ عَلَيْهِ وَاَلْتَمِسُ مَا خَرَجْتُ لَهُ اِذَا سَمِعْتُ كَلاَمَ اَبِىْ سُفْيَانَ وَبُدَيْلٍ وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ وَاَبُوْ سُفْيَانَ يَقُوْلُ مَا رَأَيْتُ كَاللَّيْلَةِ نِيْرَانًا قَطُّ وَلاَ عَسْكَرًا قَالَ بُدَيْلُ هٰذِهِ وَاللّٰهِ خُزَاعَةُ حَبَشَتْهَا الْحَرْبُ فَقَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ خُزَاعَةُ وَاللّٰهِ اَذَلُّ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ هٰذِهِ نِيْرَانُهُمْ فَعَرَفْتُ صَوْتَ اَبِىْ سُفْيَانَ فَقُلْتُ يَا اَبَا حَنْظَلَةَ قَالَ فَعَرَفَ صَوْتِىْ فَقَالَ اَبُوْ الْفَضْلِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَالَكَ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ قَالَ قُلْتُ وَيْلَكَ هٰذَا وَاللّٰهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ فِى النَّاسِ وَاَصَبَاحَ قُرَيْشٍ وَاللّٰهِ لَئِنْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ عُنْوَةً قَبْلَ اَنْ يَأْتُوْهُ فَيَسْتَأْمِنُوْهُ اِنَّهُ لَهَلاَكُ قُرَيْشٍ اِلٰى اٰخِرِ الدَّهْرِ قَالَ فَمَا الْحِيْلَةُ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ قَالَ قُلْتُ لاَ وَاللّٰهِ اِلاَّ اَنْ تَرْكَبَ فِىْ عُجْزِ هٰذِهِ الدَّابَّةِ اٰتِىْ بِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّهُ وَاللّٰهِ لَئِنْ ظَفَرَ بِكَ لَيَضْرِبَنَّ عُنُقَكَ قَالَ فَرَكِبَ فِىْ عُجْزِ الْبَغْلَةِ وَرَجَعَ صَاحِبَاهُ قَالَ وَكُلَّمَا مَرَرْتُ بِنَارٍ مِّنْ نِيْرَانِ الْمُسْلِمِيْنَ قَالُوْا مَنْ هٰذَا فَاِذَا نَظَرُوْا قَالُوْا عَمُّ

رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى بَغْلَتِهِ حَتّٰى مَرَرْتُ بِنَارِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ مَنْ هٰذَا وَقَامَ اِلَيَّ فَلَمَّا رَاٰهُ عَلٰى عَجُزِ الدَّابَّةِ عَرَفَهُ وَقَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ عَدُوُّ اللّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَمْكَنَ مِنْكَ وَخَرَجَ يَشْتَدُّ نَحْوَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَكَضْتُ الْبَغْلَةَ فَسَبَقْتُهُ كَمَا تَسْبِقُ الدَّابَّةُ الْبَطِيَّةُ الرَّجُلَ الْبَطِيْيَّ ثُمَّ اقْتَحَمْتُ عَنِ الْبَغْلَةِ وَدَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجَاءَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَدَخَلَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا اَبُوْ سُفْيَانَ قَدْ اَمْكَنَ اللّٰهُ مِنْهُ بِلَا عَقْدٍ وَّلَا عَهْدٍ فَدَعْنِيْ فَاَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ قَدْ اَجَرْتُهُ قَالَ ثُمَّ جَلَسْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخَذْتُ بِرَأْسِهِ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَا يُنَاجِيْهِ رَجُلٌ دُوْنِيْ قَالَ فَلَمَّا اَكْثَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ شَانِهِ فَقُلْتُ مَهْلًا يَا عُمَرُ وَاللّٰهِ لَوْ كَانَ رَجُلًا مِّنْ بَنِيْ عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ مَا قُلْتَ هٰذَا وَلٰكِنْ قَدْ عَرَفْتَ اَنَّهُ رَجُلٌ مِّنْ بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ قَالَ فَقَالَ مَهْلًا يَا عَبَّاسُ لَاِسْلَامُكَ يَوْمَ اَسْلَمْتَ كَانَ اَحَبَّ اِلَيَّ مِنْ اِسْلَامِ الْخَطَّابِ وَمَالِيْ اِلَّا اَنِّيْ قَدْ عَرَفْتُ اَنَّ اِسْلَامَكَ كَانَ اَحَبَّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِسْلَامِ الْخَطَّابِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذْهَبْ بِهِ اِلٰى رَحْلِكَ فَاِذَا اَصْبَحْتَ فَأْتِنَا بِهِ قَالَ فَلَمَّا اَصْبَحْتُ غَدَوْتُ بِهِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا رَاٰهُ قَالَ وَيْحَكَ يَا اَبَا سُفْيَانَ اَلَمْ يَاْنِ لَكَ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ فَمَا اَحْلَمَكَ وَاَكْرَمَكَ وَاَوْصَلَكَ اَمَا وَاللّٰهِ لَقَدْ كَادَ يَقَعُ فِيْ نَفْسِيْ اَوْ لَوْ كَانَ مَعَ اللّٰهِ غَيْرُهُ لَقَدْ اَغْنٰى شَيْئًا بَعْدُ وَقَالَ وَيْلَكَ يَا اَبَا سُفْيَانَ اَلَمْ يَاْنِ لَكَ اَنْ تَشْهَدَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ مَا اَحْلَمَكَ وَاَكْرَمَكَ وَاَوْصَلَكَ اَمَا وَاللّٰهِ هٰذِهِ فَاِنَّ فِي النَّفْسِ مِنْهَا حَتَّى الْاٰنَ شَيْئًا قَالَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قُلْتُ وَيْلَكَ اَسْلِمْ وَاَشْهَدْ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ قَبْلَ اَنْ يُّضْرَبَ عُنُقُكَ قَالَ فَشَهِدَ شَهَادَةَ الْحَقِّ وَ اَسْلَمَ قَالَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ يُّحِبُّ هٰذَا الْفَخْرَ فَاجْعَلْ لَّهُ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ مَنْ دَخَلَ دَارَ اَبِيْ سُفْيَانَ فَهُوَ اٰمِنٌ وَمَنْ اَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُوَ اٰمِنٌ فَلَمَّا ذَهَبْتُ لِاَنْصَرِفَ قَالَ يَا عَبَّاسُ اَحْبِسْهُ بِمَضِيْقِ الْوَادِيْ عِنْدَ حَطِيْمِ الْجُنْدِ حَتّٰى يَمُرَّ بِهِ جُنُوْدُ اللّٰهِ فَيَرَاهَا قَالَ فَحَبَسْتُهُ حَيْثُ اَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَمَرَّتْ بِهِ الْقَبَائِلُ عَلٰى رَايَاتِهَا فَكُلَّمَا مَرَّتْ بِهِ قَبِيْلَةٌ قَالَ مَنْ هٰذِهِ قُلْتُ بَنُوْ سُلَيْمٍ قَالَ يَقُوْلُ مَالِيْ وَلِبَنِيْ سُلَيْمٍ ثُمَّ تَمُرُّ بِهِ قَبِيْلَةٌ فَيَقُوْلُ مَنْ هٰذِهِ فَاَقُوْلُ مُزَيْنَةُ فَقَالَ مَالِيْ وَلِمُزَيْنَةَ حَتّٰى نَفَذَتِ الْقَبَائِلُ لَا تَمُرُّ بِهِ قَبِيْلَةٌ اِلَّا سَاَلَنِيْ عَنْهَا فَاُخْبِرُهُ اِلَّا قَالَ مَالِيْ وَلِبَنِيْ فُلَانٍ حَتّٰى مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي الْخَضْرَاءِ كُتَيْبَةٍ فِيْهَا الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ لَا يُرٰى مِنْهُمْ اِلَّا

الْحَذْفُ فِي الْحَدِيْدِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَاعَبَّاسُ قُلْتُ هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَقَالَ مَا لِأَحَدٍ هٰؤُلَاءِ قِبَلٌ وَاللّٰهِ يَا اَبَا الْفَضْلِ لَقَدْ اَصْبَحَ مُلْكُ ابْنِ اَخِيْكَ الْغَدَاةَ قَالَ قُلْتُ وَيْلَكَ يَا اَبَا سُفْيَانَ اِنَّهَا النُّبُوَّةُ قَالَ فَنَعَمْ قَالَ قُلْتُ الْتَجَا اِلَىٰ قَوْمِكَ اُخْرُجْ اِلَيْهِمْ حَتّٰى اِذَا جَاءَ هُمْ صَرَخَ بَاَعْلٰى صَوْتِهِ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ هٰذَا مُحَمَّدٌ قَدْ جَاءَكُمْ فِيْمَا لَاقِبَلَ لَكُمْ بِهِ فَمَنْ دَخَلَ دَارَ اَبِيْ سُفْيَانَ فَهُوَ اٰمِنٌ فَقَامَتْ اِلَيْهِ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ فَاَخَذَتْ شَارِبَهُ فَقَالَتْ اَقْتُلَ الْحَمَسْتُ الدَّسِمُ فَبِئْسَ طَلِيْعَةُ قَوْمٍ قَالَ وَيْلَكُمْ لَاتَغُرَّنَّكُمْ هٰذِهِ مِنْ اَنْفُسِكُمْ وَاِنَّهُ قَدْ جَاءَ مَالَا قِبَلَ لَكُمْ بِهِ مَنْ دَخَلَ دَارَ اَبِيْ سُفْيَانَ فَهُوَ اٰمِنٌ قَالُوْا قَاتَلَكَ اللّٰهُ وَمَا يُغْنِيْ غَنَاءً دَارُكَ قَالَ وَمَنْ اَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُوَ اٰمِنٌ ـ

৫০৪৫. ফাহাদ ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাহে রামাযানের এগার তারিখে সফরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। সাহাবগণ তাঁর সঙ্গে সিয়াম পালন করেন। যখন তিনি 'কুদাইদ' নামক জায়গায় পৌছান তখন সিয়াম ভঙ্গ করে ফেলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্মুখে চলে গেলেন। অবশেষে দশ হাজার মুসলমান (সাহাবা) নিয়ে মাররুয্‌যাহ্‌রান জায়গায় অবতরণ করেন। যখন তিনি মাররুয্‌যাহরানে অবতরণ করেন, এ কথা কবীলা সুলায়ম ও কবীলা মুযায়না শুনল এবং কুরায়শের উপর তাঁর (আগমনের) সংবাদাদি বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। সুতরাং তাদের কাছে তাঁর আগমনের খবর পৌছায়নি। না তারা অবহিত ছিলো যে, তিনি কি করতে যাচ্ছেন। ঐ রাতে আবূ সুফইয়ান ইব্‌ন হারব, হাকীম ইব্‌ন হিযাম ও বুদায়ল ইব্‌ন ওয়ারাকা এটা প্রত্যক্ষ করার জন্য বের হলো যে, তারা তাঁর কোন সংবাদ পায় কিনা কিংবা তাঁর ব্যাপারে তারা কিছু শুনে কিনা।

যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাররুয্‌যাহরানে অবতরণ করেন, তখন আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) বললেন, কুরায়শের জন্য মন্দ প্রভাত, যদি তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে নিরাপত্তা প্রার্থনা না করে এবং তিনি মক্কায় বলপূর্বক প্রবেশ করেন তবে কুরায়শের জন্য হবে সমগ্র জীবনের ধ্বংস। বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাদা খচ্চরের উপর বসে বেরিয়ে গেলাম এবং পীল বৃক্ষের (ঝাড়ে) প্রবেশ করলাম, যেন কাঠুরে, দুধওয়ালা ও শ্রমিকদের সাথে মিলিত হয়ে তাদেরকে বলব যে, তারা কুরায়শদেরকে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সেখানে আগমনের সংবাদ দেয় এবং বলে যে, তারা যেন তাঁর কাছে বেরিয়ে আসে। বলেন, আমি আমার উদ্দেশ্যের অনুসন্ধানে ছিলাম যে, হঠাৎ আবূ সুফইয়ান ও বুদায়লের কথা শুনলাম, তারা উভয়ে প্রত্যাবর্তন করছিলো। আবূ সুফইয়ান বলছিলো, আজ রাতের ন্যায় আমি কখনো (এত) আগুন দেখিনি, না এরূপ বাহিনী দেখেছি। বুদায়ল বল্‌ল, আল্লাহ্‌র কসম! এরা কবীলা খোযা'আ; যারা যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়েছে। আবূ সুফইয়ান বলল, আল্লাহ্‌র কসম, কবীলা খোযা'আ তো নিতান্ত-ই দুর্বল, তাদের এরূপ আগুন কোথায়! (আব্বাস রা বলেন) আমি আবূ সুফইয়ানের আওয়াজ চিনে ফেলি, আমি বললাম, হে আবূ হান্‌যালা! বলেন, সেও আমার আওয়াজ চিনে ফেলে এবং বলল, আবুল ফযল নাকি? বলেন, আমি বললাম, হাঁ! আমিই। সে বলল, তোমার কি হয়েছে, আমার মাতা-পিতা তোমার উপর উৎসর্গ হোক। বলেন, আমি বললাম, তোমার জন্য ধ্বংস, আল্লাহ্‌র কসম! ইনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর সাহাবা কিরাম। কুরায়শের প্রভাতের উপর আফসোস! আল্লাহ্‌র কসম, যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলপূর্বক মক্কাতে প্রবেশ করেন এবং এর পূর্বে

যদি তারা এসে তাঁর নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা না করে তবে কুরায়শের জন্য চিরস্থায়ী ধ্বংস। সে বলল, তাহলে এর উপায় কি, আমার মাতা-পিতা তোমার উপর উৎসর্গ হোক। বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম, কোন উপায় নেই। তবে তুমি আমার এই সওয়ারীর পিছনে আরোহণ কর, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দরবারে নিয়ে যাব। আল্লাহ্ কসম! যদি তিনি তোমার উপর কাবু পেয়ে যান তবে তোমার গর্দান উড়িয়ে দেবেন। বলেন, সে খচ্চরের পিঠে আরোহণ করলো, আর তার দুই সাথী ফিরে চলে গেলো। আব্বাস (রা) বলেন, আমি যখন মুসলমানদের কোন এক আগুনের (অর্থাৎ ছাউনি) কাছ দিয়ে যেতাম, তারা জিজ্ঞাসা করত, এ কে? যখন তারা লক্ষ্য করত তো বলত, ইনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর চাচা, যিনি তার খচ্চরের উপর সওয়ার। অবশেষে আমি উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) -এর আগুনের (ছাউনি) কাছ দিয়ে অতিক্রম করলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ কে? এবং আমার দিকে উঠে এলেন।

যখন আবূ সুফইয়ানকে সওয়ারীর উপরে আমার পিছনে দেখলেন তখন তাকে চিনে ফেললেন এবং বললেন, আবূ সুফইয়ান? আল্লাহ্র দুশমন, ঐ আল্লাহ্র জন্য প্রশংসা, যিনি তোকে আমার নিয়ন্ত্রণে দিয়েছেন। আর দ্রুত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দিকে বেরিয়ে গেলেন। আমিও খচ্চরকে আঘাত করলাম (দ্রুত) দৌড়ালাম। আমি তাঁর আগে চলে গেলাম, যেমনিভাবে মন্থর গতিসম্পন্ন সওয়ারী মন্থর গতিসম্পন্ন মানুষের থেকে আগে চলে যায়। অতঃপর আমি খচ্চর থেকে দ্রুত নেমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দরবারে উপস্থিত হলাম। উমার (রা) ও এলেন এবং প্রবেশ করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ হলো আবূ সুফইয়ান। আল্লাহ্ তা'আলা কোন চুক্তি ও অঙ্গীকার ব্যতীত তার উপর নিয়ন্ত্রণ দিয়েছেন। আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিব। (আব্বাস রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি। বলেন, এর পর আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে বসে গেলাম এবং তাঁর মাথা ধরে বললাম, আল্লাহ্র কসম, আপনার সঙ্গে আমি ব্যতীত কেউ গোপন কথা (পরামর্শ) বলবেনা। বলেন, যখন উমার (রা) তার ব্যাপারে অধিক বলতে লাগলেন, আমি বললাম, হে উমার! থামুন, যদি বানূ আদী ইব্ন কা'ব থেকে কোন ব্যক্তি হত তবে আপনি এ কথা বলতেন না। কিন্তু আপনি জানেন যে, এ বানূ আব্দ মানাফ থেকে এক ব্যক্তি। তিনি বললেন, হে আব্বাস! থামুন আল্লাহ্র কসম, যেদিন আপনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন আপনার ইসলাম গ্রহণ করাটা আমার কাছে (আমার পিতা) খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ অপেক্ষা অধিক পসন্দনীয় ছিলো। (অর্থাৎ যদি সে ইসলাম গ্রহণ করতো তবে আমার এতটুকু আনন্দ হত না, যতটুকু আনন্দ আপনার ইসলাম গ্রহণে হয়েছে)। আর এটা এই জন্য যে, আমি অবহিত যে, আপনার ইসলাম গ্রহণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর অধিক পসন্দনীয়। অনন্তর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে তার নিবাসে নিয়ে যাও। সকালে আমার কাছে নিয়ে এস।

বলেন, যখন সকাল হলো তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দরবারে উপস্থিত হলাম। তিনি তাকে দেখে বললেন, হে আবূ সুফইয়ান! তোমার জন্য আফসোস, তোমার জন্য কি এখনো সেই সময় আসেনি, যাতে তুমি সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই? সে বলল, আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, আপনি কতইনা ধৈর্যশীল, মহান ও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী। আল্লাহ্র কসম! আমার হৃদয়ে একথা এসেছে যে, যদি আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কেউ (মা'বুদ) হত তবে এখন পর্যন্ত কিছু একটা উপকার দিত। তিনি বললেন, হে আবূ সুফইয়ান! তোমার জন্য আক্ষেপ। তোমার জন্য কি এখনো সময় আসেনি যে তুমি এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আমি আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল? সে বলল, আমার মাতা-পিতা আপনার উপর উৎসর্গ, আপনি কতইনা ধৈর্যশীল, মহান ও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী। আল্লাহ্র কসম! এই একটি মাত্র বিষয়, যে ব্যাপারে এখন পর্যন্ত আমার হৃদয়ে খটকা বা সন্দেহ বিরাজমান। আব্বাস

(রা) বলেন, আমি বললাম, তোমার জন্য ধ্বংস, তোমার গর্দান উড়িয়ে দেয়ার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ কর এবং এ কথার সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্র রাসূল। বলেন, অনন্তর সে সত্য সাক্ষ্য প্রদান করল এবং ইসলাম গ্রহণ করল। আব্বাস (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আবু সুফইয়ান ফখর বা সুখ্যাতিকে পসন্দ করে। তাঁর জন্য কিছু একটা সম্মানের বস্তু নির্ধারণ করুন। তিনি বললেন, হাঁ, যে ব্যক্তি আবূ সুফইয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। যে ব্যক্তি নিজের দরোজা বন্ধ করে দিবে (বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেনা) সে নিরাপদ। অতঃপর আমি যখন ফিরে চললাম, তিনি বললেন, হে আব্বাস! তাঁকে উপত্যকার কোন সংকীর্ণ গিরিপথে সৈন্য বাহিনী অতিক্রম করার জায়গায় দাঁড় করে দাও। এবং সেখান দিয়ে আল্লাহ্র বাহিনী অতিক্রম করবে, তিনি তা প্রত্যক্ষ করবেন।

বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে যে জায়গার নির্দেশ দিয়েছেন আমি তাঁকে সেই জায়গায় দাঁড় করালাম। বলেন, সেখান দিয়ে বিভিন্ন কবীলা নিজ নিজ ঝাণ্ডা নিয়ে অতিক্রম করছিলো। যখন তাঁর কাছ দিয়ে একটি কবীলা অতিক্রম করত তো জিজ্ঞাসা করতেন ঃ এটা কোন্ কবীলা (-এর বাহিনী)? আমি বললাম, কবীলা বানূ সুলায়ম। বলেন, আবূ সুফইয়ান (রা) বললেন, বানূ সুলায়ম দিয়ে আমার কাজ কি? এরপর আরেকটি কবীলা অতিক্রম করল। জিজ্ঞাসা করলেন, এরা কোন্ কবীলার (বাহিনী)? আমি বললাম, কবীলা মুযায়না। বললেন, মুযায়নার সাথে আমার কি সম্পর্ক। এমনিভাবে অপরাপর কবীলাগুলো অতিক্রম করে গেল। যে কবীলাই অতিক্রম করত তিনি আমাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন এবং আমি তাঁকে সে ব্যাপারে বলে দিতাম; তিনি বলতেন, অমুক কবীলা দিয়ে আমার কি হবে।

অবশেষে (সর্বশেষ) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সবুজ রঙা বাহিনীতে অতিক্রম করেন। তাতে মুহাজির ও আনসার উভয়ে ছিলেন। তাদের থেকে প্রত্যেক লোহাতে নড়াচড়াকারী দেখাচ্ছিলো। (অর্থাৎ পূর্ণরূপে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত) আবূ সুফইয়ান (রা) বললেন, সুবহানাল্লাহ্! হে আব্বাস! এরা কারা? আমি বললাম, ইনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর সঙ্গে মুহাজির ও আনসার (সাহাবা কিরাম রা)। তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! এদের সঙ্গে কারো মুকাবিলা করার শক্তি নেই। হে আবূ ফযল! আল্লাহ্র কসম, তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র তো শত্রুদের উপর বাদশাহ হয়ে গেছে। বলেন, আমি বললাম, হে আবূ সুফইয়ান! তোমার জন্য ধ্বংস। এটা নবুওয়াত (বাদশাহী নয়)। আবূ সুফইয়ান (রা) বললেন, হাঁ! বলেন, আমি বললাম, তোমার কাওমের শরণাপন্ন হও, তাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাও। অবশেষে তিনি যখন তাদের কাছে গেলেন, তখন উঁচু আওয়াজে চিৎকার করে বললেন, হে কুরায়শের দল! এই সে মুহাম্মদ ﷺ এই রূপ বাহিনী নিয়ে এসেছেন, যাদের প্রতিরোধ বা মুকাবিলা করতে তোমরা সক্ষম নও। যে ব্যক্তি আবূ সুফইয়ান (রা-এর) গৃহে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। তখন হিন্দ বিন্ত উত্বা ইব্ন রবী'আ তাঁর উদ্দেশ্যে দাঁড়াল এবং খুঁটি ধরে বলতে লাগল, কতশক্ত চর্বি সম্পন্ন (বীর) নিহত হয়েছে, এটা তো নিতান্ত-ই মন্দ বাহিনী। আবূ সুফইয়ান (রা) বললেন, তোমার জন্য ধ্বংস! তোমাদের পক্ষ থেকে এটা যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে। তোমাদের কাছে ঐ বাহিনী এসে গেছে, যার মোকাবিলা করার কারো শক্তি নেই। যে ব্যক্তি আবূ সুফইয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। তারা বলল, আল্লাহ্ তোমাকে ধ্বংস করুক। তোমার গৃহ দ্বারা কি-ই আর লাভ হবে। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নিজের দরজা বন্ধ করবে সেও নিরাপদ।

বস্তুত এই হাদীসের সনদ মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন) ও সহীহ্। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মক্কা মুকাররমা বলপূর্বক বিজিত হয়েছে এবং সন্ধি সূত্রে বিজিত হয়নি। আর এটা সাব্যস্ত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও কুরায়শের মাঝে যে সন্ধি স্থাপিত ছিলো তা তাঁর মক্কা আগমনের পূর্বে খতম হয়ে গিয়েছিলো।

সে ব্যক্তি কি আব্বাস (রা)-এর এই বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করছেনা যে, "কুরায়শের প্রভাতের উপর আফসোস" – যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট তারা এসে নিরাপত্তা প্রার্থনা করার পূর্বে তিনি মক্কাতে বলপূর্বক প্রবেশ করেন তবে কুরায়শের জন্য চিরস্থায়ী ধ্বংস নেমে আসবে।

তবে তোমাদের কি ধারণা যে, আব্বাস (রা) নিজের সর্বোত্তম অভিমত ও বুদ্ধি সত্ত্বেও এই ধারণা করতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিরাপত্তা এবং সন্ধি সত্ত্বেও কুরায়শকে শায়েস্তা করবেন। এটা অসম্ভব ব্যাপার যা আদৌ হতে পারেনা এবং কোন বুদ্ধিমান ও দ্বীনদারের জন্য জায়িয নেই যে, সে তাঁর ব্যাপারে এরূপ ধারণা পোষণ করবে। অতঃপর এই আব্বাস (রা) আবূ সুফইয়ান (রা)-কে এভাবে সম্বোধন করেছেন, বলেছেন, আল্লাহ্র কসম! যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাকে বাগে পেয়ে যান তবে তোমাকে হত্যা করে ফেলবেন। আল্লাহ্র কসম! যদি তিনি বলপূর্বক মক্কাতে প্রবেশ করেন তাহলে কুরায়শের জন্য ধ্বংস। এবং আবূ সুফইয়ান তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদ করে নাই। আর তাঁকে এটা বলেন নাই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মক্কাতে প্রবেশ করার ব্যাপারে আমার ও কুরায়শের ভয় কিসের। আমাদের তো তাঁর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা অর্জিত আছে। তিনি তো মক্কায় প্রবেশ করে বানূ 'নাফাসা' থেকে কবীলা খোযা'আর বদলা নিবেন, অবশিষ্ট কুরায়শদের থেকে নয় এবং না সমস্ত মক্কাবাসীদের থেকে। যখন তাকে আব্বাস (রা) বললেন, "আল্লাহ্র কসম! যদি তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাগে পেয়ে যান তবে তিনি তোমার গর্দান উড়িয়ে দিবেন।" এর উত্তরে আবূ সুফইয়ান এটা বলেননি যে, তিনি আমার গর্দান কেন উড়িয়ে দিবেন, আমার তো তাঁর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা অর্জিত রয়েছে।

অতঃপর এই উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) আবূ সুফইয়ানকে দেখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ হলো আবু সুফইয়ান। আল্লাহ্ তা'আলা কোন চুক্তি এবং অঙ্গীকার ব্যতীত তাকে আপনার বাগে নিয়ে এসেছেন। আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান মেরে দেই। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার এ কথার প্রতিবাদ করেন নাই। কেননা তাঁর মতে আবূ সুফইয়ানের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ও চুক্তি অর্জিত ছিলোনা। অতঃপর আবূ সুফইয়ান এ ব্যাপারে উমার (রা) -এর সঙ্গে বিবাদ করেন নাই, না তার পক্ষ থেকে আব্বাস (রা) প্রমাণ পেশ করেছেন। বরং আব্বাস (রা) তাঁকে বলেছেন, আমি তাকে আশ্রয় প্রদান করেছি। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উমার (রা) ও আব্বাস (রা) তাঁদের উভয়ের কথাকে প্রত্যাখ্যান করেন নাই। এটা প্রমাণ করে যে, যদি আব্বাস (রা)-এর পক্ষ থেকে আশ্রয় বা নিরাপত্তা অর্জিত না হত তাহলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উমার (রা) কে আবু সুফইয়ানের হত্যার সংকল্প থেকে বিরত রাখতেন না। সুতরাং সন্ধি বিলুপ্তির এর চেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ আর কী হতে পারে?

অতঃপর আবু সুফইয়ান (রা) যখন মক্কাতে প্রবেশ করেন তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে সম্মান তাঁকে দান করেছেন উঁচু আওয়াজে এর ঘোষণা দিয়েছেন, যে ব্যক্তি আবূ সুফইয়ান (রা)-এর গৃহে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ, যে ব্যক্তি নিজের দরজা বন্ধ করে দিবে সে নিরাপদ। বস্তুত কুরায়শরাও তখন তাঁকে বলেনি যে, আমাদের তোমার গৃহে প্রবেশ করার এবং আমাদের দরজা বন্ধ করার প্রয়োজন নেই, আমাদের নিরাপত্তা অর্জিত আছে যা আমাদেরকে অন্য কোন নিরাপত্তা তলব করা থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছে। কিন্তু তারা জেনে গিয়েছিলো যে, তারা প্রথমোক্ত নিরাপত্তা থেকে বেরিয়ে গিয়েছে এবং তাদের ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মাঝে স্থাপিত যে সন্ধি ছিলো তা ভেঙ্গে গিয়েছে। যখন তাদেরকে এই শব্দাবলী দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে তখন তারা নিরাপত্তায় নেই। তবে তারা ঐ নিরাপত্তা অর্জন করবে যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে (নতুনভাবে) দান করেছেন। অর্থাৎ তারা আবু সুফইয়ান (রা)-এর গৃহে প্রবেশ করবে কিংবা নিজেদের দরজা বন্ধ করে দিবে।

এর পর উম্মুহানি বিন্‌ত আবী তালিব (রা) থেকে এরূপ বিষয়বস্তু বর্ণিত আছে, যা প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মক্কাতে প্রবেশ করেছেন তখন সেটা দারুল হারব ছিলো, দারুল আমান ছিলোনা ঃ

٥٠٤٦ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ بَهْلُوْلٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ اَبِىْ مُرَّةَ مَوْلٰى عَقِيْلِ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّ اُمَّ هَانِىْ بِنْتَ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِاَعْلٰى مَكَّةَ فَرَّ اِلَىَّ رَجُلاَنِ مِنْ اَحْمَائِىْ مِنْ بَنِىْ مَخْزُوْمٍ وَكَانَتْ عِنْدَ هُبَيْرَةَ بْنِ اَبِىْ وَهْبٍ الْمَخْزُوْمِىْ فَدَخَلَ عَلَىَّ اَخِىْ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ لاَقْتُلَنَّهُمَا فَغَلَّقْتُ عَلَيْهِمَا بَيْتِىْ ثُمَّ جِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ فِىْ جُفْنَةٍ اَنَّ فِيْهَا اَثَرَ الْعَجِيْنِ وَفَاطِمَةُ اِبْنَتُهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ فَلَمَّا اغْتَسَلَ اَخَذَ ثَوْبَهُ فَتَوَشَّحَ بِهٖ ثُمَّ صَلّٰى ﷺ مِنَ الضُّحٰى ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَىَّ فَقَالَ مَرْحَبًا وَاَهْلاً بِاُمِّ هَانِئٍ مَاجَاءَ بِكَ فَاَخْبَرْتُهُ خَبَرَ الرَّجُلَيْنِ وَخَبَرَ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ قُلْ اَجَرْنَا مَنْ اَجَرْتِ وَاَمَنَّا مَنْ اَمَنْتِ ـ

৫০৪৬. ফাহাদ (র) .....আকীল ইব্‌ন আবী তালিবের আযাদকৃত গোলাম আবূ মুররা (র) থেকে বর্ণিত যে, উম্মুহানি বিন্‌ত আবী তালিব (রা) বলেন, (মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে) যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কার উঁচু এলাকায় অবতরণ করেন তখন আমার দেবরদের থেকে দুই ব্যক্তি, যারা বানূ মাখযুম গোত্রভুক্ত ছিলো, পলায়ন করে আমার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তিনি হুবায়রা ইব্‌ন আবী ওহাব মাখযুমীর স্ত্রী ছিলেন। বলেন, অনন্তর আমার ভাই আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) আমার নিকট এলেন এবং তিনি বললেন, আমি তাদের দু'জনকে অবশ্যই হত্যা করব। আমি তাদের উপর আমার গৃহ (দরজা) বন্ধ করে দিলাম। অতঃপর আমি মক্কার উঁচু এলাকায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলাম। আমি তাঁকে একটি গামলায় গোসলরত পেলাম। তাতে আটার চিহ্ন ছিলো। তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা) (সম্মুখে) কাপড় দিয়ে পর্দা দিয়ে রাখছিলেন, যখন তিনি গোসল শেষ করলেন তখন কাপড় দিয়ে শরীর জড়িয়ে নিলেন। অতঃপর তিনি চাশ্‌তের (সূর্যোদয় ও দ্বিপহরের মধ্যবর্তী সময়) আট রাক্‌আত সালাত আদায় করেন। সালাত শেষে আমার দিকে ফিরে বললেন, উম্মু হানির আগমন মুবারক হোক, কেন এসেছ? বলেন, আমি তাকে ঐ দু'ব্যক্তি ও আলী (রা)-এর ঘটনা শুনালাম। তিনি বললেন, তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম, এবং তুমি যাকে নিরাপত্তা প্রদান করেছ আমিও তাকে নিরাপত্তা প্রদান করলাম।

٥٠٤٧ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِىْ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبَرِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ اَبِىْ مُرَّةَ مَوْلٰى عَقِيْلٍ عَنْ فَاخِتَةَ اُمِّ هَانِئٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اغْتَسَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ثُمَّ صَلّٰى ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ فِىْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرْفَيْهِ قَالَتْ فَقُلْتُ اِنِّىْ اَجَرْتُ حَمْوِىَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَاَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقْلِتُ عَلَيْهِمَا لِيَقْتُلَهُمَا قَالَتْ فَقَالَ مَا كَانَ لَهُ ذٰلِكَ قَدْ اَجَرْنَا مَنْ اَجَرْتِ وَاَمَنَّا مَنْ اَمَنْتِ ـ

৫০৪৭. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ফাখিতা অর্থাৎ উম্মুহানি (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন গোসল করলেন। অতঃপর এক কাপড়ে (জড়িয়ে) আট রাকআত (চাশ্‌তের সালাত) আদায় করলেন। তিনি ঐ কাপড়ের দুই প্রান্তকে বিপরীত দিকে করে বেঁধে নিয়েছিলেন। বলেন, আমি বললাম, আমি আমার মুশরিক দেবরদেরকে আশ্রয় প্রদান করেছি এবং আলী (রা) তাদেরকে হত্যা করার জন্য লেগে পড়ছেন। বলেন, তিনি বললেন, তার এই অধিকার নেই, যাকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ তাকে আমিও আশ্রয় দিলাম এবং যাকে তুমি নিরাপত্তা দিয়েছ তাকে আমিও নিরাপত্তা দিলাম।

তুমি কি লক্ষ্য করছনা যে, আলী (রা) মক্কার দুই মাখ্‌যূমী ব্যক্তিকে হত্যা করার সংকল্প করেছেন। যদি তারা নিরাপত্তায় থাকত তাহলে তিনি তাদেরকে হত্যা করার জন্য পিছনে পড়তেন না। অতঃপর উম্মুহানি (রা) তাদেরকে আশ্রয় প্রদান করেছেন। এতে করে যেন আলী (রা) -এর উপর তাদের খুন হারাম হয়ে যায়। কিন্তু তিনি (আলী রা) বলেন নাই যে, আপনি তাদেরকে হত্যা করতে পারবেননা। কেননা এরা দু'জন এবং সমগ্র মক্কাবাসী সন্ধি ও নিরাপত্তায় রয়েছে।

বস্তুত উম্মুহানি (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ঐ দুই মাখ্‌যূমী ব্যক্তির ব্যাপারে, আলী (রা)-এর সংকল্প এবং নিজের পক্ষ থেকে সেই দুই মাখ্‌যূমী ব্যক্তিকে আশ্রয় প্রদানের বিষয়ে বলেছেন। অনন্তর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেছেন, তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ আমিও তাকে আশ্রয় দিয়েছি এবং তুমি যাকে নিরাপত্তা প্রদান করেছ আমিও তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেছি। তিনি (উম্মুহানি রা) কর্তৃক তাদের আশ্রয় প্রদানের পূর্বে আলী (রা)-কে তাদেরকে হত্যা করার সংকল্পের কারণে ভর্ৎসনা করেন নাই। এতে প্রতীয়মান হয় যে, যদি তাঁর পক্ষ থেকে আশ্রয় প্রদান সঠিক না হত তাহলে ঐ দু'জনকে হত্যা করা শুদ্ধ হত। আর এটা অসম্ভব যে, পূর্ববর্তী সন্ধি ও নিরাপত্তা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তাদেরকে হত্যা করা তাঁর জন্য বৈধ হবে, এটাই ছিলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মক্কাতে প্রবেশ। সুতরাং এর চেয়ে অধিক স্পষ্ট কথা আর কোন্‌টি হতে পারে?

অতঃপর এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এর থেকেও অধিকতর স্পষ্ট কথা বর্ণিত আছে ঃ

٥٠٤٨ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ ثَنَا اُمَيَّةُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتِ الْبَنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رِبَاحٍ قَالَ وَفَدْنَا اِلٰى مُعَاوِيَةَ وَفِيْنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِحَدِيْثٍ مِّنْ حَدِيْثِكُمْ يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ ثُمَّ ذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةَ فَقَالَ اَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ فَبَعَثَ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ عَلٰى اِحْدَى الْمُجَنِّبَتَيْنِ وَبَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الْاُخْرٰى بَعَثَ اَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْحُسَّرِ فَاَخَذُوْا بَطْنَ الْوَادِيْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ كَتِيْبَةٍ فَنَظَرَ فَرَاٰنِيْ فَقَالَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ قَالَ اهْتِفْ لِيْ بِالْاَنْصَارِيْ وَلَايَاْتِيْنِيْ اِلاَّ اَنْصَارِيٌّ قَالَ فَهَتَفَ بِهِمْ حَتّٰى اِذَا طَافُوْا بِهٖ وَقَدْ وَبَّشَتْ قُرَيْشٌ اَوْبَاشَهَا وَاَتْبَاعَهَا فَقَالُوْا تَقَدَّمَ هٰؤُلَاءِ فَاِنْ كَانَ لَهُمْ شَيْءٌ كُنَّا مَعَهُمْ وَاِنْ اُصِيْبُوْا اَعْطَيْنَا الَّذِيْ سَاَلْنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْاَنْصَارِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ حِيْنَ طَافُوْا بِهٖ اُنْظُرُوْا اِلٰى اَوْبَاشِ قُرَيْشٍ وَاَتْبَاعِهِمْ ثُمَّ قَالَ بِاِحْدٰى يَدَيْهِ عَلَى الْاُخْرٰى

أُحْصُدُوْهُمْ حَصَادًا حَتَّى تُوَافُوْنِيْ بِالصَّفَا فَانْطَلَقُوْا فَمَا يَشَاءُ أَحَدٌ مِّنَّا أَنْ يَقْتُلَ مَا شَاءَ إِلاَّ قَتَلَ وَمَا تَوَجَّهَ إِلَيْنَا أَحَدٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ أَبُوْ سُفْيَانَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أُبِيْحَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشٍ وَلاَ قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِيْ سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ فَأَغْلَقَ النَّاسُ أَبْوَابَهُمْ وَأَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ فَأَتَى عَلَى صَنَمٍ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَعْبُدُوْنَهُ وَفِيْ يَدِهِ قَوْسٌ فَهُوَ أُخِذَ بِسِيَةِ الْقَوْسِ فَلَمَّا أَنْ أَتَى عَلَى الصَّنَمِ جَعَلَ يَطْعَنُ فِيْ عَيْنَيْهِ وَيَقُوْلُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الصَّفَا فَصَعِدَ عَلَيْهَا حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللّٰهَ وَيَدْعُوْهُ بِمَا شَاءَ اللّٰهُ وَالأَنْصَارُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ تَحْتَهُ فَقَالَتِ الأَنْصَارُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَدْرَكَتْهُ رُغْبَةٌ فِيْ قَرَابَتِهِ وَرَأْفَةٌ بِعَشِيْرَتِهِ فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَجَاءَهُ الْوَحْيُ بِهِ وَكَانَ إِذَا جَاءَ لَمْ يَخْفَ عَلَيْنَا فَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَقُلْتُمْ أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَدْرَكَتْهُ رُغْبَةٌ فِيْ قَرَابَتِهِ وَرَأْفَةٌ بِعَشِيْرَتِهِ قَالُوْا لَوْكَانَ ذَكَرَ قَالَ كَلاَّ إِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ هَاجَرْتُ إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَيْكُمْ وَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ فَأَقْبَلُوْا يَبْكُوْنَ إِلَيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ وَاللّٰهِ مَا قُلْنَا الَّذِيْ قُلْنَا إِلاَّ ضِنًّا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ قَالَ فَإِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ ـ

৫০৪৮. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আবী মারইয়াম (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রিবাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের প্রতিনিধি দল মু'আবিয়া (রা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয় এবং আমাদের মাঝে আবূ হুরায়রা (রা) ও বিদ্যমান ছিলেন। তিনি বললেন, হে আনসারের দল! আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের সম্পর্কিত একটি হাদীস্ শুনাব না? অতঃপর তিনি মক্কা বিজয়ের বিষয় উল্লেখ করে বললেন, যখন নবী ﷺ মক্কাতে আগমন করেন তখন তিনি এভাবে প্রবেশ করেন যে, যুবাইর ইব্‌ন আওয়াম (রা) কে সৈন্য বাহিনীর একাংশের উপর নির্ধারণ করেন, খালিদ ইব্‌ন ওলীদ (রা)-কে অপরাংশের উপর নির্ধারণ করেন এবং আবূ উবায়দা (রা) কে সম্মুখাংশের উপর নির্ধারণ করেন। তারা বাত্‌নে ওয়াদীতে চলে গিয়েছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সৈন্য বাহিনীর একাংশে ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন এবং আমাকে দেখলেন। বললেন, হে আবূ হুরায়রা! আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমি উপস্থিত। বললেন, আনসারদেরকে আমার কাছে ডাক এবং আনসাদের ব্যতীত অন্য কাউকে ডেকনা। বলেন, তিনি তাদেরকে ডাকলেন। তারা তাঁর চারপাশে সমবেত হলো এবং কুরায়শরা নিজেদের লম্পট ও তাদের অনুসারীদেকে একত্রিত করল। তারা বলল, এরা সম্মুখে অগ্রসর হয়েছে, যদি তারা সফল হয় তবে আমরা তাদের সঙ্গী হয়ে যাব। আর যদি তারা মারা যায় তাহলে আমরা তাদেরকে ততটুকু সম্পদ প্রদান করব যা তারা চাইবে। নবী ﷺ-এর পাশে যখন আনসারগণ একত্রিত হলেন তখন তিনি তাদেরকে বললেন, কুরায়শদের লম্পট ও তাদের অনুসারীদের প্রতি লক্ষ্য রেখ। অতঃপর এক হাত অপর হাতের উপর রেখে বললেন, তাদেরকে উত্তমরূপে কাট (হত্যা কর)। অবশেষে

তোমরা সাফা (পাহাড়ে) আমার সঙ্গে এসে মিলিত হও। সুতরাং তাঁরা চললেন, আমাদের থেকে যে কেউ যাকে ইচ্ছা করত হত্যা করত এবং তাদের কেউ আমাদের দিকে মনোনিবেশ করে নাই। আবূ সুফইয়ান (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কুরায়শের যুবকদেরকে রক্ষা করুন। (অন্যথায়) আজকের পরে কুরায়শের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকবেনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি নিজের দরজা বন্ধ করে দিবে সে নিরাপদ, যে ব্যক্তি আবু সুফইয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। অনন্তর লোকেরা তাদের দরজা বন্ধ করে দিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন এবং হাজরে আস্‌ওয়াদ-এর নিকট এসে তা চুম্বন করলেন, এর পর বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করলেন। অতঃপর বায়তুল্লাহর একপাশে স্থাপিত মূর্তির কাছে এলেন, যাকে তারা উপাসনা করত। তাঁর হাতে ধনুক ছিলো, তিনি ধনুকের প্রান্ত ধারণ করেছিলেন। যখন তিনি মূর্তির কাছে এলেন তখন এর চোখগুলোতে (ধনুকের প্রান্ত) বিদ্ধ করতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন ঃ

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ـ

যখন তিনি তাওয়াফ থেকে অবসর হলেন তখন সাফা'র দিকে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং এর উপর আরোহণ করে বায়তুল্লাহ্‌র দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তারপর তাঁর হাত উত্তোলন করে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করতে লাগলেন এবং তাঁর কাছে দু'আ করলেন, যা আল্লাহ্ তা'আলা চেয়েছেন। আনসারগণ এর নীচে ছিলেন। আনসারগণ পরস্পরে বলতে লাগলেন, তাঁকে আত্মীয়তার প্রতি আকর্ষণ এবং গোত্রের প্রতি মেহেরবানী পেয়ে বসেছে। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, তাঁর উপর এই মর্মে ওহী এলো আর যখন তাঁর উপর ওহী আসত সেটা আমাদের (সাহাবাদের) উপর গোপন থাকত না এবং (আমাদের) লোকদের থেকে কেউ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে মাথা উঠাতে পারত না; অবশেষে ওহী (অবতরণ) সমাপ্ত হয়ে যেত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আনসারের দল! তোমরা কি এটা বলেছ যে, ঐ ব্যক্তিকে (তাঁকে) আত্মীয়তার প্রতি আকর্ষণ এবং কবীলার প্রতি মেহেরবানী পেয়ে বসেছে। তাঁরা বললেন, সম্ভবত এই আলোচনা হয়েছে। তিনি বললেন, কস্মিন কালেও নয়, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি আল্লাহ্ তা'আলার দিকে এবং তোমাদের দিকে হিজরত করেছি। আমার জীবন তোমাদের জীবনের সাথে এবং আমার মৃত্যু তোমাদের মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত। অনন্তর তাঁরা কাঁদতে কাঁদতে সম্মুখে অগ্রসর হলেন এবং বলতে লাগলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমরাতো এই কথা শুধু আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে কৃপণতার কারণে বলেছি (অর্থাৎ আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সা কে অন্য কাউকে দিতে চাইনি)। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল তোমাদের সত্যায়ন করছেন এবং তোমাদের ওযর গ্রহণ করছেন।

বস্তুত এই আবূ হুরায়রা (রা), লোকটি বলছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে) মক্কাতে প্রবেশ করার সময় কুরায়শরা তাদের লম্পটদের এবং তাদের অনুসারীদেরকে যুদ্ধের জন্য একত্রিত করে এবং বলেছিলো, এরা অগ্রসর হয়েছে (এসেছে)। যদি তারা সফলকাম হয় তবে আমরা তাদের সঙ্গী হয়ে যাব। আর যদি তারা নিহত হয় তাহলে তারা যা কিছু আমাদের কাছে চাইবে আমরা প্রদান করব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের একথা সম্পর্কে অবহিত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আনাসরদেরকে বললেন, কুরায়শদের লম্পটদের ও তাদের অনুসারীদের প্রতি লক্ষ্য রেখ। অতঃপর তিনি তাঁর এক হাত অপর হাতের উপর মেরে বললেন, তাদেরকে উত্তমরূপে কাট। অবশেষে তোমরা সাফা পাহাড়ে এসে আমার সঙ্গে মিলিত হবে। অনন্তর আমাদের থেকে যে ব্যক্তি যাকে ইচ্ছা করছে হত্যা করেছে এবং তাদের থেকে কেউ আমাদের দিকে মনোনিবেশ করে নাই। এই প্রবেশ কি নিরাপত্তার উপর ছিলো। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রতি ইহ্‌সান ও

ক্ষমা করেছেন। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত এই হাদীসে সুলায়মান ইব্‌ন মুগীরা (রা)-এর রিওয়ায়াত অপেক্ষা কিছুটা অতিরিক্তও বর্ণিত আছে।

٥٠٤٩ ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ سَلاَّمِ بْنِ مِسْكِيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ ثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ سَارَ اِلٰى مَكَّةَ لِيَسْتَفْتِحَهَا فَسَرَّحَ اَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَخَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَلَمَّا بَعَثَهُمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اهْتِفْ بِالْاَنْصَارِ فَنَادٰى يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ اَجِيْبُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَجَاؤُا كَمَا كَانُوْا عَلٰى مُعْتَادٍ ثُمَّ قَالَ اُسْلُكُوْا هٰذَا الطَّرِيْقَ وَلاَ يَشْرَفَنَّ اَحَدُ اِلاَّ اَىْ قَتَلْتُمُوْهُ وَسَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَفَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ فَمَا قُتِلَ يَوْمَئِذٍ اَلْاَرْبَعَةُ قَالَ ثُمَّ دَخَلَ صَنَادِيْدُ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ الْكَعْبَةَ وَهُمْ يَظُنُّوْنَ اَنَّ السَّيْفَ لاَيُرْفَعُ عَنْهُمْ ثُمَّ طَافَ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَتَى الْكَعْبَةَ فَاَخَذَ بِعِضَادَتَىِ الْبَابِ فَقَالَ مَا تَقُوْلُوْنَ وَمَا تَظُنُّوْنَ فَقَالُوْا نَقُوْلُ اَخٌ وَابْنُ عَمٍّ حَلِيْمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقُوْلُ كَمَا قَالَ يُوْسُفُ لاَتَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ قَالَ فَخَرَجُوْا كَاَنَّمَا نُشِرُوْا مِنَ الْقُبُوْرِ فَدَخَلُوْا فِى الْاِسْلاَمِ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْبَابِ الَّذِىْ يَلِىَ الصَّفَا فَخَطَبَ وَالْاَنْصَارُ اَسْفَلَ مِنْهُ فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اَمَا اِنَّ الرَّجُلَ اَخَذَتْهُ الرَّاْفَةُ بِقَوْمِهِ وَاَدْرَكَتْهُ الرَّغْبَةُ فِىْ قَرَابَتِهِ قَالَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ الْوَحْىَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ اَقُلْتُمْ اَخَذَتْهُ الرَّاْفَةُ بِقَوْمِهِ وَاَدْرَكَتْهُ الرَّغْبَةُ فِىْ قَرَابَتِهِ فَمَا نَبِىٌّ اَنَا اِذًا كَلاَّ وَاللّٰهِ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ حَقًّا اِنَّ الْمَحْيَا لَمَحْيَاكُمْ وَاِنَّ الْمَمَاتَ لَمَمَاتُكُمْ قَالُوْا وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا قُلْنَا اِلاَّ مَخَافَةَ اَنْ تُفَارِقَنَا اِلاَّ ضِنًّا بِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْتُمْ صَادِقُوْنَ عِنْدَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ قَالَ فَوَاللّٰهِ مَابَقِىَ مِنْهُمْ رَجُلٌ اِلاَّ نَكَسَ نَحْرَهُ بِدُمُوْعِ عَيْنَيْهِ ـ

৫০৪৯. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রিবাহ (র) সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে সফর করলেন, তখন আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ (রা), যুবাইর ইব্‌ন আওয়াম (রা) ও খালিদ ইব্‌ন ওলীদ (রা)-কে প্রেরণ করেন। যখন তাদেরকে প্রেরণ করেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ হুরায়রা (রা)-কে বললেন, আনসারদেরকে আওয়াজ দাও। তিনি ডাকলেন, হে আনসারের দল! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে হাযির হও। তারা হাযির হলো যেমন তাঁদের অভ্যাস ছিলো। অতঃপর বললেন, এই পথে চল এবং যে কেউ উঁচু এলাকা থেকে আসবে তাকে হত্যা কর। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চললেন, আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের বিজয় দান করলেন। সেই দিন তাদের চার ব্যক্তি নিহত হয়। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, অতঃপর কুরায়শের মুশরিক সরদারগণ কা'বাতে প্রবেশ করে। তাদের ধারণা ছিলো যে, তাদের থেকে তারবারি (আর) উঠানো হবেনা। অতঃপর তিনি ﷺ তাওয়াফ করেন এবং দু'রাক্আত সালাত

আদায় করেন। এরপর কা'বার কাছে এসে দরজার চৌকাঠের দুই প্রান্ত ধরে বললেন, তোমরা কি বলছ, তোমাদের কি ধারণা? তারা বলল, আমরা বলছি, আপনি ভাই, চাচাত ভাই এবং দয়ালু ও ধৈর্যশীল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি সেই কথা বলছি, যা ইউসুফ (আ) বলেছিলেন ঃ আজকে তোমাদের বিরুদ্ধে (কোন) অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তিনি সর্বাপেক্ষা দয়ালু। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, তারা তো বেরিয়ে গেল, যেন তাদেরকে কবর থেকে বের করা হয়েছে। (অর্থাৎ নতুন জীবন লাভ হয়েছে)। তারা ইসলাম গ্রহণ করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ দরজা দিয়ে বের হলেন, যা 'সাফা'র সাথে মিলিত। তিনি খুত্বা (ভাষণ) দিলেন। আনসারগণ এর নিচে ছিলেন। আনসারগণ পরস্পরে বলতে লাগল, তাঁকে তাঁর কাওমের প্রতি মেহেরবানী এবং আত্মীয়তার প্রতি আকর্ষণ পেয়ে বসেছে। বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর উপর ওহী অবতীর্ণ করেন। তিনি বললেন, হে আনসারের দল? তোমরা কি বলেছ যে, তাঁকে কাওমের প্রতি মেহেরবানী এবং আত্মীয়তার প্রতি আকর্ষণ বেষ্টন করে নিয়েছে? ওই অবস্থায় তো আমি নবী হবনা। কস্মিনকালেও নয়, আল্লাহ্র কসম! আমি আল্লাহ্র সত্য রাসূল। অবশ্যই আমার জীবন তোমাদের জীবনের সঙ্গে আমার মৃত্যু তোমাদের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত। তারা বলল, আল্লাহ্র কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা এ কথা শুধু এই আশংকায় বলেছিলাম, যেন আপনি আমাদের থেকে পৃথক হয়ে না যান এবং আমরা আপনার বিষয়ে (অন্যদের সাথে) কৃপণতা করি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কাছে সত্য। বলেন, আল্লাহ্র কসম! তাদের থেকে কেউ এরূপ ছিলো না, যে কিনা অশ্রুসজল চোখে তাঁর সম্মুখে অবনত না হয়েছে।

সে ব্যক্তি কি লক্ষ্য করছেনা যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **মক্কাতে প্রবেশ** করার পর কুরায়শদের ধারণা ছিলো যে, তাদের থেকে তরবারি (আর) উঠানো হবে না। তোমারদের ধারণা কি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান সত্ত্বেও তারা তাকে ভয় পাচ্ছিলো। আল্লাহ্র কসম! তাঁর পবিত্র সত্তা ভীতির জায়গায় ছিলোনা। বরং তারা জানত যে, তাঁর ইখতিয়ার রয়েছে, ইচ্ছা করলে হত্যা করবেন এবং ইচ্ছা করলে ইহ্সান তথা ক্ষমা প্রদর্শন করবেন। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করেছেন এবং তাঁকে ইখতিয়ার প্রদান করেছেন যে, তাদের ব্যাপারে পূর্বেও এবং এর পরেও যা আল্লাহ্ তা'আলা চান ফয়সালা করবেন। আর তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতঃপর সেই দিন তিনি তাদেরকে বলেছেন ঃ আজকের পরে মক্কাতে (নগরীতে) কখনও লড়াই সংঘটিত হবেনা।

٥٠٥٠ـ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْبَرْصَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لَاتُغْزٰى مَكَّةُ بَعْدَ هٰذَا الْيَوْمِ اَبَدًا قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ تَفْسِيْرُ هٰذَا الْحَدِيْثِ لِاَنَّهُمْ لَايَكْفُرُوْنَ اَبَدًا فَلَا يُغْزَوْنَ عَلَى الْكُفْرِ هٰذَا لَا يَكُوْنُ اِلَّا وَدُخُوْلُهُ اِيَّاهَا دُخُوْلَ غَزْوٍ ثُمَّ قَالَ ﷺ لَايُقْتَلُ قُرَشِىٌّ بَعْدَ هٰذَا الْيَوْمِ صَبْرًا ـ

৫০৫০. রাওহ ইব্নুল ফারাজ (র) .....হারিস ইব্ন বারসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি, তিনি মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন ঃ আজকের পরে মক্কা নগরীতে কখনও লড়াই সংঘটিত হবেনা। আবূ সুফইয়ান (রা) বলেন, এই হাদীসের বিশ্লেষণ হলো যে, তারা আর কখনও কুফরী করবেনা এবং কুফরীর প্রেক্ষীতে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই হবে না। বস্তুত তাঁর একথা বলা তখন-ই হতে পারে যখন তাতে

(মক্কাতে) তাঁর প্রবেশ লড়াইর জন্য হবে। অতঃপর তিনি (সা) বলেছেন ঃ আজকের পরে কোন কুরায়শীকে বন্দী করে হত্যা করা হবে না।

٥٠٥١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ ثَنَا اَبِيْ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُطِيْعٍ سَمِعْتُ مُطِيْعًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ يَقُوْلُ لَايُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ هٰذَا الْيَوْمِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ قَالَ فَدَلَّ ذٰلِكَ اَنَّ دِمَاءَ قُرَيْشٍ اِنَّمَا حُرِّمَتْ بَعْدَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ لِمَا كَانَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُرْمَتُهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهِمْ ثُمَّ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ خُطْبَةً بَيَّنَ فِيْهَا حُكْمَ مَكَّةَ قَبْلَ دُخُوْلِهِ اِيَّاهَا وَحُكْمَهَا وَقْتَ دُخُوْلِهِ اِيَّاهَا وَحُكْمَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ -

৫০৫১. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবী মারয়াম (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুতী' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুতী' (রা) কে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মক্কা বিজয়ের দিন বলতে শুনেছি, আজকের পরে কিয়ামত পর্যন্ত কোন কুরায়শীকে বন্দী করে হত্যা করা হবেনা। বলেন, এতে প্রতীয়মান হয় যে, ঐ দিনের পরে কুরায়শের রক্ত হারাম হয়ে গিয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ থেকে সেই দিন তাদের উপর সেটা হারাম ঘোষিত হয়েছে। অতঃপর তিনি সেই দিন খুত্বা (ভাষণ) দিয়েছেন। তাতে তিনি মক্কায় প্রবেশ করার পূর্বের বিধান, তাতে প্রবেশ করার সময়ের এবং এর পরবর্তী বিধান বর্ণনা করেছেন।

٥٠٥٢- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَمْرُوبْنُ عَوْنِ بْنِ اِسْمٰعِيْلَ اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَوَضَعَهَا بَيْنَ هٰذَيْنِ الْاَخْشَبَيْنِ ثُمَّ لَمْ تَحِلَّ لِاَحَدٍ قَبْلِيْ وَلَمْ تَحِلَّ لِيْ اِلاَّ سَاعَةً مِّنْ نَهَارٍ وَلَايُخْتَلٰى خَلَاهَا وَلَايُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهَا لَا يُرْفَعُ لُقْطَتُهَا اِلاَّ مُنْشِدُهَا فَقَالَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِلاَّ الْاِذْخِرُ -

৫০৫২. ইব্রাহীম ইব্ন আবী দাউদ (র) ..... আমর ইব্ন আওন ইব্ন ইসমাঈল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা মক্কাকে ঐ দিন হারাম সাব্যস্ত করেছেন, যে দিন তিনি আসমানসমূহ, যমীন, সূর্য ও চাঁদকে সৃষ্টি করেছেন এবং ওটাকে এই দুই পাথুরে পাহাড়ের মাঝে স্থাপন করেছেন। অতঃপর আমার পূর্বে কারো জন্য হালাল করা হয়নি এবং আমার জন্যও দিনের কিছুক্ষণের জন্য হালাল করা হয়েছে। এর ঘাস কর্তন করা যাবে না, না এর বৃক্ষ কর্তন করা যাবে। এর শিকার তাড়ানো যাবে না, এর পতিত সম্পদকেও ঐ ব্যক্তি তুলতে পারবে, যে এর ঘোষণা দিবে। আব্বাস (রা) বললেন, তবে 'ইয্খির' (সুগন্ধিময় ঘাস) কর্তন করা যেতে পারে।

٥٠٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ ذِئْبٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ الْمَقْبُرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا شُرَيْحٍ الْكَعْبِيَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ

فَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يَسْفِكَنَّ فِيْهَا دَمًا وَّلَايَعْضِدَنَّ فِيْهَا شَجَرًا فَاِنْ تَرَخَّصَ مُتَرَخِّصٌ فَقَالَ قَدْ اُحِلَّتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّ اللّٰهَ اَحَلَّهَالِيْ وَلَمْ يَحِلَّهَا لِلنَّاسِ اِنَّمَا اَحَلَّهَا لِيْ سَاعَةً ـ

৫০৫৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... সাঈদ মাক্‌বুরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ শুরায়হ কা'বী (রা) থেকে শুনেছি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মক্কাকে আল্লাহ্ তা'আলা 'হারাম' করেছেন। কোন মানুষ তাকে 'হারাম' করেনি। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাত দিবসের উপর ঈমান রাখে সে কখনও এখানে রক্ত প্রবাহিত করবেনা, না এর কোন বৃক্ষ কর্তন করবে। যদি কোন (অনুসন্ধানকারী) অবকাশ খুঁজে বেড়ায় এবং বলে যে, তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য হালাল সাব্যস্ত করা হয়েছিলো। (শুনে রাখ) আল্লাহ্ তা'আলা তা আমার জন্য হালাল করেছেন, অন্য লোকদের জন্য হালাল করেননি। আর আমার জন্যও কেবল (দিনের) কিছুক্ষণের জন্য হালাল করেছেন।

٥٠٥٤ـ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ بُهْلُوْلٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ قَالَ وَحَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيْ عَنْ اَبِيْ شُرَيْحِ الْخُزَاعِيْ قَالَ لَمَّا بَعَثَ عَمْرُو بْنُ سَعِيْدِ الْبَعْثَ اِلٰى مَكَّةَ لِغَزْوَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ اَتَاهُ اَبُوْ شُرَيْحِ الْخُزَاعِيْ فَكَلَّمَهُ بِمَا سَمِعَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ خَرَجَ اِلٰى نَادِيْ قَوْمِهِ فَجَلَسَ فَقُمْتُ اِلَيْهِ فَجَلَسْتُ مَعَهُ فَحَدَّثَ عَمَّا حَدَّثَ عَمْرُوبْنُ سَعِيْدٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَمَّا جَاءَ بِهِ عَمْرُوبْنُ سَعِيْدٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ اِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ افْتَتَحَ مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُمِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ عَدَتْ خُزَاعَةُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْ هُذَيْلٍ فَقَتَلُوْا بِمَكَّةَ وَهُوَ مُشْرِكٌ قَالَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْنَا خَطِيْبًا فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فَهِيَ حَرَامٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَايَحِلُّ لِاَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْضُدَ بِهَا شَجَرًا لَمْ تَحِلَّ لِاَحَدٍ كَانَ قَبْلِيْ وَلَاتَحِلُّ لِاَحَدٍ بَعْدِيْ وَلَمْ تَحِلَّ اِلَيَّ اِلَّا هٰذِهِ السَّاعَةَ غَضَبًا اَلَا ثُمَّ عَادَتْ كَحُرْمَتِهَا اَلَا فَمَنْ قَالَ لَكُمْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَحَلَّهَا فَقُوْلُوْا اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَلَّهَا لِرَسُوْلِهِ وَلَمْ يَحِلُّهَا لَكَ يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ وَكُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ فَقَدْ قَتَلْتُمْ قَتِيْلًا لَاَدِيَنَّهُ فَمَنْ قَتَلَ بَعْدَ مَقَامِيْ هٰذَا فَهُوَ بِخَيْرِ نَظَرَيْنِ اِنْ اَحَبَّ فَدَمَ قَاتِلِهِ وَاِنْ اَحَبَّ فَعَقَلَهُ قَالَ اِنْصَرِفْ اَيُّهَا الشَّيْخُ فَنَحْنُ اَعْلَمُ بِحُرْمَتِهَا مِنْكَ اِنَّهَا لَاتَمْنَعُ سَافِكَ دَمٍ وَلَا مَانِعَ حُرْمَةٍ وَلَا خَالِعَ طَاعَةٍ قَالَ قُلْتُ قَدْ كُنْتُ شَاهِدًا وَكُنْتَ غَائِبًا وَقَدْ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُبَلِّغَ شَاهِدُنَا غَائِبَنَا وَقَدْ اَبْلَغْتُكَ ـ

৫০৫৪. ফাহাদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) ..... আবূ শুরায়হ আল-খুযাই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার গভর্ণর আমর ইব্‌ন সাঈদ যখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-এর বিরুদ্ধে মক্কা অভিমুখে সৈন্য বাহিনী প্রেরণ

করছিল তখন আবূ শুরায়হ (রা) তার কাছে এসে যা কিছু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছেন বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি তার কাওমের এক মজলিসের দিকে বেরিয়ে গেলেন এবং সেখানে বসে পড়েন। (আবূ শুরায়হ রা বলেন) আমিও উঠে তাঁর কাছে গেলাম এবং তার কাছে বসে পড়লাম। তাকে তিনি সেই হাদীস বর্ণনা করেন যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করে আমর ইব্ন সাঈদ (রা) কে বর্ণনা করেছিলেন এবং আমর ইব্ন সাঈদ (রা) যা কিছু বলেছেন তাও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি তাকে বললাম, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয় করেছেন তখন আমরা তাঁর সঙ্গে ছিলাম। মক্কা বিজয়ের পর দিন খোযা'আ গোত্র কবীলা হুযায়ল-এর এক ব্যক্তির উপর অবিচার করে, তারা তাকে মক্কাতে হত্যা করে এবং সে মুশরিক ছিলো। বলেন, অনন্তর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মাঝে খুত্বা (ভাষণ) দিতে দাঁড়ালেন। তিনি (তাঁর ভাষণে) বললেনঃ হে লোক সকল! অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা ঐ দিন মক্কাকে হারাম করেছেন, যেই দিন আসমানসমূহ ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এটা কিয়ামত পর্যন্তের জন্য হারাম। এরূপ ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ্ তা'আলা ও আখিরাত দিবসের উপর ঈমান রাখে তার জন্য হালাল নয় এখানে রক্ত প্রবাহিত করা। এখানকার কোন বৃক্ষ কর্তন করা। আমার পূর্বে এটা কারো জন্য হালাল ছিলোনা এবং না আমার পরে কারো জন্য হালাল হবে। আর আমার জন্যও শুধু (দিনের) এই কিছুক্ষণের জন্য আল্লাহ্র গযবের বহিঃপ্রকাশের নিমিত্ত হালাল হয়েছে। শোন! এর পর এর হারাম হওয়ার বিধান প্রত্যর্পিত হয়েছে। শোন! যে ব্যক্তি তোমাদেরকে বলবে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা হালাল সাব্যস্ত করেছেন, তাকে বলে দিবে, আল্লাহ্ তা'আলা কেবল তাঁর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্যই তা হালাল সাব্যস্ত করেছেন, তোমাদের জন্য হালাল করেননি। হে খোযাআ'র দল! তোমাদের হাতকে বিরত রাখ। তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ। আমি অবশ্যই তার দিয়াত বা রক্তপণ পরিশোধ করব। এর পরে যে ব্যক্তি এখানে হত্যা করবে তবে তার (নিহতের ওয়ারিছদের) জন্য দুই বস্তু থেকে একটি ইখতিয়ার লাভ হবে। হয়ত (কিসাস হিসাবে) হত্যাকারীর রক্ত প্রবাহিত করবে, নয়ত দিয়াত বা রক্তপণ উসূল করবে। তিনি (আবূ সাঈদ র) বলেন, হে শায়খ! এর হারাম হওয়া আপনার চেয়ে অধিক কে অবহিত। ওটা (মক্কা) হত্যাকারী, হুরমতের বিঘ্নকারী ও বিদ্রোহী (এর হত্যা) থেকে বাধা প্রদান করেনা। (আবূ শুরায়হ র) বলেন, আমি বললাম যে, আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম এবং তুমি অনুপস্থিত ছিলে। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমাদের উপস্থিত জন (একথা) অনুপস্থিত জনকে পৌঁছে দিবে। আমি অবশ্যই তোমাকে পৌঁছে দিয়েছি।

৫০৫৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ هِشَامِ الرُّعَيْنِيْ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيْ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا شُرَيْحِ الْخُزَاعِيَّ يَقُوْلُ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ حِيْنَ قَطَعَ بَعْثًا اِلٰى مَكَّةَ لِقِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ يَا هٰذَا اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ مَكَّةَ حَرَامٌ حَرَّمَهَا اللّٰهُ وَلَمْ يَحْرِمْهَا النَّاسُ وَاِنَّ اللّٰهَ اِنَّمَا اَحَلَّنِيْ الْقِتَالَ بِهَا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ وَلَعَلَّهُ اَنْ يَّكُوْنَ بَعْدِيْ رِجَالُ يَسْتَحِلُّوْنَ الْقِتَالَ بِهَا فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ مِنْهُمْ فَقُوْلُوْا اِنَّ اللّٰهَ اَحَلَّهَا لِرَسُوْلِهِ وَلَمْ يَحِلَّهَا لَكَ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ وَلَوْ لاَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ مَا حَدَّثْتُكَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ عَمْرُو اِنَّكَ شَيْخٌ قَدْ خَرِفْتَ وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِكَ قَالَ اَمَا وَاللّٰهِ لَنَتَكَلَّمَنَّ بِالْحَقِّ وَاِنْ شَدَدْتَ رِقَابَنَا -

৫০৫৫. মুহাম্মদ ইব্ন হুমায়দ ইব্ন হিশাম রাঈনী (র) ..... আবূ সাঈদ মাকবরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ শুরায়হ আল-খোযাই (রা) কে শুনেছি। তিনি আমর ইব্ন সাঈদকে বলছিলেন, যখন তিনি মিম্বারের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। যখন তিনি (আবদুল্লাহ) ইব্ন যুবাইর (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মক্কা অভিমুখে সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেছেন। (আবূ শুরায়হ র বলেন,) হে শোন! আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে শুনেছি, তিনি বলেছেন, অবশ্যই মক্কা মুকাররমা হারাম! আল্লাহ্ তা'আলা তা হারাম করে দিয়েছেন। কোন মানুষ তাকে হারাম করেনি। আল্লাহ্ তা'আলা আমার জন্যও দিনের কিছুক্ষণ তাতে লড়াই করা জায়িয সাব্যস্ত করেছেন। সম্ভবত আমার পরে কিছু লোক তাতে লড়াই করাকে জায়িয ও হালাল মনে করবে। তাদের থেকে যে এরূপ করবে তাকে তোমরা বলে দিবে, অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা তা তাঁর রাসূল ﷺ -এর জন্য হালাল সাব্যস্ত করেছেন, তোমার জন্য হালাল করেননি। বলেন, তোমাদের উপস্থিত জন (একথা) অনুপস্থিত জনকে পৌঁছে দিও। পক্ষান্তরে যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একথা না বলতেন যে, "তোমাদের উপস্থিত জন (একথা) অনুপস্থিত জনকে পৌঁছে দিও" তাহলে আমি তোমাকে এই হাদীস বর্ণনা করতামনা। আমর ইব্ন সাঈদ বলেন, তুমি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছ, তোমার বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আমি তোমাকে শাস্তি প্রদান করব। তিনি বললেন, শোন! আল্লাহ্র কসম! আমরা অবশ্যই সত্য কথা বলব, যদিও তুমি আমাদের উপর কঠোরতা কর না কেন।

٥٠٥٦ـ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيْ عَنْ أَبِيْ شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ مَعْنٰى حَدِيْثٍ فَهْدٍ الَّذِيْ قَبْلَ هٰذَا الْحَدِيْثِ ـ

৫০৫৬. বাহ্‌র ইব্ন নাস্‌র (র) .....আবূ শুরায়হ আল খোযাই (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে ফাহাদ (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বিষয়বস্তু রিওয়ায়াত করেছেন; যা এই হাদীসের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

٥٠٥٧ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيْ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِيْ سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَقَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْحَجُوْنِ ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ إِنَّكَ لَخَيْرُ أَرْضِ اللّٰهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللّٰهِ إِلَى اللّٰهِ لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِيْ وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِيْ وَمَا أُحِلَّتْ لِيْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ وَهِيَ بَعْدَ سَاعَتِهَا هٰذِهِ حَرَامٌ إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ـ

৫০৫৭. আলী ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'হাযূন' পাহাড়ের উপর দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! অবশ্যই তুমি আল্লাহ্ তা'আলার যমীনসমূহ থেকে সর্বোত্তম ও আল্লাহ্র কাছে প্রিয় যমীন। আমার পূর্বে কারো জন্য এবং না আমার পরে কারো জন্য হালাল ছিলো। আর আমার জন্যও দিনের কিছুক্ষণ (যুদ্ধ করা) হালাল করা হয়েছে। এখন তা এই সময়ের পরে কিয়ামত পর্যন্ত হারাম।

٥٠٥٨ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ وَأَبُوْ سَلْمَةَ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৫০৫৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি নিজস্ব সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٠٥٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَلْمَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى رَسُوْلِهِ مَكَّةَ قَتَلَتْ هُذَيْلُ رَجُلاً مِّنْ بَنِيْ لَيْثٍ بِقَتِيْلٍ كَانَ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حَبَسَ عَنْ اَهْلِ مَكَّةَ الْفِيْلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَاِنَّهَا لَمْ تَحِلُّ لاَحَدٍ قَبْلِيْ وَلاَتَحِلُّ لاَحَدٍ بَعْدِيْ وَاِنَّمَا اُحِلَّتْ لِيْ سَاعَةً مِّنْ نَهَارٍ وَاِنَّهَا سَاعَتِيْ هٰذِهِ حَرَامٌ لاَيُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يُخْتَلٰى شَوْكُهَا وَلاَ يُلْتَقَطُ سَاقِطُتُهَا اِلاَّ لِمُنْشِدِهَا -

৫০৫৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মায়মূন (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের জন্য মক্কাকে বিজিত করেন, তখন কবীলা হুযায়ল বানূ লায়সের জনৈক ব্যক্তিকে জাহিলী যুগে নিজেদের এক নিহতের বদলায় হত্যা করলো। বলেন, অনন্তর নবী ﷺ দাঁড়ালেন এবং বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা মক্কাবাসীদের থেকে 'হাতীওয়ালা' বা হস্তী বাহিনীকে প্রতিরোধ করেছেন এবং তাঁর রাসূল ও মু'মিনদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করে দিয়েছেন। আমার পূর্বে তা (মক্কা) কারো জন্য হালাল করেন নি এবং না আমার পরে এটা হালাল হবে। আর আমার জন্যও দিনের কিছুক্ষণ হালাল হয়েছে। এই সময় এটা হারাম। এর বৃক্ষ কর্তন করা যাবে না, এর কাঁটা ভাঙ্গা যাবে না এবং এর পতিত বস্তুও সে-ই উঠাতে পারবে, যে এর প্রচার করবে।

٥٠٦٠- حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حَبَسَ عَنْ اَهْلِ مَكَّةَ الْفِيْلَ وَقَالَ لاَ يَلْتَقِطُ ضَالَّتَهَا اِلاَّ لِمُنْشِدٍ -

৫০৬০. বাক্কার ইব্‌ন কুতায়বা (র) ..... ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবী কাসীর (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি নিজস্ব সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা মক্কাবাসীদের থেকে হস্তীকে প্রতিরোধ করেছেন। আর বলেছেন, এতে পতিত বস্তু শুধু সেই ব্যক্তিই উঠাবে যে এর প্রচার করবে।

সেই ব্যক্তি কি লক্ষ্য করছেনা যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর এই খুত্‌বায় (ভাষণে) এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জন্য মক্কাকে দিনের কিছুক্ষণ হালাল করেছেন। এর পর কিয়ামত পর্যন্ত তার হারাম হওয়া প্রত্যর্পিত হয়েছে। যদি সেইক্ষণে তাঁর লড়াই করার প্রয়োজন না হত তবে সেই সময়, এর পূর্বে এবং এরপরে একই কথা হত এবং এই সমস্ত সময়ে এর একই হুকুম হত।

যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন করে যে, তাঁর জন্য শুধু হাতিয়ার বা অস্ত্রশস্ত্র প্রদর্শন করা জায়িয করা হয়েছে; অন্য কিছুর অনুমতি ছিলোনা।

তাকে উত্তরে বলা হবে যে, সেখানে তাঁর অস্ত্রশস্ত্র প্রদর্শনের কি প্রয়োজন ছিলো, যদি তিনি (নিরাপত্তার কারণে) কারো সঙ্গে লড়াই করতে সক্ষম না হন। আমাদের মতে এটা অসম্ভব এবং সেখানে অস্ত্রশস্ত্রের প্রদর্শনী এই জন্যই জায়িয হয়েছে যে, সেখানে তাকে লড়াই করার অনুমতি দেয়া হয়েছিলো। হিশাম ইব্ন সা'দ (র) তার হাদীসে যা আমরা তাঁরই সূত্রে এই অনুচ্ছেদে আবূ সাঈদ মাকবরী (র) থেকে এই বিষয়বস্তু রিওয়ায়াত করেছি। তিনি এ বিষয়ে বলেছেন ঃ এবং আল্লাহ্ তা'আলা আমার জন্য দিনের কিছুক্ষণ তাতে লড়াই করা জায়িয করেছেন। তাঁর জন্য কি সেই সমস্ত লোকদের সঙ্গে লড়াই করা জায়িয করেছেন। তাঁর জন্য কি সেই সমস্ত লোকদের সঙ্গে লড়াই করা জায়িয হবে? যাদের তাঁর পক্ষ থেকে সন্ধি ও নিরাপত্তা ছিলো? এটা তো জায়িয নেই।

অতঃপর তাঁর মক্কা প্রবেশ ছিলো একজন যোদ্ধা হিসাবে, নিরাপত্তাদানকারী হিসাবে নয়। কেননা তিনি তাতে প্রবেশ করেছেন এমন অবস্থায় যে, তাঁর মাথায় ছিলো লৌহ শিরস্ত্রাণ।

٥٠٦١ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلٰى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِاَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُقْتُلُوْهُ قَالَ مَالِكٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا ـ

৫০৬১. ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে প্রবেশ করেন। তখন তাঁর মাথায় ছিলো লৌহ শিরস্ত্রাণ। তিনি যখন তা খোলেন তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই ইব্ন খাতল কা'বার পর্দায় জড়িয়ে আছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাকে হত্যা করে ফেল। মালিক (র) বলেন, ইব্ন শিহাব (র) বলেছেন, সেই দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহরিম বা ইহ্রাম অবস্থায় ছিলেন না।

٥٠٦٢ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلْ وَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا وَقِيْلَ اِنَّهُ دَخَلَهَا وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ـ

৫০৬২. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) ..... মালিক ইব্ন আনাস (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি নিজস্ব সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। এবং তিনি একথা বলেননি যে, "রাসূলুল্লাহ্ সেই দিন মুহরিম বা ইহ্রামরত ছিলেন না"। এটাও বলা হয়েছে যে, তিনি মক্কাতে প্রবেশ করেছেন, তখনও তাঁর পবিত্র মাথায় কাল পাগড়ি ছিলো।

٥٠٦٣ـ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِىِّ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ـ

৫০৬৩. আলী ইব্ন মা'বাদ (র) .....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের দিন নবী ﷺ মক্কাতে প্রবেশ করেছেন তখন তাঁর মাথায় কাল পাগড়ি ছিলো।

٥٠٦٤ـ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمٰنَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ الْاَصْبَهَانِىْ قَالَ ثَنَا شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِىْ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৫০৬৪. ফাহাদ ইব্ন সুলায়মান (র) ..... জাবির (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٠٦٥ـ حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمِ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ جَابِرِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ عِمَامَةُ سَوْدَاءُ ـ

৫০৬৫. ফাহাদ (র) .....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (মক্কাতে) প্রবেশ করেছেন তখন তাঁর (মাথার) উপর কাল পাগড়ি ছিলো।

٥٠٦٦ـ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ حَكِيْمِ الْاَوْدِىْ قَالَ ثَنَا شَرِيْكُ عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِى عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৫০৬৬. আলী ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

বিশ্লেষণ

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ যদি রাসূলুল্লাহ্ মক্কাতে প্রবেশ করার সময় যোদ্ধা না হতেন তবে তাতে প্রবেশ করতেন না। এবং এই আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা), যিনি ঐ রাবীদের অন্যতম, যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জন্য মক্কাতে লড়াই করাকে হালাল করেছেন। যেমন আমরা তাঁর সূত্রে এই অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছি যে, তিনি লোকদের (সাহাবাদের) কে অমুহরিম বা ইহ্রাম ব্যতীত হারামে (মক্কাতে) প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন।

٥٠٦٧ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ حَمَّادُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَايَدْخُلُ اَحَدُ مَكَّةَ اِلاَّ مُحْرِمًا ـ

৫০৬৭. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি যেন মক্কায় ইহ্রাম ব্যতীত প্রবেশ না করে।

٥٠٦٨ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ الْهَيْثَمُ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا لاَ عُمْرَةَ عَلَى الْمَكِّىِّ اِلاَّ اَنْ يَّخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلاَ يَدْخُلُهُ اِلاَّ حَرَامًا فَقِيْلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ رض فَاِنْ خَرَجَ رَجُلُ مِّنْ مَكَّةَ قَرِيْبًا قَالَ نَعَمْ يَقْضِىْ حَاجَتَهُ وَيَجْعَلُ مَعَ قَضَائِهَا عُمْرَةً ـ

৫০৬৮. মুহাম্মদ (র) ..... আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ মক্কা বা মক্কায় অবস্থানকারীর উপর উমরা নেই। হ্যাঁ সে হারাম থেকে বেরিয়ে যাবে, এখন ইহরাম ব্যতীত সে তাতে প্রবেশ করবে না। ইব্ন আব্বাস (রা) কে বলা হল, কোন ব্যক্তি যদি মক্কা থেকে নিকটে বের হয় তখনও? বললেন, হাঁ! নিজের কাজ পূর্ণ করে এর সঙ্গে উমরাও সম্পাদন করবে।

٥٠٦٩- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَنْصَارِىْ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لاَيَدْخُلُ مَكَّةَ تَاجِرٌ وَلاَ طَالِبُ حَاجَةٍ اِلاَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ -

৫০৬৯. সালিহ ইব্ন আবদুর রহমান আনসারী (র) .....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, কোন ব্যবসায়ী ও প্রয়োজন প্রত্যাশী মক্কাতে ইহ্রাম ব্যতীত প্রবেশ করবেনা।

বস্তুত আমরা যা উল্লেখ করেছি তাতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য তা হালাল করেছিলেন তা যুদ্ধের প্রয়োজনের জন্য ছিলো, অন্য কোন কিছুর জন্য নয়।

যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন করে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছয় ব্যক্তি (কাফির)- কে ব্যতীত অবশিষ্ট সকলকে নিরাপত্তা প্রদান করেছিলেন, এবং এ বিষয়ে সে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত বর্ণনা করে ঃ

٥٠٧٠- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ ثَنَا اَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ زَعَمَ السُّدِّىْ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اَمَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّاسَ اِلاَّ اَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَقَالَ اُقْتُلُوْهُمْ وَاِنْ وَجَدْتُمُوْهُمْ مُتَعَلِّقِيْنَ بِاَسْتَارِ الْكَعْبَةِ عِكْرَمَةُ بْنُ اَبِىْ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنَ خَطَلٍ وَمِقْيَسُ بْنَ صُبَابَةَ وَعَبْدُاللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ سَرْحٍ فَاَمَّا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ خَطَلٍ فَاَتٰى وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِاَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَاسْتَبَقَ اِلَيْهِ سَعِيْدُ بْنُ حُرَيْثٍ وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَسَبَقَ سَعِيْدُ عَمَّارًا وَكَانَ اَشَدَّ الرَّجُلَيْنِ فَقَتَلَهُ وَاَمَّا مَقِيْسُ بْنُ صُبَابَةَ فَاَدْرَكَهُ النَّاسُ فِى السُّوْقِ فَقَتَلُوْهُ وَاَمَّا عِكْرِمَةُ بْنُ اَبِىْ جَهْلٍ فَرَكِبَ الْبَحْرَ فَاَصَابَتْهُمْ رِيْحٌ عَاصِفٌ فَقَالَ اَصْحَابُ السَّفِيْنَةِ لاَهْلِ السَّفِيْنَةِ اَخْلِصُوْا فَاِنَّ اٰلِهَتَكُمْ لاَتُغْنِىْ عَنْكُمْ شَيْئًا هٰهُنَا فَقَالَ عِكْرِمَةُ وَاللّٰهِ لَئِنْ لَمْ يَنْجِنِىْ فِىْ الْبَحْرِ اِلاَّ الْاِخْلاَصُ لَمْ يَنْجِنِىْ فِىْ الْبَرِّ غَيْرُهُ اَللّٰهُمَّ اِنَّ لَكَ عَلَىَّ عَهْدُ اِنْ اَنْتَ اَنْجَيْتَنِىْ مِمَّا اَنَا فِيْهِ اِنِّىْ اٰتِىْ مُحَمَّدًا ﷺ ثُمَّ اَضَعُ يَدِىْ فِىْ يَدِهِ فَلاَجِدَنَّهُ عَفُوًّا كَرِيْمًا فَاَسْلَمَ قَالَ وَاَمَّا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ سَرْحٍ فَاِنَّهُ اخْتَبٰى عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَلَمَّا دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّاسَ اِلَى الْبَيْعَةِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَايِعْ عَبْدَ اللّٰهِ قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ اِلَيْهِ ثَلْثًا كُلُّ ذٰلِكَ نَائِيًا فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلاَثٍ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلٰى اَصْحَابِهِ فَقَالَ اَمَا كَانَ فِيْكُمْ رَجُلٌ يَقُوْمُ اِلٰى هٰذَا حِيْنَ رَاٰنِىْ كَفَفْتُ يَدِىْ عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ قَالُوْا مَادَرَيْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا فِىْ نَفْسِكَ فَهَلاَّ اَوْمَاْتَ اِلَيْنَا بِعَيْنِكَ فَقَالَ اِنَّهُ لاَيَنْبَغِىْ لِنَبِىٍّ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ خَائِنَةُ عَيْنٍ -

৫০৭০. ফাহাদ (র) ..... মুসআব ইব্‌ন সা'দ (র) তৎ পিতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চারজন পুরুষ এবং দু'জন নারী ব্যতীত সকল লোককে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন এবং তিনি (তাদের ব্যাপারে) বলেছেন, তাদেরকে হত্যা কর। যদিও তাদেরকে কা'বার পর্দায় জড়িত অবস্থায় পাও না কেন। তারা ছিলো ঃ ইকরামা ইব্‌ন আবী জাহ্‌ল্, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খাতল, মুকায়্যাস ইব্‌ন যাবাবা ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবী সারাহ। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খাত্‌ল কা'বা শরীফের পর্দায় জড়িত ছিলো। সাঈদ ইব্‌ন হুরায়স (রা) ও আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) (তাঁরা উভয়ে) তার দিকে অগ্রসর হয়েছেন। সাঈদ (রা) আম্মার (রা)-এর আগে চলে গিয়েছেন এবং তিনি আম্মার (রা) অপেক্ষা অধিকতর কঠোর ছিলেন। অনন্তর তিনি তাকে হত্যা করে ফেলেন। মুকায়্যাস ইব্‌ন যাবাবাকে সাহাবাগণ বাজারে পেয়েছেন এবং তাঁরা তাকে (সেখানে) হত্যা করেন। ইকরামা ইব্‌ন আবী জাহল সমুদ্রে (নৌযানের উপর) আরোহণ করেন। তারা (নৌযান আরোহীরা) প্রবল বাতাসে আক্রান্ত হয়। নৌযান আরোহীরা বলল, সকলে খালিস তথা নিবিষ্ট মনে আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর। তোমাদের (মিথ্যা) মা'বুদ এখানে তোমাদের কোন কাজে আসবেনা। ইকরামা বলল, আল্লাহ্‌র কসম," যদি এই সমুদ্রে শুধু ইখলাস-ই নাজাত দিতে সক্ষম, তবে স্থলে তিনি ব্যতীত কেউ নাজাত দিতে সক্ষম নয়। হে আল্লাহ্! তোমার সঙ্গে আমার অঙ্গীকার, যদি আমাকে এই অবস্থা থেকে মুক্তি দাও তবে আমি মুহাম্মাদ ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হব। অতঃপর আমার (আনুগত্যের) হাত তাঁর হাতের উপর রাখব এবং আমি অবশ্যই তাঁকে ক্ষমাকারী ও মহানুভব হিসাবে পাব। অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ করে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবীসারহ উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-এর কাছে আত্মগোপন করেছিলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে (উসমান রা.-কে) ডাকলেন। তিনি বললেন, ইয়ারাসূলাল্লাহ্! আবদুল্লাহ্ কে বায়আত করুন। রাবী বলেন, তিনি মাথা উঠালেন এবং তাকে তিন বার দেখলেন। প্রতিবার দৃষ্টি সরিয়ে নিতেন। অনন্তর তিনবারের পর তাকে তিনি বায়আত করেন। অতঃপর তিনি সাহাবাদের দিকে মনোনিবেশ করেন এবং বললেন, তোমাদের মাঝে এরূপ কেউ ছিলোনা, যখন সে আমাকে দেখল যে আমি তার বায়আত থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছি, সে তাকে হত্যা করে ফেলত? তাঁরা বললেন, ইয়ারাসূলাল্লাহ্! আমরা (বিষয়টি) বুঝতে পারিনি যে, আপনার অন্তরে কি রয়েছে, আপনি স্বীয় চক্ষু দ্বারা আমাদেরকে ইশারা করলেন না কেন? তিনি বললেন, কোন নবীর জন্য সমীচীন (জায়িয) নয় যে, তিনি চোরা চোখে বা আড় চোখে তাকাবেন।

٥٠٧١ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৫০৭১. আবূ উমাইয়া (র) ..... আহমদ ইব্‌ন ফযল (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি নিজস্ব সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

তাকে উত্তরে বলা হবে যে, এই বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পক্ষ থেকে তখন হয়েছে, যখন কিনা তাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর সফল বা বিজয়ী করেছেন। সে কি লক্ষ্য করছেনা যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রথম বার তাদের সঙ্গে সন্ধি করেছেন তখন তাতে এই ছয়জনও অন্তর্ভুক্ত ছিলো। অতঃপর তাদের রক্ত ঐ সমস্ত কারণে হালাল হয়ে গিয়েছে যা সন্ধি পরিবর্তী সময়ে সৃষ্টি হয়েছে। অনুরূপভাবে আবূ সুফইয়ানও সন্ধির অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

এরপর যখন আব্বাস (রা) আবূ সুফইয়ানকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরবারে নিয়ে এলেন তখন উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলা কোন চুক্তি এবং অঙ্গীকার ব্যতীত তাকে আপনার রাগে নিয়ে এসেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা অস্বীকার করেন নাই। অবশেষে আব্বাস (রা) তাকে আশ্রয় প্রদান করেন এবং তাঁর আশ্রয় প্রদানের কারণে তার রক্ত নিরাপদ হয়ে যায়। অনুরূপভাবে হুবায়রা ইব্‌ন আবী

ওহাব মাখযুমীও তার চাচাত ভাইকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কাতে প্রবেশ করার পর উম্মুহানি বিন্ত আবী তালিব (রা) আশ্রয় প্রদান করেন। অতঃপর আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) তাদেরকে হত্যা করার সংকল্প করেন। এরা দু'জন প্রথম সন্ধিতে অন্তর্ভূক্ত ছিলো। এর পর ঐ সমস্ত কারণে যা তাদের থেকে সংঘটিত হয় তাদের রক্ত হালাল হয়ে যায়। পরিশেষে উম্মুহানি (রা) তাদেরকে আশ্রয় প্রদান করেন। এতে তাদের রক্ত হারাম হয়ে যায়। অনুরূপভাবে মক্কা বিজয়ের দিন আবূ সুফইয়ান (রা)-এর গৃহে প্রবেশ করেনি অথবা যে ব্যক্তি নিজের দরজা বন্ধ করেনি তো সে আবূ সুফইয়ান (রা)-এর গৃহে প্রবেশ করা অথবা নিজের দরজা বন্ধ করার শর্ত ব্যতীত প্রথম সন্ধিতে অন্তর্ভুক্ত ছিলো। অতঃপর প্রথম সন্ধির পর ঐ সমস্ত কারণে যা তার পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়েছে তার রক্ত হালাল হয়ে গিয়েছে। ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন ইউনুফ বাগদাদী (র)-এর রিওয়ায়াতও বিষয়ের প্রমাণ বহন করে ঃ

৫০৭২- حَدَّثَنَا اِسْحٰقَ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنُ يُوْنُسُ الْبَغْدَادِيْ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرِ الطُّوْسِيْ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبَ بْنُ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعَدٍ قَالَ ثَنَا اَبِيْ عَنْ اِبْنِ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِيْ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ السُّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُطِيْعِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ وَكَانَ اِسْمُهُ الْعَاصُ فَسَمَّاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُطِيْعًا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ اَمَرَ بِقَتْلِ هٰؤُلَاءِ الرَّهَطِ بِمَكَّةَ يَقُوْلُ لَاتُغْزَى مَكَّةُ بَعْدَ الْيَوْمِ اَبَدًا وَلَايُقْتَلُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ صَبْرًا بَعْدَ الْعَامِ -

৫০৭২. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন ইউনুস বাগদাদী (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুতী' ইব্ন আসওয়াদ (র) তৎ পিতা (মুতী' ইব্ন আসওয়াদ রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর নাম ছিলো আ'স। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর নামকরণ করেন মুতী'। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি, যখন তিনি মক্কাতে ঐ দলের হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলছিলেন, আজকের পরে মক্কাতে কখনও লড়াই হবে না এবং এই বছরের পর কুরায়শ থেকে কোন ব্যক্তিকেই বন্দী করে হত্যা করা হবে না।

বস্তুত এতে প্রতীয়মান হয় যে, তাতে ঐ বছরের যুদ্ধ পরবর্তী তথা আগামী বছরগুলোর পরিপন্থী ছিলো এবং এতে একথারও প্রমাণ বহন করে যে, ঐ বছর মক্কাবাসীদের জন্য নিরাপত্তা ছিলো না। কেননা যে ব্যক্তি নিরাপত্তায় থাকে তার সঙ্গে লড়াই করা হয় না। আর তাঁর বাণী ঃ

"এই বছরের পর কোন কুরায়শীকে বন্দী করে হত্যা করা হবে না" এর মর্ম এটাই।

বস্তুত যে সমস্ত রিওয়ায়াত আমরা নকল করেছি এবং প্রমাণসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি, যা দ্বারা তারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমাদের ঐ মতবিরোধকে স্পষ্ট করে খুলে বর্ণনা করেছেন যে, মক্কা মুকাররমা বলপূর্বক বিজিত হয়েছে। এবং আল্লাহ্ তা'আলা-ই তাওফীকদাতা।

মক্কা মুকাররমার বিষয়ে সন্ধি হওয়ার বিপক্ষে নিম্নোক্ত এই হাদীস বর্ণিত আছে ঃ

৫০৭৩- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ ح وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَقَدْ اَظْهَرَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ الْاِسْلَامَ فَاَسْلَمَ اَهْلُ مَكَّةَ وَذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ يُفْرَضَ الصَّلٰوةُ حَتّٰى اَنْ كَانَ لِيَقْرَأُ بِالسَّجْدَةِ وَيَسْجُدُ

فَيَسْجُدُوْنَ فَمَا يَسْتَطِيْعُ بَعْضُهُمْ اَنْ يَسْجُدَ مِنَ الزِّحَامِ وَضِيْقِ الْمَكَانِ لِكَثْرَةِ النَّاسِ حَتّٰى قَدِمَ رُؤُسُ قُرَيْشٍ اَلْوَلِيْدُ بْنُ الْمُغِيْرَةَ وَاَبُوْ جَهْلٍ وَغَيْرُه فَكَانُوْا بِالطَّائِفِ فِىْ اَرْضِيْهِمْ فَقَالَ اَتَدَّعُوْنَ دِيْنَ اٰبَائِكُمْ فَكَفَرُوْا -

৫০৭৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন উসমান ইব্ন সালিহ (র) ও রাওহ ইব্ন ফারাজ (র) ..... মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (র) তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইসলামকে প্রকাশ (প্রচার) করেছেন। মক্কাবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করে। এটা সালাত ফরয হওয়ার পূর্বে ছিলো। অবশেষে তিনি সিজদার আয়াত পাঠ করতেন এবং সিজদা করতেন তখন তারাও সিজদা করতেন। তাদের কতকলোক মানুষের ভীড় এবং স্থানের সংকীর্ণতার কারণে সিজদা করতে পারতনা। অতঃপর কুরায়শ নেতা ওলীদ ইব্ন মুগীরা ও আবূ জাহ্ল প্রমুখ এল। তারা তায়িফে নিজেদের যমীন দেখাশুনার জন্য গিয়েছিলো। বলতে লাগল, তোমারা কি আবূ বকর (রা)-এর দ্বীনকে মেনে নিচ্ছ। সুতরাং তারা অস্বীকার করল।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, মক্কাবাসীগণ প্রথমে (পূর্বে) ইসলাম গ্রহণ করেছে। এরপর তারা কুফরী করেছে। তাই কিভাবে জায়িয হবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ থেকে এরূপ মুরতাদ কাওমকে নিরাপত্তা প্রদান করা, যাদের উপর তাঁর পূর্ণরূপে শক্তি বা আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিলো। এরূপ করা তাঁর জন্য জায়িয নেই। সমস্ত মুসলমানদের ঐকমত্য যে, মুরতাদের খাদ্যের ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে। তবে যতটুকু সে খেতে পারে (তা তাকে দেয়া হবে)। ভোগবিলাস ও আল্লাহ্র যমীনে হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হবে, যতক্ষণ না সে আল্লাহ্ তা'আলার দ্বীনের দিকে ফিরে আসে অথবা তা অস্বীকার করে। অতঃপর তার উপর আল্লাহ্ তা'আলার বিধান প্রয়োগ হবে (হত্যা করা হবে)। যদি সে মুসলমান বাদশাহর নিকট প্রার্থনা করে যে, তিনি তাকে মুরতাদ অবস্থায়-ই দারুল ইসলামের মধ্যে নিরাপত্তা প্রদান করবেন, তাহলে বাদশাহ তার আবেদনে সাড়া দিবেনা এবং তার দাবী পূর্ণ করবেনা। বস্তুত যা কিছু আমরা মুসলমানদের ঐকমত্যের বিষয়ে উল্লেখ করেছি এর সপক্ষে বিশুদ্ধ ও অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। আর তা এই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কাবাসীদের উপর শক্তি অর্জিত হওয়া এবং বিজয় লাভ করার পর তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করেন নাই। আল্লাহ্ তা'আলা সঠিক বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞাত।

كِتَابُ الْبُيُوْعِ

অধ্যায় ঃ ক্রয়-বিক্রয়

١- بَابُ بَيْعِ الشَّعِيْرِ بِالْحِنْطَةِ مُتَفَاضِلاً

১. অনুচ্ছেদ ঃ পরস্পরে অতিরিক্ত লেন-দেন করে গমের বিনিময়ে যব বিক্রয় প্রসঙ্গ

٥٠٧٤- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الصَّدَفِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ اَبَا الزُّبَيْرِ حَدَثَهُ اَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيْدٍ حَدَّثَهُ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ اَرْسَلَ غُلاَمَالَهُ بِصَاعٍ مِنْ قَمْحٍ فَقَالَ لَهُ بِعْهُ ثُمَّ اشْتَرْ بِه شَعِيْرًا فَذَهَبَ الْغُلاَمُ فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا اَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ مَعْمَرُ لِمَ فَعَلْتَ انْطَلِقْ فَرِدَّ وَلاَتَأْخُذْ اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَانِّيْ كُنْتُ اَسْمَعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيْرُ قِيْلَ لَهُ فَاِنَّهُ لَيْسَ مِثْلَهُ قَالَ اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يُضَارِعَهُ -

৫০৭৪. ইউনুস ইব্ন আব্দিল আ'লা বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ওহাব ..... মা'মার ইব্ন আব্দুল্লাহ্ হতে বর্ণনা করেন। একবার তিনি তার একজন গোলামকে এক 'সা' গম দিয়ে (বাজারে) পাঠালেন। তিনি তাকে বললেন, এই গমের বিনিময়ে যব ক্রয় করে নিয়ে এস। গোলামটি গিয়ে এক 'সা' গমের বিনিময়ে এক 'সা' অপেক্ষা কিছু অধিক যব নিয়ে এল। যখন সে মা'মার-কে খবর দিল, তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি এমন করেছ কেন? এটা ফিরিয়ে দাও এবং গমের সমপরিমাণ যব নিয়ে এসো। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ্ﷺ-কে বলতে শুনেছি, খাদ্য খাদ্যের বিনিময়ে সমান সমান বিক্রয় কর। আর সেকালে আমাদের খাদ্য বলতে শুধু যব ছিল। তখন হযরত মা'মারকে বলা হলো, যব তো আর গমের মত নয়। জবাবে তিনি বললেন, আমার আশংকা হয় যে, যব গমের সদৃশ-ই হবে।

বিশ্লেষণ

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল উলামা এ হাদীসকে গ্রহণ করেছেন।[১] তারা বলেন, যবের বিনিময়ে গম ক্রয়-বিক্রয় করলে সমান সমান লেনদেন করতে হবে। অপর পক্ষে উলামা-ই কিরামের অন্য

---

১. আল্লামা আইনী বলেন, এ সকল উলামা দ্বারা উদ্দেশ্য হলেন আব্দুর রহমান সুলামী, কাসেম, সালেম, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, রাবী'আ আবুয-যিনাদ, হাকাম ইব্ন উৎবা, হাম্মাদ ইব্ন আবী সুলায়মান, লাইস ইব্ন সা'দ ও মালেক (র)......

একটি দল এঁদের বিরোধিতা করেন।[১] তারা বলেন, অতিরিক্ত লেন-দেনের মাধ্যমে যবের বিনিময়ে গমের ক্রয়-বিক্রয় করলে, চাই অতিরিক্ত দ্বিগুণ কিংবা তিন গুণ অথবা তার চেয়েও বেশি হোকনা কেন, এতে কোন অসুবিধা নেই। যারা প্রথম বক্তব্য পেশ করেছেন, দলীল হিসেবে তারা যে হাদীস পেশ করেছেন, দ্বিতীয় পক্ষের দলীলও সেই একই হাদীসে রয়েছে। আর সে হাদীসটি হলো ঃ

ان معمرا اخبر عن النبى ﷺ انه كان يسمع به يقول الطعام بالطعام مثلاً بمثل ثم قال معمر رضـ وكان طعامنا يومئذ الشعير -

অর্থাৎ নবী ﷺ হতে মা'মার বর্ণনা করেন, তিনি তাঁকে বলতে শুনতেন, খাদ্যকে খাদ্যের বিনিময়ে সমান সমান বিক্রয় করবে। অতঃপর মা'মার বলেন, সেকালে আমাদের খাদ্য ছিল যব।

অতএব নবী ﷺ-এর নিকট হতে মা'মার বর্ণিত হাদীসে যে খাদ্যের কথা বলা হয়েছে, সম্ভবতঃ তিনি তা দ্বারা সেই খাদ্যই উদ্দেশ্য করেছেন, যা তখন তাদের খাদ্য হিসেবে প্রচলিত ছিল। অতএব বেশ-কমের নিষিদ্ধতা কেবল যবের বিনিময়ে যব ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। বস্তুতঃ আলোচ্য হাদীসে গমের বিনিময়ে যব বিক্রয়ের কোন উল্লেখই নেই, বরং হাদীসে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা কেবল মা'মার এর নিজস্ব মত ও ব্যাখ্যা। এ ব্যাপারে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে কিছুই শুনেননি। দেখুন না, তাঁকে যখন বলা হলো যে, যব তো আর গম নয়। অর্থাৎ দুটো বস্তু তো আর এক নয়। তখন তিনি তার কথাকে অস্বীকার করেননি। অতএব তিনি যখন একথা বলেছিলেন আমার আশংকা, যব গমের সদৃশ, তখন তিনি যেন এই আশংকাই করেছিলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে যে কথা বলতে শুনেছেন, তা সমস্ত খাদ্যের জন্য প্রযোজ্য। সুতরাং তার অন্তরে যে সন্দেহ প্রবেশ করেছিল, সে কারণেই তিনি এর থেকে বিরত থাকেন।

উল্লেখিত হাদীসে যখন কোন এক পক্ষের কোন দলীল নেই তখন আমরা অন্য হাদীসে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছি যে, এর সমাধানে কোন দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় কি না, আর তখনই তা আমরা গ্রহণযোগ্য মনে করব। তখন আমরা দেখতে পাই ঃ

٥٠٧٥- فَاذَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّهُ قَامَ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ قَدْ اَحْدَثْتُمْ بُيُوْعًا لَا اَدْرِىْ مَاهِىَ وَاِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةُ اَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ وَلَا يَصْلُحُ نَسِيْئًا وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مُدًّا بِمُدٍّ يَدًا بِيَدٍ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ مُدًّا بِمُدٍّ يَدًا بِيَدٍ وَلَابَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيْرِ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُ اَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ وَلَا يَصِحُّ نَسِيْئَةً وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ حَتّٰى عَدَّ الْمِلْحَ مِثْلًا بِمِثْلٍ مَنْ زَادَ اَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ اَرْبٰى -

১. আল্লামা আইনী (র) বলেন, এ সকল উলামা দ্বারা উদ্দেশ্য হলেন নাখঈ, শা'বী, যুহ্‌রী, আতা, ছাওরী, আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ, শাফেঈ, আহমদ, ইসহাক ও আবূ ছাওর। অতঃপর তিনি বলেন, ইব্‌ন উমার, জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস ও উবাদা ইব্‌ন ছামিত (রা) হতেও এমতই বর্ণিত হয়েছে। ইব্‌ন আবূ শায়বা বিশুদ্ধ সনদের মাধ্যমে এদের নিকট হতে বর্ণনা করেছেন।

৫০৭৫. আলী ইব্‌ন শায়বা বলেন, ইয়াযীদ ইব্‌ন হারুন ..... উবাদা ইব্‌ন ছামিত হতে বর্ণিত। একবার তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, ايها الناس انكم قد احدثتم بيوعًا لا ادرى ماهى وان الذهب الخ হে লোক সকল, তোমরা বহু রকমের ক্রয়-বিক্রয় নব উদ্ভাবন করেছ। আমি জানিনা সেগুলোর বৈধতা কী? তবে সোনাকে সোনার সমান ওযন করে বিক্রয় করবে। মুদ্রাকৃতির নয় সেটাকে যেমন, মুদ্রাকৃতি যেটা সেটাকেও তেমন। আর রূপাকে রূপার বিনিময়ে সমান ওযন করে বিক্রয় করবে। হোক মুদ্রা বা অমুদ্রা। আর সোনাকে রূপার বিনিময়ে নগদ বেশ-কম পরিমাণে বিক্রয় করায় কোন অসুবিধা নেই। তবে বাকী বিক্রয় করা যাবেনা। আর গমকে গমের বিনিময়ে এক 'মুদ্দ' এক 'মুদ্দের' বিনিময়ে নগদ বিক্রয় করবে। যবকে যবের বিনিময়ে এক মুদ্দ এক মুদ্দের বিনিময়ে নগদ বিক্রয় করবে। তবে যবকে গমের বিনিময়ে যে ক্ষেত্রে যবের পরিমাণ অধিক হয়, নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে কোন ক্ষতি নেই। তবে এ ক্ষেত্রে বাকী বিক্রয় করা সঠিক নয়। আর খেজুরকে খেজুরের বিনিময়ে সমান সমান নগদ বিক্রয় করবে। এমন কি তিনি লবণের কথাও উল্লেখ করলেন। এসব ক্ষেত্রে যে বেশ-কমে লেনদেন করালো, সে সুদী কারবার করল।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এই যে হযরত উবাদা ইব্‌ন ছামিত (রা) তো হযরত মা'মার (রা)-এর ঐ মতের বিরোধিতা করেছেন, যা আমরা প্রথম হাদীসের আলোচনায় উল্লেখ করেছি। আর হযরত উবাদা ইব্‌ন ছামিত (রা) হতে বর্ণিত বক্তব্যটি খোদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতেও বর্ণিত ঃ

٥٠٧٦- حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ يَحْيٰى الْمُزَنِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ اَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ وَرَجُلٍ اٰخَرَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تَبِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ وَلَا الْبُرَّ بِالْبُرِّ وَلَا الشَّعِيْرَ بِالشَّعِيْرِ وَلَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ وَلَا الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ اِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ وَلٰكِنْ بِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيْرِ وَالشَّعِيْرَ بِالْبُرِّ وَالتَّمْرَ بِالْمِلْحِ وَالْمِلْحَ بِالتَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ قَالَ وَنَقَصَ اَحَدُهُمَا التَّمْرَ بِالْمِلْحِ وَزَادَ الْاٰخَرُ مَنْ زَادَ وَازْدَادَ فَقَدْ اَرْبٰى -

৫০৭৬. ইসমাঈল ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া আলমুযানী বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদ্রীস ..... হযরত উবাদা ইব্‌ন ছামিত (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম আর যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবণের বিনিময়ে লবণ, সমান সমান ও নগদ ব্যতীত বিক্রয় কর না। কিন্তু রূপার বিনিময়ে সোনা, সোনার বিনিময়ে রূপা, যবের বিনিময়ে গম এবং গমের বিনিময়ে যব, লবণের বিনিময়ে খেজুর ও খেজুরের বিনিময়ে লবণ, নগদ যেমন ইচ্ছা বিক্রয় করতে পার। তিনি বলেন, তাদের দু'জনের একজন লবণের বিনিময়ে খেজুর কম করতে ও অপরজন বেশি করতে পারবে। (কিন্তু মাল একশ্রেণীর হলে) যে ব্যক্তি বেশি দিল কিংবা বেশি নিল সে সুদী কারবার করল।

٥٠٧٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ اَيُّوْبَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৫০৭৭. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা ..... আয়্যুব হতে বর্ণনা করেন, অতঃপর তিনি নিজস্ব সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।[১]

٥٠٧٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبِ الْكَيْسَانِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ اَبِىْ تَمِيْمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اِبْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ لاَتُبَايِعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلاَ الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ اِلاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ وَلاَ التَّمْرَ بِالتَّمْرِ وَلاَ الحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ وَلاَ الشَّعِيْرَ بِالشَّعِيْرِ وَلاَ الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ اَلاَّسَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ اَوْ اِزْدَادَ فَقَدْ اَرْبٰى وَلٰكِنْ بِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْحِنْطَةَ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرَ بِالْمِلْحِ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ -

৫০৭৮. সুলায়মান ইব্ন শুআইব আল-কায়সান বলেন, ... আবুল আশ'আস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উবাদা ইব্ন ছামিত (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ﷺ নিষেধ করেছেন, অথবা তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা সোনাকে সোনার বিনিময়ে এবং রূপাকে রূপার বিনিময়ে সমান ওজন করা ব্যতীত ক্রয়-বিক্রয় কর না। আর খেজুরকে খেজুরের বিনিময়ে, গমকে গমের বিনিময়ে, যবকে যবের বিনিময়ে ও লবণকে লবণের বিনিময়ে ও সমান পরিমাণ ও নগদ ব্যতীত ক্রয়-বিক্রয় কর না। অতঃপর যে ব্যক্তি অতিরিক্ত দিল, কিংবা অতিরিক্ত নিল সে সুদের লেন-দেন করল। কিন্তু তোমরা সোনাকে রূপার বিনিময়ে, গমকে যবের বিনিময়ে এবং খেজুরকে লবণের বিনিময়ে নগদ যেমন ইচ্ছা ক্রয়-বিক্রয় কর।[২]

٥٠٧٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ قَالَ ثَنَا هُمَامُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ مُسْلِمِ الْمَكِّىِّ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِىِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى اَنْ يُبَاعَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ اِلاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَذَكَرَ الشَّعِيْرَ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ كَيْلاً بِكَيْلٍ فَمَنْ زَادَ اَوْ اِزْدَادَ فَقَدْ اَرْبٰى وَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيْرِ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ وَالشَّعِيْرُ اَكْثَرُهَا -

৫০৭৯. সুলায়মান ইব্ন শু'আইব ..... হযরত উবাদা ইবন ছামিত (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী ﷺ সোনাকে সোনার বিনিময়ে সমান সমান ওজন ছাড়া ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, মুদ্রা অমুদ্রা সর্ব প্রকার সোনাকে এবং রূপাকে রূপার বিনিময়ে সমান পরিমাণ ছাড়া ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন মুদ্রা অমুদ্রা সম্পর্কে এবং তিনি যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবণের বিনিময়ে লবণ সমপরিমাণ মেপে ক্রয়-বিক্রয় করার কথা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর যে ব্যক্তি অতিরিক্ত দিল, কিংবা অতিরিক্ত নিল সে সুদী কারবার করল। অবশ্য গমের বিনিময়ে অতিরিক্ত যব দিয়ে নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে কোন অসুবিধা নেই।

---

১. হাদীসটি ইমাম বায়হাকী তার সুনান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

২. হাদীসটি মুহাম্মদ ইবনুল হাসান তার الآثار গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

٥٠٨٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا الْخُصَيْبُ قَالَ ثَنَا هُمَامُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى قَلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৫০৮০. সুলায়মান ইব্ন শু'আইব ..... হযরত উবাদা ইব্ন ছামিত (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি নবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[১]

٥٠٨١- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ ثَنَا سَلْمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ وَذَكَرَ اُخَرُ حَدَّثَاهُ اَوْ حَدَّثَنَا قَالاَ جَمَعَ الْمَنْزِلَ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَمُعَاوِيَةَ فِىْ كَنِيْسَةٍ اَوْبِيْعَةٍ فَحَدَّثَ عُبَادَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتَبِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلاَ الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ وَلاَ الْبُرَّ بِالْبُرِّ وَلاَ الشَّعِيْرَ بِالشَّعِيْرِ وَلاَ التَّمْرَ بِالتَّمْرِ وَلاَ الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ اِلاَّسَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ قَالَ اَحَدُهُمَا وَلَمْ يَقُلِ الْاٰخَرُ قَالَ عُبَادَةُ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَبِيْعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيْرِ وَالشَّعِيْرَ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا ـ

৫০৮১. ইবরাহীম ইব্ন আবী দাউদ ..... মুসলিম ইব্ন ইয়াসার এবং অন্য আর একজন রাবী হতে বর্ণনা করেন। তারা বলেন, "একবার এক মানযিলে হযরত উবাদা ইব্ন ছামিত ও আবূ মু'আবিয়া (রা) একটি গির্জায় একত্রিত হন। তখন হযরত উবাদা ইব্ন ছামিত (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "তোমরা সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবণের বিনিময়ে লবণ সমান সমান ও নগদ ব্যতীত ক্রয়-বিক্রয় করনা। রাবীদ্বয়ের একজন বলেন, হযরত উবাদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেছেন, "আমরা যেন সোনাকে রূপার বিনিময়ে গমকে যবের বিনিময়ে এবং যবকে গমের বিনিময়ে যেমন ইচ্ছা তেমন বিক্রয় করি"।[২]

ইমাম তাহাবী (র) এর যুক্তিভিত্তিক দলীল

আবূ জা'ফর বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত এসব হাদীসে দ্বিগুণ যবের বিনিময়ে একগুণ গম বিক্রয় করা যে জায়িয সে কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব বিভিন্ন শ্রেণীর খাদ্যসামগ্রীর বেশকম পরিমাণের বিনিময়ের বৈধতা 'হাদীসিয় দলিল দ্বারা প্রমাণিত হল। অতঃপর আমরা যুক্তির আলোকে এর হুকুম অন্বেষণ করেছি, যাতে আমরা যুক্তির মাধ্যমে এর সঠিক ফায়সালা জানতে পারি। আমরা নবী ﷺ-এর সাহাবাই কিরামকে দেখেছি, তাঁরা 'ইয়ামীন' (বা কসম) এর কাফফারা কি পরিমাণ গম হবে, সে বিষয়ে মতপার্থক্য করেছেন। কেউ কেউ বলেন, প্রতি মিসকীনকে অর্ধ ছা গম দিতে হবে। আবার কেউ বলেন, প্রতি মিসকীনকে এক মুদ্দ গম দিতে হবে। অতঃপর দেখা যায় তারা অর্ধ ছা গম নির্ধারণ করেন, তারা যবের ক্ষেত্রে নির্ধারণ করেন এক-ছা। আর যারা এক মুদ্দ গম নির্ধারণ করেন, তারা যবের ক্ষেত্রে নির্ধারণ করেন দু মুদ্দ। আর

১. হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।

২. হাদীসটি ইমাম বায়হাক্বী তার 'সুনান' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

এসব বিষয় আমরা অন্য স্থানে সাহাবা কিরাম হতে সনদসহ পূর্বেই আলোচনা করেছি। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গম ও যব দুটো পৃথক বস্তু। কারণ, অভিন্ন হলে একটির জন্য অন্যটি অবশ্যই যথেষ্ট হত।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, গমের স্থানে যবের পরিমাণ তো অতিরিক্ত এ কারণে প্রদান করা হয় যে, গমের তুলনায় যবের মূল্য বেশি এবং যব সস্তা। **তবে প্রশ্নের জবাব হলো,** 'ইয়ামীন' এর কাফফারা আদায় করার ব্যাপারে কিন্তু উত্তম গম ও অনুত্তম গমকে পৃথক করে দেখা হয়না, দুটোকেই দেখি, সমপরিমাণ দেয়া হয়। অনুরূপভাবে যব দ্বারা কাফফারা আদায় করার ক্ষেত্রেও উত্তম ও অনুত্তম যবে কোন পার্থক্য করা হয়না। দেখুন না, যে ব্যক্তির ওপর 'ইয়ামীন' এর কাফফারা ওয়াজিব হলো আর সে প্রতি মিসকীনকে অর্ধ মুদ্দ দান করল, যা অর্ধ ছা' এর সমমানের হলো, তা কিন্তু তার অর্ধ ছা'র গমের জন্য যথেষ্ট হবে না আর এক মুদ্দ গমের জন্যও যথেষ্ট হবে না। অতএব আমরা যা উল্লেখ করলাম তা যখন এরকমই এবং 'ইয়ামীন' এর কাফফারা সমূহেও গমের মতই যব দ্বারা কাফফারা আদায় করা হত। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, যব গম হতে পৃথক বস্তু। অতএব এ দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে, দ্বিগুণ ও ততোধিক যবের বিনিময়ে একগুণ গম ক্রয়-বিক্রয় করায় কোন অসুবিধা নেই। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রা)-এর মাযহাব।

٢ـ بَابُ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

২. শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রয় প্রসঙ্গ

٥٠٨٢ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنْ مَالِكًا وَاُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حَدَّثَاهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ مَوْلَى الْاَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ اَنَّ زَيْدًا اَبَا عَيَّاشٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَأَلَ سَعْدًا عَنِ السُّلْتِ بِالْبَيْضَاءِ فَقَالَ سَعدُ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْأَلُ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ اَيَنْقُصُ الرُّطَبُ اِذَا جَفَّ فَقَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَلَا اِذًا وَكَرِهَهُ ـ

৫০৮২. ইউনূস ইব্‌ন আব্দিল আ'লা ..... যায়েদ আবূ আইয়্যাশ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার তিনি হযরত সা'দ (রা)-এর নিকট যবের বিনিময়ে 'সালাত' (যব ও গমের মধ্যবর্তী পর্যায়ের দানা বিশেষ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম, তখন তার নিকট শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর ক্রয়-বিক্রয় করা জায়িয কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, তাজা খেজুর শুকিয়ে গেলে তা কম হয় কি না? তারা বললেন, জী হাঁ। তখন তিনি বললেন, তাহলে বৈধ নয়। অর্থাৎ তিনি তা অপসন্দ করলেন।[১]

٥٠٨٣ـ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ ثَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ زَيْدِ اَبِيْ عَيَّاشٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

---

১. আমি বলি, এ হাদীসটি ইমাম মালেক, শাফেঈ, আহমদ ও সুনান গ্রন্থকারগণ বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া ইবন খুযায়মা, হাকেম, দারেকুতনীও বাযযারও এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫০৮৩. ছালিহ ইব্ন আব্দির রহমান ..... হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াককাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, অতঃপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করলেন।

বিশ্লেষণ

আবূ জা'ফর বলেন ঃ একদল উলামা-ই কিরাম[১] এ হাদীসের প্রতি ঝুঁকেছেন এবং এর অনুসরণ করেছেন এবং এ হাদীসকেই মূল ভিত্তি সাব্যস্ত করেছেন। এবং এ হাদীসের কারণে তারা শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র) এ মতই পোষণ করেন। পক্ষান্তরে অন্য একদল আলিম[২] তাজা খেজুর এবং শুকনো খেজুর উভয়কে একই শ্রেণীর খেজুর সাব্যস্ত করেন। এবং একটিকে অন্যটির বিনিময়ে সমান সমান বিক্রয় করা জায়িয বলেন। কিন্তু বাকী বিক্রয় করাকে নাজায়িয মনে করেন। অতঃপর আমরা এ হাদীসে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেছি, যে হাদীসটি তাদের প্রতিপক্ষ দলীল হিসেবে পেশ করেছেন, তার মধ্যে অন্য 'কিছু' আছে কি না? তো আমরা দেখতে পেলাম ঃ

٥٠٨٤ـ فَاِذَا اِبْنُ اَبِیْ دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحِ الْوُحَاظِیُّ قَالَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنِ سَلَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِیْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّ زَيْدًا اَبَا عَيَّاشٍ اَخْبَرَهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِیْ وَقَّاصٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيْئَةً ـ

৫০৮৪. ইব্ন আবী দাঊদ বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সালিহ আল-উহাবী ..... হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বাকিতে ক্রয় বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

বস্তুত এটাই হলো মূল হাদীস, যার মধ্যে اَلنَّسِيْئَةُ (বাকী) শব্দটির উল্লেখ রয়েছে, যা ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবী কাসীর মালেক ইব্ন আনাস (রা)-এর 'উপর' অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। অতএব এ রিওয়ায়াতই উত্তম। এছাড়া আব্দুল্লাহ্ ইবন্ ইয়াযীদ ব্যতীত অন্যান্য মুহাদ্দিসগণও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবী কাসীর এর ন্যায় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٥٠٨٥ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ اَبِیْ اَنَسٍ اَنَّ مَوْلٰى لِبَنِیْ مَخْزُوْمٍ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَاَلَ سَعْدَ بْنَ اَبِیْ

---

১. আল্লামা আইনী (রা) বলেন, এসকল উলামা-ই কিরাম দ্বারা উদ্দেশ্য হলেন, ইমাম আওযাঈ, ছাওরী, লাইস ইব্ন সা'দ, ইমাম মালেক, শাফেঈ, আহমদ, ও ইসহাক। তারা বলেন, তাজা খেজুর শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বিক্রয় করা জায়িয নয়। তারা উল্লেখিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (র) ও তাদের মতই মত পোষণ করেন।

২. আল্লামা আইনী বলেন, এ সমস্ত উলামা-ই কিরাম দ্বারা উদ্দেশ্য, ইমাম আবূ হানীফা, মুসানী ,আবূ ছাওর, ও দাঊদ (র)। তারা বলেন, তাজা খেজুরের বিনিময়ে শুকনো খেজুর সমান সমান বিক্রয় করা জায়িয আছে, তবে বাকী বিক্রয় করা জায়িয নয়। কারণ উভয় খেজুরই এক শ্রেণীভুক্ত। ইমাম তাহাভীও এমত গ্রহণ করেছেন। তাদের মতে তাজা খেজুর শুকনো খেজুরের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় জায়িয নয় যদি সমান সমান হয়। কারণ এ ক্ষেত্রে সুদ হবার কারণ বিদ্যমান রয়েছে।

وَقَّاصٍ عَنِ الرَّجُلِ يَسْلِفُ الرَّجُلَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ اِلَى اَجَلٍ فَقَالَ سَعْدُ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ هٰذَا ـ

৫০৮৫. ইউনুস বলেন, ইব্ন ওহব্ ..... ইমরান ইব্ন আবী আনাস হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বনূ মাখযূম গোত্রের একজন আযাদ করা গোলাম তাঁকে বলেছেন যে, একবার তিনি হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াককাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করলেন, কেউ কারো কাছে নির্ধারিত মেয়াদে তাজা খেজুর শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বিক্রয় করতে পারবে কি না? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে এরূপ ক্রয়-বিক্রয় হতে নিষেধ করেছেন।"

এই যে ইমরান ইব্ন আবী আনাস, তিনি একজন সুপরিচিত পূর্ববর্তী মুহাদ্দিস, তিনিও হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবী কাসীর এর ন্যায় বর্ণনা করেছেন। অতএব আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ হতে যখন হাদীসটি বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে, সে ক্ষেত্রে হাদীসের বিশুদ্ধ অর্থ নির্ণয়ের জন্য আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদের হাদীসের পরিবর্তে এই 'ইমরান' এর হাদীসকে প্রতিষ্ঠিত মেনে নেয়া হবে। আর তখন হযরত সা'দ (রা)-এর হাদীসে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, তাকে বাকী বিক্রয়ের কারণে নিষিদ্ধ বলতে হবে, অন্য কোন কারণে নয়। আর এটাই হলো আলোচ্য অধ্যায়ে হাদীসগুলোর অর্থগত বিশুদ্ধায়নের উপায়।

যুক্তিভিত্তিক দলীল

আর যুক্তিগত কারণ এই যে, আমরা উলামা-ই কিরামকে দেখি, তারা তাজা খেজুরের বিনিময়ে সমান সমান তাজা খেজুর বিক্রয় করা জায়িয হবার ব্যাপারে কোন দ্বিমত পোষণ করেন না। অনুরূপভাবে শুকনো খেজুরও সমান সমান শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বিক্রয় করা জায়িয হবার ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই। যদিও একজনের খেজুরে কিছুটা আর্দ্রতা থাকে, যা অন্যজনের খেজুরে থাকে না। পরবর্তীতে কিন্তু উভয় পক্ষের খেজুরই শুকোতে শুকোতে ভিন্ন মাত্রায় পরিমাণে কমতে থাকে। কিন্তু শুষ্ক হওয়ার সময়ের এই হ্রাস পাওয়ার বিষয়টি লক্ষ্য করে তারা কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় বাতিল ঘোষণা করেননি। বরং তারা দেখেছেন, ক্রয় বিক্রয়ের সময় যে অবস্থা ছিল তার প্রতি। তখন উভয়টাই সমান ছিল। পরবর্তীতে শুকিয়ে বেশকম হওয়ার বিষয়টিকে তারা 'ধর্তব্য' করেননি। অতএব এটাই যে, তাজা খেজুর যখন শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বিক্রয় হবে তখনকার অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে (সমান সমান কিনা) পরবর্তীতে অবস্থার কি পরিবর্তন হবে সেদিকে দেখার প্রয়োজন নেই। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত আর আমাদের মতেও এটাই যুক্তি সংগত।

٣ـ بَابُ تَلَقِّى الْجَلَبِ

৩. আমদানি মাল ধরা

٥٠٨٦ـ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمٰنَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ قَالَ اَنَا سَمَاكٌ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَسْتَقْبِلُوْا السُّوْقَ وَلَايُنَفِّقُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ـ

৫০৮৬. রাবী' ইব্‌ন সুলায়মান আল-মুআযযিন বলেন, আসাদ ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা কম দামে ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বাজার ছেড়ে আগে বেড়ো না, এবং তোমাদের কেউ কাউকে পথে রোধ করো না।[১]

٥٠٨٧- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ قَالَ ثَنَا سِمَاكٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَسْتَقْبِلُوْا السُّوْقَ -

৫০৮৭. রাওহা-ইবনুল ফারাজ বলেন, ইউসুফ ইব্‌ন আদী ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা বাজার ছেড়ে আগে বেড়ো না।

٥٠٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُوْنُسَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَتَلَقَّى السِّلَعَ حَتَّى تَدْخُلَ الْاَسْوَاقَ -

৫০৮৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ইউনুস বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমাইর ..... হযরত ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বাজারে আসার আগেই আগে বেড়ে পণ্য ধরে ফেলতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন।[২]

٥٠٨٩- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৫০৮৯. ফাহাদ বলেন, ... ইব্‌ন নুমাইর নিজস্ব সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[৩]

٥٠٩٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ اَخْبَرَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَتَلَقَّوْا الْبُيُوْعَ -

৫০৯০. আলী ইব্‌ন আব্দির রহমান বলেন, 'আলী ইব্‌ন জা'দ..... হযরত ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা (শহরের বাইরে গিয়ে) 'মালামাল' ধরে ফেলো না।[৪]

٥٠٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْزٍ الْاَيْلِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا سَلَامَةُ بْنُ رَوْحٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى اَنْ يَتَلَقَّى السِّلَعَ حَتَّى يَهْبِطَ بِهَا الْاَسْوَاقَ -

৫০৯১. মুহাম্মদ ইব্‌ন উযাইয আল-আয়লী বলেন, ... হযরত ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাজারে এসে পৌঁছার আগে (পথেই) পণ্যসম্ভার ধরে ফেলতে নিষেধ করেছেন।[৫]

---

১. قوله لَايُنَفِّقُ ... আল্লামা আইনী বলেন يُنَفِّقُ শব্দটির فا কে তাশদীদসহ পড়তে হবে। বস্তুতঃ এ শব্দটি التَّنْفِيْقُ মাসদার হতে নির্গত। আর كساد (অচল হওয়া) এর বিপরীত نِفَاقٌ (সচল) হতে গৃহীত। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদও দীর্ঘ বর্ণনা করেছেন। এছাড়া ইমাম বাযযারও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

২. মালেক ও অন্যান্যের সূত্রে ইমাম বুখারী (র) হাদীসটি নাফে'র মাধ্যমে হযরত ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেছেন।

৩. হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র) তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

৪. হাদীসটি ইমাম বুখারী (রা) বর্ণনা করেছেন।

৫. حتى يهبط আমি বলি, আইনী গ্রন্থের এক নুসখায় পরিবর্তে حتى يبلغ به سوق الطعام রয়েছে।

٥٠٩٢- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا اِبْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْخَيَّاطِ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ -

৫০৯২. নাস্র ইব্ন মারযূক বলেন, ... মুসলিম আল-যায়্যাত, হযরত ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ব্যবসায়ী কাফেলাকে পথেই ধরে ফেলতে নিষেধ করেছেন।[১]

٥٠٩٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتَلْقَوْا شَيْئًا مِنَ الْبَيْعِ حَتّٰى يَقْدِمَ سُوْقَكُمْ -

৫০৯৩. আহ্মদ ইব্ন দাউদ বলেন, ইয়াকূব ইব্ন হুমাইদ ..... হযরত আবূ সাঈদ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, বাজারে এসে পৌঁছার আগে (পথেই) কোন পণ্য তোমরা ধরে ফেলো না।[২]

٥٠٩٤- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَازِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ نُهِيْنَا اَوْ نُهِيَ عَنِ التَّلَقِّيْ -

৫০৯৪. হুসাইন ইব্ন নাস্র[৩] বলেন, আব্দুর রাহমান..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে ধরে ফেলতে নিষেধ করা হয়েছে। অথবা তিনি বলেন, ধরে ফেলা হতে নিষেধ করা হয়েছে।

٥٠٩٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَلْقَوُا الرُّكْبَانَ -

৫০৯৫. আবূ বকরা বলেন, মুআম্মিল ইব্ন ইসমাঈল ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা বাণিজ্যিক কাফেলা ধরে ফেলো না।

٥٠٩٦- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَتَلْقَوُا الْجَلَبَ -

৫০৯৬. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক বলেন, বিশর ইব্ন আমর ..... নবী ﷺ এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা আমদানিকৃত 'মাল' (পথেই) ধরে ফেলো না।

---

১. হাদীসটি আসাদুস সুন্নাহ তার মুসনাদ গ্রন্থে এবং আবূ দাউদ তায়ালেসীও তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইব্ন মাজা (র) বর্ণনা করেছেন।

৩. حسين بن نصر আইনীর কোন কোন নুসখায় এরূপ রয়েছে। আর এটাই সঠিক।

বিশ্লেষণ

আবূ জা'ফর বলেন ঃ একদল উলামা-ই কিরাম এ সব হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করে বলেন, যে ব্যক্তি কান পণ্য বাজারে আসার আগেই পথে ধরে ফেলে তা ক্রয় করল, তার এক্রয় করা বাতিল।[১] পক্ষান্তরে অন্য একদল আলিম[২] এদের বিরোধিতা করে বলেন, যে সব শহরে গ্রাম হতে আগত মালের সহিত সাক্ষাত করে ক্রয় করলে শহরবাসীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেখানে এরূপ সাক্ষাত করা মাকরূহ। অবশ্য তাদের নিকট হতে ক্রয় করা জায়িয। পক্ষান্তরে যে সব শহরের অধিবাসীরা এরূপ সাক্ষাত করায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়না, সে সব শহরে সাক্ষাত করায় কোন অসুবিধা নেই। আর তাদের এ মত প্রমাণিত করার জন্য তারা এ হাদীস পেশ করেন ঃ

৫০৯৭- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشْتَرِيْ مِنْهُمُ الطَّعَامَ جَزَافًا فَنَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَبِيْعَهُ حَتّٰى نُحَوِّلَهُ مِنْ مَكَانِهِ اَوْ نَنْقُلَهُ -

৫০৯৭. ফাহদ বলেন, আবূ বকর ইব্ন আবী শায়বা ..... হযরত ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা বাণিজ্যিক কাফেলাকে (পথে থাকতেই) ধরে ফেলতাম এবং অনুমান করে তাদের নিকট হতে খাদ্য ক্রয় করতাম। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উক্ত খাদ্য স্থানান্তরিত করার পূর্বে বিক্রয় করতে নিষেধ করেন।

৫০৯৮- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِيْ قَالَ ثَنَا حَسَّانُ بْنُ غَالِبٍ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَشْتَرُوْنَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ اَنْ يَبِيْعُوْهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ حَتّٰى يَبْلُغُوْهُ اِلٰى حَيْثُ يَبِيْعُوْنَ الطَّعَامَ -

৫০৯৮. রাবী' আল-জীযী বলেন, হাসসান ইব্ন গালিব ..... হযরত ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তাঁরা (সাহাবা-ই কিরাম) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে কাফেলার নিকট হতে খাদ্য ক্রয় করতেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের নিকট এমন কিছু লোক পাঠিয়ে দিতেন, যারা তাদেরকে তাদের ক্রয়ের স্থানে বিক্রয় করতে বাধা দিতো। যাবত না তারা খাদ্য বিক্রয়ের স্থানে (বাজারে) পৌঁছতো।

মোট কথা, এসকল হাদীসে পণ্য ধরে ফেলার বৈধতা রয়েছে, আর প্রথমোক্ত হাদীসগুলোতে রয়েছে এর নিষিদ্ধতা। অতএব দু' প্রকার হাদীসের মধ্যে বিরোধ মীমাংসা করে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই হলো উত্তম ব্যবস্থা। সুতরাং শহরে বসবাসকারী নাগরিকদের জন্য যে ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হবে, সে ক্ষেত্রে তো তা নিষিদ্ধ হবে। আর যে ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হবে না সে ক্ষেত্রে জায়িয হবে। আমাদের মতে হাদীসসমূহের ব্যাখ্যা এটাই واللّٰه اعلم

---

১. আল্লামা আইনী (র) বলেন, এ সকল উলামা-ই কিরাম দ্বারা উদ্দেশ্য হলেন, লাইস ইব্ন সা'দ, মালেকী মাযহারের কতিপয় উলামা-ই কিরাম ও জাহেরী জামাতের একদল উলামা।

২. আল্লামা আইনী বলেন, এ সকল উলামা-ই কিরামের দ্বারা উদ্দেশ্য হলেন, আওযাঈ, সাওরী, আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ, যুফার ইব্ন হুযাইল। আর ইমাম শাফেঈ, মালেক ও আহমদও এদের সহিত শুধু এ বিষয়ে একমত যে, গ্রাম হতে আগত মালের সহিত সাক্ষাত করে ক্রয় করলে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি তো হয়ে যাবে, তবে বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে।

বহিরাগত ব্যবসায়ীদেরকে পথেই ধরে ফেলা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাদের নিকট হতে মাল ক্রয় করা যে জায়িয, একথা তারা নিম্নের হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেন ঃ

٥٠٩٩ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاتَلَقَّوْا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرٰى مِنْهُ شَيْئًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ اِذَا اَتَى السُّوْقَ ـ

৫০৯৯. আলী ইব্‌ন আব্দিল্লাহ্ বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন বকর আস্‌সাহামী, ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা আমদানি করা মাল (পথেই) ধরে ফেলো না। কেউ যদি পথে ধরে ফেলে তাহতে কিছু ক্রয় করে তাহলে বিক্রেতা যখন বাজারে আগমন করবে, তখন তার ইখতিয়ার থাকবে।

٥١٠٠ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اِبْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاتَسْتَقْبِلُوْا الْجَلَبَ وَلاَيَبِيْعُ حَاضِرُ لِبَادٍ وَالْبَائِعُ بِالْخِيَارِ اِذَا دَخَلَ السُّوْقَ ـ

৫১০০. ইব্‌ন আবী আদী বলেন, ইউসুফ ইব্‌ন আদী ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা বাইরে থেকে আনা মালের দিকে যেওনা। কোন স্থানীয় ব্যক্তি গ্রাম্য ব্যক্তির মাল যেন বিক্রয় না করে। আর বিক্রেতা যখন বাজারে প্রবেশ করবে তখন তার ইখতিয়ার থাকবে।

মোট কথা, এ সকল হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'আমদানি মাল' পথে ধরে ফেলতে নিষেধ করেছেন। তারপর এ ক্ষেত্রে বিক্রেতাকে বাজারে প্রবেশ করার পর ইখতিয়ারও প্রদান করেছেন। আর ইখতিয়ার তো কেবল বিশুদ্ধ ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যেই হয়ে থাকে। কারণ ক্রয়-বিক্রয় যদি জায়িযই না হত, তবে বিক্রেতা ও ক্রেতাকে তাদের ক্রয়-বিক্রয় রহিত করার জন্য বাধ্য করা হত এবং তাদের পক্ষে এটা অস্বীকার করার কোন উপায় থাকত না। অতএব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন বিক্রেতাকে এ ব্যাপারে ইখতিয়ার প্রদান করেছেন, তখন বিক্রয়ের এ যুক্তি যে শুদ্ধ হয়েছে, তা প্রমাণিত হয়। যদিও বহিরাগত মাল ও বাণিজ্যিক কাফেলাকে পথে ধরে ফেলা নিষিদ্ধ ছিল।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, আপনারা তো যে বিক্রেতাকে পথে ধরে মাল ক্রয় করা হয়েছে, তার জন্য ইখতিয়ার সাব্যস্ত করেননা অথচ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে উল্লেখিত এ হাদীসে ইখতিয়ার প্রদান করেছেন। তবে আল্লাহ্‌র নিকট তাওফীক প্রার্থনা করে আমরা তাকে এই জবাব দিব, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত البيعان بالخيار ما لم يتفرقا অর্থাৎ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের ইখতিয়ার থাকবে, যাবত না তারা পৃথক হবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুতাওয়াতির সূত্রে এ হাদীস বর্ণিত। আমরা ইনশাআল্লাহ্ এই কিতাবেই যথাস্থানে এর উল্লেখ করব। এ হাদীস দ্বারা আমরা জানতে পারলাম যে, ক্রেতা ও বিক্রেতা পৃথক হবার পর আর তাদের কোন ইখতিয়ার থাকে না।

যদি কেউ এ প্রশ্ন করে যে, আপনি তো সেই ব্যক্তির জন্য ইখতিয়ার সাব্যস্ত করেন, যে ব্যক্তি না দেখে কোন বস্তু ক্রয় করে, তারপর সে দেখার পর রাজী হলেই তার ক্রয় সম্পন্ন হয়। অতএব ঐ বিক্রেতার জন্যও অনুরূপ ইখতিয়ার হতে পারে, যাকে শহরের বাইরে ধরে ফেলে তার থেকে ক্রয় করা হয়েছে?

এ প্রশ্নের জবাবে তাকে বলা হবে, خيار الرؤية (না দেখে ক্রয় করা মাল দেখার পর ক্রেতাকে যে 'ইখতিয়ার দেয়া হয়) আমরা কিয়াস দ্বারা সাব্যস্ত করিনি। বরং আমরা সাহাবাই কিরামকে সর্বসম্মতিক্রমে এই ইখতিয়ার সাব্যস্ত করতে দেখেছি। তারা এ ব্যাপারে কোন মতবিরোধ করেননি। আর এ ব্যাপারে বিরোধ এসেছে সাহাবা কিরামের পরে। অতএব আমরা এ বিষয়টিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এ হাদীস البيعان بالخيار ما لم يتفرقا থেকে বহির্ভূত করেছি। তদুপরি আমরা একথা জানতে পেরেছি যে, তিনি এ হাদীসে এ বিষয়টি উদ্দেশ্যও করেননি। কারণ এ বিষয়টি যে এ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয়, এ ব্যাপারে তাদের ইজমা ও ঐক্যমত রয়েছে। যেমন, بيع سلم জায়িয হবার ব্যাপারে সাহাব-ই কিরামের ইজমা দ্বারা আমরা জানতে পেরেছি যে, 'সালাম বিক্রয়' ঐ হাদীসে অন্তর্ভুক্ত নয়, যাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ বস্তু বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন যা তোমার কাছে নেই।

এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে যে خيار رؤية-এর ব্যাপারে আপনারা সাহাবা-ই কিরাম হতে কি কোন হাদীস বর্ণনা করেছেন? **তবে তাকে বলা হবে, হাঁ।**

٥١٠١ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ قَالاَ ثَنَا هِلاَلُ بْنُ يَحْيَى بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ رَبَاحِ بْنِ اَبِيْ مَعْرُوْفٍ الْمَكِّيِّ عَنْ اِبْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ اشْتَرٰى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَالاً فَقِيْلَ لِعُثْمَانَ اِنَّكَ قَدْ غُبِنْتَ وَكَانَ الْمَالُ بِالْكُوْفَةِ وَهُوَ مَالُ اٰلِ طَلْحَةَ الْاٰنَ بِهَا فَقَالَ عُثْمَانُ لِيْ الْخِيَارُ لاَنِّيْ بِعْتُ مَالَمْ اَرَ فَقَالَ طَلْحَةُ لِي الْخِيَارُ لاَنِّيْ اِشْتَرَيْتُ مَالَمْ اَرَ فَحَكَّمَا بَيْنَهُمَا جُبَيْرَ بْنُ مُطْعِمٍ فَقَضٰى اَنَّ الْخِيَارَ لِطَلْحَةَ وَلاَخِيَارَ لِعُثْمَانَ ـ

৫১০১. আবূ বাকরা বাককার ইব্ন কুতায়বা ও মুহাম্মদ ইব্ন শাযান[১] বলেন, হিলাল[২] ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুসলিম ..... হযরত আলক্বামা ইব্ন ওয়াক্কাস লাইসী বলেন, একবার তাল্হা ইব্ন উবায়দিল্লাহ্ হযরত উসমান ইব্ন আফফান (রা) হতে কিছু মাল ক্রয় করলেন, তখন হযরত উসমান (রা)-কে বলা হলো, আপনাকে তো ঠকানো হয়েছে। তখন হযরত উসমানের এ মাল ছিল কুফায়, যা এখন হযরত তালহা (রা)-এর মাল বলে বিবেচিত। তখন হযরত উসমান (রা) বললেন, আমার তা خيار رؤية রয়েছে, কারণ, আমি এমন জিনিস বিক্রয় করেছি, যা আমি দেখিনি। তখন হযরত তালহা বললেন, বরং আমার ইখতিয়ার রয়েছে, কারণ আমি এমন বস্তু ক্রয় করেছি, যা আমি দেখিনি। অতঃপর তারা দুজনই এ ব্যাপারে হযরত জুবাইর ইব্ন মুত্ইম (রা)-কে সালিস মেনে নিলেন। তিনি ফায়সালা দিলেন যে, ইখতিয়ার তালহা (রা) এর প্রাপ্য, উসমান (রা)-এর কোন ইখতিয়ার নেই।

---

১. মুহাম্মদ ইব্ন শায়বান, আবূ বকর আল-মিসরী, হানাফী ফুকাহা-ই কিরামের অন্যতম ফকীহ ছিলেন। তিনি ক্বাযী বাক্কার এর নায়েব এবং মিসরের খলীফা ছিলেন।

২. হিলাল ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুসলিম আর রায় বিসরী ইমাম আবূ ইউসুফ (রা)-এর একজন শিষ্য। তিনি ইমাম যুফার ইব্ন হুযাইল (র)-এরও তিলমীয। পূর্বসুরী উলামা-ই কিরামের একটি জামাত তাঁর প্রশংসা করেছেন। তাঁর বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার ও গভীর فقاهت-এর কারণে তাঁকে الرائى (রায়) উপাধী প্রদান করা হয়েছে।

আর এ ব্যাপারে মুতাওয়াতির সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যদিও তার বেশীর ভাগ হাদীস মুনক্বাতী (منقطع) (তবুও তা গ্রহণযোগ্য)। কারণ, তার বিপরীত কোন মুত্তাছিল (متصل) হাদীস বর্ণিত হয়নি। আর এখানে অন্য একটি দলীলও রয়েছে। আর তা এই যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শহরের বাইরে 'ধৃত' বিক্রেতার জন্য ইখতিয়ার প্রদান করেছেন, যখন সে শহরে প্রবেশ করে তার বিক্রীত মালের সঠিক দাম জানতে পারবে। এখন আমরা দেখতে চাই যে, এর বিপরীত কোন হাদীস আছে কি না। অনুসন্ধানের পর আমরা দেখলাম ঃ

٥١٠٢- فَاِذَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ الْاَصْبَهَانِىُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ اِبْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ نُهِيْنَا اَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَاِنْ كَانَ اَبَاهُ وَاَخَاهُ -

৫১০২. আবূ বকর (রা) বলেন, হুসাইন ইব্‌ন হাফস ইসবাহানী ..... হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, কোন স্থানীয় ব্যক্তি যেন কোন গ্রাম্য লোকের মাল বিক্রয় না করে। যদিও সে তার পিতা কিংবা ভাই-ই হোক না কেন।

٥١٠٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُمْرَانَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ نُهِيْنَا اَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ -

৫১০৩. আবূ উমাইয়্যা বলেন, ... হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, কোন স্থানীয় ব্যক্তি যেন কোন গ্রাম্য ব্যক্তির মাল বিক্রয় না করে।

٥١٠٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْخَيَّاطِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ -

৫১০৪. নাস্‌র ইব্‌ন মারযূক বলেন, আসাদ ..... হযরত ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, কোন স্থানীয় ব্যক্তি যেন কোন গ্রাম্য ব্যক্তির মাল বিক্রি না করে।

٥١٠٥- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ اَخْبَرَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

৫১০৫. আলী ইব্‌ন আব্দির রহমান বলেন, আলী ইব্‌ন জা'দ ..... হযরত ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা[১] করেন।

٥١٠٦- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا مُوْسٰى بْنُ اَعْيَنَ عَنْ لَيْثِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ وَزَادَ وَلاَيَشْتَرِىْ لَهُ -

১. হাদীসটি ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেছেন।

৫১০৬. রাওহ ইব্নুল ফারজ বলেন, ... হযরত ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত।, তিনি নবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেন, তবে তিনি অতিরিক্ত আরো বর্ণনা করেন, "সে যেন তার জন্য ক্রয় না করে।"[১]

٥١٠٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا الدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَيَبِيْعُ حَاضِرُ لِبَادٍ -

৫১০৭. আহমদ ইব্ন দাউদ বলেন, "ইয়াকূব ইব্ন হুমাইদ ..... হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে তিনি নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কোন স্থানীয় ব্যক্তি যেন কোন গ্রাম্য লোকের মাল বিক্রি না করে।

٥١٠٨- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ ح وَحَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ الْحَنَفِىُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৫১০৮. ইব্ন মারযূক বলেন, ওহাব ..... হযরত ইব্ন উমার (রা) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥١٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَسْبَاطُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৫১০৯. মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন ইউনুস বলেন, আসবাত ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি নবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।[২]

٥١١٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৫১১০. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক বলেন, ওহাব ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি নবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।[৩]

٥١١١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحِ بْنِ نَبْهَانَ مَوْلَى التَّوْمَةِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৫১১১. আবূ বাকরা বলেন, হুসাইন ইব্ন হাফস ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে, আর তিনি নবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।[৪]

٥١١٢- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَازِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى اَوْ نُهِىَ اَنْ يَبِيْعَ الْمُهَاجِرُ لِلْاَعْرَابِىِّ -

---

১. ইমাম বায্যারও তার মুসনাদ গ্রন্থে।
২. বায্যার তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।
৩. ইমাম মুসলিম, বুখারী ও নাসায়ী বর্ণনা করেছেন।
৪. ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে।

Contents

৫১১২. হুসাইন ইব্‌ন নাসর বলেন .....আদী ইব্‌ন সাবিত হতে বর্ণিত, তিনি বলেন। আমি আবূ হাযিমকে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেন, কোন গ্রাম্য লোকের মাল মুহাজিরকে বিক্রি করতে নিষেধ করা হয়েছে।[১]

٥١١٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى اَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ -

৫১১৩. ইব্‌ন মারযূক বলেন, বিশ্‌র ইব্‌ন উমার ..... জনৈক সাহাবী হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেন, যে কোন গ্রাম্য ব্যক্তির মাল কোন স্থানীয় ব্যক্তিকে বিক্রয় করতে তিনি নিষেধ করেছেন।

٥١١٤- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىْ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَشْتَرِىَ حَاضِرٌ لِبَادٍ -

৫১১৪. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান বলেন, আব্দুর রহমান ইব্‌ন মাহদী ..... তাওআমা'র আযাদ করা গোলাম 'ছালেহ' হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আমি আবূ হুরায়রা (রা) কে বলতে শুনেছি, কোন স্থানীয় ব্যক্তিকে কোন গ্রাম্য ব্যক্তির জন্য মাল ক্রয় করে দিতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন।"

গ্রাম্য ব্যক্তির মাল স্থানীয় ব্যক্তিকে বিক্রয় করে দিতে নিষেধ কেন করা হয়েছে? এ বিষয়ে আমরা চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছি।[২] তখন আমরা হাদীস পেলাম ঃ

٥١١٥- فَاِذَا يُوْنُسُ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوْا النَّاسَ يَرْزُقُ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ -

৫১১৫. ইউনুস বলেন, ... আবূ যুবাইর হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি জাবির (রা) কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, কোন স্থানীয় ব্যক্তি যেন কোন গ্রাম্য লোকের মাল বিক্রি না করে। তোমরা মানুষকে স্বাধীন ছেড়ে রাখ। আল্লাহ্ তা'আলা একজনের মাধ্যমে অন্যের রিযিকের ব্যবস্থা করেন।[৩]

٥١١٦- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ ثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ حَكِيْمِ بْنِ اَبِىْ يَزِيْدَ اَنَّهُ جَاءَهُ فِىْ حَاجَةٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ دَعُوْا النَّاسَ فَلْيُصِبْ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَاِذَا اسْتَنْصَحَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ -

৫১১৬. ফাহাদ বলেন ..... আতা, হাকীম ইব্‌ন আবী ইয়াযীদ হতে বর্ণনা করেন। একবার তিনি এক প্রয়োজনে হাকীম ইব্‌ন ইয়াযীদ এর নিকট আগমন করেন, তখন তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, তোমরা লোকদের ছেড়ে দাও, তারা যেন একে অন্যের নিকট হতে লাভ করে,

১. ইমাম বুখারী ও মুসলিম।
২. বায্যার তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেন।
৩. মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আর যখন তোমাদের কেউ তার ভায়ের নিকট হতে সুপরামর্শ কামনা করে, তখন সে যেন তাকে সুপরামর্শ দেয়।

এদ্বারা আমরা জানতে পারলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে স্থানীয় লোককে গ্রাম্য লোকের মাল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন তার কারণ হলো, স্থানীয় লোক বাজারের দরদাম সম্পর্কে অবগত। এ কারণে সে স্থানীয় ক্রেতাদের নিকট হতে পূর্ণ দাম আদায় করবে। আর একারণে তারা গ্রাম্য লোকদের নিকট হতে ক্রয় করে লাভবান হতে পারবেনা। আর গ্রাম্য লোকেরা যখন সরাসরি স্থানীয় লোকদের নিকট বিক্রি করবে তখন যেহেতু তারা বাজার দাম সম্পর্কে পূরাপুরি ওয়াকিফ হাল না হবার কারণে স্থানীয় লোকেরা তাদের নিকট হতে ক্রয় করে লাভবান হবে। (অথচ এতে বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্থও হবেনা) এ কারণে নবী ﷺ স্থানীয় লোক ও গ্রাম হতে আগত লোকদেরকে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং স্থানীয় লোকদেরকে এদের ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। আমরা যে আলোচনা করলাম, বাস্তবতা যখন এমনই এবং পূর্বে যেসব হাদীস বর্ণনা করেছি তা দ্বারা যখন ক্ষতিযুক্ত সাক্ষাত জায়িয হওয়া প্রমাণিত, তখন গ্রাম হতে মাল নিয়ে আগত লোকদের সহিত সাক্ষাত করে মাল ক্রয় করা, বস্তুতঃ গ্রাম্য ব্যক্তির নিকট হতে স্থানীয় ব্যক্তির মাল ক্রয় করার নামান্তর। অতএব এটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর বক্তব্য। "دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ" (তোমরা মানুষকে স্বাধীন ছেড়ে দাও, আল্লাহ্ তা'আলা একের মাধ্যমে অন্যের রিযিকের ব্যবস্থা করেন।) এর অন্তর্ভুক্ত হলো। এবং এ ব্যাপারে বিক্রেতার ইখতিয়ারও বাতিল হলো। কারণ, এ ক্ষেত্রে যদি বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয়ের এ চুক্তি বাতিল করার ইখতিয়ার থাকে তবে ক্রেতার কোন লাভও হবেনা। কারণ, তার ইখতিয়ারের কারণে তো সে তার বিক্রয় রহিত করতে সক্ষম। অথবা বিক্রয় না করলেও তাকে ঐ পরিমাণ মূল্য পরিশোধ করেত হবে, যা শহরের লোক পারস্পরিক ক্রয় বিক্রয়ে ঐ পরিমাণ মালের মূল্য পরিশোধ করে থাকে।

অতএব স্থানীয় লোকদেরকে গ্রাম্য লোকদের মাল বিক্রয় করে দিতে নিষেধ করা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্থানীয় লোকদের গ্রাম হতে আগত লোকদের ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে অনভিজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করে তাদের নিকট হতে মাল ক্রয় করা জায়িয। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা (রা) আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র)-এর মত।

٤- بَابُ خِيَارِ الْبَيِّعَيْنِ حَتّٰى يَتَفَرَّقَا

৪. প্রসঙ্গ ক্রেতা-বিক্রেতার ইখতিয়ার যাবত না তারা পৃথক হয়

٥١١٧- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُذَيْفَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالُوْا جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتّٰى يَتَفَرَّقَا اَوْ يَكُوْنَ بَيْعُ خِيَارٍ-

৫১১৭. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক ...... ইব্রাহীম আবূ বাক্‌রা, ও নাস্‌র ইব্ন মারযূক নিজ নিজ সূত্রে হযরত ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেন, কোন ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে

ক্রয়-বিক্রয় 'সম্পূর্ণ' হবেনা, যাবত না তারা পৃথক হবে। কিন্তু (পৃথক হলেও সম্পূর্ণ হবেনা) যদি খিয়ারে শর্ত থাকে।

٥١١٨- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَارِمُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ ثَنَا اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتفرَّقَا قَالَ اَوْ يَقُوْلُ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اِخْتَرْو رُبَّمَا قَالَ اَوْ يَكُوْنُ بَيْعَ خِيَارٍ -

৫১১৮. ইব্ন মারযূক বলেন, আরিম ..... হযরত ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ﷺ ইরশাদ করেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা ইখ্তিয়ারের অধিকারী হবে, যাবত না তারা পৃথক হবে। অথবা তাদের একজন তার সাথীকে বলবে, তুমি (এখনই সিদ্ধান্ত) গ্রহণ কর। আবার কখনও তিনি বলেছেন, কিন্তু যদি খিয়ারে শর্ত থাকে (তবে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হবে না।)

٥١١٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرِ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا شُجَاعُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ بَيِّعَيْنِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتفرَّقَا اَوْ يَكُوْنُ بَيْعَ خِيَارٍ -

৫১১৯. আবূ বিশ্র আর্রুক্কী, বলেন, ... হযরত ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ﷺ ইরশাদ করেন, সকল ক্রেতা-বিক্রেতা ইখতিয়ারের অধিকারী হবে, যাবত না তারা পৃথক হবে। কিন্তু যদি খিয়ারে শর্ত (خيار شرط) থাকে, (তবে পৃথক হলেও তার ইখতিয়ার থাকবে।)

٥١٢٠- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتّٰى يَتَفَرَّقَا اَوْ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِىْ بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرْكَةُ بَيْعِهِمَا -

৫১২০. ইব্ন মারযূক বলেন, ওহাব ..... হাকীম ইব্ন হিযাম নবীﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ই ইখতিয়ারের অধিকারী থাকবে, যতক্ষণ না তারা পৃথক হবে। অথবা তিনি বলেছেন, যাবত না তারা পৃথক হবে। অতঃপর যদি তারা সত্য বলে এবং দোষ-গুণ বর্ণনা করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত দান করা হবে। আর যদি তারা মিথ্যা বলে ও গোপন করে, তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত বিলোপ করা হবে।

٥١٢١- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمُ قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ اَبِى الْوَضِىْءِ عَنْ اَبِىْ بَرْزَةَ اَنَّهُمْ اِخْتَصَمُوْا اِلَيْهِ فِىْ رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً فَنَامَ مَعَهَا الْبَائِعُ فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ لاَ اَرْضَاهَا فَقَالَ اَبُوْ بَرْزَةَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَ فِىْ خِبَاءِ شَعْرٍ -

৫১২১. সালিহ ইব্ন আব্দির রাহমান বলেন ..... আবূ বারযাহ হতে বর্ণনা করেন। একবার তারা এমন ব্যক্তি সম্পর্কে তার নিকট মামলাপেশ করেন, যে ব্যক্তি তাঁর একটি বান্দী বিক্রি করে অতঃপর বিক্রেতা তার সহিত

একত্রে রাত যাপন করে। যখন ভোর হলো তখন সে (ক্রেতা) বললো, আমি উক্ত দাসীকে ক্রয় করতে রাজী নই। তখন আবূ বারযাহ বললেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতা ইখতিয়ারের অধিকারী যাবত না তারা পৃথক হবে। আর তারা দু'জন পরস্পরে একই তাঁবুর মধ্যে ছিল।

٥١٢٢- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِيْ الْوَضِيْ قَالَ نَزَلْنَا مَنْزِلاً بَاعَ صَاحِبٌ لَنَا مِنْ رَجُلٍ فَرَسٌ فَاَقَمْنَا فِىْ مَنْزِلِنَا يَوْمَنَا وَلَيْلَتَنَا فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَامَ الرَّجُلُ يَسْرِجُ فَرَسَهُ فَقَالَ صَاحِبُهُ اِنَّكَ قَدْ بِعْتَنِىْ فَاخْتَصَمَا اِلٰى اَبِىْ بَرْزَةَ فَقَالَ اِنْ شِئْتُمَا قَضَيْتُ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا وَمَا اَرٰكُمَا تَفَرَّقْتُمَا -

৫১২২. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক বলেন, ... 'আবূল ওয়াযী' হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন। একবার আমরা এক মানযিলে অবস্থান করেছিলাম, তখন আমাদের এক সাথী এক ব্যক্তির নিকট একটি ঘোড়া বিক্রয় করল, আমরা আমাদের ঐ মানযিলে এক দিন ও এক রাত অবস্থান করি। যখন ভোর হলো, তখন লোকটি তার ঘোড়ায় যীন বাঁধতে লাগল। তার সাথী তাকে বললো, তুমি না আমার নিকট ঘোড়াটি বিক্রি করেছ? তাদের বিবাদ মীমাংসার জন্য তারা আবূবারযা (রা)-এর নিকট গেল। তিনি বললেন, তোমরা ইচ্ছা করলে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ফায়সালা মুতাবিক তোমাদের মাঝে মীমাংসা করে দিব। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ক্রেতা-বিক্রেতা দুজইন ইখ্‌তিয়ারের অধিকারী, যাবত না তারা পৃথক হবে। আর আমি মনে করি তোমরা দুজন পৃথক হওনি।

٥١٢٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَخْبَرَنَا هَمَّامُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ اَبِىْ الْخَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتّٰى يَتَفَرَّقَا اَوْ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِىْ بَيْعِهِمَا فَاِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسٰى اَنْ يَدُوْرَ بَيْنَهُمَا فَضْلُ وَتُمْحَقُ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا قَالَ هَمَّامُ فَسَمِعْتُ اَبَا التَّيَّاحِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৫১২৩. আবূ বাকরা বলেন, ... হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতা ইখতিয়ারের অধিকারী থাকবে, এমন কি তারা পৃথক হয়ে যাবে। অথবা, তিনি বলেন, যাবতনা তারা পৃথক হয়ে যাবে। যদি তারা সত্য বলে এবং দোষগুণ স্পষ্ট প্রকাশ করে; তবে তো তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত দান করা হবে। আর মিথ্যা বললে ও গোপন করলে অতি সত্বর তাদের মাঝে বিচ্ছেদ আবর্তিত হতে থাকবে এবং তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত বিলুপ্ত করা হবে। হাম্মাম বলেন, আমি আবুত-তাইয়্যাহ্‌কে এ হাদীস আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিস ও হাকীম ইব্‌ন হিযামের মাধ্যমে নবী ﷺ হতে অনুরূপ বলতে শুনেছি।

٥١٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرِ بْنِ مَطَرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ اَخْبَرَنَا اَيُّوْبُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ اَبِىْ كَثِيْرِ الْغُبَرِىْ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا اَوْ يَكُوْنُ بَيْعَ خِيَارٍ -

৫১২৪. মুহাম্মদ ইব্ন বাহ্র ইব্ন মাতর বলেন, ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ই ইখতিয়ারের অধিকারী থাকবে, যাবত না তারা পৃথক হবে। কিন্তু যদি খিয়ারে শর্ত থাকে (তবে পৃথক হলেও ইখতিয়ার থাকবে, ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হবেনা।)

٥١٢٥- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا هَمَّامُ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا وَيَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مَا رَضِىَ مِنَ الْبَيْعِ -

৫১২৫. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক বলেন, ... সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ ইরশাদ করেন, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের ইখতিয়ার থাকবে যাবত না তারা পৃথক হবে এবং যাতে তারা রাজী তা গ্রহণ করবে।

বিশ্লেষণ

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাণী البيعان بالخيار مالم يتفرقا الخ-এর ব্যাখ্যা প্রসংগে উলামাই কিরামের মতপার্থক্য হয়েছে। একদল উলামা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এ বাণীর মধ্যে ক্রেতা-বিক্রেতার যে পৃথক হবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার অর্থ ক্রয়-বিক্রয়ের মৌখিক চুক্তি হতে পৃথক হওয়া। অতএব বিক্রেতা যখন বললো, "আমি তোমার নিকট এ মাল বিক্রি করলাম।" আর ক্রেতাও বললো, "এ মাল আমি তোমার নিকট হতে গ্রহণ করলাম।" এতেই চুক্তি করার পর পৃথক হওয়া সাব্যস্ত হলো এবং তাদের ইখতিয়ার শেষ হয়ে গেল। তারা বলেন, তাদের ইখতিয়ারের অর্থ হলো বিক্রেতা ক্রেতাকে যে বলেছিল, আমি তোমার নিকট এ গোলামটি এক হাযার দিরহামে বিক্র করেছি, ক্রেতার তা গ্রহণ করার পূর্বেই তা বাতিল করা। কিন্তু ক্রেতা যদি তার বাতিল করার পূর্বেই গ্রহণ করে তবে তারা চুক্তি সম্পন্ন করে পৃথক হলো এবং তাদের ইখতিয়ার বাতিল হয়ে গেল। তারা বলেন, "تفرق"-এর এই যে অর্থ তারা গ্রহণ করেছেন, (অর্থাৎ মৌখিকভাবে পৃথক হওয়া) আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে 'তালাক' এর আলোচনায় تفرق-এর ঠিক এই অর্থই উদ্দেশ্য করেছেন। ইরশাদ হয়েছে وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلاًّ مِّنْ سَعَتِه অর্থাৎ তারা (স্বামী-স্ত্রী) যদি পৃথক হয়ে যায় তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রাচুর্যের মাধ্যমে উভয়কে বে-নির্যায করে দিবেন।" স্বামী যখন স্ত্রীকে বললো, আমি তোমাকে এত এত এর বিনিময়ে তালাক দিলাম, তখন স্ত্রী বললো, আমি গ্রহণ করলাম; এতে তালাক বায়েন হয়ে গেল। এবং স্বামী স্ত্রী একে অন্যের থেকে পৃথক হয়ে গেল; যদিও তারা দৈহিক দিক থেকে একই স্থানে অবস্থান করুক না কেন। ঠিক অনুরূপভাবে যদি কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে বলে, "আমি তোমার নিকট আমার এই গোলামটি এক হাজার দিরহামে বিক্রি করলাম," অতঃপর ক্রেতা বললো, আমি কবুল করলাম, তবে এতেই তারা বেচা-কেনার চুক্তি হতে পৃথক হয়ে গেল। যদিও তারা দৈহিক দিক থেকে পৃথক হয়ে স্থান ত্যাগ না করে। যারা এ মন্তব্য করেছেন এবং تفرق-এর এ ব্যাখ্যা পেশ করেছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন, মুহাম্মদ ইব্ন হাসান (র)।

'ঈসা ইব্‌ন আবান' বলেন, যে فرقة (পৃথক হওয়া) এ সব রিওয়ায়াতে উল্লেখিত খিয়ারকে ছিন্ন করে দেয় তা হলো স্থান ত্যাগের মাধ্যমে শারীরিকভাবে পৃথক হওয়া। অতএব যখন কেউ কাউকে বলে, "আমার এই গোলামটি তোমার নিকট এক হাজার দিরহামে বিক্রি করলাম", তখন একথা দ্বারা যাকে সম্বোধন করা হলো, তার ইখতিয়ার থাকবে যে, অর্থাৎ যতক্ষণ সে তার সাথী থেকে শারীরিকভাবে পৃথক না হবে, ততক্ষণ সে তার প্রাস্তাব গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু উভয়ে পৃথক হয়ে যাওয়ার পর উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করার ইখতিয়ার থাকবেনা। তারা বলেন, যদি আমরা এ হাদীস না পেতাম তাহলে আমরা জানতে পারতাম না যে, প্রতিপক্ষ তাকে সম্বোধ করে যে বিক্রয় প্রস্তাব করেছে, সম্বোধিত ব্যক্তির ঐ প্রস্তাবকে গ্রহণ করার অধিকার কোন্ জিনিস কর্তন করে দেয়। কিন্তু এই হাদীস দ্বারা আমরা জানতে পেরেছি যে, ক্রয়-বিক্রয়ের প্রস্তাব দেয়ার পর তাদের শারীরিকভাবে পৃথক হয়ে যাওয়াটাই ঐ প্রস্তাব বা সম্বোধন কবুল করার অধিকার কর্তন করে দেয়। تفرق-এর এ ব্যাখ্যা ইমাম আবূ ইউসুফ (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে। ঈসা বলেন, এ হাদীসের যে সব ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে তার মধ্যে এটাই সর্বোত্তম ব্যাখ্যা। কারণ, আমরা فرقة (বা পৃথক হওয়ার) এর একটি সর্বসম্মত অর্থ পেয়েছি 'ছারফ বিক্রয়' -এর ক্ষেত্রে। অর্থাৎ সারফ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে فرقة দ্বারা পূর্ববর্তী 'আক্‌দ' অনিবার্যভাবে ফাসিদ হয়ে যায়। তা দ্বারা 'আক্‌দ'-এর সম্পন্নতা অনিবার্য হয় না। তো ক্রেতা ও বিক্রেতাকে প্রদত্ত ইখতিয়ারের ক্ষেত্রে যে فرقة শব্দটি হাদীসে এসেছে, সেটাকে যদি আমরা আমাদের কথিত শারীরিক পৃথক হওয়ার অর্থে গ্রহণ করি তাহলেই শুধু তা দ্বারা প্রস্তাবকারীর পূর্ববর্তী চুক্তি প্রস্তাব ফাসিদ হয়; পক্ষান্তরে যদি আমরা فرقة কে ঐ লোকদের কথিত অর্থে গ্রহণ করি, যা فرقة الابدان (শারীরিক ভাবে পৃথক হওয়া) কে বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার কারণ বলেছেন তাহলে সেটা 'সারফ বিক্রয়ের' ক্ষেত্রে উল্লেখকৃত فرقة-এর সর্বসম্মত অর্থের বিপরীত হবে। তখন فرقة-এর সর্বসম্মত মূল অর্থটি বিদ্যমান থাকবে না। কারণ فرقة-এর যে সর্বসম্মত অর্থ তা দ্বারা তার পূর্ববর্তী আক্‌দ সম্পূর্ণ না হওয়ার অবস্থায় তা ফাসিদ হয়ে যায়। অতএব আমাদের জন্য উত্তম হলো এই বিতর্কিত فرقة কে সর্বসম্মত فرقة-এর ন্যায় করা। ফলে তা দ্বারা পূর্ববর্তী অসম্পূর্ণ 'আকদ' (বা চুক্তি প্রস্তাব) ফাসিদ হওয়া অনিবার্য হবে। অতএব আমরা যা উল্লেখ করেছি তাই সাব্যস্ত হলো। অন্য একদল উলামই কিরাম বলেন, আলোচ্য এ হাদীসের فرقة (পৃথক হওয়া) দ্বারা শারীরিকভাবে স্থান ত্যাগ করা উদ্দেশ্য। তারা একথা এভাবে প্রমাণ করেন যে, হাদীসের মধ্যে متبائعان (ক্রেতা-বিক্রেতা) শব্দটি (নিঃশর্ত) রূপে ব্যবহৃত হয়েছে, আর متبائعان কথাটি বলাই হবে তখন, যখন তাদের পরস্পরে ايجاب ও قبول সম্পন্ন হবে। এর পূর্বে তাদেরকে বলা হয় متساومان (ক্রয়-বিক্রয়ে আলোচনাকারী) بائع (ক্রেতা) এ নামটি ধারণই করবে عقد সম্পন্ন হবার পর। অতএব তার জন্য ইখতিয়ারও সাব্যস্ত হবে আক্‌দ সম্পন্ন হওয়ার পর (শারীরিকভাবে পৃথক হওয়ার পূর্বে)।

তারা তাদের এ মতের পক্ষে হযরত ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত এ হাদীস দ্বারাও প্রমাণ পেশ করেন। আর তাহলো তিনি যখন কোন ব্যক্তির সহিত ক্রয়-বিক্রয় করতেন এবং اقالة (চুক্তি প্রত্যাহার) না করার ইচ্ছা হত, তখন তিনি স্থান ত্যাগ করে কিছুক্ষণ হাটতেন, অতঃপর পুনরায় ফিরে আসতেন। তারা বলেন, "হযরত ইব্‌ন উমার (রা) নিজেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট হতে البيعان بالخيار ما لم يتفرقا এ হাদীস শুনেছেন। আর তাঁর মতে تفرق -এর অর্থ, শারীরিকভাবে স্থান ত্যাগ করা। আর এর মাধ্যমেই ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়। এ দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী ﷺ-এর উদ্দেশ্যও এটাই।" তারা হযরত আবূ বারযা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসও দলীল হিসেবে পেশ করেন, যা আমরা এ অধ্যায়ের শুরুতে উল্লেখ করেছি। এবং তার নিকট যে দু ব্যক্তি মামলা পেশ করেছিল, তাদেরকে তিনি যে কথা বলেছিলেন, তা দ্বারাও দলীল পেশ করেন। তিনি তাদেরকে

বলেছিলেন, ما اراكما تفرقتما "আমি তো মনে করি না যে, তোমরা পৃথক হয়েছ।" তাঁর একথায় বুঝা যায় যে, تفرق দ্বারা তাঁর মতে সশরীরে স্থান ত্যাগ করা উদ্দেশ্য। আর ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান হতে এ পৃথক হবার পূর্বে তাঁর মতে ক্রয়-বিক্রয় পূর্ণ হয়নি।

যারা এই মত অবলম্বন করেন, তাদের বিপরীত পূর্বে উল্লেখিত দুটি মত অবলম্বনকারী উলামা-ই কিরামের বক্তব্য হলো, এই শেষ মত অবলম্বনকারী উলামা-গণ যে বলেন, "যাবত না তারা আক্‌দ সম্পন্ন করবে তারা متبائعان (ক্রেতা-বিক্রেতা) হবেনা।" বরং আক্‌দ সম্পন্ন হবার পূর্বে তারা হলেন (متساومان) (ক্রয় বিক্রয়ের আলোচনাকারী) তারা متبائعان নয়। বস্তুতঃ এটা আরবী ভাষায় প্রশস্ততা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার ফসল। কারণ, তাদেরকে ক্রয়-বিক্রয়ের নিকটবর্তী হলেও متبائعان (ক্রেতা-বিক্রেতা) নামকরণ করা যেতে পারে। যদিও তারা তখন পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয়ের আক্‌দ সম্পন্ন না করে থাকে। হযরত ইসহাক অথবা ইসমাঈল (আ) কে ذبيح (যবাহকৃত) নামকরণ করা হয়েছিল, কারণ তাকে যবাহ করার নিকটবর্তী করা হয়েছিল। যদিও তাঁকে যবাহ করা হয়নি। অনুরূপভাবে যে দু-ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনা করে তারা আক্‌দ সম্পন্ন না করে থাকলেও যখন তারা ক্রয়-বিক্রয়ের নিকটবর্তী হয়েছে তখন তাদেরকে متبائعان (ক্রেতা-বিক্রেতা) বলা যায়। যেমন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন لايسوم الرجل على سوم اخيه ও لايبيع الرجل على بيع اخيه অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যেন তার ভায়ের ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর ক্রয় বিক্রয় না করে। এখানে দুটো হাদীসের অর্থই এক ও অভিন্ন। (অথচ এক হাদীসেতে يسوم বা দরকরা ও অন্য হাদীসে يبيع বা বিক্রয় শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।) আর যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ হাদীসে مساوم (বিক্রয়ের আলোচনাকারী) কে ক্রয় বিক্রয়ের নিকটবর্তী হয়েছে দেখেছেন তখন তাকে متبائعان (ক্রেতা) নামকরণ করেছেন। যদিও সে ক্রয়ের আকদ করেনি। সে ক্ষেত্রে এখানেও এ সম্ভাবনা রয়েছে যে তিনি متساومان (ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনাকারী দু ব্যক্তিকে) متبائعان (ক্রেতা-বিক্রেতা) নামকরণ করেছেন। কারণ, তারা ক্রয়-বিক্রয়ের নিকটবর্তী হয়েছে। যদিও তারা আক্‌দ করেনি। বস্তুত এটা হচ্ছে দুই হাদীসের বিশুদ্ধ معارضة (মুখোমুখিকরণ)

তারা হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) এর কর্ম ও আচরণ দ্বারা যে فرقة (পৃথক হওয়া) দ্বারা নবী ﷺ -এর উদ্দেশ্য কি, সে বিষয়ে দলীল পেশ করেছেন, সে বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হলো, হযরত ইব্‌ন উমার (রা) আচরণ দ্বারা যেমন তারা বলেছেন, তার যেমন সম্ভাবনা আছে, অনুরূপভাবে অন্য সম্ভাবনাও আছে। কারণ হযরত ইব্‌ন উমার (রা) যে فرقة (পৃথক হওয়া) এর কথা নবী ﷺ হতে শুনেছেন, সম্ভবত তার সঠিক অর্থ যে কি, তা তার নিকট অস্পষ্ট রয়েছে। অতএব তার মতে ঐ فرقة بالابدان (শারীরিকভাবে স্থান ত্যাগ করা) যেমন হওয়ার সম্ভবনা আছে, যা এই শেষ মত অবলম্বনকারীগণ বলেন, আর ঐ فرقة بالابدان ও হতে পারে যে فرقة بالابدان অবলম্বনকারীদের উল্লেখ ঈসা ইব্‌ন আবান করেছেন। আর فرقة দ্বারা بالاقوال উদ্দেশ্য হতে পারে, যা অন্য আর একটি দল গ্রহণ করেছেন। কিন্তু হযরত ইব্‌ন উমার (রা)-এর নিকট এর কোন একটি মত অধিক উত্তম হবার কোন দলীল ছিলনা। অতএব তিনি অধিক সতর্কতার জন্য তার ক্রেতার নিকট হতে সরে দাড়াতেন। তবে তাঁর এরূপ করার কারণ এও হতে পারে যে, কেউ কেউ মনে করতেন এরূপ না করলে, বেচা-কেনা পূর্ণই হয়না। অথচ, তিনি কিন্তু এরূপ না করলেও তা পূর্ণ হয় বলে বিশ্বাস করতেন, কিন্তু তাঁর ইচ্ছা ছিলো, বিক্রয় চুক্তিটিকে বিতর্কের উর্ধ্বে নিয়ে যাওয়া, যাতে প্রতিপক্ষ কোন মতেই তা নাকচ করতে না পারে। হযরত ইব্‌ন উমার (রা) হতে এমন হাদীসও বর্ণিত আছে, যা প্রমাণ করে যে, 'বিক্রয় চুক্তি' অনিবার্য হওয়ার জন্য فرقة بالابدان-এর মত তিনি পোষণ করতেন না। আর তাহলো ঃ

٥١٢٦- وَذَالِكَ اَنَّ سُلَيْمٰنَ بْنَ شُعَيْبٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ الزُّهْرِىُّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ مَا اَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ -

৫১২৬. সুলাইমান ইব্ন শু'আইব বলেন, বিশর ইব্ন বকর ..... হযরত ইব্ন উমার বলেন, ক্রয় বিক্রয়ের যে মু'আমালা কোন প্রাণীকে জীবিত অবস্থায় পায়, সেটা হালাক হয়ে গেলে তা ক্রেতার মাল হতেই হালাক হবে।

٥١٢٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৫১২৭. ইউনুস বলেন, ইব্ন ওহাব ..... ইব্ন শিহাব তার সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এ রিওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, জীবিত অবস্থায় কোন প্রাণী ক্রয় করার পর ক্রেতার নিকট হালাক হলে তা ক্রেতার মাল হালাক হবে বলে হযরত ইব্ন উমার (রা) এই যে মত প্রকাশ করেন, এটা একথাই প্রমাণ করে যে, عقد بيع মজলিসে হতে বিচ্ছিন্ন হবার পূর্বেই কথার মাধ্যমেই (ইজাব দ্বারই কবূল) পূর্ণ হয়ে যায়। আর এই কথার মাধ্যমেই বিক্রেতার মালিকানা হতে ক্রেতার মালিকানায় স্থানান্তরিত হয়ে যায়। এমন কি তা হালাক হলে ক্রেতার মাল হতেই হালাক হবে।

এই যে, রিওয়ায়াত আমরা উল্লেখ করলাম, অধিক فرقة-এর ব্যাপারে হযরত ইব্ন উমার (রা)-এর মাযহাব যে কি, যা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে শুনেছেন, তা তাদের উল্লেখিত রিওয়ায়াত অপেক্ষা অধিক বেশি প্রমাণ করেন।

আর হযরত আবূ বারযা (রা) হতে তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন, আমাদের মতে তার মধ্যে তাদের দলীল পেশ করার মত কিছুই নেই। কারণ, উক্ত হাদীসটি হাম্মাদ ইব্ন যায়িদ, 'জামীল ইব্ন মুররা' এর মাধ্যমে এরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ "এক ব্যক্তি তার সাথীর নিকট হতে একট ঘোড়া বিক্রয় করে রাতের বেলা উক্ত মনযিলে রাত যাপন করে। যখন ভোর হলো তখন লোকটি দাঁড়িয়ে ঘোড়ায় যীন বাঁধতে লাগল। তখন সে বললো, তুমি না আমার নিকট ঘোড়াটি বিক্রয় করেছ? (এ নিয়ে তাদের মধ্যে বিবাদ হলে) তখন হযরত আবূ বারযা বললেন, তোমরা ইচ্ছা করলে এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে সমাধান পেশ করেছেন আমি তোমাদের মাঝে সেই সমাধান পেশ করব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, ক্রেতাও বিক্রেতার এখতিয়ার থাকবে, যাবত না তারা পৃথক হবে। আমার ধারণা তোমরা এখন পর্যন্ত পৃথক হওনি। তো এই হাদীসে এমন কথা রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, তারা মজলিস হতে শারীরিকভাবে পৃথক হয়ে গিয়েছিলো। কারণ ঘোড়ায় 'জিন' লাগানোর জন্য স্থান পরিবর্তন অনিবার্য; কিন্তু হযরত আবূ বারযা (রা) তার বক্তব্যে এ দিকটা এড়িয়ে গিয়ে বলেছেন, "আমি তো তোমাদেরকে মনে করিনা যে, তোমরা পৃথক হয়েছ। অর্থাৎ তোমরা যখন বিরোধ করেছিলে, একজন দাবী করছ, বিক্র হবার, আর অন্যজন তা অস্বীকার করছ। অতএব তোমরা এমনভাবে পৃথক হওনি, যা দ্বারা ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সম্পন্ন হয়। এটা কিন্তু সশরীরে তাদের মজলিস ত্যাগ করার বিপরীত।

এর পর আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে এমন হাদীসও পেয়েছি, যা প্রমাণ করে যে, ক্রেতা বিক্রয় করা বস্তুর মালিক হয়ে যায়, শুধু কবুল করার মাধ্যমে, মজলিস ত্যাগ করার মাধ্যমে নয়। এর প্রমাণ হলো, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, مَن ابتاع طعاما فلا يَبِيْعُهُ حَتّٰى يَقْبَضَهُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি খাদ্য ক্রয় করল, সে যেন তা কবযা করার আগে তা বিক্রয় না করে।" রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এ বক্তব্য একথাই প্রমাণ করে, ক্রেতা ক্রয় করার পর কবযা করলেই তার পক্ষে বিক্রয় করা হালাল। অথচ কখনও এমনও হয় যে, ক্রেতা/বিক্রেতার মজলিস হতে পৃথক হবার পূবেই ক্রেতা তা কবযা করে। অথচ, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, مَن ابتاع طعامًا فلا يَبِيْعُهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি খাদ্য ক্রয় করল, সে যেন কব্‌সা করার পূর্বে তা বিক্রয় না করে।" ইনশাআল্লাহ্ আমরা এই গ্রন্থেই যথা স্থানে এসব হাদীস বর্ণনা করব।

٥١٢٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ لَهِيْعَةَ ح وَحَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ وَرْدَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ كُنْتُ اَشْتَرِى التَّمْرَ فَاَبِيْعُهُ بِرِبْحِ الْاَصَعِ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اشْتَرَيْتَ فَاكْتَلْ وَاِذَا بِعْتَ فَكِلْ -

৫১২৮. ইউনুস ও ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান নিজ নিজ সূত্রে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি হযরত উসমান ইব্‌ন আফফান (রা)-কে মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি খেজুর ক্রয় করতাম। এবং কয়েক ছা লাভের বিনিময়ে তা বিক্রয় করতাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন, যখন তুমি ক্রয় করবে তখন কায়েল করে নিবে। আর যখন বিক্রয় করবে তখন কায়েল করে দিবে।

অতঃপর যে ব্যক্তি কোন কায়লী খাদ্য ক্রয় করবে এবং কায়েল করে নেয়ার পূর্বেই তা বিক্রয় করবে, তার এ বিক্রয় নাজায়িয ও অবৈধ হবে। কিন্তু যখন খাদ্য ক্রয় করে তা কায়েল করে নিল ও করল অতঃপর বিক্রেতা মজলিস ত্যাগ করল, সে ক্ষেত্রে সকল উলামা-ই কিরাম এ ব্যাপারে এক-মত যে, বিক্রেতার পৃথক হবার পর পুনরায় আর কায়েল করার প্রয়োজন নেই। অবশ্য বিক্রয় করার পর মজলিস হতে পৃথক হবার পূর্বে কায়েল করে নেয়া এবং তা বিক্রয় করার পূর্বে কায়েল করা সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। এটা একথা প্রমাণ করে যে যখন সে এমন কায়ল করবে, যার দ্বারা ঐ পণ্য বিক্রয় করা তার জন্য জায়িয হবে, তখন এই 'কায়ল' করা তার পক্ষ হতে হবে এবং সে তার মালিক হবে, আর যখন এমন কায়ল করবে, যার দ্বারা ঐ পণ্য বিক্রয় করা তার জন্য জায়িয হবে না, তখন সে এমন অবস্থায় কায়ল করলো যে, সে তার মালিক নয়। অতএব এ আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, ক্রেতা ক্রয় করার পর ক্রয় করা মালের মধ্যে মজলিস ত্যাগ করার পূর্বেই ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। হাদীসের আলোকে এটাই এ অধ্যায়ের সঠিক বিশ্লেষণ।

যুক্তিভিত্তিক দলীল

আর যুক্তির আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, শরীরে , মালে, মুনাফায় ও সম্ভোগ অঙ্গে আক্‌দ এর মাধ্যমেই মালের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। যার মাধ্যমে এ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় তা হলো আকদে সিকাহ। এখানে শুধু عقد نكاح দ্বারাই بضع-এর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। পরে দু'জনের কারো মজলিস ত্যাগ করার প্রয়োজন হয়না। যা দ্বারা মুনাফার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় তা হলো, ইজারা চুক্তি এক্ষেত্রেও আক্‌দ দ্বারাই মালিকানা সাব্যস্ত হয়, আকদের পর দুই পক্ষের স্থান ত্যাগ দ্বারা নয়। অতএব এটাই যুক্তির দাবী যে, ক্রয়

বিক্রয় ও অন্যান্য চুক্তির মাধ্যমে যেসব মালে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে তা কেবল কথার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হবে। চুক্তির পরে মজলিস ত্যাগ করার মাধ্যমে নয়। উপরে যে সব বিষয় আমরা উল্লেখ করেছি, তার ওপর কিয়াস করলে এ কথাই প্রমাণিত হয়। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রা)-এর মত।

٥- بَابُ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ

৫. অনুচ্ছেদ ঃ স্তনে দুধ আটকিয়ে গবাদি পশুর বেচা-কেনা প্রসঙ্গ

٥١٢٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا عَوْفُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ وَخِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنِ اشْتَرٰى شَاةً مُصَرَّاةً اَوْ لِقْحَةً مُصَرَّاةً فَحَلَبَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَيْنَ اَنْ يَخْتَارَهَا وَبَيْنَ اَنْ يَرُدَّهَا وَاِنَاءً مِنْ طَعَامٍ-

৫১২৯. আবূ বক্‌রা বক্‌কার ইব্‌ন কুতায়বা, ... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ওলানে দুধ আটকিয়ে রাখা বকরী অথবা উটনী ক্রয় করে দোহন করল, সে দুটি চিন্তা-ভাবনার উত্তমটি গ্রহণ করবে। অর্থাৎ হয় সে উক্ত পশুটি রেখে দিবে, আর না হয় সেটি ফেরত দিবে এবং সাথে এক পাত্র 'খাদ্য' প্রদান করবে।

٥١٣٠- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُوْلُ وَحَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ رَدَّهَا اَوْصَاعًا مِنْ تَمْرٍ هٰكَذَا فِىْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَفِىْ حَدِيْثِ اَيُّوْبَ وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ-

৫১৩০. ফাহাদ বলেন, ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ফাহাদ তার সূত্রে আরো বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ওলানে দুধ আটকিয়ে রাখা পশু ক্রয় করল, তার ইখতিয়ার থাকবে, সে ইচ্ছা করলে সেটি ফিরিয়ে দিবে এবং সাথে এক সা খেজুরও দিবে। মুহাম্মদ ইব্‌ন যিয়াদের হাদীসে এরূপ বর্ণিত হয়েছে। আর আয়্যূব কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, "এবং গম ছাড়া এক সা' খাদ্য প্রদান করবে।"

٥١٣١- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ وَصَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ ح وَحَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَا اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ بَشَّارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اشْتَرٰى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلِبْهَا فَاِنْ رَضِىَ حِلَابَهَا اَمْسَكَهَا وَلَارَدَّهَا اَوْرَدَّمَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ-

৫১৩১. রাবী' আল-জীযী ও সালিহ্ ইব্‌ন আব্দির রাহমান তাদের এবং ইউনুস তার সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ওলানে দুধ আটকিয়ে রাখা বকরী ক্রয় করল, সে যেন সেটি নিয়ে দোহন করে। অতঃপর সে যদি দোহন করা দুধে সন্তুষ্ট হয় তবে তা রেখে দিবে। নচেৎ সেটি ফিরিয়ে দিবে এবং তার সাথে এক সা' খেজুরও দিবে।

٥١٣٢ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنِ الاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৫১৩২. ইউনুস বলেন, ... হযরত আবূ হুরায়রা হতে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٥١٣٣ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعَدِوٍّ عِكْرِمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنِ اشْتَرٰى شَاةً مُصَرَّاةً اَوْ لِقْحَةً مُصَرَّاةً وَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّهَا مُصَرَّاةٌ فَاِنَّهُ اِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَاِنْ شَاءَ اَمْسَكَهَا ـ

৫১৩৩. ইব্‌ন আবী দাঊদ বলেন ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ওলানে দুধ আটকিয়ে রাখা বকরী কিংবা উটনী ক্রয় করল অথচ, সে জানেনা যে তা ওলান আটকিয়ে রাখা বকরী কিংবা উটনী। তবে সে ইচ্ছা করলে সেটি ফিরিয়ে দিবে এবং তার সাথে সা' খেজুরও ফিরিয়ে দিবে। আর ইচ্ছা করলে রেখে দিবে।

٥١٣٤ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَبَا اِسْحٰقَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اشْتَرٰى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلُبْهَا فَاِنْ رَضِيَ حِلاَبَهَا اَمْسَكَهَا وَالاَّرَدَّهَا وَرَدَّمَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ـ

৫১৩৪. আলী ইব্‌ন আব্দির রাহমান ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ওলানে দুধ আটকিয়ে রাখা বকরী ক্রয় করল, সে যেন তা নিয়ে যায় এবং দোহন করে; তারপর যদি সে দোহন করা দুধে সন্তুষ্ট হয় তবে যেন সে রেখে দেয়, নচেৎ সেটি সে ফিরিয়ে দিবে এবং তার সাথে এক সা' খেজুরও দিবে।

বিশ্লেষণ

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে এসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে যেমন উল্লেখ করেছি। কিন্তু এসব হাদীসে ক্রেতার ইখতিয়ারের জন্য কোন সময়ের উল্লেখ করা হয়নি। অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি তার জন্য তিন দিনের ইখতিয়ার প্রদান করেছেন।

٥١٣٥- حَدَّثَنَا بِذَالِكَ اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرَ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الشَّاةِ وَهِيَ مُحَفَّلَةٌ فَاِذَا بَاعَهَا فَاِنَّ صَاحِبَهَا بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ فَاِنْ كَرِهَهَا رَدَّهَا وَرَدَّمَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ -

৫১৩৫. আবূ উমাইয়্যা বলেন ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী ﷺ ওলানে দুধ আটকিয়ে রাখা বকরী বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। তার পরও যদি কেউ বিক্রয় করে তবে ক্রেতার তিন দিনের ইখতিয়ার থাকবে। যদি সে সেটা রাখা অপসন্দ করে তবে ফিরিয়ে দিবে, তবে তার সাথে এক সা' খেজুরও দিবে।

٥١٣٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ سُهَيْلَ بْنَ اَبِيْ صَالِحٍ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيْهَا بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ فَاِنْ شَاءَ اَمْسَكَهَا وَاِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّمَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ -

৫১৩৬. ইউনুস বলেন, ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ওলানে দুধ আটকিয়ে রাখা বকরী ক্রয় করবে তার ব্যাপারে তার তিন দিনের ইখতিয়ার থাকবে। যদি তার ইচ্ছা হয় তবে রেখে দিবে। আর ইচ্ছা হলে ফিরিয়ে দিবে। তবে তার সাথে এক সা' খেজুরও দিবে।

٥١٣٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ اَيُّوْبَ وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَحَبِيْبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍ لاَ سَمْرَاءَ -

৫১৩৭. নসূর ইব্ন মারযূক বলেন ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি নবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এ হাদীসে তিনি বলেন, সেটি সে ফিরিয়ে দিবে এবং তার সাথে এক সা' খাদ্যও দিবে। কিন্তু তা গম হতে পারবে না।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল উলামা-ই[১] কিরাম এ মত পোষণ করেন যে, ওলানে দুধ আটকিয়ে রাখা বকরী কোন ব্যক্তি ক্রয় করার পর যদি দোহন করে এবং দোহন করা দুধে যদি সে সন্তুষ্ট না হয় তবে তার তিন দিনের ইখতিয়ার থাকবে। যদি সে ইচ্ছা করে তবে তা রেখে দিবে। আর ইচ্ছা না হলে তা ফিরিয়ে

---

১. আল্লামা আইনী (র) বলেন, এ সমস্ত উলামা-ই কিরাম দ্বারা লাইস ইব্ন সা'দ, শাফেঈ, এক বক্তব্য মুতাবিক ইমাম মালেক, আবূ ছাওর, আহমদ, ইসহাক, আবূ উবাইদ, সুলায়মান, যুফার, কোন রিওয়ায়াত মুতাবিক ইমাম, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ ইব্ন আবী লায়লা উদ্দেশ্য। তারা বলেন, যে ব্যক্তি স্তনে দুধ আটকিয়ে রাখা বকরী ক্রয় করল, অতঃপর দোহন করার পর সে সন্তুষ্ট হতে পারল না তবে সে ইচ্ছা করলে বকরী ফিরিয়ে দিবে। এবং তার সহিত এক সা' খেজুর দিবে। কিন্তু ইমাম মালেক (রা) বলেন, প্রত্যেক শহরের লোক সেই শহরে যে বস্তু জীবন ধারণের জন্য বেশী ব্যবহৃত হয় তাই দিবে। ইব্ন আবী লায়লা বলেন, এক সা' খেজুরের মূল্য দিবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতও এটাই। তবে তাঁর প্রসিদ্ধ মত এটা নয়। ইমাম যুফার (র) বলেন, এক সা' খেজুর, অথবা এক সা' জব ও অর্ধ সা' খেজুর দিবে।

দিবে। এবং তার সাথে এক সা' খেজুরও দিবে। তারা উল্লেখিত এসব হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করেন। যারা এ মত পোষণ করেন তাদের মধ্যে একজন ইব্‌ন আবী লায়লাও রয়েছেন। অবশ্য তিনি বলেন, উক্ত বকরী ফিরিয়ে দেয়ার সময় তার সাথে এক সা' খেজুরের মূল্য ফিরিয়ে দিবে। ইমাম আবূ ইউসুফও (র) তাঁর কোন কোন লেখনীতে এ মন্তব্য ব্যক্ত করেছেন। তবে তার এ মত প্রসিদ্ধ নয়।

অন্য আর একটি জামাত,[১] উল্লেখিত এ মতের বিরোধিতা করে বলেন, ক্রেতার পক্ষে ক্রয় করা এ পশু দোষের কারণে ফিরিয়ে দেয়ার অধিকার নেই। অবশ্য বিক্রেতার নিকট হতে দোষী হবার কারণে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারে। যারা এমত পোষণ করেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম আবূ হানীফা, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে পূর্বে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তা মানসূখ ও রহিত হয়েছে। আর মানসুখ হবার এ বক্তব্যটি তাদের থেকে ইজমালী ভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে নাসিখ যে কি, সে বিষয়ে তাদের মধ্যে পরস্পরে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে।

ইব্‌ন আবী ইমরান, আবান ইব্‌ন মুহাম্মদ হতে যা বর্ণনা করেছেন, তা হলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর البيعان بالخيار مالم يتفرقا এই বাণী দুধ ওলান আটকিয়ে রাখা পশুর ক্রেতার ইখতিয়ারই কে মান্‌সূখ করে দিয়েছে। আমরা পূর্বেই এ হাদীস সনদসহ এ কিতাবেই বর্ণনা করেছি। এ হাদীসের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ক্রেতা ও বিক্রেতার ইখতিয়ার তাদের পৃথক হবার কারণে শেষ করেছেন, তখন একথা প্রমাণিত হয় যে, পৃথক হবার পর তাদের কারোই ইখতিয়ার থাকে না। অবশ্য আলোচ্য হাদীসে إلا بيع الخيار বলে যা বাদ দেয়া হয়েছে, মজলিস হতে পৃথক হবার পরও সে ইখতিয়ার বহাল থাকবে। ইমাম আবূ জাফর তাহাবী (র) বলেন, আমার মতে অগ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা। কারণ ঃ مصراة (ওলানে দুধ আটকিয়ে রাখা পশু) এর ক্ষেত্রে প্রদত্ত ইখতিয়ার হচ্ছে خيار عيب (ত্রুটির ইখতিয়ার) আর خيار عيب মজলিস হতে পৃথক হবার কারণে শেষ হয়ে যায় না। দেখুননা, কোন ব্যক্তি যদি কোন গোলাম ক্রয় করার পর তা কবযা করে এবং পৃথক হয়ে যায়। আর তারপর যদি ঐ গোলামের মধ্যে কোন দোষ দেখতে পায়, তবে সমস্ত মুসলমানদের মতেই বিক্রেতার নিকট তা ফিরিয়ে দেয়ার ইখতিয়ার থাকে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত হাদীসে যে পৃথক হয়ে যাবার উল্লেখ করা হয়েছে তা তার ইখতিয়ারকে শেষ করেনা। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ওলানে আটকিয়ে রাখা বকরী ক্রয় করে তা কবযা করল এবং পরে দোহন করে সে জানতে পারল যে, সে ঠিক যেমন মনে করে বকরীটি ক্রয় করেছিল বাস্তবে তেমন নয়। আর এ দোষ সে একবার দুধ দোহন করে জানতে পারেনা। অতএব তাকে তিন দিনের ইখতিয়ার প্রদান করা হয়েছে, যাতে সে এই সময়ের মধ্যে তার বস্তুর অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে পারে। অতঃপর যদি উক্ত বকরীর ভিতরের অবস্থা তার প্রকাশ্য অবস্থার অনুরূপ হয় তবে এ বকরী তার জন্য রাখা অনিবার্য হয়ে পড়বে। কারণ সে যা ক্রয় করেছে তা সে পুরাপুরীই নিয়ে নিয়েছে। আর যদি উক্ত বকরীর প্রকাশ্য অবস্থা তার ভিতরের প্রকৃত অবস্থার বিপরীত হয় তবে তার মধ্যে দোষ সাব্যস্ত হলো এবং সেটি ফিরিয়ে দেয়া তার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ল। এ অবস্থায় সে যদি তিন দিনের পর দোষ জেনেও বকরী দোহন করে তবে এটা তার সন্তুষ্টিরই প্রমাণ বহন করে। আর এই যে কারণটি আমি উল্লেখ করলাম, এ কারণেই উপরের ব্যাখ্যাটি যে একটি ফাসিদ ব্যাখ্যা তা প্রমাণিত হলো।

---

১. আল্লামা আইনী (র) বলেন, এ সমস্ত উরামা-ই কিরাম হলেন কুফার আলিমগণ, ইমাম আবূ হানীফা, মুহাম্মদ, এক রিওয়ায়াত মুতাবিক ইমাম মালিক ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর প্রসিদ্ধ মত।

ঈসা ইব্‌ন আবান বলেন مصراة সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখিত হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে যে হুকুম বর্ণিত হয়েছে, তা এমন এক সময়ের হুকুম, যখন গুনাহের শাস্তি স্বরূপ মাল গ্রহণ করা হত। আর তারই একটি উদাহরণ হলো, যাকাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই হাদীস। তিনি বলেন ঃ من اداها طائعا فله اجرها والا اخذناها منه وشطر ماله غرمة من غرمات ربنا عز وجل অর্থাৎ যে সতঃস্ফূর্তভাবে যাকাত আদায় করবে সে ছাওয়ারের অধিকারী হবে। আর তা না হলে আমরা জোরপূর্বক তার নিকট হতে যাকাত উসূল করব। আর আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে শাস্তি হিসেবে তার মালের অর্ধেক নিয়ে নিব।

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি অরক্ষিত ফল চুরি করবে তার ব্যাপারে হযরত আমর ইব্‌ন শু'আইব হতে বর্ণিত, তাকে বেত্রাঘাত করা হবে এবং শাস্তি হিসেবে তার নিকট হতে চুরি করা ফলের দ্বিগুণ নেয়া হবে। এসব রিওয়ায়াত আমরা সনদসহ وطئ الرجل جارية امرأته অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। অতএব এখানে পুনরায় আর বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন, ইসলামের শুরুতে হুকুম এমনই ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা পরবর্তীতে তা মানসূখ করেছেন। অর্থাৎ গুণাহগার ও অপরাধীদের নিকট হতে শাস্তি হিসেবে অতিরিক্ত নেয়া হত তা মানসূখ করে দিয়েছেন। অতএব গৃহীত বস্তু যদি مثلى (সদৃশ) হয় অর্থাৎ তার অনুরূপ বস্তু থাকে তবে তার বিনিময়ে অনুরূপ বস্তুই নেয়া হবে। আর مثلى না হলে উক্ত বস্তুর মূল্য নেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওলান ফোলাতে নিষেধ করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর থেকে হাদীসও বর্ণিত হয়েছে ঃ

٥١٣٨ـ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنْ اَبِي الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَشْهَدُ عَلَى الصَّادِقِ الْمَصْدُوْقِ اَبِي الْقَاسِمِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ بَيْعَ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ وَلَا يَحِلُّ خِلَابَةُ مُسْلِمٍ فَكَانَ مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ بَاعَ مَاقَدْ جَعَلَ بِبَيْعِهِ اِيَّاهُ مُخَالِفًا لِمَا اَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَدَاخِلًا فِيْمَا نُهِيَ عَنْهُ فَكَانَتْ عُقُوْبَتُهُ فِيْ ذٰلِكَ اَنْ يُجْعَلَ اللَّبَنُ الْمَحْلُوْبُ فِي الْاَيَّامِ الثَّلَاثَةِ لِلْمُشْتَرِيْ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَعَلَّهُ يُسَاوِيْ اَصْعًا كَثِيْرَةً ثُمَّ نُسِخَتِ الْعُقُوْبَاتُ فِي الْاَمْوَالِ بِالْمَعَاصِيْ وَرُدَّتِ الْاَشْيَاءُ اِلٰى مَا ذَكَرْنَا ـ

৫১৩৮. রাবী' আল মুআয্‌যিন বলেন, ... মাসরূক হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আবুল কাসেম (সা) সম্পর্কে এর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি বলেছেন, ওলান ফোলানো পশু বিক্রয় করা প্রতারণার শামিল। আর কোন মুসলমানের পক্ষে প্রতারণা করা হালাল নয়। অতঃপর যে ব্যক্তি এরূপ করল এবং বিক্রয় করল, সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশের বিরোধিতা করল। এবং তাঁর নিষিদ্ধ কাজের মধ্যে প্রবেশ করল। তার শাস্তি হলো, ক্রেতা তিন দিনে যে দুধ দোহন করবে তা কেবল এক সা' খেজুরের বিনিময়ে ক্রেতারই হবে। প্রকৃত পক্ষে তার বিনিময় ও মূল্য আরো বহুগুণ হবার সম্ভাবনাই থাকুক না কেন। অতঃপর মালের মাধ্যমে গুনাহের শাস্তি রহিত হয়ে যায়। আর আমরা উপরে যে ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছি তা দ্বারা ঐ ফায়সালাই সাব্যস্ত হয়।

যখন বিষয়টি এমন-ই হলো এবং مصراة কে হুবহু ফিরিয়ে দেয়া ওয়াজিব হলো, অথচ উক্ত পশু হতে দুধ পৃথক করা হয়েছে। এ দ্বারা আমরা জানতে পারলাম যে, ক্রেতা যে দুধ উক্ত পশু হতে দোহন করেছে, তার কিছু অংশতো বিক্রেতার বিক্রয়ের সময়ই তার ওলানে বিদ্যমান ছিল। অতএব উক্ত অংশটি বিক্রয় করা মালের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর বিক্রয়ের পর ঐ দুধের কিছু অংশ ক্রেতার মালিকানাধীন পশুর ওলানে নতুন

পয়দা হয়েছে। আর এ কারণেই যখন সম্পূর্ণ দুধ বিক্রেতাকে ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। কারণ দুধের কিছু অংশ তো বিক্রয়ের সময় বিক্রেতার মালিকানাধীন ছিল। আর ক্রেতাকেও সম্পূর্ণ দুধের মালিক বলা যাবে না। কারণ সে তো বিক্রেতার পক্ষ হতে উক্ত বকরী বিক্রয়ের মাধ্যমে দুধের কিছু অংশের মালিক হয়েছে তার কিছু মূল্যের বিনিময়ে। অতএব পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে শুধু উক্ত বকরী ফিরিয়ে দেয়া এবং বিনা মূল্যেই দুধ ক্রেতার নিকট থেকে যাওয়া জায়িয নয়। সুতরাং পরিস্থিতি যখন এমনই জটিল, সে ক্ষেত্রে ক্রেতাকে উক্ত বকরী ফিরিয়ে দিতে নিষেধ করা হবে এবং তার যে ক্ষতি হয়েছে তা সে বিক্রেতার নিকট হতে আদায় করে নিবে। ঈসা ইব্‌ন আবান বলেন, এটাই হলো, بيع المصراة এর হুকুমের ব্যাখ্যা।

আবূ জা'ফর (র) বলেন ঃ 'ঈসা ইব্‌ন আবান' এই যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা সঠিক হবার সম্ভাবনা আছে। তবে তিনি আলোচ্য হাদীসকে মানসূখ হবার যে কারণ পেশ করেছেন, আমার নিকট সেটা অপেক্ষা আলোচ্য হাদীস মানসূখ হবার একটা অধিক সঠিক কারণ আছে। আর তা হলো। مصراة পশুর ক্রেতা তিন দিন পর্যন্ত যে দুধ দোহন করেছে, ক্রেতার ক্রয় করার পূর্বে তার কিছু অংশ তো বিক্রেতার মালিকানাধীন ছিল এবং তার কিছু অংশ ক্রেতার ক্রয়ের পর তার মালিকানাধীন হবার পর তার ওলানে পয়দা হয়েছে। তবে সে একাধিক বার দুধ দোহন করেছে, সুতরাং যে দুধ বিক্রেতার মালিকানাধীন ছিল এবং উক্ত দুধের পশু ক্রয় করার সাথে তাও ক্রয় করা হয়েছিল। অতএব যখন উক্ত পশুর মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি বাতিল হবে তখন ঐ পশুর সহিত দুধের মধ্যেও ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি বাতিল হবে। আর ক্রেতার মালিকানাধীন হবার পর যে দুধ উক্ত বকরীর ওলানে পয়দা হয়েছিল ক্রেতা তার মালিক হয়েছিল শুধু ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তির কারণেই। এখন উক্ত বকরীর যে হুকুম, উক্ত দুধেরও সেই একই হুকুম হবে। কারণ, দুধ তো ঐ বকরীর শরীর হতেই পয়দা হয়েছিল। এটা আমাদের মাযহাব। আর নবী ﷺ مصراة বকরী ফিরিয়ে দেবার পর মাত্র এক সা' খেজুরের বিনিময়ে তার থেকে দোহন করা সব দুধের মালিক ঐ ক্রেতাকেই বানিয়ে দিয়েছেন। আর ঐ খেজুর বকরীর সহিতই ফিরিয়ে দেয়া তিনি তার ওপর ওয়াজিব করেছিলেন, আর তখন তার সবটুকু দুধ হালাক হয়েছে অথবা কিছু অংশ হালাক হয়েছে। সুতরাং ক্রেতা যেন অনির্ধারিত এক সা' খেজুরের বিনিময়ে অনির্ধারিত দুধের মালিক হয়েছে। অতএব এটা بيع الدين بالدين এর অন্তর্ভুক্ত। অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় হতে নিষেধ করেছেন।

٥١٣٩ـ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرَةَ وَابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ أَبُوْ بَكْرَةَ فِيْ حَدِيْثِهِ أَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ عُبَيْدَةَ وَقَالَ ابْنُ مَرْزُوْقٍ فِيْ حَدِيْثِهِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ يَعْنِي الدَّيْنَ بِالدَّيْنِ فَنَسَخَ ذٰلِكَ مَا كَانَ تَقَدَّمَ مِنْهُ مِمَّا رُوِيَ عَنْهُ فِي الْمُصَرَّاةِ مِمَّا حُكْمُهُ حُكْمُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ ـ

৫১৩৯. আবূ বকরা ও ইব্‌ন মারযূক বলেন ..... হযরত ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী ﷺ دين (অনির্ধারিত বস্তুকে) কে دين-এর বিনিময়ে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং এ হাদীস দ্বারা مصراة সম্পর্কে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তা মানসূখ হয়েছে।

যে ব্যক্তি مصراة সম্পর্কিত হাদীসের ওপর আমল করতে চায় যার আলোচনা আমরা এ অনুচ্ছেদের শুরুতে উল্লেখ করেছি, তাকে বলা হবে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, الخراج بالضمان بيع থেকে

অর্জিত 'নফা'-এর অধিকার দায় বহন দ্বারা সাব্যস্ত হয়। আর উলামা-ই কিরাম এ হাদীস মুতাবিকও আমল করেন।

٥١٤٠- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَاصِمُ عَنْ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ ح وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا الْقَعْنَبِىُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خِفَافٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ -

৫১৪০. ইব্‌ন মারযূক ও সালিহ ইব্‌ন আব্দির রহমান নিজস্ব সূত্রে হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেন, 'খারাজ' হবে 'যামান' এর বিনিময়ে।

٥١٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا الزَّنْجِىُّ بْنُ خَالِدٍ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ زَعَمَ لَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَجُلاً اشْتَرٰى عَبْدًا فَاسْتَغَلَّهُ ثُمَّ رَاٰى بِهٖ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَرَدَّهُ بِالْعَيْبِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ قَدْ اسْتَغَلَّهُ فَقَالَ لَهُ اَلْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ -

৫১৪১. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা বলেন, হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি একটা গোলাম ক্রয় করল। অতঃপর সে তার দ্বারা কিছুকাল উপার্জন করল। পরবর্তীতে তার মধ্যে দোষ দেখা গেলে সে নবী ﷺ এর নিকট অভিযোগ করল। অতঃপর তিনি দোষের কারণে গোলামটা ফিরিয়ে দেন। তখন লোকটি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে তো তার দ্বারা কিছু উপার্জন করেছে, তখন তিনি তাকে বললেন, খারাজ যামান এর বিনিময়ে হয়ে থাকে।

٥١٤٢- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ قَالَ ثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ثَنَا الزَّنْجِىُّ بْنُ خَالِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৫১৪২. রাবী আল-জীযী বলেন, হযরত আয়েশা (রা) নবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥١٤٣- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ سَلْمَةَ الْمَاجِشُوْنَ قَالَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهُ -

৫১৪৩. সালিহ ইব্‌ন আব্দির রাহমান বলেন ..... মুসলিম ইব্‌ন খালিদ হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

উলামা-ই কিরাম এ হাদীসটি গ্রহণ করেছেন। আর আপনিও একথা বলেন যে, কোন ব্যক্তি যদি বকরী ক্রয় করে তার থেকে দুধ দোহন করে, অতঃপর তার মধ্যে ওলান ফোলানো ছাড়া অন্য কোন দোষ পায় তবে সে বকরীটি ফিরিয়ে দিবে; কিন্তু দুধ তারই হবে। অনুরূপভাবে যদি দুধের পরিবর্তে বাচ্চা প্রসবের বিষয় হয় তবে সে ক্ষেত্রেও সে বকরীটি বিক্রেতাকে ফিরিয়ে দিবে এবং বকরীর বাচ্চার মালিক সেই (ক্রেতা) হবে। আর এই যে দুধ ও বাচ্চা আপনার মতেও ঐ উপার্জিত বস্তু বলে বিবেচিত হবে, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যামান' বিনিময়ে ক্রেতার জন্য সাব্যস্ত করেছেন।

অতএব شاة مصراة কে যখন تصريه-এর কারণে বিক্রেতার নিকট ক্রেতা ফিরিয়ে দেয়, তখন আপনি তার ওপর এক সা' খেজুর ওয়াজিব সাব্যস্ত করেন, তা হয় ঐ পূর্ণ দুধের বিনিময়ে হবে, যা বকরী হতে দোহন করা হয়েছে, যার কিছু অংশ বিক্রয়ের সময়ই বকরীর ওলানে ছিল। আর কিছু অংশ বিক্রয়ের পরে নতুন পয়দা হয়েছে। অথবা শুধু কেবল ঐ দুধের বিনিময়ে, যা বিক্রয়ের সময় ওলানে মওজুদ ছিল। তবে আপনার ঐ নীতিকে আপনি লংঘন করবেন, যে নীতি অনুসারে আপনি উক্ত বকরীর মধ্যে দোষ প্রমাণিত হবার পর ক্রেতার নিকট ফিরিয়ে দিয়ে তার দুধ ও বাচ্চা ক্রেতার জন্য সাব্যস্ত করেছেন। কারণ আপনি তো ঐ দুধ ও বাচ্চার জন্য خراج-এর ঐ হুকুমই সাব্যস্ত করেছেন, যে হুকুম নবী ﷺ ক্রেতার জন্য ضمان-এর কারণে সাব্যস্ত করেছেন। আর যদি ঐ এক সা' খেজুর শুধু ঐ দুধের বিনিময়ে হয়, যে দুধ বিক্রয়ের সময় বকরীর ওলানে ছিল। আর অবশিষ্ট দুধ ক্রেতার জন্য নিরাপদ থাকবে, কারণ তা খারাজভুক্ত; তবে সে ক্ষেত্রে আপনি বিক্রেতার জন্য অনির্ধারিত দুধের বিনিময়ে এক সা' অনির্ধারিত খেজুর সাব্যস্ত করেছেন। অথচ, আপনার বক্তব্য অনুসারে এবং অন্যের বক্তব্য অনুসারেও এটা জায়িয নয়। উল্লেখিত দুটি কারণের যে কারণের ওপরই ভিত্তি করে এই অর্থ আপনার মনে নির্মিত হোক, তাতে আপনি আপনার নীতিসমূহের একটি নীতি বর্জন করবেন। তবে مصراة-এর ব্যাপারে আপনি এ হুকুম মানসূখ হবার যে মত প্রকাশ করেছেন, সে মতটি অন্যের তুলনায় উত্তম। কারণ, আপনি ওলান হতে দোহন করা দুধকে خراج -এর হুকুমে গণ্য করেন, অথচ অন্যরা তা করেন না।

٦- بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ اَنْ تَتَنَاهٰى

৬. অনুচ্ছেদ ঃ ফল পরিপক্ক হবার পূর্বে বিক্রয় করা প্রসঙ্গ

٥١٤٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ وَهْبُ اللّٰهِ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَافِعُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ وَاشْتِرَائِهٖ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهٗ -

৫১৪৪. নাস্‌র ইব্‌ন মারযূক বলেন, ... হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফল ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, যাবত না তার উপযোগিতা সাব্যস্ত হয়।

٥١٤٥- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ سَلْمَةَ ح وَحَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلُ قَالاَ جَمِيْعًا عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا اِبْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَتَبِيْعُوا الثَّمَرَ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهٗ -

৫১৪৫. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান, ইয়াযীদ ও ইউনুস নিজ নিজ সূত্রে হযরত ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেন, তোমরা উপযোগিতা সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে ফল বিক্রয় করনা।

٥١٤٦- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ لاَتَبِيْعُوْا الثَّمَرَ حَتّٰى يَبْدُوَصَلاَحُهٗ -

৫১৪৬. নাস্‌র ইব্‌ন মারযূক বলেন ..... হযরত ইব্‌ন উমার নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যাবত না পরিপক্কতা প্রকাশ পায়, তোমরা ফল বিক্রয় করনা।

٥١٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ هُوَ الْغُدَانِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ وَزَادَ فَكَانَ اِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ حَتّٰى يَذْهَبَ عَاهَتُهَا ـ

৫১৪৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা বলেন, ... হযরত উমার (রা) হতে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তিনি আরো অতিরিক্ত বর্ণনা করেন, তাকে صلاح ফলের (পরিপক্কতা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, (ফল এমন এক স্তরে পৌছবে, যখন) ফলের 'বিপদ' দূর হয়ে যাবে।

٥١٤٨- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُرَاقَةَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتّٰى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ قَالَ قُلْتُ مَتٰى ذَاكَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ طُلُوْعُ الثُّرَيَّا ـ

৫১৪৮. রাবী' আল-মুআয্‌যিন বলেন, ... হযরত ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, যাবত না তার বিপদ দূর হয়। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ফলের বিপদ দুর হয় কখন? তিনি বললেন, যখন সুরাইয়া নক্ষত্র উদয় হয়।

٥١٤٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ـ

৫১৪৯. আলী ইব্‌ন মা'বাদ বলেন, ...আমর ইব্‌ন দীনার হযরত জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, যাবত না তা পরিপক্ক হয়।

٥١٥٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَبَّانٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتّٰى تُشْقِحَ فَقِيْلَ لِجَابِرٍ وَمَا تُشْقِحُ قَالَ تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا ـ

৫১৫০. ইব্রাহীম ইব্‌ন মারযূক বলেন, ... হযরত জাবির ইব্‌ন আব্দিল্লাহ্ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফলসমূহ বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, যাবত না লাল হয় হলুদ হয়, ও যাবত না খাবার উপযুক্ত হয়।

٥١٥١- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَرَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ ثَنَا خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُلَيْمٰنَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِى الرِّجَالِ عَنْ اُمِّهٖ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتّٰى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ ـ

৫১৫১. সালিহ ইব্‌ন আব্দির রাহমান ও রাবী' আল-জীযী বলেন, ... হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, যাবত না তা বিপদ হতে মুক্তি পায়।

٥١٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمنَ الْبَاغَنْدِيْ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمِيْدِ الطَّوِيْلُ قَالَ ثَنَا صَالِحُ بْنُ اَبِيْ الاَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ -

৫১৫২. মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান বাগান্দী বলেন, ... হযরত যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, যাবত না তার পরিপক্কতা প্রকাশ পায়।

٥١٥٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ بْنِ الْقَاسِمِ الْيَمَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ قَالَ عُمَرُ فَسَّرَلِيْ اَبِيْ فِي الْمُخَاضَرَةِ قَالَ لاَ يَنْبَغِيْ اَنْ يَشْتَرِيَ شَيْءٌ مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتّٰى يُوْنَعَ يَحْمَرَّ اَوْ يَصْفَرَّ -

৫১৫৩. ইব্‌ন মারযূক বলেন, ... হযরত আনাস ইব্‌ন মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ক্ষেতের ফসলের বিনিময়ে ঘরের ফসল, গাছে ঝুলন্ত ফলের বিনিময়ে ঘরের ফল ও অপরিপক্ক গাছের ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। এবং 'মুলামাসা', (পরস্পরে একে অন্যের মাল স্পর্শ করা) এবং মুনাবাযা (একে অন্যের প্রতি মাল নিক্ষেপ করা) এর মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করা হতে নিষেধ করেছেন। উমার বলেন,আমার পিতা بيع مخاضره-এর এই ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, "বাগানের ফল ক্রয় করা উচিত নয়, যাবত না তা লাল হবে কিংবা হলুদ বর্ণ ধারণ করবে।"

٥١٥٤- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَبُوْ بَكْرِ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ حَمِيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتّٰى تَزْهُوَ وَعَنِ الْعِنَبِ حَتّٰى يَسْوَدَّ وَعَنِ الْحَبِّ حَتّٰى يَشْتَدَّ -

৫১৫৪. ইব্রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ আবূ বকর সায়রাফী বলেন, ... হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, যাবত না লাল/হলুদ বর্ণ ধারণ করবে। আঙ্গুর বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন যাবত না তা কালো বর্ণ ধারণ করবে। এবং 'শস্য দানা' (চাউল-গম ইত্যাদি) বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, যাবত না শক্ত হবে।

٥١٥٥- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرَ عَنْ حَمِيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتّٰى تَزْهُوَ فَقُلْتُ لاَنَسٍ وَمَا زَهْوُهَا فَقَالَ تَحْمَرَّ اَوْ تَصْفَرَّ اَرَأَيْتَ اِنْ مَنَعَ اللّٰهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَسْتَحِلُّ اَحَدُكُمْ مَالَ اَخِيْهِ -

৫১৫৫. নাস্র ইব্ন মারযূক বলেন, ... হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খেজুর গাছের ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, যাবতনা তা লালবর্ণ কিংবা হলুদ বর্ণ ধারণ করে। বলতো সেটি যদি আল্লাহ্ তাআলা ফল না দেন, তবে কেউ কিসের বিনিময়ে তার ভায়ের মাল হালাল মনে করবে?

٥١٥٦- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ عَنْ اَنَسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ حَتّٰى تَزْهُوَ قِيْلَ لَهُ وَمَا تَزْهُوَ قَالَ تَحْمَرُّ اَوْ تَصْفَرُّ -

৫১৫৬. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক বলেন, ... হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খেজুর গাছের ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, যাবত না তা লাল/হলুদ বর্ণ ধারণ করে।

٥١٥٧- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَاتَتَبَايَعُوْا الثِّمَارَ حَتّٰى تَزْهُوَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا تَزْهُوَ قَالَ تَحْمَرُّ اَوْ تَصْفَرُّ اَرَأَيْتَ اِنْ مَنَعَ اللّٰهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَسْتَحِلُّ اَحَدُكُمْ مَالَ اَخِيْهِ -

৫১৫৭. ফাহ্দ বলেন, ... 'হুমাইদ তাবীল' হযরত আনাস ইব্ন মালেক (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, তোমরা (গাছের) ফল বিক্রয় করনা, যাবত না লাল/হলুদ বর্ণ ধারণ করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম "تزهو" অর্থ কি? তিনি বললেন, রাল/হলুদ বর্ণ না ধারণ করা। বলতো দেখি, আল্লাহ্ যদি ফল না দেন তবে কিসের বিনিময়ে সে তার ভায়ের মাল হালাল মনে করবে?

٥١٥٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ وَاَبُوْ سَلْمَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَبِيْعُوْا الثَّمَرَ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ -

৫১৫৮. ইউনূস বলেন, ... সাঈদ ও আবূ সালামা বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, তোমরা ফল বিক্রয় করনা, যাবত না তার পরিপক্কতা প্রকাশ পায়।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল উলামা-ই কিরাম এসব হাদীস অবলম্বন করে বলেন, খেজুর গাছে ঝুলন্ত ফল বিক্রয় করা জায়িয নয়, যাবত না তা লাল ও হলুদ বর্ণ ধারণ করে। অপর পক্ষে অন্য এক দল উলামা-ই কিরাম এদের বিরোধিতা করে বলেন, উল্লেখিত এসব হাদীস আমাদের মতে বিশুদ্ধ ও প্রমাণিত। আমরা এসব হাদীস গ্রহণ করি, ত্যাগ করি না। তবে এসব হাদীসের ঐ ব্যাখ্যা আমরা পেশ করিনা, যা প্রথম দল পেশ করেন। আমাদের ব্যাখ্যা তাদের ব্যাখ্যা হতে ভিন্নতর। নবী ﷺ صلاح-এর পূর্বে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। এর ঐ অর্থও হতে পারে, যা প্রথম দল পেশ করেছেন। আর এমনও হতে পারবে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফল অস্তিত্বে আসার পূর্বেই বিক্রয় করা উদ্দেশ্য করেছেন। আর সে ক্ষেত্রে যে বস্তু তার কাছে নেই, তা-ই সে বিক্রয় করছে। অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কয়েক বছরের আগাম ফল ও ফসল বিক্রয় করতে নিষেধ করার মাধ্যমে এটা থেকেও নিষেধ করেছেন।

٥١٥٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ حُمَيْدِ الْاَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمٰنَ عَتِيْقٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ السِّنِيْنَ قَالَ يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ هُوَ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ اَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا ـ

৫১৫৯. ইউনূস বলেন, ... হযরত জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ একাধিক বছরের জন্য বিক্রয় করা হতে নিষেধ করেছেন। ইউনূস বলেন, সুফিয়ান বলেছেন, "بيع السنين"-এর অর্থ-ই হলো يبدو صلاح এর পূর্বে বিক্রয় করা।

٥١٦٠- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِيُّ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالاَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ كَثِيْرِ بْنِ عَفِيْرٍ قَالَ ثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْمِنْهَالِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ السِّنِيْنَ ـ

৫১৬০. রাবী' আলজীযী, ও ইব্রাহীম ইব্ন আবী দাঊদ বলেন ..... হযরত সামুরা ইব্ন জুন্দুব বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একাধিক বছরের ক্রয়-বিক্রয় হতে নিষেধ করেছেন।

٥١٦١- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ عُفَيْرٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَاَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتّٰى يُطْعَمَ ـ

৫১৬১. রাবী' আলজীযী বলেন, ... আতা ও আবূ যুবাইর হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী ﷺ ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, যাবত না তা খাবার উপযোগী হয়।

٥١٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৫১৬২. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা বলেন, ... হযরত জাবির (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٥١٦٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ وَاَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِي الْبُخْتَرِيْ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ فَقَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتّٰى يَأْكُلَ مِنْهُ اَوْحَتّٰى يُؤْكَلَ مِنْهُ ـ

৫১৬৩. ইবরাহীম ইব্ন মারযূক বলেন, ... আবুল বুখতরী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি গাছের খেজুর বিক্রয় করা সম্পর্কে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গাছের ঝুলন্ত খেজুর বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, যাবত না আমরা তা থেকে খেতে পারি (অথবা বলেছেন) যাবত না তা হতে খাওয়া যায়।

٥١٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْبَخْتَرِيْ الطَّائِيَّ يَقُوْلُ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فَقُلْتُ اِنَّا نَدَعُ اَشْيَاءَ لاَنَجِدُ لَهَا فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ تَحْرِيْمًا قَالَ اِنَّا نَفْعَلُ ذَالِكَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتّٰى يُؤْكَلَ مِنْهُ -

৫১৬৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা বলেন, ... আবুল বখ্‌তরী তা-ঈ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, একবার হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) এর নিকট بيع سَلَم সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি তাকে বললাম, আমরা এমন বহু জিনিস ত্যাগ করি, যার সম্পর্কে আমরা 'কিতাবুল্লাহ্' এর মধ্যে কোন নিষেধাজ্ঞা পাইনি। তখন তিনি বললেন, আমরা সালাম বিক্রয় করি। তবে রাসূলুল্লাহ্ﷺ গাছের খেজুর বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, যাবত না তা হতে খাওয়া যায়।

٥١٦٥- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْمُفَضَّلُ بْنُ فُضَالَةَ عَنْ خَالِدٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ اَبِيْ رَبَاحٍ يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيْعُ ثَمَرَةَ اَرْضِهِ رَطْبًا كَانَ اَوْ عِنَبًا يَسْلِفُ فِيْهَا قَبْلَ اَنْ تَطِيْبَ فَقَالَ لاَ يَصْلُحُ اِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ بَاعَ ثَمَرَةَ اَرْضٍ لَهُ ثَلاَثَ سِنِيْنَ فَسَمِعَ بِذٰلِكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الاَنْصَارِىُّ فَخَرَجَ اِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ فِى النَّاسِ مَنَعَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَبِيْعَ الثَّمَرَةَ حَتّٰى تَطِيْبَ -

৫১৬৫. রাওহ ইবনুল ফারাজ বলেন, ... আতা-ইব্‌ন আবী রাবাহ (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন ব্যক্তি তার যমীনের তাজা খেজুর কিংবা আঙ্গুর পরিপক্ক হবার পূর্বে তার মধ্যে بيع سلم করলো, তা কি জায়িয? তিনি বললেন, এটা ঠিক নয়। একবার ইব্‌ন যুবাইর তার যমীনের ফল তিনি বছরের জন্য বিক্রয় করলেন। হযরত জাবির ইব্‌ন আব্দিল্লাহ্ তা জানতে পেরে মসজিদে আগমন করেন। তিন সমবেত লোকদের বললেন, রাসূলুল্লাহ্ﷺ আমাদেরকে যমীনের ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, যাবত না পরিপক্ক হয়।

٥١٦٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِى الْبُخْتَرِىْ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ السَّلَفِ فِى الثَّمَرِ فَقَالَ نَهٰى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتّٰى يَصْلَحَ -

৫১৬৬. ইব্‌ন মারযূক বলেন, ... আমর ইব্‌ন মুররাহ্ আবুল বখতরী হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি হযরত ইব্‌ন উমার (রা)-কে بيع سلم সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, হযরত উমার (রা) গাছের ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, যাবত না পরিপক্ক হয়।

উল্লেখিত এসব রিওয়ায়াত প্রমাণ করে যে, উপযোগিতা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে কোন ফল বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। কারণ এটা তো مسلم فيه (সালাম দ্রব্য) হওয়ার আগে (বা বিক্রয় দ্রব্য) রূপে বিবেচিত। তাই তা অস্তিত্ব লাভ করার এবং বিপদমুক্ত হওয়ার আগে তা থেকে নিষেধ করেছেন, তারপরে অবশ্য তাতে 'সালাম' করা বৈধ হবে। আপনি কি দেখছেন না যে, হযরত ইব্‌ন উমার (রা)-এর নিকট যখন আবুল বখতরী গাছের খেজুরে سلم সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি তাঁর জবাবে النهى عن بيع الثمار حتى تسلم

Contents

(পরিপক্ক হবার পূর্বে ফল বিক্রয় করা নিষিদ্ধ) সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে, তা-ই বলেছিলেন। এ দ্বারা একথা বুঝা যায় যে, পূর্বে যে সব হাদীস আমরা উল্লেখ করেছি, তার মধ্যে যে بيع নিষিদ্ধ হবার কথা বলা হচ্ছে তা হলো সেই بيع যা কোন গাছে ফল অস্তিত্ব লাভ রকার পূর্বেই সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এ বাণী اَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللّٰهُ الخ কি আপনি দেখছেন না, বলত দেখি, যদি আল্লাহ্ তা'আলা গাছে ফল না দেন, তবে কিসের বিনিময়ে সে তার ভায়ের মাল গ্রহণ করবে। এতএব এ নিষেধাজ্ঞা কেবল ঐ ফল বিক্রয় করার ব্যাপারে প্রযোজ্য, যা অস্তিত্বই লাভ করবে না। আর এসব হাদীসে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে তা হলো অসময়ে ফল বিক্রয় করার ব্যাপারে। পক্ষান্তরে গাছে ফল 'প্রকাশিত' হওয়ার পর তা বিক্রয় করা আমাদের মতে জায়িয আছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে নিম্নে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা এর বৈধতা প্রমাণ করে ঃ

٥١٦٧ـ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْصَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى اِبْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ اِبْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ اَنْ يُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِىْ بَاعَهَا اِلاَّ اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِىْ بَاعَهُ اِلاَّ اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ـ

৫১৬৭. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান বলেন, ... হযরত ইব্‌ন উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি খেজুর গাছ সংস্কারের পরে খেজুর গাছ ক্রয় করে তার ফল হবে বিক্রেতার। অবশ্য ক্রেতা শর্ত করলে তার হবে। আর যে ব্যক্তি কোন গোলাম ক্রয় করল, তার মালও হবে বিক্রেতার, তবে যদি ক্রেতা শর্ত করে তবে তার হবে।

٥١٦٨ـ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنِىْ الْقَعْنَبِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اشْتَرٰى عَبْدًا وَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ فَلاَ شَىْءَ لَهُ وَمَنْ اشْتَرٰى نَخْلاً بَعْدَ تَأْبِيْرِهَا وَلَمْ يَشْتَرِطِ الثَّمَرَ فَلاَ شَىْءَ لَهُ ـ

৫১৬৮. ইয়াযীদ বলেন, ... সালেম তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি গোলাম ক্রয় করল অথচ, সে তার মালের শর্ত করলনা তার জন্য তার কোন মালই হবেনা। আর যে ব্যক্তি সংস্কারের পর গাছ ক্রয় করল, অথচ ফলের শর্ত করলনা তার জন্য কোন ফলই হবেনা।

٥١٦٩ـ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ هٰرُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدِ الْمَخْزُوْمِىِّ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً اشْتَرٰى نَخْلاً قَدْ اَبَّرَهَا صَاحِبُهَا فَخَاصَمَهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ الثَّمَرَةَ لِصَاحِبِهَا الَّذِىْ اَبَّرَهَا اِلاَّ اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِىْ ـ

৫১৬৯. 'হুসাইন ইব্‌ন নাস্‌র' বলেন, ... হযরত ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত, একবার এক ব্যক্তি খেজুর গাছ ক্রয় করল, যার মালিক 'বৃক্ষ সংস্কার' করেছিল। অতঃপর সে নবী ﷺ -এর দরবারে মামলা দায়ের

করলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফায়সালা করলেন, ফল তার হবে, যে বৃক্ষ সংস্কার করেছে। হাঁ, ক্রেতা শর্ত করে থাকলে তার হবে।

আলোচনা

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ উল্লেখিত এসব হাদীসে নবী ﷺ গাছ বিক্রেতার জন্যই ফল সাব্যস্ত করেছেন; অবশ্য ক্রেতা শর্ত করে থাকলে তার শর্ত করার কারণে তার জন্য ফল হবে। এবং সে ফল ক্রেতার হবে।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, নবী ﷺ গাছে ঝুলন্ত ফল তার উপযোগিতা প্রকাশের পূর্বেই বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করেছেন। এটা এ কথাই প্রমাণ করে যে, পূর্বে উল্লেখিত হাদীসসমুহে যে নিষিদ্ধ হবার কথা রয়েছে, তার অর্থ এ হাদীসসমূহের অর্থ হতে ভিন্নতর।

অবশ্য যদি এখানে কেউ এই প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, এসব হাদীসে তো ফল বিক্রয় করা বৈধ করা হয়েছে অন্য বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হয়ে। আর কোন বস্তুর অন্য কোন বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হয়ে বিক্রয় বৈধ হওয়া একথা প্রমাণ করে না যে, পৃথকভাবেও তা বিক্রয় করা অনুরূপ বৈধ হবে। কারণ, আমরা এমন বহু জিনিস দেখেছি যা অন্য বস্তুর সহিত তো ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে প্রবেশ করে কিন্তু পৃথকভাবে তার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। যেমন, কোন বাড়ীর পথ ও আংগিনা। বাড়ী বিক্রয় করলে তো এসবেরও বিক্রয় হয়ে যায়। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে এসবের বিক্রয় করা বৈধ নয়।

এ প্রশ্নের জবাবে আমরা আল্লাহ্র তাওফীকে বলব, বাড়ীতে প্রবেশ করার পথ ও বাড়ীর আংগিনাসমূহ বাড়ী ক্রয়ের সহিত এসবের বিক্রয়ের শর্ত না করলেও ক্রয়ের মধ্যে মামিল হয়ে যায়। আর যে বস্তু শর্ত ব্যতীত অন্য বস্তুর বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হয়ে যায়, স্বতন্ত্রভাবে বিক্রয় করা যায় না। আর যে বস্তু শর্ত করা ব্যতীত অন্য বস্তুর বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হয় না কেবল সে বস্তুই শর্ত করা হলে বিক্রিত বস্তুতে পরিণত হয়। অতএব চিহ্নিত বস্তুতে পরিণত হবে কেবল সে বস্তু, যা স্বতন্ত্রভাবে বিক্রয় করা জায়িয আছে, নচেত নয়। দেখতে কি পাননা যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন বাড়িঘর বিক্রয় করে এবং সেখানে মালসামান থাকে তবে তা বিক্রয়ের মধ্যে দাখিল হবে না। তবে ক্রেতা যদি উক্ত মালসামান তার ঘর ক্রয়ের অন্তর্ভুক্তির শর্ত করে, তবে তার এ শর্ত করার কারণে সে উক্ত মালের মালিক হবে। অবশ্য উক্ত ঘরে যদি মদ কিংবা শূকর থাকে এবং ঘর ক্রয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবার শর্ত করে, তবে ক্রয় ফাসিদ হবে। অতএব বুঝা গেল, ঘর ক্রয়ের জন্য কেবল এমন বস্তুর শর্ত করা যায়, যা পৃথকভাবে ক্রয়-বিক্রয় জায়িয আছে।

আমরা যে ফলের আলোচনা করেছি খেজুর গাছের সহিত তার শর্ত করা কেবল এ কারণে জায়িয আছে যে, তা পৃথকভাবে ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ। দেখুন না, নবী ﷺ এ হাদীসের মধ্যেই উল্লেখ করেছেন এবং খেজুর গাছ বিক্রয় করার কথা উল্লেখ করার সাথেই ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার এমন এক গোলাম বিক্রয় করল, যার মাল আছে তার মালের মালিক হবে বিক্রেতা। অবশ্য যদি ক্রেতা তার শর্ত করে তবে সে-ই তার মালিক হবে। এ হাদীসে নবী ﷺ ক্রেতা শর্ত না করলে, বিক্রেতাকে গোলামের মালের মালিক সাব্যস্ত করেছেন। আর ক্রেতার শর্ত করলে তাকেই উক্ত মালের মালিক সাব্যস্ত করেছেন। অবশ্য যদি সে মাল, মদ কিংবা শূকর হয় তবে শর্ত করার কারণে ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যাবে। গোলামের সহিত কেবল এমন মালের শর্ত আরোপ করা যাবে, যা পৃথকভাবে ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ। পৃথকভাবে যে বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয় অন্য মালের ক্রয়-বিক্রয়ের সহিত তার শর্ত করাও বৈধ নয়। কারণ শর্ত করার কারণে এ বস্তুও বিক্রীত বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হয়; অথচ এটা বিক্রয় করা জায়িয নয়। সুতরাং এটা এ কথারই একটা বিশুদ্ধ প্রমাণ যে,

খেজুর গাছ বিক্রয়ের শর্ত আরোপের মাধ্যমে যে ফল অন্তর্ভুক্ত থাকা বৈধ তা হলো ঐ ফল, যা খেজুর বাদেই পৃথকভাবে বিক্রয় করা বৈধ। অতএব এ আলোচনা দ্বারা আমরা যা উল্লেখ করেছি তা প্রমাণিত হলো। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (রা) এর মত।

ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান, এ অনুচ্ছেদের শুরুতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে যে নিষেধাজ্ঞার কথা আমরা উল্লেখ করেছি, তা হলো ফল বিক্রয়ের পর তা পূর্ণ হওয়া ও কাটা পর্যন্ত গাছে রেখে দেয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা। বস্তুতঃ এক্ষেত্রে ফল পরিপক্ক হবার পূর্বেই ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয়েছে। আর ক্রেতা এ ক্ষেত্রে গাছে ফল প্রকাশ হবার পর ক্রয় করেছে। এবং ক্রয়ের পর বিক্রেতার এ গাছ, ফল কাটা পর্যন্ত যে অতিরিক্ত বৃদ্ধি করছে তাও তার ক্রয় করা বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অতএব ক্রয়ের এটা একটা বাতিল চুক্তি। তিনি বলেন, ফল যখন পূর্ণ হয়ে যায় এবং বৃদ্ধি হওয়া বন্ধ হয়ে যায় তখন তা ক্রয় করে কাটা পর্যন্ত রেখে দেওয়ার শর্ত করায় কোন অসুবিধা নেই। তিনি বলেন, গাছে ফল রেখে দেয়ার যে নিষেধাজ্ঞা হয়েছে তা তো অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাবার কারণে হয়েছে। এটা এ কথাই প্রমাণ করে যে, যখন আর বৃদ্ধি পাবেনা, তখন ক্রয়ের সময় এ শর্ত করায় কোন অসুবিধা নেই। সুলায়মান ইব্ন শুআইব তার পিতার মাধ্যমে ইমাম মুহাম্মদ (রা) হতে এ কথা আমাকে জানিয়েছেন। তবে ইমাম আবূ হানীফা, ও আবূ ইউসুফ (র)-এর ব্যাখ্যা আমাদের মতে অধিক উত্তম।

ইমাম তাহাবী (র)-এর যুক্তি

যুক্তিও একথার সাক্ষ্য প্রদান করে, কারণ ফল পরিপক্ক হবার পর যখন তা এ শর্তে বিক্রয় করা হয় যে খেজুর কাটা পর্যন্ত তা গাছেই রেখে দেয়া হবে। সে ক্ষেত্রে খেজুর গাছ খেজুর কাটা পর্যন্ত ভাড়া করা গাছ হবে। আর এরূপ ভাড়া করা যেহেতু স্বতন্ত্রভাবে জায়িয নয়, সুতরাং যখন অন্যের সহিত ভাড়া করা হবে তখন ও জায়িয হবেনা। এক দল উলামা-ই কিরাম[১] বলেন, উপযোগিতার পূর্বে ফল বিক্রয় করা হতে যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন, তা তাহরীম বা অবৈধতা দানের জন্য নয়। বরং তাঁর নিকট অসংখ্য অভিযোগের কারণে তিনি পরমার্শ হিসেবে তাদেরকে (সাহাবা-ই কিরামকে) এ নিষেধ করেছেন। উক্ত উলামা-ই কিরাম এ বিষয়টি হযরত যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা) হতে বর্ণনা করেছেন।

٥١٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ وَهْبُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ قَالَ اَبُوْ الزِّنَادِ كَانَتْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِيْ حَثْمَةَ الاَنْصَارِيْ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُوْلُ كَانَ النَّاسُ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَتَبَايَعُوْنَ الثِّمَارَ فَاِذَا جَاءَ الْبَائِعُ وَحَضَرَهُ لِلتَّقَاضِيْ قَالَ الْمُبْتَاعُ اَنَّهُ اَصَابَ الثَّمَرَ الْعَفْنَ وَالدَّمَانَ وَاَصَابَهُ مُرَاقٌ وَاَصَابَهُ قُشَامٌ عَاهَاتٌ يَحْتَجُّوْنَ بِهَا وَالْقُشَامُ شَيْءٌ يُصِيْبُهُ حَتّٰى لاَ يَرْطَبَ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُوْمَةُ فِيْ ذٰلِكَ لاَ تَبَايَعُوْا حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُ الثَّمَرِ كَالْمَشْوَرَةِ يُشِيْرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُوْمَتِهِمْ -

১. আল্লামা আইনী (র) বলেন, এ বক্তব্য দ্বারা ইমাম তাহাবী (র) সে সব হাদীসের অন্য এক জবাবের প্রতি ইশারা করেছেন, যার মধ্যে صلاح -এর পূর্বে ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, যে সব হাদীস দ্বারা প্রথম দল দলীল পেশ করেছেন।

৫১৭০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দিল্লাহ্ ইব্‌ন আব্দিল হাকাম বলেন ..... হযরত যায়েদ ইব্‌ন সাবিত বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে লোকেরা ফল ক্রয়-বিক্রয় করত। অতঃপর যখন লোকেরা ফল কাটত এবং (বাগানের মালিকের জন্য) ফলের মূল্য তলব করার সময় উপস্থিত হত, তখন ক্রেতা ধবলত, ফলে তো পচন ধরেছে, ফলতো নষ্ট হয়ে কালো বর্ণ হয়েছে। এবং ফসলে তো মুরাক ও কুশাম (দু প্রকার ফসলের রোগ) রোগে আক্রন্ত হয়েছে। এসব এমন কিছু প্রকৃতিক বিপদ, যাতে ফল ও ফসল আক্রন্ত হবার কারণে ক্রেতারা ফলের মূল্য না দেয়ার ব্যাপারে ঝগড়া ও বিপদের সৃষ্টি করে। قشام এমন এক রোগ, যা দ্বারা খেজুর আক্রান্ত হলে তা আর রুতাব-এ পরিণত হয়না। হযরত যায়েদ সাবিত বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট তাদের ঝগড়া বিবাদের পরিমাণ বেড়ে গেল। তখন তিনি পরামর্শ হিসেবে তাদেরকে বললেন, তোমরা উপযোগিতার পূর্বে ফল ক্রয়-বিক্রয় করনা। এ হাদীস প্রমাণ করে যে আমরা অনুচ্ছেদের শুরুতে উপযোগিতার পূর্বে ফল বিক্রয়ের নিষিদ্ধতার যে হাদীস বর্ণনা করেছি, তার মর্ম এ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

٧- بَابُ الْعَرَايَا

৭. আরায়া প্রসঙ্গ[১]

٥١٧١- حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمْرِ بِالتَّمْرِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرْخَصَ فِى الْعَرَايَا -

৫১৭১. ইসমাঈল ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া বলেন, ... সালেম তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (গাছে ঝুলন্ত) ফলের বিনিময়ে ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। আব্দুল্লাহ্ বলেন, যায়েদ ইব্‌ন সাবিত আমাদের বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'আরায়া' এর ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেছেন।[২]

٥١٧٢- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَارِمٌ ح وَحَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ قَالَ اِبْنُ عُمَرَ وَاَخْبَرَنِىْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرْخَصَ فِى الْعَرَايَا -

৫১৭২. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক আরিম এর মাধ্যমে এবং ইব্‌ন আবী দাঊদ সুলায়মান ইব্‌ন হারব এর মাধ্যমে ..... হযরত ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি 'মুযাবানা' হতে নিষেধ করেছেন, যায়েদ ইব্‌ন সাবিত আমাকে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরায়া' এর ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেছেন।[৩]

---

১. আরায়া অর্থ কোন অভাবীকে বাগানের কোন একটি গাছের ফল দান করা, তারপর ঐ ফলের বিনিময়ে তাকে আন্দাজ করে ঘরের খেজুর দেয়া, যাতে সে বাগানে না আসে।

২. বুখারী ও মুসলিম।

৩. হাদীসে সনদে 'আরিম' শব্দটি মুহাম্মদ ইব্‌নুল ফযল এর উপাধী। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন।

٥١٧٣ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرْخَصَ فِى الْعَرَايَا ـ

৫১৭৩. আলী ইব্ন শায়বা বলেন ..... হযরত ইব্ন উমার (রা) হযরত যায়েদ ইব্ন সাবিত (রা) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'আরায়া' এর ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেছেন।[১]

٥١٧٤ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَرَخَّصَ فِى الْعَرَايَا ـ

৫১৭৪. আলী ইব্ন শায়বা এই একই সনদে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'মুহাকালা (ঘরের ফসলের বিনিময়ে যমীনের ফসল বিক্রয় করা) ও মুযাবানা (ঘরের ফলের বিনিময়ে গাছের ফল বিক্রয় করা) হতে নিষেধ করেছেন। এবং আরায়ার ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেছেন।[২]

٥١٧٥ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ فِىْ بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمَرِ اَوِ الرُّطَبِ ـ

৫১৭৫. ইউনুস বলেন, ... খারিজা ইব্ন যায়েদ ইব্ন সাবিত তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শুকনো খেজুর ও তাজা খেজুরের বিনিময়ে আরায়া বিক্রয় করার অনুমতি প্রদান করেছেন।[৩]

٥١٧٦ـ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ بِعْتُ مَافِىْ رُؤُسِ نَخْلِىْ بِمِائَةِ وَسَقٍ اِنْ زَادَ فَلَهُمْ وَاِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِمْ فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ اِلاَّ اَنَّهُ رَخَّصَ فِى الْعَرَايَا ـ

৫১৭৬. ইসমাঈল ইব্ন ইয়াহ্ইয়া বলেন, ... ইসমাঈল শায়বানী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি একশ ওয়াসাক খেজুরের বিনিময়ে আমার খেজুর গাছে ঝুলন্ত খেজুর বিক্রয় করলাম। যদি তা (একশ ওয়াসাকের) বেশী হয় তবে তা তাদেরই (ক্রেতাদের) হবে। আর যদি কম হয় তবে তার ক্ষতিও তাদের ওপর বর্তাবে। অতঃপর আমি এ সম্পর্কে হযরত ইব্ন উমার (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শুকনো ফলের বিনিময়ে গাছের ঝুলন্ত ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। অবশ্য তিনি 'আরায়ার' ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেছেন।[৪]

---

১. আল কাজী তার মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

২. আহমদ ও ইব্ন আবী শায়বা।

৩. হাদীসটি ইমাম আহমদ তার মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

৪. বুখারী ও মুসলিম।

٥١٧٧- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ كَثِيْرِ بْنِ عَفِيْرٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَاَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمْرِ حَتّٰى يُطْعَمَ وَقَالَ لاَ يُبَاعُ شَىْءٌ مِنْهُ الاَّ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيْرُ الاَّ الْعَرَايَا فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرْخَصَ فِيْهَا -

৫১৭৭. রাবী'উল জীযী বলেন, ... হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গাছের ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। যাবত না তা খাবার যোগ্য হয়। তিনি আরো বলেন, গাছের কোন ফল দিরহাম ও দীনার ব্যতীত বিক্রয় করা যাবেনা। কিন্তু আরায়া বিক্রয় করা যাবে। কারণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেছেন।[১]

٥١٧٨- حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِىْ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ الشَّافِعِىْ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ الاَّ اَنَّهُ اَرْخَصَ فِىْ بَيْعِ الْعَرَايَا -

৫১৭৮. ইসমাঈল ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া মুযানী বলেন, ... হযরত জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'মুযাবানা' হতে নিষেধ করেছেন। অবশ্য তিনি আরায়ার ব্যাপারে অবকাশ দিয়েছেন।[২]

٥١٧٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدِ بْنِ مِيْنَا عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَقَالَ اَحَدُهُمَا وَالْمُعَاوَمَةِ وَقَالَ الْاٰخَرُ وَبَيْعِ السِّنِيْنَ وَنَهٰى عَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِى الْعَرَايَا -

৫১৭৯. ইব্‌ন আবী দাউদ বলেন, ... আবূয যুবাইর ও সাঈদ ইব্‌ন মীনা হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণনা করেন। নবী ﷺ মুহাকালা, মুযাবানা ও মুখাবারা (যমীন বর্গা দেয়া) হতে নিষেধ করেছেন। (হযরত জাবির হতে বর্ণনাকারী) দুজন রাবীর একজন বলেন, এবং معاومة (বছরের জন্য ভাড়া দেয়া) হতে এবং অন্যজন বলেন بيع السنين (একাধিক বছরের জন্য ভাড়া দেয়া) হতেও নিষেধ করেছেন এবং ثنيا (অনির্দিষ্ট মাল হতে নির্দিষ্ট পরিমাণ মাল বাদ দিয়ে বিক্রয় করা) হতেও নিষেধ করেছেন। অবশ্য আরায়ার ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন।[৩]

٥١٨٠- حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ يَحْيَى قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمْرِ بِالتَّمْرِ الاَّ اَنَّهُ رَخَّصَ فِى الْعَرِيَّةِ اَنْ يُبَاعَ بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ يَأْكُلُهَا اَهْلُهَا رُطَبًا -

---

১. মুসলিম।
২. প্রাগুক্ত।
৩. ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৫১৮০. ইসমাঈল ইব্ন ইয়াহ্ইয়া বলেন, ... সাহ্ল ইব্ন আবী হাসমা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গাছে ঝুলন্ত ফল (খেজুর) শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। তবে তিনি আরিয়ার ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেছেন, যে আনুমানিক (গাছের খেজুরের) ঐ পরিমাণ শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের খেজুর বিক্রয় করা যাবে, যা আরিয়ার মালিক 'রুতাব' আকারে আহার করবে।[১]

٥١٨١ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَهْلِ دَارِهِمْ مِنْهُمْ سَهْلُ بْنُ اَبِىْ حَثْمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَقَالَ ذٰلِكَ الرِّبٰوا ذٰلِكَ الْمُزَابَنَةُ اِلاَّ اَنَّهُ رَخَّصَ فِىْ بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَاْخُذُهَا اَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَاْكُلُوْنَهَا رُطَبًا ـ

৫১৮১. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা বলেন, ... বুশাইর ইব্ন ইয়াসার তাদের বাড়ীর কতিপয় সাহাবা-ই কিরাম হতে বর্ণনা করেন, যাদের একজন হযরত সাহ্ল ইব্ন আবী হাসমা (রা), রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেন, এটা হলো সুদ, এটা হলো মুযাবানা। তবে তিনি আরিয়ার ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেছেন। অর্থাৎ একটি দুটি খেজুর গাছ যা বাড়ীর মালিক গাছে যে পরিমাণ খেজুর রয়েছে, আনুমানিকভাবে ঐ পরিমাণ শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তা গ্রহণ করে, যা তারা তাজা তাজা আহার করবে।[২]

٥١٨٢ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالاَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ مَوْلٰى بْنِ اَبِىْ اَحْمَدَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ فِىْ بَيْعِ الْعَرَايَا فِىْ خَمْسَةِ اَوْسَقٍ اَوْ فِىْ مَادُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسَقٍ يَشُكُّ دَاوُدُ خَمْسَةُ اَوْفِىْ مَادُوْنَ خَمْسَةٍ ـ

৫১৮২. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক বলেন, ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঁচ ওয়াসাক কিংবা পাঁচ ওয়াসাকের কমে আরায়া বিক্রয়ের ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেছেন। পাঁচ ওয়াসাক কিংবা পাঁচ ওয়াসাক এর কমে, ব্যাপারে হাদীসের রাবী দাঊদ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।[৩]

٥١٨٣ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ التَّيْمِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ فِى الْعَرِيَّةِ فِى الْوَسَقِ وَالْوَسَقَيْنِ وَالثَّلاَثَةِ وَالْاَرْبَعَةِ وَقَالَ فِىْ كُلِّ عَشَرَةِ اَقْنَاءٍ قِنْوٌ يُوْضَعُ فِى الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِيْنِ ـ

---

১. মুহাদ্দিসগণের একটি জামাত এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২. মুসলিম।

৩. একটি জামাত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৫১৮৩. আহমদ ইব্ন দাঊদ বলেন ..... হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরায়ার ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেছেন এক ওয়াসাক, দু' ওয়াসাক, তিন ওয়াসাক ও চার ওয়াসাক-এ। তিনি আরো বলেন, প্রতি দশ ছড়া খেজুরে এক ছড়া খেজুর সদকা দিতে হবে, যা মিসকীনদের জন্য মসজিদে ঝুলিয়ে রাখতে হবে।

٥١٨٤ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَهْبِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اِسْحٰقَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ الْوَسَقَ وَالْوَسَقَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ وَالْاَرْبَعَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ فِىْ كُلِّ عَشَرَةٍ ـ

৫১৮৪. ইব্ন আবী দাঊদ বলেন, ... ইব্ন ইসহাক তার সনদে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তার বর্ণনায় এক ওয়াসাক দু' ওয়াসাক, তিন ওয়াসাক ও চার ওয়াসাক-এর কথা উল্লেখ করেছেন, প্রতি দশ ছড়া এর কথা উল্লেখ করেননি।[১]

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে এসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং আরায়ার ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারে যে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে, এ ব্যাপারটি মুতাওয়াতির সুত্রে বর্ণিত হয়েছে এবং সমস্ত উলামা-ই কিরাম গ্রহণ করেছেন। এ হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করেন নি। তবে এর ব্যাখ্যার ব্যাপারে তারা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। একদল উলামা-ই কিরাম[২] বলেন, 'আরায়া' হলো কোন এক ব্যক্তির অনেক খেজুর গাছের মধ্যে অন্য এক ব্যক্তির এক-দুটি খেজুর গাছ থাকা। তারা বলেন, মদীনার অধিবাসীদের নিয়ম ছিল, যখন খেজুর কাটার সময় উপস্থিত হত, তখন তারা তাদের পরিবারভুক্ত লোকজন নিয়ে তাদের বাগানে চলে যেত। এ সময় ঐ এক-দুটি গাছের মালিকও তার পরিবারের সদস্য নিয়ে উক্ত বাগানে উপস্থিত হত। ফলে অনেক গাছের মালিক বিরক্ত হত। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনেক গাছের মালিককে অনুমতি দিয়েছেন, সে যেন দু-একটি গাছের মালিককে তার গাছের ফল অনুমান করে ঘরের শুকনো ফল প্রদান করে, যাতে সে আর তার পরিবারের লোক বাগান ছেড়ে চলে যায় এবং সব ফলই অনেক খেজুর গাছের মালিকের একার হয়ে যায়। আর তখন উক্ত বাগানে কেবল সে এবং তার পরিবারের লোকজন-ই অবস্থান করত।

মালেক ইব্ন আনাস (র) হতে এ মত বর্ণিত হয়েছে। আহমদ ইব্ন আবী ইমরানকে আমি বলতে শুনেছি, তিনি পর্যায়ক্রমে মুহাম্মদ ইব্ন সিমা'আ ও আবূ ইউসুফ (রা)-এর মাধ্যমে ইমাম আবূ হানীফা (র)-কে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেন, আমাদের মতে আরিয়া এর অর্থ হলো, কোন এক ব্যক্তি তার বাগানের একটি গাছের ফল কাউকে দান করল, কিন্তু যাবত না উক্ত গাছের ফল (খেজুর) পরিপক্ক হত সে ঐ গাছটির ফল তাকে সোপর্দ করত না। এরূপ অবস্থায় ঐ দাতা ব্যক্তিকে এই অনুমতি দেয়া হয়েছিল যে, সে তার ঐ গাছের খেজুর গাছে রেখে দিয়ে তার স্থলে শুকনো খেজুর অনুমান করে দিয়ে দেবে। ইমাম মালেক 'আরিয়ার' যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তার চেয়ে ইমাম আবূ হানীফা (রা)-এর এই ব্যাখ্যা অধিক উত্তম। কারণ, আরিয়া মূলতঃ একটি দান। দেখুন না 'আরিয়া' দান বলেই কিভাবে প্রসংসাকারী আনসারদের প্রশংসা করেছেন ঃ

---

১. এ হাদীসের রাবী মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাব্বান একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। অনুরূপভাবে তাঁর চাচা ওয়াসী' ইব্ন হাব্বানও একজন ثقة ও নির্ভরযোগ্য রাবী। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বায়হাকী।

২. আল্লামা আইনী বলেন, এ সকল উলামা হলেন সাঈদ ইব্ন জুবাইর, আওযাঈ ও মালেক ইব্ন আনাস (রা)

ليست بسنهاء ولا رجبيه * ولكن عرايا فى السنين الجوائح

অর্থাৎ তাদের খেজুর গাছগুলো সানহা[১] নয়। (যে খেজুর গাছে এক বছর খেজুর ধরে আর এক বছর খেজুর ধরেনা) এবং রাজাবিয়াও[২] নয় (যে খেজুর গাছ দুর্বলতার কারণে ঝুকে পড়ে এবং অন্য কোন কিছুর সাহায্যে দাঁড় করে রাখা হয়) বরং দুর্ভিক্ষপূর্ণ বছরসমূহে গণ্য।

অর্থাৎ তারা দুর্ভিক্ষের বছরে দান করে থাকে। অতএব আরিয়ার যদি ঐ অর্থ গ্রহণ করা হয়, যা ইমাম মালেক (র) করেছেন, তবে আনসারগণের প্রসংসিত হবার কোন কারণ থাকেনা। কারণ ঐ অর্থ গ্রহণ করা হলে তো তাদেরকেও অনুরূপ প্রদান করা হয়, যেমন তারা প্রদান করেন। অতএব আরিয়া শব্দের তাঁর গৃহীত অর্থ হতে ভিন্ন অর্থ হবে।

এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, হযরত যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে ان رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص فى العرايا অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন এবং 'আরায়া' এর ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেছেন। এ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, আরায়া হলো শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের খেজুর বিক্রয় করা।

তবে এ প্রশ্নকারীকে বলা হবে যে, এ হাদীসে 'আরায়া' বিক্রয় করার ব্যাপারে কিছুই নেই। এর মধ্যে শুধু 'আরায়া' সম্পর্কে অনুমতি প্রদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে তার উল্লেখ করা হয়েছে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের খেজুর বিক্রয় করার নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে। আর কখনো এমন হয় যে, একটি জিনিস অন্য আর একটি জিনিসের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়, অর্থাৎ, উভয়ের হুকুম হয় ভিন্ন ভিন্ন।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে তো কেবল 'পাঁচ ওয়াসাক' পর্যন্ত সীমিত করা হয়েছে। (অর্থাৎ আরায়ার বিক্রয় কেবল পাঁচ ওয়াসাক পর্যন্ত বৈধ করা হয়েছে) আর 'পাঁচ ওয়াসাক' এর উল্লেখ করায় একথা বুঝা যায় যে, যে আরায়ার পরিমাণ এর চেয়ে বেশী হবে, তার হুকুম এর মত হবেনা।

তবে এ প্রশ্নকারীকে বলা হবে, এ হাদীসের মধ্যে এমন কিছুই নেই, যা আমাদের উল্লেখকৃত বিষয়ের বিরোধী। প্রশ্নকারীর প্রশ্ন তো তখনই সঠিক হবে, যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একথা বলতেন যে, 'আরিয়া' কেবল পাঁচ ওয়াসাক কিংবা পাঁচ ওয়াসাকের চেয়ে কম হলে বৈধ হবে। হাদীসে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঁচ ওয়াসাক কিংবা পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণে আরায়া বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করেছেন। এখানে এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, নবী ﷺ এমন কিছু লোককে পাঁচ ওয়াসাক কিংবা তার চেয়ে কমে আরিয়া বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করেছেন, যাদের আরিয়ার পরিমাণ ছিলই মাত্র এই পরিমাণ। অতঃপর হযরত আবূ হুরায়রা (রা) তা-ই নকল করেছেন এবং যে পরিমাণ ছিল তা-ই তিনি বর্ণনা করেছেন। আর যে ক্ষেত্রে 'আরিয়ার' পরিমাণ এর চেয়ে বেশী হবে তখনও যে এ অনুমতি প্রযোজ্য হবে, এটা তার বিরোধী নয়।

---

১. আল্লামা আইনী (র) বলেন, এ কবিতাটি যিনি রচনা করেছেন, তিনি হলেন আনাসারী কবি সুওয়াইদ ইব্‌ন সামিত (রা)। السنهاء। অর্থ এমন খেজুর গাছ, যা এক বছর খেজুর প্রদান করে এবং এক বছর খেজুর দানে বিরত থাকে, যা খেজুর গাছের একটি দোষ।

২. ইব্‌ন কুতায়বা বলেন, رجبية বলা হয় এমন খেজুর গাছকে, যা দুর্বলতার কারণে ঝুকে পড়ে অতঃপর তার নিচে অন্য কোন বস্তু দ্বারা তাকে খাড়া করে রাখা হয়– সংক্ষিপ্ত।

যদি কেউ এ প্রশ্ন করে যে, হযরত ইব্ন উমার ও হযরত জাবির (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, لا انه رخص في العرايا (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের খেজুর বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন; কিন্তু তিনি আরায়ার মধ্যে অনুমতি প্রদান করেছেন)। অতএব এটা بيع الثمر بالتمر এর হুকুম হতে مستثنى (বাদ)। অতএব এ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, আরায়াও প্রকৃত পক্ষে بيع التمر بالثمر (শুকনো ফলের বিনিময়ে গাছের ফলের বিক্রয়)।

তবে তাকে বলা হবে, এখানে যে ব্যক্তিকে খেজুর গাছের খেজুর দান করা হয়েছে তাকে উদ্দেশ্য করার সম্ভাবনা রয়েছে এবং তাকে গাছের খেজুরের বদলে শুকনো খেজুর নেয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে এবং এই অর্থে সে বিক্রেতা বিবেচিত হবে। তার পক্ষে এটা হালালও বটে আর এই কারণেই এখানে استثناء (ব্যতিক্রমায়ন) সাব্যস্ত হবে।

আর সাহল ইব্ন আবী হাসমা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, لا انه رخص في بيع العرية بخرصها تمرا يأكلها رطبا অর্থাৎ শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের খেজুর বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন; কিন্তু গাছের খেজুর অনুমান করে ঐ পরিমাণ শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের খেজুর বিক্রয় করার অনুমতি প্রদান করেছেন, যা অরিয়ার অধিকারী গাছ থেকে পেড়ে তাজা তাজা আহার করবে। এ হাদীসে আরিয়ার "اهل" (অধিকারী) সাব্যস্ত করা হয়েছে গাছের মালিককে, যে তার পরিবারসহ তাজা খেজুর পেড়ে আহার করবে। আর আরিয়ার اهل হবে কেবল তখন, যখন তারা গাছের খেজুরের বদলে শুকনো খেজুর দিয়ে গাছের খেজুরের মালিক হবে। আর এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতকে প্রমাণিত করে।

যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন করে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) উল্লেখিত এসব রিওয়ায়াতের যে ব্যাখ্যা পেশ করেছেন, তাতে তো এসব হাদীসে رخصت বা অনুমতি প্রদানের কোন অর্থই হয়না। **তবে তাকে বলা হবে,** رخصت-এর একটি বিশুদ্ধ অর্থ অবশ্যই আছে, কিন্তু সে অর্থের ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে।

ঈসা ইব্ন আবান বলেন, এখানে رخصت-এর অর্থ হলো, কোন মালের বদলে অন্য কোন মালের মালিক কেবল সেই ব্যক্তি হতে পারে, যে উক্ত মালের মালিক হবে। যে ব্যক্তি কোন বস্তুর মালিক নয় সে তা কোন বদল বা বিনিময়ের মাধ্যমে বিক্রয় করে তার মালিক হতে পারেনা। ঐ বদল বা বিনিময়ের মালিক কেবল তখনই হবে, যখন ঐ বস্তুর সে সঠিক মালিক হবে, যে বস্তুর এটা বদল হিসেবে বিবেচিত। তিনি বলেন, দানকৃত ব্যক্তি যখন গাছের ফলের মালিকই হতে পারেনি কারণ সে এখন পর্যন্ত তা কবযা করতে পারেনি। অথচ, যে শুকনো খেজুর সে আরিয়ার বদল হিসেবে গ্রহণ করছে, হাদীসে তার জন্য তা طيب ও হালাল বলে ঘোষণা করা হয়েছে, অথচ এই শুকনো খেজুর গাছের ঐ তাজা খেজুর رطب (রুতাব) এরই বদল, যার সে মালিক হতে পারেনি। তিনি বলেন, رخصت দ্বারা হাদীসে এই অর্থই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

ঈসা ইব্ন আবান ব্যতীত অন্যান্য উলামা-ই কিরাম বলেন, আলোচ্য হাদীসে رخصت এর অর্থ হলো কেউ যখন কাউকে গাছের খেজুর দান করে এবং তাকে তা অর্পণ করার ওয়াদা করে, যেন সে তা কবযা করে তার মালিক হতে পারে। আর দানকারী ব্যক্তির ওপর তার দ্বীনী দায়িত্ব হলো তার ওয়াদা পূর্ণ করা। এক্ষেত্রে দানকারী ব্যক্তিকে এই অনুমতি প্রদান করা হয়েছে যে, তার দানকৃত খেজুর রেখে দিয়ে তার পরিবর্তে অনুমান করে শুকনো খেজুর প্রদান করা। এ ক্ষেত্রে সে গুনাহগার হবে না, ওয়াদা ভঙ্গকারীও হবেনা। এটাই হলো رخصت ও অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্র।

ইমাম আবূ হানীফা (র) হতে এই যে ব্যাখ্যা আমরা উল্লেখ করেছি, অন্যান্য ব্যাখ্যা অপেক্ষা উত্তম। কারণ, শুকনো ফলের বিনিময়ে গাছের ঝুলন্ত ফল বিক্রয় করা যে নিষেধ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে তা মুতাওয়াতির

(متواتر) সূত্রে বর্ণিত। তার কয়েকটি হাদীস তো আমরা এ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণনা করেছি, এবং নিম্নে আরো কয়েকটি উল্লেখ করা হলো ঃ

٥١٨٥- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ وَاَبُوْ سَلْمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتُبَايِعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ سَوَاءً -

৫১৮৫. ইউনুস বলেন, ... সাঈদ ও আবূ সালামা হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, তোমরা শুকনো ফলের বিনিময়ে গাছের ঝুলন্ত ফল বিক্রয় করোনা। ইব্‌ন শিহাব বলেন, সালেম ইব্‌ন আব্দিল্লাহ্ তার পিতার মাধ্যমে নবী ﷺ হতে হুবহু অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[১]

٥١٨٦- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৫১৮৬. ইয়াযীদ ও ইব্‌ন আবী দাউদ বলেন, ... সালেম তার পিতার মাধ্যমে নবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।[২]

٥١٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرٰى ثَمَرَةً بِمِائَةِ فَرَقٍ بِكَيْلٍ لَهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ هٰذَا يَعْنِي الْمُزَابَنَةَ -

৫১৮৭. মুহাম্মদ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, ... আমর ইব্‌ন দীনার হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমার (রা)-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে শুনেছি, যে গাছের ঝুলন্ত ফল একশ ফারাক শুকনো ফলের বিনিময়ে ক্রয় করেছে, তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ থেকে নিষেধ করেছেন, আর এটাই হচ্ছে 'মুযাবানা'।[৩]

٥١٨٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَالزَّبِيْبَ بِالْعِنَبِ كَيْلاً وَالزَّرْعَ بِالْحِنْطَةِ كَيْلاً -

৫১৮৮. নাসর ইব্‌ন মারযূক বলেন, ... হযরত ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শুকনো খেজুর কায়েল করে তার বিনিময়ে গাছের খেজুর বিক্রয় করা, আঙ্গুর কায়েল করে তার বিনিময়ে কিশমিশ বিক্রয় করা এবং গম কায়েল করে তার বিনিময়ে ক্ষেতের ফল বিক্রয় করা থেকে নিষেধ করেছেন।

---

১. হাদীসের সনদে 'সাঈদ' দ্বারা সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব উদ্দেশ্য। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম।

২. ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৩. ইমাম তাবরানী বর্ণনা করেছেন।

٥١٨٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَمَرَةَ اَرْضِهِ مِنْ رَجُلٍ بِمِائَةِ فَرَقٍ فَقَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ هٰذَا وَهُوَ الْمُزَابَنَةُ -

৫১৮৯. আহমদ ইব্‌ন দাউদ বলেন, ... একবার হযরত ইব্‌ন উমার (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কেউ তার জমীর ফল কারো কাছে একশ ফারাক ঘরের ফলের বিনিময়ে বিক্রয় করল, তখন তিনি বললেন, এটা 'মুযাবানা' যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন।[১]

٥١٩٠- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ وَهْبُ اللّٰهِ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ قَالَ وَالْمُزَابَنَةُ اَنْ يَشْتَرِىَ الرَّجُلُ اَوْ يَبِيْعَ حَائِطَهُ بِتَمْرٍ كَيْلاً اَوْ كَرْمَهُ بِزَبِيْبٍ كَيْلاً وَاَنْ يَبِيْعَ الزَّرْعَ كَيْلاً بِشَيْءٍ مِنَ الطَّعَامِ -

৫১৯০. নাস্‌র ইব্‌ন মারযূক বলেন, ... হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুযাবানা হতে নিষেধ করেছেন। আর মুযাবানা হলো অনুমান করে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে কোন ব্যক্তির গাছের খেজুর ক্রয় করা কিংবা বিক্রয় করা এবং অনুমানের ভিত্তিতে কায়েল করে কিশমিশের বিনিময়ে আঙ্গুর বিক্রয় করা কিংবা খাদ্য সামগ্রী অনুমানের ভিত্তিতে কায়েল করে জমীর ফসল বিক্রয় করা।[২]

٥١٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ -

৫১৯১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ইউনুস বলেন, ... হযরত ইব্‌ন আব্বাস হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহাকালা (ঘরের ফসলের বিনিময়ে জমীর ফসল বিক্রয় করা) ও মুযাবানা (ঘরের শুকনো ফলের বিনিময়ে গাছে ঝুলন্ত ফল বিক্রয় করা) হতে নিষেধ করেছেন।[৩]

٥١٩٢- حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ وَزَادَ اَنْ يَبِيْعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمِائَةِ فَرَقِ حِنْطَةٍ وَالْمُزَابَنَةُ اَنْ يَبِيْعَ الثَّمَرَ فِيْ رُؤُسِ النَّخْلِ بِمِائَةِ فَرَقٍ -

৫১৯২. ইসমাঈল ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া বলেন, ... হযরত জাবের নবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি অতিরিক্ত এতটুকু বর্ণনা করেছেন, একশ ফারাক গমের বিনিময়ে যমীর ফসল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। আর মুযাবানা হলো, (উদাহরণ স্বরূপ) খেজুর গাছের মাথায় ঝুলন্ত ফল একশ ফারাকের বিনিময়ে বিক্রয় করা।[৪]

---

১. সনদের রাবী মুহাম্মদ ইব্‌ন আওন-কে আবূ হাতিম নির্ভরযোগ্য রাবী বলে মন্তব্য করেছেন।
২. হাদীসটি ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেছেন।
৩. ইমাম বুখারী।
৪. মুহাদ্দিসগণের একটি দল ও ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেছেন।

٥١٩٣- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الطَّائِفِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ اَخْبَرَنِى عَمْرُ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ -

৫১৯৩. ফাহ্দ বলেন, ... হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুখাবারা মুযাবানা ও মুহাকালা হতে নিষেধ করেছেন।

٥١٩٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُمَرُ بْنُ اَبِىْ سَلْمَةَ عَنْ اَبِىْ سَلْمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ قَالَ وَالْمُحَاقَلَةُ الشِّرْكُ فِى الزَّرْعِ وَالْمُزَابَنَةُ الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ فِى النَّخْلِ -

৫১৯৪. আবূ বকরা বাককার ইব্‌ন কুতায়বা বলেন, ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহাকালা ও মুযাবানা হতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, মুহাকালা অর্থ ফসলে শরীক হওয়া। আর মুযাবানা অর্থ গাছে ঝুলন্ত খেজুরের বিনিময়ে শুকনো খেজুর বিক্রয় করা।

এসব রিওয়ায়াতই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে মুতাওয়াতির সূত্রে শুকনো ফল কায়েল করে তার বিনিময়ে গাছের মাথায় ঝুলন্ত ফল বিক্রয় করা নিষেধ হওয়া প্রসঙ্গে বর্ণিত। অতএব ইমাম আবূ হানীফা (র) عرية এর যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, হাদীসে বর্ণিত عرية যদি সেই অর্থে প্রয়োগ করা হয় তবে হাদীসের নিষেধাজ্ঞা ব্যাপকতার সাথে প্রযুক্ত হবে, তার কোন অংশ তা থেকে বাদ যাবে না।

আর ইমাম মালেক عرية এর যে ব্যাখ্যা করেছেন হাদীসে বর্ণিত عرية-কে যদি সেই অর্থের উপর প্রয়োগ করা হয় তাহলে আলোচ্য হাদীসের নিষেধাজ্ঞা থেকে ঐ সুরতটি বের হয়ে যাবে যেটাকে আরিয়ার ব্যাখ্যারূপে নিয়েছেন। সুতরাং একটি সর্বসম্মত হাদীস থেকে কোন কিছুকে বের করা উচিত নয়, কিন্তু এমন হাদীস দ্বারা যার যার ব্যাখ্যা সর্বসম্মত, কিংবা ভিন্ন এমন কোন দলীল-প্রমাণ দ্বারা, যে ব্যাপারে সকলেই একমত পোষণ করবেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রয় করা নিষেধ হওয়া প্রসংগে আরো হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা আমরা অন্যত্র উল্লেখ করেছি। আমরা যদি عرية -কে ঐ অর্থের উপর প্রয়োগ করি, যা ইমাম মালেক (রা) বলেছেন, তবে এ সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তা শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর (رطب) বিক্রয়ের নিষিদ্ধতা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক হবে। আর যদি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর ব্যাখ্যার উপর প্রয়োগ করি তবে ঐসব হাদীসের সহিত কোন সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়না। বরং সব হাদীসের অর্থ এক ও অভিন্ন হয়। অতএব আমাদের পক্ষে এটাই উত্তম যে, আমরা হাদীসসমূহের এমন ব্যাখ্যা প্রদান করি, যাতে কোন বৈপরিত ও সংঘর্ষের সৃষ্টি না হয়। عرايا এর অর্থ সম্পর্কে আমরা যে আলোচনা পেশ করলাম, তাতে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর প্রদত্ত ব্যাখ্যাই প্রমাণিত হলো والله ولى التوفيق
রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন, خففوا فى الصدقات فان فى المال العرية والوهية অর্থাৎ তোমরা সদকাসমূহ হালকা কর। কারণ, মালের মধ্যে আরিয়া ও অসিয়্যাতের অংশ রয়েছে।

٥١٩٥ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعَدٍ يُحَدِّثُ عَنْ مَكْحُوْلِ الشَّامِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِذٰلِكَ ـ

৫১৯৫. এ সম্পর্কে আবূ বকরা তার নিজস্ব সূত্রে হযরত মাক্হুল হতে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে উল্লেখিত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীস একথাই প্রমাণ করে যে, আরিয়্যা এমন এক বস্তু যা মালদার লোকেরা তাদের জীবদ্দশায়-ই অন্য লোকদের মালিক বানিয়ে দেয়, যেমন তাদের মৃত্যুর পর তারা অসিয়্যাত সমূহের মালিক বানায়।

ইমাম আবূ হানীফা (রা) আরিয়্যার যে অর্থ করেছেন তার পক্ষে অন্য আর একটি হাদীস নিম্নে পেশ করা হলো।

٥١٩٦ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ اَيُّوْبَ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ قَالَ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رُخِّصَ فِى الْعَرَايَا فِىْ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ تُوْهَبَانِ لِلرَّجُلِ فَيَبِيْعُهُمَا بِخَرْصِهِمَا تَمْرًا ـ

৫১৯৬. আহমদ ইব্ন দাঊদ বলেন ..... নাফে' হযরত ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিক্রেতা ও ক্রেতাকে 'মুযাবানা' হতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, যায়েদ ইব্ন সাবিত বলেন, এক দুটি খেজুর গাছের খেজুর 'আরিয়া' করার ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। যে খেজুর গাছের খেজুর অন্য এক ব্যক্তিকে হেবা করা হয় অতঃপর অনুমান করে সমপরিমাণ শুকনো খেজুরের বিনিময়ে উক্ত গাছের খেজুর সে বিক্রয় করে। এই যে হযরত যায়েদ ইব্ন সাবিত (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে যারা عرية এর ব্যাপারে رخصت সম্পৃক্ত হাদীস বর্ণনা করেন তাদেরই একজন। কিন্তু তিনি عرية কে هبة বলে উল্লেখ করেছেন।

٨ـ بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِى الثَّمَرَةَ فَيَقْبِضُهَا فَتُصِيْبُهَا جَائِحَةٌ

৮. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ ফল ক্রয় করে কবয করার পর তা বিপদ গ্রস্ত হলে

٥١٩٧ـ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ يَحْيٰى الْمُزَنِىُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حُمَيْدِ الْاَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمٰنَ بْنَ عَتِيْقٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ السِّنِيْنَ وَاَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ ـ

৫১৯৭. ইসমাঈল ইব্ন ইয়াহইয়া আলমুযানী বলেন, ... হযরত জাবির ইব্ন আব্দিল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী ﷺ একাধিক বছরের জন্য কেরায়া দেয়া হতে নিষেধ করেছেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত মাল (এর মূল্য) রহিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

٥١٩٨ـ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৫১৯৮. ইসমাঈল ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া বলেন, ... হযরত জাবির নবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।[১]

٥١٩٩ـ حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِى الْوَزِيْرِ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ الْاَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمٰنَ بْنِ عَتِيْقٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَ بِوَضْعِ الْجَائِحَةِ ـ

৫১৯৯. বাককার ইব্‌ন কুতায়বা বলেন, ... হযরত জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্‌ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ক্ষতিগ্রস্ত মাল (এর মূল্য) রহিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আলোচনা

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল উলামা-ই কিরাম[২] আলোচ্য হাদীসে যে 'الجوائح' শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে, এবং নবী ﷺ তা রহিত করার নির্দেশ প্রদান করেছেন, তাদের মতে তা দ্বারা ঐসব ফল উদ্দেশ্য যা কোন ব্যক্তি ক্রয় করার পর তা সে কবযা করে এবং উক্ত ক্রেতার হাতেই কোন বিপদ তাতে আঘাত হানে এবং তার এক-তৃতীয়াংশ বা তার চেয়ে বেশী নষ্ট হয়ে যায়। তারা বলেন, এই বিপদই ক্রেতার নিকট হতে উক্ত বিপদগ্রস্ত ফলের মূল্য বাতিল করে দেয়। তারা একথাও বলেন, ক্রেতার নিকট হতে যদি এক তৃতীয়াংশের কম বিপদগ্রস্ত হয়ে নষ্ট হয় তবে সে ক্ষেত্রে তা ক্রেতার মাল হতেই নষ্ট হবে। আর তার মূল্য কম হোক, কিংবা বেশী-ক্রেতার থেকে রহিত হবেনা। তারা বলেন, তাদের এ বক্তব্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত অন্য এক হাদীসের অনুরূপ। অতঃপর তারা উল্লেখ করেন ঃ

٥٢٠٠ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَنَّ اَبَا الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنْ بِعْتَ مِنْ اَخِيْكَ ثَمَرًا فَاَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا لَحِلُّ لَكَ اَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ اَخِيْكَ بِغَيْرِ حَقٍّ ـ

৫২০০. ইউনুস বলেন, ... হযরত জাবির ইব্‌ন আব্দিল্লাহ্‌ (রা) হতে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যদি তুমি তোমার ভায়ের নিকট গাছের ফল বিক্রয় কর, অতঃপর তাতে কোন বিপদ পৌঁছাল তবে তোমার পক্ষে তার নিকট হতে কিছু গ্রহণ করা হালাল হবেনা। কোন হক ব্যতীত তুমি কিসের বিনিময়ে তোমার ভায়ের মাল নিবে?[৩]

---

১. হাদীসটি ইমাম মুসলিম, আবূ দাঊদ ও নাসায়ী বর্ণনা করেছেন।

২. আল্লামা আইনী বলেন, এ সমস্ত উলামা-ই কিরাম দ্বারা ইমাম মালেক, পুরাতন মত অনুসারে ইমাম শাফেঈ, আহমদ ও একদল মুহাদ্দিসীনে কিরাম উদ্দেশ্য। তবে তাদের মাঝেও বিরোধ রয়েছে। ইমাম মালেক ও শাফেঈ (র) বলেন, ক্রয় করা ফলের এক তৃতীয়াংশ কিংবা তার চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত ও নষ্ট হলে কেবল সে ক্ষেত্রে ক্রেতার নিকট হতে তার মূল্য রহিত হবে। এক তৃতীয়াংশ ক্ষতিগ্রস্ত না হলে সে ক্ষেত্রে কোন বিবেচনাই করা হবেনা। ইমাম আহমদ ও এক বক্তব্য অনুসারে ইমাম শাফেঈ (র) বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত ফলের পরিমাণ যাই হোক না কেন, এ পরিমাণ ফলের মূল্য রহিত করা হবে।

৩. হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

٥٢٠١ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৫২০১. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক বলেন, ... ইব্ন জুরাইজ নিজস্ব সনদে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[১]

তারা বলেন, এ হাদীস الجائحة এর ঐ অর্থ-ই বর্ণনা করেছে, যা আমরা উল্লেখ করেছি। উল্লেখিত উলামা-ই কিরামের এ ব্যাখ্যার বিরোধিতা করেছেন উলামা-ই কিরামের অন্য একটি জামাত।[২] তারা বলেন, ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হতে ক্রয় করে কবযা করার পর কম-বেশী যাই নষ্ট হোক না কেন, তা ক্রেতার মাল হতে নষ্ট হবে। আর বিক্রেতার নিকট হতে কবযা করার পূর্বে যতটুকু নষ্ট হবে ক্রেতার থেকে ঐ পরিমাণের মূল্য বাতিল হবে। তাঁরা বলেন, আপনারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে এই যে সব হাদীস উল্লেখ করেছেন, তা বিশুদ্ধ-গ্রহণযোগ্য, বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হবার কারণে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি না। তবে প্রথম মতের অনুসারীগণ এ হাদীসসমূহের যে ব্যাখ্যা পেশ করেছেন, আমরা তার বিরোধিতা করি। এবং এসব হাদীসে যে الجوائح শব্দটি রয়েছে আমরা তার অর্থ করি, 'ঐসব বিপদ' যা দ্বারা মানুষ বিপদগ্রস্ত হয় এবং এ বিপদ ঐ খেরাজী যমীনে, যার খেরাজ মুসলমানরা ভোগ করে তাদেরকে বিপর্যয়ের সম্মুখীন করে। এ ক্ষেত্রে উক্ত খেরাজ তাদের থেকে রহিত করা ওয়াজিব। কারণ, এ অবস্থায় খেরাজ রহিত করায়-ই মুসলমানদের কল্যাণ নিহিত এবং তাদের যমীন আবাদ করায় সাহায্য ও শক্তি সঞ্চয় করে। এসব হাদীসে যে الجوائح ও বিপদ-আপদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা ক্রয়-বিক্রয়ের বস্তুসমূহের সহিত সম্পৃক্ত নয়। এটা হলো অনুচ্ছেদের শুরুতে হযরত জাবির (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যা। তবে হযরত জাবির (রা) কর্তৃক দ্বিতীয় যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তার অর্থ এর থেকে ভিন্ন। আর দ্বিতীয় যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে বিক্রয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ ক্রেতা তার ক্রয় করা ফল যে কবযা করেছে হাদীসের মধ্যে তা উল্লেখ করা হয়নি। আর আমাদের মতে ক্রেতার কবযা করার পূর্বে যেসব ক্রয় করা বস্তু বিক্রেতার হাতে আপদ-বিপদের সম্মুখীন হয়ে নষ্ট হয়, বিক্রেতার জন্য তার মূল্য গ্রহণ করা হালাল নয়। কারণ এ ক্ষেত্রে বিক্রেতারা তার মূল্য গ্রহণ করলে কোন হক ছাড়াই তারা তার মূল্য গ্রহণ করবে। এ হাদীসের ব্যাখ্যা তাদের মতে এটাই।

তবে ক্রেতারা যে ফল ক্রয় করার পর কবযা করে এবং ফল তাদের নিয়ন্ত্রণে এসে যায় সেটা অন্যান্য সকল ক্রয়-বিক্রয়ের মত বিবেচিত, যার মধ্যে ক্রেতাদের ক্রয় করা মাল কবযা করার পর তা বিপদ-আপদে নষ্ট হলে সে ক্ষেত্রে যেমন তা ক্রেতাদের মাল হতেই নষ্ট হয়, বিক্রেতার মাল নষ্ট হয় না; অনুরূপভাবে ক্রেতারা ফল কবযা করার পর তাদের হাতে তা নষ্ট হলে তাদের ফল হতেই তা নষ্ট হবে। এটাই হলো আমাদের যুক্তি এবং এ হাদীসকে এর ওপরই প্রয়োগ করা হয়েছে। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত, যা আমাদের এ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে ঃ

٥٢٠٢ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ ح وَحَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اِسْحٰقَ السَّيْلَحِيْنِيُّ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ قَالُوْا جَمِيْعًا عَنْ

১. ইমাম বায়হাকী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

২. আল্লামা আইনী (র) বলেন, এ সমস্ত উলামা দ্বারা জুমহুরে সালাফ, ইমাম ছাওরী, ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ, নয়া মতে ইমাম শাফেঈ, তাবারী, দাঊদ ও তাঁর সাথী বর্গ উদ্দেশ্য।

بُكَيْرِ بْنُ الْاَشَجِّ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ اُصِيْبَ رَجُلُ فِىْ ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَصَدَّقُوْا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذٰلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذُوْا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ اِلاَّ ذٰلِكَ ـ

৫২০২. ইউনূস রাবী'আল মুআযযিন ও আবূ উমাইয়্যা ..... হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি ফল ক্রয় করে বিপদগ্রস্ত হলে তার ঋণের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, একে তোমরা সাদকা কর। অতঃপর তাকে সদকা প্রদান করা হলো কিন্তু তাতে তার ঋণ পরিশোধ হয় সে পরিমাণ মাল তার হলোনা। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঋণদাতাদের বললেন, তোমরা যা পেয়েছ, তা-ই নিয়ে যাও। এছাড়া তোমাদের জন্য অতিরিক্ত কিছু নেই।

ফল নষ্ট হবার পরও যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাওনাদারদের ঋণ বাতিল করেননি, আর যাদের মধ্যে বিক্রেতারাও রয়েছে, অথচ বিক্রেতা ক্রেতার নিকট হতে ফলের মূল্য নিয়ে থাকলে তিনি ক্রেতাকে ফলের মূল্য ফেরত নেয়ার জন্য বিক্রেতার নিকট প্রেরণ করেন নি। এতে প্রমাণিত হয় যে, ক্রেতার কবযায় ফল পৌঁছাবার পর কোন বিপদ-আপদে ফল নষ্ট হলে তার নিকট বিক্রেতার যে ফলের মূল্য পাওনা রয়েছে তার একটুও নষ্ট হবেনা।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে গাছের ফল অন্য বস্তুর সদৃশ নয়। কারণ, এ ফল তো খেজুর গাছের মাথায় ঝুলন্ত রয়েছে, যা কাটা ব্যতীত ক্রেতার হস্তগত হতে পারেনা, অথচ অন্যান্য বস্তু এমন নয়। অতএব ক্রয়-বিক্রয়ের যে বস্তু নতুনভাবে পৃথক না করেও ক্রেতার হস্তগত হতে পারে তা নষ্ট হলে তো ক্রেতার মাল হতেই নষ্ট হবে। আর যে বস্তু নতুনভাবে পৃথক করা ব্যতীত ক্রেতার হস্তগত হতে পারেনা তা নষ্ট হলে বিক্রেতার মাল হতে নষ্ট হবে।

তবে তার প্রশ্নের জবাবে বলা হবে, তার এ প্রশ্ন দু কারণে বাতিল ঃ ১. আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে, এই ফল গাছের মাথায় ঝুলন্ত থাকা অবস্থায় যখন বিক্রয় করা হলো অতঃপর বিক্রেতার কবযায় থাকা অবস্থায়ই তার পুরোটাই কিংবা কিছু অংশ নষ্ট হয়ে গেল, তবে সে ক্ষেত্রে বিক্রেতার মালই নষ্ট হলো, ক্রেতার নয়। এক্ষেত্রে নষ্টের পরিমাণ কম হোক কিংবা বেশী, সবই সমান। কারণ ক্রেতা তা কবযা করেনি। আর যখন ক্রেতা কবয করল এবং তার হাতে এক তৃতীয়াংশ নষ্ট হলো সে ক্ষেত্রে সকল উলামা-ই কিরাম এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন যে, এই মাল ক্রেতার মাল হতেই নষ্ট হয়েছে। কারণ সে কবযা করার পর উক্ত মাল তার হাতে নষ্ট হয়েছে। আর যে ক্ষেত্রে বিক্রেতার হাতে থাকা অবস্থায় নষ্টের পরিমাণ কম হোক কিংবা বেশী, বিক্রেতার মাল নষ্ট হয়েছে বলেই বিবেচিত হয় এবং ক্রেতার কবযা করার পর কম নষ্ট হলে তার মালই নষ্ট হয় অতএব তার কবযায় আসার পর বেশী মাল নষ্ট হলেও অনুরূপভাবে তার মালই নষ্ট হবে। আর বিক্রেতা তার দখল ত্যাগ করে ক্রেতা ও গাছের ফলের মাঝে বাধামুক্ত করে দেয়াতেই ক্রেতার কবযা প্রতিষ্ঠিত হয়, গাছ হতে ফল না কাটলেও এ কবযা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ হলো এক কারণ। আর দ্বিতীয় কারণ হলো, আমরা লক্ষ্য করেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করে কবযা করার পূর্বে তা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। আর এ বিষয়ে সমস্ত মুসলমানই একমত, আর খেজুরও সর্বসম্মতিক্রমে খাদ্য সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত। উলামা-ই কিরাম এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন যে, যে ব্যক্তি খেজুর ক্রয় করল, যদি সে তা বিক্রেতার হাতে থাকা অবস্থায়ই বিক্রয় করে তবে তার বিক্রয় হবে বাতিল। আর যদি বিক্রেতা, ক্রেতা ও ফলের মাঝে বাধামুক্ত করে দেয়

এবং তার পর ক্রেতা যদি ফল না কেটেই তা বিক্রয় করে তবে তা হবে জায়িয ও বৈধ। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, গাছ হতে ফল কাটার পূর্বেই ক্রেতা ও ফলের মাঝে বিক্রেতার বাধা মুক্ত করে দেয়াতেই ক্রেতার কবযা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সে তার অধিকারী হয়। এ আলোচনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে, গাছে ঝুলন্ত ফলে ক্রেতার 'কবযা' করার অর্থ হলো, ফল কাটার পূর্বে ক্রেতা ও ফলের মাঝে বিক্রেতার বাধা মুক্ত করা। বিক্রেতা যখন তার এ কাজ সম্পন্ন করল, তখনই গাছের ফল ক্রেতার হস্তগত হলো এবং তারই দায়িত্বে অর্পিত হলো এবং বিক্রেতা সম্পূর্ণরূপে দায়িত্বমুক্ত হলো। অতএব এরপর উক্ত ফল কোন বিপদ-আপদে আক্রান্ত হয়ে সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে নষ্ট হলে তা ক্রেতার মাল হতেই নষ্ট হবে, বিক্রেতার মাল হতে নয়। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মত।

٨ـ بَابُ مَا نُهِيَ عَنْ بَيْعِهِ حَتَّى يُقْبَضَ

৮. অনুচ্ছেদ ঃ যা বিক্রয় করা হতে নিষেধ করা হয়েছে যাবত না তা কবযা করা হবে

٥٢٠٣ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ وَعَفَّانُ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اشْتَرٰى طَعَامًا فَلاَ يَبِيْعُهُ حَتّٰى يَقْبِضَهُ ـ

৫২০৩. ইবরাহীম ইব্ন মারযূক বলেন ..... হযরত ইব্ন উমার (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি খাদ্য ক্রয় করল সে যেন তা বিক্রয় না করে যাবত না কবযা করবে।[১]

٥٢٠٤ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৫২০৪. আলী ইব্ন শায়বা বলেন,..... হযরত ইব্ন উমার (রা) নবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[২]

٥٢٠٥ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৫২০৫. আলী ইব্ন মা'বাদ বলেন, ... হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[৩]

٥٢٠٦ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اشْتَرٰى طَعَامًا فَلاَ يَبِيْعُهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ ـ

---

১. হাদীসটি ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন। এছাড়া বুখারী, মুসলিম বিভিন্ন সূত্রে ও ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

২. আল-আদনী তার মুসনাদ গ্রন্থে।

৩. হাদীসের একজন রাবী আলী ইব্ন মা'বাদ ইব্ন নূহ আল বাগদাদী একজন গ্রহণযোগ্য রাবী। আল আজলা তাকে নির্ভরযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন।

৫২০৬. আবু বিশর আররুকী বলেন, ... নাফে' হযরত ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি খাদ্য ক্রয় করল, সে যেন তা বিক্রয় না করে যাবত না তা পুরাপুরী নিয়ে নেয় (অর্থাৎ কবযা করে)।[১]

٥٢٠٧ـ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اشْتَرٰى طَعَامًا فَلَا يَبِيْعُهُ حَتّٰى يَقْبِضَهُ ـ

৫২০৭. নাস্‌র ইব্‌ন মারযূক বলেন, ... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন দীনার হযরত ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করল, সে যেন তা বিক্রয় না করে যাবত না সে কবযা করে।[২]

٥٢٠٨ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَو عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمَالِكٌ وَغَيْرُهُمْ اَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اشْتَرٰى طَعَامًا فَلَا يَبِيْعُهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ ـ

৫২০৮. ইউনুস বলেন, ... নাফে' হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি খাদ্য ক্রয় করল সে যেন তা বিক্রয় না করে যাবত না সে তা পুরোপুরী গ্রহণ করে।

٥٢٠٩ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ قَالَ مَالِكٌ حَتّٰى يَقْبِضَهُ ـ

৫২০৯. ইউনুস বলেন, ... হযরত ইব্‌ন উমার (রা) নবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে মালেক তাঁর রিওয়ায়াতে يستوفيه এর স্থলে يقبضه বর্ণনা করেছেন।[৩]

٥٢١٠ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُوْ بْنُ الْحَارِثِ وَغَيْرُهُ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عُبَيْدِ الْمَدَنِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يَبِيْعَ اَحَدُ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ ـ

---

১. আব্দুল্লাহ্ (تصغير না করে) তিনি হলেন, ইব্‌ন উমার ইব্‌ন হাফস ইব্‌ন আসিম আল উমারী আল মাদানী। ইমাম বাযযার এ হাদীস তার মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

২. ইসমাঈল ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন আবিল কাসীর আনসারী একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। হাদীসটি ইব্‌ন ওহব তার মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

৩. ইমাম মালেক, 'মুওয়াত্তা'।

৫২১০. ইউনুস বলেন, ... কাসেম হযরত ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কায়েল করে খাদ্য ক্রয় করেছে রাসূল ﷺ তাকে তা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, যাবত না সে তা কবযা করে।[১]

٥٢١١- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اشْتَرٰى طَعَامًا فَلَا يَبِيْعُهُ حَتّٰى يَقْبِضَهُ -

৫২১১. ইউনুস বলেন, ... হযরত জাবির (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি খাদ্য ক্রয় করল, সে যেন তা বিক্রয় না করে যাবত না তা কবযা করে।

٥٢١٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمٰنَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ اشْتَرٰى طَعَامًا فَلَا يَبِيْعُهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ -

৫২১২. আহমদ ইব্ন দাউদ বলেন, ... সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি খাদ্য ক্রয় করল, সে যেন তা বিক্রয় না করে যাবত না সে পুরোপুরি গ্রহণ করে।[২]

٥٢١٣- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِصْمَةَ الْجُشَمِيِّ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَلَمْ أُنْبَأْ أَوْ أَلَمْ أُخْبَرْنِيْ عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ حَتّٰى يَقْبِضَهُ -

৫২১৩. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক বলেন, ... ইসমা আলজুশামী হযরত হাকীম ইব্ন হিযাম (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, আমাকে তো জানানো হয়েছে যে, তুমি খাদ্য বিক্রয় কর, তবে যাবত না তুমি (ক্রয়ের পর) কবযা করবে তুমি তা বিক্রয় কর না।[৩]

٥٢١٤- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ كُنْتُ أَشْتَرِيْ طَعَامًا رِبْحَ فِيْهِ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَاتَبِعْهُ حَتّٰى تَقْبِضَهُ -

---

১. আল-মুনযির ইব্ন উবাইদ, একজন নির্ভরযোগ্য রাবী হাদীসটি ইমাম নাসায়ী বর্ণনা করেছেন।

২. মুসলিম।

৩. হাদীসের সনদে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ইসমা জুশামী একজন গ্রহণযোগ্য রাবী। হাদীসটি ইমাম নাসায়ী বর্ণনা করেছেন।

৫২১৪. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক বলেন, ... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ছায়ফী, হযরত হাকীম ইব্ন হিযাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি يَسْتَوْفِي (পূর্ণ উসুল ও শুল করবে) এর স্থলে يقبضه (কবযা করবে) উল্লেখ করেছেন।[১]

٥٢١٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رَفِيْعٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ كُنْتُ اَشْتَرِيْ طَعَامًا فَاَرْبَحُ فِيْهِ قَبْلَ اَنْ اَقْبِضَهُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لاَتَبِعْهُ حَتّٰى تَقْبِضَهُ ـ

৫২১৫. ইব্ন আবী দাঊদ বলেন, ... হিযাম ইব্ন হাকীম হযরত হাকীম ইব্ন হিযাম, (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি খাদ্য ক্রয় করে কব্যা করার পূর্বেই তা বিক্রয় করে লাভ করতাম। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, তুমি তা বিক্রয় করনা যাবত না কবযা করবে।[২]

আলোচনা

আবূ জা'ফর (র) বলেন ঃ একদল উলামা-ই কিরাম [৩] এমত পোষণ করেন, যে ব্যক্তি খাদ্য ক্রয় করবে তার পক্ষে তা কব্যা করার পূর্বে বিক্রয় করা জায়িয নয়। অবশ্য যে ব্যক্তি খাদ্য ব্যতীত অন্য কোন বস্তু ক্রয় করবে তার পক্ষে তা কবযা না করেও বিক্রয় করা বৈধ। তাঁরা উল্লেখিত এসব রিওয়ায়াতকেই প্রমাণরূপে পেশ করেন। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ﷺ যখন তাঁর নিষেধাজ্ঞা দ্বারা খাদ্যকেই উদ্দেশ্য করেছেন, তখন এটা প্রমাণ করে যে, 'অ-খাদ্যের' হুকুম খাদ্যের হুকুমের বিপরীত। এ বিষয়ে উলামা-ই কিয়াসের অন্য একটি জামাত[৪] এদের বিপরীত মত পোষণ করেন। তারা বলেন, উল্লেখিত হাদীসসমূহে যদিও রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর নিষেধাজ্ঞা খাদ্য সম্পর্কেই উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ নিষেধাজআ খাদ্র এবং 'অ-খাদ্য' সর্বত্র প্রযোজ্য। আর এ ব্যাপারে তারা নিম্নের এ হাদীসসমূহ দলীল হিসেবে পেশ করেন ঃ

٥٢١٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ الْوَهْبِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِبْتَعْتُ زَيْتًا بِالسُّوْقِ فَلَمَّا اِسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِيْ رَجُلُ فَاَعْطَانِيْ بِهِ رِبْحًا حَسَنًا فَاَرَدْتُ اَنْ اَضْرِبَ عَلٰى يَدِهٖ فَاَخَذَ رَجُلُ عَنْ خَلْفِيْ بِذِرَاعِيْ فَالْتَفَتُّ اِلَيْهِ فَاِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لاَ تَبِعْهُ حَيْثُ اِبْتَعْتَهُ حَتّٰى تَحُوْزَهُ اِلٰى رَحْلِكَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَانَا اَنْ نَبِيْعَ السِّلَعَ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتّٰى تَحُوْزَهَا التُّجَّارُ اِلٰى رِحَالِهِمْ ـ

১. এ হাদীসের সনদে 'ছাফওয়ান ইব্ন মাওহিব' নামক রাবী একজন গ্রহণযোগ্য রাবী। তিনি হিজাযের অধিবাসী। ইমাম নাসায়ী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

২. হাদীসটি ইমাম নাসায়ী বর্ণনা করেছেন।

৩. আল্লামা আইনী (র) বলেন, এ সমস্ত উলামা-ই কিরাম দ্বারা, উসমান-আলবিত্তী, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, হাসান, আওযাঈ, ইসহাক, এক বিওয়ায়াত মুতাবিক, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ উদ্দেশ্য।

৪. আল্লামা আইনী (র) বলেন, এ সমস্ত উসামা-ই কিরাম হলেন, আতা ইব্ন আবী রাবাহ, ছাওরী, সুফয়ান ইব্ন উয়ায়নাহ, ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ মুহাম্মদ, নতুন মতে ইমাম শাফেঈ, এক বর্ণনা মতে ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ আবূ ছাওরী ও দাঊদ (র)।

৫২১৬. ইব্‌ন আবী দাউদ বলেন, ... উবাইদ ইব্‌ন হুনাইন হযরত ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একবার আমি বাজার হতে তেল ক্রয় করলাম, অতঃপর যখন আমি বুঝে নিলাম তখন এক জনের সাথে দেখা হলো এবং সে আমাকে ভাল লাভ দিতে চাইল, আমি সম্মত হয়ে তার সাথে হাত মিলাতে ইচ্ছা করলাম। ঠিক এমন সময় পেছন হতে এক ব্যক্তি আমার দু' হাত ধরলো, ফিরে দেখি, তিনি যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা)। তিনি বললেন, যে স্থান হতে ক্রয় করেছ, ঠিক সেই স্থানে বিক্রয় করনা, যাবত না নিজের ঘরে তা নিয়ে রাখ। (অর্থাৎ কবযা কর) কারণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে ঐ স্থানে জিনিস বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, যেখান হতে তা ক্রয় করা হয়, যাবত না ব্যবসায়ীরা তা নিজ নিজ বাসস্থানে নিয়ে রাখে।[১]

হযরত যয়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা) যখন এ সংবাদ দিলেন যে, তেল ঐ বস্তুরই অন্তর্ভুক্ত, যা কবযা করার পূর্বে বিক্রয় করা জায়িয নয়, অথচ তেল এমন কোন খাদ্য নয়, যা ক্রয় করে কবযা করার পূর্বে বিক্রয় করা নিষিদ্ধ বলে হযরত ইব্‌ন উমার (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে পূর্বেই জানতেন। আর তেল খাদ্য নয় বলেই তিনি তা কবযা করার পূর্বে বিক্রয় করার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু তিনি হযরত যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) হতে নিষেধাজ্ঞা শুনবার পর তা তিনি গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে যে হাদীস তিনি শুনেছেন (অর্থাৎ ক্রয় করা খাদ্য কবযা করার পূর্বে বিক্রয় করা জায়িয নয়।) তা 'অ-খাদ্যকে খাদ্যের হুকুমভুক্ত হতে বাধা দেয়নি। অতঃপর যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) তাঁর বক্তব্যকে আরো জোরদার করে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেখান হতে মাল ক্রয় করা হয় সেখানেই তা বিক্রয় করতে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন, যাবত না ব্যবসায়ীরা নিজ নিজ বাসস্থানে তা নিয়ে রাখে। এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সর্বপ্রকার মালকে একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যার মধ্যে 'অ-খাদ্য দ্রব্যও' রয়েছে। এটা একথাই প্রমাণ করে যে, খাদ্য, অ-খাদ্য কোন দ্রব্যই ক্রয় করার পর কবযা করার পূর্বে তা বিক্রি করা যাবে না। আর ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে জানা যায় যে, তিনি যে কবযা করার পূর্বে বিক্রয় করা হতে নিষেধ করেছেন, তা দ্বারা তার উদ্দেশ্য হলো খাদ্যদ্রব্য, যা নিম্নের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

٥٢١٧ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَمَا الَّذِىْ نَهَى عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَبَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ اَنْ يَسْتَوْفِىَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِرَأْيِهِ وَاَحْسِبُ كُلَّ شَىْءٍ مِثْلَهُ ـ

৫২১৭. ইউনুস বলেন, ... তাউস হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কবযা করার পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, তা হলো খাদ্যদ্রব্য। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) নিজস্ব মত হিসাবে বলেন, আমার ধারণা, অন্যসব বস্তুও অনুরূপ (কবযা করার পূর্বে বিক্রয় করা) নিষিদ্ধ।[২]

তো হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর মতে আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিষেধাজ্ঞার লক্ষ্য যে খাদ্যদ্রব্য, তা এমন বস্তুকে উক্ত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হতে বাধার সৃষ্টি করে না, যা খাদ্য নয়। হযরত জাবির ইব্‌ন আব্দিল্লাহ্ (রা) হতে অনুরূপ মত বর্ণিত আছে।

٥٢١٨ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ فِىْ الرَّجُلِ يَبْتَاعُهُ الْمَبِيْعَ فَيَبِيْعُهُ قَبْلَ اَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ اَكْرَهُهُ ـ

১. হাদীসটি আবূ দাউদ ও দারেকুতনী (র) বর্ণনা করেছেন।
২. হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

৫২১৮. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক বলেন, ... আবূ যুবাইর হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণনা করেন, একবার তিনি এমন এক ব্যক্তিকে বললেন, যে কোন বস্তু ক্রয় করে এবং তা কবযা করার পূর্বেই বিক্রয় করে, "আমি এরূপ ক্রয়-বিক্রয় পসন্দ করিনা।"

এই যে হযরত জাবির (রা) তিনি সব বস্তুকেই এ ব্যাপারে (কবযা করার পূর্বে বিক্রয় নিষিদ্ধ হবার ব্যাপারে) সমান করে দেখিয়েছেন। খোদা ও অ-খাদ্য দ্রব্যের মাঝে কোন পার্থক্য করেন নি। অথচ তিনি জানতেন যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিষেধাজ্ঞার লক্ষ্য শুধু খাদ্যদ্রব্য। এটা একথাই প্রমাণ করে যে, নিষেধাজ্ঞা দ্বারা উদ্দেশ্য তা-ই, যার বর্ণনা আমরা পূর্বে পেশ করেছি।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, হাদীসে উল্লেখিত নিষেধাজ্ঞা দ্বারা শুধু খাদ্যদ্রব্য উদ্দেশ্য করা হয়েছে অন্য সব বস্তু এর অন্তর্ভুক্ত নয় তা কি করে বুঝা গেল? **জবাবে তাকে বলা হবে,** কুরআন মজীদে আমরা এর উদাহরণ পেয়েছি। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا অর্থাৎ তোমরা ইহরামের অবস্থায় কোন শিকার হত্যা করনা, আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করবে। আল্লাহ্ তা'আলা শিকার হত্যাকারীর উপর جزاء ওয়াজিব করেছেন, যা তিনি আয়াতে উল্লেখ করেছেন। অথচ উলামা-ই কিরাম ইচ্ছাপূর্বক শিকার হত্যাকারী ও ভুল করে হত্যাকারীর মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি।

তারা উভয়ের উপর একই جزاء ওয়াজিব করেন। আর আয়াতে যে শুধু ইচ্ছা পূর্বক হত্যা করা এর উল্লেখ করা হয়েছে, তা উক্ত হুকুমে ভুল করে হত্যাকারীর অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য বাধার সৃষ্টি করেনি। একইভাবে আলোচ্য হাদীসে কবযা করার পূর্বে বিক্রয় করা সম্পর্কে যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তাতে খাদ্যের কথা উল্লেখ করা, 'অ-খাদ্যদ্রব্য'কে নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হতে বাধার সৃষ্টি করেনা।

আমরা এ বিষয় প্রত্যক্ষ করেছি যে, طعام (খাদ্য দ্রব্য) এর মধ্যে بيع سلم জায়িয আছে ,অথচ অন্যান্য মালে بيع سلم জায়িয নেই। বস্তুতঃ খাদ্যদ্রব্য এমন বস্তু, যার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় (بيوع) এর ব্যাপারে অধিকতর প্রশস্ততা রয়েছে, আর অন্যান্য বস্তুর তুলনায় ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতার পরিমাণও বেশী। অথচ এই খাদ্যদ্রব্যই কবযা করার পূর্বে বিক্রয় করতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং যে সব বস্তুর মধ্যে بيع سلم জায়িয নয়, তা কবযা করার পূর্বে বিক্রয় করা নিষিদ্ধ হওয়া অধিকতর সংগত। অতএব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার নিষেধাজ্ঞার লক্ষ্য এমন বস্তুকে করেছেন যে, তা নিষিদ্ধ হলে অন্য সব বস্তুও নিষেধাজ্ঞার আওতায় এসে যায়। অন্য সব বস্তুকে আর পৃথকভাবে নিষেধ করার প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে নিষেধাজ্ঞার লক্ষ্য যদি খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত অন্য সব বস্তু হত, তবে শ্রোতার পক্ষে খাদ্যের হুকুম কি তা বুঝা জটিল হয়ে পড়ত। শ্রোতা বুঝতেই পারতনা যে, খাদ্য দ্রব্যের হুকুমও কি অন্য সব বস্তুর মতই হবে, না কি তার জন্য ভিন্ন হুকুম। (অর্থাৎ কবযা করার পূর্বে তা বিক্রয় করা বৈধ হবে) কারণ, খাদ্যদ্রব্যে, بيع سلم জায়িয আছে, অথচ তখন তা মাওজুদ থাকেনা। অথচ, অন্যান্য বস্তুর মধ্যে بيع سلم জায়িয নয়। অতএব এক্ষেত্রে শ্রোতা একথা বলতে পারে যে, بيع سلم জায়িয হবার ব্যাপারে যেমন طعام (খাদ্য দ্রব্য) عروض (মাল আসবাব) হতে ভিন্ন। অনুরূপভাবে এখানেও এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, কবযা করার পূর্বে আসবাবপত্র তো বিক্রয় করা জায়িয নয়, কিন্তু খাদ্যদ্রব্য কবযা করার পূর্বেও বিক্রয় করা জায়িয হবে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিশেষভাবে খাদ্য দ্রব্যের উল্লেখ করেছেন।

এর মধ্যে আরো একটি দলীল রয়েছে, আর তা হলো, যে কারণে কবযা করার পূর্বে ক্রেতার জন্য খাদ্য বিক্রয় করা হারাম, তা হলো, যে বস্তু ক্রেতার ضمان (দায়িত্ব) এ আসেনি, তার মুনাফা হালাল না হওয়া। কিন্তু

ক্রেতা যখন উক্ত বস্তুর উপর (কবযা করার মাধ্যমে) দায়িত্ব গ্রহণ করল, তখন তার মুনাফা তার জন্য হালাল হয়ে গেল। অতএব যখনই সে ইচ্ছা করবে তখনই তা বিক্রয় করা তার জন্য বৈধ হবে। আর 'অ-খাদ্য দ্রব্যেও' তো এই একই কারণ বিদ্যমান। অর্থাৎ কবযা করার পূর্বে ক্রেতার পক্ষে তা বিক্রয় করে মুনাফা লাভ করা হালাল না হওয়া। কারণ নবী ﷺ যে বস্তু ক্রেতার ضمان (দায়িত্বে) এ আসেনি, তার মুনাফা গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। অতএব যেমন ضمان (দায়িত্ব) ভুক্ত হবার পূর্বে মুনাফা গ্রহণ করা হালাল না হবার হুকুমে খাদ্য, এবং আসবাবপত্র সবই দাখিল, অর্থাৎ বিক্রয় করার পূর্বে তার ضمان এ না এলে তার মুনাফা তার জন্য হালাল নয়। অনুরূপভাবে বিক্রয় করা এমন যাবতীয় বস্তু যার মুনাফা বিক্রেতার জন্য হালাল তার জন্য তা বিক্রয় করাও হালাল। আর যে বস্তুর মুনাফা গ্রহণ করা বিক্রেতার উপর হারাম, তা বিক্রয় করাও তার উপর হারাম।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে এমন হাদীসও বর্ণিত হয়েছে, যাতে খাদ্য অখাদ্য নির্বিশেষে কবযা করার পূর্বে বিক্রয় করা নিষিদ্ধ হবার কবযা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ঃ

٥٢١٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ خَازِمٍ عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنِ عَبْدُ الْعَزِيْزِ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بِنْدَارٍ قَالَ ثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ عَنْ اَبَانِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ اَنَّ يَعْلَى بْنِ حَكِيْمٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ يُوْسُفَ بْنَ مَاهِكٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عِصْمَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ اَخْبَرَهُ قَالَ اَخَذَ النَّبِىُّ ﷺ بِيَدَىَّ فَقَالَ اِذَا بِعْتَ شَيْئًا فَلاَ تَبِعْهُ حَتّٰى تَقْبِضَهُ -

৫২১৯. আবূ খাযিম আব্দুল হামীদ ইব্‌ন আব্দিল আযীয বলেন, ... হাকীম ইব্‌ন হিযাম বলেন, একবার নবী ﷺ আমার হাত ধরে আমাকে বললেন, যখন কোন বস্তু তুমি ক্রয় করবে তা তুমি বিক্রয় করবেনা, যাবত না তা কবযা করবে।"[১]

٥٢٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ مَيْمُوْنٍ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَعْلَى بْنُ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ اَنَّ اَبَاهُ سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ اَشْتَرِىْ بُيُوْعًا فَمَا يَحِلُّ لِىْ مِنْهَا قَالَ اِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلاَ تَبِعْهُ حَتّٰى تَقْبِضَهُ -

৫২২০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দিল্লাহ্ ইব্‌ন মায়মূন বলেন, ... ইয়া'লা ইব্‌ন হাকীম ইব্‌ন হিযাম বলেছেন, একবার তাঁর পিতা নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি বিভিন্ন বস্তু ক্রয় করি, আমার জন্য তার কোনটি জায়িয? তিনি বললেন, যখন তুমি কোন বস্তু ক্রয় করবে, তা তুমি বিক্রয় করবেনা, যাবত না তা তুমি কবযা করবে।[২]

---

১. হাদীসের সনদে 'আবু খাযিম' রাবী সম্পর্কে আল্লামা আইনী (র) বলেন, ইবনুল জাওযী তাঁকে একজন নির্ভরযোগ্য রাবী বলে উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে খাতীব (র) ও।

২. হাদীসের সনদে حكيم عن حزام এটাই সঠিক; কিন্তু অন্যান্য নুসখায় রয়েছে يعلى بن حكيم بن حزام আইনী গ্রন্থেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আমার ধারণা এটা ভুল। এবং بن حزام এর পরিবর্তে عن حزام বিশুদ্ধ। পূর্ববর্তী রিওয়ায়াতে বর্ণিত যে يعلى بن حكيم ছাকাফী মক্কী, এর দাদার নাম জানা যায়নি। আর হিযাম হলেন, হিযাম ইব্‌ন হাকীম ইব্‌ন হিযাম ইব্‌ন খুওয়াইলিদ যিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তার বর্ণিত হাদীস ইমাম নাসায়ী তার গ্রন্থে ২২৪ পৃষ্ঠায় عبد العزيز بن رفيع عن لعطاء بن ابى رباح عن حزام بن حكيم এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এ হাদীসকে আমরা দলীল হিসেবে গ্রহণ করি। আর এটাই ইমাম আবু হানীফা আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রা)-এর মত। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, বাড়ি ও জমীন, ক্রেতা কবযা করার পূর্বেও বিক্রয় করতে পারবে। কারণ এসব বস্তু স্থানান্তরিত করা যায় না, সরানো যায়না। কিন্তু অন্য সব বস্তু এমন নয়, তা স্থানান্তর করা যায়, সরানোও যায়।

আর এ ব্যাপারে আমাদের মতে যুক্তি হলো, আসবাবপত্র এবং অন্যান্য সব বস্তু এ ব্যাপারে সমান, যেমন আমরা طعام এর আলোচনায় উল্লেখ করেছি।

٩- بَابُ الْبَيْعِ يَشْتَرِطُ فِيْهِ شَرْطُ لَيْسَ مِنْهُ

৯. অনুচ্ছেদ ঃ যে বিক্রয়ে এমন শর্ত আরোপ করা হয়, যা তার অংশ নয়

٥٢٢١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ كَانَ يَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى جَمَلٍ لَهُ فَاَعْيَاهُ فَاَدْرَكَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَاشَانُكَ يَا جَابِرُ فَقَالَ اَعْيٰى نَاضِحِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اَمَعَكَ شَيْءٌ فَاَعْطَاهُ قَضِيْبًا اَوْ عُوْدًا فَنَخَسَهُ بِهِ اَوْ قَالَ ضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْرَةً لَمْ يَكُنْ يَسِيْرُ مِثْلَهَا فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِعْنِيْهِ بِاُوْقِيَّةٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هُوَ نَاضِحُكَ قَالَ فَبِعْتُهُ بِاُوْقِيَّةٍ وَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلاَنَهُ حَتّٰى اَقْدَمَ عَلٰى اَهْلِيْ لَمَّا قَدِمْتُ اَتَيْتَهُ بِالْبَعِيْرِ فَقُلْتُ هٰذَا بَعِيْرُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَعَلَّكَ تَرٰى اَنِّيْ اِنَّمَا حَبَسْتُكَ لاَذْهَبَ بَعِيْرَكَ يَا بِلاَلُ اَعْطِهِ مِنَ الْعَيْبَةِ اُوْقِيَةً وَقَالَ انْطَلِقْ بِبَعِيْرِكَ فَهُمَالَكَ -

৫২২১. আলী ইব্ন শায়বা বলেন, ... শা'বী হযরত জাবির ইব্ন আব্দিল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণনা করেন, একবার তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহিত একটা উটের ওপর আরোহন করে সফর করছিলেন, কিন্তু এক পর্যায়ে উট চলতে অক্ষম হয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (পেছন হতে এসে) তাঁকে ধরে ফেললেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, জাবির! তোমার কি অবস্থায়? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার উট চলতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাছে কি কিছু আছে। তিনি তাঁকে একটা বাঁশ কিংবা একটা কাঠ দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা দিয়ে উটকে তাড়া করলেন, কিংবা আঘাত করলেন। ফলে উট এত দ্রুত চলতে লাগল, যেমন পূর্বে কখনো চলেনি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, উটটা আমার নিকট এক উকিয়ার (চল্লিশ দিরহাম) বিনিময়ে বিক্রয় কর। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা আপনারই উট (বিক্রয়ের প্রয়োজন নেই) অবশেষে এক উকিয়ার বিনিময়ে বিক্রয় করতেই হলো। কিন্তু তার উপর সোয়ার হয়ে আমার পরিবার পর্যন্ত পৌঁছবার শর্ত করলাম। আমি যখন মদীনায় আগমন করলাম, তখন উট নিয়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হলাম। তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই আপনার উট। তখন তিনি বললেন, সম্ভবতঃ তুমি ধারণা করেছ, আমি তোমার উট নিয়ে নিব। হে বিলাল! থলে হতে তাকে একটি উকিয়া প্রদান কর। আর হযরত জাবিরকে বললেন, তুমি তোমার উট নিয়ে যাও, উট ও উকিয়া দুটোই তোমার।

আলোচনা

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ উলামা-ই কিরামের একটি জামাত বলেন, যখন কেউ কারো কাছে নির্দিষ্ট মূল্যে কোন চতুষ্পদ প্রাণী এই শর্তে বিক্রয় করে যে, সে কোন নির্দিষ্ট স্থানে আরোহণ করে যাবে, তবে এ বিক্রয় জায়িয এবং তার শর্তও জায়িয। হযরত জাবির (রা) কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীস দ্বারা তারা দলীল পেশ করেন।

উলামা-ই কিরাম অন্য একটি জামাত এর বিপরীত মত পোষণ করেন। এরপর তারা আবার দু দলে বিভক্ত হয়েছেন। একদল বলেন, এরূপ শর্ত করে বিক্রয় করলে বিক্রয় তো জায়িয, কিন্তু শর্ত বাতিল। অপর দলটি বলেন, বিক্রয়ই ফাসিদ। এ অনুচ্ছেদে আমরা দু'দলের মতামতেরই বিস্তারিত আলোচনা করব। ইনশাআল্লাহ্। প্রথম দলের বিপরীতে এ দুটি দল যে দলীল পেশ করেন, তা এই যে, হযরত জাবির (রা) কর্তৃক বর্ণিত যে হাদীস আমরা উল্লেখ করেছি, তার দুটি অর্থ রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, প্রথম দলের পক্ষে তা কোনভাবেই দলীল হতে পারে না। একটি অর্থ হলো উল্লেখিত ঘটনায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত জাবির (রা)-এর সহিত যখন ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনা করছিলেন, তখন হযরত জাবির (রা) এর সোয়ার হতে যাবার কোন শর্ত ছিলনা। হযরত জাবির (রা) বললেন, আমি বিক্রয় করলাম। এবং আমার পরিবার পর্যন্ত পৌঁছবার জন্য বাহন হিসেবে পেতে চাই।

এ হাদীসের ব্যাখ্যা হলো এই যে, উট বিক্রয় তো ঐ কথার ওপরই হয়েছে, যেমন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ক্রয় বিক্রয়ের আলোচনার সময় করেছিলেন। এবং হযরত জাবির (রা) মদীনায় তাঁর পরিবার পর্যন্ত সোয়ার হবার যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন তা হয়েছিল বিক্রয়ের পরে। সওয়ার হবার বিষয়টি بيع (বিক্রয়) হতে পৃথক ভাবে আলোচনায় এসেছিল। সুতরাং এ ঘটনা একথা প্রমাণ করে না যে, ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তির মধ্যে যদি সওয়ার হবার শর্ত আরোপ করা হয়, তবে তখন তার হুকুম কি হবে? চুক্তি হতে পৃথক হয়ে শর্ত আরোপ করলে যে হুকুম হয় তা-ই হবে, না কি ভিন্ন কোন হুকুম হবে? দ্বিতীয় দলীল হলো, হযরত জাবির (রা) বলেন, যখন আমি মদীনায় আগমন করলাম, তখন আমি উটটা নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই আপনার উট। তখন তিনি বললেন, সম্ভবত: তুমি ধারণা করেছ, আমি তোমার উট নেয়ার জন্য তোমাকে আটকিয়ে রেখেছি। হে বিলাল! তুমি তাকে একটি উকিয়া প্রদান কর। [আর জাবির (রা)-কে বললেন] তুমি তোমার উট নিয়ে যাও। উট ও উকিয়া দু'টিই তোমার।

এ বক্তব্য একথাই প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রথম বক্তব্য ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ছিল না। সুতরাং সওয়ার হওয়ার শর্ত মূল চুক্তিভুক্ত হলেও তা প্রমাণযোগ্য নয়। কারণ, যে চুক্তির মধ্যে এ শর্ত আরোপ করা হয়েছিল, বাস্তবে তা কোন ক্রয়-বিক্রয়ই ছিল না। আর যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উটের মালিক হননি, সুতরাং হযরত জাবির (রা)-এর পক্ষ হতে সওয়ার হবার শর্ত আরোপ করা এমন জিনিসের মধ্যেই আরোপ করা, যার মালিক তিনি নিজেই। সুতরাং যে ক্রয়-বিক্রয় ক্রেতার মালিকানা অধিকার প্রতিষ্ঠা করে তার মধ্যে শর্ত আরোপ করা হলে যে কি হুকুম হবে, এ ঘটনায় তা প্রমাণ করার জন্য কোন দলীল নেই।

যারা 'শর্ত বাতিল, বিক্রয় বৈধ' বলেন, তারা হযরত বারীরা (রা)-এর হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেনঃ

٥٢٢٢ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عَائِشَةَ اَرَادَتْ اَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيْرَةَ فَتَعْتِقَهَا فَقَالَ لَهَا اَهْلُهَا نَبِيْعُكَهَا عَلٰى اَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لاَ يَمْنَعُكَ ذٰلِكَ فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ ـ

৫২২২. ইউনুস বলেন, ... নাফে হযরত ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার হযরত আয়েশা (রা) হযরত বারীরা (রা)-কে ক্রয় করে আযাদ করার ইচ্ছা করলে হযরত বারীরা (রা)-এর মনীব তাঁকে বললো, আপনার নিকট আমরা তাকে এই শর্তে বিক্রয় করব যে, তার ولاء (তার মৃত্যুর পরে তার উত্তরাধিকার) আমাদের হবে। হযরত আয়েশা (রা) বিষয়টি হযরত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করলেন। তিনি তাঁকে বললেন, তাদের এ শর্ত যেন তোমাকে ক্রয় করা হতে বিরত না রাখে। বস্তুত: ولاء তারই, যে আযাদ করে।

٥٢٢٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ بَرِيْرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِيْنُ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ اِنْ اَحَبَّ اَهْلُكِ اَنْ اَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً وَاُعْتِقَكِ فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ بَرِيْرَةُ لِاَهْلِهَا فَقَالُوْا اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ وَلَاؤُكِ لَنَا قَالَ مَالِكٌ قَالَ يَحْيٰى فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ اَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اشْتَرِيْهَا فَاَعْتِقِيْهَا فَاِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ-

৫২২৩. ইউনুস বলেন, ... আমরাহ বিনত আব্দির রহমান বলেন, বারীরা (র) হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট সাহায্যের জন্য আগমন করলেন। তখন হযরত আয়েশা (রা) তাকে বললেন, "তোমার মনীব যদি পসন্দ করে যে, আমি একবারই তোমার মূল্য তাদেরকে পরিশোধ করে তোমাকে আযাদ করব, তবে আমি তা-ই করব।" হযরত বারীরা (র) তাঁর মনীবের নিকট গিয়ে বললে তারা বললো, আমরা এতে রাজী নই, তবে হাঁ ولاء আমাদের হলে আমরা রাজী।

হাদীসের রাবী মালেক বলেন, তার শাইখ ইয়াহ্ইয়া বলেন, হযরত আমরা (রা) বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট একথা উল্লেখ করলে তিনি বললেন, তুমি তাকে ক্রয় করে আযাদ করে দাও। বস্তুত : ولاء তো তারই হবে, যে তাকে আযাদ করেছে।

٥٢٢٤- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اَرَادَتْ اَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيْرَةَ فَتُعْتِقَهَا فَاشْتَرَطَ مَوَالِيْهَا وَلَاءَهَا فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اشْتَرِيْهَا فَاَعْتِقِيْهَا فَاِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ-

৫২২৪. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক বলেন, ... আসওয়াদ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন, "একবার তিনি হযরত বারীরা (রা)-কে ক্রয় করে আযাদ করার ইচ্ছা করলেন। তখন তার মনীবরা তার ولاء এর শর্ত করল। হযরত আয়েশা (রা) বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আলোচনা করলে তিনি বললেন, তুমি তাকে ক্রয় করে আযাদ করে দাও। ولاء তো তারই হবে, যে তাকে আযাদ করবে।

٥٢٢٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَهْلَ بَيْتِ بَرِيْرَةَ اَرَادُوْا اَنْ يَبِيْعُوْهَا وَيَشْتَرِطُوْا الْوَلَاءَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اشْتَرِيْهَا فَاَعْتِقِيْهَا فَاِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ-

৫২২৫. আবূ বিশর আর রুকী, বলেন, ... আসওয়াদ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন, হযরত বারীবার মনীবরা তাকে বিক্রয় করার ইচ্ছা করল এবং তাঁর 'ওয়ালা'-এর শর্ত আরোপ করল। হযরত আয়েশা (রা) বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আলোচনা করলে তিনি বললেন, তুমি তাকে ক্রয় করে আযাদ করে দাও, 'ওয়ালা' তো তারই, যে তাকে আযাদ করবে।

٥٢٢٦ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ بَرِيْرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِيْنُهَا فِىْ كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ اِنْ شَاءَ اَهْلُكِ اشْتَرَيْتُكِ وَنَقَدْتُهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً فَذَهَبَتْ اِلٰى اَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ ذٰلِكَ فَاَبَوْا اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اشْتَرِيْهَا وَلَا يَضُرُّكِ مَا قَالُوْا فَاِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ ـ

৫২২৬. আলী ইব্ন আব্দির রাহমান বলেন, ... কাসেম ইব্ন মুহাম্মদ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, বারীরা (রা) তাঁর নিকট তাঁর 'কিতাবাত চুক্তির অর্থ' আদায়ের ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনার জন্য আগমন করলেন। তখন হযরত আয়েশা (রা) তাকে বললেন, তোমার মনীবরা ইচ্ছা করলে আমি একবারেই সব মূল্য পরিশোধ করে তোমাকে ক্রয় করব। হযরত বারীরা (রা) তার মনীবদের নিকট গিয়ে তাদেরকে একথা বললে তাকে তারা বিক্রয় করতে অস্বীকার করল, তবে হাঁ, তার 'ওয়ালা' তাদের হলে তারা রাজী। হযরত আয়েশা (রা) একথা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আলোচনা করলেন। অতঃপর তিনি তাঁকে বললেন, তুমি তাকে ক্রয় কর, তারা যা বলেছে, তা তোমার কোন ক্ষতির কারণ নয়। 'ওয়ালা' তো তারই হবে, যে তাকে আযাদ করবে।

"শর্ত বাতিল" একথা যারা বলেন, তাদের বক্তব্য হলো, হযরত বারীরা (রা)-এর মনীবরা যখন 'ওয়ালা'-এর শর্ত আরোপ করলো তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত আয়েশা (রা)-কে বললেন, "তাদের এ শর্ত তোমার কোন ক্ষতি করবেনা। কারণ 'ওয়ালা' তো পাবে সে-ই, যে তাকে আযাদ করবে।" এ হাদীস একথাই প্রমাণ করে যে, এ ধরনের অন্যায় যেসব শর্ত ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে করা হবে, তা সবই বাতিল হবে এবং ক্রয়-বিক্রয় সঠিক হবে।

যারা এমত পোষণ করেন, তাদের বিরুদ্ধে দলীল এই যে, হাদীসগুলি উল্লেখ করা হয়েছে, তা তো এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রা) হযরত বারীরা (রা)-কে আযাদ করার উদ্দেশ্যে ক্রয় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মনীবরা তাদের জন্য 'ওয়ালা' না হলে বিক্রয় করতে অস্বীকার করে। অথচ অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ এর বিপরীত বর্ণনা করেন ঃ

٥٢٢٧ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ رِجَالٌ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدُ وَاللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيْرَةُ اِلَىَّ فَقَالَتْ يَا عَائِشَةُ اِنِّىْ قَدْ كَاتَبْتُ اَهْلِىْ عَلٰى تِسْعِ اُوَاقٍ فِىْ كُلِّ عَامٍ اُوْقِيَّةٌ فَاَعِيْنِيْنِىْ وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ عَنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ اِرْجِعِىْ اِلٰى اَهْلِكِ فَاِنْ اَحَبُّوْا

اَنْ اَعْطِيَهُمْ ذٰلِكَ جَمِيْعًا وَيَكُوْنُ وَلاَؤُكَ لِيْ فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ اِلٰى اَهْلِهَا فَعَرَضَتْ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَاَبَوْا وَقَالُوْا اِنْ شَاءَتْ اَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُوْنُ وَلاَؤُكِ لَنَا فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لاَ يَمْنَعُكِ ذٰلِكَ مِنْهَا اِبْتَاعِيْ وَاَعْتِقِيْ فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ وَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ نَاسٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَاِنْ كَانَ مِائَةُ شَرْطٍ قَضَاءُ اللّٰهِ اَحَقُّ وَشَرْطُ اللّٰهِ اَوْثَقُ فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ ـ

৫২২৭. ইউনুস বলেন, ... উরওয়া ইব্ন যুবাইর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার হযরত বারীরা (র) তাঁর নিকট এসে বললো, আমি আমার মনীবদের সহিত প্রতি বছর এক উকিয়া পরিশোধ করার শর্তে (এভাবে নয় বছরে) নয় উকিয়ার বিনিময়ে আযাদ হবার চুক্তি করেছি। অতএব আপনি আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করুন। আর তখন তিনি (বারীরা রা) চুক্তির কিছুই পরিশোধ করেননি। হযরত আয়েশা (রা) তাকে বললেন, তুমি তোমার মনীবদের কাছে যাও। তারা যদি পসন্দ করে যে, আমি সবটাই পরিশোধ করে দেই এবং তোমার 'ওয়ালা' হবে আমার, তবে আমি তোমার কিতাবাত চুক্তির অর্থ আদায় করব। হযরত বারীরা (রা) তাঁর মনীবদের নিকট গমন করেন এবং তাদের নিকট এ প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু তারা এ প্রস্তাব মানতে অস্বীকার করে বললো, তিনি যদি তোমার প্রতি অনুগ্রহ করে ছাওয়াবের আশায় তোমার 'বাদালে কিতাবাত' আদায় করেন, তবে তা করতে পারেন। ওয়ালা হবে আমাদের। হযরত আয়েশা (রা) এ কথা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আলোচনা করলে তিনি বললেন,, "তাদের এই শর্ত যেন তোমাকে এ কাজ হতে বিরত না রাখে। তুমি তাকে ক্রয় কর এবং আযাদ করে দাও। ওয়ালা তারই হবে, যে আযাদ করবে।" তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোক সমাবেশে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্ পাকের হামদ ও ছানার পর বললেন, "ঐ সমস্ত লোকের কি হলো যে, তারা এমন সব শর্ত আরোপ করে যা কিতাবুল্লাহ্র মধ্যে নেই। যে শর্ত কিতাবুল্লাহ্র মধ্যে নেই তা বাতিল। একশবার শর্ত করলেও তা বাতিল। আল্লাহ্র ফায়সালা অধিকতর গ্রহণযোগ্য এবং আল্লাহ্র শর্তই অধিকতর মযবুত ও শক্তিশালী। ওয়ালা তারই, যে আযাদ করবে।"

এ হাদীসের মধ্যে ক্রেতার আযাদ করা ও আযাদকৃত (গোলাম বাঁদী) এর ওয়ালা বিক্রেতার হবে, এ শর্তে বিক্রয় করা যে মুবাহ, তার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু যখন এরূপ ঘটনা সংঘটিত হবে, তখন বিক্রয় তো হয়ে যাবে, কিন্তু শর্ত বাতিল হবে এবং ওয়ালা হবে তারই যে আযাদ করবে। হযরত উরওয়া (র) কর্তৃক হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত অন্য এক হাদীসে উল্লেখ আছে, হযরত আয়েশা (রা) তাকে বললেন, আমি তোমার 'বাদালে কিতাবাত' একবারই আদায় করে দেই, তোমার মনীবরা এটা পসন্দ করলে আমি তা-ই করব এবং সে ক্ষেত্রে ওয়ালা হবে আমার। কিন্তু হযরত বারীরা (রা) যখন তাদের নিকট এ প্রস্তাব পেশ করলেন, তখন তারা বললো, তিনি যদি সাওয়াবের উদ্দেশ্যে এ কাজ করতে চান, করতে পারেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত আয়েশা (রা)-কে বললেন, তাদের একথা যেন তোমাকে একাজ করতে বিরত না রাখে। তুমি তাকে ক্রয় কর, এবং আযাদ করে দাও, ওয়ালা হবে তার-ই যে আযাদ করবে।

এ হাদীসে হযরত বারীরা (রা)-এর মনীবদের পক্ষ হতে ওয়ালা-এর যে শর্ত করা হয়েছে, তা তাদের বিক্রয়ের ব্যাপারে নয়, বরং হযরত বারীরা (রা)-এর পক্ষ হতে হযরত আয়েশা (রা) যে 'বাদালে কিতাব' আদায় করবেন, তারা সে ক্ষেত্রে তাদের জন্য ওয়ালা-এর শর্ত আরোপ করেছে, তাদের জন্য ওয়ালা-এর শর্ত মেনে নেয়া না হলে তারা কিতাবাত চুক্তি হতে বিরত থাকার কথা জানিয়েছে। অতঃপর হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এ বিষয়ে আলোচনা করলে তিনি তাঁকে বললেন, তাদের এরূপ শর্ত আরোপ করা যেন তোমাকে তোমার একাজ হতে বিরত না রাখে। অর্থাৎ বারীরা (রা)-কে আযাদ করে সাওয়াব হাসিল করার যে নিয়ত তুমি করেছ তা হতে তুমি এ কারণে বিরত থেকনা। বরং তুমি তাকে ক্রয় কর এবং আযাদ করে দাও। বস্তুত: ওয়ালা তারই হবে, যে আযাদ করবে।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, হযরত বারীরা (রা)-কে ক্রয়ের কথা প্রথম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-ই বলেছেন, হযরত আয়েশা (রা) ও বারীরা (রা)-এর মনীবদের মধ্যে পূর্বে এ ব্যাপারে কোন আলোচনাই হয়নি। আর এর পরেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করলেন, তিনি বললেন, সে সব লোকদের কি হলো, যারা এমন সব শর্ত আরোপ করে, যা কিতাবুল্লাহ্র মধ্যে নেই। যে সব শর্ত কিতাবুল্লাহ্র মধ্যে নেই তা বাতিল, যদিও তা একশ বারই করা হোক না কেন। হযরত আয়েশা (রা) যে (হযরত বারীরা রা এর) ওয়ালা দাবী করেছিলেন, অথচ মালিক হিসাবে তার সাথে কিতাবাত চুক্তি করেছে অন্য লোক। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ কারণেই হযরত আয়েশা (রা)-এর ওয়ালা-এর দাবী অপসন্দ করে একথা বলেছেন এবং পরবর্তীতে তাঁকে সতর্ক করে শিক্ষা দিয়েছেন যে, 'ওয়ালা'-এর মালিক হবে সে-ই ব্যক্তি, যে তাকে আযাদ করেছে। অর্থাৎ মুকাতাব যখন বাদালে কিতাবাত আদায়ের পর আযাদ হবে তখন তার মনীব যে তাকে 'বাদালে কিতাবও'- গ্রহণ করে আযাদ করেছে, সে-ই তার ওয়ালা-এর মালিক হবে।

এ হাদীসে পূর্ববর্তী হাদীসসমুহের বিপরীত কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ হাদীসে বিক্রয়ের সময় ولاء এর শর্ত আরোপ করা হলে তার হুকুম কি হবে, বিক্রয় ফাসিদ হবে, না কি ফাসিদ হবে না, এ বিষয়ের কোন দলীল নেই।

যদি কেউ এ প্রশ্ন করে, হিশাম ইব্ন উরওয়া তার পিতা হতে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তার মধ্যে কিছু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

আমরা তাকে বলব, আপনি সত্যই বলেছেন।

٥٢٢٨- حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْنِىْ بَرِيْرَةُ فَقَالَتْ اِنِّىْ كَاتَبْتُ اَهْلِىْ عَلٰى تِسْعِ اَوَاقٍ فِىْ كُلِّ عَامٍ اُوْقِيَةٌ فَاَعِيْنِيْنِىْ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ اِنْ اَحَبَّ اَهْلُكِ اَنْ اُعَدَّهَا لَهُمْ عَدَدْتُهَا لَهُمْ وَيَكُوْنُ وَلاَؤُكِ لِىْ فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرِيْرَةُ اِلٰى اَهْلِهَا قَالَتْ لَهُمْ ذٰلِكَ فَاَبَوْا عَلَيْهَا فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِ اَهْلِهَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ فَقَالَتْ اِنِّىْ قَدْ عَرَضْتُ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَاَبَوْا اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ الْوَلاَءُ لَهُمْ فَسَمِعَ بِذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَهَا فَاَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ فَقَالَ خُذِيْهَا وَاشْتَرِطِىْ فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى النَّاسِ فَذَكَرَ مِثْلَ مَافِىْ حَدِيْثِ الزُّهْرِىِّ-

৫২২৮. ইসমাঈল ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া বলেন, ... হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র) তার পিতা হতে, তিনি হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার বারীরা (রা) আমার নিকট এসে বললো, আমি আমার মনীবদের সহিত নয় উকিয়ার উপর প্রতি বছরে এক উকিয়ার শর্তে কিতাবাত চুক্তি করেছি, সুতরাং আপনি এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করুন। তখন হযরত আয়েশা (রা) তাকে বললেন, তোমার মনীবরা যদি পসন্দ করে, আমি একবারই তাদেরকে সব উকিয়া প্রদান করব এবং তোমার ولاء আমার হবে, তবে আমি তা-ই করব। অতঃপর হযরত বারীরা (রা) তাঁর মনীবদের নিকট গমন করে তাদেরকে একথা বললে তারা তা অস্বীকার করে। তিনি তার মনীবীদের নিকট হতে পুনরায় হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে বসা ছিলেন।

হযরত বারীরা এসে বললেন, আমি তাদের নিকট প্রস্তাব পেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা ولاء ব্যতীত এ প্রস্তাব মানতে অস্বীকার করেছে। তার এ বক্তব্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শ্রবণ করে বিষয়টি সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করলে হযরত আয়েশা (রা) তাঁকে বিস্তারিত জানালেন। তখন তিনি বললেন, তুমি তাকে গ্রহণ কর এবং তাদের শর্ত মেনে নাও। বস্তুত: ولاء তারই হবে, যে তাকে আযাদ করবে। হযরত আয়েশা (রা) তেমনই করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোক সমাবেশে বললেন, অতঃপর যুহ্‌রী (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেন।

٥٢٢٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَالِكُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৫২২৯. ইউনুস বলেন, ... মালেক বলেন, অতঃপর তিনি স্বীয় সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

এ হাদীসে তা-ই বর্ণিত হয়েছে, যা যুহ্‌রী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ উভয় হাদীসেই রয়েছে যে, ولاء -এর শর্ত পেশ করেছিল হযরত বারীরা (রা)-এর মনীবরা এবং হযরত আয়েশা (রা) ولاء ব্যতীত হযরত বারারী (র) এর بدل كتابت আদায় করতে অস্বীকার করেছেন। ইমাম যুহ্‌রী ও হিশাম উভয়ই এ বিষয়ে অভিন্ন রিওয়ায়াত করেন। এবং প্রথমে বর্ণিত হাদীসসমূহের রাবীদের থেকে ভিন্ন রিওয়ায়াত করেছেন। তবে হিশাম, ইমাম যুহ্‌রী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের উপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এ বক্তব্য خُذيها واشترطى الخ (তুমি তাকে গ্রহণ কর এবং তাদের শর্ত মেনে নাও)। বস্তুত ولاء তো তারই হবে যে তাকে আযাদ করবে। অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। হিশাম (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এরূপ বর্ণিত হয়েছে। অথচ ইমাম যুহ্‌রী (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এখানে ابتاعى واعتقى الخ (তুমি তাকে ক্রয় কর এবং আযাদ করে দাও)। বস্তুত: ولاء তো তারই হবে, যে তাকে আযাদ করবে, বর্ণিত হয়েছে। এই স্থানে হিশাম ও ইমাম যুহ্‌রী ভিন্ন রিওয়ায়াত করেছেন। (এ দুজনের রিওয়ায়াতের মধ্য হতে কার রিওয়াত গ্রহণযোগ্য হবে।) এ ব্যাপারে গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠী যদি ضبط ও حفظ (হাদীস সংরক্ষণের যোগ্যতা) হয়, তবে যিনি এর যোগ্যতর ব্যক্তি, তাঁর বর্ণিত রিওয়ায়াতই গ্রহণ করা এবং অন্যদের রিওয়ায়াত পরিত্যাগ করা হবে। এ বিবেচনায় এখানে ইমাম যুহ্‌রী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসই গ্রহণযোগ্য। কারণ তিনি হিশাম অপেক্ষা অধিকতর ضبط ও حفظ অধিকারী। আর যদি تاويل ও ব্যাখ্যা নিরিখে বিবেচনা করা হয় তবে হিশাম (র) কর্তৃক হাদীসে خذيها যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, কখনও এর অর্থ ابتاعيها (তুমি তাকে ক্রয় কর) ও হতে পারে। যেমন এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করল بكم هذا اخذ العبد যার অর্থ হয় بكم ابتاع هذا العبد (এ গোলামটি কতমূল্যে সে ক্রয় করেছে?) তদ্রূপ কেউ কাউকে বললো اخذ هذا العبد بدرهم এর অর্থ হয় এ গোলামটি তুমি এক দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় কর। (অর্থাৎ لاخذ। শব্দটি কোন কোন সময় ক্রয়-বিক্রয়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়) خذيها বলার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ اشترطى (তুমি শর্ত কর) বললেন। অথচ

তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে একথা বলেননি যে, তিনি কি শর্ত করবেন। অতএব এখানে এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে বলেছেন, বিশুদ্ধ ক্রয়-বিক্রয়ে যে সব শর্ত আরোপ করা হয়, তুমি সেই সব শর্ত আরোপ কর। অতএব হযরত হিশাম কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের যখন এরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করা হবে, এবং তার অর্থ স্পষ্ট হবে, তখন আর তা হযরত যুহরী (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হবেনা। তবে এ হাদীসে একথার কোন উল্লেখ নেই যে, যখন ক্রয়-বিক্রয়ে এ ধরনের শর্ত আরোপ করা হবে, তখন ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম কি হবে? ফাসিদ হবে, না কি জায়িয হবে?

যে সমস্ত উলামা-ই কিরাম শর্ত আরোপের কারণে ক্রয়-বিক্রয়কে ফাসিদ বলেন, তারা দলীল হিসেবে এসব হাদীস বর্ণনা করেন ঃ

٥٢٣٠- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِيْ هِنْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِيْ بَيْعَةٍ -

৫২৩০. নাস্‌র ইব্‌ন মারযূক বলেন, ... আমর ইব্‌ন শু'আইব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিক্রয় করা ও করয দেয়া হতে এবং বিক্রয়ের মধ্যে দুটি শর্ত আরোপ করা হতে নিষেধ করেছেন।[১]

٥٢٣١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَيَحِلُّ سَلَفُ وَبَيْعُ وَلاَ شَرْطَانِ فِيْ بَيْعٍ -

৫২৩১. ইব্‌ন আবী দাঊদ বলেন, ... আমর ইব্‌ন শু'আইব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন, তিনি নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ঋণ ও বিক্রয় একত্রে হালাল নয় আর বিক্রয়ের মধ্যে দুটি শর্ত আরোপ করাও হালাল নয়।[২]

٥٢٣٢- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৫২৩২. ইব্‌ন আবী দাঊদ বলেন, ... হাম্মাদ ইব্‌ন যায়েদ স্বীয় সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[৩]

٥٢٣٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৫২৩৩. আবূ উমাইয়্যা বলেন, ... হাম্মাদ ইব্‌ন যায়েদ স্বীয় সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[৪]

٥٢٣٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيْلٍ قَالَ هُشَيْمُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِيْ سُلَيْمٰنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ شَرْطَيْنِ فِيْ بَيْعٍ وَعَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ -

১. হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করে বলেন, এটি একটি হাসান-সহীহ্ হাদীস।
২. আবূ দাঊদ।
৩. আবূ ইয়া'লা' তার মুস্‌নাদ গ্রন্থে।
৪. নাসায়ী।

৫২৩৪. হাসান ইব্ন আব্দিল্লাহ্ ইব্ন মানসূর বলেন, ... আম্র ইব্ন শুআইব তার পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিক্রয়ের মধ্যে দুটি শর্ত করতে এবং একত্রে ঋণ দেয়া ও বিক্রয় করা হতে নিষেধ করেছেন।[১]

٥٢٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ اَخْبَرَنَا هَمَّامُ عَنْ عَامِرٍ الْاَحْوَلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى مِثْلَهُ -

৫২৩৫. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা বলেন, ... আম্র ইব্ন শুআইব তার পিতা হতে তিনি তার দাদা হতে, তিনি নবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[২]

٥٢٣٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ -

৫২৩৬. ইউনূস বলেন, ... আম্র ইব্ন শু'আইব তাঁর পিতা হতে তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ একত্রে বিক্রয় করা ও ঋণ দেয়া হতে নিষেধ করেছেন।[৩]

তারা বলেন, বিক্রয় করা নিজেই একটি শর্ত, অতঃপর যখন তার সহিত অন্য আর একটি শর্ত জুড়ে দেয়া হয়, তখন বিক্রয়ের মধ্যে দুটি শর্ত হয়ে যায়। তাদের মতে উল্লেখিত হাদীসে এই দুটি শর্তের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে, যা হতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে তাদের এ মতের বিরোধিতাও করা হয়েছে। এর বিপরীতে বলা হয়, বিক্রয়ের মধ্যে দুটি শর্তের অর্থ হলো, নগদ হলে বিক্রয় হবে, "এক হাযার দিরহামে" (উদাহারণ স্বরূপ) আর এক বছর বিলম্বের হলে বিক্রয় হবে একশ দীনারে। এমতাবস্থায় যদি এভাবে বিক্রয় সংঘটিত হয় যে, ক্রেতা এর যে কোন একটিকে গ্রহণ করে জিনিসের মূল্য পরিশোধ করতে পারবে। এ নিয়মে ক্রয়-বিক্রয় হলে তা হবে ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়। কারণ, ক্রয়-বিক্রয়ের এ চুক্তি অজ্ঞাত মূল্যের বিনিময়ে হয়েছে। আর এ পক্ষের দলীল হলো ঐ সব হাদীস, যা সাহাবা-ই কিরাম হতে বর্ণিত হয়েছে ঃ

٥٢٣٧- بِشْرُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلْمَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْنَبَ اِمْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهَا بَاعَتْ عَبْدَ اللّٰهِ جَارِيَةً وَاشْتَرَطَتْ خِدْمَتَهَا فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِعُمَرَ فَقَالَ لَا يَقْرَبَنَّهَا وَلَا اَجِدُ فِيْهَا مَثُوْبَةً -

৫২৩৭. বিশর ইবনুল হাসান বলেন, ... হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর স্ত্রী হযরত যায়নাব (র) হতে বর্ণিত। একবার তিনি তাঁর একটি বাঁদী হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর নিকট বিক্রয় করলেন, এবং তার সেবা গ্রহণ করার শর্ত করলেন। উমার (রা) কে এটা জানানো হলো তিনি বললেন, তিনি (ইবন মাসঊদ) যেন তার নিকটবর্তী না হন, কারণ তার মাঝে আমি কোন কল্যাণ দেখতে পাচ্ছি না।

---

১. হায়সামা ইব্ন জামাল একজন ثقة রাবী।

২. হাদীসের রাবী আমের ইব্ন আব্দিল ওয়াহিদ একজন সত্যবাদী রাবী।

৩. তিরমিযী ও ইব্ন মাজা।

٥٢٣٨- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لاَيَحِلُّ فَرَجٌ اِلاَّ فَرَجٌ اِنْ شَاءَ صَاحِبُهُ بَاعَهُ وَاِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَاِنْ شَاءَ اَمْسَكَهُ لاَ شَرْطَ فِيْهِ ـ

৫২৩৮. ফাহদ বলেন, ... নাফে' হযরত ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন, কোন (বাঁদীর) যৌন অংগ কারো জন্য হালাল নয়। কিন্তু এ বাঁদীর যৌন অঙ্গ হালাল, যার মালিক ইচ্ছা করলে তাকে বিক্রয় করতে পারে আর ইচ্ছা করলে হিবা করতে পারে। আর ইচ্ছা করলে তাকে রেখেও দিতে পারে। অর্থাৎ ঐ ব্যাপারে তার উপর কোন শর্ত আরোপ করা হয়নি।

٥٢٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ اَنْ يَشْتَرِىَ الرَّجُلُ الْاَمَةَ عَلٰى اَنْ لاَيَبِيْعَ وَلاَ يَهَبَ ـ

৫২৩৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন নু'মান বলেন ..... নাফে' হযরত ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি একথা অপসন্দ করতেন যে, কোন ব্যক্তি কোন বাঁদীকে এ শর্তে ক্রয় করবে যে, সে না তাকে বিক্রয় করতে পারবে, আর না হিবা করতে পারবে।

উল্লেখিত হাদীস দ্বারা প্রকাশ পায় যে, হযরত উমার (রা) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর নিকট বিক্রয় করাকে বাতিল করে দেন। এবং আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ বিরোধিতা না করে তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন। অথচ, তাঁর বিরোধিতা করার অধিকার ছিল। কারণ, এটা হযরত উমার (রা) এর নির্দেশ ছিল না, ছিল ফতোয়া। আর আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) এর স্ত্রীও তা মেনে নিয়েছেন। অথচ তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর একজন সাহাবিয়া ছিলেন। আর হযরত ইব্‌ন উমার (রা) তাদের সকলের অনুসরণ করেছেন। অথচ হযরত বারীরা (রা)-এর ব্যাপারে হযরত আয়েশা (রা) কে যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি বলেছিলেন তা তিনি জানতেন যা আমরা তাঁর থেকে এ অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছি।

অতএব এটা প্রমাণ করে যে, হযরত ইব্‌ন উমার (রা)-এর মতে এ হাদীসের অর্থ ঐ অর্থের বিপরীত, যা তাঁর হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশকারীরা গ্রহণ করেছেন। আর যে কয়েকজন সাহাবা কিরামের আমরা উল্লেখ করেছি তারা ছাড়া আর কেউ হযরত উমার (রা) ও তাঁর অনুবর্তীদের থেকে ভিন্নমত পোষণ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। এ অর্থকেই মূল এবং সাহাবা-ই কিরামের ইজমা ও সর্বসম্মত মত বিবেচনা করা সংগত এবং বিপরীত কোন মত পোষণ না করা উচিত। হাদীসের আলোকে এটাই হলো আলোচ্য বিষয়ের ব্যাখ্যা।

নযর ও যুক্তি

আর এ বিষয়ে যুক্তিগত বক্তব্য এই যে, আমরা একটা সর্বসম্মত নীতি দেখেছি যে, বিক্রয় দ্রব্যে কখনো কখনো কিছু বিশুদ্ধ শর্ত আরোপ করা হয়, যেমন বিক্রেতা ও ক্রেতার জন্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ইখতিয়ার করার শর্ত। সুতরাং এ শর্তে এর বিক্রয় করা জায়িয। অনুরূপভাবে ক্রয় করা বস্তুর মূল্য পরিশোধের জন্য কোন কোন সময় ক্রেতা নির্দিষ্ট সময়ের শর্ত করে থাকে, তখন নির্দিষ্টভাবে জানা হলে এ সময়ের মধ্যে উক্ত বস্তুর মূল্য পরিশোধ করা অপরিহার্য হবে এবং ক্রয় করা বস্তু ক্রেতার দায়িত্বভুক্ত হবে।

অপর পক্ষে এটাও দেখেছি যে, বিক্রয় চুক্তিতে শর্তকৃত মেয়াদ যদি ফাসিদ হয়, তাহলে বিক্রয় ফাসিদ হবে। এমন হয় না যে, বিক্রয় সাব্যস্ত হলো, আর শর্তটি রহিত হয়ে গেলো। অতঃপর বিক্রয় দ্রব্যের মূল্যের সাথে যুক্ত এই সকল শর্তের সাথে যখন সহীহ হওয়া এবং ফাসিদ হওয়ার ক্ষেত্রে বিক্রয় চুক্তি আবদ্ধ হয়। অর্থাৎ ঐসব শর্ত জায়িয হলে بيع জায়িয হয় এবং তা ফাসিদ হলে بيع ফাসিদ হয়। অতঃপর বিক্রয় দ্রব্য যদি গোলাম হয়, আর এই শর্তে বিক্রয় হয় যে, এক মাস যাবত উক্ত গোলাম বিক্রেতার খিদমত করবে, তাহলে তো বিক্রতা ক্রেতাকে তার গোলামের এই শর্তে মালিক করে দিল যে, ক্রেতা বিক্রেতাকে এক হাজার দিরহাম ও এক মাসের জন্য গোলামের খিদমতের মালিক করে দিবে। অথচ ক্রেতা তখন গোলামের মালিক নয়, এবং তার খিদমতেরও মালিক নয়। কারণ সে তো গোলামের মালিক হবে, বিক্রয় পূর্ণ হবার পর। সুতরাং এই বিক্রয় সাব্যস্ত হলো মালের বিনিময়ে ও এমন এক গোলামের খিদমতের বিনিময়ে, যার তখন পর্যন্ত ক্রেতা মালিকই হতে পারেনি। অথচ আমরা এ বিষয়টি দেখেছি যে, যদি কেউ এমন এক বাঁদীর খিদমতের বিনিময়ে কোন গোলাম ক্রয় করে, যে বাঁদীর তখন পর্যন্ত সে মালিকই নয়, তবে এ ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ হবে। অতএব যুক্তির দাবী এটাই হবে যে, এই বিক্রয়ের হুকুমও এমন হবে, যখন গোলামের খেদমতের বিনিময়ে বিক্রয়ের চুক্তি করবে, যার সে এই 'আকদ'-এর পূর্বে মালিক হয়নি (অর্থাৎ উপরোল্লেখিত ক্ষেত্রে যেমন ক্রেতার জন্য ক্রয় করা নাজায়িয, বিক্রেতার জন্য বিক্রয়ও নাজায়িয হবে।) কারণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ জিনিস বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন যা তোমার নিকট মওজুদ নেই।

আর মূল্য যখন বিশুদ্ধ মেয়াদ এবং ফাসিদ মেয়াদের সাথে দায়বদ্ধ হয় তখন মূল্য ধার্যকৃত বিক্রয় বিক্রয় দ্রব্যও বিশুদ্ধ শর্ত ও ফাসিদ শর্তের সাথে দায়বদ্ধ হবে (ফলে ফাসিদ শর্তের কারণে বিক্রয় ফাসিদ হবে এবং বিশুদ্ধ শর্তের কারণে বিক্রয় শুদ্ধ হবে।) সুতরাং এ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, যে بيع এর মধ্যে ফাসিদ শর্ত করা হবে তা শর্ত ফাসিদ হবার কারণে ফাসিদ হবে। যেমন আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। অতএব যারা একথা বলেন যে, بيع তো صحيح হবে, কিন্তু শর্ত বাতিল হবে, তাদের মত অপ্রমাণিত হলো। অনুরূপভাবে তাদের মত অশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হলো, যারা বলেন, শর্তও বহাল থাকবে এবং বিক্রয়ও বহাল থাকবে। আর তৃতীয় মত হলো যখন بيع -এর মধ্যে এমন শর্ত আরোপ করা হয়, যা কোন ভাবে بيع এর অংশ নয়, তবে সে ক্ষেত্রে শর্ত বাতিল হবার কারণে بيع বাতিল হবে। যখন প্রথম দু'টি মত বাতিল প্রমাণিত হলো তখন শেষ মতই সঠিক বলে সাব্যস্ত হলো। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রা)-এর মত।

١٠- بَابُ بَيْعِ أَرْضِ مَكَّةَ وَاجَارَتُهَا

১০. অনুচ্ছেদ, মক্কার জমীন বিক্রয় করা ও ভাড়া দেয়া

٥٢٤٠- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سُلَيْمِ بْنِ ابْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَايَحِلُّ بَيْعُ بُيُوْتِ مَكَّةَ وَلَا اِجَارَتُهَا -

৫২৪০. রাওহ ইব্‌নুল ফারাজ বলেন, ... মুজাহিদ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা) হতে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেন, মক্কার বাড়ীঘর বিক্রয় করা হালাল নয় এবং তা ভাড়া দেয়াও জায়িয নয়।[১]

---

১. হাদীসের রাবী আব্দুর রহীম ইব্‌ন সুলায়মান একজন ثقة রাবী।

٥٢٤١- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اِبْنِ اَبِىْ سُلَيْمٰنَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ تَوَفِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانُ وَرُبَاعُ مَكَّةَ تُدْعٰى السَّوَائِبُ مَنِ احْتَاجَ سَكَنَ وَمَنِ اسْتَغْنٰى اَسْكَنَ -

৫২৪১. ইব্রাহীম ইব্‌ন মারযূক বলেন, ... আলকামা ইব্‌ন নায়লা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বকর উমার ও উসমান (রা)-এর ইন্তেকাল হলো আর তখন মক্কার বাড়ী-ঘরকে বলা হতো 'সাওয়াইব', যার প্রয়োজন সে বসবাস করত। প্রয়োজন না হলে অন্যকে বসবাস করতে দিত।[১]

٥٢٤٢- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ سُلَيْمٰنَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمٰنَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ كَانَتِ الدُّوْرُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ مَا تُبَاعُ وَلاَ تُكْرٰى وَلاَ تُدْعٰى اِلاَّ السَّوَائِبُ مَنِ احْتَاجَ سَكَنَ وَمَنِ اسْتَغْنٰى اَسْكَنَ -

৫২৪২. রাবী আল-মুআয্‌যিন বলেন, ... আলকামা ইব্‌ন নায্‌লা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বকর, উমার ও উসমান (রা)-এর যুগে (মক্কার) বাড়ীঘর না তো বিক্রয় করা হতো আর না ভাড়া দেয়া হত। এসব বাড়ী ঘরকে বলা হতো, 'সাওয়া-ইব'। যার প্রয়োজন হত, বসবাস করত আর যার প্রয়োজন হত না সে অন্যকে বসবাস করতে দিত।[২]

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ উলামা কিরামের একটি দল[৩] এসব হাদীসের ভিত্তিতে বলেন, মক্কার জমীন বিক্রয় করা জায়িয নয় এবং তা ভাড়া দেয়াও জায়িয নয়। যারা এমত পোষণ করেন, তারা হলেন, ইমাম আবূ হানীফা, মুহাম্মদ ও সুফয়ান ছাওরী। আতা ও মুজাহিদ (র) হতেও এমত বর্ণিত আছে।

٥٢٤٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا قُرَّةُ بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ اَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ اُجُوْرَ بُيُوْتِ مَكَّةَ -

৫২৪৩. আহমদ ইব্‌ন দাঊদ বলেন, ... আতা ইব্‌ন আবী রাবাহ হতে বর্ণিত, তিনি, মক্কার ঘরবাড়ীর ভাড়া গ্রহণ করা অপসন্দ করতেন।

٥٢٤٤- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اِبْنُ الْاَصْبَهَانِىْ قَالَ اَخْبَرَنَا شَرِيْكُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ اَنَّهُ قَالَ مَكَّةُ مُبَاحُ لاَيَحِلُّ بَيْعُ رِبَاعِهَا وَلاَ اِجَارَةُ بُيُوْتِهَا -

---

১. হাদীসের রাবী আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর দ্বারা ইব্‌ন আছ (রা) উদ্দেশ্য। একই হাদীসের রাবী' ইব্‌ন আবী সুলায়মান দ্বারা উসমান আল-মক্কী উদ্দেশ্য। যিনি মক্কার ক্বাযী ছিলেন এবং তিনি একজন ثقة রাবী।

২. হাদীসের রাবী আলকামা ইব্‌ন নায্‌লা একজন মাকবূল রাবী।

৩. আল্লামা আইনী (র) বলেন, এ সমস্ত উলামা-ই কিরাম দ্বারা আতা ইব্‌ন আবী রাবাহ, মুজাহিদ, মালিক, ইসহাক ও আবূ উবায়দা (র) উদ্দেশ্য।

৫২৪৪. ফাহ্দ বলেন, ... মুজাহিদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'মক্কা' একটি মুহাব স্থান। এর বাড়ী বিক্রয় করা জায়িয নয় এবং ইজারা দেয়াও জায়িয নয়।

অপর পক্ষে উলামা-ই কিরামের অন্য একটি দল[১] এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। তারা বলেন, মক্কার যমীন বিক্রয় করা ও ইজারা দেয়ায় কোন অসুবিধা নেই। তারা মক্কাকে অন্যান্য শহরের সমতুল্য মনে করেন। যারা এমত পোষণ করে, তাদের মধ্যে একজন হলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র)। এ ব্যাপারে তারা নিম্নের হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন ঃ

٥٢٤٥- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ اَخْبَرَهُ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَنْزِلُ فِيْ دَارِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيْلٌ مِنْ رِبَاعٍ اَوْ دُوْرٍ كَانَ عَقِيْلٌ وَرِثَ اَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبُ وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرُ وَلاَ عَلِيٌّ لِاَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيْلُ وَطَالِبُ كَافِرَيْنِ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ يَقُوْلُ لاَيَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ -

৫২৪৫. ইউনুস বলেন, ... আমর ইব্ন উসমান হযরত উসামা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ আপনি মক্কায় আপনার বাড়ীর কোন্ স্থানে অবস্থান করবেন? জবাবে তিনি বললেন, 'আক্বীল কি আর আমাদের জন্য কোন বাড়ী অবশিষ্ট রেখেছে।" বস্তুত: আক্বীল ও তা-লিব আবূ তালিবের ওয়ারিস হয়েছিল। হযরত জা'ফর ও আলী (রা) তার ওয়ারিস হননি। কারণ তারা দু'জনই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আর আক্বীল ও তা-লিব ছিল কাফির। আর এ কারণেই হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলতেন, কোন মু'মিন কোন কাফিরের ওয়ারিস হবেনা।

٥٢٤٦- حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৫২৪৬. বাহ্র ইব্ন নাসর বলেন, ইব্ন ওহ্ব তাঁর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবূ জা'ফর (র) বলেন ঃ এ হাদীস প্রমাণ করে যে, মক্কার যমীনে মালিকানা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তার উত্তরাধিকারও জারী হবে। কারণ, এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, আবূ তালিব সেখানে যে বাড়ীঘর রেখে গিয়েছিলেন, আক্বীল ও তালিব তার ওয়ারিস হয়েছিল। অতএব এ হাদীস প্রথম হাদীসের বিপরীত বিষয় প্রমাণ করে। আর দু'হাদীস যখন আপাত বিরোধপূর্ণ হলো তখন যুক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন দেখা দেবে, যেন আমরা সঠিক মত বের করতে পারি।

দু' হাদীসের সনদের প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করা হয় তবে আলী ইব্ন হুসাইন (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অধিক বিশুদ্ধ প্রমাণিত হবে। কিন্তু যুক্তির নিরীখে আমরা সঠিক মতটি উন্মুক্ত করার মুখাপেক্ষী হয়েছি। আমরা 'মাসজিদুল হারাম' কে দেখেছি, সেখানে সমস্ত লোকই সমান। সেখানে কোন ব্যক্তির পক্ষে ঘর নির্মাণ করা জায়িয নেই এবং তার কোন একটি স্থান প্রাচীর ঘিরে দখল করারও কারো অধিকার নেই। অনুরূপ সে সব স্থানের হুকুমও তাই, যেখানে সমস্ত লোকের সমান অধিকার। কারোর কোন মালিকানাসত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে

১. আল্লামা আইনী (র) বলেন, এ সমস্ত উলামা-ই কিরাম দ্বারা তাউস, আম্র ইবন দীনার, শাফেঈ, আবূ ইউসুফ, আহমদ ও ইবনুল মুনযিরকে বুঝান হয়েছে।

পারেনা। দেখুন না, আরাফার ময়দান, যেখানে মানুষ (হজ্জের সময়) অবস্থান করে, সেখানে যদি কেউ ঘর নির্মাণ করতে চায় তবে তার সে অধিকার নেই। অনুরূপভাবে যদি কেউ মিনায় কোন বাড়ি করতে চায় তবে তাও তার জন্য নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে ঃ

٥٢٤٧ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مَرْوَانَ الضَّرِيْرُ الْكُوْفِيُّ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ نَتَّخِذُ لَكَ بِمِنًى شَيْئًا تَسْتَظِلُّ بِهِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اِنَّهَا مُنَاخٌ لِمَنْ سَبَقَ ـ

৫২৪৭. আবূ বকরা বলেন, ... হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা মিনায় কি আপনার জন্য কোন ঘর নির্মাণ করব না? যেখানে আপনি ছায়া লাভ করবেন? তখন তিনি বললেন, হে আয়েশা! মিনা তো হলো এমন স্থান, যেখানে যে প্রথম গমন করবে, সেটা তার উট বসাবার স্থান (অবস্থান করার স্থান) হবে।

দেখুন না, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে এমন কিছু করার অনুমতি দেননি, যা দ্বারা ছায়া লাভ করা যায়। কারণ, উক্ত স্থানটি হলো এমন যে, সেখানে যে ব্যক্তিই প্রথম গমন করবে উক্ত স্থান তারই অবস্থান স্থলে পরিণত হবে। আর সমস্ত লোকই সেখানে সমান অধিকার রাখে।

٥٢٤٨ـ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهٍ عَنْ اُمِّهِ وَكَانَتْ تَخْدِمُ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ فَحَدَّثَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ قَالَ وَسَأَلَتْ اُمِّىْ مَكَانَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا بَعْدَ مَا تُوُفِّىَ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ تُعْطِيَهَا اِيَّاهُ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ لاَ اُحِلُّ لَكِ وَلاَ لِاَحَدٍ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِىْ اَنْ يَسْتَحِلَّ هٰذَا الْمَكَانَ تَعْنِىْ مِنًى ـ

৫২৪৮. হুসাইন ইব্‌ন নাস্‌র ও আব্দুর রাহমান ইব্‌ন আম্‌র দামেশ্‌কী নিজ নিজ সূত্রে ইউসুফ ইব্‌ন মাহাক হতে বর্ণনা করেন, তিনি তার আম্মা হতে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর খিদমত করতেন। তিনি হযরত আয়েশা (রা) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইউসুফ ইব্‌ন মাহাক বলেন, তার আম্মা হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট দরখাস্ত করলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর যেন তাঁর স্থানটি তাকে দান করেন। তখন হযরত আয়েশা (রা) তাকে বললেন, আমি না তো তোমার জন্য আর না আমার আহ্‌লে বাইতের কারো জন্য এ স্থানটি হালাল মনে করি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, মিনার যে স্থানে তিনি অবস্থান করছিলেন।

আবূ জা'ফর (রা) বলেন ঃ যে সব স্থানে সমস্ত মানুষের সমান অধিকার, যেখানে ব্যক্তি মালিকানার কোন সুযোগ নেই, এটা হলো সেই সব স্থানের হুকুম। অথচ মক্কাকে আমরা দেখেছি ভিন্ন অবস্থায়। সেখানে অন্যের পক্ষে নির্মাণ করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে দিন মক্কায় প্রবেশ করেন সে দিন তিনি বলেছিলেন, من دخل دار ابى سفيان فهو امن ومن اغلق بابه فهو امن অর্থাৎ যে ব্যক্তি আবূ সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ, আর যে ব্যক্তি তার নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করবে সেও নিরাপদ। এ হাদীস আমাদের নিকট রাবী' আল মুআযযিন, তার সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন।

মক্কা যখন এমন স্থান, যেখানে ঘরের দরজা বন্ধ করা যায় এবং সেখানে (ব্যক্তিগতভাবে) ঘরবাড়ীও নির্মাণ করা যায়, তখন সেটা সে সব স্থানের মতই বিবেচিত হবে, যেখানে মালিকানা অধিকার এবং উত্তরাধিকার উভয় প্রতিষ্ঠিত হবে।

যদি কেউ এমতের বিপরীতে আল্লাহ্ পাকের এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ করতে চায় যে আল্লাহ্ তো ইরশাদ করেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِىْ جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءَ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادُ ـ

অর্থাৎ যারা কুফরী করে এবং আল্লাহ্র পথ এবং মসজিদুল হারাম হতে বিরত রাখতে চায় যেখানে আমি সকল মানুষের জন্য সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছি, স্থানীয় এবং বহিরাগত সকলের জন্য। তবে এর জবাবে বলা হবে, 'মুতাকাদ্দিমীম' উলামা-ই কিরাম হতে এর ব্যাখ্যা নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ

٥٢٤٩ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَوَاءَ نِ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ وقَالَ خَلَقَ اللّٰهُ فِيْهِ سَوَاءٌ ـ

৫২৪৯. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক বলেন ..... সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন سَوَاءَنِ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادُ এর অর্থ, মসজিদে হারামে আল্লাহ্র সকল মাখলুকের সমান অধিকার রয়েছে।

٥٢٥٠ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُذَيْفَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ حُصَيْنٍ قَالَ اَرَدْتُ اَنْ اَعْتَكِفَ فَسَاَلْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَاَنَا بِمَكَّةَ فَقَالَ اَنْتَ عَاكِفُ ثُمَّ قَرَأَ سَوَاءَنِ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادُ ـ

৫২৫০. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক বলেন, ... আবূ হুসাইন হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি ইতিকাফ করার ইচ্ছা করলাম। অতঃপর আমি সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) কে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন আমি মক্কায় অবস্থান করছিলাম। তিনি বললেন, اَنْتَ الْعَاكِفُ অর্থাৎ তুমি তো ই'তিকাফ করছ। অতঃপর তিনি سَوَاءَ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادُ তিলাওয়াত করলেন।[১]

٥٢٥١ـ حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدُ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَوَاءَ نِ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادُ قَالَ اَلنَّاسُ فِىْ الْبَيْتِ سَوَاءٌ لَيْسَ اَحَدُ اَحَقُّ بِهِ مِنْ اَحَدٍ ـ

৫২৫১. ইব্ন আবী দাঊদ বলেন, ... আতা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, سَوَاءَ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَاد এর অর্থ হলো, সমস্ত মানুষ বাইতুল্লাহ্র মধ্যে সমান অধিকারী। কেউ অন্য অপেক্ষা অধিক হকদার নয়।[২]

১. হাদীসের সনদে আবূ হুযায়ফা মূসা ইব্ন মাসঊদ নাহদী একজন সত্যবাদী রাবী। এছাড়া একই হাদীসের রাবী আবূ হাসান, উসমান ইব্ন আসিম একজন ثقه রাবী।

২. আব্দুল মালিক ইব্ন মায়সারা আল আরযামী একজন সত্যবাদী রাবী।

এসব রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, যেখানে সমস্ত মানুষের সমান অধিকার, তা দ্বারা কেবল বাইতুল্লাহ্ ও মাসজিদুল হারাম উদ্দেশ্য। সমস্ত মক্কা উদ্দেশ্য নয়। এটাই ইমাম আবূ ইউসুফ (রা)-এর মত।

١١ـ بَابُ ثَمَنِ الْكَلْبِ

১১. অনুচ্ছেদ ঃ কুকুর বিক্রয়ের মূল্য প্রসঙ্গ

٥٢٥٢ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ هِشَامٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغْىِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ ـ

৫২৫২. ইউনুস বলেন, ... হিশাম হযরত আবূ মাসউদ (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী ﷺ কুকুরের বিক্রয় মূল্য, ব্যভিচারিণী মহিলার বিনিময় এবং ভাগ্যগণনাকারীর পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।[১]

٥٢٥٣ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهٖ مِثْلَهُ ـ

৫২৫৩. ইউনুস বলেন, ... যুহরী হতে বর্ণনা করেন, তিনি নিজস্ব সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٢٥٤ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ هُنَّ سُحْتٌ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

৫২৫৪. ইউনুস বলেন, ... আবূ বকর হযরত আবূ মাসউদ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেন, তিনটি বস্তু হারাম, অতঃপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٥٢٥٥ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ الْخَزَّازُ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَارِظٍ اَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ حَدَّثَهُ اَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيْثٌ وَمَهْرُ الْبَغْىِ خَبِيْثٌ وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيْثٌ ـ

৫২৫৫. ইব্রাহীম ইব্‌ন মারযূক বলেন, ... রাফে' ইব্‌ন খাদীজ বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি শিংগা লাগায় তার পারিশ্রমিক হারাম, যিনাকারিণী মহিলার বিনিময় হারাম ও কুকুরের বিক্রয় মূল্য হারাম।[২]

---

১. আবূ বকর ইব্‌ন আব্দির রহমান আল মাখযূমী আল-মাদানী একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। তিনি একজন ফকীহ ও আবিদ। আবূ মাসউস উক্ববা ইব্‌ন আম্‌র আনসারী একজন বদরী সাহাবী ছিলেন, হাদীসটি ইমাম বুখারী মুসলিম ও বায়হাক্বী বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসের সনদে আলী ইব্‌ন মুবারাক হুনাই একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। একই সনদে সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন সাঈদ কিন্দী তিনি ইব্‌ন উখ্‌ত নামির বলে পরিচিত। তিনি একজন অল্পবয়সী সাহাবী ছিলেন। হাদীসটি মুসলিম, তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী (র) তাঁর 'তারীখ' গ্রন্থে।

٥٢٥٦- حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنُ وَنَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ -

৫২৫৬. রাবী' আল মুআয্যিন ও নাস্‌র ইব্‌ন মারযূক বলেন, ... আসিম ইব্‌ন যামরা হযরত আলী (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী ﷺ কুকুরের বিক্রয় মূল্য হতে নিষেধ করেছেন।[১]

٥٢٥٧- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِىُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ ثَمَنُ الْكَلْبِ حَرَامُ -

৫২৫৭. ফাহ্‌দ বলেন, ... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কুকুরের বিক্রয় মূল্য হারাম।

٥٢٥٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ وَحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالاَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৫২৫৮. ইউনুস ও হুসাইন ইব্‌ন নাস্‌র বলেন, ... উবায়দুল্লাহ্ আব্দুল করীম হতে বর্ণনা করেন, তিনি নিজস্ব সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٢٥٩- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ التُّجَيْبِىُّ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ ح وَحَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَمْرُوْ بْنُ خَالِدٍ قَالاَ ثَنَا اِبْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ جَعْفَرَ اَنَّ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ اَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَاِنْ كَانَ ضَارِيًا -

৫২৫৯. মালেক ইব্‌ন আব্দিল্লাহ্ আত্‌তুজীবী, ইব্‌ন আবী দাউদ ..... হযরত ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুকুর বিক্রয়ের মূল্য হতে নিষেধ করেছেন, হোক তা শিকারী কুকুর।[২]

٥٢٦٠- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ اَثْبَتَهُ مَرَّةً وَمَرَّةً شَكَّ فِىْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ -

---

১. হাবীব ইব্‌ন আবী সাবিত, আসাদী কূফী, একজন নির্ভরযোগ্য রাবী ও উঁচু মাপের ফকীহ ছিলেন।

২. বাহ্যত: এ হাদীসের রাবী 'নাফে' দ্বারা হযরত ইব্‌ন উমার (রা) এর আযাদ করা গোলাম উদ্দেশ্য। তবে তিনি নাফে ইব্‌ন জুবাইরও হতে পারেন কারণ 'সাফওয়ান' তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। আর 'ছাফওয়ান' নাফে ইব্‌ন জুবাইর (র)-এর শাগরিদ।

৫২৬০. ফাহ্‌দ বলেন, ... আ'মাশ আবু সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত জাবির (রা) হতে এবং তিনি বার বার তাঁর থেকে নিশ্চিত হয়েছেন, তিনি (হযরত জাবির রা) নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি কুকুর ও বিড়ালের মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

٥٢٦١ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ وَلَمْ يَشُكُّ ـ

৫২৬১. রাবী' আল মুআয্যিন বলেন, ... আবূ সুফিয়ান হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি নবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٢٦٢ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَعْرُوْفُ بْنُ سُوَيْدٍ اَنَّ عَلِىَّ بْنَ رَبَاحٍ حَدَّثَهُمْ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ـ

৫২৬২. ইউনুস বলেন, ... আলী ইব্‌ন রাবাহ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কুকুরের মূল্য হালাল নয়।[১]

٥٢٦٣ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْاَسْوَدِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ اَبِىْ نَمِرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغْىِ ـ

৫২৬৩. ইব্‌ন আবী দাঊদ বলেন, ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ কুকুরের বিক্রয় মূল্য এবং ব্যভিচারিণীর বিনিময় হতে নিষেধ করেছেন।[২]

٥٢٦٤ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا رَبَاحُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ ثَمَنُ الْكَلْبِ مِنَ السُّحْتِ ـ

৫২৬৪. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক বলেন, ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেন, কুকুরের বিক্রয় মূল্য হারাম।

٥٢٦٥ـ حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ الْاَصْبَهَانِىْ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ـ

৫২৬৫. ফাহ্‌দ বলেন, ... আবূ হাযিম হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুকুরের বিক্রয় মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।[৩]

১. মারূফ ইব্‌ন সুওয়াইদ আল মিসরী এ হাদীসের একজন গ্রহণযোগ্য রাবী। হাদীসটি আবূ দাঊদ ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন।
২. আল মুকাদ্দামী তিনি হলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবী বকর। ইব্‌ন আবী হাতিম তাকে হুমাইদ এর শাগরিদ বলে উল্লেখ করেছেন।
৩. এ হাদীসের রাবী আওন ইব্‌ন আবী জুহায়ফা। আবূ জুহায়ফার নাম ওহ্‌ব। তিনি কূফার অধিবাসী। একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। হাদীসটি ইমাম তায়ালিসী তার মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন (পৃ. ১৪০)ঃ [বাকী অংশ পরের পৃষ্ঠায় দেখুন]

٥٢٦٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا اَبِيْ جُحَيْفَةَ اَخْبَرَنِيْ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৫২৬৬. আবূ বকরা ও আলী ইব্ন শায়বা বলেন, ... আওন ইব্ন আবী জুহায়ফা তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি নবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[১]

٥٢٦٧- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ اَلْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا وَكِيْعُ عَنْ اِبْنَ اَبِيْ لَيْلِيْ عَنْ عطاء عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৫২৬৭. রাবী' আল মুআয্যিন্ বলেন, ... আতা হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি নবী হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٢٦٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ لِهَيْعَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ فَقَالَ زَجَرَ عَنْ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

৫২৬৮. আহমদ ইব্ন দাউদ বলেন, ... আবূয যুবাইর বলেন, একবার আমি হযরত জাবির (রা)-এর নিকট কুকুর ও বিড়ালের বিক্রয় মূল্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ থেকে নিষেধ করেছেন।

আলোচনা

আবূ জা'ফর (রা) বলেন ঃ এক দল উলামা-ই কিরাম[২] কুকুরের বিক্রয় মূল্যকে হারাম বলে মন্তব্য করেন এবং তারা উল্লেখিত এসব হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। অপর পক্ষে উলামা-ই কিরামের অন্য একটি দল[৩] এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তারা বলেন, সব ধরনের কুকুর, যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, তার

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بنِ اَبِيْ جُحَيْفَةَ قَالَ اِشْتَرَيْتُ غُلَامًا حَجَّامًا فَاَخَذَ اَبِيْ مَحَاجِمَهُ فَكَسَرَهَا فَقُلْتُ لِمَ تَكْسِرُهَا فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ كَسْبِ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ وَعَنْ كَسْبِ الْمُوْسِمَةِ وَكَسْبَ الْفَحْلِ -

শু'বা আওন ইব্ন আবী জুহায়ফা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার একজন হাজ্জাম গোলাম ক্রয় করলাম। আমার পিতা তার শিংগা লাগাবার যন্ত্রগুলো ভেংগে ফেললেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি এগুলো ভাংছেন কেন? জবাবে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুকুরের বিক্রয় মূল্য, রক্তের মূল্য (শিংগা লাগাবার পারিশ্রমিক), ব্যভিচারিণীর বিনিময় ও নর প্রাণী দ্বারা নারী প্রাণীর মিলনের বিনিময় গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন)।

১. ইব্ন আবী লায়লা (র)-এর নাম মুহাম্মদ ইব্ন আব্দির রাহমান। তিনি একজন সত্যবাদী কিন্তু দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী।

২. আল্লামা আইনী (র) বলেন, এ সমস্ত উলামা-ই কিরাম দ্বারা হাসান বছরী, রাবীআহ সামাদ ইব্ন আবী সুলায়মান, আওযাঈ শাফেঈ, আহমদ, দাউদ এক রিওয়ায়াত মুতাবিক ইমাম মালেক, (র) কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। ইব্ন কুদামাহ (র) বলেন, কুকুর বিক্রয় করা যে সর্বাবস্থায় বাতিল, এ ব্যাপারে কোন মাযহাবে কোন পার্থক্য নেই। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কুকুরে মূল্যকে মাকরূহ বলেন। আর হযরত জাবির (রা) শুধু শিকারী কুকুরের মূল্য গ্রহণ করার অনুমতি প্রদান করেন। আতা ও নখই (র) ও এমত পোষণ করেন।

৩. আল্লামা আইনী (র) বলেন, এসব উলামা-ই কিরাম দ্বারা আতা ইব্ন আবী রাবাহ, ইব্রাহীম নাখই, আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ ও ইব্ন কানানা (র) প্রমুখ উদ্দেশ্য।

বিক্রয়মূল্য গ্রহণ করায় কোন অসুবিধা নেই। প্রথম মতের অনুসারীদের বিরুদ্ধে তারা যে দলীল পেশ করেন তা হলো, আমাদের ঐসব রিওয়ায়াত যার মধ্যে একথা রয়েছে যে, এক সময় সর্ব প্রকার কুকুর হত্যা করার নির্দেশ ছিল। কোন ধরনের কুকুর রাখা জায়িয ছিলনা। আর সে সময় কুকুর বিক্রয় করা জায়িয ছিলনা এবং তার বিক্রয় মূল্যও হালাল ছিলনা। আর এ বিষয়ে যে মত হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তা হলো ঃ

٥٢٦٩- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ كُلِّهَا فَاَرْسَلَ فِيْ اَقْطَارِ الْمَدِيْنَةِ اَنْ تُقْتَلَ -

৫২৬৯. ফাহ্‌দ বলেন, ... নাফে' হযরত ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে সর্ব প্রকার কুকুর হত্যা করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি মদীনার চতুর্পার্শে কুকুর হত্যার জন্য লোকও প্রেরণ করেন।[১]

٥٢٧٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَافِعًا صَوْتَهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ -

৫২৭০. ইউনুস বলেন ..... সালেম তার আব্বা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সকল কুকুর হত্যা করার জন্য উচ্চস্বরে নির্দেশ প্রদান করতে শুনলাম।[২]

٥٢٧١- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ -

৫২৭১. ইউনুস বলেন ..... হযরত ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ সকল কুকুর হত্যা করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন।[৩]

٥٢٧٢- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ بِنْتِ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَفَعَ الْعَنَزَةَ اِلٰى اَبِيْ رَافِعٍ فَاَمَرَهُ اَنْ يُقْتَلَ كِلَابُ الْمَدِيْنَةِ كُلُّهَا حَتّٰى اَفْضٰى بِهِ الْقَتْلُ اِلٰى كَلْبِ الْعَجُوْزِ فَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَتْلِهِ -

৫২৭২. ইব্‌ন মারযূক বলেন, ... হযরত আবূ রাফে' (রা)-এর কন্যা হযরত আবূ রাফে' (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ হযরত আবূ রাফে' (রা)-কে একটি বর্শা দিয়ে তাকে মদীনার সমস্ত

---

১. এ হাদীসের রাবী আবূ উসামা হাম্মাদ ইব্‌ন উসামা কুরাশী, কুফী একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। আর একই হাদীসে অন্য একজন রাবী উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার ইব্‌ন হাফ্‌স ইব্‌ন আসিম ইব্‌ন উমার ইবনুল খাত্তাব একজন ثقة রাবী। বুখারী ও ইব্‌ন আবী শায়বা (র) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

২. হাদীসটি বুখারী (র) বর্ণনা করেছেন।

৩. আল্লামা আইনী (র) বলেন, হাদীসটি ইমাম নাসায়ী বর্ণনা করেছেন।

কুকুর হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। এমন কি এই হত্যা তাঁকে এক বৃদ্ধার কুকুর পর্যন্ত নিয়ে পৌঁছাল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে সে কুকুরটি হত্যা করার নির্দেশ দিলেন।[১]

٥٢٧٣ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَصَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالاَ ثَنَا الْقَعْنَبِىُّ قَالاَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلاَءٍ عَنْ اَبِى الرِّجَالِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ اَمَرَنِىْ النَّبِىُّ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ فَخَرَجْتُ اَقْتُلُهَا لاَ اَرٰى كَلْبًا اِلاَّ قَتَلْتُهُ حَتّٰى اَتَيْتُ مَوْضَعَ كَذَا وَسَمَّاهُ فَاِذَا فِيْهِ كَلْبٌ يَدُوْرُ بِبَيْتٍ فَذَهَبْتُ اَقْتُلُهُ فَنَادَانِىْ اِنْسَانٌ مِنْ جَوْفِ الْبَيْتِ يَا عَبْدَ اللّٰهِ مَا تُرِيْدُ اَنْ تَصْنَعَ قُلْتُ اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اَقْتُلَ هٰذَا الْكَلْبَ قَالَتْ اِنِّىْ امْرَاَةٌ بِدَارٍ مُضَيْعَةٍ وَاِنَّ هٰذَا الْكَلْبَ يَطْرُدُ عَنِّىْ السِّبَاعَ وَيُؤْذِنُنِىْ بِالْجَائِىْ فَأْتِ النَّبِىَّ ﷺ فَاذْكُرْ لَهُ ذٰلِكَ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَاَمَرَنِىْ بِقَتْلِهِ ـ

৫২৭৩. আবূ বকরা ও মুহাম্মদ খুযায়মা বলেন ..... সালেম ইব্‌ন আব্দিল্লাহ হযরত আবূ রাফে' হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে কুকুর হত্যা করার জন্য নির্দেশ দিলেন। আমি হত্যা করার জন্য বের হলাম, কোন কুকুর দেখলেই আমি তা হত্যা করতাম, এমনকি হত্যা করতে করতে অমুক স্থানে এলাম, যার নাম তিনি উল্লেখ করেছিলেন। সেখানে এসে দেখি একটি কুকুর ঘরের নিকট দিয়ে ঘুরছে। আমি সেটাকে হত্যা করতে উদ্যত হলেই ঘরের ভিতর হতে একজন মানুষ চিৎকার দিয়ে বললো, হে আল্লাহ্‌র বান্দা তুমি কি করতে চাচ্ছ? আমি বললাম, আমি এই কুকুরটি হত্যা করতে চাচ্ছি। তখন সে বললো, আমি একজন মহিলা এক ফাঁকা বাড়ীতে বসবাস করি, এই কুকুরই হিংস্র পশু তাড়ায় এবং কোন আগন্তুক সম্পর্কে আমাকে অবগত করে। তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গিয়ে আমার এ অবস্থার কথা তাঁর নিকট আলোচনা কর। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গিয়ে তার অবস্থার কথা আলোচনা করার পরও তিনি আমাকে সেটা হত্যা করার নির্দেশ দিলেন।

٥٢٧٤ـ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيْفَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَوْلاَ اَنَّ الْكِلاَبَ اُمَّةٌ مِنَ الْاُمَمِ لَاَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوْا مِنْهَا كُلَّ اَسْوَدَ بَهِيْمٍ ـ

---

১. এ হাদীসের রাবী হারুন ইব্‌ন ইসমাঈল আল খায্‌যায, বিসরী একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। আর এই একই হাদীসের অন্য একজন রাবী আলী ইবনুল মুবারাক তিনিও একজন ثقه রাবী।

প্রকাশ থাকে যে, সম্ভবত: হযরত আবূ রাফে' (রা)-এর এ কন্যার নাম সালমা বিনত আবী রাফে', হাফেজ, হযরত আবূ রাফে (রা) এর জীবনীতে তার ঐসকল সন্তানদের মধ্যে তার উল্লেখ করেছেন, যারা তার নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আমার নিকট যে সব গ্রন্থ রয়েছে, তার মধ্যে তাঁর জীবনীতে তার নাম আমি পাইনি।

আল্লামা আইনী এখানে ভুল করেছেন, তিনি তাঁর শরাহ গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত আবূ রাফে (রা)-এর কন্যার নাম সালমা, আবূ দাউদ তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজাহ তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। কারণ সুনান গ্রন্থকারগণ যার থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি হলেন আবূ রাফে (রা)-এর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আযাদ করা বাঁদী, হযরত সালমা (রা)।

৫২৭৪. আলী ইব্‌ন শায়বা বলেন, ... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্ফাল (রা) হতে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেন, কুকুর যদি আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বিশেষ না হত তবে আমি অবশ্যই তা হত্যা করার নির্দেশ দিতাম। অতএব তোমরা সম্পূর্ণ কালো বর্ণের কুকুর হত্যা কর।

٥٢٧٥- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمْرٍو وَعَنْ اَبِيْ سَلْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَاعَدَ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ سَاعَةٍ يَأْتِيْهِ فِيْهَا فَذَهَبَتِ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَاِذَا جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَدْخُلَ الْبَيْتَ قَالَ اِنَّ فِي الْبَيْتِ كَلْبًا وَاَنْ لَا نَدْخُلَ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا حَوْرَةٌ فَاَمَرَ رَسُوْلُ ﷺ بِالْكَلْبِ فَاُخْرِجَ ثُمَّ اَمَرَ بِالْكِلَابِ اَنْ تُقْتَلَ -

৫২৭৫. ফাহ্‌দ বলেন, ... আবূ [illegible] হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন। একবার হযরত জিবরাঈল (আ) নবী ﷺ-এর সহিত তাঁর নিক[illegible] আগমন করবেন বলে ওয়াদা করেছিলেন, কিন্তু প্রতিশ্রুত সময়টি শেষ হবার পরও তিনি আগমন করলেন না। অতঃপর নবী ﷺ বের হলে হঠাৎ দরজার নিকট জিবরাঈল (আ)-এর সহিত সাক্ষাত হলো। তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ঘরে প্রবেশ করতে আপনাকে কিসে বিরত রেখেছে। জবাবে তিনি বললেন, ঘরে কুকুর ছিল এবং যে ঘরে কুকুর থাকে সে ঘরে আমরা প্রবেশ করিনা। আর সে ঘরেও প্রবেশ করিনা, যে ঘরে ছবি থাকে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুকুর বের করে দেয়ার নির্দেশ দিলে বের করে দেয়া হলো। তারপর তিনি কুকুর হত্যা করার নির্দেশ দিলেন।

٥٢٧٦- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحِ الْوُحَاظِيُّ قَالَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى كَثِيْرٍ اَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ اَخْبَرَهُ اَنَّ سُفْيَانَ بْنَ اَبِيْ زُهَيْرٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَمْسَكَ الْكَلْبَ فَاِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ -

৫২৭৬. হুসাইন ইব্‌ন নাস্‌র বলেন, ... সুফিয়ান ইব্‌ন আবী যুহাইর বলেন, তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কুকুর রাখবে, তার আমল হতে প্রতি দিন এক ক্বীরাত পরিমাণ হ্রাস পাবে।

আবূ জা'ফর (র) বলেন ঃ এ হলো কুকুরের হুকুম যে, তাকে হত্যা করতে হবে। তাকে ঘরে রাখা ও তা দ্বারা উপকৃত হওয়া হালাল নয়। আর কুকুর দ্বারা যখন উপকৃত হওয়া ও ঘরে রাখা হারাম, সেক্ষেত্রে তার বিক্রয় মূল্যও হারাম।

যদি নবী ﷺ কুকুরের বিক্রয় করা মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করে থাকেন, তবে পরবর্তীতে তা মানসূখ ও রহিত করা হয়েছে। এবং কুকুর দ্বারা উপকৃত হওয়া জায়িয করা হয়েছে। আর এ সম্পর্কে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٥٢٧٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ اَبِيْ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اِبْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا اِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا بِالصَّيْدِ اَوْ كَلْبَ مَشِيَةٍ فَاِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ اَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ -

৫২৭৭. আলী ইব্ন মা'বাদ বলেন, ... সালেম ইব্ন আব্দিল্লাহ্ বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর কিংবা গবাদি পশু প্রহরার জন্য পালিত কুকুর ব্যতীত অন্য কোন কুকুর পালন করবে, প্রতিদিন তার ছাওয়াব হতে দু'ক্বীরাত্ পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে।

٥٢٧٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا اِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ اَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ -

৫২৭৮. ইউনুস বলেন, ... সালেম তাঁর আব্বা ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর কিংবা গবাধি পশু প্রহরার জন্য নিয়োজিত কুকুর ব্যতীত অন্য কোন কুকুর পালন করবে, তার আমল হতে প্রতিদিন দু'ক্বীরাত পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকবে।

٥٢٧٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

৫২৭৯. ইউনুস বলেন, নাফে হযরত উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٥٢٨٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَارِمٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

৫২৮০. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক বলেন, ... নাফে' হযরত ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٥٢٨١- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৫২৮১. ফাহদ বলেন, ... নাফে' নিজস্ব সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন তবে (দু-ক্বীরাতের স্থলে) এক ক্বীরাত এর উল্লেখ করেছেন।

٥٢٨٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّىُّ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৫২৮২. আবূ বিশ্‌র রকী বলেন, ... হযরত ইব্ন উমার (রা) নবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٥٢٨٣- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ اِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ اَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ -

৫২৮৩. রাওহ ইবনুল ফারাজ বলেন, ... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন দীনার হযরত ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শিকারী কুকুর ও চতুষ্পদ প্রাণী প্রহরার জন্য নিয়োজিত কুকুর ব্যতীত অন্য সব কুকুর হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

٥٢٨٤- حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ رَافِعًا صَوْتَهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَكَانَتِ الْكِلَابُ تُقْتَلُ اِلاَّ كَلْبُ صَيْدٍ اَوْ مَاشِيَةٍ -

৫২৮৪. বাহ্র ইব্ন নাস্র বলেন, ... সালেম ইব্ন আব্দিল্লাহ্ তার পিতা হতে বর্ণনা করেন", তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে উচ্চ স্বরে কুকুর হত্যা করার জন্ন নির্দেশ প্রদান করতে শুনেছেন। আর তখন শিকারী কুকুর ও চতুষ্পদ প্রাণী পাহারা দেয়ার জন্য নিয়োজিত কুকুর ব্যতীত অন্য সব কুকুর হত্যা করা হত।

ইব্ন শিহাব (রা) বলেন ঃ সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এমন কুকুর পালন করবে, যা না তো শিকারী কুকুর, না চতুষ্পদ প্রাণীর পাহারায় নিয়োজিত, আর না তা জমীন পাহারার জন্য নিয়োজিত, প্রতিদিন তার ছাওয়াব হতে দু'ক্বীরাত হ্রাস পাবে।

٥٢٨٥- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ هٰرُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْحَكَمِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا غَيْرَ كَلْبِ زَرْعٍ وَلاَصَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهٖ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ -

৫২৮৫. হুসাইন ইব্ন নাস্র বলেন, ... আবূল হাকাম,[১] হযরত ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এমন কুকুর পালন করে, যা ক্ষেত প্রহরার জন্য নয় এবং শিকার করার জন্যও নয়, তার আমল হতে প্রতিদিন দু'ক্বীরাত হ্রাস পায়।

٥٢٨٦- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ قَالَ ثَنَا مُوْسٰى عَنْ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اِلاَّ كَلْبًا ضَارِيًا اَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ -

৫২৮৬. হুসাইন ইব্ন নাস্র বলেন, ... নাফে' হযরত ইব্ন উমার (রা) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেন, তবে তিনি غير كلب زرع ولاصيد এর স্থলে اِلاَّ كَلْبًا ضَارِيًا اَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ব্যবহার করেছেন।

٥٢٨٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ بُجَيْرِ بْنِ بُجَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ الْكِلَابَ فَقَالَ مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ قَنْصٍ اَوْ كَلْبِ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ اَجْرِهٖ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطُ -

---

১. আল্লামা নববী (র) বলেন, 'আবুল হাকাম'-এর নাম হলো আব্দুর রহমান ইব্‌ন-আবী নুআইম আল বাজলী। হাফেজ তাঁর তাহযীব গ্রন্থে আবুল হাকেম ইমরান ইবনুল হারেস সুলামী কুফীর জীবনী প্রসংগে বলেন, আল্লামা নববী নিশ্চিতভাবে বলেন, তিনিই আব্দুর রহমান ইব্ন আবী নুআইম আল বাজলী। আর আব্দুল গনী ইব্ন সাঈদ বলেন, হাকাম যিনি ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন এবং তার থেকে কাতাদা বর্ণনা করেন, তিনি হলেন বাজলী। আর যদি ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন এবং তার থেকে হুসাইন ও সালামা ইব্ন কুহাইল বর্ণনা করেন, তিনি হলেন সুলামী।

৫২৮৭. ইব্ন আবী দাঊদ বলেন, ... বুজাইর ইব্ন আবী বুজাইর হযরত আব্দুলাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুকুরের আলোচনা করলেন, অতঃপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি এমন কুকুর পুষবে, যা না শিকারী কুকুর আর না চতুষ্পদ প্রাণী পাহারায় নিয়োজিত, প্রতিদিন তার ছাওয়াব হতে এক ক্বীরাত হ্রাস পাবে।[১]

٥٢٨٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَلْمَةَ وَغَيْرِهٖ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْكِلاَبِ وَقَالَ لاَيَتَّخِذُ الْكِلاَبَ اِلاَّ صَيَّادُ اَوْخَائِفُ اَوْ صَاحِبُ غَنَمٍ -

৫২৮৮. ইব্ন আবী দাঊদ বলেন, ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুকুর পুষতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, শিকারী, ভীত ব্যক্তি এবং মেষ পালক ব্যতীত অন্য কেউ যেন কুকুর পালন না করে।

٥٢٨٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَمْسَكَ كَلْبًا فَاِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهٖ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطُ اِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ اَوْ مَاشِيَةٍ -

৫২৮৯. সুলায়মান ইব্ন শুআইব বলেন, ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি কুকুর পালন করে, প্রতিদিন তার আমল হতে এক ক্বীরাত হ্রাস পায়। অবশ্য যে ব্যক্তি ক্ষেত কিংবা চতুষ্পদ প্রাণী পাহারার জন্য পালন করে (তার আমল হ্রাস পায়না)।

٥٢٩٠- حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ لَهِيْعَةَ اَنَّ اَبَا الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَأَلَ جَابِرًا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ الْكِلاَبِ شَيْئًا قَالَ اَمَرَ بِقَتْلِهِنَّ ثُمَّ اَذِنَ لِطَوَائِفَ -

৫২৯০. বাহ্‌র ইব্ন নাস্‌র বলেন, ... আবুয্ যুবাইর একবার হযরত জাবির (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, নবী ﷺ কি কুকুর পালন করা সম্পর্কে কিছু বলেছেন। জবাবে তিনি বললেন, তিনি হত্যা করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। অতঃপর তিনি কয়েক শ্রেণীর কুকুর পালন করার অনুমতি দিয়েছেন।

٥٢٩١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ التَّيَّاحِ عَنْ مَطْرَفٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ ثُمَّ قَالَ مَالِىْ وَلِلْكِلاَبِ ثُمَّ رَخَّصَ فِىْ كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِىْ كَلْبٍ اٰخَرَ نَسِيَهُ سَعِيْدُ -

---

১. আল্লামা আইনী বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর হতে বর্ণিত হাদীসটি ইব্রাহীম ইব্ন আবী দাঊদ ধারাবাহিকভাবে উমাইয়্যা ইব্ন বিসতাম আল বিসরী, ইয়াযীদ ইব্ন যুরাই, রাওহ ইবনুল কাসেম, আত্তামীমী, আল আম্বরী ইসমাইল ইব্ন উমাইয়্যা আমর ইব্ন সাঈদ, ইবনুল আছ-আল-মককী, বুজাইর ইব্ন আবীল বুজাইর আল হিজাযী আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আম্‌র (রা) হতে বর্ণনা করেছেন।

৫২৯১. আবূ বকরা বলেন, ... হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুকুরসমূহ হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। তারপর তিনি বলেন, আমার ও কুকুরের সহিত কি বিরোধ? তার পর তিনি শিকারী কুকুর ও অন্যান্য কুকুর পালন করার অনুমতি প্রদান করেন। অন্যান্য কুকুর যে কোন্ কুকুর, সে কথা (রাবী) সাঈদ ভুলে গেছেন।[১]

٥٢٩٢ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانُ قَالَ ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خَصِيْفَةَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ السَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّ سُفْيَانَ بْنَ اَبِيْ زُهَيْرِ الشَّنَائِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا لَا يُغْنِيْ عَنْهُ فِيْ ضَرْعٍ وَلَا زَرْعٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ قَالَ فَقَالَ السَّائِبُ لِسُفْيَانَ اَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِيْ وَرَبِّ الْقِبْلَةِ ـ

৫২৯২. মুহাম্মদ ইব্ন নু'মান বলেন, ... সুফিয়ান ইব্ন আবী যুহাইর আশ্বানায়ী বলেন, তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি এমন কুকুর পালন করবে, যা না উট, গরু পাহারা দিয়ে দু'টির কোন উপকার করে আর না (ক্ষেত পাহারা দিয়ে) ক্ষেতের কোন উপকার করে, প্রতিদিন তার আমল হতে এক ক্বীরাত হ্রাস পাবে। তখন সা-ইব, সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি একথা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, অবশ্যই, কিবলার রব এর কসম করে বলছি।

٥٢٩٣ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنْ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৫২৯৩. ইউনুস বলেন, ... ইয়াযীদ ইব্ন খুসায়ফা নিজস্ব সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٢٩٤ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خُصَيْفَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ السَّائِبِ لِسُفْيَانَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ـ

৫২৯৪. ইব্ন আবী দাউদ[২] বলেন, ... ইয়াযীদ ইব্ন খুসায়ফা নিজস্ব সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অবশ্য তিনি সুফিয়ানকে 'সা-ইব' যে প্রশ্ন করেছিলেন যে, আপনিই কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে শুনেছেন? একথা তিনি উল্লেখ করেননি।

আবূ জা'ফর (র) বলেন, কুকুর পালন করা নিষিদ্ধ হবার পর যখন তা পালন করার বৈধতা প্রমাণিত হলো এবং স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ দ্বারা এর বৈধতা ঘোষণা করেছেন, সে ক্ষেত্রে আমরা বিষয়টি ঐ বস্তুর হুকুমের উপর কিয়াস করেছি, যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। আমরা দেখেছি যে বস্তু দ্বারা উপকার লাভ করা যায়, শরীয়তে তার হুকুম কি, শরীয়তে কি তা বিক্রয় করা জায়িয? এবং তার বিক্রয় মূল্য কি হালাল, না হালাল নয়? আমরা গৃহপালিত গাধার হুকুমের লক্ষ্য করেছি। তার গোস্ত আহার

১. এ হাদীসের রাবী সাঈদ ইব্ন আমের দুবাঈ, তার কুনিয়াত আবূ মুহাম্মদ, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাবী।

২. আল্লামা আইনী (র) 'আননুখাব' গ্রন্থে বলেন, সুফিয়ান এর হাদীসে তৃতীয় সূত্র হলো, ধারাবাহিকভাবে, ইব্রাহীম ইব্ন আবী দাউদ, সাঈদ ইবনুল হাকাম যিনি ইব্ন আবী মারয়াম বলে অধিক পরিচিত এবং তিনি বুখারী (র)-এর শাইখ, ও মুহাম্মদ ইব্ন আবী কাসীর আনসারী।

করাতো নিষিদ্ধ কিন্তু তার উপার্জিত মাল হালাল এবং তার দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ। যখন গাধা বিক্রয় করা জায়িয এবং তার বিক্রয় মূল্য হালাল, তখন কুকুরের হুকুমও অনুরূপ হওয়া যুক্তিসঙ্গত। যখন তা দ্বারা উপকৃত হওয়া জায়িয তখন তার বিক্রয় মূল্যও হালাল হবে। আর তার বিক্রয় মূল্য হারাম হবার ব্যাপারে যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তা ঐ সময়ের জন্য প্রযোজ্য যখন তা দ্বারা উপকৃত হওয়া হারাম ছিল। পরবর্তীতে তার দ্বারা উপকৃত হওয়া জায়িয হবার ব্যাপারে যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তা একথাই প্রমাণ করে যে, কুকুর বিক্রয়ের মূল্যও হালাল। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মত। আর এ বিষয়ে ।

٥٢٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ الْفِرْيَابِىُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ سَلْمٰى اُمِّ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَتْ جَاءَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَاَذِنَ لَهُ فَاَبْطَأَ فَاَخَذَ رِدَاءَهُ فَخَرَجَ فَقَالَ قَدْ اَذِنَّا لَكَ قَالَ اَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَلَا كَلْبٌ فَنَظَرُوْا اِذَا فِىْ بَعْضِ بُيُوْتِهِمْ جَرْوٌ فَاَمَرَ اَبَا رَافِعٍ اَنْ لَا يَدَعَ كَلْبًا بِالْمَدِيْنَةِ اِلَّا قَتَلَهُ فَاِذَا بِامْرَأَةٍ فِىْ نَاحِيَةِ الْمَدِيْنَةِ لَهَا كَلْبٌ يَحْرِسُ غَنَمَهَا قَالَ فَرَحِمْتُهَا فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَاَمَرَنِىْ فَقَتَلْتُهُ فَاَتَاهُ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاذَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ الَّتِىْ اَمَرْتَنَا بِقَتْلِهَا قَالَ فَنَزَلَتْ يَسْأَلُوْنَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ -

৫২৯৫. আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন মারয়াম বলেন, ... সালমা উম্মু রাফে' হযরত আবূ রাফে (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে আগমন করে অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাকে অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু তিনি ভিতরে প্রবেশ করতে বিলম্ব করেন।" তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর চাদর নিয়ে বের হয়ে তাকে বলেন, "আমরা তো আপনাকে অনুমতি দিয়েছি।" তিনি বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু আমরা এমন ঘরে প্রবেশ করিনা, যেখানে ছবি থাকে, আর এমন ঘরেও প্রবেশ করিনা, যেখানে কুকুর থাকে। অতঃপর তাঁরা দেখতে লাগলেন, কুকুর কোথায় আছে, হঠাৎ দেখা গেল, তাঁদের একটি ঘরে কুকুরের বাচ্চা রয়েছে। অতঃপর তিনি হযরত আবূ রাফে' (রা)-কে নির্দেশ দিলেন, মদীনার যেখানেই কুকুর পাবে হত্যা করবে। ইতিমধ্যে মদীনার এক পার্শ্ববর্তী এলাকায় একজন মহিলার একটি কুকুর পাওয়া গেল, কুকুর মহিলার ছাগল পাহারা দিত। হযরত আবূ রাফে (রা) বলেন, তার প্রতি আমার করুণা হলো অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তার কুকুরটিও হত্যা করতে বললেন, আমি তার কুকুরটিও হত্যা করলাম। তারপর কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যে প্রাণী গোষ্ঠী আপনি হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন, তা কি আমাদের জন্য জায়িয আছে? রাবী বলেন, অতঃপর এই আয়াত

নাযিল হলো, يَسْأَلُوْنَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ, অর্থাৎ তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তাদের জন্য কি হালাল? আপনি বলুন, তোমাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল করা হয়েছে এবং যে সব শিকারী জন্তুকে তোমরা প্রশিক্ষণ দান কর।[১]

٥٢٩٦- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٰنَ الْجُعْفِيُّ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا ابْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُوْسَى بْنُ عُبَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ سَلْمٰى أُمِّ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ قَالَ لَمَّا اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ اَتَاهُ نَاسٌ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ الَّتِيْ اَمَرْتَ بِقَتْلِهَا فَنَزَلَتْ يَسْأَلُوْنَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ -

৫২৯৬. রাওহ ইব্নুল ফারাজ বলেন, ... উম্মুরাফে হযরত সালমা হযরত আবূ রাফে (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কুকুর হত্যা করার জন্য নির্দেশ দিলেন, তখন তাঁর নিকট কিছু লোক এসে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ﷺ এই প্রাণী গোষ্ঠী হতে আমাদের জন্য কী হালাল, যাকে আপনি হত্যা করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন? তখন নাযিল হলোঃ

يَسْأَلُوْنَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ -

উল্লেখিত এ হাদীসেও পূর্বে বর্ণিত হাদীসসমূহের ন্যায় বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুকুর হত্যা করার নির্দেশ দেবার পর পুনরায় তা পালন করা বৈধ করেছেন। আর এ হাদীসের মধ্যে কুকুরের বিক্রয় মূল্য বৈধ হবার ব্যাপারে যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার চেয়ে অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে। কারণ এ হাদীসে কুকুর হারাম ঘোষিত হবার পর এই আয়াত নাযিল হবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ আয়াত শিকারী কুকুর পালনকরাকে পুনরায় হালাল ঘোষণা করেছে। আর শিকারী কুকুর পালন করা যখন হালাল হয়েছে তখন তা সে সব বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যা রাখা হালাল, তার বিক্রয় করা মূল্য মুবাহ এবং তা কেউ নষ্ট করে ফেললে নষ্টকারীকে তার ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য দায়ী করা হয়। আর এ বিষয়টি নবী ﷺ-এর পরবর্তী উলামা কিরাম হতেও বর্ণিত হয়েছে ঃ

٥٢٩٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَضٰى فِيْ كَلْبِ صَيْدٍ قَتَلَهُ رَجُلٌ بِاَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا وَقَضٰى فِيْ كَلْبِ مَاشِيَةٍ بِكَبْشٍ -

৫২৯৭. ইউনুস বলেন, ... হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত, একবার এক ব্যক্তি একটি শিকারী কুকুর হত্যা করলে তিনি চল্লিশ দিরহামের ফায়সালা করেছিলেন। আর এ চতুষ্পদ জন্তু পাহারার জন্য নিয়োজিত কুকুর হত্যার বিনিময়ে একটি ভেড়া দেয়ার ফায়সালা দিয়েছিলেন।

---

১. এ হাদীসের রাবী মূসা ইব্ন উবায়দা, যিনি কা'কা হতে বর্ণনা করেছেন, আইনীর এক নুসখায়ও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এ মূসা ইব্ন উবায়দা ও কা'কা এর মাঝে অন্য একজন রাবী আবান ইব্ন ছালেহ সনদ হতে পড়ে গেছেন।

٥٢٩٨- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ اِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ -

৫২৯৮. ফাহ্দ বলেন, ... আবূয-যুবাইর হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি শিকারী কুকুর ব্যতীত অন্য সব কুকুর ও বিড়ালের বিক্রয় মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

কিন্তু হযরত জাবির (রা) হতে পূর্বে এ বিষয়ে বর্ণনা করেছি, তিনি নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি কুকুরের মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু কোন্ ধরনের কুকুরের মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন তার ব্যাখ্যা তিনি প্রদান করেননি। তবে তার ব্যাখ্যা প্রদান না করায় দু'কারণে কোন ক্ষতি হবেনা। (যে কুকুরের মূল্য গ্রহণ করতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন) হয় তা দ্বারা ঐসব কুকুর উদ্দেশ্য, যা দ্বারা কোন উপকার হয়না। অথবা সর্ব প্রকার কুকুরই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু পরে হযরত জাবির (রা)-এর নিকট শিকারী কুকুর হত্যা করা মানসূখ হবার কথা প্রমাণিত হয়েছে। অতএব তিনি এ হাদীসে শিকারী কুকুরকে নিষিদ্ধ কুকুর হতে বাদ দিয়েছেন।

٥٢٩٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ لاَبَأْسَ بِثَمَنِ الْكَلْبِ السَّلُوْقِىِّ -

৫২৯৯. ইব্ন আবী দাঊদ বলেন, ... জাবির, আতা (র) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সালূকী কুকুরের মূল্য গ্রহণ করায় কোন ক্ষতি নেই।

এই যে হযরত আতা এ হাদীসে তো একথা বলছেন, অথচ তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর মাধ্যমে নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন ঃ ان ثمن الكلب من السحت অর্থাৎ কুকুরের বিক্রয় মূল্য হারাম। এটা ঐ অর্থই প্রমাণ করে, যা আমরা হযরত জাবির (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছি।

٥٣٠٠- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّهُ قَالَ اِذَا قُتِلَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ فَاِنَّهُ يُقَوَّمُ قِيْمَتُهُ فَيَغْرِمُهُ الَّذِىْ قَتَلَهُ -

৫৩০০. ইব্ন আবী দাঊদ বলেন, ... উক্বাইল হযরত ইব্ন শিহাব (র) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন কোন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর হত্যা করা হবে তখন তার মূল্য নির্ণয় করা হবে এবং যে ব্যক্তি হত্যা করেছে সে তার ক্ষতিপূরণ করবে।

এই যে ইমাম যুহরী তো এখন একথা বলছেন, অথচ তিনিই আবূ বকর ইব্ন আব্দির রাহমান এর মাধ্যমে নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, اِنَّ ثَمَنَ الْكَلْبِ سُحْتٌ। অর্থাৎ কুকুরের বিক্রয় মূল্য হারাম। অতএব এ হাদীসের ঐ ব্যাখ্যাই প্রযোজ্য যা হযরত জাবির (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

٥٣٠١- حَدَّثَنَا بَحْرٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سُلَيْمٰنُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانِ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ كَانَ يُقَالُ يَجْعَلُ فِى الْكَلْبِ الضَّارِىْ اِذَا قُتِلَ اَرْبَعُوْنَ دِرْهَمًا -

৫৩০১. বাহর বলেন, ... মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইব্‌ন হাব্বান আল আনসারী বলেন, একথা সকলের মধ্যে আলোচিত হত যে, যখন কোন শিকারী কুকুর হত্যা করা হত, তখন তার বিনিময়ে চল্লিশ দিরহাম পরিশোধ করার সিদ্ধান্ত দেয়া হত।

٥٣٠٢- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ لاَبَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ -

৫৩০২. ফাহ্‌দ বলেন, ... মুগীরা ইব্রাহীম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, শিকারী কুকুরের বিক্রয় মূল্য গ্রহণ করায় কোন ক্ষতি নেই।

١٢- بَابُ اِسْتِقْرَاضِ الْحَيْوَانِ

১২. অনুচ্ছেদ ঃ জীব-জন্তু ঋণ গ্রহণ প্রসঙ্গ

٥٣٠٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بِكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ اِبِلٌ مِنْ اِبِلِ الصَّدَقَةِ فَاَمَرَ اَبَا رَافِعٍ اَنْ يَقْضِىَ الرَّجُلَ بِكْرَهُ فَرَجَعَ اِلَيْهِ اَبُوْ رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ اَجِدْ فِيْهَا اِلاَّ جَمَلاً خِيَارًا رَبَاعِيًا فَقَالَ اَعْطِهِ اِيَّاهُ اَنَّ خِيَارَ النَّاسِ اَحْسَنُهُمْ قَضَاءً -

৫৩০৩. ইউনুস বলেন, ... আতা ইব্‌নে ইয়াসার হযরত আবূ রাফে' (রা) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তির নিকট হতে একটা যুবক উট ঋণ গ্রহণ করলেন। অতঃপর সদকার উট আসলে তিনি হযরত আবূ রাফে' (রা)-কে ঐ ব্যক্তির যুবক উটটা পরিশোধ করার জন্য নির্দেশ দিলেন। হযরত আবূ রাফে' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ফিরে এসে বললেন, তাঁর উটের চেয়ে চার দাঁত বিশিষ্ট উত্তম ব্যতীত (তার উটের মত) উট তো পাইনি। তখন তিনি বললেন, তুমি তা-ই তাকে দিয়ে দাও। উত্তম ব্যক্তি সে-ই, যে পরিশোধ করার দিক থেকে উত্তম।

٥٣٠٤- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَارٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَيْنٌ فَتَقَاضَاهُ فَاَغْلَظَ عَلَيْهِ فَاَقْبَلَ عَلَيْهِ اَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ وَهَمُّوْابِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ذَرُوْهُ فَاِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً اشْتَرُوْالَهُ سِنًّافَاَعْطُوْهُ اِيَّاهُ فَاِنَّ خَيْرَكُمْ اَوْمِنْ خَيْرِكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً -

৫৩০৪. হুসাইন ইব্‌ন নাস্‌র বলেন, ... সালামা ইব্‌ন আব্দির রাহমান হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপর এক ব্যক্তির ঋণ ছিল। লোকটি তাঁর নিকট তার ঋণ পরিশোধের জন্য দাবী জানালো এবং তাঁর সহিত কঠিন ভাষা ব্যবহার করল। ফলে সাহাবা-ই কিরাম লোকটির দিকে অগ্রসর হলেন এবং তাকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাকে তোমরা ছেড়ে দাও।

পাওনাদারের কিছু বলার অধিকার আছে। তার জন্য একটা উট ক্রয় করে আন এবং তাকে প্রদান কর। তারা এসে বললেন, আমরা তার উট অপেক্ষা উত্তম উট ব্যতীত তো পাইনা? তিনি বললেন, তা-ই ক্রয় করে আন এবং তাকে প্রদান কর। তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সে-ই, যে উত্তম রূপে পরিশোধ করে।

٥٢٠٥- حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ هٰرُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ سَلْمَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ اِلاَّ اَنَّهُ لَمْ يَقُلْ اِشْتَرَوْا لَهُ وَقَالَ اُطْلُبُوْا -

৫৩০৫. হুসাইন বলেন, ... সালামা তার সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, তবে তার বর্ণনায় اشتروا এর স্থানে اُطلبوا রয়েছে।

আলোচনা

আবূ জা'ফর বলেন ঃ উলামা-ই কিরামের একটি দল[১] জীব-জন্তুর ঋণ করা জায়িয আছে বলে মত প্রকাশ করেন। আর এ ব্যাপারে তারা উল্লেখিত এসব হাদীস প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। অপর পক্ষে উলামা-ই কিরামের অন্য একটি দল[১] এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তারা বলেন, জীব-জন্তুর ঋণ গ্রহণ করা জায়িয নয়। তারা বলেন, উল্লেখিত হাদীসের মাধ্যমে যে জীব-জন্তুর ঋণ জায়িয বলে প্রমাণ পাওয়া যায়, হতে পারে এটা সুদ হারাম হবার পূর্বের ঘটনা। পরবর্তীতে যখন সুদ হারাম করা হয়, তখন এমন সব ঋণও হারাম করা হয় যা দ্বারা কোন উপকার ও ফায়দা হাসিল হয়। আর কেবল এমন সব বস্তুরই ঋণ গ্রহণ করা বৈধ হয় যার মিসল বা সদৃশ পাওয়া যায়। অতএব যার مثل নেই তার ঋণ গ্রহণও জায়িয নেই। সুদ হারাম ঘোষিত হবার পূর্বে জীব-জন্তুর বিনিময়ে জীবজন্তুর বাকী ক্রয়-বিক্রয় জায়িয ছিল। তাদের এ মতের দলীল হলো ঃ

٥٢٠٦- اَنَّ اِبْنَ اَبِيْ دَاؤُدَ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا الْخُصَيْبُ قَالاَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَهُ اَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الْاِبِلُ فَاَمَرَهُ اَنْ يَّأْخُذَ فِيْ قَلاَصِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَ يَأْخُذُ الْبَعِيْرَ بِالْبَعِيْرَيْنِ اِلٰى اِبِلِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ نُسِخَ ذٰلِكَ -

৫৩০৬. ইব্‌ন আবী দাউদ ও নাসর ইব্‌ন মারযূক নিজ নিজ সনদে বলেন, ... হযরত ইব্‌ন উমার (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে সেনাবাহিনীর জন্য জরুরী সামানপত্র প্রস্তুত করার জন্য নির্দেশ দিলেন। যানবাহনের উট শেষ হয়েছিল। তখন তিনি নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন সদকার যুবক উট দেবার ওয়াদায় যানবাহনের জন্য ঋণে উট গ্রহণ করেন। তখন হযরত ইব্‌ন উমার (রা) সাদকার উট আসা পর্যন্ত দু' উটের বিনিময়ে এক উট গ্রহণ করতে লাগলেন। তারপর এ হুকুম মানসূখ ও রহিত হয়ে যায়। এ ব্যাপারে আরো বর্ণিত হয়েছে।

---

১. আল্লামা আইনী বলেন, এসব উলামা-ই কিরাম দ্বারা আওযাঈ, সাইদ ইব্‌ন সা'দ, মালেক, শাফেঈ, আহমদ ও ইসহাক উদ্দেশ্য।

১. আল্লামা আইনী (র) বলেন, উলামা-ই কিরামের এ দলটি দ্বারা ছাওরী, হাসান ইব্‌ন ছালেহ, ইমাম আবূ হানীফা আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ এবং কূফার ফক্বীহগণ উদ্দেশ্য।

٥٣٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيُّ بْنُ مُحْرِزِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيْوَانِ بِالْحَيْوَانِ نَسِيْئَةً -

৫৩০৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহরিয বাগদাদী বলেন, ... ইকরামা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ একটি প্রাণীর বিনিময়ে একটি প্রাণী বাকী বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

٥٣٠٨- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ ثَنَا دَاؤُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَعْمَرٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৫৩০৮. ফাহ্‌দ বলেন, ... মা'মার তার সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٣٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ عَمَرِوْ بْنِ صَالِحِ الزُّهْرِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنِ سُلَيْمٰنَ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ اَبِيْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَرٰى بَأْسًا بِبَيْعِ الْحَيْوَانِ بِالْحَيْوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ وَيَكْرَهُهُ نَسِيْئَةً -

৫৩০৯. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ আস সায়রাফী বলেন, ... আবূ যুবাইর হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রাণীর বিনিময়ে প্রাণী একটির বিনিময়ে দু'টি বিক্রয় করায় কোন অসুবিধা মনে করতেন না। তবে বাকী বিক্রয় পসন্দ করতেন না।[১]

٥٣١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ سَالِمِ الصَّائِغِ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ وَاِبْرَاهِيْمِ بْنِ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِيْنَارِ الطَّاحِيُّ قَالَ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدِ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيْوَانِ بِالْحَيْوَانِ نَسِيْئَةً -

৫৩১০. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন সালেম, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন খুশাইশ ও ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ আছ-ছায়রাফী বলেন, ... যিয়াদ ইব্‌ন জুবাইর হযরত ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। নবী ﷺ জীবকে জীবের বিনিময়ে বাকী বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

٥٣١١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৫৩১১. ইব্‌ন আবী দাঊদ বলেন, ... হাসান হযরত সামুরা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি নবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

---

১. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাককে ইব্‌ন হাব্বান ثقة রাবীদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

٥٣١٢- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৫৩১২. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক, বলেন, ... সামুরা (রা) নবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٣١٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ قَالَ ثَنَا مُسْلِمُ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৫৩১৩. আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন খুশাইশ বলেন, ... সামুরা (রা) হযরত নবী ﷺ অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবূ জাফর (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জীব-জন্তুর বিনিময়ে জীব-জন্তু বাকী বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করেছেন বলে আমরা যে হাদীস বর্ণনা করেছি এ হাদীস তার জন্য নাসিখও কিন্তু প্রথম মত পোষণকারী উলামা-ই কিরাম বলেন, এ হাদীস আমাদের জন্য কোন ক্ষতির কারণ নয়। আমরা দেখেছি গমের বিনিময়ে গম বাকী বিক্রয় করা যায়না। অথচ গম ঋণ দেয়া জায়িয আছে। ঠিক অনুরূপভাবে জীব-জন্তু একটা অন্য একটার বিনিময়ে বাকী বিক্রয় করা জায়িয নয়, কিন্তু ঋণ গ্রহণ করা জায়িয হবে।

প্রথম মত প্রদান করার ব্যাপারে যারা এই বক্তব্য পেশ করেন, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের দলীল হলো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রাণীকে প্রাণীর বিনিময়ে বাকী বিক্রয়ের ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেছেন, সেখানে যেমন এ সম্ভাবনা আছে যে, প্রাণীর কোন (প্রাণীর অনুরূপ প্রাণী) আছে বলে তিনি অবগত নন। এ কারণে তিনি নিষেধ করেছেন। আর প্রথম মত পোষণকারী দল গম বিক্রয় ও এর ঋণ গ্রহণের ব্যাপারে যে বক্তব্য পেশ করেছেন, সে সম্ভাবনাও আছে। যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রাণীকে প্রাণীর বাকী বিনিময়ে বিক্রয় করতে এ কারণে নিষেধ করে থাকেন যে, তার কোন مثل (অনুরূপ প্রাণী) নেই, তবে দ্বিতীয় মত পোষণকারী দলের মতই সঠিক প্রমাণিত হবে। আর যদি নিষেধাজ্ঞা এ কারণে হয়ে থাকে দুটোই এক শ্রেণীর আর এ কারণে একটা অন্যটার বিনিময়ে বাকী ক্রয়-বিক্রয় জায়িয নেই। তবে সেক্ষেত্রে প্রথম দলের মতের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দলের কোন দলীল প্রমাণিত হবেনা।

অতএব আমরা কিয়াস ও সঠিক যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেছি। আমরা কায়লী বস্তু দেখেছি যা পরস্পরে বাকী বিক্রয় করা জায়িয নেই। কিন্তু ঋণ হিসেবে লেনদেন করায় কোন ক্ষতি নেই। অনুরূপ ওযনী বস্তুর হুকুমও এ ব্যাপারে অনুরূপ, যেমন কায়লী বস্তুর হুকুম। অবশ্য সোনা চাঁদীর হুকুম এর চেয়ে ভিন্ন।

এছাড়া যে সব বস্তু কাস্তলী বা ওজনী নয়, যেমন কাপড় ও অনুরূপ বস্তু, এসব বস্তুর পারস্পরিক বিনিময় করায়ও কোন ক্ষতি নেই। যদিও একটি অপরটির বিনিময়ে অতিরিক্ত প্রদান করা হোক না কেন। আর এসব বস্তুর পরস্পর বাকী বিক্রয়ের ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, এইসব বস্তুর মধ্যে যা একই শ্রেণীভুক্ত হবে, তা বাকী বিক্রয় করা ঠিক নয়। আর বিভিন্ন শ্রেণীর হলে তা বাকী বিক্রয়ে কোন ক্ষতি নেই। যারা এ মত পোষণ করেন, তারা হলেন ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রা)।[1] অন্য একদল ফকীহ বলেন[2] যে, এ ধরনের বস্তু পরস্পরে নগদ ও বাকী বিক্রয় করায় কোন অসুবিধা নেই। চাই সে বস্তু একই শ্রেণীভুক্ত হোক কিংবা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর।

---

১. আল্লামা আইনী বলেন, এসব উলামা-ই কিরাম দ্বারা আতা, ইব্রাহীম নাখ্ঈ, ইব্‌ন সীরীন, ইকরিমা, খালিদ, মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যা, ছাওরী, ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ উদ্দেশ্য।

২. এ সমস্ত উলামা দ্বারা সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব, আওলাই, ইমাম শাফেঈ ও মালেক (র) উদ্দেশ্য।

প্রাণী ও জীব-জন্তু ব্যতীত অন্য যে সব বস্তু কায়েল করে, ওজন করে কিংবা সংখ্যায় গণনা করে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, এ হলো সে সব বস্তুর হুকুম, যা জীবজন্তু ব্যতীত, কায়েল করে, ওজন করে কিংবা গণনা করে বিক্রয় করা হয়। যেমন আমরা ব্যাখ্যা প্রদান করেছি। অতএব যে সব বস্তু কায়েল করে কিংবা ওজন করে বিক্রয় করা হয়না, তা এমন বস্তুর বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করায় কোন অসুবিধা নেই, যা তার শ্রেণীভুক্ত নয়। যদিও বিক্রয় দ্রব্য ও বিনিময় দ্রব্য দুটোই কাপড় হয়। অথচ, প্রাণী ও জীব-জন্তু ভিন্ন শ্রেণীর হলেও তা একটার বিনিময়ে অন্যটা বাকী বিক্রয় করা জায়িয নয়। আর এ কারণেই উটের বিনিময়ে গোলাম বিক্রয় করা জায়িয নয়। আর ছাগলের বিনিময়েও জায়িয নয়। যদি বিক্রয় দ্রব্য বিনিময় দ্রব্য একই শ্রেণীভুক্ত হবার কারণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের বাকী ক্রয়-বিক্রয় করা নিষেধ করে থাকতেন তবে এক শ্রেণীভুক্ত না হবার কারণে গাভীর বিনিময়ে উট বাকী বিক্রয় করা জায়িয হত। যেমন, কাতান কাপড় সুতি কাপড়ের বিনিময়ে বাকী বিক্রয় করা জায়িয আছে। আর যে ক্ষেত্রে একই শ্রেণী হোক কিংবা ভিন্ন শ্রেণীর জীব-জন্তু হোক তাদের বাকী ক্রয়-বিক্রয় জায়িয নয়, তাতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, এসবের বাকী বিক্রয় নিষিদ্ধ হবার কারণ হলো তার مثل (অনুরূপ প্রাণী) নেই। আর যেহেতু এটা অজ্ঞাত। আর যখন এর পরস্পরিক বাকী বিক্রয় করা এ কারণে বাতিল তা অজ্ঞাত সেক্ষেত্রে এর ঋণ দেয়াও বাতিল হবে, কারণ তা অজ্ঞাত। এটাই হলো এ বিষয়ের যুক্তি।

জীবজন্তুর ঋণ প্রদান করা যে জায়িয নয়, বাতিল, এ বিষয়ে আরো যা কিছু প্রমাণ করে তার মধ্যে একটি হলো বাঁদীর ঋণ গ্রহণ করা সকল উলামা-ই কিরামের মতে নাজায়িয। অথচ বাঁদীরও প্রাণী। অতএব যুক্তি নিরিখে অন্যান্য সকল প্রাণীরও ঋণ গ্রহণ করা অনুরূপ না জায়িয হবে।

যদি কেউ এ প্রশ্ন করে যে, আমরা তো দেখেছি যে, গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতিপূরণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (গোলাম/বাদী) দেয়ার হুকুম দিয়েছেন। আর دية এ একশ উটের হুকুম দিয়েছেন। আর কোন অংগহানীর ব্যাপারেও যে ক্ষতি পূরণের হুকুম প্রদান করেছেন, তা উটের মাধ্যমেই করেছেন। আর এগুলো সবই অনির্ধারিতভাবে সাব্যস্ত প্রাণী। তবে অন্যান্য সব প্রাণীও অনুরূপ অনির্ধারিতভাবে সাব্যস্ত হতে পারবে না কেন?

তবে এ প্রশ্নকারীকে বলা হবে, দিয়াত ও গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জন্তু প্রদানের হুকুম দিয়েছেন যেমন আপনি বলছেন এবং প্রাণীর বিনিময়ে আর এক প্রাণী বাকী বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, যেমন আমরা এ অনুচ্ছেদে আলোচনা করেছি। এতে মালের বিনিময়ে কারো যিম্মায় কোন প্রাণীর ওয়াজিব হওয়া নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়। আর কোন মালের বিনিময় হিসেবে না হলে আরো জিম্মায় কোন প্রাণীর ওয়াজিব হওয়া জায়িয প্রমাণিত হয়।

এগুলো দুটো ভিন্ন নীতি, যা আমরা বিশুদ্ধ নীতি মনে করি এবং এই নীতির উপর যাবতীয় শাখা-প্রশাখা সমূহের ভিত্তি স্থাপন করি। অতএব যে জীবজন্তু কোন মালের বদল হয় তার হুকুম ঐ ঋণের হুকুমের মতই, যার বর্ণনা আমরা পূর্বে প্রদান করেছি। আর যে জীব-জন্তু কোন মালের বদল নয়, তার হুকুম হলো دية ও غرة এর হুকুমের মত, যার উল্লেখ আমরা এর পূর্বে করেছি। মধ্যম মানের কোন দাস বা দাসীর উপর বিবাহ প্রদান কিংবা খোলা করণ এই শ্রেণীতেই অন্তর্ভুক্ত।

আর আমরা যে বর্ণনা প্রদান করেছি তা বিশুদ্ধ হবার দলীল হলো, নবী ﷺ حرة ও আযাদ মহিলার جنين (গর্ভস্থ সন্তান) নষ্ট করার দায়ে একটা غرة (গোলাম/বাঁদী) প্রদানের ফায়সালা প্রদান করেছেন। অথচ সমস্ত মুসলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোন বাঁদীর جنين (গর্ভস্থ সন্তান) এর ক্ষতিপূরণে এটা ওয়াজিব নয়। বরং

এতে ওয়াজিব হলো, মতান্তরে কিছু দিরহাম, কিংবা দীনার, কেউ কেউ বলেন, 'জানীন' কন্যা হলে তার মূল্যের এক দশম অংশ হত্যাকারীর উপর ওয়াজিব হবে। আর যদি পুত্র সন্তান হয় তবে তার মূল্যের দশমাংশের অর্ধেক ওয়াজিব হবে। আর যারা এমত পোষণ করেন, তারা হলেন ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র)।

অপর পক্ষে অন্যান্য উলামা-ই কিরাম বলেন, 'জানীন' নষ্ট করলে নষ্টকারীর উপর 'জানীন'-এর মায়ের মূল্যের দশমাংশের অর্ধেক ওয়াজিব হবে। উলামা-ই কিরাম এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন যে, চতুষ্পদ প্রাণীর কোন 'জানীন' নষ্ট করলে নষ্টকারীর উপর বাচ্চার মায়ের যতটুকু 'মূল্যহানি' হবে-তা-ই ওয়াজিব হবে। অথচ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উটের যে দিয়াত (دية) ওয়াজিব করেছেন তা কেবল আযাদ মানুষের ব্যাপারে ওয়াজিব হবে। গোলাম হত্যা করলে তা ওয়াজিব হবে না।

অতএব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে ক্ষেত্রে 'কারো জিম্মায়' (অর্থাৎ অনির্ধারিত) কোন প্রাণী সাব্যস্ত করেছেন, তা হলো ঐ প্রাণী, যা কোন মালের বদল না বিনিময় নয়। আর যে প্রাণী কোন মালের বদল বলে বিবেচিত নয়। আর যে প্রাণী কোন মারের বদল বলে বিবেচিত, তা কারো জিম্মায় ওয়াজিব হবার কথা নিষেধ করেছেন। এ দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, যে ঋণ কোন মালের বদল, তার মধ্যে 'জিম্মায়' কোন প্রাণী ওয়াজিব হবেনা। আর এটাই হলো ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র) এর মত। পূর্ববর্তী একদল[১] উলামা হতে বর্ণিত হয়েছে ঃ

٥٣١٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبِ الْكَيْسَانِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ اَسْلَمَ زَيْدُ بْنُ خُلَيْدَةَ اِلٰى عِطْرِيْسِ بْنِ عُرْقُوْبٍ فِىْ قَلَائِصَ كُلُّ قَلُوْصٍ بِخَمْسِيْنَ فَلَمَّا حَلَّ الْاَجَلُ جَاءَ يَتَقَاضَاهُ فَاَتَى ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَسْتَنْظِرُهُ فَنَهَاهُ عَنْ ذٰلِكَ وَاَمَرَهُ اَنَّ يَأْخُذَ رَأْسَ مَالِهِ -

৫৩১৪. সুলায়মান ইব্‌ন শুআইব কায়সায়ী বলেন, ... তারেক ইব্‌ন শিহাব বলেন, একবার যায়েদ ইব্‌ন খুলায়দা, ইত্‌রীস ইব্‌ন উরকূব এর সহিত কিছু যুবক উটের ব্যাপারে بيع سلف করলেন, প্রতিটি উট পঞ্চাশ দিরহামের বিনিময়ে। যখন উট পরিশোধ করার নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হলো তখন তিনি তার নিকট তা নেয়ার জন্য আগমন করলেন। উট দিতে অক্ষম হবার কারণে তিনি হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর নিকট কিছু অতিরিক্ত সময় নেবার জন্য আগমন করলেন। কিন্তু তিনি তাকে এর থেকে নিষেধ করলেন এবং তাকে তার মূলধন ফিরিয়ে নিতে নির্দেশ দিলেন।[২]

---

১. قوله وقد روى هذين الخ আল্লামা আইনী (র) বলেন, এই যে বক্তব্যটি বর্ণিত হয়েছে, যে কোন প্রাণী যখন কোন মালের বদল হবে তা কারো জিম্মায় ওয়াজিব হবেনা, একথা সাহাবা-ই কিরাম ও তাবেঈগণের একটি দল হতে বর্ণিত। তারা হলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ, হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার, আব্দুর রহমান ইব্‌ন সামুরা ও ইব্রাহীম নাখঈ, তারা সকলেই জীবজন্তুর মধ্যে بيع سلم নিষেধ করেছেন। হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) হতেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং এটাই ইমাম ছাওরী, শা'বী, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, এক রিওয়ায়াত মুতাবিক ইমাম আহমদ (র)-এর মাযহাব।

২. হাদীসের রাবী তারেক ইব্‌ন শিহাব আল-বাজলী কূফী, নবী ﷺ কে দেখেছেন, কিন্তু তাঁর থেকে শুনেননি। এবং একই হাদীসের রাবী যায়িদ ইব্‌ন খুলায়দা আল ইয়াশকুরীকে ইবন হাব্বান ثقة রাবীদের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ইতরীস ইবন উরকূবকেও তিনি [illegible] তাবিঈগণের মধ্যে [illegible]

٥٣١٥ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرِ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ اَبِىْ مَعْشَرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ السَّلَفُ فِىْ كُلِّ شَيْءٍ اِلٰى اَجَلٍ مُسَمًّى لاَ بَأْسَ بِهِ مَاخَلاَ الْحَيْوَانَ ـ

৫৩১৫. আবূ বিশর রুকী বলেন, ... ইবরাহীম হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা)[১] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, بيع سلف নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জীবজন্তু ব্যতীত সব জিনিসের মধ্যে হতে পারে, এতে কোন অসুবিধা নেই।

٥٣١٦ـ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ يَكْرَهُ السَّلَمَ فِى الْحَيْوَانِ ـ

৫৩১৬. মুবাশ্‌শির ইবনুল হাসান বলেন, ... সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) বলেন, হযরত হুযায়ফা (রা) জীবজন্তুর মধ্যে بيع سلف পসন্দ করতেন না।

٥٣١٧ـ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ اَنَّهُ سَأَلَ اِبْنَ عُمَرَ عَنِ السَّلَفِ فِى الْوُصَفَاءِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَاِنَّ اُمَرَاءَنَا يَنْهُوْنَنَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اَطِيْعُوْا اُمَرَاءَكُمْ وَاُمَرَاؤُنَا يَوْمَئِذٍ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَمُرَةَ وَاَصْحَابُ النَّبِىِّ ﷺ ـ

৫৩১৭. নাস্‌র ইব্ন মারযূক বলেন, ... একবার আবূ নাযরা হযরত ইব্ন উমার (রা)-এর নিকট ..... এর মধ্যে بيع سلف সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি বললেন, এতে কোন ক্ষতি নেই। আমি বললাম, আমাদের আমীরগণ যে এর থেকে আমাদেরকে নিষেধ করেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের আমীরদের আনুগত্য কর। আর আমাদের আমীর ছিলেন তখন আব্দুর রহমান ইব্ন সামুরা ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীগণ।

---

১. আইনীর নুসখায় ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর উল্লেখ নেই। অতএব مصنف ابن ابى شيبة ও مصنف عبد الرزاق এ দেখুন।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

ইফা-২০১৩-২০১৪-প্র/১৯১ (উ)-৩,২৫০